গ্রন্থাবলী সিরিজ

দামোদর গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

১। সপত্নী ২। ললিতমোহন ৩। অমরাবতী

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মূল্য—আড়াই টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :
শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়,
বসুমতী প্রেস, কলিকাতা—১২

সপত্নী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

নরেশ বাবু প্রয়োজন উপলক্ষে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। অদ্য প্রাতে তিনি হরিপুরে ফিরিয়াছেন। হরিপুর তাঁহার পৈতৃক-বাসস্থান নহে—শ্বশুরবাড়ী। নরেশচন্দ্র বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী রত্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র সুন্দরী কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদবধি এই স্থানেই বাস করিতেছেন।

নরেশ বাবু সুপুরুষ, সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ যুবক। বিষয়কর্ম্ম করিলে তিনি সংসারে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিতেন না, এমন নহে। কিন্তু অদৃষ্টের অনুকুলতা বা প্রতিকুলতা হেতু তাঁহাকে জীবন-সংগ্রামের কোনই কঠোর আঘাত ভোগ করিতে হয় নাই এবং জীবিকাপাতের জন্য তাঁহাকে কোনই আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। সর্ব্বপ্রকার ভোগৈশ্বর্য্য-পরিবৃত হইয়া, তিনি বিলাসের ক্রোড়ে কালপাত করিতেছেন, অভাব-অপ্রতুলতাজনিত নিদারুণ উদ্বেগ তাঁহার সমীপেও অগ্রসর হইতে অশক্ত। তথাপি নরেশচন্দ্র অসুখী, অশান্ত ও অপ্রসন্ন।

নরেশচন্দ্র কুলীন-সন্তান। অতি শৈশবে কলিকাতা-সন্নিহিত উত্তরপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র ব্যক্তির কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সেই বালিকার পিতা নরেশচন্দ্রের পিতামাতার সাতিশয় বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। নরেশের প্রথমা পত্নীর পিতা নিতান্ত দীনতা হেতু বৈবাহিকের কোন প্রার্থনাই পূরণ করিতে পারেন নাই। কন্যাকে বা জামাতাকে দেশকাল-পাত্রানুরূপ কোন প্রকার বস্ত্রাভরণ প্রদান করিতে তাঁহার সাধ্য হয় নাই—পারেন নাই। বৈবাহিকের এই অপরাধ হেতু পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিবার চেষ্টায় ছিলেন। রত্নেশ্বর বাবুও সেই সময় কন্যার বিবাহার্থ পাত্রের অন্বেষণ করিতেছিলেন। কন্যাকে মনের মত পাত্রে সমর্পণ করিয়া এবং জামাতাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। নরেশ পরম গুণবান্ হইলেও বিবাহিত, সুতরাং এ পাত্র কুলে-শীলে গৌরবজনক জানিয়াও রত্নেশ্বর বাবু সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কিন্তু নরেশের পিতা এই বিবাহ ঘটাইবার জন্য সাতিশয় উৎসুক হইলেন। তিনি স্বীকার করিলেন, তাঁহার পুত্র বিবাহের পর আত্মীয়-স্বজনের সহিত আর একত্রাবস্থান করিবেন না। পূর্ব্বপত্নীর সহিত কোন সম্পর্ক রাখা দূরে থাকুক, কখন তাহার নামও করিবেন না এবং সর্ব্বদা রত্নেশ্বর বাবুর বাসনাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার পুত্রনির্ব্বিশেষে জীবন যাপন করিবেন। বিবাহ স্থির হইয়া গেল। পিতার একান্ত আজ্ঞাধীন পুত্র কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না। নরেশচন্দ্র অচিরে রত্নেশ্বর বাবুর বিশাল অট্টালিকায় জামাতারূপে পরিগৃহীত হইলেন। কিন্তু তাঁহার চিত্ত, তাহার কথা কেহই ভাবিল না, তাহার কেহই সন্ধান করিল না, কেহই তাহার অবস্থা বুঝিল না। পিতৃভক্ত নরেশ বুঝিলেন, তিনি পাপাচরণ করিলেন; এক কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া অন্য গুরুতর কর্ত্তব্য অবহেলা করিলেন এবং চিরদিনের জন্য শান্তি ও সন্তোষ হারাইলেন!

পিতামাতার সহিত নরেশের কদাচিৎ সাক্ষাৎ হয়। তাহাতে তাঁহারা দুঃখিত নহেন; পুত্র যে রাজতুল্য ভাগ্যবান্ হইয়াছে, ইহাই তাঁহাদের পরমানন্দ। পাঁচ বৎসর হইল এই বিবাহ হইয়াছে, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে একদিনও কাহার নিকট নরেশচন্দ্র তাঁহার প্রথমা পত্নীর নামও উচ্চারণ

করেন নাই। তাঁহার হৃদয় কি এই কল্পনাতীত ভোগৈশ্বর্য্যে আত্মবিক্রয় করিয়া সুখী হইয়াছে ?

কলিকাতা হইতে নরেশ গৃহে—এখন রত্নেশ্বর বাবুর ভবনই তাঁহার নিজগৃহ হইয়াছে—প্রত্যাগত হইবামাত্র দাসদাসী বিবিধ বিধানে তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছে, স্বয়ং রত্নেশ্বর বাবু আসিয়া তাঁহার শারীরিক কুশলবার্ত্তা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার কার্য্যের সফলতা সম্বন্ধে সন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী আসিয়া আনন্দাশ্রুপাত করিতে করিতে ছয় দিন পরে তাঁহার অন্ধকার ভবন পুনরায় আলোকিত হইল বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন। সকলেই সর্ব্বপ্রকার আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। কেবল আইসেন নাই এক জন। নরেশ বাবুর পত্নী—হেমলতা এখনও স্বামীর মন্দিরে দেখা দেন নাই, স্বামীও পত্নী-সম্ভাষণে কোন আয়োজন করেন নাই। কেন ?

দাসদাসীর যত্নে স্নানাদি শেষ হইল। শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর যত্নে আহারাদি সমাপ্ত হইল। নরেশ বাবু বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষ বিবিধ মহামূল্য শোভন পদার্থে পরিপূর্ণ। নরেশ একখানি সংবাদ পত্র হস্তে লইয়া তত্রত্য এক মকমলমণ্ডিত কোচে উপবেশন করিলেন। ধীরে ধীরে পার্শ্বের দ্বার দিয়া এক সপ্তদশবর্ষীয়া কামিনী তথায় প্রবেশ করিলেন এবং নিঃশব্দে আসিয়া নরেশের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পরমা সুন্দরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। সুন্দরী বলিলে যে সকল লক্ষণ প্রথমেই আমাদের মনে হয়, সকলই তাঁহার আছে। তাঁহার দেহের বর্ণ চাঁপাফুলের মত, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন সুসঙ্গত, সুপরিণত, তাঁহার নাক, মুখ, চোখ বেশ মানানসহি। তাঁহার কেশরাশি এখন অবেণীসংবদ্ধ। পৃষ্ঠদেশ আচ্ছন্ন করিয়া সেই ঘনকৃষ্ণ কেশ-কলাপ যেন সুন্দরীর রক্তিম চরণ-যুগল চুম্বন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছে। সুন্দরীর সকলই শোভাময় হইলেও, যেন তাঁহার রূপের অনেক অভাব রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নয়নে যেন কামিনীসুলভ সরলতা নাই, তাঁহার দেহে যেন ললনোচিত মধুরতা নাই। যেন পুরুষ পুরুষভাব তাঁহার দেহের সর্ব্বত্র অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার গতি-ভঙ্গী সকলই কঠোরতায় প্রলিপ্ত। এই সুন্দরী রত্নেশ্বর বাবুর একমাত্র তনয়া, নরেশ বাবুর পত্নী হেমলতা।

হেমলতা অগ্রসর হইয়া নরেশ বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বিবাহের পর প্রথম প্রণয়িনী-সন্দর্শনে হৃদয় যেরূপ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, নরেশচন্দ্রের তাহা করিল কি ? নরেশচন্দ্র একটু বিচলিত হইলেন, হাতের সংবাদপত্র পড়িয়া গেল, একবার অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন, তাহার পর একটু কৃত্রিম হাসির সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি ভাল আছ হেমলতা ?"

হেমলতার মুখখানা যেন মেঘাচ্ছন্ন। স্বামীর সহিত ছয়দিনের পর সাক্ষাতে তাঁহার মুখে হাসি দেখা দিল না। স্বামীর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কয়দিন কি তুমি কলিকাতাতেই ছিলে ?"

নরেশ বলিলেন,—"হাঁ।"

হেমলতা জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথায় ছিলে ?"

নরেশ বলিলেন,—"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? সুরেশ আমার বাল্যবন্ধু, তাঁহার বাসাতেই আমার থাকিবার কথা ছিল, তাহা তুমি জান। সেখানেই আমি ছিলাম।"

হেমলতার মুখ যেন আরও গাঢ়তর মেঘাচ্ছন্ন হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেখানে কে কে ছিলেন ?"

নরেশ একটু চিন্তাকুল হইলেন। বলিলেন—"সুরেশের মা, তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার শিশুপুত্র।"

হেমলতার বদনে যেন ক্রোধের রেখা প্রকটিত হইতে লাগিল। একটু বিকৃতস্বরে তিনি জিজ্ঞাসিলেন—"আর ?"

উদ্বিগ্ন নরেশ বলিলেন,—"আর কি ?"

হেমলতা কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর কে সেখানে ছিল, সত্য করিয়া বল।"

একটু বিরক্তির সহিত নরেশ উত্তর দিলেন,—"তুমি এরূপ কর্কশভাবে কথা কহিতেছ কেন ?—আমার ইচ্ছা না হইলে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহি, ইহা মনে রাখিয়া তোমার কথা কহা উচিত।"

হেমলতা একটু চিন্তা করিলেন। মুখে যে কথা বাহির হইতেছিল, তাহা চেষ্টা করিয়া প্রাণের মধ্যে ফিরাইয়া লইলেন। তাহার পর বলিলেন,—"তুমি সত্যবাদী ধার্ম্মিক বলিয়া লোকে তোমার সুখ্যাতি করে! আমি জানিতাম, সত্যকথা বলিতে তুমি কখনই ভয় পাইবে না। এখন বুঝিলাম, সত্যকথা বলিবার সাহস তোমার নাই।"

নরেশ বলিলেন,—"বড় অন্যায় কথা তুমি বলিতেছ। সত্য কথা কখনই প্রচ্ছন্ন করিতে

আমার ইচ্ছা হয় না। আমি সত্যকথা বলিতে ভয় পাইতেছি না, কিন্তু তোমার ভঙ্গী দেখিয়া কথা কহিতে আমার সাহস হইতেছে না।"

আবার হেমলতা আর একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আমি সকল কথাই জানি। তথাপি তোমার মুখ হইতে কথাটা শুনিতে আমার ইচ্ছা আছে বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কলিকাতায় সুরেশ বাবুর বাসায় আর কাহারও সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই কি ?"

নরেশ বাবু বিশেষ বিরক্তির সহিত বলিলেন— "তোমার এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নহি। তথাপি বলিতেছি, সেখানে আমার পত্নী কুমুদিনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাক্ষাৎ হইয়াছিল কেন—আমরা কয়দিন একত্র বাস করিয়াছি। তুমি জান বা না জান, এ কথা তোমার নিকট লুকাইবার কোনই প্রয়োজন নাই! তবে এখনই না বলিয়া সময়ান্তরে ইহা তোমাকে জানাইতাম। তোমার দৌরাত্ম্যে এখনই তোমাকে জানাইতে হইল।"

তখন হেমলতা কুপিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কি বলিতে হইবে, কি করিতে হইবে, তাহা যেন তিনি ভুলিয়া গেলেন। ক্রোধে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল। দেহের নানাস্থানে উচ্চ শিরা-সকল দেখা দিল। অধর কম্পিত হইতে লাগিল। সেই সুন্দরীকে তখন বিকৃতকায়া রাক্ষসী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন— "বিশ্বাসঘাতক, তাহার সহিত জীবনে আর কখনই সাক্ষাৎ করিবে না, এই সত্যে তুমি বদ্ধ ছিলে না?"

অসীম ধৈর্য্যের সহিত নরেশ বাবু বলিলেন,— "না। আমার পিতা তোমার পিতার সহিত এইরূপ সত্যবন্ধন করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি। পিতৃসত্য পালন করিতে আমি নিশ্চয়ই বাধ্য। কিন্তু তাঁহার সত্যবন্ধনের বহুপূর্ব্বে নারায়ণ, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া পবিত্র বেদমন্ত্র-সহকারে আমি যাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাকে নিরপরাধে ত্যাগ করিবার কোনই কারণ আমি দেখিতে পাই নাই; সেই জন্য যদি তাঁহার সহিত কয়দিন একত্র বাস করিয়া থাকি, তাহাতে কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। তুমি এই উপলক্ষে যে ভাবে আমার সহিত কথা কহিতেছ, তাহা অতিশয় নিন্দনীয় ও বিরক্তিকর। আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তুমি আর কখনও এ ভাবে আমার সহিত কোন কথা কহিও না।"

হেমলতা ঘোর বিরক্তিসূচক হাস্য করিয়া কহিলেন,—"ধন্য তোমার স্পর্দ্ধা! তুমি আমাকে সাবধান করিতেছ! কেন, এরূপে কথা কহিলে, তুমি আমাকে ফাঁসি দিবে না কি? কৃতঘ্ন নরাধম, জান না, তুমি কি অবস্থা হইতে এই সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে পাইয়াছ? যাহার জন্য তোমার এই সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, তাহার নিকট চিরদিন বিনীত ও কৃতজ্ঞ না থাকিয়া আজি তুমি তাহাকে ভয় দেখাইতে, তাহার কার্য্যে দোষ দেখাইতে এবং তাহার সহিত সমানভাবে কথা কহিতে সাহসী হইয়াছ। বেশ! তোমার এ সাহসের পরিণাম অতি ভয়ানক হইবে। জানিও, হেমলতা কখনই এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবে না।"

নরেশের কোন উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই হেমলতা বেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই দিন বৈকালে রত্নেশ্বর বাবু একজন দাসীর দ্বারা নরেশকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। হেমলতার সাক্ষাতের পর হইতে অতি কষ্টে নরেশের সময় কাটিতেছিল। তিনি কি করিবেন, অতঃপর কি ভাবে তাঁহার জীবনপাত করা বিধেয়, ইত্যাদি বিবিধ চিন্তায় তিনি নিতান্ত কাতর ছিলেন। সহসা রত্নেশ্বরবাবুর আহ্বানে নরেশ বিচলিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, হেমলতা যে প্রসঙ্গ অবলম্বনে, অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যবহারে তাঁহাকে উৎপীড়িত করিয়াছেন, তাঁহার পিতাও নিশ্চয়ই তাহারই উত্থাপন করিবেন। তাহাতে ক্ষতি কি? জীবনের যে গতি স্থির করিতে না পারিয়া তিনি ব্যাকুল হইতেছিলেন, হয় তো রত্নেশ্বর বাবুর সহিত আলাপে তাহা নির্ণীত হইবে এবং নরেশ হয় তো কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন।

যে দাসী ডাকিতে আসিয়াছিল, তাহার নাম লবঙ্গ। সে অনেক দিন রত্নেশ্বর বাবুর সংসারে কাজ করিতেছে এবং পারিবারিক সমস্ত ব্যাপারেই লিপ্ত হইয়া জীবনপাত করিতেছে। তাহার বয়স চল্লিশ অতিক্রম করে নাই। বয়স যতই হউক, সে আপনাকে যুবতী বলিয়া জ্ঞান করে; এবং

তদনুরূপ বেশভূষা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। নরেশ বাবুর যে ব্যবহারে হেমলতা নিরতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন, লবঙ্গ তাহার সকলই জানে।

নরেশ জিজ্ঞাসিলেন—"আমাকে এ সময়ে কর্ত্তাবাবু কেন ডাকিতেছেন লবঙ্গ ?"

লবঙ্গ বলিল,—"আমি দাসী—আমার কোন কথা বলিবার দরকার নাই। আপনি সকলই জানিতে পারিবেন জামাই বাবু। দিদিবাবুর সহিত কর্ত্তাবাবুর দেখা হইয়াছিল। অনেক কাণ্ড ঘটিয়াছে।"

অনেক কাণ্ড ঘটিবে বলিয়া নরেশ বাবু জানিতেন এবং সে জন্য প্রস্তুত ছিলেন। একবার ইচ্ছা হইল, লবঙ্গের নিকট অনেক কাণ্ডের কতক আভাস জানিবার চেষ্টা করায় ক্ষতি কি ? আবার মনে হইল, একটা দাসীর সহিত এ সকল পারিবারিক অকৌশলের আলোচনা করা অনাবশ্যক। তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা, তুমি এখন যাও লবঙ্গ, আমি এখনই কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট যাইতেছি।"

অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াও লবঙ্গ প্রস্থান করিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"জামাই বাবু! আপনার বড়-স্ত্রী না কি খুব সুন্দরী ?"

নরেশ বিরক্ত হইলেন। কোন উত্তর দিলেন না। লবঙ্গ আবার বলিল,—"তা তিনি দেখিতে যতই সুন্দরী হউন না কেন, তাঁহার সহিত দেখা করা আপনার ভাল হয় নাই। এখানে যেরূপ কাণ্ড উপস্থিত, তাহাতে এ জীবনে তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাতের আর কোনই উপায় থাকিবে না।"

নরেশ বাবু এই সকল অযাচিত আত্মীয়তা ও উপদেশ শ্রবণে মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইলেন, কিন্তু সাবধানে হৃদয়-ভাব প্রচ্ছন্ন করিয়া বলিলেন—"যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহাই ঘটিবে। তুমি এখন যাও, আমি কর্ত্তার নিকট যাইতেছি।"

নরেশ বাবু গাত্রোত্থান করিলেন। অগত্যা লবঙ্গকে প্রস্থান করিতে হইল।

অন্তঃপুরের অন্যতম এক কক্ষে এক পর্য্যঙ্কোপরি রত্নেশ্বরবাবু উপবিষ্ট। তাঁহার পত্নী পর্য্যঙ্কপার্শ্বে মার্ব্বেল আবৃত মেজের উপর আসীনা। রত্নেশ্বর বাবুর দেহ সুদীর্ঘ, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, ললাট প্রশস্ত, নেত্রদ্বয় বিস্তৃত মস্তকের কেশরাশি শ্বেত-কৃষ্ণ সংমিশ্রিত, গোঁপ যোড়াটি ঘন, লম্বা ও সযত্ন-বিন্যস্ত। বক্ষোদেশ লোমাবলী-সমাচ্ছন্ন। তাঁহার পত্নী পরমা সুন্দরী বয়স চল্লিশের অধিক হইলেও, এখন তাঁহাকে পরিণতবয়স্কা যুবতী ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না।

নরেশ ধীরে ধীরে ও অবনত মস্তকে এই দম্পতির সম্মুখাগত হইলে, গৃহিণী তাঁহাকে সাদরে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। নরেশ অন্য কোন উচ্চ আসনে উপবেশন না করিয়া দূরে ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িলেন।

রত্নেশ্বর একটু বিচলিতস্বরে বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি, তুমি কলিকাতায় গিয়া বড়ই গর্হিত কার্য্য করিয়াছ। ইহার সমুচিত সুব্যবস্থা না হইলে, আমি তোমার উপর অতিশয় বিরক্ত হইব। তাহার ফল তোমার পক্ষে বড়ই অমঙ্গলজনক হইবে।"

নরেশ কম্পিতকণ্ঠে কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ব্যবস্থা করিতে আমাকে আদেশ করিতেছেন ?"

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন—"আমার আদেশ করা নিষ্প্রয়োজন ; তুমি বুদ্ধিমান্, ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, তোমার আচরণ বড়ই জঘন্য হইয়াছে। যাহা হইয়াছে, তাহার আর হাত নাই। ভবিষ্যতে এরূপ কোন কার্য্য যেন তোমার দ্বারায় ভ্রমেও অনুষ্ঠিত না হয় ; তোমাকে অদ্য আমাদের সম্মুখে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।"

নরেশ নিরুত্তর। একটু উত্তেজিতস্বরে রত্নেশ্বর বলিলেন,—"কথা কহিতেছ না কেন ? প্রতিজ্ঞা করিতে ইতস্ততঃ করিতেছ কেন ?"

নরেশ বলিলেন,—"আমি জানি না, আমার বিবাহিতা সহধর্ম্মিণীর সহিত সাক্ষাৎ করায় আমার কি অন্যায় হইয়াছে। ভবিষ্যতে আর কখন তাঁহার সহিত সাক্ষাতাদি করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা নিতান্ত অসঙ্গত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইবে বলিয়া আমার মনে হয়।"

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন,—"অন্নহীন, আশ্রয়হীন, ভিক্ষুক-পুত্র! যখন আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলে, তখন তোমার এ ধর্ম্মজ্ঞান কোথায় ছিল ? তোমার পিতা বারংবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, তোমার পূর্ব্বস্ত্রীর সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না।"

হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাস অতি আয়াসে সংযত করিয়া নরেশ বলিলেন,—"আমার পিতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহা আমার বেশ মনে আছে।"

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন—"তবে হতভাগ্য ! সে

কথা ভুলিয়া কার্য্য করিতে এখন তোমার লজ্জা হয় না কি ?"

নরেশবাবু বলিলেন,—"পিতার আদেশে এক স্ত্রী থাকিতে অন্য বিবাহ করিয়া আমি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, কিন্তু পিতৃ-আজ্ঞা পালনে ও তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্যসাধনে আমি বাধ্য। সুতরাং তাঁহার আজ্ঞায় কোন গর্হিত কার্য্য সম্পাদন করিয়াও আমি দুঃখিত হই নাই। আমার পূর্ব্বস্ত্রীর সহিত সাক্ষাতাদি বিষয়ে আমার পিতার কোন বিশেষ আজ্ঞা আমি প্রাপ্ত হই নাই। তিনি এ সম্বন্ধে আমাকে কোন নিষেধসূচক আদেশ করিলে, আমি কখনই এ কার্য্য করিতে সাহসী হইতাম না।"

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন, "তাহার আদেশ পাও বা না পাও, আমাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করিতে তুমি বাধ্য। সে যাহা হউক, এ সম্বন্ধে অপাততঃ অধিক বাগ্বিতণ্ডা অনাবশ্যক। আমি তোমার পিতাকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছি। সে আসিলেই তাহার সম্মুখে সকল কথা শেষ করিব। তোমার এই দারুণ দুর্ব্যবহারে আমি এতই বিরক্ত হইয়াছি যে, যতক্ষণ ইহার একটা শেষ করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ আমার আর কোন শান্তির আশা নাই।"

নরেশ অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। রত্নেশ্বর বাবুর কথাবার্ত্তা বড়ই অপমানজনক ও নিতান্ত মর্ম্মবিদারক বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তাঁহার পিতা বিবাহ দিয়া তাঁহাকে কতকগুলি লোকের ক্রীতদাস করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে পরকীয় বাসনানুবর্ত্তী করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, ইহা তিনি একবারও মনে করেন নাই। পিতার আজ্ঞায় তিনি দারান্তর পরিগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও সুযোগ হইলে পূর্ব্বস্ত্রীর মুখাবলোকন করিলেও তাঁহার পাপাচরণ হইবে, ইহা তিনি কদাপি জানিতেন না। অদ্য তিনি আপনার অবস্থা স্পষ্ট রূপে প্রণিধান করিলেন। হৃদয়ে দুর্ব্বিষহ জালা! তিনি বুঝিলেন, শকটবাহী অশ্বতরের অথবা ভারবাহী বলীবর্দ্দের অবস্থাও তাঁহার ন্যায় শোচনীয় নহে। অনেকক্ষণ অধোমুখে বসিয়া থাকার পর ভীতভাবে নরেশ জিজ্ঞাসিলেন—"আমার প্রতি আর কোন আদেশ আছে কি? আমি এক্ষণে প্রস্থান করিব কি?"

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন—"হাঁ, আপাততঃ প্রস্থান করিতে পার। কিন্তু সাবধান, আমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্বে তুমি এ বাটী ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিও না। তোমার পিতা আসিলে তাঁহার সহিত কথা শেষ করিয়া তোমার সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিব।"

নরেশ নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কর্ত্রীঠাকুরাণীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রত্নেশ্বর বাবুর নিকট অপমানজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া নরেশচন্দ্র অবনতমস্তকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল এ শ্বশুরগৃহে আর এক দিনও তাঁহার বাস করা উচিত নহে। অতঃপর তিনি এ স্থানে আর থাকিবেন না বলিয়া সংকল্প করিলেন। তিনি যখন চিন্তাকুলভাবে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন, তখন বাহির হইতে শব্দ হইল,—"বাবা, এখানে আছ কি?"

রত্নেশ্বর বাবুর পত্নী বাহির হইতে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র নরেশচন্দ্র সসম্ভ্রমে বলিলেন,—"আপনি আসিয়াছেন মা, বড়ই ভাল হইয়াছে; আমি এ বাটীতে আর থাকিব না, আপনি আমাকে গর্ভধারিণীর ন্যায় স্নেহ-যত্নে পালন করিতেছেন, এ জন্য আপনার চরণ হইতে বিদায় লইতে আমার কষ্ট হইবে, কিন্তু মা, এ অধম সন্তান যে ভাবে যেখানেই থাকুক না কেন, চিরদিনই আপনার অনুগত, আজ্ঞাধীন ও চিরকৃতজ্ঞ সন্তানরূপে কালযাপন করিবে সন্দেহ নাই। এ বাটীতে আর কাহারও সহিত শেষ সাক্ষাৎ বা কাহারও নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের প্রয়োজন নাই। আপনার শ্রীচরণ দর্শন না করিয়া যাত্রা করিতে হইলে আমার ক্লেশের সীমা থাকিত না। আমার বড়ই সুকৃতি যে, বিদায়কালে আপনার চরণকমল দর্শন করিতে পাইলাম, এ বাটীর কোন সামগ্রীই আমার নহে। আমি রিক্তহস্তে আপনাদের আশ্রয়ে আসিয়াছিলাম; রিক্তহস্তে অদ্য প্রস্থান করিতেছি।"

নরেশ অতি বিনম্রভাবে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর চরণে প্রণাম করিলেন। গৃহিণী অধোমুখে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার নয়নে জল। প্রণাম

সমাপ্ত হইলে তিনি বলিলেন, "বাবা! তোমার সহিত হেমলতা যেরূপ মন্দ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা আমি শুনিয়াছি; কর্ত্তা যেরূপ রূঢ় কথা তোমাকে বলিয়াছেন, তাহাও আমি শুনিয়াছি। কিন্তু যিনি যাহাই বুঝিয়া থাকুন, আমি বেশ জানি, তুমি তোমার প্রথমা স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন মন্দ কার্য্য কর নাই। সে বালিকা তোমার ধর্ম্মপত্নী, তাহার সহিত তুমি কখন আলাপ না রাখিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে। তোমার আর একটি স্ত্রী আছে জানিয়াই তোমাকে আমরা কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে সে জন্য তোমার সহিত মন্দ ব্যবহার করিলে পাপ হইবে। যাহা হইয়াছে, তাহা মনে করিয়া তোমার সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিতেছি না। এরূপ ব্যবহারের পর তোমার আর এক দণ্ডও এখানে থাকিতে ইচ্ছা না হওয়াই উচিত। তা বাবা, আমি তোমার মা, তুমি মা'র অনুরোধ রক্ষা কর। আজ তুমি এখানে থাক, আমি একবার সকলের সঙ্গে কথা কহিয়া ভাবগতিক বুঝি, তাহার পর আমার মুখে সকল কথা শুনিয়া তুমি যাহা হয় করিও।"

নরেশ বলিলেন,—"আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে আমার সাধ্য নাই। আজি অতি কষ্টে আমি এ স্থানেই থাকিব; কিন্তু মা, কল্য আর আপনি কোন অনুরোধ করিবেন না।"

গৃহিণী বলিলেন,—"কল্য কি হইবে, তাহা এক্ষণে ভাবিয়া কাজ নাই। তুমি আমার অনুরোধপালনে সক্ষম হওয়ায় আমি পরম সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার চরণে যেন কখন কুশাঙ্কুরও না বিদ্ধ হয়। আমি এক্ষণে প্রস্থান করি। আবার শীঘ্র সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা জানাইব।"

নরেশ অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গৃহিণী প্রস্থান করিলেন।

দিনমান এইরূপে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর রত্নেশ্বর বাবু বৈঠকখানা হইতে নরেশচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নরেশ অকুণ্ঠিতচিত্তে ও অকাতরভাবে তথায় উপস্থিত হইলেন। নরেশ বাবু দেখিলেন, তথায় তাঁহার শ্বশুর মহাশয় একজন বন্ধু সহ বসিয়া আছেন; আর তাঁহার পিতৃদেব একটু দূরে এক স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট। নরেশচন্দ্র প্রথমেই পিতার সমীপস্থ হইয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহার পিতা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। সকলের মুখের ভাব দেখিয়া নরেশ বুঝিলেন, পূর্ব্বে নিশ্চয়ই অনেক কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছে; তিনি নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন,—"তোমার পিতা আসিয়াছেন। তোমার হাতে যখন কন্যাদান করি, তখন তোমার পিতা ধার্য্য করিয়াছিলেন যে, তুমি তোমার প্রথমা পত্নীর সহিত জীবনে সাক্ষাৎ করিবে না। এ কথা সত্য কি না, তুমি তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পার।"

নরেশ বাবু বলিলেন,—"আমার পিতা যে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি।"

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন,—"তবে তুমি সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অপরাধী হইলে কেন?"

নরেশ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে তাহার পিতা বলিলেন,—"বৈবাহিক মহাশয়, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার হাত নাই। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই নরেশ বাবাজী বিশেষ সাবধান হইয়া কার্য্য করিবেন। এবার আপনি ক্ষমা করুন, আর কখন এরূপ ঘটিবে না।"

নরেশ বলিলেন—"বাবা, আপনার সত্য পালন করিতে যদি আমার জীবনান্ত হয়, তাহাতে আমি কদাপি পশ্চাৎপদ হইব না। প্রার্থনা করিতেছি, আপনার চরণে ধরিতেছি, আপনি এ সম্বন্ধে আর কোন সত্যে বদ্ধ হইবেন না। আমি সম্প্রতি এখানে যে সকল ব্যবহার সহ্য করিয়াছি, তাহার পর ভবিষ্যতে আমি কি করিব, তাহা এখন বলিতে পারি না।"

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন, "তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, তাহার মত কোন শাস্তিই তোমাকে এখনও ভোগ করিতে হয় নাই, তথাপি তুমি আমাদের ব্যবহার মন্দ বলিয়া স্থির করিয়াছ, তাহাতে আমাদের কোনই ক্ষতি নাই। তোমার অবিবেচনায়, তোমার ঘৃণিত দোষে আমার একমাত্র তনয়ার হৃদয়ে শেল বিঁধিয়াছে। সে নিরন্তর কাঁদিয়া কাল কাটাইতেছে, তাহার চক্ষুতে যে হতভাগ্য জল ফেলাইয়া সুখী হয়, আমি তাহাকে অনায়াসে রসাতলে পাঠাইতে পারি। সে কথা যাউক, তোমার পিতার অনুরোধে আমি তোমাকে এবার ক্ষমা করিতে সম্মত আছি। তুমি ভবিষ্যতে কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা জানিতে পারিলে আমিও তোমার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণ করিব। অতএব বল, তোমার মনের অভিপ্রায় কি?"

নরেশ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা বলিলেন,—"অভিপ্রায় কি, কেন জিজ্ঞাসা

করিতেছেন? যাহা আপনি বলিবেন, তাহাই করিতে হইবে। ছেলেমানুষ না বুঝিয়া অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। আপনি পরম বিজ্ঞ; পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য।"

নরেশ বলিলেন—"আমি যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছি। বাবা, আপনি সত্য করিয়াছিলেন, আপনার প্রথমা পুত্রবধূর সহিত আমি কখন সাক্ষাৎ করিব না। আমি যথাসাধ্য যত্নে এ পাঁচ বৎসর সে সত্য পালন করিয়াছি, তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমি স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন বোধ করি নাই। যাহা হইয়াছে, তাহাতে যে কোন পাপ ঘটিয়াছে, এরূপ আমি মনে করি না। আমি সে জন্য অনেক অপমান, তিরস্কার ও অসদ্ব্যবহার ভোগ করিয়াছি। অতঃপর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি আর কোন সত্যবন্ধন করিবেন না। আমিও সে বিষয়ে কোন প্রতিজ্ঞা করিতে পারিব না।"

রত্নেশ্বর বাবু ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "দেখ বন্দ্যোপাধ্যায়, তোমার পুত্রের সাহস দেখ। যে হতভাগ্য পথের ভিক্ষুক হইয়া কাল কাটাইত, যাহার অন্ন-বস্ত্রের কোনই সংস্থান ছিল না, আমি দয়া করিয়া কন্যা দান না করিলে, যাহার দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না, যে এখন আমার জামাতা হইয়া সুখভোগ করিতেছে, তাহার অহঙ্কারের কথা শুনিয়া ক্রোধে আপাদমস্তক জ্বলিতে থাকে। নরাধম, তুই তোর পিতাকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন প্রতিজ্ঞা করিতে নিষেধ করিতেছিস্! তুই পরে ইচ্ছামত ব্যবহার করিবি, মনে করিয়াছিস্?"

নরেশ নীরব। পিতৃসমক্ষে এরূপ নিষ্কারণ তিরস্কার তাঁহার মর্ম্মে আঘাত করিল। তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। এ অপমান তাঁহার পিতার হৃদয়েও বড়ই গুরুতররূপে আঘাত করিল। তিনি বলিলেন,—"বৈবাহিক মহাশয়, আপনি আমাকে বৈবাহিক বলিয়া একবারও সম্বোধন করেন নাই, আমাকে কোনরূপ সমাদরও করেন নাই। সত্য বটে, আপনি রাজরাজেশ্বর, আর আমি নিতান্ত দীনহীন। কিন্তু আপনার অপেক্ষা কূলে বড় এবং আমি পুত্রের পিতা। এ অবস্থায় বোধ হয়, সমাজে আমারই বেশী সম্মান হওয়া সঙ্গত। সে কথা যাউক, আমার পুত্র যে কার্য্য করিয়া আপনার বিরাগভাজন হইয়াছে, তাহা একালে অকর্ত্তব্য পাপ কার্য্য, এ কথা কোন বিজ্ঞ লোকই বলিতে পারেন না। আপনি ও আপনার কন্যা এই তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া আমার পুত্রের যেরূপ দুর্গতি করিতেছেন, তাহাতে তাহার মন সহজেই বিরক্ত হইতে পারে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতে উদ্যত হইতে পারে। বাস্তবিকই আমার পুত্র নিতান্ত দরিদ্র, কিন্তু সে লেখাপড়া শিখিয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মক্ষম হইয়াছে। সে যে কোনরূপ কর্ম্ম দ্বারা জীবিকাপাত করিতে পারিত না, এরূপ মনে করা অন্যায়। সত্য বটে, আপনার জামাতা হওয়ায় তাহার অনেক সৌভাগ্য হইয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া সে আপনার ক্রীতদাস হয় নাই এবং সকল স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বতোভাবে আপনার আজ্ঞাধীন হয় নাই। আপনার ব্যবহারে আমি অতিশয় অপমানিত ও দুঃখিত হইয়াছি।"

রত্নেশ্বর বাবু অতিশয় উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তুমি অপমানিত হইয়াছ! তবে তো তোমার সর্ব্বনাশ হইবে দেখিতেছি। তোমার মত সামান্য লোকের অপমান কি? তোমার ন্যায় ইতর লোকের পুত্রকে আমি কন্যাদান করিয়াছি, ইহাতে আমার লজ্জার সীমা নাই, তোমাকে বৈবাহিক বলিয়া ডাকিতে হইলে আমার মাথা কাটা যাইবে। তোমার ন্যায় অনেক কুলীন আমার পাকশালায় কাজ করে। যাও তুমি, এখান হইতে দূর হইয়া যাও।"

তৎক্ষণাৎ নরেশচন্দ্রের পিতা গাত্রোত্থান করিলেন। পুত্রও সঙ্গে সঙ্গে পিতার নিকটস্থ হইয়া তাঁহার চরণে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"বাবা, বাবা! এ অধম সন্তানের জন্য আজি আপনাকে এই অপমান সহিতে হইল। যদি কখন এ অপমানের প্রতীকার করিতে পারি, তবেই জীবন সার্থক বলিয়া মনে করিব। এক্ষণে চলুন, আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।"

রত্নেশ্বর বজ্রগম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—"তুই কোথায় যাইবি? তোর পিতা যেখানে ইচ্ছা যাউক, কিন্তু তুই আমার অমতে একবারও এ বাটীর বাহিরে যাইতে পাইবি না।"

সঙ্গে সঙ্গে রত্নেশ্বর বাবু তাঁহার বন্ধুকে বলিয়া দিলেন,—"যাও তুমি, জমাদারকে বলিয়া দেও, সে যেন আমার বিনা হুকুমে নরেশকে কখনও ফটকের বাহিরে যাইতে না দেয়। এ সম্বন্ধে সে যেন পাহারাওয়ালাদের বিশেষ সতর্ক করিয়া রাখে। আমিও এ কথা স্বয়ং বলিয়া দিব।"

বন্ধু "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গে রত্নেশ্বরও কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

——

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কলিকাতাসন্নিহিত বালীগ্রামের উত্তর প্রান্তে গঙ্গাতীরে ৺গোবর্দ্ধন চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষুদ্র ভবন। বাসগৃহ গোলপাতাচ্ছাদিত ও অতি জীর্ণদশাগ্রস্ত। দুই খানি মাত্র ঘর, অপেক্ষাকৃত বৃহৎখানিতে ভবনবাসীরা শয়ন করেন, অপরখানিতে পাক হয়। অঙ্গন অতি ক্ষুদ্র, চারিদিকে বৃক্ষলতাদি-রচিত বেড়া, গোবর্দ্ধন বড়ই দুঃখী লোক ছিলেন। অতি কষ্টে কথঞ্চিৎরূপে শাকান্ন ভোজন করিয়া ও সামান্য-মাত্র বস্ত্রে দেহ আচ্ছন্ন করিয়া তিনি ও তাঁহার পরিবারগণ জীবন যাপন করিতেন। গোবর্দ্ধন, তাঁর পত্নী ও একমাত্র কন্যা ব্যতীত সংসারে আর লোক ছিল না। স্বচ্ছন্দভাবে এই তিন ব্যক্তির জীবন নির্ব্বাহ করার সামর্থ্যও গোবর্দ্ধনের ছিল না। এই অবস্থায় যাহা হউক করিয়া দিন কাটিতেছিল; তিন বৎসর হইল, গোবর্দ্ধনের স্বর্গলাভ হইয়াছে। তাহার পর হইতে তাঁহার বিধবা পত্নী ও পিতৃহীনা কন্যার কষ্টের সীমা নাই। একবেলা অন্নও জুটে না, ছিন্ন বস্ত্রও আর মিলে না, দিন আর কাটে না।

কন্যা কুমুদিনীর বয়স অষ্টাদশ বর্ষ। তিনি কৃষ্ণকায়া, সুতরাং তাঁহাকে সুন্দরী বলিতে অধিকার আছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু যিনি বিশ্বের সকল শোভার আধার, সেই ভগবান্‌ই নবজলধররুচি শ্যামসুন্দর; যিনি ভুবনবিজয়ী পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণস্বরূপা, তিনিও অযোনিসম্ভবা কৃষ্ণা, আর যিনি সকল শক্তির মূল, দেবগণের রক্ষয়িত্রী, সেই পরমা প্রকৃতি ভগবতীও শ্যামা এবং যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ পুরুষ, সেই ত্রেতাবতার শ্রীরামচন্দ্রও নবদূর্ব্বাদলকান্তি। অধুনা গৌরের প্রতি আমাদের যে আসক্তি জন্মিয়াছে, তাহা চিরদিনই ছিল কি না সন্দেহ। গোবর্দ্ধনের কন্যা শ্যামা হইলেও পিতা-মাতা আদর করিয়া দুহিতার নাম কুমুদিনী রাখিয়াছিলেন, কুমুদিনীর শোভা তাঁহার বর্ণে আছে কি? না থাকিলেও "ধাঁদাপুতের" নাম "পদ্মলোচন" রাখিতে পিতামাতা বিরত হন কি? কুমুদিনীর অঙ্গের গঠন এবং মুখশ্রী বড়ই রমণীয়। তাঁহার লোচনযুগল আরও পরম শোভাময়, বোধ হয়, তাঁহার দেহের কৃষ্ণতা হেতু নয়নের শোভা আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মুখখানি যেন বাটালিকাটা নাসা, ওষ্ঠ ও চিবুক সকলই সুচিক্কণ সুঠাম।

কুমুদিনী অন্নবস্ত্রবিহীনা দুঃখিনী। সমুচিত পানভোজনে দেহের যে উজ্জ্বলতা হয়, তাহা তাঁহার নাই। লোচনযুগলের স্বাভাবিক আভা নাই, নিবিড় কেশরাশির সমুচিত উজ্জ্বলতা ও শোভা নাই, কুমুদিনীর বসন নাই, ভূষণ নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই।

কুমুদিনী লেখাপড়া জানেন, বঙ্গভাষার সুপাঠ্য সমস্ত পুস্তকই তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি বিবিধ শিল্পকর্ম্মনিপুণা। আপনি কাটছাট ঠিক করিয়া তিনি নানাপ্রকার জামা প্রস্তুত করিতে পারেন, মখমলের উপর রেশমী ফুলের কাজ করিতে জানেন এবং কার্পেট বুনিতে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা আছে, তথাপি তিনি অনাদৃতা আনন্দবিহীনা।

কুমুদিনী যুবতী; যৌবনের এই পূর্ণোপভোগ-কালে, বিলাস-লালসার এই আবেগময় দিনে, ভোগ-বাসনার এই আনন্দময় সময়ে কুমুদিনী, বিশুষ্কা, মলিনা, বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায়, শাখাভ্রষ্ট বল্লরীর ন্যায় —শোভাহীনা, সজীবতা-পরিশূন্যা।

কুমুদিনী আমাদের সুপরিচিত নরেশ বাবুর প্রথমা পত্নী। পরম রূপবান্ ও সদ্বিদ্বান্ স্বামী থাকিলেও, তিনি কুমুদিনীর কেহই নহেন; কুমুদিনীর সহিত আলাপ পরিচয়ে বা তাঁহার খোঁজ-খবর লইতে স্বামীর অধিকার নাই। সুতরাং কুমুদিনীর এই দুর্দ্দশা; তাই এই শোভার লতিকা শুকাইয়া যাইতেছে। তাই এই আনন্দপ্রদীপ সোহাগ-তৈলাভাবে নিভিয়া যাইতেছে।

অতি কষ্টে কুমুদিনীর দিন কাটিতেছে। পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন; এই সামান্য পূর্ণকুটীর ব্যতীত আর কিছুই তিনি রাখিয়া যান নাই, কাজেই তাঁহাদের অর্থ নাই, অলঙ্কার নাই, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নাই, তৈজসাদিও নাই। কন্যা বিবিধ শিল্পকর্ম্ম করেন, জননী তাহা বিক্রয় করেন, তাহাতে যৎসামান্য আয় হয়; সেই সামান্য আয়ে অতি কষ্টে মা ও মেয়ের দিনযাপন করিতে হয়। সামান্য আহারে জীবন-ধারণ, সামান্য বস্ত্রে লজ্জা-নিবারণ ব্যতীত আর কিছুই হয় না।

বিবাহের পর বালিকাকালে কুমুদিনী দুই তিন বার স্বামীকে দেখিয়াছিলেন; তখন তিনি স্বামীর

সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে সাহস করেন নাই, স্বামী যে কিরূপ দেবদুর্ল্লভ পদার্থ, তাহা তখন ভাল করিয়া বুঝিতেও পারেন নাই এবং স্বামীর চরণে কিরূপে আত্মদান করিয়া স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করা যায়, তাহাও তিনি কখন শিখিতে পারেন নাই। তাহার পর হইতে কয়েক দিবস পূর্ব্বে সেই দেবচরণের পবিত্র ধূলি মস্তকে ধারণ করিবার অনেক সুযোগ তিনি অন্বেষণ করিতেছিলেন; সুযোগ ঘটিয়াছিল। নরেশ বাবু কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; সুরেশ বাবু তাঁহার বাল্যবন্ধু, সেইখানেই তিনি ছিলেন। সেই সুরেশ বাবুর সহধর্ম্মিণীর সহিত কুমুদিনীর বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। সুতরাং দেবপূজার সদুপায় উপস্থিত হইয়াছিল। সে কি আনন্দ। সে সুখের মদিরা কুমুদিনীকে অবশ করিয়াছে, তাঁহার সকল দুঃখ-জ্বালা ভুলাইয়া দিয়াছে। তাঁহাকে নন্দনের আনন্দে মাতাইয়া দিয়াছে; তিনি আত্মহারা হইয়াছেন; সে সুখের স্মৃতি তাঁহার অবিচ্ছিন্না সহচরী হইয়াছে।

তাহার পর? তাহার পর সুখের মাত্রা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। অনেক আয়াসে যে দেবতার কুমুদিনী সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, তাঁহার সেই সর্ব্বস্বধন একবার দেখা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আবার লোক পাঠাইয়া কুমুদিনীর সন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার সংবাদ লইতে এবং তাঁহাকে সংবাদ দিতে নরেশ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া লবঙ্গ একদিন আসিয়াছিল। কেবল একদিন পাঠাইয়াই নরেশ স্থির হন নাই। আজি আবার সেই লবঙ্গ আসিবে কথা আছে।

বেলা তিনটা। শীতকালে—রৌদ্রের প্রখরতা হইলেও মিষ্টতা যথেষ্ট। কুমুদিনী আজ স্নান করিয়াছেন। রৌদ্রে অবেণীসংবদ্ধ-কেশরাশি পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া ঘরের দাবায় কুমুদিনী কম্ফর্টার বুনিতেছেন। তাঁহার জননী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা। কুমুদিনী ভাবিতেছেন, এখনও আসিল-না। আমাকে ভুলিয়া গেলেন কি? যে সকল দয়ার কথা শুনিয়াছি, যে সকল মিষ্ট ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে এত শীঘ্র ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব; ভুলেন নাই। লোক পাঠাইবার সুযোগ হয় নাই কি? লবঙ্গ বড় ভাল লোক। তাহার কথা মধুমাখা। আমার জন্য তাহার কত চিন্তা, আমাকে সে কতই ভালবাসে। নিশ্চয়ই সে সুযোগ করিয়া আমার সহিত দেখা করিবে। আজি আসিবার কথা। অবশ্য আসিবে। এখনই আসিবে।

তাহাই ঠিক হইল; তখনই সেই কুটীর-প্রাঙ্গণে হাস্যমুখী লবঙ্গলতা হেলিতে দুলিতে দেখা দিল। লবঙ্গ রিক্তহস্তে আইসে নাই; তাহার বামহস্তে একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলী। লবঙ্গকে দর্শনমাত্র কুমুদিনী হাতের কাজ ফেলিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অতি সমাদরে তাহাকে বসিতে বলিলেন। লবঙ্গ গঙ্গার জলে হাত-পা ধুইয়া আসিয়াছিল। সে স্নেহপূর্ণ সুমধুর হাসির সহিত কুমুদিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং সেই ঘরের দাবায় উঠিয়া বসিল।

কুমুদিনী বলিলেন—"দিদি, আর জন্মে তুমি আমার কে ছিলে! আপনার লোক না হইলে, পরের জন্য কেহ এত কষ্ট স্বীকার করে কি?"

লবঙ্গ বলিল—"দিদি, আর জন্মের কথা বলিতে পারি না; কিন্তু এ জন্মে যে তোমাকে মার পেটের ভগিনী ছাড়া আর কিছুই মনে করি না, তাহার আর ভুল নাই। মা কোথায়?"

কুমুদিনী বলিলেন—"বোধ হয়, রান্নাঘরের কোন কাজে আছেন। বাবুর সহিত তাঁহার এ দুঃখিনী দাসীর সম্বন্ধে এবার কি কথা হইয়াছে দিদি?"

লবঙ্গ বলিল—"অনেক কথা হইয়াছে। নরেশ বাবু তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাতের জন্য পাগল।"

কুমুদিনী বলিলেন—"এ দাসী তাঁহার চরণসেবার অযোগ্যা। তথাপি যদি তিনি দাসীর সামান্য সেবায় তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পরম সৌভাগ্য। কিন্তু সত্য করিয়া বল, লবঙ্গদিদি, তিনি আমার সেই সুন্দরী সতিনীর নিকটে গিয়া আমাকে একেবারে ভুলিয়া যান নাই তো?"

লবঙ্গ বলিল—"সত্য করিয়াই বলিতেছি, তিনি তোমাকে ভুলেন নাই; ভুলা দূরে থাকুক, তাঁহার মুখে সারাদিন কেবল তোমারই কথা, তাহাতেই তো গোল বাধিয়াছে। তিনি তোমার সেই সতিনীর কাছেও তোমার অনেক সুখ্যাতির কথা কহিয়া ফেলিয়াছেন। সে বড় রাগী, ঝগড়াটে। সে নরেশ দাদার সহিত অনবরত ঝগড়া করিয়া বড় বিব্রত করিয়াছে।"

কুমুদিনী বলিলেন—"তবে কি হইবে? এ ক্ষুদ্র সেবিকার জন্য তাঁহাকে এখন অশেষ যন্ত্রণা পাইতে হইতেছে।" লবঙ্গ বলিল—"তা হইতেছে

সত্য, কিন্তু সে জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। দাদা জোর করিয়া বলিয়াছেন, 'এমন করিয়া আমাকে জ্বালাতন করিলে, আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব।' কাজেই হেমলতা মনের আগুন মনেই ঢাকিয়া রাখিয়াছেন।"

কুমুদিনী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তোমার নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলাম, তাহার কি হইল? আর একবার সাক্ষাৎ! লবঙ্গ দিদি, আর একবার সেই দেবতার চরণ দর্শন করিতে পাইলে তাঁহার দাসী প্রাণ ভরিয়া মনের কথা নিবেদন করিত।"

লবঙ্গ একটু হাসিয়া বলিল—"তাহাও হইবে, তিনি সে জন্য খুব ব্যস্ত আছেন। তোমার লবঙ্গ দিদিকে যখন সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিবার ভার দিয়া তিনি নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন সকলই ভাল হইবে। শীঘ্রই শুভসংবাদ পাইবে। আমি আজি আর বেশীক্ষণ থাকিব না। নৌকা দাঁড়াইয়া আছে। আবার শীঘ্র আসিব। যখন সকল দিকেই তোমার মঙ্গল হইবে, তখন কিন্তু দিদি, লবঙ্গী পোড়ারমুখীর কথা ভুলিও না।"

কুমুদিনী একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"ভগবান্ জানেন, তোমাকে আমি অন্তরের সহিত ভালবাসি কি না। তুমি আমার জন্য যে কষ্ট করিতেছ, তাহার পুরস্কার নাই। আমি হেমলতাকে বঞ্চিত করিতে চাহি না। তিনি স্বামীর বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী, তিনি সুন্দরী, তিনি ধনবতী, গুণবতী। স্বামী তাঁহার হইয়াই স্বচ্ছন্দে থাকুন, ইহাই আমার কামনা। আমি কেবল কখন কখন স্বামীর সুযোগ ও অবসরমতে এক একবার তাঁহার চরণ দর্শন করিতে চাহি। আমার এ সৌভাগ্য কি ঘটিবে লবঙ্গ দিদি?"

লবঙ্গ বলিল—"অবশ্য ঘটিবে। সকলই ভাল হইবে। তোমার আশার অপেক্ষা অনেক বেশী ফলই তুমি পাইবে। এতক্ষণ অন্য কথায় রহিয়াছি, কাজের কথা বলা হয় নাই। তোমার জন্য এক যোড়া দেশী ধোয়া সাড়ী আর দশটি টাকা পাঠাইয়াছেন।"

পুঁটুলী খুলিয়া লবঙ্গ এক যোড়া উত্তম বস্ত্র বাহির করিল এবং অঞ্চল-বস্ত্রের প্রান্ত হইতে দশটি টাকা বাহির করিল।

কুমুদিনী বলিলেন—"স্বামীর প্রদত্ত সামগ্রী বড় আদরের ধন। আজ আমি এ জীবনে প্রথম স্বামীর অন্ন ভোজন করিব, স্বামীর বস্ত্রে দেহ ঢাকিব। আজি আমার শুভদিন।"

কুমুদিনী অঞ্চল-বস্ত্রে নয়ন মার্জ্জন করিলেন। লবঙ্গ বলিল—"তবে দিদি, এখন আমি আসি! আমার আজি অনেক বরাত। আবার তিন চারি দিন পরে দেখা করিব। এবার বোধ হয়, তোমাদের মিলনের ব্যবস্থা করিয়া আসিতে পারিব।"

লবঙ্গ গাত্রোত্থান করিল। কুমুদিনী তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"আমি কি বলিব? আমার সকল ভরসাই তোমার হাতে। দিদি, আমি যেন আশায় বঞ্চিত না হই।"

লবঙ্গ অগ্রসর হইয়া বলিল—"কোন চিন্তা নাই। সকলই ভাল হইবে।"

তাহার পর লবঙ্গ চলিতে লাগিল। কুমুদিনী অঙ্গনপ্রান্ত পর্য্যন্ত তাহার অনুগামিনী হইলেন। লবঙ্গ ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে গঙ্গাতীরে পৌছিল। তথায় একখানি ছোট ভাউলিয়ায় সে আরোহণ করিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল। তীরবেগে পান্সী কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইল।

পান্সী অদৃশ্য হইলে কুমুদিনী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। ভাবিলেন, আশা ফলিবে কি? অবশ্য ফলিবে। তিনি দেবতা—লবঙ্গ বড় চমৎকার লোক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চারিদিন পরে লবঙ্গলতা আবার কুমুদিনীর কুটীর-প্রাঙ্গণে দেখা দিল। এবার সে বড়ই সুসংবাদ লইয়া আসিয়াছে—নরেশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াছেন। কুমুদিনীর সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত তিনি উন্মাদপ্রায় হইয়াছেন। পরমমিত্র সুরেশের বাসায় তিনি অবস্থিতি করিতেছেন। কুমুদিনীকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য লবঙ্গলতা-দূতীর শুভাগমন হইয়াছে। বড়ই সুসংবাদ—কুমুদিনী আনন্দে বিহ্বলা, সন্ধ্যার পর নৌকা করিয়া তাঁহারা যাত্রা করিবেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই কলিকাতা পৌছিবেন।

বড় আনন্দের দিন। কুমুদিনীর জননী যথা-সম্ভব যত্নে লবঙ্গের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বার বার তাহাকে অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাইতেছেন। কুমুদিনীর কৃতজ্ঞতা অসীম! তিনি লবঙ্গকে আপনার ইষ্টদেবীজ্ঞানে তাহার প্রসাদনে

প্রস্তুত। হাস্য, কৌতুক আনন্দ ও উৎসাহে সময় যাইতেছে। তথাপি যেন দিন যায় না। কুমুদিনী ভাবিতেছেন, সন্ধ্যার আর কত দেরী। পোড়া সন্ধ্যা রোজ শীঘ্র শীঘ্র আইসে ; আজি এত বিলম্ব কেন ?

কুমুদিনীর জননী চক্ষুতে একটু কম দেখেন। সন্ধ্যার পর গৃহকর্ম্ম সম্পাদন বা ঘরের বাহিরে গমনাগমন তাঁহার পক্ষে কষ্টকর। কুমুদিনী দুই তিন দিন বাটী থাকিবেন না, তাই তিনি জননীর সাহায্যার্থ আগামী কয়দিনের যে যে কার্য্য অগ্রে করিয়া রাখিলে চলে, তৎসমস্ত ব্যস্তভাবে সম্পন্ন করিতেছেন। জননীর নিষেধ না মানিয়াও দুহিতা অস্থির ও চঞ্চলভাবে গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে একবার রৌদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ভাবিতেছেন, বুঝি সন্ধ্যা হইয়া গেল, না না, এখনও দেরী আছে।

স্থির ছিল, সন্ধ্যার পর পান্‌সী আসিবে। কুমুদিনী গৃহকর্ম্ম-সমাপ্তির পর লবঙ্গলতার কানে কানে জিজ্ঞাসিলেন,—"কই দিদি, নৌকা এখনও আসিল না ?"

লবঙ্গ বলিল,—"সন্ধ্যার পর নিশ্চয়ই আসিবে। দাদা বাবুর কথারও নড় হয় না, ব্যবস্থারও কোন অন্যথা হয় না, সে জন্য কোন চিন্তা নাই। তুমি এখন সাজগোজ কর।"

কুমুদিনী বলিলেন,—"সাজগোজ ! আমার আছেই বা কি ? করিবই বা কেন ? আমি কুৎসিতা—দীনহীনা—দেবচরণে প্রণাম করিতে যাইব—সাজগোজের প্রয়োজন কি দিদি ?"

লবঙ্গ বলিল,—"তা সত্য, তোমার কিছুই নাই, কিন্তু আমি ঠিক বলিতে পারি, দাদা বাবু অল্প দিনের মধ্যেই তোমায় সোনায় মুড়াইয়া দিবেন।"

কুমুদিনী অধোমুখে বলিলেন,—"দিদি, সোনার কামনা আমার নাই। তাঁহার চরণধূলার আমি ভিখারিণী, তাহা পাইলেই আমি চরিতার্থ হইব। আর তুচ্ছ অলঙ্কারে দেহ সাজাইয়া ফল কি ? আমার গৌরবের অলঙ্কার সিঁথায় সিন্দুর যেন শেষ দিন পর্য্যন্ত বজায় থাকে। আর কিছু আমি চাহি না।"

লবঙ্গ বলিল,—"তা ভাই, তোমার যেরূপ গড়ন-পেটন, তার উপর অলঙ্কার উঠিলে অলঙ্কারের জন্ম সার্থক হইবে।" সে জন্যও অলঙ্কার পরিতে হইবে।"

কুমুদিনী বলিলেন,—"আমি কালো বলিয়া দিদি, আমাকে তামাসা করিতেছ না কি ? যে কালো, যে কুৎসিতা, তাহার সকল লোভই ত্যাগ করা উচিত। সত্যই দিদি, আমি সংসারে সকল লোভই ছাড়িয়া দিয়াছি। কেবল এক লোভই আমি ছাড়িতে পারি নাই, কখনও পারিব না। তাঁহার সেই চরণ-কমলের সেবা করিবার সাধ বোধ করি, মরণের পরও আমি ছাড়িতে পারিব না। আবার সে সাধও সীমাবদ্ধ। তিনি আমার হইলেও, এখন পরের। প্রার্থনা করি, তিনি পরের হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকুন। সেই পর যদি দয়া করিয়া আমাকে দুঃখিনী ভগ্নী জ্ঞান করিয়া কখন কখন একবার সেই দেবসেবায় অধিকার দেন, তাহা হইলেই এ দুঃখিনী শত রাজরাণী অপেক্ষাও সুখী হইবে। আমি দেবতার ভালবাসা চাহি না, আদর চাহি না, সোহাগ চাহি না, তাঁহাকে আপন করিয়া ভোগ করিতে চাহি না। সে সকল স্পর্দ্ধা ও অমন সাহস এ দুঃখিনীর নাই। আমি বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশা কেন করিব দিদি ? আমি কেবল কাতরভাবে সেই দেবতার চরণ স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করি, দয়াময় ! এই ভিক্ষা দেও যেন, কখন কখন তোমার চরণ-সেবার সুখ আমার অদৃষ্টে ঘটে।"

অনেক কথা বলা হইল। প্রাণের পবিত্র মন্দির হইতে অনেক পরিমল-সম্পৃক্ত ভাব কুসুম ভাষার দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। একটু লজ্জা হইল। পাছে লবঙ্গ তাঁহাকে প্রগল্‌ভা মনে করিয়া বিরক্ত হয়, এ জন্য একটু ভয় হইল। লবঙ্গ মনে কি ভাবিল, তাহা নারায়ণ বলিতে পারেন ! সে প্রকাশ্যে বলিল,—"আশা কম করাই ভাল। কিন্তু ভাই, তুমি যাই বল, যেরূপ ঘটনা দেখিতেছি, তাহাতে সে দেবতা তোমার ছাড়া আর কাহারও পূজা যে গ্রহণ করিবেন, এমন বোধ হয় না। তোমার সতিনীর পূজায় তিনি আর পরিতৃপ্ত নহেন, তোমার পূজার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন। তিনি যে তোমারই নিজস্ব হইবেন, তাহার আর ভুল নাই।"

কুমুদিনী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"এরূপ ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই ; তথাপি তুমি বলিতেছ বলিয়া ইহার উত্তর দিতেছি। তিনি ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ। তাঁহার কার্য্যে কোন দোষ হওয়া সম্ভব নহে। আমার পরে যে ভাগ্যবতীকে তিনি ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পূজায় সে সুন্দরীর সম্পূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছে। তাঁহার সে অধিকার কাড়িয়া লইতে

কাহারও সাধ্য নাই। আমার দয়াময় দেবতা সেরূপ পাপাচরণে অসমর্থ। দেবতারও কখন কখন মতিভ্রম হয় স্বীকার করিলেও, তাঁহার এ দীনা দাসী করযোড়ে গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহার নিকট হইতে অভয় ভিক্ষা লইয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিতে সাহস করিবে। সে হাত ধরিয়া সেই দেবতাকে সেই পুণ্যবতী সপত্নীর পার্শ্বে লইয়া যাইবে এবং তাঁহাদের মিলন ঘটাইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিবে। তিনি আমার নিজস্ব নহেন,—আমি তাঁহাকে নিজস্ব করিবার কোন চেষ্টাও কখন করিব না।"

আবার লবঙ্গ মনে মনে কি ভাবিল, তাহা ভগবান্ জানেন। সে প্রকাশ্যে বলিল,—"পোড়া কপাল! আপনি যদি ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া আপন হইয়া না দাঁড়ায়, তবে সে আপনে কাজ কি? সে কথা যাউক ভাই, তুমি এখন বাবুর দেওয়া ভাল কাপড় একখানি পর, চুল বাঁধা আছে, তবু মুখটায় একবার চিরুণী দেও। কপালে একটি টিপ পর।"

কুমুদিনী বলিলেন—"আচ্ছা।"

তিনি লবঙ্গ-কথিত কর্ম্ম সমাধা করিতে গমন করিলেন। সন্ধ্যাও চুপি চুপি চোরের মত উঁকি দিতে লাগিল। কুমুদিনী ফিরিয়া আসিলেন। ছিন্ন বসন ছাড়িয়া তিনি নূতন বস্ত্র পরিয়াছেন। বিশৃঙ্খল কেশগুলি যথাস্থাপিত করিয়াছেন, কপালে একটি টিপ লাগাইয়াছেন। তাঁহার প্রকোষ্ঠে কাচের চুড়ি। আর কোথাও কোন শোভাসংবর্দ্ধক সামগ্রী নাই। তথাপি তাঁহাকে—সেই কৃষ্ণকায়া যুবতীকে—পরমা সুন্দরী দেখাইতেছে। মনের পবিত্রতা, হৃদয়ের উচ্চতা, বাসনার উদারতা, পাপের সংস্পর্শবিহীনতা এবং কুচিন্তা ও কুপ্রসঙ্গের সম্বন্ধশূন্যতা তাঁহার দেহে এক অলৌকিক জ্যোতিঃ ঢালিয়া দিয়াছে। তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে শোভাময় ও আভাময় করিয়া তুলিয়াছে এবং তাঁহার শরীরে এক অপূর্ব্ব রমণীয়তা আনয়ন করিয়াছে। লবঙ্গ অনেকবার চিন্তাযুক্ত-নয়নে কুমুদিনীর প্রতি নেত্রপাত করিয়াছে। আজি একটু বিশেষ ভাবান্তরের সহিত তৃপ্তনয়নে সেই সুন্দরীর প্রতি চাহিয়া দেখিল। কুমুদিনী জিজ্ঞাসিলেন,—"কি দেখিতেছ দিদি? আমার মুখে কি আছে?"

লবঙ্গ বলিল,—"তোমার মুখে কি আছে, জানি না, কিন্তু যাহা দেখিতেছি, তাহা দেখিয়া নরেশ বাবু কেন, অনেক বাবুরই কাবু হওয়া সম্ভব।"

কুমুদিনী বলিলেন,—"ছি! আমার রূপ দেখিয়া তিনি কেন পাগল হইবেন দিদি? আমার তো রূপ নাই, যদি থাকিত, তাহা হইলেও রূপের ফাঁদে ফেলিয়া তাঁহাকে বশ করিতে আমার বাসনা হইত না। তিনি রূপের মোহে মত্ত হইয়া আমাকে কৃপা করিতেন না। যদি কখন আমার পূজায় তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারি, ভক্তি দ্বারা, ভালবাসার দ্বারা, আত্ম-নিবেদন দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে। নতুবা রূপের জোরে—ধিক্ সে নারীকে, যে কেবল দেহ সাজাইয়া, শরীর দেখাইয়া স্বামীর প্রেম অধিকার করিতে চাহে। সে কথা যাউক, সন্ধ্যা ত হইয়া গেল, কই দিদি, নৌকা তো এখনও আসিল না?"

ধীরে ধীরে কুমুদিনীর হৃদয় আশায় উৎসাহে প্রফুল্ল করিতে সন্ধ্যা আসিল। কত পতি-বিয়োগ-বিধুরা সন্ধ্যাসমাগম দেখিয়া চমকিতে লাগিল; কত দুঃখের ও সুখের পূর্ব্বস্মৃতি তাহাকে এখন নূতন করিয়া দহিতে লাগিল। কত নারীর কর্ম্মবীর পতি হয় তো এই রজনীতে মেলট্রেণে প্রবাসে যাইবেন—পতি-পত্নী এই অপরিহার্য্য বিরহের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইতে লাগিছেন। তথাপি অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করিয়া সন্ধ্যা আসিল। হিন্দু গৃহস্থগণের পুরমধ্যে শঙ্খ-ধ্বনি হইতে লাগিল। সকল গৃহেই প্রদীপ জ্বলিল। কুমুদিনীও ব্যস্ততা সহ ঘরের দ্বারে জল দিলেন, আলোক জ্বালিয়া বাসগৃহে, পাকশালায়, তুলসী-বৃক্ষসমীপে ও মা গঙ্গার অভিমুখে সন্ধ্যা দেখাইলেন। আবার লবঙ্গের সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—"সন্ধ্যা তো হইয়া গেল।"

লবঙ্গ বলিল,—"এইবার এখনই মাঝিরা নৌকা লইয়া আসিবে।"

তাহার পর কুমুদিনী জননীর নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"মা, কোন চিন্তা করিও না। হরির মা তোমার কাছে রাত্রিতে শুইয়া থাকিবে। সে রাত্রি দশটার পর আসিবে। রাত্রিতে একা ঘরের বাহির হইও না। বাহিরে আসিবার আবশ্যক হইলে হরির মা সঙ্গে আলো লইয়া আসিবে। আমি হরির মাকে সকল কথা বলিয়া রাখিয়াছি। হাতে খরচপত্র আছে, আবশ্যকমত জিনিস আনাইও। কোন বিষয়ে কষ্ট করিও না। আমার জন্য চিন্তা করিও না।"

কুমুদিনীর মাতার চক্ষু জলে আপ্লুত; তিনি কষ্টে বলিলেন,—"না মা, চিন্তা কি? তুমি লবঙ্গের সহিত স্বামীর কাছে যাইতেছ, ইহাতে ভাবনার কি আছে? লবঙ্গ বড় ভাল মেয়ে; আমাদের খুব আপনার লোক। স্বামীর সু-নজরে পড় মা,

তাহা হইলেই সকল চিন্তার শেষ হয়। মা, আমি কতক্ষণে খবর পাইব।"

কুমুদিনী বলিলেন,—"কালি প্রাতেই যেমন করিয়া হউক, তোমার কাছে খবর আসিবে।"

এক ব্যক্তি বেড়ার অপর পার্শ্ব হইতে বলিল—"মা ঠাক্রুণ, নৌকা আসিয়াছে।"

লবঙ্গ বলিল,—"কে ও সুন্দর ?"

বাহির হইতে উত্তর হইল,—"আজ্ঞা হাঁ।"

লবঙ্গ বলিল,—"আচ্ছা, তুমি নৌকায় যাও—আমরা যাইতেছি।"

বিদায়, প্রণাম, ক্রন্দন, উপদেশ, আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি ব্যাপারে আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

রাত্রি সার্দ্ধ আট ঘটিকার সময় সেই প্রসন্ন-সলিলা জাহ্নবীতীরে দুই নারীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। একজন কুমুদিনী, অপর লবঙ্গলতা। তখন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। সুধাংশুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ-জালে ধরণী সুশোভিতা। সেই বিমানবিহারী নিশানাথের কোমল কান্তি বক্ষে ধারণ করিয়া শান্তিময়ী সুরধুনী তর্ তর্ বেগে বহিয়া চলিয়াছেন। তরঙ্গভঙ্গ সহকারে নাচিতে নাচিতে শঙ্করজটা-বিহারিণী চন্দ্রমা ও নক্ষত্রকিরণকে কখন বা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন, কখন বা সোহাগে সাগ্রহে সকলকেই বক্ষে স্থান দিতেছেন। দেখিতে দেখিতে গঙ্গাতীরে অগণ্য হীরকখণ্ড বিকাশ পাইতেছে, আবার লুকাইতেছে, আবার আসিতেছে। ক্রীড়াশীল শিশুর ন্যায় হাসিতে হাসিতে, ছুটিতে ছুটিতে চন্দ্রমা চলিতেছে। শীতকালের রজনী—মানবগণ আশ্রয়গত হইয়াছে। গঙ্গাতীর জনশূন্য। নদীবক্ষে নৌকাও আর নাই, ঐ একখানি পান্‌সী আসিতেছে। এখানে লাগিবে না। ঝুপ ঝুপ শব্দে দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে পান্‌সী চলিয়া গেল। আবার সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ। সহসা আবার পারের পাটের কল হইতে সুতীক্ষ্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী বংশীধ্বনি আরম্ভ হইল। তীব্রস্বর যেন বাতাসের সহিত দুলিতে দুলিতে যোজন পথ অতিক্রম করিল। স্বর থামিয়া গেল। আবার সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ। কোন দিকে লোক নাই। সম্মুখে আরোহিগণকে বহন করিবার অভিপ্রায়ে একখানি সুন্দর ছোট ভাউলিয়া কূলের নিকট গা ভাসাইয়া নাচিতেছে। আর কোন দিকে নৌকা নাই।

কুমুদিনী ও লবঙ্গ নৌকার নিকট আসিলেন, লবঙ্গ ডাকিল—"সুন্দর।"

"আজ্ঞা।"

"লগি ধরিয়া দাঁড়াও—নৌকা যেন না দুলে। সাবধানে দিদি ঠাকুরাণীকে উঠিতে দেও।"

সুন্দর তাহাই করিল—

লবঙ্গ অগ্রেই নৌকায় উঠিল এবং অতি সাবধানে ও বিশেষ যত্নসহকারে হাত ধরিয়া কুমুদিনীকে নৌকায় উঠাইল। উভয়ে নৌকার মধ্যস্থ কামরায় প্রবেশ করিলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভাটার স্রোতে এবং অনুকূল বায়ুর সহায়তায় কুমুদিনী ও লবঙ্গলতাকে বহন করিয়া তরণী তীরবেগে কলিকাতা অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। মৃদুমন্দ পবনহিল্লোলে গঙ্গাবক্ষে লহরীমালা খেলিতেছে, সঙ্গের ক্ষুদ্র তরী হেলিতে দুলিতে ছুটিতেছে। কিন্তু তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক আনন্দের লহরী-লীলা কুমুদিনীর হৃদয়প্রবাহে প্রধাবিত হইতেছে। মোহিনী সুরধুনীর হিল্লোল সেই নবীনার অন্তরকে নিরন্তর নাচাইতেছে। আর অল্পক্ষণ—অনুমান অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র পরে তাহার প্রাণের সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইবে, হৃদয়-মন্দিরের একমাত্র দেব-চরণে তিনি আত্মসমর্পণ করিতে পাইবেন। যাঁহার নাম শ্রবণে প্রাণ প্রফুল্ল হয়, যাঁহার প্রসঙ্গ আলোচনায় কলেবর পুলকিত হয়, যাঁহার মূর্ত্তি ধ্যানে হৃদয় আনন্দে উন্মত্ত হয়, তাঁহার সেই সর্ব্বস্বধন আর অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার নয়ন-সমক্ষে সশরীরে বিরাজ-মান হইবেন। হায় আশা! এ জগতে তোমার অনন্ত লীলা দেখিয়া বিস্ময়ে প্রাণ আকুল হয়। তুমি আছ বলিয়াই সংসার আছে। যে অভাগাকে তুমি ত্যাগ করিয়াছ, তাহার সকলই শ্মশান।

লবঙ্গের প্রতি কুমুদিনীর কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। স্বল্পজ্ঞানসম্পন্না নবীনা বাক্যে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। যাহা বলিতেছেন, তাহার অপেক্ষা বহুগুণ অধিক তাঁহার হৃদয়ে অব্যক্ত ভাবে লুকাইয়া থাকিতেছে। দীনা ভাষায় এমন শব্দ-সম্পদ নাই, যাহা তাঁহার মনের ভাব সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট করিতে সক্ষম, তাঁহার অন্তরে কবিত্বের এমন আবেগ নাই, যাহা তাঁহার প্রাণের কথা ফুটাইয়া দিতে পারে। লবঙ্গ এ অসীম কৃতজ্ঞতা প্রণিধান করিতেছে কি?

করিতেছে বই কি? তাহার অধরে মৃদু হাস্য—ভাব গাম্ভীর্য্যময়—অহঙ্কারস্ফীত। নবীনা সঙ্গিনীকে স্বল্প কথায় সে অনেক আশ্বাস দিতেছে। তাঁহার সুখ অব্যাহত ও সম্পূর্ণ করিয়া দিবে বলিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিতেছে!

পার্শ্ব দিয়া কত নৌকা চলিয়া যাইতেছে। কুমুদিনীর সে দিকে দৃষ্টি নাই। একখানি নৌকা হইতে মধুমাখা কোমল স্বরে টপ্পা গান চলিতেছে, কুমুদিনীর কর্ণ সে দিকে নাই। নক্ষত্র-নিকর-বিরাজিত নৈশ গগনের অলৌকিক শোভাকে পরাজিত করিয়া অগণ্য আলোকমালা-বিশোভিত মহানগরী কলিকাতা সম্মুখে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। কুমুদিনীর নয়ন সে শোভায় আকৃষ্ট হইতেছে না। কতক্ষণে যথাস্থানে নৌকা লাগিবে, এই চিন্তায় তিনি নিমগ্ন।

ধীরে ধীরে কুমুদিনী জিজ্ঞাসিলেন, "লবঙ্গ দিদি, আর কত দেরী? মাঝিরা ঘাট ছাড়াইয়া যাইবে না তো?"

কেহ দেখুক না দেখুক, লবঙ্গ একটু হাসিল। হাসির সহিত মিশাইয়া বলিল,—"সে ভয় নাই। মাঝিরা নরেশ বাবুর চেনা জানা লোক। ঠিক ঘাটেই নৌকা লাগাইবে। ঐ যে বিদ্যুতের আলো লাগান পুল দেখা যাইতেছে, উহার এ দিকে নৌকা লাগিবে। আর দেরী নাই।"

বাস্তবিকই আর দেরী হইল না। প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে নৌকা আসিয়া জগন্নাথের ঘাটে লাগিল। কুমুদিনীর আশা ও আশঙ্কার স্রোত বড়ই বাড়িয়া উঠিল। হৃদযন্ত্রে প্রবল-বেগে রক্ত ধাবিত হইতে থাকিল। কুমুদিনী বলিলেন,—"লবঙ্গ দিদি, গাড়ীর ব্যবস্থা কর।"

লবঙ্গ বলিল,—"কোন ব্যবস্থাই করিতে হইবে না। সুরেশ বাবুর গাড়ী সন্ধ্যার পর হইতে ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিবে স্থির আছে। সঙ্গে নরেশ বাবু নিজে থাকিলেও থাকিতে পারেন। যদি কোন কারণে তাঁহার আসা না হয়, তাহা হইলে তাঁহার কোন বিশ্বাসী লোক গাড়ী লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে কথা আছে। মাঝি! দেখ দেখি, উপরে কোন লোক গাড়ী লইয়া আছে কিনা?"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া মাঝি নৌকা হইতে উপরে উঠিল। অবিলম্বে সে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—"সুরেশ বাবু ডাক্তারের গাড়ী লইয়া এক লোক উপরে হাজির আছে।"

লবঙ্গ বলিল,—"দেখিলে দিদি? বন্দোবস্ত সব পাকা।"

কুমুদিনী ভাবিলেন, "লোক? তিনিই কি এ লোক? এত সৌভাগ্য কি হইবে? এখনই কি তাঁহাকে দেখিতে পাইব?"

হাত ধরিয়া কুমুদিনীকে সঙ্গে লইয়া লবঙ্গ বাহিরে আসিল। ধীরে ধীরে সেই দুই নারী নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। যে ঘাট সমস্ত দিন স্নানার্থী নরনারীর সমাগমে লোকারণ্য বলিয়া বোধ হয়, এখন তথায় দুই চারি জন ভিন্ন আর লোক নাই। তাঁহারা অনায়াসে উপরে উঠিলেন। মাঝিরা ভাড়া বা বখসিস্ কিছুই প্রার্থনা করিল না। সর্দ্দার মাঝি সঙ্গে ছিল। সে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল এবং তখনই ঘাটে আসিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। দেখিতে দেখিতে নৌকা দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিল।

কুমুদিনী ভাবিলেন, মাঝিরা ভাড়া লইল না, সে জন্য কোনও কথাও বলিল না কেন? বোধ হয়, সকলই পাইয়াছে। কে দিয়াছে? তিনিই দিয়াছেন কি? যাহাই হউক, সে সম্বন্ধে কোন কথাই তিনি লবঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু তাঁহার চিত্ত সে জন্য একটুও বিচলিত হইল না কি?

সত্যই উপরে একখানি সুন্দর গাড়ী ও তাহার সন্নিকটে একটি ভদ্রবেশধারী পুরুষ দাঁড়াইয়া ছিল। সম্মুখে লবঙ্গলতা, পশ্চাতে ব্রীড়াবনতা অবগুণ্ঠনবতী স্থূলবস্ত্রাবৃতা কুমুদিনীকে দেখিয়া সেই ভদ্রবেশধারী পুরুষ একটু অগ্রসর হইল এবং দূর হইতে সসম্ভ্রমে বলিল, "আপনারা আসিয়াছেন! আমি সন্ধ্যা হইতে গাড়ী লইয়া খাড়া আছি। এখন গাড়ীতে উঠুন।"

লোকটা একটু সরিয়া গেল। লবঙ্গ অস্ফুটস্বরে কুমুদিনীর কানে কানে বলিল,—"সুরেশ বাবুর বিশ্বাসী সরকার। আহা, সন্ধ্যা হইতে এখানে খাড়া থাকিয়া লোকটা বড় কষ্ট পাইয়াছে। এখন চল শীঘ্র গাড়ীতে যাই।"

কুমুদিনী ভাবিলেন, "তিনি তো আইসেন নাই। কেনই বা আসিবেন? বিশ্বাসী লোক্—সুরেশ বাবুর গাড়ী, সকলই তো আসিয়াছে। আসিলে তাঁহারও তো ভারী কষ্ট হইত।" তিনি কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু ইহাতে তাঁহার চিত্ত আর একটু বিচলিত হইল না কি?

লবঙ্গের সহিত কুমুদিনী গাড়ীতে উঠিলেন। কোচবাক্সে কোচমানের পার্শ্বে সেই লোকটি উঠিয়া

বসিল। ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশে মৃদু কশাঘাত পড়িল। মোড় ফিরাইয়া অশ্বকে বেগে ছাড়িয়া দিল! গাড়ী ছুটিতে লাগিল। সহসা কেন জানি না, কুমুদিনীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল! কি যেন ঘোর বিষাদ বদন ব্যাদান করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইতেছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। কিন্তু না—ভয় আশঙ্কার কোন কারণই থাকিতে পারে না। যখন পরম হিতৈষিণী মঙ্গলময়ী লবঙ্গলতা সকল সুখ-সৌভাগ্যের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছে, তখন ভয়ের কথা কিছুই নাই। অনেক সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত পথ অতিক্রম করিয়া অনতিকালমধ্যে অশ্বযান মাথাঘষার গলির সন্নিকটে এক অপ্রশস্ত পথপার্শ্বস্থ প্রকাণ্ড অথচ জীর্ণ ভবনদ্বারে দণ্ডায়মান হইলে, গাড়ীর উপরস্থিত পুরুষ লাফাইয়া নীচে নামিল এবং দূরে দাঁড়াইল। কুমুদিনী গাড়ীর ভিতর হইতে উঁকি দিয়া দেখিলেন। সুরেশ বাবুর বাটীতে একবার তিনি আসিয়াছিলেন এবং তিন দিন বাস করিয়াছিলেন। সে বাটী অতি পরিষ্কার ও সুদৃশ্য। এরূপ বালিখসা নোণাধরা বাটী সুরেশ বাবুর ছিল না এবং সে ভবনের সম্মুখস্থ রাজপথও প্রশস্ত ও সুসজ্জিত বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। তাঁহার চিত্ত অধিক মাত্রায় বিচলিত হইল। কুমুদিনীর মনের ভাব বোধ হয়, লবঙ্গ বুঝিতে পারিল। সে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল এবং কুমুদিনীর হাত ধরিয়া বলিল—"তুমি শুন নাই বুঝি, সুরেশ বাবু বাসা বদল করিয়াছেন। শীঘ্র নাম, এখনই এদিক্ ওদিক্ হইতে গাড়ী আসিয়া পড়িলে গোলমাল হইবে।"

কুমুদিনী কোনরূপ ভাবিবার সময় পাইলেন না। লবঙ্গলতার হাত ধরিয়া তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গাড়ী প্রস্থান করিল।

তাঁহারা ভবনমধ্যে প্রবেশ করার পর সেই পুরুষ দ্বার-সন্নিধানে আসিল। লবঙ্গ তাহাকে বলিল— "ঐখানে থাক, যাহা করিতে হইবে, তাহা পরে বলিব।"

ভবনের অবস্থা বড় মন্দ। ভিতরের উঠানে বন ও বড় বড় ঘাস। কোন দিকে কোন লোক নাই, কোথায়ও আলোক নাই। কুমুদিনীর মন বড়ই বিচলিত হইল। তাহার পা আর চলে না, শরীর আর স্থির থাকে না, আসন্ন ঘোর অনিবার্য্য বিপদের নিদারুণ পেষণে যেন তিনি মথিত হইয়া পড়িলেন।

চতুরা লবঙ্গ সকল কথাই বুঝিল। সে সেই পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া দেও।"

তৎক্ষণাৎ সদর-দরজা বন্ধ হইয়া গেল। লবঙ্গ তাহার পর কুমুদিনীকে বলিল,—"এ বাড়ীর বাহিরটায় এই বন-জঙ্গল। ভিতর খুব পরিষ্কার। সেখানেই মেয়ে-ছেলে আর বাবুরা সকলে আছেন। তুমি আর একটু আসিলেই তাঁহাদের দেখিতে পাইবে।"

কুমুদিনী, বুঝিয়াছেন, বিপদে তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে। তাঁহার এখন কথা কহিবার সাধ্য নাই, দাঁড়াইবার শক্তি নাই, নড়িবার সামর্থ্য নাই। তাঁহার দেহ সম্মুখে হেলিয়া পড়িতেছে দেখিয়া লবঙ্গ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং বলিল—"ভয় নাই, এত উতলা হইতেছ কেন? আইস—ভাল হইবে।"

লবঙ্গ তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। যন্ত্রচালিত পুত্তলীর ন্যায় লবঙ্গের দেহে ভর দিয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চারিদিকে তৃণগুল্মলতাসমাবৃত প্রাঙ্গণমধ্যে মনুষ্য-গমনাগমনের উপযোগী একটু ফাঁক ছিল। সেই পথ দিয়া তাঁহারা বাটীর অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিলেন। সেখানেও কণ্ঠধ্বনি শুনা গেল না, সুরেশ বাবুর পত্নী পূর্ব্ববারের ন্যায় সাগ্রহে আসিয়া কুমুদিনীকে আলিঙ্গন করিয়া গৃহে লইয়া যাইতে আসিলেন না। নরেশ বাবুর একটা দূরাগত কণ্ঠধ্বনিও কুমুদিনীর আকুল প্রাণে শান্তি-সুধা সিঞ্চন করিল না। সুরেশ বাবুর অনেক দাস-দাসী, একটা দাসীও তো আসিল না। কিন্তু উপরতলায় একটা ঘরে ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে বলিয়া বোধ হইল। লবঙ্গ বলিল,— "উপরে আইস, উপরে আসিলেই সকলের সহিত দেখা হইবে।"

কুমুদিনীকে একপ্রকার টানিয়া লইয়া লবঙ্গ উপরে তুলিল। সিঁড়ি দারুণ অন্ধকার ও আবর্জ্জনাপূর্ণ। উপরেও কেহ নাই। কোন দিকে কোন মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা গেল না। যে ঘরে ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছিল, লবঙ্গ সেই দিকে কুমুদিনীকে লইয়া চলিল। সে ঘরে একটি মাদুর আছে, একটি মৃৎকলসে জল আছে, একটি ঘটি আছে। একখানা থালা ও দুইটি বাটি আছে। এক কোণে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। মনুষ্য কোথাও নাই। সেই স্থানে গিয়া লবঙ্গ বলিল,—"এখানে বইস, একটু ঠাণ্ডা হও, তাহার পর সকল কথা বলিব।"

তখন সহসা কুমুদিনীর বুদ্ধি ও বিচারশক্তি

ফিরিয়া আসিল, বাক্য-কথনের ক্ষমতা পুনরাগত হইল। একান্ত শক্তিহীন দেহে বলের সঞ্চার হইল। নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত, কোমলস্বভাব, স্বল্পভাষী লোকেরাও কখন কখন ঘটনার পেষণে বিস্ময়াবহ পরিবর্ত্তন পরিগ্রহ করে। তাহাদের সাহস হয়, বাক্যের তেজ ও শৃঙ্খলা হয় এবং দেহেও বল হয়। কুমুদিনী বলিলেন—"লবঙ্গ, তোমাকে আমি বড় বিশ্বাস করিয়াছিলাম। তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি। তোমার কথায় সন্দেহ করিলেও পাপ হয় বলিয়া মনে করিয়াছি। আমি দুঃখিনী। আপনার দুঃখের বোঝা ঘাড়ে লইয়া দুঃখে কষ্টে দিন কাটাইতেছিলাম। তুমি কোথা হইতে আসিয়া আমাকে আমার প্রার্থিত সুখের রাজ্যে বসাইবার ব্যবস্থা করিলে। তুমি কে, আমি জানিতাম না, আমার দুঃখ দূর করিবার জন্য তোমাকে আমি ডাকিতে যাই নাই। তুমি নিজে আসিয়া আমার দুঃখ দূর করিবার ভার লইয়াছ। এক্ষণে আমাকে অকারণ এরূপ বিপদে ফেলিয়া, এরূপে আমার সর্ব্বনাশের পথ মুক্ত করিয়া দিয়া তোমার কি লাভ হইল লবঙ্গ? আমি কখন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই, তবে কেন লবঙ্গ, আমার সহিত মিথ্যা কথা কহিয়া, নানা বাক্যে ছলনা করিয়া আমাকে এখানে আনিয়া ফেলিলে? তোমার মনে কি আছে, তাহা ভগবান্ জানেন; কিন্তু আপাততঃ যাহা দেখিতেছি, তাহাতে বেশ বুঝিতেছি, আমার ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত। কেন লবঙ্গ, তুমি এ দুঃখিনী অবলাকে এরূপ বিপদে ফেলিতেছ? ইহাতে তোমার কি লাভ? আমি ব্রাহ্মণকন্যা, আমি তোমার পায়ে ধরিতেছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমাকে আমার মা'র কাছে রাখিয়া আইস।"

কুমুদিনী কাঁপিতে কাঁপিতে লবঙ্গের চরণ ধারণ করিলেন। লবঙ্গ তাঁহার হস্ত হইতে চরণ মুক্ত করিয়া একটু পিছাইয়া গেল। তাহার মূর্ত্তি যেন পিশাচীর ন্যায় ভয়ঙ্কর হইল। তাহার কোমলতাপূর্ণ হাসি-মাখা মুখ বিকট আকার ধারণ করিল। সে তখন বলিতে লাগিল,—"তুই আমার কোন অনিষ্ট করিস্ নাই; কিন্তু আমি যাহাকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসি, যাহার সুখে আমার সুখ, দুঃখে আমার দুঃখ, তুই কোন মতেই যাহার পায়ের নখেরও যোগ্য নহিস্, সেই হেমলতার তুই পরম শত্রু। তুই বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে চাহিস্। তুই হেমলতার স্বামীকে দখল করিতে ইচ্ছা করিস্! তোর সর্ব্বনাশ করাই উচিত ছিল, উকুনের মত তোকে নখে পিষিয়া মারিয়া ফেলাই আবশ্যক ছিল। আমার বড় দয়া, আমি তাহা করি নাই। তোর ভালই করিয়াছি। তুই ভাত-কাপড়ের অভাবে মরিতেছিলি, আমি তোকে এখানে আনিয়া তোর কষ্টের শেষ করিয়া দিয়াছি। আজিই তোর ধর্ম্ম যাইবে; এই রাত্রি হইতে তুই বেশ্যা হইবি। তোর অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট দূর হইবে। আর আমার লাভ! নরেশ বাবু তোকে দর্শন করা দূরে থাক, তোর মুখও দেখিবেন না, ভদ্র অভদ্র কোন সমাজেই তুই আর স্থান পাইবি না। হেমলতার কণ্টক দূর হইবে, অথচ তোর কষ্ট ঘুচিবে। আর তোর মা'র কথা বলিতেছিস্? এতক্ষণ হয় তো তাহার শেষ হইয়া গেল।"

কুমুদিনী কাঁপিয়া উঠিলেন। কাতরভাবে বলিলেন,—"লবঙ্গ, তুমি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকেই জানে, সতীত্বের কি মর্য্যাদা। লবঙ্গ, আমি কাহারও পথে কণ্টক হইব না, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কাহারও কোন অনিষ্ট আমি জীবনে করিব না; তুমি দয়া করিয়া আমার সতীত্ব-ধর্ম্ম যাহাতে রক্ষা হয়, তাহার উপায় করিয়া দেও। দোহাই তোমার লবঙ্গ, তুমি আমাকে রক্ষা কর। আর আমার দুঃখিনী জননী—তাঁহার কি অপরাধ? তোমার পায়ে পড়ি লবঙ্গ, তাঁহার কোন অনিষ্ট তুমি করিও না।"

আবার কুমুদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে লবঙ্গের চরণ ধারণ করিলেন। তখন লবঙ্গ বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। সে হাস্যধ্বনি শেলের ন্যায় কুমুদিনীর হৃদয় ভেদ করিয়া দিল। বলিল,— "তোর মা'র শেষ করাই আগে দরকার। সে বাঁচিয়া থাকিলে লোকের কাছে সকল কথা বলিয়া দিবে। তাহা হইলে আমার মন্ত্রণা প্রকাশ হইয়া যাইবে—আমরা ধরা পড়িব। তাহার সর্ব্বনাশ করা চাই-ই চাই। তাহার পর তোর সতীত্বের কথা! পোড়া কপাল! তোর আবার সতীত্ব কি? যার পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নাই, তার আবার ধর্ম্ম কি? তোর ধর্ম্ম থাকিলেই বা কি, না থাকিলেই বা কি? এখন না হউক, দশ দিন পরে তুই বুঝিতে পারিবি, আমি তোর কত উপকার করিয়াছি। এখন হইতে সকল কষ্টের শেষ হইবে। আর কথা কহিস্ না, যে পথে তুই আজ হইতে যাইতেছিস্, যাহাতে ভাল হইয়া সে

পথে থাকিতে পারিস্, তাহারই চেষ্টা করিতে থাক্।"

এতক্ষণে কুমুদিনী আপনার অবস্থা সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করিলেন। বুঝিলেন, যাহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছেন, সে তাঁহার পরম শত্রু এবং সর্ব্বনাশ-সাধনই তাহার ব্রত। তাহার হৃদয়ে দয়া নাই। কোনরূপ বিনয়ে বা কাতরতায় তাহার করুণা উৎপাদন করিবার আশা নাই। তখন তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা লবঙ্গ, আমি আর কোন কথা কহিয়া তোমাকে বিরক্ত করিব না। কিন্তু তুমি স্থির জানিও, যদি আমার ধর্ম্মে মতি থাকে, যদি স্বামীপদে আমার অচলা ভক্তি থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবে। ঈশ্বর দয়াময়; তিনি নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবেন। আর আমি কোন কথা বলিব না।"

লবঙ্গ আবার সেই উৎকট হাসি হাসিল। তাহার পর বলিল,—"ঈশ্বর! ঈশ্বরের খুব দয়া, তাই তোকে ছারপোকার মত মারিয়া না ফেলিয়া, এই সুখের দশা ঘটাইতে আমার মতি হইয়াছে। থাক্ তুই এখন। আমার আর তোর সঙ্গে বাস করিবার সময় নাই। যাহার জন্য তোকে আনিয়াছি, সে আসিয়া আপন কার্য্য বুঝিয়া লইবে। আমি এখন যাই।"

কুমুদিনী বলিলেন,—"যাও! আর যেন এ জীবনে কখন তোমার মুখ দেখিতে না হয়।"

লবঙ্গ বলিল,—"বেশ্যার মুখ আর কে দেখিবে? তুই যতই মন্দ হ'স্ না কেন, আমার দয়ার সীমা নাই। এই পাশের ঘরে চাউল, কাঠ, কয়লা, জল, উনান, হাঁড়ি, সবই আছে। পেটের যখন জ্বালা উপস্থিত হইবে, তখন রাঁধিয়া খাইস্। আমি এখন যাই।"

কুমুদিনী কোন কথা কহিলেন না;—ফিরিয়াও চাহিলেন না। লবঙ্গ চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতা পরদিন হরিপুরে ফিরিল। ফিরিয়াই সে হেমলতার সহিত সাক্ষাৎ করিল। হেমলতা তখনই শয্যাত্যাগ করিয়াছে, ঘুমের ঘোর তখনও ভাল করিয়া যায় নাই। তথাপি দূর হইতে লবঙ্গলতাকে দর্শনমাত্র হেমলতার দৈহিক জড়তা অপগত হইল। তিনি তীরবেগে আসিয়া লবঙ্গের কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার পর?"

লবঙ্গ আদরের সহিত হেমলতার চিবুক ধারণ করিল। প্রেমে তাহার শরীর কণ্টকিত হইল। চক্ষু আর্দ্র হইয়া পড়িল। একটু স্থির হইয়া লবঙ্গ বলিল,—"সকলই শুভ। যাহা যাহা করিতে সাধ ছিল, সকলই করিয়াছি। এখানকার খবর কি?"

হেমলতা বলিলেন, "সে কথা বলিব এখন। আগে তুমি সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বল।"

লবঙ্গ বলিল,—"স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, শুন। যে অভাগিনী কুঁজো হইয়াও চিৎ হইয়া শুইবার সাধ করিয়াছিল, যে দাসীর অযোগ্য হইয়াও তোমার সমান হইতে চাহিয়াছিল, সে কলিকাতায় একজন সামান্য বেশ্যা হইয়াছে। নরেশ বাবু তাহাকে স্পর্শ করা দূরে থাক, তাহার নাম শুনিলেও ঘৃণা করিবেন। কোন সমাজেই তাহার আর স্থান হইবে না। তাহার জীয়ন্তে মরা হইয়াছে।"

দন্তে দন্ত স্থাপন করিয়া হেমলতা বলিলেন,— "নরেশ! তোমার গৌরবের ধর্ম্মপত্নী এখন বাজারের বেশ্যা! তার পর?"

"তার পর এ কাজের এক সাক্ষী তাহার মা। সে বুড়ী, লোকের কাছে বলিলেও বলিতে পারে যে, আমি তাহার মেয়েকে ফুসলাইয়া আনিয়াছি। সে পথ বন্ধ করিবার জন্য তাহাকে নিকাশ করিয়াছি। বোধ হয়, সে কালি রাত্রিতে বেড়া-আগুনে বেগুন-পোড়া হইয়া গিয়াছে।"

"বেশ করিয়াছ।"

"বেশ করিয়াছি সত্য! তবে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর মৃত্যু, আর এক জন সতী নারীর ধর্ম্মনাশ ঘটাইলাম; পাপ বিস্তর হইল।"

হেমলতা হাসিয়া বলিলেন,—"পাপ! কিসের পাপ? আমার শত্রুনাশ করিতে যদি দশটা ব্রহ্মহত্যা, নারীহত্যা, ধর্ম্মনাশ করিতে হয়, তাহাও কর্ত্তব্য! যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে চাহে, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিয়া ফেলাই ধর্ম্ম। স্বামী আমার মনের মত নহে; আমি সে ভেড়াকান্ত স্বামীর প্রেমের জন্য তত ব্যাকুল নহি। তথাপি সে আমার। যে আমার, সে আমারই থাকিবে। আমি তাহাকে কদাপি পরের হইতে দিব কেন? আমার পিতার প্রভূত অর্থ আছে; ক্ষমতাও আছে। আমি তাঁহার একমাত্র আদরের

কন্যা। আমি যে আবদার ধরিব, তাহাই তিনি তৎক্ষণাৎ পূরণ করিবেন, উহা আমি বেশ জানি। তবে আমি কেন শত্রু বিনাশ করিতে ভয় পাইব ? তুমি বেশ করিয়াছ দিদি! এ জগতে তুমি আমার যত আপনার, তাহা আমি বেশ জানি। তোমার গুণ বলিয়া শেষ করিতে পারি না। তোমার ঋণ কখনও শোধ দিতে পারিব না। তথাপি তোমাকে এ কার্য্যের জন্য পুরস্কার দেওয়া আবশ্যক। কি পুরস্কার তুমি চাও, বল ? তোমাকে অদেয় কিছুই নাই।"

সকল দুর্ব্বৃত্তেরই একটা আসক্তি থাকে। সংসারে যত দস্যু, যত নরহন্তা, যত উৎপীড়ক জন্মিয়াছে, অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, তাবতেই কোন না কোন স্থানে প্রেমসূত্রে বাঁধা। অনায়াসে নরহত্যা করিতে যাহার হৃদয় একটুও বিচলিত হয় না, অকারণে লোকের সর্ব্বনাশ করিতে যাহাদের প্রাণ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, তাহারাও কোন না কোন স্থানে অচ্ছেদ্য কোমল প্রণয়-মালিকায় গ্রথিত। হয় অপত্য-স্নেহ, না হয় নারীর প্রেম, না হয় পিতৃমাতৃভক্তি ইত্যাদি কোন না কোন কোমল প্রবৃত্তি সেই সকল কঠোর হৃদয়কে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যাহারা স্বহস্তচ্ছিন্ন ঊর্দ্ধনেত্র ভূপতিত শোণিতলিপ্ত নৃমুণ্ড দেখিয়া শিহরে না, যাহারা নিষ্পাপ শোভাময় শিশুর সুকোমল শরীর অসির আঘাতে দ্বিখণ্ড করিতে কাতর হয় না, নারীর আর্ত্তনাদ বা শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি যাহাদিগকে এক তিলও পাপ-পথ হইতে বিরত করিতে পারে না, সেই কঠোর-হৃদয় মানবেরাও হয় তো কোন স্থানে শিশু-বিশেষের চরণে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইয়াছে দেখিলে ব্যথায় আকুল হয়। অথবা কোন নারীর নয়নে একবিন্দু মাত্র অশ্রু দর্শনে সর্ব্বনাশ হইয়াছে জ্ঞান করিয়া বিচলিত হইয়া পড়ে, অথবা কোন বৃদ্ধ যথাসময়ে তামাক খাইতে পান নাই জানিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া অনুগত জনগণের জীবননাশে উদ্যত হয়। দুর্জ্ঞেয়-তত্ত্ব, নারায়ণ মনুষ্য-হৃদয়ে এতই রহস্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে, চিরদিন চিন্তা করিয়াও তাহার মর্ম্মোপলব্ধি হওয়া সম্ভব নহে। মানব-হৃদয় রহস্যের খনি, এই দুরবগম্য তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া কবিশ্রেষ্ঠ লর্ড বাইরণ "করসেয়ার" নামে এক উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছেন। কনরাড কঠিন-হৃদয় পরস্বাপহারী জলদস্যু। কিন্তু হায়! সেই দুরন্ত বীরও মেডোরা-নাম্নী ক্ষুদ্রকায়া স্বল্পভাষিণী বালিকার প্রেমে মুগ্ধ। মানুষ অনেক সময়ে পরতৃপ্তির জন্যেও পাপাচরণ করে। কেবল স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই যে সংসারে সকল পাপ অনুষ্ঠিত হয়, এমন নহে। অনেক সময়ে এক জনের মুখে একটু হাস্য দেখিবার জন্য অপরে ঘোরতর নৃশংস পাপের অনুষ্ঠান করে। যাহার সুখের ও সন্তোষের জন্য পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, অনেক সময়ে সে হয় তো জানেও না যে, তাহার বিনোদনের নিমিত্ত বসুন্ধরা কিরূপ পাপে পঙ্কিল হইতেছে। কিন্তু এ বিচারে একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন। আমাদের সে স্থান ও সামর্থ্য কই ?

বাস্তবিক হেমলতাকে লবঙ্গ বড়ই ভালবাসে। হেমলতার পরিতৃপ্তির জন্য লবঙ্গ সকলই করিতে পারে। হেমলতার জন্য অনুষ্ঠিত কার্য্যের হিতাহিত বা অগ্র-পশ্চাৎ বিচারে তাহার প্রবৃত্তি নাই। শত দুষ্কর্ম্ম করিয়া যদি হেমলতাকে বিনোদিত করা যায়, তাহা লবঙ্গ অন্যায় বা অকর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে না। কাহারও এরূপ অতুলনীয় প্রেমের আস্পদ হওয়া বড়ই সুখের কথা, সন্দেহ নাই। লবঙ্গ বলিল—"দিদি আমার পুরস্কার আমি পাইয়াছি। যখন তুমি আমার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছ, আমার সকল পুরস্কার পাওয়া হইয়াছে। আর পুরস্কার কি আছে ? তুমি সুখে থাক, কোন সামান্য কারণেও যেন তোমাকে কষ্ট পাইতে না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

লবঙ্গ চুপ করিল। তাহার নয়নে জল। হেমলতা বলিলেন—"সত্যই লবঙ্গ দিদি, তোমার ভালবাসার সীমা নাই।"

হেমলতা স্বকীয় অঞ্চল-বস্ত্রে লবঙ্গের নয়ন মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। লবঙ্গ জিজ্ঞাসিল,—"এখানকার খবর ?"

হেমলতা বলিলেন,—"বাবু তো কয়েদেই আছেন, কোথাও বাহির হইবার উপায় নাই। সর্ব্বদা চিন্তিত।"

"তার পর ?"

"আমার সহিত প্রায় দেখা হয় না ; দেখা হইলেও ভাল করিয়া কথা হয় না।"

"রাত্রে তোমার কাছে থাকেন তো ?"

"না থাকাই। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে বসিয়া লেখাপড়া করা হয়। তাহার পর ঘরে যখন আইসে, তখন আমি ঘুমাইয়া পড়ি। যখন আমার ঘুম ভাঙ্গে, তাহার আগে বাহিরে চলিয়া যায়। এই যে গেল।"

লবঙ্গ বলিল,—"ভাবগতিক কি রকম ?"

হেমলতা বলিলেন,—"শরীর খুব খারাপ। উপায় থাকিলে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইত।"

লবঙ্গ হাসিয়া বলিল,—"যায় যাক্, অনেক জামাই বাবু ধরিয়া আনা যাইবে।"

হেমলতা হাসিতে হাসিতে লবঙ্গের পৃষ্ঠদেশে কিল মারিয়া বলিলেন,—"দূর পোড়ারমুখী! সে কথা কি বলিতে আছে ?"

লবঙ্গ হাসিয়া বলিল,—"রাধাকৃষ্ণ! ভাবিতে আছে—বলিতে কখনই নাই। আমি এখন মা ঠাকুরাণীর সহিত দেখা করিতে যাই। আবার এখনই আসিতেছি।"

লবঙ্গ প্রস্থান করিল। হেমলতা অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া অনেক কথা মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনিও সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

সেই দিন মধ্যাহ্নকালে ভোজনকক্ষে নরেশ বাবু আহার করিতে বসিয়াছেন। নিকটে হেমলতার জননী বসিয়া আছেন। নরেশ বাবুর সে লাবণ্য নাই, সে উৎসাহ নাই, সে স্ফূর্ত্তি নাই। পীড়িত ও কাতর ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার দেহ যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহার আহার নাই বলিলেই হয়। গৃহিণী তাঁহাকে মাথার দিব্য দিয়া আর চারিটি অন্ন ও একটু দুধ খাইতে অনুরোধ করিতেছেন। নরেশ বলিলেন,—"মা! আমি আপনাকে সত্যই গর্ভধারিণী জননী জ্ঞান করি। আপনি ভাবিয়া দেখুন মা, এরূপ কয়েদী হইয়া থাকিতে হইলে কাহারও শরীর ভাল থাকে কি? বাটীর বাহিরে যাইতে আমার সাধ্য নাই, বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা সাক্ষাতে আমার অধিকার নাই, স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিতে আমার ক্ষমতা নাই। ইহাতে আমার আনন্দ উৎসাহ কিছুই থাকিতে পারে কি? মা, আমি সেই দিন চলিয়া যাইতাম, কেবল আপনার আজ্ঞা না পাওয়ায় আমার যাওয়া হয় নাই; তাহাতেই আমার এই দুর্গতি! যাহা হইবার হইয়াছে। এক্ষণে আপনি অনুমতি দিলে, আমি আবার প্রস্থানের উপায় করি।"

গৃহিণী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"এরূপ ভাবে থাকিতে হইলে শীঘ্রই যে তোমার কঠিন পীড়া হইবে, সন্দেহ নাই। কর্ত্তা অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। তিনি রাগিয়া উঠিলে সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারেন। শেষে আবার হিতে বিপরীত ঘটিবে। তা বাবা যেরূপ ভাব দেখিতেছি, তাহাতে কোন উপায়ে কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে গমন করা উচিত বটে, তবে শেষ-রক্ষার উপায় কি হইবে ?"

নরেশ বলিলেন,—"মা, সে জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। সম্প্রতি আমি যে বিপদে আছি, তাহার অপেক্ষা কোনই গুরুতর বিপদ আমার ঘটিবে না। আর আমি বেশী দিন কোথাও থাকিব না, মা! শীঘ্র আসিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব। মা, মা, আপনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি প্রস্থানের চেষ্টা করি।"

গৃহিণী বলিলেন,—"তা বাবা, সাবধানে কাজ করিও, বড় সর্ব্বনেশে লোক, তিলে তাল হয়। আমি তোমাকে না দেখিলে মরিয়া যাইব, এ কথা যেন তুমি কখনও ভুলিও না।"

নরেশ বলিলেন,—"আপনার চরণ-আশীর্ব্বাদে আমার কোনই বিপদ্ হইবে না। আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহ আমি কখনই ভুলিব না। শীঘ্র আসিয়া আপনাকে দর্শন দিব, আপনি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

উল্লাসে নরেশচন্দ্র আহার সমাপ্ত করিলেন। হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া তিনি বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দাসী তাম্বুল আনিয়া থাকে; কিন্তু আজি এ কি সৌভাগ্য! স্বয়ং শ্রীমতী হেমলতা দেবী পানের ডিবা হাতে লইয়া উপস্থিত হইলেন। নরেশ বলিলেন,—"এ কি, তুমি যে ?"

হেমলতা বলিলেন,—"দুইটা কথা বলিব বলিয়া আসিয়াছি। রাগ করিলে নাকি ?"

নরেশ বলিলেন,—"গোলামের কি রাগ সাজে ? যে হতভাগ্য আত্মবিক্রয় করিয়া তোমাদের অন্নদাস হইয়া আছে, সে রাগ করিবে কোন্ সাহসে ? তুমি মুনিব, আমি চাকর, ইহাই যেখানে সম্বন্ধ, তখন রাগ শোভা পায় কি ? এক্ষণে বল, কি তোমার হুকুম।"

হেমলতা বলিলেন,—"একটা কথা তোমাকে শুনাইতে আসিয়াছি, হুকুম করিলে না করিতে পারি, এমন নহে, তবে এখন কোন হুকুম করিতে আসি নাই। তুমি শুনিয়াছ কি না জানি না—বড় দুঃখের কথা—বড় লজ্জার কথা। বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে।"

নরেশ বলিলেন,—"না—কোন দুঃখের বা লজ্জার কথা আমি শুনি নাই।"

হেমলতা বলিলেন,—"তোমার কুমুদিনীর কোন খবর রাখ কি ?"

নরেশ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"তাঁহার কোন সংবাদ জানা তোমার পক্ষে সম্ভব নহে। তথাপি যদি কিছু তুমি জানিতে পারিয়া থাক, তাহা শুনিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু সে অভাগিনীর জীবন কেবলই দুঃখময়। সুতরাং দুঃখ ও লজ্জার কথা অনেকই শুনিতে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু ইহা আমার বিশ্বাস, যদি তাঁহার সম্বন্ধে কোন লজ্জাজনক কথা তুমি শুনিয়া থাক, জানিবে, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার দুরবস্থার হেতু ঘটিয়াছে।"

হেমলতা একটু হাস্য করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"তোমার কথাই সত্য বটে। যে দারুণ ঘৃণাজনক জীবিকা সে এখন অবলম্বন করিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই তাহার দুরবস্থার হেতু ঘটিয়াছে।"

নরেশ বলিলেন,—"অসম্ভব নহে। কি হইয়াছে, শুনি।"

হেমলতা বলিলেন,—"তোমার গৌরবের কুমুদিনী এখন কলিকাতার বাজারে বেশ্যা হইয়াছে।"

নরেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন,—"মিথ্যা কথা! অসম্ভব কথা! আমি এরূপ কথা কাহারও মুখে শুনিতে চাহি না। তুমি যদি এই মিথ্যা কথা প্রচার করিবার জন্য এখানে আসিয়া থাক, তাহা হইলে আর কোন কথায় কাজ নাই। তুমি চলিয়া যাও, তোমার কথা আমি শুনিব না।"

হেমলতার মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। তিনি উত্তেজিতস্বরে বলিলেন,—"তুমি সকল সময়েই আপনার অবস্থা ভুলিয়া যাও। আমাকে তুমি এখান হইতে যাইতে বলিতেছ। আমাকে এ বাটীর কোন স্থান হইতে তাড়াইয়া দিবার তুমি কে? তোমাকে আমি ইচ্ছা করিলেই তাড়াইয়া দিতে পারি। কিন্তু তুমি! তুমি আমার পিতার অনুগ্রহজীবী, তুমি আমাকে তাড়াইতে চাহ কোন্ সাহসে?"

নরেশ বলিলেন,—"কথা ঠিক। আমি একবারও ভুলি নাই যে, আমি তোমাদের ক্রীতদাস। কিন্তু এ অবস্থা আমার প্রার্থনীয় নহে এবং এ জন্য আমি কাহারও নিকট কৃতজ্ঞ নহি। তোমার সঙ্গে আমার প্রেমের বন্ধন থাকিলে আমি এ অবস্থায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা যখন তুমি ঘটাইলে না, তুমি যখন নিয়ত আপনাকে প্রভু আমাকে ভৃত্য ভিন্ন আর কিছুই মনে করিলে না, তখন তোমাদের অনুগ্রহ আমার পক্ষে নিতান্ত বিরক্তিকর হইয়াছে। এ অবস্থায় যদি তোমরা বিরক্ত হইয়া আমাকে তাড়াইয়া দেও, তাহাতে আমি সুখী ভিন্ন অসুখী হইব না। আমি তোমার পিতার অনুগ্রহজীবী নহি। তিনি এক দিন দায়গ্রস্ত হইয়াই আমাকে কন্যাদান করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন। আমি কর্ম্মক্ষম পুরুষ। অন্ন-বস্ত্রের নিমিত্ত কাহারও নিকট আমি অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে চাহি না।"

হেমলতা বলিলেন—"তোমার অহঙ্কারের মাত্রা ক্রমেই অতিশয় বাড়িয়া উঠিতেছে। পিঁপড়ার পাখা উঠে মরিবার আগে। তোমার সর্ব্বনাশ নিকট।"

নরেশ বলিলেন—"তোমার ভয়ে ভীত হইয়া কাজ করা কি দুর্ভাগ্য। ন্যায়, ধর্ম্ম ও বিচারমতে তুমি আমার অধীন। তোমার পিতার প্রতাপ বা ঐশ্বর্য্য এবং তোমার অহঙ্কার বা তেজ কিছুই তোমার অধীনতা দূর করিতে পারে না; কিন্তু তোমার ন্যায় সঙ্গিনী লইয়া আমি সুখী হইব না, এ জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করিতেছি—তোমায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দিতেছি। তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার। আমি তোমাকে আর চাহি না।"

তখন হেমলতা দলিত-ফণা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"কি? আমি তোমার অধীনা! তুমি আমাকে আর চাহ না! তোমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিকে আমি পতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া এত দিন আলাপ করিতেছি, ইহা তুমি ভাগ্য বলিয়া মান-না? থাক তুমি। তোমার এ দারুণ পাপের যথেষ্ট শাস্তি হইবে। তোমাকে—রক্ষা কর, রক্ষা কর বলিয়া আমার চরণতলে মাথা লুটাইতে হইবে, আজীবন আমার একান্ত অনুগত হইয়া থাকিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তবে তোমাকে ক্ষমা করিব।"

আর কোন কথা শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা না করিয়া হেমলতা সে স্থান হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সেই দিন সন্ধ্যার পর রত্নেশ্বর বাবু অন্তঃপুরমধ্যে শয়নকক্ষে বসিয়া আছেন। নিকটে প্রৌঢ় বয়স্কা সুন্দরী-শিরোমণি হেমলতা-জননী স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্টা। নিকটে কোন দাসী নাই। ঘর

সুসজ্জিত এবং তাহার মধ্যস্থলে মনোহর আলোক বিলম্বিত। রত্নেশ্বর বাবু একখানি ইজি চেয়ারে পড়িয়া আপনার গুণবতী পত্নীর প্রতি চাহিয়া ছিলেন। এই রূপসী নারীকে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। কিন্তু হেমলতার প্রতি তাঁহার স্নেহ যেরূপ অমেয়, হেমলতার কথায় তিনি যেরূপ মরিতে বাঁচিতে পারেন, হেমলতার সন্তোষের নিমিত্ত তিনি যেমন অসাধ্য কর্ম্মসাধনেও প্রস্তুত এবং হেমলতার আবদার রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেমন হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য, তেমন ভাব নিজের সম্বন্ধে, পত্নী বা জামাতা, এ জগতে কাহারও জন্য তাঁহার হয় না। পত্নীকে তিনি বড়ই ভালবাসেন সত্য; কিন্তু তাঁহার সহিত রত্নেশ্বরবাবুর মতান্তর সর্ব্বদাই ঘটে। পত্নীর কোন কার্য্যে দোষ দেখিলে তিনি বিরক্ত হন এবং কোন কোন স্থলে তাঁহাকে দুই একটা শক্ত কথাও শুনাইয়া দেন। পত্নী কোন প্রার্থনা করিলে রত্নেশ্বর তাহার বৈধতা বিচার করেন; পত্নী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেই সাহস পান না, হেমলতার সম্বন্ধে এ সকল ব্যবস্থা নাই, তাঁহার সকল কার্য্যই ভাল। যে কার্য্য স্পষ্টতঃ গর্হিত, হেমলতা একটু মুখ ভার করিলে বা একটু নয়নে জল ফেলিলে তাহাও সাধুসম্মত সৎকার্য্য বলিয়া রত্নেশ্বর অনুমোদন করেন। রত্নেশ্বর বাবুর একমাত্র দুহিতা হেমলতা আজীবন অশেষ সুখ-সৌভাগ্য ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহার একান্ত আয়ত্তাধীন। রত্নেশ্বর বাবুর প্রতাপে বাঘে বখরিতে একঘাটে জল খায়। তাঁহার ভয়ে পত্নী হইতে দূর জমীদারীর সামান্য প্রজাটি পর্য্যন্ত কম্পিত কিন্তু সেই রত্নেশ্বরও হেমলতার নিকট একান্ত বাধ্য, এই স্থানে তাহার শাসন ও ক্ষমতা সকলই উড়িয়া যায়। হেমলতা চিরদিন অশেষ আদরে লালিত-পালিত। মাতার অসীম স্নেহ, পিতার অমেয় আদর। কন্যা কেবলই আদরসুখ অব্যাঘাতে ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাহার ফলে তাঁহার বাসনার স্বাধীনতা ও যথেচ্ছাচারিতা অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে। হেমলতা বুঝিয়াছেন, স্বামী একটা খেলনার জিনিষ। বিবিধ সামগ্রীই তাঁহার বিনোদনের জন্য পিতা সংগ্রহ করিয়া দেন। সেইরূপ প্রয়োজনে যথাসময়ে একটা স্বামীও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কাকাতুয়া আছে, হরিণ আছে, তেমনই নরেশ বাবুও আছেন। সুতরাং তিনি বিশ্বাস করেন, নরেশকে নিয়ত তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিতে হইবে এবং তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া চলিতে হইবে।

জননী বড়ই কোমলস্বভাবা। তিনি কখনই কন্যার এ ভাব ভালবাসেন না, কন্যাকে অন্তরালে অনেক হিত কথা বলেন; বিবিধ সদুপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। কন্যার বিশ্বাস, জননী কিছুই জানেন না, তাঁহার তেজ নাই, সাহস নাই। গৃহিণী কত দিন কত সুযোগে কর্ত্তার নিকটও কন্যার সম্বন্ধে কত কথা বলেন; কন্যাকে এরূপ প্রশ্রয় দিলে ভবিষ্যতে অতিশয় অনিষ্ট হইবে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করেন। কিন্তু কর্ত্তা সে সকল কথা কানেই ঠাঁই দেন না। তিনি গৃহিণীকে বুদ্ধিহীনা বলিয়া অথবা একটু রূঢ়কথা বলিয়া প্রসঙ্গের শেষ করিয়া দেন। তথাপি সুযোগ পাইলে গৃহিণী মনের আশঙ্কা কন্যাকে বা কর্ত্তাকে জানাইতে বিরত হন না।

অন্য দুই একটা কথা কর্ত্তার নিকট নিবেদন করিবার নিমিত্ত কর্ত্তার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। সুযোগ উপস্থিত হইল। কর্ত্তা ইজি-চেয়ারে বসিয়া গৃহিণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সহসা বলিয়া উঠিলেন—"তুমি কি খাও, কোন জলে স্নান কর, আমাকে বলিবে কি?"

গৃহিণী বলিলেন—"কেন বল দেখি?"

কর্ত্তা বলিলেন—"তোমার রূপযৌবন বয়সে না কমিয়া ক্রমেই বাড়িয়া আসিতেছে কেন?"

গৃহিণী একটু হাসিয়া বলিলেন—"আপনাকে আপনি দেখিতে পাও না বুঝি? তোমার চক্ষু দুইটাকে জিজ্ঞসা কর।"

তখন কর্ত্তা বলিলেন—"এখানে কোন দাসী নাই; আমার গুড়গুড়ির নলটা পড়িয়া গিয়াছে—দয়া করিয়া তুলিয়া দিবে কি?"

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গুড়গুড়ির নল তুলিয়া লইলেন এবং কর্ত্তার হাতের নিকট ধরিয়া বলিলেন,—"যে দাসী জীবনে মরণে চরণে বিকাইয়া আছে, তাহার কাজ কি আর পছন্দ হয় না, তাই অন্য দাসীর খোঁজ করিতেছ?"

কর্ত্তা নল না ধরিয়া নল-ধারিণী সুন্দরীর মৃণাল বিনিন্দিত ভুজলতা ধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেন। গৃহিণী একটু নত হইয়া পড়িলে কর্ত্তা তাঁহার বাম-বাহুর দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিলেন। তাহার পর সেই শোভাময়ী কামিনীর বদনকমল বার বার চুম্বন করিয়া আপনার বাহুপাশ হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন—"নল লও, তামাক খাইবে না?"

কর্ত্তা বলিলেন—"না। যাহা খাইয়া কখনই ক্ষুধা মিটে না, তাহাই খাইলাম। তামাকে প্রয়োজন নাই।"

প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার এই প্রেমোল্লাস অসঙ্গত ও বিরক্তিকর মনে করিয়া অনেকে বলিতে পারেন —যাঁহাদের এত বড় যুবতী কন্যা, তাঁহাদের এরূপ রঙ্গরস সাজে কি গা? তাহারা এরূপ ব্যবহার করেই বা কেন, আর যে লিখিতে বসিয়াছে, সে এ সকল কথা লেখেই বা কেন? কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, যাঁহারা এইরূপ নিন্দাবাদ করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই যুবক-যুবতী। যাঁহারা যৌবনের মত্ততা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়দশায় পড়িয়াছেন, তাঁহারাও যুবক-যুবতীর কথায় সায় দিবেন কি? তাঁহারা ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া বলিবেন, যদি প্রণয়-লীলার পুষ্টতা, সর্ব্বাঙ্গীনতা, পূর্ণতা ও সজীবতা দেখিতে চাও, একটু পরিণতবয়স্ক প্রণয়ীদের কাছেই তাহা দেখিতে পাইবে। ছোঁড়া-ছুঁড়ীরা প্রণয়ের জানেই বা কি, বুঝেই বা কি? আমরা পিঠে কুলা বাঁধিয়া এই শেষোক্ত মহাশয়দিগের রায়ে রায় দিতেছি।

গৃহিণী আবার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বসিলেন এবং একটু হাসি মিশাইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"একটা কথা বলিব, একটু সুবিচার করিবে কি?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"কবে তোমার কথার সুবিচার হয় না? কি বলিবে, বল।"

গৃহিণী বলিলেন, "নরেশ জামাই—পুত্রের অপেক্ষাও আদরের ধন! তাহাকে এমন করিয়া আটকাইয়া রাখা ভাল হইতেছে কি?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"সে যে ছাড়া পাইলে হয় তো আবার সে স্ত্রীর সহিত দেখা করিবে! তাহা হইলে হেমলতা অসুখী হয়। কি করি বল?"

গৃহিণী বলিলেন,—"যদিই কখন কখন সে স্ত্রীর সহিত দেখা করে, তাহাতে ক্ষতিই বা কি? সেও তো বিবাহিতা স্ত্রী, তাহাকে বঞ্চিত করিলে অধর্ম্ম হইবে না কি?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"কেন অধর্ম্ম হইবে? আমরা ত সর্ত্ত করিয়া মেয়ে দিয়েছি। ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার সেই সময় হওয়া উচিত ছিল। এখন সে কথা অনাবশ্যক।"

গৃহিণী দেখিলেন, সেই পুরাণ সুর। যখন এ কথা উঠিয়াছে, তখনই রত্নেশ্বর বাবু এইরূপ উত্তর দিয়া আসিতেছেন। এ কথায় আর কোন ফল হইবে না বুঝিয়া তিনি আবার বলিলেন,—"নরেশের শরীর বড় খারাপ হইতেছে। নিয়ত এক স্থানে আবদ্ধ থাকায় ক্ষুধা কমিয়া গিয়াছে, দেহও দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া পড়িতেছে।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, সে সন্তুষ্ট নাই। যে ব্যক্তি পথের ভিখারীর পুত্র হইয়াও এত সুখভোগ্য ভোগ করিতেছে, সে যদি ইহাতে সন্তুষ্ট না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে বড় নিমকহারাম। আরও বুঝিতে হইবে যে, সে হেমলতাকে মোটেই ভালবাসে না। যদি ভালবাসা থাকিত, তাহা হইলে নিয়ত তাহার সঙ্গে থাকিয়া নিশ্চয়ই সে পরম সুখী হইত। চৌদ্দপুরুষ তপস্যা করিয়া যে বালিকার দাসত্ব করিতে পাইলে চরিতার্থ হইত, তাহাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া যদি সে সন্তুষ্ট না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার ন্যায় অকৃতজ্ঞ নরাধম এ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। ভাল, আমি তাহার সহিত কথা কহিয়া এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করিব।"

গৃহিণী একটু অভিমানের সুরে বলিলেন,—"তোমাকে যাহা বলিতে যাইব, তুমি তাহারই উল্টা করিবে। তবে আর কথায় কি কাজ?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"কেন উল্টা করিব? তুমি সোজা কথা বুঝ না, সে দোষ কি আমার?"

গৃহিণী বলিলেন,—"তোমার মেয়েকে নরেশ যদি না ভালবাসে, সে দোষ তোমার মেয়ের, না নরেশের? স্বামী দরিদ্রই হউক, আর নির্গুণই হউক, স্ত্রী তাহার মন যোগাইয়া চলিতে বাধ্য। তোমার হেমলতা যদি নরেশকে ঘৃণা করে, তাহাকে মন্দ কথা বলে, তাহা হইলে সে ভালবাসিতে পারে কি?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"সত্য বটে, হেমলতা একটু রাগী, কাহারও মন যোগাইয়া চলিতে জানে না। নরেশের এ কথা বুঝিয়া চলা উচিত। নরেশ যদি পূর্ব্ব-স্ত্রীর সহিত সুযোগ পাইলে দেখা করে, তাহা হইলে হেমলতা অবশ্যই তাহার সহিত কর্কশ ব্যবহার করিবে।"

গৃহিণী বলিলেন,—"তুমি যাহাই ভাব, আমি জানি, হেমলতারই অন্যায়। তোমাকে আমি আর কি বলিব? আমার কথায় কিছু হয় না। তুমি হেমলতাকে একটু বুঝাইয়া দিও। আর জামাইকে

একটিও অনাদরের কথা বলিও না। পরের ছেলে কেবল মিষ্ট ব্যবহারেই বশ করিতে হয়।"

রত্নেশ্বর একটু বিরক্তভাবে বলিলেন,—"কি জ্বালা! কে তাহার সহিত তিক্ত ব্যবহার করে? সে আমার কথা না শুনিয়া, আপনি গোল ঘটায়, আমি তাহার কি করিব? তা ভাল, আমি নরেশের সহিত কথা কহিয়া হেমলতাকে কিছু বলা যদি আবশ্যক বলিয়া বুঝি, তাহাই বলিব। কেমন, তোমার মনের মত হইল তো? আর কি বলিবে?"

গৃহিণী বলিলেন,—"আর একটা কথা, লবঙ্গকে আর রাখা হইবে না।"

কর্ত্তা সবিস্ময়ে বলিলেন,—"কেন?"

গৃহিণী বলিলেন,—"লবঙ্গ নিয়ত হেমলতাকে কুমন্ত্রণা দেয়। ভাল হউক, মন্দ হউক, সকল কাজেই উৎসাহ দেয়। আমি বেশ বুঝিয়াছি, এই লবঙ্গের জন্য শেষে হেমলতাকে লইয়া আমাদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে।"

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি খুব ভুল বুঝিয়াছ। লবঙ্গ বুদ্ধিমতী। সে হেমলতাকে প্রাণের মত ভালবাসে। যাহাতে হেমলতার ভাল হয়, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা। লবঙ্গ সঙ্গে না থাকিলে হেমলতা কষ্ট পাইবে। আমি কোনমতেই তাহাকে হেমলতার সঙ্গ ছাড়া করিব না।"

গৃহিণী হতাশভাবে বলিলেন,—"তবে আর আমি কি বলিব? কিন্তু কাঙালের কথা বাসি হইলে মিষ্টি লাগে। দেখিও তুমি—পরিণামে এজন্য কষ্ট পাইতে হইবে।"

এই সময় দ্বারের অপর পার্শ্বে শব্দ হইল—"মা!"

গৃহিণী ব্যস্তভাবে উঠিয়া বলিলেন,—"কে হিমু? এসো মা, এসো!"

তখন বিষণ্ণবদনা হেমলতা ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র রত্নেশ্বর বাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন,—"এ কি মা, মুখ ভার কেন? কি হইয়াছে, বল!"

তখন হেমলতা অতিশয় সংক্ষুব্ধ-স্বরে বলিল,—"আমাকে অতিশয় অপমান করিয়াছে।"

কর্ত্তা ব্যাকুলভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে,—নরেশ তোমার অপমান করিয়াছে?"

হেমলতা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন,—"পাগল মেয়ে! স্বামি-স্ত্রীতে ঝগড়া বিবাদ হইলে, এমনই করিয়া বাপ-মার কাছে জানাইতে হয় বুঝি? যাহা হইয়াছে, এক সময়ে আমার কাছে বলিও। আমি যাহা ভাল হয় করিব।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"কি হইয়াছে, বল মা, আমি এখনই তাহার প্রতিকার করিব।"

গৃহিণী বলিলেন,—"ছি ছি! তুমি কি বলিতেছ? মেয়ে জামাইয়ের ঝগড়া হয়েছে, তাহার তুমি কি বুঝিবে? আর তাহার প্রতিবিধানই বা কি করিবে?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"অবশ্যই একটা গুরুতর কাণ্ড হইয়াছে, নহিলে হেমলতা কখনই বলিতে আসিত না। কি হইয়াছে, বল মা!"

গৃহিণী বলিলেন,—"না, এখন বলিয়া কাজ নাই। ছি! এরূপ করিলে মেয়ে বেজায় বেহায়া হইয়া পড়িবে! তোমার কোন কথা শুনিয়া কাজ নাই। আমি সব শুনিয়া তোমাকে জানাইব। আইস হেমলতা, ও ঘরে বসিয়া আমাকে সব কথা বলিবে চল।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"বল, হেমলতা, কি হইয়াছে?"

গৃহিণী হাত ধরিয়া হেমলতাকে অপর ঘরে লইয়া যাইবার জন্য আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। হেমলতা যাইতে যাইতে বলিলেন,—"বলিয়াছে, তোমার পিতা আমাকে কন্যা দান করিয়া চরিতার্থ হইয়াছে।"

গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন,—"হাঁ বলিয়াছে! তুই কি শুনিতে কি শুনিয়াছিস্। সে এমন ছেলে নয়। আয় এখন।"

কর্ত্তা ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জ্জিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"বটে? আর কি বলিয়াছে?"

হেমলতা বলিলেন,—"আর বলিয়াছে, আমাকে আর গ্রহণ করিবে না।"

গৃহিণী দেখিলেন, সর্ব্বনাশ যতদূর হইবার হইয়া গেল। কর্ত্তা তখন কম্পিতকলেবর হইয়া বাহিরে যাইবার জন্য দ্বারসমীপে আসিলেন। গৃহিণী ব্যস্ততা সহ আসিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিলেন; বলিলেন,—"যাও কোথা?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"সেই ছোট লোক বেটাকে বিধিমত শাস্তি দিয়া আমি শান্ত হইব।"

গৃহিণী বলিলেন,—"বেশ তো। আগে কি করা উচিত, তাহা স্থির কর, তাহার পর যাহা হয় করিও।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"স্থির আবার কি করিব? সে চরিতার্থ হয় নাই? তাহার বাপান্ন পুরুষ চরিতার্থ হয় নাই? আমি তাহাকে কন্যা দিয়া চরিতার্থ হইয়াছি? কি স্পর্দ্ধা! আমার কন্যাকে সে গ্রহণ

করিবে না; তাহাকে গ্রহণ করে কে, তাহার ঠিক নাই। সে আমার কন্যাকে গ্রহণ করিবে না! তাহাকে দ্বারবান্ দিয়া জুতা খাওয়াইব।"

গৃহিণী বলিলেন,—"যাহা হয়, কালি প্রাতে করিও। এই রাত্রিতে একটা গণ্ডগোল ভাল নহে। লোকজন কি মনে করিবে?"

জোর করিয়া হাত ধরিয়া কর্ত্তাকে পুনরায় ইজি চেয়ারে বসাইয়া এবং একজন দাসীকে তামাক আনাইবার আদেশ দিয়া গৃহিণী বলিলেন,—"তুমি সকল দিক্ বিচার করিয়া কাজ করিও। তোমার মেয়ের যে বড় তেজ, তাহা যে তুমি ভুলিয়া যাও।"

হেমলতা বলিলেন,—"আমার আবার কি তেজ? সে আমাকে যাহা খুসী বলিলেও বুঝি আমি কথা কহিব না?"

গৃহিণী বলিলেন,—"না। স্ত্রীলোকের চুপ করিয়া থাকাই ধর্ম্ম।"

হেমলতা বলিলেন,—"তুমি যদি আমার মত বড় জমীদারের মেয়ে হইতে, তাহা হইলে সব বুঝিতে পারিতে। তুমি সামান্য লোকের মেয়ে, ঐ তেজের মর্য্যাদা তুমি বুঝিবে কিরূপে?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"ঠিক কথা।"

গৃহিণী অতি কাতরভাবে বলিলেন,—"তুমিও মেয়ের কথায় সায় দিলে? মেয়ে আমার পিতার কথা তুলিয়া গালি দিল, তুমিও তাহাতে যোগ দিলে? কি আর বলিব? আমার পোড়া কপাল!"

গৃহিণীর অঞ্চলবস্ত্র শীঘ্রই তাঁহার নয়নে উঠিতে চাহিল। তিনি পতনোন্মুখ অশ্রুধারা বস্ত্রঘর্ষণে অপসারিত করিলেন। কর্ত্তা যেন একটু লজ্জিত হইলেন; বলিলেন,—"কালি প্রাতেই যাহা হয় করিব।"

রাত্রিটা গোলমালে ভাবনাচিন্তায় কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে কর্ত্তা বাহিরে গিয়াই প্রথমে নরেশের সন্ধান করিলেন। নরেশ কোথায়ও নাই! অন্দরে নাই, বাহিরে নাই, বৈঠকখানায় নাই, বাগানে নাই। কোথায় তিনি, দ্বারবান্ জানে না, জমাদার জানে না, হেমলতা জানে না, গৃহিণী জানেন না। কোন বিপদ্ ঘটিল কি? না। অনেক সন্ধানের পর একজন প্রতিবাসী বলিল, সে শেষ রাত্রিতে জামাই বাবুকে ষ্টেশনের দিকে যাইতে দেখিয়াছে। অতএব স্থির হইল, নরেশচন্দ্র এ সোনার পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়াছেন।

রত্নেশ্বর বাবু অনেক চিন্তা করিলেন। যেমন করিয়া হউক, এ পক্ষীকে পুনরায় ধরিতে হইবে। কলিকাতায় সন্ধান করাই আবশ্যক। কলিকাতায় আরও কাজ আছে, সপরিবারে কলিকাতা গমনই ধার্য্য হইল।

রত্নেশ্বর বাবুর কলিকাতা গমনের ধুম পড়িয়া গেল। দাস-দাসী, সিপাহী-বরকন্দাজ সকলেই জিনিস গুছাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। হেমলতা ও লবঙ্গ বড় আনন্দে দ্রব্যাদি ট্রাঙ্কজাত করিতে থাকিলেন। কর্ত্তার অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গৃহিণী গুছাইয়া লইতে লাগিলেন। তারযোগে কলিকাতায় প্রকাণ্ড বাটী স্থির হইল।

নিয়মিত দিনে যথাসময়ে কলিকাতায় যাত্রা করা হইল। হেমলতার বড় আনন্দ। থিয়েটার দেখা হইবে, ঘোড়ার নাচে যাওয়া হইবে, চিড়িয়াখানাতেও পদধূলি পড়িবে, যাদুঘরও বাদ পড়িবে না। আর নরেশচন্দ্র? তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, হারানিধি হস্তগত হইবে, এ উল্লাসে তাঁহার প্রাণ উৎফুল্ল নয় কি? পোড়াকপাল! সে আপনিই পেটের দায়ে আসিয়া পায়ে ধরিবে—জ্বালাতন করিয়া মারিবে। তাহার জন্য আবার ভাবনা!

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরিপুরের জমীদার, আমাদিগের সুপরিচিত রত্নেশ্বর বাবুর একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় বাস করেন। চোরবাগানে এক নিন্দিত পল্লীর মধ্যে তাঁহার বাস। পাছে সুরুচিসম্পন্ন নিষ্ঠাবান্ মহাত্মারা বিরক্ত হন, এই ভয়ে নিরতিশয় সঙ্কোচ সহকারে বলিতে হইতেছে যে, কার্ত্তিক বাবু একাকী থাকেন না। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার উপপত্নী কিরণবালাও থাকেন।

বড় নিন্দনীয় ও কুৎসিত বিষয়ের অবতারণা করিতে হইল; কিন্তু এ সংসারে পুণ্যের অপেক্ষা পাপের আধিক্য, ন্যায়ের অপেক্ষা অন্যায়ের প্রাচুর্য্য এবং চরিত্রবানের অপেক্ষা চরিত্রহীনেরই প্রাধান্য। ঘটনার পূর্ণচিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে, ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক উভয়েরই প্রয়োজন উপস্থিত হয়। লোক নির্ব্বাচন করিয়া ঘটনার সমাবেশ করিতে হইলে, আখ্যান অপূর্ণ হয়। আমরা কাহাকে বাদ দিয়া কাহাকে লইব? দুষ্কর্ম্মান্বিতের চরিত্র সম্মুখে আসিলেই যে সর্ব্বনাশ হয়, এরূপ আমরা মনে করি না; বরং অনেক সময় পাপীর চিত্র অতিশয় প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা উপলব্ধি করি। অন্ধকার আছে বলিয়া আলোক পরিস্ফুট হয়। পাপ পাশাপাশি চলে বলিয়া পুণ্যের মাহাত্ম্য আমরা প্রণিধান করি। অসত্যের সহিত সঙ্ঘর্ষ হয় বলিয়া আমরা সত্যের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারি।

অতএব পাপের চিত্রদর্শনে পাপ হয়, অথবা হৃদয়ে দুর্নীতির উদ্রেক হয়, অথবা সুরুচির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, এরূপ আমরা মনে করি না। যাঁহাদিগের কল্পনা শিথিলমূল, যাঁহাদিগের শিক্ষা ভিত্তিহীন, যাঁহাদিগের জ্ঞান নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, যাঁহাদিগের দৃঢ়তা কেবল দুর্ব্বলতার নামান্তর, তাঁহারা হয় ত গ্রন্থাদিতে কোন কুচরিত্র দেখিলে, কোন কিন্নরকণ্ঠী বিলাসিনীর সঙ্গীতালাপ শ্রবণ করিলে, অথবা পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকার বাতায়নে বারনারীর বদনমণ্ডল দর্শন করিলে, সুরুচিসম্মত ন্যায়মার্গ পরিত্যাগ করিয়া পাপের স্রোতে গা ভাসাইতে ভাসাইতে অধঃপাতে যাইতে পারেন। তাদৃশ দুর্ব্বলচিত্ত হীনস্বভাব জ্ঞানহীন মহাপুরুষগণকে সুরুচির লৌহপেটিকায় নিবদ্ধ করিয়া রাখাই সঙ্গত। কর্ম্মময় সংসারক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া তাঁহাদিগকে লোকলোচনের অন্তরালে রাখাই সৎপরামর্শ।

পাপীর চিত্রাঙ্কন সময়ে সময়ে আবশ্যক হয় বলিয়া, কদাপি তাহা লালসাবর্দ্ধক ও মোহময়ভাবে অঙ্কিত করা বিধেয় নহে। যে চিত্র দর্শনে হৃদয়ে ভোগের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করে, চিত্তকে সৎপথের পরিপন্থী হইতে উপদেশ দেয়, মনকে নিন্দিত আসক্তির কল্পনায় প্রমত্ত করে, তাহা নিশ্চয়ই ঘৃণার্হ ও পরিবর্জ্জনীয়। যে পাপের চিত্রদর্শনে অন্তরে অধর্ম্মের প্রতি স্থায়ী বিদ্বেষভাব অঙ্কিত হয় এবং সাধুগণসেবিত সৎপন্থাপরিভ্রষ্ট হইতে কদাপি প্রবৃত্তি না হয়, তাহা সুরুচির বিরোধী হইলেও চিরসমাদৃত ও পরম স্পৃহণীয়। কবিগুরু সেক্সপিয়র "মেকবেথ" নাটকে অতিথি ও প্রভুহত্যার লোমহর্ষণ পাপচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। উক্ত মহাকবি "হ্যামলেট" নাটকে পতিপ্রাণহন্ত্রী ব্যভিচারিণী রাজমহিষীর আলেখ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

নাম করিয়া দেখাইতে হইলে বোধ হয়, এক গ্রন্থের প্রয়োজন হইবে। আমাদের রামায়ণ মহাভারতে পাপ-চিত্রের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সেই সকল প্রতিকৃতি দর্শনে অধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি লোকের বিজাতীয় বিদ্বেষভাব জন্মিয়া থাকে। পাপকে বীভৎস ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।

যাঁহারা চিত্রশিল্পের অনুরাগী, তাঁহারা জানিলেও জানিতে পারেন, চিত্রবিদ্যার চরমোৎকর্ষস্থল ইটালী দেশে ডোমিনিক বেসিয়ানো নামে এক সুবিখ্যাত শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই মহাশয় "য়ুয়ান্ টেকেন ইন্ এডেল্‌টারি" নামে এক ব্যভিচারিণী নারীর চিত্রপট অঙ্কিত করিয়াছিলেন। লেখনী অতি কষ্টেও যে ভাব ব্যক্ত করিতে পারিত না, শিল্পীর তুলিকা অতি সুন্দররূপে তাহা দেখাইয়াছে।

সেই নারীর তদানীন্তন অবস্থার আলেখ্য দেখিলে হৃৎকম্প হয় এবং শরীর শিহরিয়া উঠে। চিত্র যেরূপই হউক, তাহা মনুষ্যমনে কোন্‌ভাবে আঘাত করিবে, তাহাই বিচার করিয়া দেখা উচিত।

কবি বলিয়াছেন.—"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পাইতে পার লুকান রতন।" বাস্তবিক অতি হেয় ও ঘৃণাজনক পদার্থের মধ্যেও সময়ে সময়ে অতি সারবান্‌ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিহিত থাকে। পঙ্কিল তড়াগে পরম শোভাময় শতদলের উৎপত্তি হয়, তিমিরাবৃত পূতিগন্ধপূর্ণ খনিমধ্যে মণি-মাণিক্যের উদ্ভব হয়, বিলাসিনী নারীর গর্ভে জগৎপ্রসিদ্ধ শকুন্তলার জন্ম হইয়াছিল ; এ সংসারে নিরবচ্ছিন্ন মন্দ কিছুই নাই। কাহাকেও অবজ্ঞা করিলে পাপ হয়। ন্যায়ময় ভগবান্‌ সকল পদার্থেই উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সন্নিবেশ করিয়াছেন। নিপাতকারী সর্পের গরলও কখন কখন জীবনরক্ষার সহায় হয়।

পাপচিত্র লোকশিক্ষার অনেক স্থলে প্রকৃষ্ট সহায়। যে সকল বিবরণ পাঠ করিয়া বা আলেখ্য দর্শন করিয়া মনুষ্য সাবধানে চলিতে শিক্ষা করে এবং ভাবী পরিণাম স্মরিয়া আপনার পথ ঠিক করিয়া লয়, তৎসমস্ত বড়ই প্রয়োজনীয় ও হিতকর। পাপের চিত্র আসিতেছে—দেখিয়া যাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করেন ও বেগে সে স্থান হইতে পলায়ন করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত এবং উপহাসের পাত্র।

অতি শৈশবেই কার্ত্তিক পিতৃ মাতৃহীন হইয়াছিলেন। তখনও রত্নেশ্বর বাবুর দুহিতা হেমলতার জন্ম হয় নাই। রত্নেশ্বর বাবুর পত্নী গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় যত্নে কার্ত্তিককে লালন-পালন করেন। কর্ত্তা বুঝিয়াছিলেন, এই সন্তান হয় ত কালে তাঁহার প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইবে। গৃহিণী বুঝিয়াছিলেন, মরণান্তে এই সন্তান হইতে তাঁহার জলপিণ্ডপ্রাপ্তির উপায় হইবে।

বালক বড়ই দুরন্ত ও অনাবিষ্ট ; লেখাপড়ায় কার্ত্তিকের কোন মতেই অনুরাগ জন্মিল না। স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে ও স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতে কার্ত্তিকের ভাল লাগিল। কুসঙ্গী আসিয়া ঘেরিয়া ফেলিল। যখন কার্ত্তিকের বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ, তখন হইতেই সুরাপানে তিনি অভ্যস্ত হইলেন, এই সময়ে হেমলতার জন্ম হইল।

কার্ত্তিকের প্রতি রত্নেশ্বর বাবুর আদর ও যত্ন কোন দিনই বেশী ছিল না। যাহা ছিল, হেমলতার জন্মের পর তাহাও কমিয়া গেল। দুর্ব্বৃত্ত বালক, পিতৃব্যের শাসন ও তত্ত্বাবধান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া খুব বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। অর্থের প্রতিনিয়ত প্রয়োজন হইতে লাগিল, অভিভাবক রত্নেশ্বর বাবু একটি পয়সাও দিতে কাঠকবুল। খুড়ীমা লুকাইয়া টাকাকড়ি দেন বটে, কিন্তু তাহাতে আর চলে না। খুড়া-ভাইপোর অবশেষে মনান্তর দাঁড়াইল। খুড়ার টানাটানি, ভাইপোর বাড়াবাড়ি। কাজেই একটা নিষ্পত্তির প্রয়োজন হইল।

স্থির হইল যে, নগদ দশ হাজার টাকা এবং যাবজ্জীবন মাসিক দুই শত টাকা হিসাবে লইয়া কার্ত্তিক বাবু পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির উপর সমস্ত দাবী-দাওয়া পরিত্যাগ করিবেন। ষোল আনা সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিক হইয়া রত্নেশ্বর মনে মনে অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। একটি পয়সার নিমিত্ত খুড়া-খুড়ীর নিকট ভিক্ষার্থিরূপে দণ্ডায়মান হইবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া কার্ত্তিক পরমানন্দিত হইলেন। অতি অল্প-দিনের মধ্যেই রীতিমত লেখাপড়া শেষ হইয়া গেল। দশ হাজার টাকা বুঝিয়া লইয়া কার্ত্তিকচন্দ্র জন্মভবন হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার খুড়ীমাতা একটু অশ্রুপাত করিলেন, ত্বরায় ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত কাতরভাবে অনুরোধ করিলেন, যখন যেখানে থাকেন, সেখান হইতে পত্র লিখিবার জন্য মাথার দিব্য দিলেন। হেমলতার বয়স তখন ছয় বৎসর। কার্ত্তিক তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। তাহার নিকট বিদায় লইবার সময় কার্ত্তিকের হৃদয় একটু আলোড়িত হইল।

গৃহত্যাগ করিয়া কার্ত্তিক নানাস্থানে ঘুরিতে লাগিলেন। তিনি কুসঙ্গে মিশিয়া কুপথেই চলিতে লাগিলেন। পশ্চিমের অনেক স্থানে তিনি বেড়াইলেন। তাঁহার রূপের সীমা ছিল না। পুরুষের এরূপ পুরুষোচিত শ্রী বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। দেহের বর্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন পরিপাটী, আকারপ্রকার, সকলই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। তাঁহার কার্ত্তিক নাম সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার দোষ যথেষ্ট সন্দেহ নাই, কিন্তু গুণও যে ছিল না, এমন নহে। তাঁহার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ছিল, শরীরে অসুরের ন্যায় বল ছিল এবং পরোপকারসাধনে উৎসাহ ছিল। সবল দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতেছে দেখিলে তিনি শেষোক্ত পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রথমোক্তকে উৎপীড়িত করিতেন। কেহ কাহারও প্রতি অন্যায় আচরণ করিতেছে দেখিলে তিনি অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন।

এই সকল কারণে তিনি যেখানে যাইতেন,

অল্প কালেই সেখানে পরিচিত হইয়া উঠিতেন। পশ্চিমের নানা স্থানে তাঁহার অনেক বন্ধু হইল। তিনি চারি বৎসর এইরূপ দেশে দেশে ঘুরিয়া কলিকাতায় আসিলেন, যখন কলিকাতায় আসিলেন, বলা বাহুল্য, তখন পিতৃব্য-প্রদত্ত দশ হাজার টাকার একটি পয়সাও তাঁহার হাতে নাই।

——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার ন্যায় বহু ও বিবিধ শ্রেণীর লোকপূর্ণ মহানগরে কার্ত্তিকের মত উচ্ছৃঙ্খল লোকের অনেক সঙ্গী জুটিতে বিলম্ব হইল না। অতি অল্পকালের মধ্যেই কার্ত্তিক অনেকের পরিচিত হইলেন। নানারূপ গণ্ডগোলে দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু হাতী সহসা বাঁধা পড়িল। দুরন্ত শার্দ্দুল অজ্ঞাতসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। যে এতকাল পর্য্যন্ত কখনও কাহারও নিকট বশ্যতা স্বীকার করে নাই, তাহাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে নাচাইবার নিমিত্ত অলৌকিক শক্তিশালিনী এক যাদুকরী রঙ্গভূমিতে দেখা দিল। কিরণবালার সহিত দুর্দ্দান্ত সুরাপায়ী ও যথেচ্ছাচারী কার্ত্তিকের পরিচয় হইল। তাহার জীবন-প্রবাহের গতি এখন হইতে ভিন্ন পথে চলিতে লাগিল।

কিরণবালা তখন অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী। সে সুন্দরী বটে, কিন্তু তাহার রূপে বিশেষ কোন অসাধারণত্ব বা চমৎকারিত্ব নাই। সে অতি কৃশকায়া, উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, মৃদুভাষিণী এবং বুদ্ধিমতী। কোন্ মন্ত্রে সে কার্ত্তিককে বশ করিল, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তিনি যে অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে তাহার ইচ্ছাধীন হইয়া পড়িলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই নারীকে জীবনের সঙ্গিনী করিয়া, কার্ত্তিককে গৃহস্থলী পাতিতে হইল। তিন বৎসর হইল, তাঁহারা চোরবাগানে বাস করিতেছেন। কার্ত্তিক এখনও সুরাপান করেন বটে, কিন্তু কিরণের বিনা অনুমতিতে যখন তখন খাওয়া আর চলে না। তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুগণ তাঁহার বাটীতে আইসেন বটে; কিন্তু তিনি তাঁহাদের সহিত হো হো করিয়া যেখানে সেখানে বেড়াইতে পান না। দুই শত টাকা মাসিক আয়ে কার্ত্তিকের দশ দিনও চলিত না, এখন সেই টাকায় স্বচ্ছলভাবে মাস কাটিয়া কিছু কিছু বাঁচিয়া যায়। সর্ব্ববিষয়ে আপনার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া কার্ত্তিক এখন সুখী হইয়াছেন! ভালবাসার মদিরা তাঁহার প্রাণে অনন্ত সুখের উৎস ফুটাইয়া দিয়াছে। একস্থানের প্রণয়ের চিরসঞ্চিত রত্নভাণ্ডার উৎসর্গ করিয়া তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়াছেন। যাহা কখন তিনি পান নাই ও ভোগ করেন নাই, এখন পূর্ণমাত্রায় তাহার অধিকারী হইয়াছেন।

বেলা তিনটা। শীতকাল। চোরবাগানের বাজারে একটি সুসজ্জিত কক্ষে কার্ত্তিক একাকী বসিয়া আছেন, তাঁহার পরিধানে সূক্ষ্ম কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে একটি লংক্লথের সার্ট, পায়ে একযোড়া কালো মোজা, একখানি সুচিক্কণ আলোয়ানে দেহের ভূরিভাগ আচ্ছাদিত। একটি তাকিয়ায় বাম-বাহু ভর দিয়া তিনি বসিয়া আছেন, আর একটি তাকিয়ার উপর তাঁহার দক্ষিণ চরণ ন্যস্ত রহিয়াছে, সম্মুখে একটি গড়গড়ায় তামুক তৈয়ার রহিয়াছে, কার্ত্তিক তাহা টানিতেছেন না, পার্শ্বে একখানি রেকাবে কতকগুলি পানের খিলি রহিয়াছে, কার্ত্তিক তাহারও সম্মান করিতেছেন না।

কার্ত্তিক যেন একটু চিন্তাকুল। শোণিতসম্পর্কে এ সংসারে যাহারা আপনার লোক, বহুদিন হইতে তাহাদের সহিত আর কোন সম্বন্ধ নাই। মাসে মাসে নিয়মিতরূপে টাকা আসে বটে, কিন্তু তাহার সহিত কোন সংবাদ থাকে না। খুড়া মহাশয় বড়ই অহংকৃত, স্বার্থপর এবং কটুভাষী লোক, তথাপি তিনি খুড়া, তাঁহার খোঁজ-খবর না লওয়া কার্ত্তিক অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন। আর খুড়ী-মা—সেই ঠাণ্ডা স্নেহময়ী—ঠিক মায়ের মত খুড়ী মা! কত করিয়া তিনি পত্র লিখিতে বলিয়াছিলেন, একবার দেখা করিতে বলিয়াছিলেন, এতদিনে কিছুই করা হয় নাই। এ কার্য্য পাপ বলিয়া কার্ত্তিকের মনে হইতেছে। আর সেই আদরের—সোহাগের সোনার পুতুলি হেমলতা? দাদা বলিয়া সে তাঁহার সঙ্গে কতই খেলা করিত। তাহাকে ভুলিয়া থাকা বড়ই হৃদয়হীনের কার্য্য বলিয়া কার্ত্তিকের মনে হইতেছে। এতদিনে নিশ্চয়ই হেমলতার বিবাহ হইয়াছে। কোথা বিবাহ হইয়াছে, সে সুখী হইয়াছে কি না, কিছুই তিনি জানেন না। রকম দেখিয়া অনেকে বলিত, কার্ত্তিকও বুঝিতেন, সে তাহার খুড়া মহাশয়ের ধারা পাইবে, জননীর মত তাহার প্রকৃতি হইবে না। বোধ হয় এত দিনে তাহার সন্তানাদি হইয়া থাকিবে। কার্ত্তিক সেই সন্তানাদির মামা! একবার

তাহাদের চক্ষুর দেখাও তিনি দেখিলেন না। কার্ত্তিক ভাবিতেছেন, হরিপুর যাইব কি? যাওয়া উচিত। কিন্তু খুড়া মহাশয়ের মুখ মনে হইলে যাইতে ইচ্ছা হয় না, ভয় হয়। তথাপি যাওয়া উচিত। কিরুকে ফেলিয়া যাই কিরূপে? একমুহূর্ত্ত যে কাছে না থাকিলে কষ্ট হয়, তাহাকে ফেলিয়া দশ দিনের জন্য স্থানান্তরে যাইতে পারিব না।

কার্ত্তিকের চিত্তে আত্মীয়গণের নিমিত্ত অনুরাগ সময়ে সময়ে জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। যে ব্যক্তি কাহাকেও ভালবাসিতে শিখে, সে সকলকেই ভালবাসিতে পারে, প্রেমের অমৃতবিন্দু হৃদয়ে অঙ্কিত হইলে ক্রমে অমিতপরিমাণে বাড়িতে পারে এবং সেই স্থান হইতে সহস্র ধারায় প্রবাহিত হইয়া বসুন্ধরা প্লাবিত করিতে পারে। প্রেমের কলঙ্ককালিমা গায়ে মাখিয়া, ধরাতলে অনেকেই ধন্য হইয়াছেন। এই প্রেমের দায়ে নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ কৌপীনকরঙ্কধারী সন্ন্যাসী হইয়াছেন, এই প্রেমের কলঙ্কসাগরে ডুবিয়া শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধিকা পরম পূজনীয় হইয়াছেন, এই কলঙ্কের পসরা মাথায় বহিয়া সাধুশিরোমণি বিল্বমঙ্গল এবং চিন্তামণি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এই কলঙ্কসাগরে গা ভাসাইয়া অনেক মহাজন ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিতেছেন, এই প্রেম স্বর্গের সম্পত্তি। কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান্ মানব ইহার কণিকামাত্র লাভ করে। যে পায়, সে অনন্ত সুখ ভোগ করে এবং জগতে আনন্দ বিলাইতে থাকে।

বারান্দায় পাইজোড়ের মধুর নিক্কণ—ঘুমের ভাণ করিয়া কার্ত্তিক বালিসে মাথা দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ধীরে ধীরে মুখর ও অধীর মঞ্জীরের ধ্বনি উৎপাদন করিতে করিতে কিরণবালা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার অঙ্গে অধিক অলঙ্কার নাই, যাহা আছে, তাহাতে তাহাকে বেশ মানাইয়াছে। সে আসিয়া দেখিল, কার্ত্তিক চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছেন। বলিল,—"ঘুমাইতেছ বুঝি! এমন আজ্ঞাকারী ঘুম কখনও দেখি নাই।"

সে নিকটস্থ হইয়া অঞ্চলবস্ত্রের প্রান্তভাগ পাকাইয়া কার্ত্তিকের নাকে দিতে গেল। কার্ত্তিক "আঃ আঃ" করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। কিরণ বলিল, "তুমি কখনও ঘুমাও নাই। আমার আসিতে একটু দেরী হইয়াছে, তাই বুঝি দুষ্টামি করিতেছ?"

কিরণ সেই সূক্ষ্ম বস্ত্রাগ্র কার্ত্তিকের কানে প্রবেশ করাইয়া দিল, অগত্যা কার্ত্তিককে নয়ন মেলিতে হইল এবং হাসিয়া ফেলিতে হইল! বলিলেন,—"ঘুমের কথা তুলিয়াছ, আজি হইতে রাত্রিতে আর মোটেই ঘুমান হইবে না।"

কিরণ বলিল,—"কেন?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"কাল রাত্রে আমাকে ফেলিয়া তুমি কোথায় গিয়াছিলে, বল দেখি?"

হাসিতে হাসিতে কিরণ বলিল,—"জহরবাবুর বৈঠকখানায়।"

"আঃ, ঠাট্টা রাখ? আসল কথাটা কি, বল?"

কিরণ বলিল,—"ঠিক বলিতেছি, মাণিকবাবুর বাগানে।"

"মিছা কথা কেন বলিতেছ? ঠিক বল না?"

কিরণ বলিল,—"আর লুকাইব না, ঠিক বলিতেছি—হরিশ বাবুর বজরায়।"

তখন কার্ত্তিক বলিল,—"তবু মিথ্যা কথা। কিল খাইবার জন্য পিট সুড়সুড় করিতেছে বুঝি?"

মুখ গম্ভীর করিয়া কিরণ বলিল,—"মার খাইতে হইবে, কাজেই সত্যকথা এবার বলিতে হইতেছে। গোপাল বাবু কোন মতেই ছাড়িলেন না, কাজেই তাঁহার সহিত থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম।"

তখন কার্ত্তিক উঠিয়া আদরের সহিত কিরণের পিঠে দুইটি কিল মারিলেন, বলিলেন,—"ক্রমেই তোমার দুষ্টামি বাড়িতেছে। এইবার আমিও দুষ্টামি শিখিব। তোমাকে জব্দ করিতে পারি কিনা, দেখিব।"

সিঁড়িতে ধপাস্ ধপাস্ করিয়া জুতার শব্দ হইতে লাগিল। কার্ত্তিক বলিলেন,—"নিশ্চয়ই মাণিকলাল। এমন মিঠা পায়ের আওয়াজ আর কাহার? মাটীর গায়ে ঠেকিতেছে কি না সন্দেহ।"

তখন নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে মাণিকলাল সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কেশরাশি-অবিন্যস্ত বদন চিন্তাযুক্ত এবং ভাবভঙ্গী ব্যস্ততাপূর্ণ। আসন গ্রহণ করার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, "পেঁচো কোথায়? সে বেটাকে কোথাও দেখিতে পাইতেছি না, তোমাদের এখানে নাই?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"না। বড় সখের জিনিস ভাবিয়া কিরু তাহাকে কোন গ্লাসকেসে তুলিয়া রাখে নাই, বড় দামি জিনিস ভাবিয়া কোন বাক্সের মধ্যেও তাহাকে রাখা হয় নাই, ইচ্ছা হয়, চাবি লইয়া খুলিয়া দেখিতে পার। ব'স, হইয়াছে কি? এত ব্যস্ত কেন?"

মাণিকলাল বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"পেঁচো বেটা আমার মাথা খাইয়াছে।

তাহাকে যেমন বিশ্বাস করিতাম, সে আমার তেমনি সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

কিরণ বলিল,—"কি করিয়াছে সে ?"

মাণিক বলিল,—"যাহা হইয়াছে, তাহা তোমাদের কাছে আগে বলা উচিত ছিল, যখন আগে বলা হয় নাই, তখন আর বলিবার দরকার দেখিতেছি না।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"বুঝিয়াছি, একটা বেজায় বেয়াদবি করিয়া ফেলিয়াছ। আগে বলিতে সাহস কর নাই, এখনও বলিতে সাহস হইতেছে না।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"এক রকম ঠিক কথাই বলিতেছ। একটা বেহদ্দ বেয়াদবি করিয়াছি, সময় পাইলে তাই তোমাদের জানাইতাম, এখন আর জানাইয়া কোন লাভ নাই।"

কিরণ বলিল,—"লাভ হিসাব করিয়াই কি সকল কাজ করিতে হয় ? না হয় লাভ না হইবে, বল না, কাণ্ডটা কি ?"

মাণিক বলিল,—"একটা পাড়াগেঁয়ে মেয়েমানুষ হাতে আসিয়াছিল, পেঁচোর হেঁপাজাতে তাহাকে মাথাঘষার গলির বাড়ীতে রাখিয়াছিলাম ; জিনিসটা ভদ্রলোকের পাতে চলে কি না, তাহাও আমি দেখি নাই ; এখন দেখিতেছি, পেঁচোও নাই, সে মেয়েমানুষও নাই।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"ভালই হইয়াছে। কোন গৃহস্থের মেয়ে কোন কারণে আসিয়া পড়িয়াছিল, তোমার দ্বারা তাহার সর্ব্বনাশ হয় নাই। তোমার ঘাড়েও সে পড়ে নাই, ইহাও তো পরম মঙ্গলের কথা ; ভগবান্ যাহা করেন, সকলই ভাল। তবে এ জন্য আপসোশ কেন করিতেছ ভাই ?"

মাণিকলাল বলিল,—"ঠিক বলিয়াছ ; তবে কথাটা কি জান, মানুষটা আসিয়াছিল আমার কাছে, আমার সহিত একটা মুখের আলাপও হইল না। কোথায় বেহাত হইয়া গেল।"

কিরণ বলিল,—"ক্ষতি কি ? হাটে—বাজারে অভাব তো কিছুরই নাই ?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"যদি বেহাত হইয়া থাকে, তাহার জন্য তুমি ভাবিয়া মর কেন ?"

মাণিক বলিল—"আমি এখন মানুষটার কি হইল, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গেল, এই ভাবনাই ভাবিতেছি। পেঁচোকে দেখিতে পাইলে একটা সন্ধান পাওয়া যাইত॥"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"পেঁচো হয় তো কিছু টাকা খাইয়া রামের ধন শ্যামকে দিয়াছে। না বুঝিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিতে বসিয়াছিলে, ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন। ও কথা যাইতে দেও।"

মাণিক বলিল,—"নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। আর কাহারও হাতে গিয়া পড়িয়াছে জানিলে ঠাণ্ডা হইতে পারি, পেঁচোর সন্ধান করিতেই হইবে। তোমরা ব'স, আমি এখন যাই।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"মর গে, চুলোয় যাও।"

মাণিকলাল চলিয়া গেল, কলিকাতায় আসিয়া কার্ত্তিকের যে সকল বন্ধু-বান্ধব জুটিয়াছেন, এই মাণিকলাল দে তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মাণিকলাল ধনীর সন্তান, যুবাপুরুষ, রূপবান্, কার্ত্তিকের ন্যায় মূর্খ নহে, কিন্তু চরিত্রহীন ও ইন্দ্রিয়াসক্ত। মাণিকলাল প্রতিদিন কার্ত্তিকের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া থাকিতে পারে না। কার্ত্তিককে সহোদর ভাইয়ের মত ভালবাসে, তাহার বিষয়-কর্ম্মসংক্রান্ত কোন ব্যাপারই কার্ত্তিকের পরামর্শ ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। পারিবারিক সকল কথাই সে কার্ত্তিককে জানায়। মাণিকলাল অপব্যয়ী এবং তজ্জন্য ঋণগ্রস্ত, সম্প্রতি দশ হাজার টাকা ঋণ না করিলে তাহার চলিতেছে না। কার্ত্তিকের উপর অর্থ-সংগ্রহের ভার দিয়া মাণিকলাল নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যেরূপ ভাবনা করা যায়, অনেক সময় তাহারই অনুকুল ঘটনা আসিয়া সহসা উপস্থিত হয়। কবি বলিয়াছেন—"আগতপ্রায় ঘটনা পূর্ব্ব হইতেই ছায়াপাত করে।" বাস্তবিক মনোমধ্যে যখন যেরূপ প্রগাঢ় চিন্তা উপস্থিত হয়, তখন সেইরূপ ঘটনাপুঞ্জ মিলিত হইয়া চিন্তার সহায়তা করে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী," এই মহাজন-বাক্যের সত্যতা অনেক সময় উপলব্ধি হইয়া থাকে।

কার্ত্তিক বাবু শুনিতে পাইলেন, তাঁহার পিতৃব্য রত্নেশ্বর বাবু সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং বহুবাজারে বাসা করিয়াছেন। মনে বড় আহ্লাদ হইল, আবার খুড়ী-মার চরণে প্রণাম করিবার সহজ উপায় হইল, হেমলতাকে বহুদিন পরে আবার দেখিবার সুযোগ হইল। আজই দেখা করিতে যাইতে হইবে। খুড়ামহাশয় হয় তো ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়া সুখী হইবেন না।

কার্ত্তিক ভাবিলেন, না হন, না হইবেন, তথাপি দেখা করিতে যাইতে হইবে। কার্ত্তিক তাঁহার কোন ক্ষতি করেন নাই, তিনি যে বিষয়ের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, কার্ত্তিক স্বেচ্ছাক্রমে তাহাতেই সম্মত হইয়াছেন। সেই জন্য তিনি কখনও একটিও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই, এখনও করিতেছেন না। তবে রত্নেশ্বর বাবু অসুখী হইবেন কেন ?

সেই দিন বৈকালে কিরণ বার বার বিরক্ত করিয়া কার্ত্তিককে বহুবাজার পাঠাইয়া দিল। কার্ত্তিক দেখিতে পাইলেন, এক প্রকাণ্ড বাটীতে বহু দাস-দাসী-দ্বারবানাদি লইয়া তিন দিন পূর্ব্বে রত্নেশ্বর বাবু শুভাগমন করিয়াছেন। নবাগমনের বিশৃঙ্খলা এখনও অপগত হয় নাই। এখনও বারান্দার এক দিকে একটি প্রকাণ্ড সতরঞ্চির মোট রহিয়াছে, এখনও উঠানের এক পার্শ্বে দুইটি দেবদারু-কাষ্ঠের বাক্স পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও অন্য দিকের বারান্দায় তিনটি ষ্টিলট্রাঙ্ক, এখনও পার্শ্বের ঘরে কতকগুলি বিছানা-বালিশ স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। খুড়া মহাশয়ের সম্মুখীন হইতে কার্ত্তিকের হৃৎকম্প হইতে লাগিল, তথাপি তিনি দুর্গানাম স্মরণ করিতে করিতে রত্নেশ্বর বাবুর অধিকৃত কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

বহুদিন পরে খুড়া-ভাইপোর মিলন হইল। কার্ত্তিক বিনীত-নম্রভাবে পিতৃব্য-চরণে প্রণাম করিলেন, রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন,—"কে হে ! কার্ত্তিক যে ! এত দিন কোথায় ছিলে ? আছ ত ভাল ?"

কার্ত্তিক সবিনয়ে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, রত্নেশ্বর বাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তখন তিনি খুড়ীমার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। রত্নেশ্বর বাবু তাঁহাকে অন্তঃপুরে গমন করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

খুড়ী-মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কার্ত্তিকের প্রাণ শীতল হইল। সেই খুড়ী-মা, সেই স্নেহময়ী খুড়ী মা এত দিনের পরে যেন স্নেহের মাত্রা অনেক বাড়াইয়াছেন। কার্ত্তিককে দেখিয়া আনন্দে তাঁহার চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। সুখের দুঃখের কত কথাই তিনি বলিতে লাগিলেন। এ কয় বৎসরের মধ্যে কার্ত্তিকের জীবন যে ভাবে কাটিয়াছে, তাহাও বলিতে হইল ; কিন্তু পনর আনা কথা তাঁহাকে চাপিয়া বলিতে হইল। সকলি পাপের কথা, লজ্জার প্রসঙ্গ, খুড়ী-মার নিকট তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

বর্ত্তমান অবস্থা ও অবস্থানাদি সম্বন্ধে কার্ত্তিক সুস্পষ্টরূপে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। চোরবাগানে তিনি থাকেন, এ কথাটুকু বলিতেই হইল।

এ দিকের অনেক কথা কার্ত্তিক শুনিতে পাইলেন। নরেশ-বাবু-সংক্রান্ত সকল কথা কার্ত্তিক শুনিলেন। তাঁহার সহিত রত্নেশ্বর বাবু ও হেমলতা ভাল ব্যবহার করেন নাই ; ইহা কার্ত্তিক বুঝিলেন। পলাতক নরেশ বাবুকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিতে ও তাঁহাকে মুঠোর মধ্যে পুরিয়া রাখিতে রত্নেশ্বর বাবুর ইচ্ছা হইয়াছে, স্বামীকে জব্দ করিতে এবং মজা দেখিতে হেমলতার সঙ্কল্প হইয়াছে, প্রধানতঃ এ সকল বাসনাসিদ্ধির নিমিত্ত রত্নেশ্বর বাবু কলিকাতায় আসিয়াছেন, আরও ছোট খাট অল্প-বিস্তর কাজ আছে।

কার্ত্তিক বুঝিলেন, পূর্ব্বপত্নীর সহিত সকল সম্বন্ধ ছাড়াইয়া, ধৃষ্টতা ও সাহসের জন্য যথোচিত দণ্ড দিয়া, নরেশকে সম্পূর্ণরূপে অধীন করিয়া রাখাই খুড়ার অভিপ্রায়। স্বামী আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পায়ে ধরিবে, ক্রীতদাসের ন্যায় অধীন হইয়া থাকিবে, কোন কার্য্যে কথা কহিবে না বা কোন কার্য্যে বিচার করিবে না, ইহাই হেমলতার অভিপ্রায়। কিন্তু খুড়ীমার অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

পূর্ব্বপত্নীর সহিত জামাতা সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে পাপ হইবে এবং তাহাতে অকল্যাণ ঘটিবে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। তিনি মনে করেন, জামাতার পূর্ব্ব-পত্নীকে কন্যার ন্যায় যত্নে এই সংসারে আনিয়া রাখা উচিত এবং যাহাতে তাঁহার চক্ষে জল না পড়ে বা তিনি দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলেন, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত ; কিন্তু বাঘের ন্যায় কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট গৃহিণীর মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সাহসে কুলায় না।

হেমলতার সহিত কার্ত্তিকের সাক্ষাৎ হইল। হেমলতা সহজেই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। প্রাণ ভরিয়া আনন্দের সহিত হেমলতা কথা কহিলেন না। পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া পূর্ব্ববৎ আনন্দ আনয়ন করিবার নিমিত্ত কার্ত্তিক অনেক চেষ্টা করিলেন, সকলি ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গাঢ়তা জন্মিল না। সবিস্ময়ে কার্ত্তিক দেখিলেন, স্বামী চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া হেমলতার বিশেষ উদ্বেগ বা ব্যাকুলতা নাই। তিনি স্বাধীনা, স্বাধীনভাবে

কলিকাতায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে তাঁহার অভিলাষ, থিয়েটার দেখা, ঘোড়ার নাচে যাওয়া, গড়ের মাঠে বেড়ান, হাওড়ার পুলের উপর ভ্রমণ, ইত্যাকার বহুবিধ পরামর্শেই তিনি ব্যস্ত। দাদার বাসায় একদিন বেড়াইতে যাইবার নিমিত্ত ভগ্নী বড় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সে বাসায় ভগ্নীকে লইয়া যাইবার দাদার সাধ্য নাই, কাজেই দাদা তা-না-না করিয়া গোলমালে কথাটা চাপিয়া রাখিলেন।

লবঙ্গের সহিত কার্ত্তিকের দেখা হইল। তাহার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই, সে যেমনটি ছিল, তেমনটিই আছে। বুঝিতে পারিলেন, লবঙ্গের সহিত হেমলতার আত্মীয়তা বড়ই প্রগাঢ় হইয়াছে। উভয়ে যেন একপ্রাণ,—একমন।

খুড়ী মার আগ্রহে কার্ত্তিককে জলযোগ করিতে হইল। সন্ধ্যা হইয়া গেল, দুই ঘণ্টা পরে কার্ত্তিক বাবু বাহিরে আসিলেন। কর্ত্তাকে আবার প্রণাম করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটস্থ হইলেন। কি সৌভাগ্য, খুড়া মহাশয় ভাইপোকে ডাকিয়া বলিলেন,—"কলিকাতায় তুমি অনেক দিন আছ কার্ত্তিক, বোধ হয়, অনেক লোকের সঙ্গে চেনা-শুনা হইয়াছে। সিমলায় না কোথায় সুরেশ ডাক্তার নামে কে একটা হতভাগা আছে ?"

কার্ত্তিক একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আছেন বটে, সিমলায় একজন সুরেশ ডাক্তার আছেন। তাঁহাকে কি দরকার আছে ?"

রত্নেশ্বর বলিলেন,—"নরেশ নামে এক পাজি ছেলের সহিত হেমলতার বিবাহ দিয়েছি, অতি হতভাগা ওঁছা ঘরের ছেলে; নিমকহারাম বেটা পলাইয়াছে; শুনিয়াছি, সুরেশ ডাক্তারের সহিত তাহার খুব আত্মীয়তা, সেখানে খোঁজ করিলে নরেশের সন্ধান হইতে পারে।'

কার্ত্তিক বলিলেন,—"যে আজ্ঞা। আমি কালই সে সন্ধান করিব।"

রত্নেশ্বর বলিলেন,—"তুমি বোধ করি, নরেশকে কখন দেখ নাই। তাহাকে চিনিতে তোমার অসুবিধা হইবে।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আজ্ঞে না। আলাপ না থাকিলেও আমি খোঁজ করিয়া সকল সন্ধান করিতে পারিব।"

রত্নেশ্বর বলিলেন,—"তবে চেষ্টা করিও।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া কার্ত্তিক প্রস্থান করিলেন। তিনি আজ ধন্য হইয়াছেন, তাঁহার খুড়া মহাশয় তাঁহার সহিত ডাকিয়া কথা কহিয়াছেন এবং ছোট হোক, বড় হোক, একটা কাজের ভার দিয়াছেন।

বড় অপ্রসন্ন মনে কার্ত্তিক পিতৃব্যের ভবন পরিত্যাগ করিলেন। নরেশের প্রতি রত্নেশ্বর বাবুর ভাব তাঁহার ভাল লাগিল না। হেমলতার স্বাধীনতা, স্বামীর জন্য চিন্তাবিহীনতা, অবিরল বিবিধ আমোদভোগের ব্যবস্থা কার্ত্তিকের পক্ষে বড়ই অপ্রীতিকর হইল। লবঙ্গের সহিত হেমলতার প্রগাঢ় প্রণয় তিনি বড় দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে করিলেন। খুড়ী-মাতার সকল বিষয়ে ক্ষমতার একান্ত অভাব তাঁহার অন্তরে সাতিশয় ক্লেশ উৎপাদন করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এ সকল অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারা যায় না কি ? যখন গৃহত্যাগ করিয়াছি, তখন বালক ছিলাম, বুদ্ধি ও ভরসা কম ছিল। এখন মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা না করিলে আমার পাপ হইবে না কি ? খুড়া মহাশয় ধরিয়া প্রহার করিলেও আমি নির্লিপ্তভাবে আর থাকিব না। স্বতঃপরতঃ আপনার লোকদের হিত চেষ্টা আমাকে করিতেই হইবে।

——

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কালীতলার মোড়ে ট্রামগাড়ীর অপেক্ষায় কার্ত্তিক ও মাণিকলাল দাঁড়াইয়া আছেন, ট্রাম আসিতেছে না। কার্ত্তিক জিজ্ঞাসিলেন,—"তাহার পর ?"

মাণিকলাল বলিল,—"তাহার পর এ পর্য্যন্ত পেঁচোর আর সন্ধান নাই, অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোন খোঁজই পাই নাই।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"যাহাই বল ভাই! কাজটি যে বড় অন্যায় হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের মেয়ে, তাহার প্রতি কুভাব মনে করাই ভয়ানক পাপ। তাহার পর তাহাকে আনিয়া তাহার আর খোঁজ-খবর না লওয়া বড়ই অন্যায় হইয়াছে।"

মাণিকলাল বলিল,—"তোমার ভুল হইতেছে ভাই। আমি সে ব্রাহ্মণকন্যাকে পূর্ব্বেও দেখি নাই, পরেও দেখি নাই। তবে আনাইবার সম্বন্ধে কিছু দোষ আমার থাকিতে পারে। পূরা দোষ আমার উপর দিতে পার না।"

"কেন ?"

"একটা স্ত্রীলোক, তাহার নামও আমি জানি না,

আগে আর তাহাকে দেখি নাই—ভদ্র ঘরের মত প্রবীণা স্ত্রীলোক আমাকে বলে, একটি সুন্দরী যুবতী ঘরের বাহির হইয়া আসিতেছে। স্বামী লয় না, কষ্টের একশেষ, আর একদিনও ঘরে থাকিতে পারিতেছে না। একজন ভাল লোকের হাতে পড়িলেই ভাল হয়। বড় ভালমানুষ মেয়েটি, কোন ইতরের হাতে পড়িয়া কষ্ট পাইবে? শুনিয়াছি, আপনি মহৎ লোক, আপনি দয়া করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিবেন কি?"

"ডি" অক্ষরান্বিত একখানি ট্রামকার চলিয়া গেল। উভয় বন্ধুই অন্যমনস্ক; সুতরাং তাহাতে উঠা হইল না। কার্ত্তিক বলিলেন,—"তার পর?"

মাণিকলাল বলিল,—"পাপ বল, দুষ্কর্ম্ম বল, সকলই এইখানে ঘটিয়াছে। আমি সে যুবতীকে হস্তগত করিতে সম্মত হইয়াছিলাম, ইহাতেই যে আমার গুরুতর পাপ হইয়াছে, তাহার আর কোন ভুল নাই। আমি পেঁচোকে সে প্রবীণা স্ত্রীলোকের সহিত জুটাইয়া দিয়াছিলাম। মাথাঘষার গলির ভাঙ্গা বাড়ীতে রাখিতে বলিয়াছিলাম, যাহাতে গোপনে কাজ মিটে, তাহা করিতে বলিয়াছিলাম—কারও হাতে একটি টাকাপয়সাও দিই নাই, নিজে উদ্যোগী হইয়া কোন কর্ম্ম করি নাই।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"তাহা ত বুঝিলাম। তাহার পর কি হইল?"

মাণিকলাল বলিল,—রাত্রি প্রায় দশটার সময় সেই প্রবীণা স্ত্রীলোকটা আমাকে বলিয়া আসিল, সব ঠিক হইয়াছে। শীকার ভাঙ্গা বাড়ীর পিঁজরায় পড়িয়াছে—কেবল আমার যাওয়ার অপেক্ষা। স্ত্রীলোকটা বিদায় হইল, আমি তাহাকে একটি পয়সাও পুরস্কার দিই নাই, সেও কিছু চাহে নাই।"

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসিলেন,—"তার পর?"

মাণিকলাল বলিল,—"সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে রাত্রে আমি এ সম্বন্ধে আর কোনই সন্ধান লইলাম না; ইহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে, এই বিষয়ে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ব্রাহ্মণের মেয়ে, এ আগুনে সহজে আমি হাত দিতে চাহি না।"

"বুঝিলাম, তুমি খুব সতী।'

মাণিকলাল বলিল,—"আমি সতী নহি—ঘোর পাপী, কিন্তু এই মা কালীর সম্মুখে, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার কাছে বলিতেছি, এমন পাপ জীবনে আমার কখন করিতে মতিও হয় নাই। সে যাহা হউক মেয়েটা গেল কোথায়? এক একবার মনে হইতেছে পেঁচোই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া কোথায় তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। আমার মনে হইতেছে যে, কোথাও বেশী টাকা খাইয়া আর কাহারও হাতে তুলিয়া দিয়াছে; আবার এমনও মনে হইতেছে যে, সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা। সেই মাগীর একটা খেলা মাত্র; কেহই আসে নাই, কিছুই হয় নাই!"

আর একখানা ট্রাম চলিয়া গেল। কার্ত্তিক বলিলেন,—"বেশ লোক ত আমরা! আবার গাড়ী চলিয়া গেল, কোনই হুঁস নাই।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"দেখ ভাই মাণিকলাল! এ বিষয়ে তোমার অপরাধ বেশী না হইলেও, তুমি যে ইহার নিমিত্ত-কারণ, তাহার ভুল নাই। ব্রাহ্মণ-কন্যার কি হইল, তাঁহার সন্ধান করিতে তুমি বাধ্য। পেঁচোর সন্ধান হইলেই সব সন্ধান হইবে। সকল কর্ম্ম ফেলিয়া পেঁচোর খোঁজ করা তোমার আবশ্যক। আমরা তোমাকে বন্ধু বলিয়া ভালবাসি, সেই ভালবাসা যদি তুমি বজায় রাখিতে চাহ, তাহা হইলে যেমন করিয়া পার, পেঁচোর খোঁজ তোমাকে করিতেই হইবে।"

মাণিকলাল বলিল,—"তাহা আমি করিবই করিব।"

গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া উভয়ে রাস্তার অপর পারে গমন করিলেন। মাণিকলাল হাত বাড়াইয়া "বাঁধো বাঁধো" শব্দে চীৎকার করিলেন। গাড়ী থামিল, উভয়ে উঠিয়া ফার্ষ্ট ক্লাশে বসিলেন, ঘং ঘং শব্দে ইলেকটিক-বেল বাজিল, ঘর্ ঘর্ শব্দে ব্রেক খুলিল, সোঁ সোঁ শব্দে গাড়ী চলিল, কণ্ডক্টার আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল, মাণিকলাল তাঁহার হাতে একটি সিকি দিয়া বলিল, "দুইখানি।" টুং টুং শব্দে টিকিট পঞ্চ হইল। চারিটি পয়সা ও দুইখানি টিকিট মাণিকলালের হস্তগত হইল।

গোলদীঘি পর্য্যন্ত যাওয়ার পর উভয়েই সভয়ে দেখিলেন,—"মৃজাপুর ষ্ট্রীট দিয়া একখানি অত্যুত্তম সেকেণ্ডক্লাশ গাড়ী ট্রাম আসিবার পূর্ব্বে কলেজ ষ্ট্রীট পার হইবার নিমিত্ত অশ্বদ্বয়কে কশাঘাত করিল, কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! ট্রামের সহিত সংঘর্ষণ অপ্রতিবিধেয়। গাড়ীর দ্বার রুদ্ধ; সুতরাং অভ্যন্তরে স্ত্রীলোক আছে বলিয়া বোধ হইল। কোচবাক্সে কোচম্যান্ এবং একজন উৎকৃষ্ট পোষাকধারী দ্বারবান্ বসিয়া আছে।

কার্ত্তিক ও মাণিকলাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের মুখ হইতে "হায় হায়" শব্দ বাহির হইল। ড্রাইভার পূর্ব্ব হইতেই ব্রেক

করিতেছিল, কিন্তু সকল চেষ্টা বৃথা হইল। গাড়ী পার হয় হয় হইয়াও হইতে পারিল না। বিষম জোরে ধাক্কা লাগিয়া গেল, গাড়ী কাৎ হইয়া পড়িল, ট্রাম থামিয়া গেল। দ্বারবান্ ও কোচম্যান্ ছিট্‌কাইয়া পড়িল, গাড়ীর ভিতর হইতে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ উঠিল। আরো বিপদ্; ঘোড়া দুইটি লাফাইতে লাগিল, লাথি ছুড়িতে থাকিল এবং গাড়ী টানিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ছেঁচড়াইয়া একটু লইয়া গেল।

ধাক্কা লাগিবার পূর্ব্বেই কার্ত্তিক ও মাণিকলাল ট্রাম হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন, বেগে তাঁহারা পতিত গাড়ীর নিকটে আসিলেন। কোচম্যান্ ও দ্বারবান্‌কে সাবধানে তুলিলেন, দেখিলেন, তাহাদের দুই একটা চোট লাগিয়াছে মাত্র, বিশেষ ক্ষতি কিছু হয় নাই।

মাণিকলাল বলিল,—"তোমরা যাও, যত শীঘ্র পার, ঘোড়ার জ্যোৎ খুলিয়া ফেল। এ দিকের যাহা হয় আমরা করিতেছি।"

দেখিতে দেখিতে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। দুই এক জন দক্ষ লোকের সাহায্যে কোচম্যান্ জ্যোৎ খুলিয়া ফেলিল। মাণিকলাল ও কার্ত্তিক গাড়ীর নিকটে আসিলেন, বাহির হইতে গাড়ীর দরজা টানিয়া ফাঁক করা হইল, দেখা গেল, ভিতরে দুই জন স্ত্রীলোক, তাঁহারা অপরদিকের কপাটের উপর সোজা হইয়া বসিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এক লম্ফে কার্ত্তিক, গাড়ীর উপরে উঠিয়া পড়িলেন,—"মা সব, কোন ভয় নাই। আমার হাত ধর, আমি টানিয়া তুলিতেছি। বাহিরে আসিলে যাহা হয় ব্যবস্থা হইবে।"

কার্ত্তিক ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। বিপুল শক্তিসহকারে এক প্রৌঢ়া বিধবাকে তিনি টানিয়া তুলিলেন—সবিস্ময়ে মাণিকলাল দেখিল, এই ত সেই! কার্ত্তিক দেখিলেন, কি ভয়ানক! এ যে লবঙ্গ! জিজ্ঞাসিলেন—"লবঙ্গ, ভিতরে আর কে আছে?"

লবঙ্গ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"দিদি বাবু।'

তখন কার্ত্তিক বলিলেন—"মাণিকলাল, তুমি ইহাকে নামাইয়া লও ভাই, আমি আর এক জনকে তুলিবার চেষ্টা করি।"

মাণিকলালের সাহায্যে লবঙ্গ নামিতে পারিল। কার্ত্তিক হেমলতাকে উঠাইয়া আনিলেন। সন্তর্পণে তাহাকে গাড়ী হইতে নামান হইল। স্ত্রীলোকদ্বয়কে মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালের কোণের নিকট দাঁড় করান হইল। কার্ত্তিকের আদেশে দ্বারবান্ আর একখানি ঠিকা-গাড়ী ডাকিতে লাগিল। নিয়মানুসারে ইন্‌স্পেক্টার পতিত গাড়ীর ও ট্রামের নম্বরাদি লিখিতে লাগিল। নম্বর লেখালেখি হইলে ট্রাম চলিয়া গেল। সে গাড়ীতে কার্ত্তিক ও মাণিকের যাওয়া হইল না। কার্ত্তিক লবঙ্গকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমরা কোথায় যাইতেছিলে? আপনার লোক কেহ সঙ্গে নাই, এরূপে হেমলতাকে আনিয়াছিলে কেন? যেখানে যাইতেছিলে, সেখানে আজি আর গিয়া কাজ নাই, এখন বাসায় যাও। আমরা দুজনে এখনি সেখানে যাইতেছি।"

অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে হেমলতা বার বার মাণিকলালকে দেখিতে লাগিলেন। ঠিকা গাড়ী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। লবঙ্গ ও হেমলতা গাড়ীতে উঠিলেন, কার্ত্তিক দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন, দ্বারবান্ উপরে উঠিল। কার্ত্তিক তাহাকে বলিয়া দিলেন, "বরাবর বাসায় গাড়ী লইয়া যাও, আর কোথাও যাইবার দরকার নাই।" সঙ্কেত পাইয়া অশ্ব ছুটিতে আরম্ভ করিল, গাড়ী চলিয়া গেল।

অনেক লোক ধরাধরি করিয়া পতিত গাড়ী সোজা করিয়া তুলিল। কার্ত্তিক ও মাণিকলাল দেখিলেন,—গাড়ী বিশেষ জখম হয় নাই, একটি পেনেল ফাটিয়া গিয়াছে, একখানি চাকার এক জায়গা একটু জখম হইয়াছে। কার্ত্তিক পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া কোচম্যানকে দিলেন এবং বলিলেন,—"তোমারই বেকুবিতে আজ সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছিল, ভগবানের অনুগ্রহে আজ অনেকে বাঁচিয়াছে, তুমি বড় গোঁয়ার গাড়োয়ান, এরূপ কাজ আর কখন করিও না।"

অনেক লোক তাঁহার বাক্যের সমর্থন করিল। ভাড়াটিয়া গাড়ীর কোচম্যানকুল ভয়ানক কলহপ্রিয় ও কটুভাষী হইলেও এ ক্ষেত্রে দয়া করিয়া এ ব্যক্তি কোন বাদানুবাদ করিল না। গাড়ীতে আবার ঘোড়া যোতা হইল।

কার্ত্তিক ও মাণিকলাল সে স্থান ত্যাগ করিলেন, ভিড় ভাঙ্গিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিক ও মাণিকলাল পদব্রজে বহুবাজার অভিমুখে চলিলেন, কিঞ্চিৎ দূরমাত্র গমন করার পর মাণিকলাল বলিল—"বুঝিতেছি ভাই! এই দুই স্ত্রীলোক তোমার খুব চেনা, কে ইঁহারা?"

কার্ত্তিক বলিলেন—"যিনি সধবা অল্পবয়স্কা, তিনি আমার ভগ্নী হেমলতা। আর যে অর্দ্ধবয়সী বিধবা, সে খুড়া মহাশয়ের বাড়ীর একজন চাক্‌রাণী, তাহার নাম লবঙ্গ।"

মাণিকলাল নীরব। কার্ত্তিক বলিলেন—"চুপ করিলে যে?"

মাণিকলাল সম্মুখে ও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে বলিল—"বড় ভয়ানক কথা, তোমাকে বলা উচিত কি না, ভাবিতেছি।"

একটু রাগতস্বরে কার্ত্তিক বলিলেন—"আমার নিকট গোপন করিবার কথা তোমার আছে, ইহা আজ প্রথম শুনিলাম। তোমার সহিত অনেক দিনের আত্মীয়তা, এক জনের পেটের কথা আর এক জনকে না জানাইলে চলিত না, এখন দেখিতেছি, কোন কোন কথা লুকাইবার ইচ্ছা হইতেছে। ভাল, তাহাই হউক।"

মাণিকলাল বলিল—"পাছে তুমি রাগ কর বলিয়া বড় ভয় হইতেছে, তথাপি আমি অকপটে সকল কথা বলিব। বল, তুমি রাগ করিবে না?"

কার্ত্তিক বলিলেন—"তুমি বড় অন্যায় কাজ করিয়াও আমার নিকট ক্ষমা পাইয়াছ, আর একটা কথার জন্য রাগ করিব কেন? তোমার কথা নিতান্ত বিরক্তিকর হইলেও রাগ করিব না।"

মাণিকলাল আবার সম্মুখে ও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর কার্ত্তিকের খুব নিকটে সরিয়া আসিল, তাহার পর অতি মৃদুস্বরে বলিল—"তোমাদের এই লবঙ্গ সর্ব্বনাশের মূল, এই আমার সহিত দেখা করিয়া বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছিল, এই সে ব্রাহ্মণের মেয়েকে উত্তরপাড়া হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, এই তাঁহাকে সেই বাড়ীতে রাখিয়া আমার নিকট রাত্রি দশটার সময় খবর দিয়াছিল।"

কার্ত্তিক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন—"বল কি! তুমি ঠিক চিনিয়াছ ত?"

মাণিকলাল বলিল—"তাহার কোনই ভুল নাই, কেবল যে আমি চিনিয়াছি, এমন নহে, লবঙ্গও আমাকে বেশ চিনিয়াছে, সুযোগ পাইলে সে নিশ্চয়ই আমার সহিত কথা কহিবে।"

কার্ত্তিক অতিশয় চিন্তামগ্ন হইয়া নীরব রহিলেন।

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আমি ভাবিতেছি, এ কার্য্যে লবঙ্গের স্বার্থ কি, তোমার নিকট সে কিছু লয় নাই। সে ব্রাহ্মণকন্যার যেরূপ দুরবস্থার কথা বলিয়াছে, তাহাতে নিশ্চয়ই সেখান হইতেও কিছু পায় নাই। বড় মানুষের বাড়ী চাকরী করে, সাধারণ চাকরাণী অপেক্ষা ইহার মান বেশী, অভাব ও অপ্রতুল ইহার বড় নাই। তবে এরূপ ইতর কার্য্য সে করিতে গেল কেন?"

মাণিকলাল বলিল, "ভাবিবার কথা বটে, কিন্তু এমনও ত হইতে পারে—অপর কাহারও অনুরোধে অন্যের স্বার্থের জন্য এ কাজ করিয়াছে।"

কার্ত্তিক একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"অসম্ভব নহে। তোমার এই অনুমান আমাকে একটা ভয়ানক আশঙ্কায় ফেলিয়া দিল। আমি শুনিয়াছি, আমার ভগ্নীপতির আর এক স্ত্রী আছেন। এই উপলক্ষে আমার ভগ্নীপতির সহিত আমার ভগ্নী ও খুড়া মহাশয় ভয়ানক মনান্তর ঘটাইয়াছেন। হেমলতার পথের কণ্টক দূর করিবার জন্য, আমার ভগ্নীপতিকে অপমানিত ও মর্ম্মপীড়িত করিবার জন্য তাঁহার স্ত্রীকে কৌশলে কুপথে আনাও আশ্চর্য্য নহে।"

মাণিকলাল বলিল, "ঠিক তাই। বড় উত্তম অনুমান করিয়াছ।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"এ অনুমানের আরও একটু কারণ আছে। আমার ভগ্নীপতি নরেশ বাবু এখন কলিকাতাতেই আছেন। আজ প্রাতে অনেকক্ষণ ধরিয়া আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছি; তাঁহাকে বড় চিন্তাকুল, অন্যমনস্ক ও বিমর্ষ দেখিয়াছি। হেমলতা ও খুড়া মহাশয় তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের সহিত মনান্তরে তাঁহার অসুখী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্যের নিশ্চয়ই অন্য কারণ আছে।

মাণিক বলিল,—"যাহা বুঝিয়াছ, তাহার আর কোন ভুল নাই। কি সর্ব্বনাশই হইয়াছে! জানি না, সে ব্রাহ্মণকন্যা এখনও বাঁচিয়া আছেন কি না। অথবা মৃত্যুর অপেক্ষাও দুর্দ্দশা—ধর্ম্মহানি, তাহাও তাঁহার ঘটিয়াছে কি না? কাল প্রাতে আমি প্রাণপণে তাঁহার সন্ধানে নিযুক্ত হইব।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আমিও কাল প্রত্যুষে নরেশ বাবুর সহিত দেখা করিয়া কথাটি ঠিক করিয়া লইব। তাহার পর বিধিমতে এই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। কি ভয়ানক লোক এই মাগীটা ভাই!"

মাণিক বলিল—"এইরূপ কুলোকের সহিত তোমার ভগ্নী যে একা কলিকাতা সহরে বেড়াইয়া

বেড়ান, ইহা বড় ভয়ানক কথা। আমার ত ভয় হয়, শীঘ্র একটা দুর্নাম রটিয়া যাইবে।"

রত্নেশ্বর বাবুর বাসার দ্বারে আসিয়া বন্ধুদ্বয় কথাবার্ত্তা বন্ধ করিলেন। কর্ত্তা তখন অন্দরে আছেন শুনিয়া, মাণিকলালকে বাহিরে এক বৈঠকখানায় বসাইয়া কার্ত্তিক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একাকী বসিয়া থাকা বড়ই বিরক্তিকর, বিশেষতঃ তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, মাণিকলাল বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সম্মুখে জনাকীর্ণ রাজপথ এবং পার্শ্বে মনোহর ওয়ালিংটন স্কোয়ার। যে বিদ্যুৎ গগনে বিচরণ করিয়া লোকের নয়ন ঝলসাইত, যাহা একবার দেখা দিয়া তখনই লুক্কায়িত হয় বলিয়া চঞ্চলা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা দিব্যালোকের শ্রেষ্ঠ গৌরবরূপে পরিচিত, সেই চপলা সৌদামিনী এখন মানবের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ে নির্দ্ধারিত স্থানে, স্থিরালোক বিকীর্ণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাড়িতালোকপ্রদীপ্ত এবং তাড়িতবাহিত শকট দ্রুতবেগে অনবরত যাতায়াত করিতেছে।

অগণ্যপ্রায় ফিটান, চেরীয়ট, বেরুস, ল্যাণ্ড, ব্রুহেম, বগি, ডগকার্ট ও বিবিধ প্রকার ভাড়াটিয়া গাড়ী সমস্ত পথ অধিকার করিয়া উভয় দিকে ধাবিত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে টুন্ টুন্ শব্দ করিতে করিতে বাইসিকল দৌড়িতেছে। শকটসমূহের চালক ও সহিসগণ হৈ হৈ শব্দে চীৎকার করিতেছে। বিবিধ দ্রব্যের ফেরিওয়ালারা নানারূপ স্বরে ক্রেতা অন্বেষণ করিতেছে, উৎসাহ, সজীবতা ও কর্ম্মময়তা প্রত্যক্ষভাবে যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দূর হইতে আলোক জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, দেখিতে দেখিতে সকল পথের আলোক জ্বালা হইল; সকল গাড়ীতেই অত্যুজ্জ্বল আলোক জ্বলিল, প্রায় সকল দোকান হইতে নানাবিধ আলোক প্রকাশ পাইল, তখন নক্ষত্রনিকরপরিবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায়, মণি-মাণিক্যমণ্ডিতা মহারাণীর ন্যায়, সহস্র নয়নালঙ্কৃত পুরন্দরের ন্যায় কলিকাতা মহানগরীর অবক্তব্য শোভা হইল।

মাণিকলাল অন্যমনস্কভাবে রাজপথের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। ভৃত্য বৈঠকখানা-ঘরে আলোক দিয়া গিয়াছে, সে তাহাও জানিতে পারে নাই। সহসা পশ্চাদ্দিকে কক্ষমধ্য হইতে নারীকণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "বাবু মহাশয়, ভাল আছেন ত?"

সঙ্গে সঙ্গে মাণিকলাল ফিরিয়া দাঁড়াইল, দেখিল, তাহার সম্মুখে সেই দূতী লবঙ্গলতা।

লবঙ্গ আবার বলিল,—"প্রণাম হই, ঘরের মধ্যে আসুন। এখানে এখন আর কেহ আসিবে না।"

মাণিকলাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বলিল, "সেই দেখা আর এই দেখা। তোমাকে যে কত খুঁজিয়াছি, আর বলিতে পারি না, "ভাল আছ তো?"

লবঙ্গ বলিল,—"আপনাদের ভালতেই আমাদের ভাল, আপনি নূতন রাণীর সঙ্গে খুব রঙ্গেই আছেন বোধ হয়।"

মাণিকলাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,— "এত কষ্ট দিবে যদি মনে ছিল, তবে এত সুখের আশায় মাতাইয়াছিলে কেন? মুখের আহার আনিয়া দিয়া, আবার কাড়িয়া লইলে কেন? একবার চোখের দেখা দেখাইবার আগেই সে সোনার চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিলে কেন? ছি। ছি! এই কি তোমার ধর্ম্ম?"

লবঙ্গ বলিল,—"কি রহস্য করিতেছেন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কোণের কুলবধূ আনিয়া আপনার হাতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছি. তাহা না মানিয়া এখন আমার ঘাড়ে ঝোঁক চাপাইতেছেন কেন? পাছে কিছু বক্‌সিস্ চাহি ভাবিয়া সুর ফিরাইতেছেন নাকি?"

মাণিকলাল বলিল,—"তুমি যে বক্‌সিস্ চাহ, তাহাই দিব, সত্য করিয়া বল, তাহাকে কোথায় রাখিয়াছ? আমি যে ভাঙ্গা বাড়ীর প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি, কোথাও কেহ নাই, আমার সহিত এরূপ তামাসা করিয়া কি লাভ হইবে?"

তখন বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে লবঙ্গ বলিল,— "সে কি গা! তামাসার কথা কি বলিতেছ? আমি নিজে তাহাকে ঘরের মধ্যে পূরিয়া তোমার নিকট খবর দিয়াছি, তোমার লোকটা সেখানে বসিয়াছিল, তবে সে ছুঁড়ী গেল কোথায়?"

মাণিকলাল বলিল,—"সকলি তুমি জান, তোমাকে হাজার টাকা দিব, দোহাই তোমার, বলিয়া দেও, এখন সে কোথায় আছে।"

তখন লবঙ্গ বুঝিল, সত্যই একটা ভয়ানক বিভ্রাট ঘটিয়াছে, মাণিকলালের সেই লোকটাই এইরূপ ঘটাইয়াছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইল। সে বলিল,—"দোহাই ধর্ম্মের, আমি ইহার কিছুই জানি না। সেই রাত্রিতেই আমি হরিপুরে চলিয়া গিয়াছিলাম। চারিদিন হইল, মনিবদিগের

সহিত আবার কলিকাতায় আসিয়াছি; আমি আর কোন সন্ধান জানি না। জানিবার কোন উপায়ও আমার ছিল না।"

মাণিকলাল বলিল,—"মানিয়া লইলাম, তুমি আর কোন সন্ধান রাখ নাই, এখন কলিকাতায় আসিয়াছ, আমি তোমাকে প্রাণ ভরিয়া টাকা দিব, তুমি তাহার সন্ধান করিয়া দাও, না হয় আমাকেও সন্ধানের উপায় বলিয়া দেও, আমিও চেষ্টা করি।"

লবঙ্গ বলিল,—"প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি সন্ধানের ত্রুটি করিব না, আপনি কি উপায় জানিতে চাহেন, বলুন।"

মাণিকলাল বলিল,—"তাহার নাম, তাহার বাপের নাম, বাসস্থান ইত্যাদি বলিয়া দিলে আমি অনেক সন্ধান করিতে পারি।"

লবঙ্গ বুঝিয়া দেখিল, চোরের উপর বাটপাড়ি হইয়াছে, তাহার অপরাধ যে সহজেই ধরা পড়িবে, সন্দেহ নাই।

জামাইবাবু উত্তরপাড়া গিয়া অবশ্যই জানিয়াছেন, আমি কুমুদিনীকে স্বামীর কাছে লইয়া যাইতেছি বলিয়া ভুলাইয়া আনিয়াছি। জামাইবাবু এখানে আসিয়া আমাকে ধরিতে পারিবে না, তবে যদি আমার নামে আদালতে নালিশ করে, তখন অনেক জবাব বাহির করা যাইবে। বাবুর টাকার সীমা নাই, দিদিবাবুরও ভালবাসার শেষ নাই, সে সামান্য গরীব লোক, কত দিন আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবে? সাক্ষী-প্রমাণই বা কোথায় পাইবে? আবার বাবু তাহাকে হাতে পাইলে গারদে পুরিয়া রাখিবে, তখন তাহাকে আমারই অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। এই মাণিকবাবু লোকটার সহিত এত শীঘ্র দেখা না হইলে ভাল হইত। এ যদি নরেশের সহিত মিশে, তাহা হইলে প্রমাণটা একটু পাকাপাকি হইয়া দাঁড়াইবে—সে ভয় মিথ্যা। কোথায় নরেশ আর কোথায় মাণিকলাল। দুই জনের আলাপ পরিচয়ের কোন সম্ভাবনা নাই; তবে এ আবার কার্ত্তিকের বন্ধু। কার্ত্তিক বড় ধূর্ত্ত। তাহার সহিত নরেশের এখনও পরিচয় নাই, কালে হইতেও পারে, তখন একটা গোল উঠিলেও উঠিতে পারে!

সে অনেক দূরের কথা। আপাততঃ মাণিককে আমি যে ফাঁদে ফেলিয়াছি, তাহাতে চিরকাল আমার গোলাম হইয়া থাকিবে। নরেশের পরম শত্রু জানিয়া নিকাশ করিবার ফিকিরে ফিরিবে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লবঙ্গ বলিল,—"সে যখন হাত-ছাড়া হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহার সম্বন্ধে আর কোন কথাই বলিব না। মাণিকবাবু, যদি আমার টুঁটি কাটিয়া ফেল, তাহা হইলেও কোন সন্ধান আমার মুখ হইতে বাহির হইবে না, সে একটা সামান্য মেয়েমানুষ, গরীব-দুঃখীর মেয়ে, সে হাতছাড়া হইয়াছে বলিয়া এত দুঃখ কেন? আমি তোমাকে এবার সত্য সত্যই সোনার চাঁদ ধরিয়া দিব।"

মাণিকলাল বলিল,—"তুমি গাছে তুলিয়া দিয়া শেষে মই কাড়িয়া লও, তোমাকে কোন মতেই বিশ্বাস নাই, তোমার কথায় আমি আর কখন ভিজিব না।"

লবঙ্গ বলিল,—"আমার কোনই দোষ নাই, আমি ঠিক কাজই করিয়াছিলাম, আপনার লোকেই আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এবার আর কোন গোলের কথা নাই, কেন না, এ পক্ষ আপনার জন্য পাগল।"

মাণিকলাল হাসিয়া বলিল,—"বল কি! দেখা নাই শুনা নাই, কেবল নাম শুনিয়াই পাগল নাকি?"

লবঙ্গ বলিল,—"অনেক ভাবিতে ভাবিতে লোকে পাগল হয়। অনেক বুঝিয়াই সে মজিয়াছে।"

মাণিকলাল বলিল,—"আমিও তোমার কথায় মজিতেছি; এখন একবার দেখা-সাক্ষাতের উপায় কি? কোথায় আসিতে হইবে, কোথায় অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে?"

লবঙ্গ বলিল,—"অত উতলা হবেন না, কোথাও আপনাকে আসিতে হইবে না, কোথাও অপেক্ষা করিতে হইবে না, সকল সুব্যবস্থাই আমি করিব। একবার দেখিলেই আপনি দিশাহারা হবেন, রূপে গুণে, ধনে, মানে এমন আর কোথাও কেহ দেখে নাই।"

মাণিক বলিল,—"তুমি আমাকে এখনি পাগল করিয়া দিলে, কখন্ দেখা পাইব?"

লবঙ্গ বলিল,—"কখন্ দেখা পাইবেন, তাহা কাল বলিব, আপনার সেই স্থান ত?"

মাণিক বলিল,—"হাঁ। দোহাই তোমার, ভুলিও না যেন! বল না কেন, কাল আবার আমি আসি?"

লবঙ্গ বলিল,—"না, আসিতে হইবে না, আসিয়া কাজ নাই, আমি ভুলিব না, নিজে গিয়া আপনার সহিত দেখা করিব।"

মাণিক বলিল,—"তোমার দয়ার সীমা নাই।

এত দয়া যদি করিবে, তবে আপাততঃ একটু দয়া করিয়া সুন্দরীর নামটি বলিয়া দাও।"

লবঙ্গ বলিল,—"এখন কিছু বলিব না, প্রকাশ হইলে সর্ব্বনাশ হইবে।"

মাণিক বলিল,—"আমি কি কাঁচা ছেলে যে, নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিব? যে সুখের আশায় পাগল হইতেছি, তাহাই ছিঁড়িয়া ফেলিব? নামটি আমাকে বলিয়া দাও, মিলনের অর্দ্ধেক আনন্দ নামেই পাইব; আমাকে প্রাণে মারিও না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি না যাও, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নামটি ধ্যান করিতে করিতে আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে দাও। যদি নামটি তোমার বলিতে বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে বেশী বিশ্বাসের কার্য্য তুমি ঘটাইবে না; আবার আমাকে কেন বৃথা লোভে ফেলিয়া কাঁদাইয়া মারিবে, যাহাকে একটি নাম বলিতেও তোমার বিশ্বাস হয় না, তাহার সহিত আর তামাসায় কাজ কি? আমি এখনই যাই।"

লবঙ্গ বলিল,—"দাঁড়ান, দুঃখ করিবেন না, নাম বলিতেছি কিন্তু খুব সাবধান। কার্ত্তিক বাবু কি অন্য কেহ যেন একটি অক্ষরও জানিতে না পারে।"

মাণিকলাল বলিল,—"রাধাকৃষ্ণ!"

তখন লবঙ্গ চারিদিকে সাবধানে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর মাণিকলালের অতি নিকটে আসিল।

বাহির হইতে কার্ত্তিক বাবু ডাকিলেন,—"মাণিক বাবু, এস ভাই!"

লবঙ্গ বেগে অন্য দ্বার দিয়া প্রস্থান করিল। যাহা বলিতেছিল, তাহা আর বলা হইল না। নাম জানিবার কৌতূহল মিটিতে মিটিতে মিটিল না। অগত্যা মাণিকলাল ধীরে ধীরে আসিয়া কার্ত্তিকের সহিত মিলিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাণিকলালকে বাহিরের বৈঠকখানায় বসাইয়া কার্ত্তিক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেখানে এক ঘরে সকলেই উপস্থিত; রত্নেশ্বর বাবু, তাঁহার গৃহিণী, হেমলতা এবং লবঙ্গ সকলকেই এক স্থানে দেখিতে পাইয়া কার্ত্তিক ভাবিলেন, ভালই হইল।

পথে হেমলতার যে দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছিল, তাহারই তখন বর্ণনা চলিতেছে, তদুপলক্ষে কার্ত্তিক যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, হেমলতা ও লবঙ্গ তাহা বার বার ব্যক্ত করিতেছে, পরম স্নেহের ধন হেমলতা যে নির্ব্বিঘ্নে বাটীতে ফিরিয়াছেন, আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে তিনি যে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহার পিতামাতা শত প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে কার্ত্তিকেরও একটু প্রশংসা হইতেছে।

কর্ত্তা বলিলেন,—"কার্ত্তিক এখন অনেকটা ভাল হইয়াছে, স্বভাবচরিত্র যদি ভদ্রলোকের মত হইত, তাহা হইলে সে ভাল লোক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত। না হউক, এখন যে ঠাণ্ডা মূর্ত্তিতে আছে, ইহাই পরম লাভ।"

গৃহিণী বলিলেন,—"কার্ত্তিক চিরদিনই ভাল ছেলে; ছেলে বয়সে বুদ্ধিমান্ ছেলেরা একটু দুরন্ত হইয়াই থাকে, এখন ত কার্ত্তিক সোনার চাঁদ, তাহার কথাবার্ত্তা যেমন ধীর, স্বভাবও তেমনই নরম। সকল কাজেই কার্ত্তিকের পরামর্শ লওয়া আমাদের উচিত। ঘরের ছেলেকে এমন পর করিয়া রাখা আর ভাল নহে।"

হেমলতা বলিলেন,—"দাদার সহিত আর একটি ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহার মত লোক আমি ত আর কোথাও দেখি নাই। রূপে, গুণে, কথায় তিনি যেন একটি দেবতা। বাবা, তাঁহার সহিত তোমার আলাপ হইলে বড় সুখী হইবে।"

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে কার্ত্তিক সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দর্শনমাত্র হেমলতা বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে দাদা আসিয়াছ? তুমি একলা আসিলে যে? তোমার সঙ্গের সে বাবুটিকে কোথায় ফেলিয়া আসিলে?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"তাঁহাকে বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছি, তোমরা সকলেই এক জায়গায় আছ, ভালই হইয়াছে।"

হেমলতা ও লবঙ্গ বাহিরে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কার্ত্তিক আবার বলিলেন,—"হেমলতা কোথায় যাইতেছ? তোমাকে দুই একটি কথা বলিবার দরকার ছিল।"

হেমলতা বলিলেন,—"এখনই আসিতেছি।"

লবঙ্গ ও হেমলতা কক্ষান্তরে গমন করিলেন। সেখানে হেমলতা বলিলেন,—"আসিয়াছেন! দিদি, বাবুটি আসিয়াছেন, গাড়ীতে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল কথা তোমার মনে আছে ত?"

লবঙ্গ বলিল,—"দরকারী কথা কখনও লবঙ্গ ভোলে না।"

হেমলতা বলিলেন,—"এইবার বুঝিব তোমার ক্ষমতা!"

লবঙ্গ বলিল,—"তুই কথায় জালে ফেলিতে পারিব, তাহার আর ভুল নাই। গোবর-গণেশ নরেশের মুখে ছাই।"

মুখে কাপড় দিয়া হেমলতা হাসিতে লাগিল।

লবঙ্গ বলিল,—"শুভকর্ম্মে আর বিলম্বের কাজ নাই—আমি তবে যাই।"

লবঙ্গ প্রস্থান করিল। হেমলতা পুনরায় পূর্ব্ব-কথিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তখন কার্ত্তিক বাবু বলিতেছেন,—"খুড়া মহাশয়, আমি আপনার জুতার যোগ্য লোকও নহি। ধনে, মানে, বুদ্ধিতে আপনি অদ্বিতীয়; আপনার সহিত কোন প্রকারে বাদানুবাদ করিলে লোকে আমাকে পাগল বলিবে। তবে আমি আপনার অধম সন্তান, আপনার হিতাহিতের সহিত আমারও সম্পর্ক আছে, যেখানে যে ভাবে থাকি না কেন, আমি আপনার দাসই আছি; আপনি কৃপা করিয়া অভয় দিলে এ সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিতে পারি।"

গৃহিণীর মুখে কার্ত্তিকের সম্বন্ধে অনুকূল কথা পূর্ব্বে শুনিয়া এবং অধুনা তাঁহার বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রত্নেশ্বর বলিলেন,—"বলিবে বৈ কি? তোমরা এখন উপযুক্ত হইয়াছ, তোমাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করাই আমার উচিত।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই মনে হয়, নরেশের সহিত ভাল ব্যবহার হয় নাই, তিনি জামাতা; পরম রূপবান্, বিদ্বান্ এবং বড় কুলীনের ছেলে, তাঁহাকে আদর না করিলে দোষের কাজ হয়।"

রত্নেশ্বর বলিলেন,—"তাহাকে কোন দিন কেহই অনাদর করে নাই; সে যে আমার কৃপায় সকল সুখভোগ করিবে, অথচ মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বস্ত্রীর সহিত আলাপ-পরিচয় করিবে, ইহা কখন সহ্য করা যায় না।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আপনি বিজ্ঞ। সামান্য দোষ আপনি ক্ষমা না করিলে চলিবে কেন? বুঝিয়া দেখুন, এক স্ত্রী আছে জানিয়াই তাঁহাকে আপনি জামাতা করিয়াছেন। এত কালের মধ্যে দৈবাৎ একবার পূর্ব্ব-স্ত্রীর সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে, ইহাতে গুরুতর রাগের কারণ কিছুই হয় নাই। মধ্যে মধ্যে সেই স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নরেশকে অনুরোধ করাই আপনার মত বিজ্ঞ লোকের উচিত। আপনি রাজ-রাজেশ্বর। চাহি কি, সেই পূর্ব্ব স্ত্রীকে হরিপুরে নিজ বাটীতে না হউক, স্বতন্ত্র এক বাটীতে রাখিয়া নরেশের সহিত সতত তাঁহার দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলে আপনার মহত্ত্বই ঘোষিত হইত।"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া রত্নেশ্বর বলিলেন, "হতভাগা যদি বলিত যে, অন্যায় কাজ করিয়াছে, আর এমন কর্ম্ম কখন করিবে না, তাহা হইলে কোন গোলই হইত না; তাহা না করিয়া সে বেটা অনেক তর্ক করিল এবং বুঝাইল যে, তাহার কাজ বড় অন্যায় হয় নাই। সে যাহাই হউক, সে লুকাইয়া পলাইল কেন?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"সে জামাতা—তাহাকে কয়েদীর ন্যায় আট্কাইয়া রাখিলে চলিবে কেন? বিশেষ হেমলতা তাহার সহিত অনেক অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে।"

পার্শ্ব হইতে হেমলতা ফোঁস করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"আমি কি করিয়াছি? আমার নামে সে কি ঠকামি করিয়াছে।"

কার্ত্তিক বলিতে লাগিলেন,—"তুমি তাঁহাকে অন্নদাস বলিয়াছ, ইতর বলিয়াছ, আরও অনেক অপমানসূচক কথা ব্যবহার করিয়াছ।"

রত্নেশ্বর বলিলেন,—"মন্দ কি বলিয়াছে? সে আপনার অবস্থা ভুলিয়া যদি এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিতে পারে, তাহা হইলে হেমলতা কেন তাহাকে দশ কথা শুনাইয়া অপমান না করিবে?"

কার্ত্তিক ভাবিলেন, কি সর্ব্বনাশ! ঘোরতর অন্যায় করিয়া শাসনের পরিবর্ত্তে পিতার এই উৎসাহ। ইহার ফল অতি ভয়ানক হইবে। আমি কিছুতেই রাগ করিব না, যে কর্ত্তব্যসাধনের জন্য ইচ্ছা করিয়াছি, তাহার চেষ্টা করিতেই হইবে। বলিলেন, —"তবে আর আমাকে নরেশের সন্ধান করিতে বলিতেছেন কেন?"

রত্নেশ্বর বলিলেন,—"তাহার সন্ধান পাইলে বরকন্দাজ দিয়া ধরিয়া আনাইব এবং দাস-দাসী দিয়া ঝাঁটা খাওয়াইব। আমার দুইটা শাসনবাক্য সে অত্যাচার বলিয়া মনে করে, হেমলতার দুইটি উচিত কথা সে অপমান বলিয়া বোধ করে, অত্যাচার অপমান কাহাকে বলে, তাহা তাহাকে শিখাইতে হইবে।"

কার্ত্তিক ভাবিলেন, এ কথার এই স্থানেই উপসংহার হওয়া উচিত। বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়! কলিকাতা সহরে বিপদ্ পদে পদে। হেমলতা যে এই লবঙ্গ মাগীর সহিত গাড়ীতে করিয়া

বেড়াইয়া বেড়ায়, এ কাজটা দেখিতে শুনিতে ভাল নয়।”

রত্নেশ্বর বলিলেন,—“কেন? হেমলতা অতি ধর্ম্মশীলা, বুদ্ধিমতী। আর লবঙ্গ অতিশয় বিশ্বাসী পাকা লোক; উপযুক্ত দরওয়ান সঙ্গে লইয়া যদি হেমলতা যে কয়দিন কলিকাতায় আছে, সে কয়দিন পাঁচ রকম দেখিয়া লয়, তাহাতে দোষ কি?”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“আমি মূর্খলোক, সকল কথা ভাল বুঝিতে পারি না; তবে ইহা আমার বোধ হয় যে, এ কার্য্য ভাল হইতেছে না। শীঘ্রই এ জন্য ভয়ানক নিন্দা উঠিবে!”

রত্নেশ্বর রাগতস্বরে বলিলেন, “নিন্দা! আমার মেয়ের নিন্দা করে, এমন লোক এ দেশে কে আছে?”

কার্ত্তিক বুঝিলেন, তাঁহার পিতৃব্যের আহাম্মুকতা পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে। বলিলেন,—“নিন্দাই যদি না হয়, অন্য অনিষ্টও অনেক হইতে পারে।”

রত্নেশ্বর কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “মা হেমলতা, এবার যখন যেখানে যাইবে, দুই জন দরওয়ান সঙ্গে লইবে; আর আমি কাল প্রাতেই যত দিন এখানে থাকিব, তত দিনের জন্য আড়গড়ার ভাল ঘুড়ী ঠিক করিয়া দিব, তাহার কোচম্যান্ খুব পাকা লোক, সে গাড়ীতে চলা-ফেরা করিলে কোন বিপদ্ হইবে না। যেখানে যাইবে মা, সেখান হইতে একটু শীঘ্র ফিরিও। তুমি যতক্ষণ বাড়ী না থাক, সকলই অন্ধকার বোধ হয়।”

কার্ত্তিক মনে করিলেন, বেশ। সর্ব্বনাশ তো শিয়রে, তথাপি আর একটা কথা বলি। বলিলেন, —“লবঙ্গ বড় ভাল লোক নয়। উহার সহিত হেমলতার যাওয়া আসা ভাল নয়।”

রত্নেশ্বর বলিলেন—“লবঙ্গের মত বিশ্বাসী লোক কে আছে? বিশেষ সে হেমলতাকে বড় ভালবাসে, কোথাও যাইতে আসিতে হইলে সে-ই সঙ্গে থাকা উচিত।”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“আপনি যাহাই বলুন, আমার বিশ্বাস, এই লবঙ্গের জন্য শীঘ্রই আমাদিগকে ঘোরতর বিপদে পড়িতে হইবে।”

রত্নেশ্বর বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, “তুমি বড় ছেলেমানুষ; ভাবিয়াছিলাম, এত দিনে তোমার বুদ্ধি কিছু পাকিয়াছে, কিছু না! তখনও যা—এখনও তাই রহিয়াছে।'

কার্ত্তিক বলিলেন,—“এখন আসি তবে। বাহিরে একটি বন্ধু অনেকক্ষণ একা বসিয়া রহিয়াছেন, কাল আবার আসিব।”

কার্ত্তিক প্রস্থান করিলেন। হেমলতা মনে মনে বলিলেন,—“বেশ হইয়াছে, আমার কাজের উপর যেমন কথা কহিতে আসিয়াছিল, তেমনি সকল কথাতেই গালি খাইয়াছে।”

বাহিরে আসিয়া কার্ত্তিক মাণিকলালকে ডাকিয়া লইলেন, একখানি সেকেণ্ডক্লাশ গাড়ী ভাড়া করিয়া উভয়ে চোরবাগানের বাসায় চলিলেন। মাণিকলাল গাড়ীর মধ্যে বসিয়া লবঙ্গের সমস্ত কথা অকপটে কার্ত্তিককে জানাইল।

কার্ত্তিক বলিলেন,—“এরূপ যে ঘটিবে, তাহা লক্ষণে বুঝিয়াছি। কি করিবে মনে করিতেছ?”

মাণিকলাল বলিল,—“যাহা তুমি বলিবে।”

বাসার দরজায় গাড়ী লাগিল। ভাড়া মিটাইয়া দিয়া তাঁহারা উপরে উঠিলেন। সিঁড়ির উপর কিরণবালা দাঁড়াইয়া ছিল। সে তাড়াতাড়ি কার্ত্তিকের হাত হইতে ছড়ি লইল, বলিল,—“ভগ্নী কলিকাতায় আসায় আজকাল কিছু বেশী বেশী বাহিরে যাওয়া হইতেছে। কিছু খাওয়া-দাওয়া হইয়াছে কি মাণিক বাবু?”

মাণিক বলিল,—“একটা পানও জুটে নাই।”

বারান্দায় একখানা বেঞ্চ পড়িয়া ছিল, তাহাতে বন্ধুদ্বয়কে বসিতে বলিয়া কিরণ এক ঘটী জল ও একখানি তোয়ালিয়া আনিল, তাহার পর কার্ত্তিককে চটীজুতা আনিয়া দিয়া তাঁহার পায়ের জুতা লইয়া গেল। বলিয়া গেল,—“তোমরা মুখ ধুইয়া ভিতরে আইস, আমি জলখাবার আনিতেছি।” মুখে জল দিয়া কার্ত্তিক ও মাণিকলাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দুইখানি প্লেটে লুচি, মোহনভোগ কিরণবালা উভয়ের সম্মুখে ধরিয়া দিল। জলখাওয়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে ভৃত্যকে ডাকিয়া দুই কলিকা তামাকু দিতে বলিল। ভোজন শেষ হইলে সে ছিলিমচী ধরিল এবং হাতে জল ঢালিয়া দিল। তাহার পর তাঁহাদের সম্মুখে পানের ডিবা স্থাপন করিল, তামাকু আসিল।

তখন কার্ত্তিক বলিলেন,—“আজ মেজাজ নানা কারণে বড় খারাপ আছে, সকল কথা তোমাকে জানাইতে হইবে; তোমার পরামর্শ লইয়া কাজ করিতে হইবে, অনেক দিন কোন আবদার করি নাই, আজ যদি একটু ভিক্ষা চাহি, তাহা হইলে বিমুখ হইতে হইবে কি? সুন্দরি, সোনামুখি,

পটলচোখি, চাঁদবদনি, হৃদয়-মণি, একবার দয়া করিয়া বোতল বাহির করিবে কি ?"

মাণিকলাল বলিল,—"কি কথাই বলিয়াছ ? বেঁচে থাক কার্ত্তিক ! তোমার ঐ গুণেই মরিয়া আছি। বিবি-সাহেব, ধর্ম্ম-অবতার, তোমার এক কার্ত্তিক একশ হইবে। একটু হুকুম হোক্ !"

কিরণবালা বলিল, "সোজা কথা বলিলেই হয়, একটু মদ চাই।" সে উঠিয়া গ্লাস-কেশের মধ্য হইতে একটা কর্ক-খোলা "বী-হাইভ" বাহির করিল এবং তুইটি বড় গ্লাসে আন্দাজ তুই আউন্স করিয়া ঢালিল এবং জল মিশাইয়া উভয়ের নিকট দিল।

কার্ত্তিক এক এক ঢোক সুরা উদরস্থ করিতে করিতে কুমুদিনী, হেমলতা, লবঙ্গ এবং নরেশ সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কিরণকে জানাইতে লাগিলেন, যেখানে যেখানে তাঁহার ফাঁক পড়িতে লাগিল, মাণিকলাল সে স্থান গুছাইয়া দিলেন।

সমস্ত কথা শুনিয়া কিরণ বলিল,—"তোমাদের ভাবনার কথা তুই জন, এক কুমুদিনী—আর হেমলতা। তোমরা যতই মন্ত্রণা কর, আমি তুজনেরই পরিণাম কি হইবে, তাহা বলিয়া দিতে পারি।"

কার্ত্তিক কহিলেন,—"বৃহস্পতি মহাশয়ের জয়জয়কার হউক। বুদ্ধির দিয়াসলাই জ্বালাইয়া মনের অন্ধকার ঘুচাইয়া দিতে আজ্ঞা হউক্।"

কিরণ বলিল,—"কুমুদিনী কোথাও যান নাই। কলিকাতাতেই আছেন। তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবার তত আশঙ্কা নাই, বেশী চেষ্টা না করিলেও সহজেই তাঁহার সন্ধান হইবে। মাণিকলাল বাবুর চেষ্টাতেই কার্য্য হইবে। আর হেমলতার গতিক বড় ভাল বুঝিতেছি না। তিনি একেবারে ডুবিবেন। আপাততঃ মাণিকলালবাবু চেষ্টা করিলে কিছু দিন তিনি ভাসিয়া থাকিতে পারেন।"

মাণিক বলিল,—"তোমার এ হেঁয়ালির এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেছি না ভাই ! তুমি সকল বোঁকই আমার ঘাড়ে চাপাইতেছ। সকল কথা বুঝিয়া লইতে হইলে অনেক সময় যাইবে ; আজ আর বসিতে পারি না, এখন যাই। কাল প্রাতে আসিব, যে পথে কাজ করিতে বলিবে, এ গোলাম তাহাই করিবে।"

মাণিকলাল উঠিয়া পড়িলেন।

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আজ বাকাশ্যামের বিশ্রাম কোন্ কুঞ্জে ?"

মাণিক বলিল,—"হরিমতিই ভরসা। বিধাতা আজিকালি সেখানেই ভাত-জল মাপাইয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় তাহাও আর চলে না।"

কিরণ জিজ্ঞাসিল,—"কেন ? সে বাজারে শতমুখী সস্তা নাকি ?"

মাণিক বলিল,—"শতমুখীতে আপত্তি নাই, কিন্তু কিছুই আর ভাল লাগে না।"

কার্ত্তিক বলিলেন, "বৈরাগ্য মহাপুরুষেরই হয়।"

মাণিক প্রস্থান করিল !

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সিমলা ষ্ট্রীটে একটি নাতিবৃহৎ ভবনে প্রসিদ্ধ ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বসু, এম, বি, মহাশয়ের বাসস্থান। নরেশ বাবু চারি দিন কলিকাতায় আসিয়াছেন, সুরেশ বাবুর আলয়ে তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছে। অর্থাগমের কোন উপায় তাঁহার নাই ; এত দিন অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা তাঁহাকে করিতে হয় নাই। ইচ্ছা থাকিলেও তিনি তাহা করিতে পারিতেন না, এখন অর্থের ভয়ানক আবশ্যকতা হইয়াছে, কিন্তু সম্প্রতি তিনি মানসিক ক্লেশে এতই কাতর যে, কোনরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহার সাধ্য বা প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং সম্প্রতি পরম সুহৃদ্ সুরেশের আলয়ে অবস্থান ব্যতীত তাঁহার গত্যন্তর নাই। সুরেশ সুহৃৎকে পরমযত্নে রাখিয়াছেন এবং একটি নির্দ্ধারিত কক্ষ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাঁহারই কার্য্যের জন্য একটি ভৃত্য নিয়োজিত হইয়াছে।

প্রাতঃকাল, বেলা সাড়ে সাতটা হইবে। নরেশ অতিশয় উৎকণ্ঠিতভাবে একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন, নিকটে কোন লোক নাই। ভাবভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয়, সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হয় নাই। চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, দেহের বর্ণ পাণ্ডু, বদনের ভাব চিন্তাক্লিষ্ট। তাঁহাকে যাঁহারা পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, এখন দেখিলে তাঁহারা মনে করিবেন যে, নিশ্চয়ই তিনি কোন রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন ; বাস্তবিক তাঁহার ব্যাধি তুশ্চিকিৎস্য ও অপ্রতিবিধেয়। এ সংসারে চিন্তার অপেক্ষা ক্ষয়কারী রোগ আর কি আছে ? গুরুতর চিন্তাজ্বরে যুবা বৃদ্ধ হইয়াছে, ভ্রষ্টবুদ্ধি ও উন্মাদ হইয়াছে, কখন বা অকালে কালকবলে প্রবেশ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। নরেশের অদৃষ্টাকাশে যে সকল তুর্দ্দৈব-ধূমকেতুর আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার বিবরণ আমরা

জানি, সুতরাং তাঁহার বিপদের পরিমাণ আমরা অনুভব করিতে পারি।

শ্বশুরালয় হইতে পলায়ন করিয়া পিতামাতার চরণে প্রণাম করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমেই নরেশ বাটী গিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার দুর্দ্দান্ত শ্বশুর তাঁহার সন্ধানে লোক পাঠাইবেন, দেখিতে পাইলে তাঁহাকে নরহত্যাকারী অপরাধীর ন্যায় ধরিয়া লইয়া যাইবেন এবং অপমান ও লাঞ্ছনার সীমা রাখিবেন না। ইহাও তিনি জানিতেন, তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও তাঁহার পিতা-মাতার উপর অশেষ নির্য্যাতন হইবে, তজ্জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে চুঁচুড়ায় এক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী কুটুম্বের বাটীতে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্বয়ং উত্তরপাড়ায় আসিলেন। সেখানে আসিয়া তিনি দীনা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল।

কুমুদিনীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে নরেশের কখনই পরিচয় হয় নাই। কুমুদিনীর রূপেও কোন মাদকতা শক্তি ছিল না, তথাপি নরেশ জানিতেন, কুমুদিনীর ন্যায় নারী এ জগতে বড়ই দুর্লভ। ঘটনার দাস হইয়া তাঁহাকে ধনশালিনী স্ত্রীর একটা আসবাব—তাঁহার টিয়াপাখী, ময়না, কেনারী ও কুকুরের ভাবে থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহা তাঁহার মনে ছিল যে, যদি কখন ঈশ্বর তাঁহাকে দিন দেন, তাহা হইলে এরূপে স্ত্রীর একটা জিনিস হইয়া তিনি কখনই থাকিবেন না। তাহা হইলে যে নারী তাঁহার নাম শুনিলে পুলকিত হয়, নিরন্তর তাঁহাকে ধ্যান করে, অন্তরে ও বাহিরে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ দেবতা-জ্ঞানে পূজা করে, তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে অনবরত তাঁহার চরণাশ্রিতা দাসী-জ্ঞানে কালাতিপাত করে, তাঁহার সেই দুঃখিনী সহধর্ম্মিণী কুমুদিনীকে জীবনের সঙ্গিনী করিয়া পরম সুখের অধিকারী হইবেন। সেই কুমুদিনীর এই বিপদবার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার হৃদয় নিষ্পেষিত হইল। বুঝিলেন, লবঙ্গ তাঁহাকে খুন করিতে পারে অথবা বলে ও কৌশলে অধর্ম্মের পথে ফেলিয়া মরণের অপেক্ষাও দুর্দ্দশা ঘটাইতে পারে। বৃদ্ধা শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে তিনি সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন না; প্রবোধের দুই একটা বাক্য বলিয়া তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নরেশ বুঝিলেন, এই জন্যই হেমলতা বলিয়াছিলেন, কুমুদিনী কলিকাতায় বেশ্যা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। ঘটনা শুনিয়া বুঝা যাইতেছে, লবঙ্গ তাঁহাকে কলিকাতার দিকেই লইয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশাল সমুদ্রবিশেষ, সেখানে কেবল নামমাত্র উপলক্ষ করিয়া একটা স্ত্রীলোকের অনুসন্ধান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। লবঙ্গ সকলই জানে, কেবল সেই সকল কথা বলিতে পারে।

তাহাকে উৎপীড়ন করিলে এবং বিপদে ফেলিলে কথা বাহির করা না যায়, এমন নহে। হেমলতার পিতার বাটীতে সেখানে যাইলে কুমুদিনীর উদ্ধার দূরে থাকুক, নরেশকে ঘোরতর বিপদে পড়িতে হইবে। তবে কি সন্ধানের আর উপায় নাই?

নরেশ সংকল্প করিলেন, যেমন করিয়া হউক, কুমুদিনীর সন্ধান করিবই করিব। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি প্রত্যেক বাটীর টেক্স আদায় করে, আমিও নিয়ম করিয়া সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক বাটীতে অন্বেষণ করিব, রাত্রি ১০টার পর সুরেশের বাসায় গিয়া মুখে জল দিব, এইরূপে যতদিনে হউক, নিশ্চয়ই সন্ধান হইবে। প্রথমে ঘাটে ঘাটে প্রত্যেক নৌকার মাঝিদিগের নিকট সন্ধান করিব। পিশাচী লবঙ্গ নৌকাযোগেই তাহাকে লইয়া গিয়াছে। এ সন্ধানে যদি অকৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে শেষে লবঙ্গকে ধরিব। সকল ঘটনা যথাযথ সাজাইয়া লবঙ্গকে আদালতে হাজির করিব কি না, তাহার ভাবনা পরে ভাবিব।

নরেশ বাবু প্রথমে নৌকার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, অনন্যকর্ম্মা হইয়া ঘাটে ঘাটে তিনি ফিরিতে লাগিলেন; বড়দিনের পর মধ্যে এক দিন বাদে সন্ধ্যার একটু পরে কুমুদিনীকে লইয়া লবঙ্গ নৌকাযোগে কলিকাতা আসিয়াছিল। ১৩ই পৌষ যে কুমুদিনী চলিয়া আসিয়াছিল, ইহা তাঁহার জননীর বাক্যে নরেশচন্দ্র সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ১৩ই পৌষ কোন্ নৌকা দুইটি স্ত্রীলোককে লইয়া কলিকাতা আসিয়াছিল, ইহাই তিনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। চীৎপুরের ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া বাবুঘাট পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলেন,—কোন মাঝি স্বীকার করিল না। কিন্তু হাটখোলার ঘাটের এক নৌকাওয়ালা সন্ধান দিল, জগন্নাথের ঘাটে রাত্রি প্রায় ৯টার সময় উত্তরদিক্ হইতে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিয়াছিল। সেই নৌকা হইতে দুইটি স্ত্রীলোক নামিয়াছিলেন, ইহা সে দেখিয়াছিল, সঙ্গে জিনিসপত্র কিছু ছিল না। একটি স্ত্রীলোক মোটা কাপড় মুড়ি দিয়া অপর

স্ত্রীলোকের হাত ধরিয়া নামিয়াছিল। উপরে একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী ও একজন লোক দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কতদিনের পর এক দিন বাদ দিয়া যে তাহারা আসিয়াছিল, ইহাও মাঝি ঠিক বলিতে পারিল। ১৩ই পৌষ মনে থাকিবার তাহার অনেক কারণ ছিল, কিন্তু ইহার বেশী এক বর্ণও সে বলিতে পারিল না। যে নৌকা তাহাদিগকে লইয়া আসিয়াছিল, তাহার মাঝিরা অপরিচিত। এ ব্যক্তি অনুমান করে, নৌকাখানা হুগলি বা ফরাসডাঙ্গার হইতে পারে, সোয়ারী নামাইয়া দিয়া নৌকা পুলের দিকে গিয়াছিল, ইহাও সে দেখিয়াছে। সে কথাগুলি এবং মাঝির নাম ও ঠিকানা নরেশ বাবু সযত্নে লিখিয়া রাখিলেন।

নৌকার সন্ধান শেষ হইবার সময়ে রত্নেশ্বর বাবুর এক দ্বারবানের সহিত নরেশ বাবুর সাক্ষাৎ হইল। তাহার মুখে তিনি জানিতে পারিলেন যে, রত্নেশ্বর বাবু সেই দিন সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং লবঙ্গ সঙ্গে আছে। দ্বারবান্ জামাই বাবুকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিল,. নরেশচন্দ্র অনেক কাজের ওজরে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। বলা বাহুল্য, বাসায় ফিরিয়া দ্বারবান্ জামাই বাবুর সংবাদ প্রচার করিল।

রত্নেশ্বর বাবু যেরূপ ধনবান্ ও দুর্দ্ধর্ষ লোক হউন না কেন, কলিকাতায় যে তিনি বিশেষ অত্যাচার করিতে পারিবেন না, ইহা নরেশ বাবু ঠিক বুঝিলেন। সুতরাং তাঁহার ভয়ে পলাইবার বা লুকাইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে একটু সাবধানে চলা-ফেরা করিতে হইবে। তিনি বিবেচনা করিলেন, লবঙ্গ কলিকাতায় আসায় ভাল হইয়াছে, যখন প্রয়োজন হইবে, তখনই তাহাকে পাওয়া যাইবে—কলিকাতায় থাকিলে সে হাতের মধ্যে থাকিল।

গত কল্য হইতে নরেশ বাবু নৌকার অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে তিন চারিবার বাটীর বাহির হইয়াছিলেন; কিন্তু অবিলম্বে ফিরিয়াছিলেন; অন্য দিনের ন্যায় এককালে অন্তর্দ্ধান হন নাই, সমস্ত দিন কোনরূপ আহারাদি করেন নাই, পরমমিত্র সুরেশ বাবুর সহিত দেখা করেন নাই, প্রায় অনেক সময় দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাল কাটাইয়াছেন।

প্রাতে নরেশ বাবু যখন নিতান্ত বিমর্ষভাবে চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন, তখন কার্ত্তিক বাবু তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এ কি? আপনাকে আজ বড় কাতর দেখিতেছি কেন?"

নরেশ বলিলেন,—"শরীর ভাল নাই।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"পরশু রাত্রে আপনার সহিত আমার প্রথম আলাপ হইয়াছে। তখনও আপনাকে অতিশয় চিন্তিত এবং অন্যমনস্ক দেখিয়াছি, আজ কিন্তু গুরুতর ভাবান্তর দেখিতেছি, ইহার মধ্যে অবশ্যই বিশেষ কোন কারণ ঘটিয়াছে। আপনি আমাকে বিশ্বাস করিয়া সকল কথা বলিলে বোধ হয় ভাল হইত।"

নরেশ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—'ভাবনা-চিন্তার শেষ হইয়াছে। আর কি বলিব!"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আপনার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও আমি এত দিন আপনার অপরিচিত ছিলাম, এ জন্য আমাকে আপনার বিশ্বাস না হইতে পারে, আর আমার খুড়া মহাশয় এবং ভগ্নী আপনার সহিত নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, আমাকে সেই পক্ষের লোক জানিয়া সহজেই আপনার অবিশ্বাস হইতে পারে; কিন্তু আমি সত্য বলিতেছি, তাঁহাদের সহিত আমার মনের মিল নাই, তাহা থাকিলে বাল্যকাল হইতেই বাড়ী ছাড়িতাম না, আপনার সহিত আলাপ করিয়া, আপনার কাতর ভাব দেখিয়া এবং আপনার অন্তরে অতিশয় ক্লেশ আছে বুঝিয়া, আপনার প্রতি আমার অত্যন্ত সহানুভূতি হইয়াছে। আমি সামান্য লোক হইলেও চেষ্টা করিয়া নিশ্চয় আপনার কিছু না কিছু উপকার করিতে পারি, আমাকে বিশ্বাস করুন।"

নরেশ হতাশভাবে বলিলেন,—"কি আর বিশ্বাস করিব! আপনার ভগ্নীর সহিত আমার মনান্তরের সংবাদ আপনার অবিদিত নাই। নূতন করিয়া সে কথা আর কি বলিব, তাঁহার সহিত সদ্ভাবের আর কোন আশা নাই, তাঁহার সংবাদ জানিতেও আকাঙ্ক্ষা নাই।"

কার্ত্তিক—"আমার ভগ্নীর সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা পরে স্থির করা যাইবে। কিছু করিতে পারিব বলিয়াই আমি এ বিষয়ে মাথা দিয়াছি, কিন্তু সে কথা এখন থাক্। আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমার ভগ্নী-ঘটিত মনান্তরের জন্য আপনি এত কাতর নহেন; নিশ্চয়ই ভিতরে আরও কোন কথা আছে।"

নরেশ বলিলেন,—"আর কি কথা। যদিই

আর কোন কথা থাকে, তাহার সহিত আপনাদের কোন সম্বন্ধ নাই।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"কেন সম্বন্ধ নাই? আপনার প্রথমা স্ত্রীকে ভগ্নী বলিয়া আমি জ্ঞান করিতে বাধ্য, তাঁহার হিতাহিতের সহিত অবশ্য আমার সম্বন্ধ আছে।" নরেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাগ্রহে বলিলেন,—"তাঁহার কথা আপনি কি করিয়া জানিলেন, কি জানেন বলুন?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—আমি জানি, লবঙ্গ তাঁহাকে স্বামীর কাছে লইয়া যাইতেছে বলিয়া কলিকাতায় আনে। এখানে পেঁচো অথবা পাঁচকড়ি দত্ত নামে একটা সামান্য লোকের সহায়তায় লবঙ্গ আপনার স্ত্রীকে মাথাঘষা গলির মধ্যে একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে রাখে। রাত্রি ১০টার পর লবঙ্গ হরিপুরে চলিয়া যায়, পরদিন প্রাতে আপনার স্ত্রী অথবা পেঁচো কাহাকেও, সে বাটীতে পাওয়া যায় নাই, এ পর্য্যন্ত কাহারও সন্ধান নাই। পেঁচোর সন্ধান হইলেই অন্য সন্ধান হইবে ভাবিয়া আমি তাহার পিছনে লোক লাগাইয়াছি; বোধ হয়, সত্বরেই পেঁচো ধরা পড়িবে।"

নরেশ হতাশভাবে পুনরায় চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"দেখিতেছি, যেরূপেই হো'ক, আপনি অনেক সংবাদ জানিতে পারিয়াছেন। আপনি মহাশয় ব্যক্তি, এ সম্বন্ধে আর অনর্থক কষ্ট স্বীকার করিবেন না; সকল সন্ধানের শেষ হইয়াছে, কল্য আমার সে স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে।"

কার্ত্তিক চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"কে বলিল? কিরূপে জানিলেন, কোথায় মৃত্যু হইল, কিসে মৃত্যু হইল?"

নরেশ বিছানার নিম্নদেশ হইতে একখানি খবরের কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, "এই কাগজে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। জোড়াবাগান থানার এলাকায় পুলিস পথের উপর রক্ত-মাখা মরণাপন্ন এক নারীর দেহ পতিত দেখে এবং তখনি তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার মরণকালীন উক্তি লিখিয়া লইতে আইসেন; অতি কষ্টে রমণী বলিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার নাম কুমুদিনী—তিনি ব্রাহ্মণকন্যা; এই অভাগিনী আমার স্ত্রী ভিন্ন আর কেহই নহে। হা ভগবান্!"

নরেশ হাতের কাগজ ফেলিয়া দিলেন এবং অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। কার্ত্তিক পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "বুঝিতেছি, আপনার স্ত্রীর নাম কুমুদিনী। কিন্তু কুমুদিনী একটা সাধারণ নাম, এই নামের মিল দেখিয়াই তিনিই যে আপনার স্ত্রী, এরূপ মীমাংসা করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।"

নরেশ বলিলেন,—"যে অভাগিনীর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, সে ভিন্ন এ আর কে হইবে? কেবল নামের মিল ছাড়া আরও কথা আছে; জাতিও মিলিয়াছে। কাগজে লিখিতেছে, মৃতা নারীর চেহারা ভাল এবং যুবতী। এই সকল কথা ধরিয়া এবং আমার স্ত্রীর উপর প্রবল লোকের যেরূপ হিংসা-বিদ্বেষ আছে, তাহা স্মরণ করিয়া, মৃতা যে আমার স্ত্রী, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"বুঝিতেছি, আপনার মনে এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নাই। আপনি এখন অতিশয় কাতর হইয়াছেন। এ সময়, অধিক কথা কহিয়া আপনাকে বিরক্ত করা অনুচিত। আরও দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল, এখন থাক, সময়ান্তরে হইবে।"

নরেশ বলিলেন,—"আমি অতিশয় কাতর হইয়াছি সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া আপনার কথার উত্তর দিতে পারিব না, এমন নহে; আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন, করুন।"

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসিলেন,—"ডাক্তারের রিপোর্ট শুনিয়াছেন?"

নরেশ বলিলেন,—"হাঁ। স্বয়ং তাহা পড়িয়া আসিয়াছি। ডাক্তার বলিয়াছেন, তীক্ষ্ণ ছুরির আঘাতে যুবতীর মৃত্যু হইয়াছে। পশ্চাদ্দিক্ হইতে ছুরি মারিয়াছে; একটা ভিন্ন আঘাতের চিহ্ন নাই, সেই আঘাতেই রক্তক্ষয় হইয়া এই নারীর মৃত্যু ঘটিয়াছে।"

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পুলিস কি বলিতেছে?"

নরেশ বলিলেন,—"পুলিসেও আমি বার বার গিয়াছি এবং ইন্স্পেক্টারের সহিতও দেখা করিয়াছি। তাহারা বলে, এ নারীকে কেহই সনাক্ত করে নাই, অনেক বেশ্যা একত্র করা হইয়াছিল, তাহারাও চিনিতে পারে নাই, এ জন্য বোধ হয়, এই স্ত্রীলোক অন্য স্থান হইতে আসিয়াছিল; বেওয়ারিস লাসরূপে তাহার দাহ হইয়াছে।"

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসিলেন,—"পুলিস হত্যাকারীর কোন সন্ধান করিতেছে?"

নরেশ বলিলেন,—"চেষ্টা যথেষ্ট করিতেছে, ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে কিছু কিছু কথা বলিতে হইয়াছে। লবঙ্গের সহিত আমার স্ত্রীর আগমন, পরে আমার স্ত্রীর নিরুদ্দেশ ইত্যাদি কথা তাহারা লিখিয়া লইয়াছে; আমার স্ত্রীর নাম, বয়স ইত্যাদি অনেক সংবাদ তাহারা জানিতে পারিয়াছে।"

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসিলেন,—"মৃতা স্ত্রীর কাপড় অলঙ্কারাদি কি হইল?"

নরেশ বলিলেন,—"কোন মূল্যবান্ অলঙ্কার গায়ে ছিল না। হাতে শাঁখা ও লোহা ছিল, একটা রিঙে দুইটা চাবি ছিল; পরিধান বস্ত্র ও এই সামগ্রী পুলিস সযত্নে রক্ষা করিয়াছে।"

কার্ত্তিক বলিলেন—"কথা সকলি শুনিলাম, কিন্তু কি জানি কেমন মনে হইতেছে, যিনি মারা গিয়াছেন, তিনি আপনার স্ত্রী নহেন। হত্যাকারী স্থির করিতে পারুক না পারুক, অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে পুলিস জানিতে পারিবে যে, মৃতা স্ত্রীলোক ও আপনার স্ত্রী একই ব্যক্তি কি না। আমার মনে হয়, এ খুনের সহিত আপনার স্ত্রীর নিরুদ্দেশের কোন সম্পর্ক নাই, আমি বিধিমত যত্নে এই তদন্তে ফিরিব, আমার যে বন্ধু অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাকে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগাইব, পুলিসেও আমি যাইব; সে কেবল এই খুনের তাহারা কোন কিনারা করিতে পারিতেছে কি না, ইহাই জানিবার জন্য। এক্ষণে বিদায় হই, আপনি হতাশ হইবেন না, অতি ত্বরায় আমি শুভসংবাদ আনিতে পারিব।"

নরেশ বলিলেন—"আপনি অতি উদার লোক। আপনার সহিত পূর্ব্বে পরিচয় থাকিলে এবং আপনি আত্মীয়গণের সহিত সংস্রব রাখিলে বোধ হয় আমার এত নিগ্রহ হইত না। সে যাহা হউক, কেবল পরোপকারের নিমিত্ত আপনি অনেক আয়াস স্বীকার করিতেছেন; সে জন্য আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। কিন্তু আমার অনুরোধ, এ বিষয়ে আপনি বা আপনার বন্ধু অকারণ আর যেন ক্লেশ না করেন।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"সে কথার বিচার এখন থাকুক, আপনি একাকী সারাদিন এই ঘরে বসিয়া বৃথা চিন্তা করিয়া শরীর নষ্ট করিবেন না। এখান হইতে বাহির হইয়া একটু এদিক্ ওদিক্ ঘুরিলে-ফিরিলে ভাল হয়।"

নরেশ বলিলেন,—"আপনি আমার বড় হিতৈষী বন্ধু, পারি যদি আপনার বাসায় বেড়াইতে যাইব; চোরবাগানে বাসা শুনিয়াছি।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"ঠিক শুনিয়াছেন, কিন্তু আপনারা সভ্য-ভব্য শিক্ষিত লোক, আর আমি অসভ্য অভব্য মূর্খ জীব, আমার মত লোকের যাহা হওয়া উচিত, আমি তাহাই হইয়াছি। কখন বিবাহ করিয়া ভদ্রলোকের মেয়ে কাঁদাইয়া মারি নাই, সময় অসময়ে একটু আধটু মদও মুখে দিই, একটা স্ত্রীলোক লইয়া বাস করি, লোকের বিচারে বেশ্যা, কিন্তু আমি জানি, আমার জন্ম-জন্মান্তরের বহু তপস্যা ছিল বলিয়া, তাহার সহিত আমার মিলন হইয়াছে। এরূপ স্থলে আমার বাসায় যাইলে আপনার জাতি যাইতে পারে, যদি তাহা হয়, তাহা হইলে সেখানে কখন যাইবেন না; আমি বার বার মহাশয়ের নিকট আসিব, তাহা ছাড়া দরকার পড়িলে আপনি নিঃসঙ্কোচে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন।"

কার্ত্তিক প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বেলা ১টা। চোরবাগানে কার্ত্তিক বাবুর বাসায় মাণিকলাল আসিয়া জুটিয়াছেন। স্থির হইয়াছে, অদ্য বেলা ৩টার ট্রেণে তিনি কোন্নগর যাইবেন। কোন্নগরে পেঁচোর বাস। কিরণ পরামর্শ দিয়াছে যে, লবঙ্গ মাথাঘষা গলিতে কুমুদিনীর আগমনের পর আর কোন কথাই জানে না, তখন তাহাকে লইয়া টানাটানি করিলে কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে, এরূপ বোধ হয় না। পেঁচো শেষ পর্য্যন্ত সেখানে ছিল, তাহার হাতে কুমুদিনীকে সমর্পণ করিয়া লবঙ্গ চলিয়া গিয়াছিল, অতএব কুমুদিনীর কি হইল, সে সংবাদ পেঁচোর জানাই সম্ভব। তাহাকে যখন কলিকাতায় পাওয়া যাইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই সে বাটীতে আছে, তাহা হইলে তাহার বাটীর লোকেরা নিশ্চয়ই বলিতে পারিবে, সে এখন কোথায় আছে।

প্রাতে যখন কার্ত্তিক বাসায় ছিলেন না, তখন কিরণের সহিত মাণিকলালের এই সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কার্ত্তিক ১০টার সময় বাসায় ফিরিয়া স্নান আহার করিয়াছেন এবং শুনিয়াছেন যে, মাণিকলাল দুপুর বেলা আসিবেন। এক্ষণে মাণিকলাল আসিলে কার্ত্তিক বলিলেন,—ঘটনা

ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে, এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, স্থির কর।"

কার্ত্তিক একে একে কুমুদিনীর মৃত্যুঘটিত সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন। সমস্ত শ্রবণ করার পর কিরণ বলিল,—"যে মারা গিয়াছে, সে কুমুদিনী অন্য লোক, তোমরা এখনি গাড়ী করিয়া পুলিসে যাও, সেখানে কত দূর কি হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিবে। পুলিস হয় ত এতক্ষণে বুঝিয়াছে, মৃতা কুমুদিনী আর এক জন, তথাপি তাহারা লবঙ্গকে ধরিয়া টানাটানি করিতে ছাড়িবে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু লবঙ্গের দ্বারা এ খুনী মামলার কোন কিনারা হইবে না।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"তাহা ঠিক। লবঙ্গকে লইয়া পুলিস কিন্তু ভয়ানাক ছেঁড়াছিঁড়ি করিবে। বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ফুস্‌লাইয়া আনা অপরাধে লবঙ্গকে মামলায় পড়িতে হইবে। এ মামলায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে মহাশয়কে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"এ কথা আমারও বারবার মনে হইতেছে। বিশেষ, কুমুদিনী মারা গিয়াছেন শুনিয়া আমারও হৃৎকম্প হইতেছে। মৃতা কুমুদিনী যে নরেশ বাবুর স্ত্রী নহেন, এরূপ বিবেচনা করিবার আপাততঃ কোন কারণ নাই। বরং সমস্ত অবস্থা বিচার করিলে মৃতাকেই নরেশ বাবুর পত্নী বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহাকে যে ষড়যন্ত্রে লবঙ্গ আনিয়াছিল, আমিও সম্পূর্ণ না হই, কতকটা সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মোকদ্দমায় যাহা হয় হইবে, কিন্তু আপাততঃ আমার প্রাণে বড়ই কষ্ট হইতেছে।"

কিরণ বলিল,—"ভাবিতে উচিত ছিল, প্রতিজ্ঞা যখন। মেয়েমানুষের নাম শুনিলেই লাফাইয়া উঠা বড় পাপ। যে ধর্ম্মজ্ঞান এখন হইতেছে, তাহার সিকিও যদি তখন হইত, তাহা হইলে কোন কষ্টই পাইতে হইত না।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"বল—যত পার—বল। কিন্তু মা গঙ্গা জানেন, পূরাপুরি দোষ আমার নহে।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"এক্ষণে সে বিচার অনাবশ্যক। মোকদ্দমায় তোমার কিছুই হইবে না, ইহা স্থির। নরেশ বাবুর অথবা তাঁহার শাশুড়ীকে বোধ হয় এ মোকদ্দমা চালাইতে হইবে, কুমুদিনীকে না পাইলে মোকদ্দমার কোনই সুবিধা হইবে না। তাঁহাকে পুলিসের চেষ্টায় পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার মনে হইতেছে না। যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তোমার আমার চেষ্টাতেই পাওয়া যাইবে। পাওয়া যাউক বা না যাউক, এ সম্বন্ধে কোন লোক মোকদ্দমা চালাইবে না, ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারি।"

মাণিক বলিলেন,—"মোকদ্দমায় যাহা হয় হইবে, আপাততঃ কালবিলম্ব না করিয়া সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।"

কিরণ বলিল,—"এত দিন গিয়াছে, আজিকার দিনটাও যাউক, কালি হইতে তোমরা দুই জনে সন্ধান আরম্ভ করিও।"

কার্ত্তিককে চিন্তামগ্ন দেখিয়া মাণিকলাল বলিলেন,—"কি ভাবিতেছ ভাই! তোমার মুখে কথা বন্ধ হইলে বড় ভয় হয়।"

কার্ত্তিক কহিলেন,—"বড় বিষম ভাবনা ভাবিতেছি, এই মোকদ্দমা উপলক্ষে বড়ই নিন্দার কথা হইবে। আমার ভগ্নী, খুড়া, সকলেরই ভয়ানক দুর্নাম রটিবে। পারিবারিক কলঙ্কের সম্ভাবনা মনে করিয়া আমার ভাবনা হইতেছে।"

কিরণ বলিল,—"তাহার অপেক্ষাও গুরুতর কথা রহিয়াছে। যে কলঙ্কের অপেক্ষা গুরুতর কিছুই নাই, তোমার ভগ্নীর নামে শীঘ্রই যে সেই কলঙ্ক ঘটিবে, তাহার কি ভাবিতেছ? লবঙ্গ মাণিক বাবুর কাছে যে প্রস্তাব করিয়াছে, সেটা কাহার কথা বলিয়া মনে হয়?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"ভাবিলেও লজ্জায় মাথা কাটা যায়, নিশ্চয় তাহা হেমলতার কথা।"

কিরণ বলিল—"আমি এইজন্য কল্য রাত্রে বলিয়াছিলাম যে, নরেশ বাবুর দুই স্ত্রীই তোমাদের এখন ভাবনার বিষয়। প্রথম স্ত্রীর সম্বন্ধে যতই গোল বাধুক আর তোমরা যতই ভাব, আমি বিশেষ ভয়ানক ব্যাপার দেখিতেছি না। আমি জানি, তিনি পরমা সতী, যে নারী সতীত্বের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছে, এ জগতে কেহই তাহার সর্ব্বনাশ করিতে পারে না। আর বিপদের কথা বলিতেছ, আমার বিশ্বাস, তাঁহার কোন বিপদ হয় নাই। তিনি আমাদিগের নিকটেই নির্ব্বিঘ্নে আছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। মাণিক বাবু একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহার সন্ধান পাইবেন, পেঁচোকে ধরিলেই সব ঠিক হইবে। তাহাকে ধরা বিশেষ কঠিন নহে। সে কখনই দেশ ছাড়িয়া পলায় নাই। এখানে কোথায় লুকাইয়া আছে। তাহার পর দ্বিতীয় কথা হেমলতা। সে কাজে না হউক,

মনে পাপী হইয়াছে। মাণিক বাবুর উপর তাহার এখন ভয়ানক ঝোঁক পড়িয়াছে। যত দিন মাণিক বাবু সাবধান থাকিয়া মুখে তাহাকে মাতাইয়া রাখিতে পারিবেন, তত দিন সে এই ঝোঁকেই মজিয়া থাকিবে। কিন্তু যদি ইহাতে সে বাধা পায় বা হতাশ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় সে অন্য পথ খুঁজিবে। পাপের পথে পা বাড়াইলে ক্রমেই তড় তড় করিয়া নামিতে হইবে। অতএব মাণিক বাবু! তাহাকে এখন ডুবিতে না দিয়া ভাসাইয়া রাখা তোমারই কাজ। অধিকক্ষণ ভাসিতে পাইলে, বাঁচিবার অনেক উপায় হইতে পারে, ডুবিলেই মৃত্যু, কিন্তু আমি ত ভ্রষ্টা, এত তত্ত্বকথা আমার মুখে শোভা পায় না।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"তোমার দুই অনুমানই সত্য। তোমার পরামর্শমতেই আমরা কার্য্য করিব। মাণিকলাল ভাই, বড় লজ্জার কথা। তথাপি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, আমার ভগ্নীকে তুমি প্রশ্রয় দিতে ক্ষান্ত হইও না। সম্প্রতি আমার অগোচরে তুমি কুমুদিনী-ঘটিত ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইয়াছ সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও আমি বিশ্বাস করি, তোমার দ্বারা আমার ভগ্নীর কোন অনিষ্ট হইবে না। তুমি টানিয়া রাখিলে সে কুপথে মজিতে পারিবে না। কুমুদিনীর বিষয়েও কিরু যাহা বলিতেছে, তাহা সম্ভব। হয় ত কুমুদিনী নানারূপ বিপদের আশঙ্কায় বাধ্য হইয়া এখানে লুকাইয়া আছেন; আমরা কেবল পরামর্শ করিয়াই সময় কাটাইতেছি। আজ যাহা হয় হউক, কাল এই সন্ধান ছাড়া আর কোন কর্ম্মই নহে। এখন বেহারাকে থানায় যাইবার নিমিত্ত গাড়ী আনাইতে পাঠাইব।"

বেহারাকে ডাকিয়া গাড়ী আনিতে পাঠান হইল। বেহারা ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, এমন সময় একটি অপরিচিত ভদ্রবেশধারী পুরুষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই বাটীতে কার্ত্তিক বাবু নামে একটি ভদ্রলোক থাকেন কি?"

প্রশ্ন কার্ত্তিক বাবুর কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া বলিলেন,—"কোন ভদ্রলোক এখানে থাকেন না। এই অধম অভদ্র-চূড়ামণির বাসস্থান। আপনি দাঁড়ান, আমি এই নীচে যাইতেছি।"

আগন্তুক নরেশ বাবু বলিলেন,—"আপনার কষ্ট করিয়া আসিতে হইবে না, যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমিই ভিতরে যাইতেছি।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"সে সৌভাগ্যের আশা আমি সহসা করিতে পারি না বলিয়া বাহিরে যাইতেছিলাম; কৃপা করিয়া আসুন তবে।"

কিরণ মাথায় কাপড় দিয়া অবনত-মস্তকে একটু দূরে বসিয়া রহিল। নরেশ বাবু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহার মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ চিন্তাকালিমায় সমাচ্ছন্ন ও কাতর।

কার্ত্তিক তাঁহাকে সমাদরে বসাইয়া বলিলেন,—"এই ভদ্রলোক বাবু মাণিকলাল দে। লবঙ্গ ইঁহারই নিকট আসিবে বলিয়া কুমুদিনীকে ঘর হইতে আনিয়াছিল। ইনি আমার পরম বন্ধু, আর এই নারী—কি বলিয়া কি বলিব? যাহার জন্য সকল আত্মীয়ের পরিত্যক্ত হইয়াও আমি পরম সুখী, যাহার জন্য সংসারের কোন কষ্টই আমাকে অবসন্ন করিতে পারে নাই এবং যাহার জন্য কলঙ্ক গায়ে মাখিয়া আমি ভাগ্যবান্ হইয়াছি, ইনিই সেই কিরণবালা। আমরা তিনজনে এখন কেবল সেই সকল বিষয়েরই আলোচনা করিতেছিলাম। আপনি সকলকে বিশ্বাস করিয়া মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারেন, কোন কথা এক জনকে বলিলে, তিন জনকেই বলা হইবে; সুতরাং তিন জনকে বিশ্বাস করা আবশ্যক।"

কিরণ মৃদুস্বরে অবনত-মস্তকে কার্ত্তিকের দিকে ফিরিয়া বলিল,—"বাবু অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া কাতর হইয়া আসিয়াছেন, একটু জলখাবার, কি সোডা, কি লেমনেড, কি একটু চা'র কথা আগে জিজ্ঞাসা কর।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"এখানে একটা পান খাইতে বলিতেও সাহস হয় না।"

নরেশ বলিলেন,—"যদি নিতান্ত অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে দয়া করিয়া একটু চা দিলে বাধিত হইব।"

কিরণ উঠিয়া গেল। নরেশ বলিলেন,—"পুলিস বড় গোলে পড়িয়াছে। আমার স্ত্রী ও মৃত কুমুদিনীকে তাহারা এক লোক দাঁড় করাইতে পারিতেছে না। চাবি, কাপড় কিছুই তাহাদের সহায়তা করিতেছে না। আমার স্ত্রীর যে বাক্স-পেটরা আছে, পুলিসের হস্তস্থিত চাবির দ্বারা খোলে না, কাপড়ের ধোপার দাগ বালি-উত্তরপাড়ার কোন ধোপার দাগের সহিত মিলে না, অন্যান্য ঘটনার আলোচনা করিয়াও পুলিস ঠিক সাজাইতে পারিতেছে না, তথাপি তাহারা বিশ্বাস করিতেছে, মৃতা কুমুদিনী আমার স্ত্রী।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আমি প্রাতে আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমার ধারণা অন্যরূপ। আমার বিশ্বাস, আপনার স্ত্রী কুমুদিনী স্বচ্ছন্দশরীরে এবং নির্ব্বিঘ্নে আছেন; যে কুমুদিনী মারা গিয়াছেন, তিনি অন্য লোক। আমরা নানা কারণে আজ তদন্তে লাগিতেছি না, কালি হইতে আমরা স্বাধীনভাবে চেষ্টা করিব। আপাততঃ এখনি আমরা পুলিসে যাইব।"

নরেশ বলিলেন,—"দুইটি সংবাদ জানাইবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, প্রথম আমাকে এখনি উত্তরপাড়া যাইতে হইবে। পুলিস গিয়া আমার শ্বশুরবাটীতে গোল করিয়াছে, সুতরাং আমার বৃদ্ধা শাশুড়ী-ঠাকুরাণী বুঝিয়াছেন, তাঁহার কন্যা ইহলোকে নাই। এ অবস্থায় তাঁহার শোক আমি হয় ত কিয়ৎপরিমাণে নিবারণ করিতে পারিব।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আপনার এখনি যাওয়া খুব আবশ্যক।"

চা আসিল। বেহারা চায়ের বাটি নরেশ বাবুর সম্মুখে স্থাপন করিল, কিরণ সঙ্গে সঙ্গে আসিল, কার্ত্তিকের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—"আমি চা ছুঁই নাই। প্রস্তুত করিবার সময় দূরে দাঁড়াইয়া দেখাইয়া দিয়াছি মাত্র, চা মাটীতে রাখা হইয়াছে।"

নরেশ বিছানার উপর চা তুলিয়া লইলেন। কিরণ বিছানা স্পর্শ করিল না, দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

দুই এক চুমুক চা খাইয়া নরেশ বলিলেন,—"অতি সুন্দর! তাহার পর দ্বিতীয় কথা, অদ্যই পুলিশ ওয়ারেণ্ট লইয়া লবঙ্গকে গ্রেপ্তার করিবে, এ বিষয় আপনি যদি কোন প্রতিবিধান করিতে চাহেন, এখনি করুন।"

কার্ত্তিক একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"কোন প্রতিবিধান করিতে ইচ্ছা করি না, সাধ্যই বা কি আছে, তবে এ মোকদ্দমায় লবঙ্গের দ্বারা কোনই উপকার হইবে না। আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আনা, তার পর মাথাঘষার গলির ভাঙ্গা বাটীতে রাখা পর্য্যন্ত সে জানে, পরের ঘটনা আর সে কিছুই জানে না। ইহা আমরা বেশ বুঝিয়াছি। তাহাকে লইয়া টানাটানি করিলে অনেক পারিবারিক কথা বাহির হইয়া পড়িবে, কিন্তু উপায় কি? এ মোকদ্দমায় সে কোন কাজে না লাগিলেও সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মোকদ্দমায় তাহাকে পড়িতে হইবে। বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ফুসলাইয়া লইয়া আসার অপরাধ তাহার ঘাড়ে ঝুলিতেছে। সে মোকদ্দমা চালান না চালান আপনার ইচ্ছাধীন।"

নরেশ বলিলেন,—"সে কথার বিচারে এখন কি প্রয়োজন? যে আর ইহলোকে নাই, তাহার জন্য কাহাকেও দণ্ডিত করা নিষ্প্রয়োজন। চা খাওয়া শেষ হইল, আমি তবে এখন প্রস্থান করি।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"কখন ফিরিবেন, আপনার সহিত সাক্ষাতের হয় ত অনেক প্রয়োজন হইবে।"

নরেশ বলিলেন,—"কাল প্রাতেই ফিরিব। কলিকাতায় আসিয়াই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিতেছি, আমি বড়ই বিপন্ন, আমাকে ক্ষমা করিবেন। বসুন আপনারা, আমি আসি তবে।"

নরেশ প্রস্থান করিল। অল্পকাল পরে কার্ত্তিক ও মাণিকলাল গৃহত্যাগ করিলেন। তাঁহারা অনর্থক পুলিসে ঘুরিয়া আসিলেন। সেখানে তাঁহারা কিছু নূতন সংবাদ পাইলেন না। বুঝিয়া আসিলেন, পুলিস যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে হয় ত কল্যই মাণিকলালের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইবে। সে জন্য তাঁহারা কিছু ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইলেন না। সেখানে আরও শুনিলেন, লবঙ্গকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত অনেক পুলিস-কর্ম্মচারী রত্নেশ্বর বাবুর বাসায় গিয়াছে। পাছে তাঁহার পিতৃব্য কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় কার্ত্তিক অতিশয় ভীত হইলেন। পুলিস হইতে বাসায় না ফিরিয়া তাঁহারা বহুবাজারে রত্নেশ্বর বাবুর আবাসে গমন করিলেন।

কার্ত্তিক গাড়ী হইতে নামিয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বারবানেরা দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। বলিল,—"খবর বড় খারাপ হুজুর। লবঙ্গী জামাই-বাবুর বড় বৌকে খুন করিয়াছে, অনেক পুলিস আসিয়া এখন ধরিয়া লইয়া গেল।"

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসিলেন,—"কর্ত্তাবাবু তখন বাড়ীতে ছিলেন?"

বক্তা বলিল,—"হাঁ হুজুর।"

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসিলেন,—"কর্ত্তা কি বলিলেন?"

বক্তা বলিল,—"প্রথমেই তিনি সব লোককে হাঁকাইয়া দিবার জন্য হুকুম দিয়াছিলেন। পুলিসের সহিত এক জন সাহেব ছিল, সে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, হাঁকাইয়া দিবার চেষ্টা করিলে বেশী বিপদে পড়িতে হইবে। এ বিষয়ে কোন উপায়ে আসামীকে আটকাইয়া রাখিবার সাধ্য নাই; তবে

কেন আপনি মেয়ে ছেলে লইয়া বিপদে পড়িতে চাহেন? আরও অনেক কথা সাহেব কর্ত্তাকে বুঝাইল। সাহেবের সমস্ত কথা শুনিয়া কর্ত্তা লবঙ্গীকে বাহিরে আসিতে হুকুম দিলেন।"

"তার পর?"

"তাহার পর পুলিসের লোকেরা লবঙ্গীকে ধরিয়া লইয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কর্ত্তা কোন কথা কহিলেন না, কিন্তু দিদি বাবু চেঁচাইয়া বলিলেন,—"তোর কোন ভয় নাই; কল্যই তুই খালাস হ'বি।"

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসিলেন, "কর্ত্তা কি করিতেছেন?"

বক্তা বলিল,—"বাহিরে নাই। ভিতরে কি করিতেছেন, জানি না। উকীল রাম বাবুকে আনিতে গাড়ী গিয়াছে; তিনি আসিলে কোন মতলব হইতে পারে। আপনি ভিতরে যান, সব জানিতে পারিবেন।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"থাক। এখন আর যাইব না। এখন কর্ত্তা বড় চঞ্চল হইয়া রহিয়াছেন, এ অবস্থায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত নহে।"

কার্ত্তিক বাবু পুনরায় গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যস্থ মাণিকলালকে সব কথা বলিলেন। গাড়ী চোরবাগানের বাসায় ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে একখানি গাড়ী আসিয়া কার্ত্তিক বাবুর দ্বারে লাগিল এবং তাহা হইতে এক সুন্দর পরিচ্ছদধারী দ্বারবান্ নামিয়া দরজায় বাবু বাবু শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

কার্ত্তিক উপর হইতে জিজ্ঞাসিলেন,—"কে হে?"

দ্বারবান্ বলিল,—"হুজুর, আমি আপনার তাঁবেদার। কর্ত্তাবাবু আপনাকে এখনি ডাকিতেছেন, খুব জরুর বলিয়াছেন, গাড়ী তৈয়ার।"

কার্ত্তিক বাহিরের বারান্দায় আসিয়া বলিলেন,—"কেন বল দেখি? কে আছেন সেখানে?"

দ্বারবান্ বলিল,—"উকীল বাবু আছেন। কেন হুজুরকে তলব হইয়াছে, তাহা জানি না; কিন্তু ফেঁসাদের কথা হইতে পারে।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"তবে দাঁড়াও, যাইতেছি।"

কিরণের সহিত দুই চারিটা প্রয়োজনীয় কথা শেষ করিয়া রাত্রি প্রায় ৮টার সময় কার্ত্তিক বাবুকে পুনরায় গাড়ীতে উঠিতে হইল।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্দ্ধমানের রেল-ষ্টেশনের নিকট প্রায় সারাদিনই গুলজার। অনবরত ভাড়াটিয়া গাড়ী যাত্রী লইয়া আসিতেছে এবং নবাগত জনকে লইয়া যাইতেছে। রেলওয়ের সাহেব ও দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের যাতায়াতের বিরাম নাই বলিলেই হয়। ষ্টেশনের মুখে মুসাফিরখানায় প্রায় সকল সময়েই অনেক লোক, কেহ বা পশ্চিমে যাইবে, কেহ বা পূর্ব্বে যাইবে, সকলেই ট্রেণের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। কেহ বা ছোট একটু সতরঞ্চি বিছাইয়া শয়ন করিয়াছে, কেহ বা মাল-বোঝাই বস্তার উপর বসিয়া ঝিমাইতেছে, কেহ বা একটা কাঠের সিন্দুকের উপর ব্যাগ মাথায় দিয়া পড়িয়া আছে, কেহ বা প্রকাণ্ড একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া আছে, কেহ বা তামাক সাজিতেছে, কেহ বা তাহার কলিকার প্রসাদ পাইবার আশায় বলিতেছে,—"একটা ঠিকরা কুড়াইয়া দিব কি? আপনার কাছে দিয়াশালাই আছে?"

এক জন তামাক খাইতেছে দেখিয়া কেহ বা ব্যাগ হইতে নির্জ্জল হুঁকাটি বাহির করিয়া ধূমপায়ীর নিকট গিয়া বসিতেছে এবং বলিতেছে—"কত দূর যাইতে হইবে, মহাশয়?"

অপেক্ষাকৃত কোন ইতর লোক একটু দূরে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—"বাবু, কলিকাটি একবার দিবেন কি?" বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট কেহ কেহ সস্তা সিগারেট টানিতেছে, কেহ বা পানের দোনা বাহির করিয়া পার্শ্বস্থ ব্যক্তিবিশেষকে জিজ্ঞাসিতেছে, "মহাশয়! একটা খাবেন কি?"

একটু ফাঁকা জায়গায় একখানি কম্বল পাতিয়া চারিটি ভদ্রলোক বসিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে ট্রাপ-বাঁধা রেলওয়ের রগ-জড়ান বিছানা আছে, বিলাতী ট্রাঙ্ক আছে, গড়গড়া আছে এবং এক জন ভৃত্য আছে। ভৃত্য বড় কলিকায় তাওয়া দিয়া তামাক সাজিয়া দিয়াছে, বাবুরা তাহা একে একে সেবন করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন একখানি 'ষ্টেটস্‌ম্যান' খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। দুই জন বিছানার বাণ্ডিলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়াছিলেন, চতুর্থ ব্যক্তি একটা ষ্টীল্‌ট্রাঙ্কে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। অনুমান পঞ্চচত্বারিংশবর্ষবয়স্ক এক পুরুষ হুঁকা হাতে করিয়া তাঁহাদের নিকটে আসিয়া মাটীতে বসিল, তাহার বস্ত্রাদি অতি মলিন, পায়ের জুতা অনেক তালিযুক্ত, বগলে একটি ভাঙ্গা ছাতা, বাম-হস্তে গামছা-জড়ান একটি ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ। লোকটির আকৃতি অতিশয় কৃশ এবং শরীরের উর্দ্ধভাগ সম্মুখের দিকে একটু নত। তাহাকে দেখিলেই বুঝা যায় যে, সে অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করিয়া থাকে। ধীরে ধীরে সতৃষ্ণ-নয়নে কলিকার পানে চাহিতে চাহিতে, এ ব্যক্তি বাবুদের নিকট আসিয়া বসিল। যিনি ট্রাঙ্কে হেলান দিয়া বসিয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন,—"তামাক খাইতে চাহ তুমি?"

আগন্তুক বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ, বড় ভাল তামাক, বেশ গন্ধ বাহির হইয়াছে।"

পূর্ব্ববক্তা বলিলেন,—"খাইতে পার, কলিকা তুলিয়া লও।"

তখন দরিদ্র অভ্যাগত অতি সাবধানে কলিকার নিম্নদেশ ধরিয়া তুলিয়া লইল এবং আপনার ছোট পাকা কুচকুচে হুঁকাটির উপর বসাইয়া দিল। ঘোড়ার স্কন্ধে হাতীর মাথার মত বড় গরমানান হইল, তা হোক, লোকটা চক্ষু বুজিয়া আস্তে আস্তে হুঁকা টানিতে লাগিল। তাহার হুঁকা বেশ কল শুদ্ধ এবং তাহার ভিতরে একটু জল ছিল। ফরর্ ফরর্ শব্দে সে প্রাণ ভরিয়া তামাক খাইতে লাগিল। কিন্তু হায়, বিধাতা কাহাকেও নির্ব্বিঘ্নে সুখভোগ করিতে দেন না, পরমানন্দে অসুখের বিষ ঢালিয়া দেওয়াই বুঝি ভগবানের নিয়ম। সুখের গতি স্বল্পকালেই নিরোধ করা বোধ হয় জগতের ব্যবস্থা।

যিনি খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"বড় ভয়ানক কাণ্ড, কলিকাতায় সদর রাস্তার উপরে একটা মেয়েমানুষ খুন হইয়াছে।"

যাঁহারা চোখ বুজিয়া বিছানা হেলান দিয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের এক জন বলিল, "কি রকম শুনি?"

অপর ব্যক্তি উঠিয়া বসিলেন। যিনি ট্রাঙ্ক হেলান দিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,—"ভাল করিয়া বল।"

কিন্তু এই সামান্য সংবাদ সেই দরিদ্র ধূমপায়ীর সমস্ত আরাম ও শান্তি অতি ভয়ানকরূপে নষ্ট করিয়া দিল। খুন হইয়াছে শুনিবামাত্র সে এতই চমকিয়া উঠিল যে, কলিকা হইতে একটা জলন্ত গুল ছিটকাইয়া তাহার মাথার উপর দিয়া গড়াইতে গড়াইতে মাটীতে পড়িল, সে প্রাণপণযত্নে চক্ষু বিস্তৃত করিল, তাহার ওষ্ঠাধর পরস্পর দূরবর্ত্তী হইয়া এক বিকট গহ্বরের সৃষ্টি করিল। যে দুইটি বাবু বসিয়াছিলেন এবং যিনি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, এই হাস্যজনক দৃশ্য সে তিন জনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

সংবাদপত্রপাঠকারী বলিতে লাগিলেন,—"একটি সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোককে ছুরির আঘাতে মারিয়া ফেলিয়াছে।"

এক জন জিজ্ঞাসিলেন,—"কে মারিল?"

সংবাদপত্রপাঠকারী বলিলেন,—"প্রকাশ নাই। হত্যাকারী ধরা পড়ে নাই।"

আর এক জন জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথায় ঘটনাটা হইল?"

"টাঁকশালের কাছে বড় রাস্তার উপর।"

"যাহাকে মারিল, তাহার কোন পরিচয় প্রকাশ আছে?"

"না।"

"বোধ হয় বেশ্যা।"

"না। তাহার হাতে লোহা, শাঁখা, সীঁথায় সিন্দুর, বেশ্যার কোন লক্ষণ বুঝা যায় না।"

"কোন লোক তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে?"

সংবাদপত্রপাঠকারী বলিল,—"না, বোধ হয়, অন্য স্থানের লোক।"

যে আগন্তুক হাঁ করিয়া শুনিতেছিল, হুঁকা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সংবাদপত্রপাঠকারী বলিতে লাগিলেন,—"যখন পুলিস তাহাকে রাস্তায় পতিত দেখিতে পায়, তখন সে মরে নাই। হস্‌পিটালে চালান দেওয়ার পর তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মরিবার আগে সে দুই কথা বলিয়াছে,—জাতিতে ব্রাহ্মণ, নাম কুমুদিনী।"

যে লোক হুঁকা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে

ভয়ানক চঞ্চল হইয়া উঠিল, সভয়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। এই বাবু চারিজনকে তাহার যমদূত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন সে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

এক জন বাবু জোরে বলিলেন,—"যাও কোথা ? কলিকাটা দিতে হইবে না বুঝি ?"

লোকটা কাঁপিয়া উঠিল। বলিল,—"আজ্ঞে না। কোথাও যাই নাই, যাব কেন ?"

সে কয়েক পদ চলিয়া গিয়াছিল, যেখানে গিয়াছিল, কলিকা সেইখানে রাখিয়া দিয়া, দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বিশেষতঃ বারবার পশ্চাদ্দিকে চাহিতে চাহিতে ষ্টেশন-ফটকের বাহিরে চলিয়া গেল।

বাবুরা পরস্পর এই লোকের কথা আন্দোলন করিতে লাগিলেন,—"লোকটা কি রকম বল দেখি ?"

আর একজন বলিলেন,—"বোধ হয় মাথা খারাপ।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন,—"নেশাখোর চোর।"

সংবাদপত্রপাঠকারী বলিলেন,—"আমার তো মনে হয়, এই খুনের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে।"

আর এক জন বলিলেন,—"অসম্ভব নহে।"

আর এক জন বলিলেন,—"রকম দেখিয়া সেইরূপ মনে হয় বটে।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন,—"পুলিসের হাতে দেওয়া উচিত ছিল।"

সংবাদপত্রপাঠকারী বলিলেন,—"কাজ কি ভাই গণ্ডগোলে ? আমরা রাহাগীর লোক, আবার একটা বিভ্রাট বাধাইয়া কি লাভ ?"

আর এক জন বলিলেন,—"এখনও কিন্তু অনেক দূর যায় নাই।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন,—"দূর হউক ছাই, ও ভাবনায় আর কাজ নাই।"

লোকটা ষ্টেশনের ফটকের কাছে আসিয়া দেখিল, সম্মুখের বৃক্ষতলস্থিত দোকানে পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া বেঙ্গল-পুলিসের এক কন্‌ষ্টেবল বসিয়া রহিয়াছে। লোকটার পা কাঁপিতে লাগিল, শরীর পড়ে পড়ে হইল। অতি কষ্টে ফটকের প্রাচীর হেলান দিয়া সে প্রকৃতিস্থ হইল; তাহার পরে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া নিঃশব্দপদে সে চলিতে লাগিল।

দোকান ছাড়াইয়া যাওয়ার পর সে চরণের বেগ বাড়াইয়া দিল ; ক্রমে সে দৌড়িতে লাগিল বলিলেই হয়, কিন্তু তাহার বিপদ্ আরও গাঢ়তর হইল। সম্মুখে ফৌজদারী কাছারী ; ইন্‌স্পেক্টার, দারোগা, জমাদার, কন্‌ষ্টেবল, চৌকীদার, আসামী, ফরিয়াদী, সাক্ষী ইত্যাদি অনেক শ্রেণীর লোক গস্‌গস্ করিতেছে। সে তখন ভয়ে মৃতকল্প হইল, কিন্তু বিপদে সাহসেরই প্রয়োজন, এই সুনীতি স্মরণ করিয়া সে পশ্চিমমুখে রাস্তা অবলম্বনে আবার দৌড়িতে লাগিল। 'যঃ পলায়তি স জীবতি,' এই হিতকথার মর্ম্ম সে সুন্দররূপে প্রণিধান করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

অনেক দূর যাওয়ার পর একটা ভাঙ্গা মস্‌জীদ তাহার নয়নে পড়িল। সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোন দিকেই লোক নাই। তখন সে সাহসে ভর করিয়া সেই ভাঙ্গা মস্‌জীদের মধ্যে প্রবেশ করিল। সমস্ত দিন লোকটা সেই জীর্ণ লতাগুল্মাবৃত পতনোন্মুখ ভজনালয়ে লুকাইয়া থাকিল। রাত্রি ১১টার পর অতি কষ্টে সে সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং ধীরে ধীরে ষ্টেশনের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। যখন সে ষ্টেশনে আসিল, তখন রাত্রি ১২টা। বাহিরের একটা লোককে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সে যে ট্রেণে যাইবে, তাহার এখনও দেড় ঘণ্টা বিলম্ব আছে। ষ্টেশনের মধ্যে সে গেল না। বাহিরে অন্ধকারাচ্ছন্ন এক গাছতলায় বসিয়া রহিল।

যথাকালে টিকিটের ঘণ্টা হইল। গায়ে মোটা কাপড় দিয়া মুখের ভূরিভাগ সে ঢাকিয়া ফেলিল, এবং টিকিট-ঘরের জনতার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, অনেক কষ্টে সে বৈদ্যনাথ জংসনের এক টিকিট কিনিল। যখন সে টিকিট কিনিতেছে, তখন কৌতূহলপরবশ আর এক ব্যক্তি সাগ্রহে তাহাকে দেখিতেছিল ; লোকটার ভয়ের মাত্রা অতিশয় বাড়িয়া গেল। টিকিটের দরুণ তাহার কয়েকটা পয়সা পাওনা ছিল, তাহা আর লওয়া হইল না। সে সেই দর্শকের নয়ন হইতে অন্তরালে যাইবার অভিপ্রায়ে কেবল টিকিট লইয়াই পলায়ন করিল।

যথাকালে ট্রেণ আসিলে, সে প্লাটফরমে প্রবেশ করিল। সেখানে আলোক জ্বলিতেছে। মুখের কাপড় টানিয়া সে লজ্জাশীলা বারাঙ্গনার ন্যায় অবগুণ্ঠনযুক্ত হইয়া পড়িল। তাহার এইরূপ বিসদৃশ ভাব দেখিয়া অনেকেই তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

অনেক কষ্টে গয়া ও পাটনা জেলার

ইতরলোকপূর্ণ এক গাড়ীতে সে স্থান পাইল; লোকজনের কলরব কোলাহল কমিয়া আসিল, জলখাবারওয়ালারা ট্রেণের একধার হইতে অপরধার পর্য্যন্ত পরিক্রমণ করিতে লাগিল; পান, চুরুট, দিয়াশালাই হাঁকিতে থাকিল। টিকে, তামাক, কলিকা, গরম দুগ্ধ, ঘুঘ্‌নিদানা, মুড়ির মোয়া বিক্রেতারা ডাকিতে লাগিল। ফাষ্ট বেল হইয়া গেল। ক্রমে গাড়ী ছাড়িবার সময় নিকট হইল, ঘণ্টাধ্বনির পর বিকটশব্দে ইঞ্জিন আপনার সজীবতা ঘোষণা করিল। গাড়ী চলিতে লাগিল, লোকটা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা প্রায় ৯টার সময় মেদিনী কাঁপাইতে কাঁপাইতে ট্রেণ আসিয়া বৈদ্যনাথ জংসন ষ্টেশনে প্রবেশ করিল। যাহাদের সেখানে নামিবার প্রয়োজন ছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি নামিল, যাহাদের সেই ট্রেণে যাইবার প্রয়োজন, তাহারা আরও তাড়াতাড়ি করিয়া উঠিল। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বর্দ্ধমানাগত সেই লোকটি ধীরে ধীরে নামিল। রেলের গাড়ীর মধ্যে সে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল, গাড়ীর বাহিরে আসিতে তাহার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। চরণ চলিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল,—তথাপি তাহাকে নামিতে হইল। সভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে অন্যান্য লোকের সহিত সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। "ওভার-ব্রিজে"র নিকটস্থ হইলে এক ব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে "হরিশ, হরিশ" বলিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল। লোকটা ভয়ানক কাঁপিয়া উঠিল। সে পশ্চাতে ফিরিল না, কাহারও দিকে লক্ষ্য করিল না, বেগে ওভার-ব্রিজের উপর উঠিতে লাগিল।

আহ্বানকারী তাহার নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা করিয়াও পারিয়া উঠিল না। সম্মুখে একটি বাবু কতকগুলি স্ত্রীলোক, ছেলেপিলে ও লটবহর লইয়া ধীরে ধীরে চলিতেছেন, সুতরাং তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সেই লোকের নিকটস্থ হইবার সুবিধা আহ্বানকারীর হইল না।

ওভার-ব্রিজ হইতে নামিয়া যেখানে টিকিট দিতে হয়, সেখানে আহ্বানকারীকে থামিতে হইল, কেননা সে দেওঘর যাইবে। যাহারা দেওঘরের যাত্রী, তাহারা প্রায়ই সেই স্থান পর্য্যন্ত টিকিট কিনিয়া আইসে; তাহাদিগকে এখানে টিকিট দিতে হয় না এবং দরজা দিয়া বাহির হইতে হয় না। কিন্তু লোকটা এখানে টিকিট দিয়া বাহিরে গেল দেখিয়া আহ্বানকারীও আপনার টিকিট দেখাইয়া বাহিরে আসিল এবং তাহার অনুসরণ করিল।

লোকটা একটু বেগে যাইবে ইচ্ছা করিয়াছিল, অনেক পাণ্ডা তাহাকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল; কেহ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "মহাশয়ের নিবাস?" কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "আপনার নাম?" কেহ জিজ্ঞাসিল, "আপনার পাণ্ডা কে?" নাম-নিবাস বলিয়া দিতে পারিলে হয় ত সে সহজে মুক্তি পাইত, কিন্তু কোন মতেই আপনার পরিচয় দিবে না, পাণ্ডারাও ছাড়িবে না। বালক অভিমন্যুবৎ এই নবাগত লোক পাণ্ডা-ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না।

আহ্বানকারী তাহার নিকটে আসিয়া বলিল,—"হরিশ! কথা কহিতেছ না কেন? ডাকিলে উত্তর দাও না কেন? এখানে আসিয়াছ কেন?"

লোকটা কথা কহিল না। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অচল মাটীর সঙের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আহ্বানকারী ঘুরিয়া তাহার বদনের সম্মুখে আসিল এবং বলিল,—"এ কি হরিশ দাদা! আমাকে চিনিতে পারিতেছ না, ব্যাপার কি? আমরা ন্যাংটা কালের ইয়ার, এক গ্রামে, এক দরজায় বাড়ী, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না, তোমার হইয়াছে কি?"

আহ্বানকারী হরিশের হাত চাপিয়া ধরিল, তখন হরিশ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি কাহাকেও চিনিতে পারি না গো, কোথাও আমার বাড়ী নহে গো, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি চলিয়া যাই।"

আহ্বানকারী উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—"দেখিতেছি, তোমার বায়ুরোগ ঘটিয়াছে, নতুবা চিরকালের আত্মীয় রামদাসকে আজ চিনিতে পারিতেছ না কেন? এ বিদেশে তোমার এই অবস্থা দেখিয়া আমি কোন মতেই ছাড়িতে পারি না, যত ক্ষতি হয়, অসুবিধা হয় হউক, তোমার সঙ্গেই আমায় থাকিতে হইবে।"

তখন হরিশ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"রামদাস রে! তোর মনে এই ছিল, শেষে যমদূত হইয়া তুই আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইতে আসিলি? আমাকে ছাড়িয়া দে, আমি পলাইয়া যাই।"

ভিড় আরও বাড়িতে লাগিল। রেলওয়ে পুলিসের দুই জন কনষ্টেবল এবং এক জন জমাদার দেওঘর লাইনের প্ল্যাটফরম্‌ হইতে আসিয়া মেন্‌ লাইনের প্ল্যাটফরমে যাইতেছিল। ষ্টেশনের ফটকের নিকটে লোকের ভিড় দেখিয়া ও কলরব শুনিয়া তাহারা যে দিকে যাইতেছিল, সে দিকে না গিয়া, গণ্ডগোলের দিকে ফিরিল। দূর হইতে লোকের ফাঁক দিয়া হরিশ তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। তখন সে বুঝিল, পুলিসের লোকেরা তাহাকেই ধরিতে আসিতেছে, সে তখন কাণ্ডজ্ঞানহীনের ন্যায় ভিড় ঠেলিয়া আপনার গামছা-জড়ান ব্যাগ ও ভাঙ্গা ছাতা ফেলিয়া প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিল।

তখন জমাদার 'পাক্‌ড়াও পাক্‌ড়াও' শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। দুই জন কনষ্টেবল এবং আরও কয়েকজন লোক হরিশের পশ্চাতে ছুটিল। অতি অল্পদূর যাওয়ার পরই কনষ্টেবলদ্বয় তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। হরিশ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দোহাই ধর্ম্ম-অবতার। আমি খুন করি নাই। খুন করিতে বলি নাই, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

ছাড়া দূরে থাকুক, তাহারা আরও কায়দা করিয়া হরিশকে ধরিল এবং জমাদারের নিকট টানিয়া আনিল। জমাদারের নিকট কাতরভাবে হরিশ বলিল, "আপনি আমার বাবা! আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি খুন করি নাই।"

জমাদার দেখিল, একটা খাস্ত বটে। এরূপ শীকার কখনই ছাড়া যাইতে পারে না। রেলওয়ের পুলিস-ইন্‌স্পেক্টার সে দিন জংসনে ছিলেন, জমাদার এ ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া উচিত বোধে কনষ্টেবলদের বলিল,—"সাবধানে আমার সঙ্গে ইহাকে লইয়া আইস।"

জমাদার অগ্রে চলিতে লাগিল, রোরুদ্যমান হরিশকে কনষ্টেবলেরা পশ্চাতে টানিতে টানিতে লইয়া চলিল।

সব-ইন্‌স্পেক্টার তখন প্লাটফরমের উপর একখানি চেয়ারে বসিয়া পুলিস-গেজেট পাঠ করিতেছিলেন। হরিশকে সঙ্গে লইয়া জমাদার ও কনষ্টেবলেরা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

দারোগা কাগজ হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"এ কে? কাহারও পকেট হইতে কিছু চুরি করিয়াছে না কি?"

জমাদার বলিল,—"এ খুনী আসামী, হজুর জিজ্ঞাসা করিলে সব জানিতে পারিবেন।"

তাহার পর জমাদার স্বয়ং গিয়া হরিশের হাত চাপিয়া ধরিল এবং কনষ্টেবলকে বলিল,—"বাহিরে ইহার ব্যাগ আর ছাতী পড়িয়া আছে, তুমি শীঘ্র গিয়া আন।"

হরিশ বলিল,—"ধর্ম্ম-অবতার! আপনি দিন-দুনিয়ার মালিক, সূক্ষ্ম বিচারের কর্ত্তা, আমি খুন করি নাই; চরণের বড় বউ রাখালদাসী তাহাকে খুন করিয়াছে। আমি কিছু জানি না, তবু আপনারা কেন অন্যায় করিয়া আমায় কষ্ট দিতেছেন?"

যে কনষ্টেবল ব্যাগ ও ছাতা আনিতে গিয়াছিল, সে তাহা লইয়া ফিরিল। দারোগা বুঝিলেন, হয় ত একটা বড় খোসনামের কাজ সহজেই হইয়া যাইবে। কনষ্টেবলকে দোয়াত, কলম, কাগজ আনিতে বলিলেন। হরিশকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার মত লোক কখন খুন করিতে পারে না, ইহা আমরা তোমার চেহারা দেখিয়াই বুঝিতেছি, তোমার কোন ভয় নাই। তুমি সকল কথা আমার নিকট সত্য করিয়া বল, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ছাড়িয়া দিব।"

হরিশ বলিল,—"আমি মিথ্যা বলিব না। মিথ্যাকথা আমি জানি না, আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহারই সত্য উত্তর দিব।"

দারোগা জিজ্ঞাসিলেন,—"যাহাকে খুন করিয়াছে, তাহার নাম কি?"

হরিশ বলিলেন,—"কুমুদিনী। বামুনের মেয়ে, কাজেই দেবী বলিতে হয়।"

তখন দারোগার অনেক কথা মনে পড়িল, তিনি পুলিস-গেজেটের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একটা স্থান মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"টাঁকশালের কাছে ভোর বেলা পিঠে ছুরি মারিয়াছিল, কেমন? তাহার বয়স ১৮ বৎসর, দেখিতেও সুন্দরী, হাতে শাঁখা ছিল, কেমন নয়? আমি সব ঠিক কথা বলিতেছি কি না?"

হরিশ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, আপনি সবই জানেন, তবে আর আমাকে লইয়া টানাটানি করিতেছেন কেন?"

দারোগা বলিল,—"আমি সবই জানি, দুই একটা কথা যদি আমার ভুল জানা থাকে, তাহাই

তোমার মুখে শুনিয়া ঠিক করিয়া লইতে চাহি। তুমি লবঙ্গকে চেন ?”

হরিশ বলিল,—“আজ্ঞে, লবঙ্গ, এলাইচ, দারু-চিনি, জয়ত্রি, জায়ফল অনেক চিনি।”

দারোগা জিজ্ঞাসিলেন,—“লবঙ্গই তো কুমুদিনীকে কলিকাতায় আনিয়াছিল ?”

হরিশ বলিলেন,—“রাধাকৃষ্ণ! লবঙ্গই লোকে বাজার হইতে আনে, লবঙ্গ কাহাকেও আনিতে পারে কি ?”

দারোগা জিজ্ঞাসিলেন,—“তবে কুমুদিনীকে কলিকাতায় আনিয়াছিল কে ?”

হরিশ বলিল,—“তাহার সহোদর ভাই শরৎ।”

দারোগা জিজ্ঞাসিলেন,—“সে শরৎ এখন কোথায় ?”

হরিশ বলিল,—“সে ভগ্নীকে ভগ্নীপতির বাসায় রাখিয়াই চলিয়া গিয়াছে।”

দারোগা বলিলেন,—“চরণবাবুর তবে দুই বিবাহ ? রাখালদাসী বোধ হয় তাঁহার ছোট স্ত্রী, তাঁহাকে লইয়াই তিনি কলিকাতায় থাকেন। বড় স্ত্রী কুমুদিনী বাপের বাড়ীতে থাকিতেন, কেমন ?”

হরিশ বলিল,—“আজ্ঞে না, কথাটা উল্টা হইতেছে। বড় স্ত্রী রাখালদাসীর সন্তান না হওয়ায় কৃষ্ণগঞ্জে এক গরীব ব্রাহ্মণের কন্যা কুমুদিনীকে চরণবাবু বিবাহ করেন। বড় স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে বিবাহ হয়, বিবাহের অনেক দিন পরে রাখালদাসী খবর জানিতে পারেন। বড় রাগী, হিংসুক দুরন্ত মেয়েমানুষ, বিবাহের খবর জানিতে পারিয়া স্বামীর সহিত বড় বউ তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দেন, ছোট বউর কাছে যাওয়া দূরে থাক্, তাহার নাম করিতেও চরণবাবুর ক্ষমতা থাকিল না।”

দারোগা বলিলেন—“বেশ কথা তুমি বলিতেছ, তোমার কথা এক বর্ণও মিথ্যা নহে। কিন্তু এখানে বাহিরে বসিয়া এ সকল কথায় কাজ নাই। আইস, ভিতরে যাই।”

দারোগা অগ্রসর হইলেন। হরিশকে লইয়া জমাদার ও কনষ্টেবল চলিল, এক জন কনষ্টেবল হরিশের ব্যাগ ছাতা এবং লিখিবার সরঞ্জাম লইল। একটি খালি কামরার ভিতরে সকলে প্রবেশ করিলেন এবং দারোগা আসন গ্রহণ করিয়া হরিশকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসিলেন—“তোমার নাম কি বাপু ?’

হরিশ বলিল,—“আজ্ঞে, হরিশচন্দ্র দাস দত্ত।”

“কোথায় নিবাস ?”

“আজ্ঞে, নিবাস আর নাই। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে বাস ছিল, কিন্তু আমার কপাল-দোষে সকলই গিয়াছে। এখন চরণবাবুর জোড়াসাঁকোর বাটীতে থাকি, তিনি অতি মহাশয় লোক।”

“কিছু আহারাদি হইয়াছে ?”

হরিশ বলিল,—“কাল মধ্যাহ্নে বর্দ্ধমানের এক হোটেলে চারিটি ভাত খাইয়াছিলাম, তাহার পর এ পর্য্যন্ত আর জলবিন্দুও মুখে দিই নাই।”

দারোগা একজন কনষ্টেবলকে দোকান হইতে চারি আনার জলখাবার আনিয়া দিতে বলিলেন।

হরিশ বলিল,—“এখন স্নান আহ্নিক হয় নাই, এখন কিছু খাইব না। আফিং খাওয়ার সময় হইয়া আসিল, ব্যাগে আফিঙের কৌটা আছে, অনুমতি করিলে একটু আফিং খাইয়া বাঁচি।”

দারোগার আদেশে কনষ্টেবল হরিশকে ব্যাগ দিল। হরিশ কোমরের ঘুনসি হইতে একটি চাবী বাহির করিল এবং তদ্দ্বারা ব্যাগ খুলিল, ব্যাগ হইতে কেবল আফিঙের কৌটা বাহির করিয়াই সে ক্ষান্ত হইল না। একটি ছোট হুঁকা, কলিকা, কাগজ-জড়ান একটু তামাক এবং শালপাতের ঠোঙ্গামধ্যস্থ কয়েকখণ্ড ভাঙ্গা টিকা সে বাহির করিল। তাহার ব্যাগে এই সকল পদার্থ ব্যতীত একখানি ময়লা ধুতি ও একটি ছেঁড়া কোট ছিল।

হরিশ বলিল,—“বাবু, আফিং খাই, কাজেই তামাক খাওয়া বড় অভ্যাস। অনেকক্ষণ তামাক খাই নাই, যদি হুকুম দেন, তাহা হইলে একটু তামাক সাজি।”

দারোগা বলিলেন,—“খাবে বৈ কি! স্বচ্ছন্দে তামাক তৈয়ার কর। আমিও তামাক আনাইতেছি।”

দারোগা ভৃত্য দ্বারা তামাক আনাইতে কনষ্টেবল পাঠাইলেন।

হরিশ পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া টিকা ধরাইল এবং ছোট কলিকায় বিশেষ যুত করিয়া তামাক সাজিল, তাহার পর হুঁকা হাতে লইয়া ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। শুকনা হুঁকায় একটু জল দিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কোথাও জলপাত্র নাই। দারোগার ভৃত্য একটা পিত্তলের গুড়গুড়িতে একটা বড় কলিকায় তামাক সাজিয়া আনিল।

দারোগা বলিলেন,—“হুঁকাটায় জল দিলে হয়,

নয় হরিশ? আমার চাকরের হাতে হুঁকা দাও, এখনি জল পূরিয়া আনিবে।"

ভৃত্যের হাতে হুঁকা দিয়া হরিশ বলিল—"আপনার জয়-জয়কার হউক। আপনার মত সদ্বিবেচক লোক আমি আর দেখি নাই। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন। আমি অতি সামান্য লোক, জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হয় না। আপনি—"

দারোগা বলিলেন,—"আমি ব্রাহ্মণ, কলিকাতার নিকট বরাহনগরে আমার বাসস্থান, আমার নাম শ্রীহরনাথ চট্টোপাধ্যায়।"

হরিশ গলায় কাপড় দিয়া ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া দারোগাকে প্রণাম করিল এবং বলিল,—"এ অধমেরা পুরুষানুক্রমে আপনাদের সেবক।" বাস্তবিক দারোগা হরনাথ যথার্থ ভদ্রলোক, তিনি লেখা-পড়ার সাধারণ পুলিস-কর্ম্মচারীর ন্যায় অনভিজ্ঞ নহেন, আইন ও অন্যায় উভয়েরই মর্য্যাদা রাখিতে জানেন, অকারণ কখনও কাহারও উপর তিনি অত্যাচার করেন না। অযথা প্রভুতা বিস্তার করিয়া তিনি কাহাকেও উৎপীড়িত করেন না। দারোগার সম্মুখে আসিয়া হরিশের মনে হইয়াছিল যে, যম দূতেরা তাহাকে ধরিয়া আনিয়া শমন-রাজের সম্মুখে হাজির করিল; সে তখনি স্থির করিয়াছিল, এখনি এ মহাত্মা তাহার ফাঁসী দিবেন। ভাবিয়াছিল, ফাঁসীর দড়ি তাহার গলায় পরান হইয়াছে; কেবল তাহা লট্‌কাইতে বাকী।

ক্রমে দারোগার সহিত কথাবার্ত্তায় তাহার আশঙ্কা তিরোহিত হইতে লাগিল। সে বুঝিল, এই মহাত্মার দ্বারা সে কখনই বিপদে পড়িবে না। যাহাদের বুদ্ধি একটু কম, তাহারা যখন যাহা বুঝে, সহজে তাহা ভুলে না ও ছাড়িতে চাহে না। হরিশ যখন বুঝিয়াছিল যে, তাহার বিপদ্ পদে পদে, তখন সে কারণে অকারণে কেবল বিপদেরই ছায়া দেখিয়া কাঁদিয়াছে। আবার এখন তাহার মাথায় সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নভাব প্রবেশ করিয়াছে, সে অতীত ব্যাপার ভুলিয়া গিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বুঝিয়াছে এবং নিশ্চিন্ত হইয়াছে। যাহারা স্বভাবতঃ একটু ভীত লোক, তাহারা যখন সাহস পায়, তখন প্রায়শঃ পূর্ব্বের ভীতিভাব ভুলিয়া যায়। হরিশ দারোগা মহাত্মার কৃপায় ভয়ের কোন কথাও মনে স্থান দিতেছে না।

ভৃত্য হরিশকে জল-ফিরান হুঁকা আনিয়া দিল। হরিশ হুঁকা হাতে করিয়া বুঝিল, তাহাতে জল বেশী হইয়াছে। সে হুঁকার জল একটু ঢালিয়া হাতের কালি ধুইয়া ফেলিল। তাহার পর কৌটা হইতে আফিঙের বড়ী বাহির করিল। সেইটি মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া হরিশ হুঁকার উপর কলিকা বসাইল এবং আস্তে আস্তে লম্বা লম্বা টান দিতে লাগিল।

দারোগা বলিলেন,—"এ বেলা আর কোন কথায় কাজ নাই, হরিশ। বেলা অনেক হইয়াছে, তোমায় স্নান আহার করিতে হইবে; আমার এখন অন্য কাজ আছে।" জমাদারকে বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে আইস, এখনি সে রিপোর্ট শেষ করিতে হইবে।" এক জন কনষ্টেবলকে বলিলেন, "তুমি এই ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া যাও, ইনি মাষ্টার বাবুর বাসায় আহার করিবেন।" হরিশকে বলিলেন—"মাষ্টার বাবুর বাসায় তোমার খাওয়া-দাওয়া হইবে। তিনি কুলীন কায়স্থ এবং বড় ভদ্রলোক। তোমার কোন ভয় নাই, হরিশ! আবার কিছুকাল পরেই আমি আসিতেছি।"

হরিশ বলিল,—"আমি ব্রাহ্মণের চরণে আশ্রয় পাইয়াছি, আর কোন ভয় আমার নাই।"

দারোগা ও জমাদার চলিয়া গেলেন। হরিশ নয়ন মুদিয়া প্রাণ ভরিয়া তামাক খাইতে লাগিল। তাহার অল্প তামাক শীঘ্রই শেষ হইল, তখন সে একবার কনষ্টবলদের মুখপানে চাহিয়া দারোগাবাবুর গুড়গুড়ি হইতে কলিকা উঠাইয়া লইয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ সময়ে দ্বারের অপর পার্শ্ব হইতে এক ব্যক্তি ডাকিতে লাগিল,—"হরিশ! হরিশ দাদা!"

হরিশ ব্যস্ততাসহকারে বলিল,—"কে ও? রামদাস? এস ভাই, ভিতরে এস, কোন ভয় নাই।"

রামদাস ভিতরে আসিলে দুই জনের সুখদুঃখের অনেক কথা হইল, তাহার সহিত আমাদিগের আখ্যানের কোন সম্বন্ধ নাই। সে বুঝিয়া গেল, তাহার হরিশ দাদা বিশেষ কোন বিপদে পড়েন নাই এবং তাঁহার মাথাও বিগড়াইয়া যায় নাই। রামদাস পদব্রজে দেওঘর চলিয়া গেল।

——

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে মাষ্টার মহাশয়ের পাচক ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত অন্ন পরিতোষপূর্ব্বক দুগ্ধাদি সহকারে হরিশ সেবন করিয়াছে, তাহার পর মাষ্টার মহাশয়ের কোয়াটারে পড়িয়া অনেকক্ষণ গা গড়াইয়াছে,

তাহার পর বসিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে তামাক খাইতেছে, এইরূপ সময়ে হরনাথ বাবু তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা প্রায় তিনটা।

দারোগাকে দেখিয়া হরিশের কোন ভয় হইল না, বরং প্রসন্নতা জন্মিল এবং কথা কহিবার এক জন উৎকৃষ্ট দোসর জুটিল ভাবিয়া সে আনন্দিত হইল। একজন কনষ্টেবল তাহার নিকট ছিল বটে, কিন্তু সেও তাহার কাছে বসিয়া ছিল না। সন্নিহিত কুয়ার ধারে এক নবীনা ধান-কানি বার বার জল লইতে আসিতেছিল, কনষ্টেবল তাহাকে দর্শন ও তাহার সহিত রহস্যালাপ করিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া কূপের পার্শ্বে বসিয়াছিল।

দারোগা আসিয়া হরিশকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে সে হাতের হুঁকা রাখিয়া তাঁহাকে মাটীতে কপাল ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দারোগা আহারাদিঘটিত অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিশ পরম পরিতোষ প্রকাশ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল।

তাহার পর দারোগা বলিলেন,—"বড় আশ্চর্য্য গল্প তুমি বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলে, বেলা হইয়া পড়িল, অন্য কাজও ছিল, কাজেই শেষ পর্য্যন্ত শুনা হয় নাই। চরণ বাবুর ছোট স্ত্রী কুমুদিনী কলিকাতায় স্বামীর কাছে আসিলেন, তাহার পর কি হইল?"

হরিশ বলিল,—"তাহার পর কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড বাধিল। যেই বড় বউ বুঝিলেন যে, যিনি আসিয়াছেন, তিনি ছোট বউ, সেই চরণ বাবুকে বলিলেন,—'যদি তুমি এখনি ছোট বউকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া না দাও, তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিব।' চরণ বাবু অনেক বিনয় প্রকাশ করিলেন। যখন আপনি আসিয়া পড়িয়াছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করা উচিত নহে বলিয়া অনেক কারণ দেখাইলেন। দুই চারি দিন স্থির হইয়া থাকিবার জন্য রাখালদাসীর পায়ে পর্য্যন্ত ধরিলেন।"

"তাহার পর কি হইল?"

"চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। বড় বউ কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না, তখন চরণ বাবু রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ধর্ম্মতঃ আমি উহাকে বিবাহ করিয়াছি, তোমার ভয়ে এত দিন উহার খোঁজখবর লই নাই, কখন একখানি বস্ত্র অলঙ্কারও দিই নাই। অভাগিনী দরিদ্র বাপ-মার গলায়, স্বামী থাকিতেও বিধবার মত পড়িয়াছিল, আমি তোমাকে লইয়া উহাকে ভুলিয়া আছি, তোমাকে সর্ব্বপ্রকার সুখে রাখিয়াছি। উহাকে আনিতে যাই নাই, আপনি আসিয়াছে, আমি উহাকে কোন মতেই তাড়াইতে পারিব না।"

"এ কথা শুনিয়া রাখালদাসী কি কহিলেন?"

হরিশ বলিল,—"এ কথার পর রাখালদাসী রাগে যেন পাগল হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বামীকে অনেক মন্দ কথা বলিতে লাগিলেন। সে সকল কথা উচ্চারণ করিলে আমাদিগের পাপ হয়। ছোট বউকেও যে সকল গালি দিলেন, তাহা মনে হইলে আমাদেরও লজ্জা হয়। তাহার পর সত্য সত্যই ঝাঁটা লইয়া কুমুদিনীকে মারিতে ছুটিলেন। তখন চরণ বাবু মাঝে আসিয়া পড়িলেন ও ধাক্কা দিয়া রাখালদাসীকে সরাইয়া দিলেন। বলিলেন,—'আমি কাল প্রাতে নিশ্চয়ই তোকে তাড়াইয়া দিব, তোর বড়ই অহঙ্কার হইয়াছে। আমি যাহাকে বিবাহ করিয়াছি, সেই ছোট বউ এত দিন পরে আপনি আসিয়াছে। বাটীতে পা দিতে না দিতেই তুই তাহাকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইতে চাহিস্? যদি তাহার দাসীপনা করিয়া তুই থাকিতে পারিস্, তবেই এখানে থাকিতে পাইবি, নতুবা কাল প্রাতে আমি নিজে ঝাঁটা মারিতে মারিতে তোকে তাড়াইয়া দিব।"

"চরণ বাবু বেশ বলিয়াছিলেন, তার পর কি হইল?"

হরিশ বলিল,—"তাহার পর রাখালদাসী আর কথা কহিতে পারিলেন না, আপনার শুইবার ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া থাকিলেন। খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যবস্থা হইল না; অনেকক্ষণ বাটীতে আর মানুষের আওয়াজ পাওয়া গেল না, আমি নীচের ঘরেই থাকি, সামান্য কথা হইলেও শুনিতে পাই।"

"রাত্রি কি তবে এই ভাবে কাটিল?"

হরিশ বলিল,—"না। অনেকক্ষণ পরে চরণ বাবু আমাকে আর ঝিকে ডাকিলেন। বলিলেন,—'হরিশ! এক টাকা দিয়া ভাল খাবার কিনিয়া আন, আজ আমাদের খাবার খাইয়া থাকিতে হইবে। আর ঝি, তুমি ছোট বউকে সঙ্গে করিয়া কলতলায় লইয়া যাও। হাতমুখ ধোয়া হইলে, সঙ্গে যদি অন্য কাপড় না থাকে, তাহা হইলে আমার একখানি ধুতি আপাততঃ পরিতে দাও।' তাহার পর বড় বউ শুন্‌তে পান্, এইরূপ ভাবে চেঁচাইয়া বলিলেন, 'এ সংসার বাড়ী-ঘর সকলি আমার, আমার উপর বড় বউর যে অধিকার, ছোট বউর সেই অধিকার, রাখিতে জানিলে বড় বউ বেশী মানেই থাকিত, সে

আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিতে বসিয়াছে। ছোট বউ, তোমার কুণ্ঠিত হইবার কোন দরকার নাই'।"

"এ কথা শুনিয়াও বড় বউ আর ঝঙ্কার দিলেন না?"

হরিশ বলিল,—"কিছু না। তিনি চুপ করিয়াই থাকিলেন, আমি জল-খাবার আনিয়া দিলাম, অনেকক্ষণ পরে আমার জন্য এক ভাগ খাবার লইয়া ঝি দিতে আসিল, তাহার মুখে শুনিলাম, বাবু জল খাইয়াছেন। ছোট বউকে ঝি জল খাওয়াইয়াছে। শুনিলাম, তিনি বড় সুন্দরী। ব্রাহ্মণকন্যার দুই চক্ষু অনবরত জলে ভাসিতেছে, আর শুনিলাম, বড় বউকে জল খাওয়াইবার জন্য ঝি ডাকিয়াছে, বাবুও নিজে গিয়া ডাকিয়াছেন। তিনি দুয়ার খোলেন নাই, উঠেন নাই, সকলকেই বলিয়াছেন, শরীর খারাপ, কিছু খাইব না। আর শুনিলাম, পাশের ঘরে ঝি বিছানা করিয়া দিয়াছে, ছোট বউ সেইখানেই ছিলেন, বাবুও সেই ঘরে গিয়া শয়ন করিয়াছেন। রাত্রি কাটিয়া গেল, আর কোন গোল শুনিলাম না।"

"প্রাতে বোধ হয়, আগুন ভাল করিয়া জলিয়া উঠিল?"

হরিশ বলিল,—"না মহাশয়! প্রাতে বড় বউ আশ্চর্য্য রকম ঠাণ্ডা মূর্ত্তিতে বাহির হইলেন। ঝির মুখে শুনিলাম, ছোট বউকে ভগ্নী বলিয়া তিনি আদর করিতেছেন; নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। স্বামীর কন্যাকার ঘটনা উল্লেখ করিয়া লজ্জা প্রকাশ করিতেছেন। নিজের সমস্ত গহনা ছোট বউকে দিবেন বলিতেছেন।"

"বড়ই সুবুদ্ধি তাঁহার মাথায় ঢুকিয়াছিল বলিতে হইবে।"

হরিশ বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ। আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। বাবু আহারাদি করিয়া প্রসন্ন মনে আফিসে গেলেন। বড় বউ ছোট বউকে নিজে সাবান মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিলেন। বৈকালে গন্ধ-তৈল মাখাইয়া চুল বাঁধিয়া দিলেন, নিজের অলঙ্কার পরাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু ছোট বউ পরেন নাই।"

"চরণ বাবু কি কাজ করেন?"

হরিশ বলিল,—"তিনি ওয়েনমেরেডেথ কোম্পানীর গুদাম-সরকার। বেতন ৫০টি টাকা, কিন্তু উপায় অনেক।"

দারোগা জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার কথায় বুঝিতেছি, তাঁহার বাটীতে রাঁধুনী নাই, ঝি আর তুমি ছাড়া বাহিরের অন্য লোকও নাই, উপায় যদি অনেক, তবে আর একটু স্বচ্ছন্দভাবে থাকেন না কেন?"

হরিশ বলিল,—"সে দুঃখের কথা কি বলিব? বড় বউ একটি পয়সা বাজে খরচ করিতে হইলে মরিয়া যান। লোকজন রাখিলে মাহিনা দিতে হয়, খাইতে পরিতে দিতে হয়, বড় বউর কোষ্ঠীতে তাহা লিখে নাই। বিশেষ তাঁহার দুর্ব্বাক্যেও লোক তিষ্ঠিবার যো নাই; অনেক কষ্টে যে ঝির কথা বলিতেছি, সেই টিকিয়া গিয়াছে আর অধম আমি বাহিরে পড়িয়া থাকি; কোন গোলের মধ্যে থাকি না, তাই টিকিয়াছি।"

দারোগা জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কি পাও?"

"দুই বেলা দুই মুঠা ভাত, একবার একটু দুধ, পরিবার কাপড় আর আফিঙের পয়সা পাই। এক আধবার বাজারে যাইতে হয়, এক আধটা সামান্য কাজ করিতে হয়, সারাদিনই বসিয়া থাকি। ব্রাহ্মণের অন্ন পেটে যায়, ইহাই পরম লাভ।"

দারোগা বলিলেন,—"বাবু আফিস হইতে ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার দুঃখের সংসার সুখের হইয়াছে?"

হরিশ বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ! রাত্রি বড় ভালই কাটিল। একটু ভাল রকম খাওয়ার যোগাড় হইয়াছিল। আমরা আনন্দে ভোজন করিয়া শয়ন করিলাম। ভোর হইবার একটু আগে, একটু ঘোর ঘোর থাকিতে বড় বউ নীচের ঘরের দরজায় ঘা দিতে দিতে আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। আমি অনেক দিন সংসারে সন্তানের মত থাকি, বড় ঠাকরুণ আমার সহিত কথা কহিতেন, আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেন, শেষরাত্রিটা আমার বড় আয়াসের সময়, সে সময়ই একটু মিঠা রকম ঘুম আইসে। একটু পরেই রাস্তা দিয়া ময়লা ফেলার গাড়ী চলিতে থাকে, তাহারই আওয়াজে আমার যে কি অসুখ হয়, তাহা আর কি বলিব! এইরূপ সময়ে বড় ঠাকরুণের ডাক বড় বিরক্তিকর হইল। কিন্তু তিনি অনেকক্ষণ ডাকিতেছেন, কাজেই উত্তর দিতে হইল, তিনি বলিলেন,—"উঠিয়া আইস। আমরা গঙ্গাস্নানে যাইতেছি, তোমাকে সঙ্গে যাইতে হইবে।"

"তার পর?"

হরিশ বলিল,—"কাজেই চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে আমাকে উঠিতে হইল। দ্বার খুলিলাম, দেখিলাম, গ্যাস নিবাইতেছে। বড় ঠাকরুণের

পিছনে আর এক স্ত্রীলোক, তিনি ছোট বউ। আমার আর তামাক খাওয়া হইল না, এরূপ গঙ্গাস্নানের সঙ্গে থাকিবার জন্য আমাকে মধ্যে মধ্যে যাইতে হয়। আর ইতস্ততঃ না করিয়া মোটা কাপড়খানি গায়ে দিয়া দরজায় তালা লাগাইলাম। তাঁহারা দুই সতীনে আগে আগে চলিলেন, আমি পিছনে চলিতে লাগিলাম। তাহার পর যাহা হইল, তাহা আর কি বলিব ?"

দারোগা বলিলেন,—"তার পরই সর্ব্বনাশ হইল, বুঝিয়াছি, এত যখন বলিয়াছ, তখন বাকীটুকুও বল।"

হরিশ বলিল,—"তাহার পর নারী-হত্যা, ব্রাহ্মণকন্যার হত্যা আমাকে স্বচক্ষে দেখিতে হইল। টাঁকশালের কাছে বড় বউ হঠাৎ ছোট বউর পিছনে আসিল, প্রকাণ্ড এক ছুরি তুলিয়া জোরে কুমুদিনীর পিঠে বসাইয়া দিল, কুমুদিনী 'মা গো' বলিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। রক্তের ফুয়ারা বহিতে লাগিল ; ছোট বউ ছট্‌ফট করিতে লাগিল। বড় বউ বলিল,—'স্বামী কাড়িয়া লইতে আসিয়াছ, রসাতলে যাও,।"

দারোগা জিজ্ঞাসিলেন,—"তখন তুমি কি করিলে ?"

হরিশ বলিল,—"আমি তখন পলাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। ভয়ে আমি অশ্বত্থপাতার মত কাঁপিতে ছিলাম। বড় বউ বাঘিনীর মত লাফাইয়া আমার কাছে আসিলেন, বলিলেন,—'খবরদার! যাহা দেখিলে, তাহার এক কথাও যদি প্রকাশ কর, তাহা হইলে এই খুনের দায় তোমার ঘাড়ে চাপাইব। আইস!' আমি নিঃশব্দে তাঁহার সহিত কাঁপিতে কাঁপিতে চলিলাম। ছোট বউ তখনও ছটফট করিতেছে, বড় বউ তাহার পানে ফিরিয়াও চাহিল না।"

দারোগা জিজ্ঞাসিলেন,—"রাখালদাসীর সহিত আবার বাসায় ফিরিয়া আসিলে ?"

হরিশ বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ। তখনও চরণ বাবুর ঘুম ভাঙ্গে নাই। বড় বউ কুড়িটি টাকা আনিয়া আমার হাতে দিল ; বলিল,—'এই লইয়া দূরে চলিয়া যাও, যত দিন গোল না মিটিবে, তত দিন কলিকাতায় আসিও না।' আমার মন উদাস হইয়াছিল, ভয়ে আমি মরমর হইয়াছিলাম, পলাইতে আমার ইচ্ছা হইল। আমার ব্যাগ, দুই একখানা কাপড়, হুঁকো, কলিকা, তামাক, টিকে আর এই ভাঙ্গা ছাতাটি লইয়া হাওড়ার দিকে আসিলাম। যেখানে কুমুদিনী ছট্‌ফট করিতেছিল, সেই দিক্ দিয়া আসিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু সাহস হইল না।"

"হাওড়া হইতে রেলে উঠিলে বোধ হয় ?"

হরিশ বলিল,—"হাওড়া হইতে টিকিট কিনিয়া বর্দ্ধমান আসিলাম। সেখানে চারিদিন ছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, সেখান হইতে ফিরিয়া হুগলীতে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে যাইব। বর্দ্ধমানের ষ্টেশনে কয়েক জন বাবু খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন ; তাঁহারা কুমুদিনীর মৃত্যুর কথা গল্প করিতেছিলেন, আমি বুঝিলাম, কুমুদিনী মরিয়াছে। মরিবার সময় সে নাম আর জাতি ছাড়া কোন কথাই বলে নাই, বোধ হয়, ইচ্ছা করিয়াই বলে নাই। তাহার যাহা অদৃষ্টে ছিল ঘটিয়াছে, আর লোককে ফাঁসাইয়া কি হইবে ভাবিয়া সে আর কিছু বলে নাই। বড় শান্ত—বড় ধীর মেয়ে।"

দারোগা জিজ্ঞাসিলেন,—"তাহার পর হুগলী না গিয়া তুমি এ দিকে আসিলে কেন ?"

হরিশ বলিল,—"কুমুদিনীর মৃত্যুঘটিত কথাবার্ত্তা শুনিয়া ভয় এতই বাড়িয়া উঠিল যে, আমি তখন কি করি, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কলিকাতার দিকে ফিরিতে আর মোটেই সাহস হইল না। অনেক রাত্রে সাবধানে টিকিট কিনিয়া এখানে আসিয়াছি, এখন মহাশয়ের শরণাগত। কথা লুকাইতে পারিলাম না। রাখালদাসীর অপরাধ ঢাকা হইল না ; ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। সকল কথাই মহাশয়কে ঠিক ঠিক জানাইলাম।"

দারোগা বলিলেন,—"ঠিক কথা বলিয়াছ, বড় ভদ্রলোক। তোমার কোন বিপদ হইবে না, গায়ে আঁচড়টি পড়িবে না, কিন্তু বাপু, তোমাকে আজই কলিকাতায় ফিরিতে হইবে।"

হরিশ বলিল,—"আপনি যাইতে বলিলে কাজেই যাইতে হইবে। কিন্তু সেখানে যাইবামাত্র রাখাল দাসী এ খুনের দায় আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিবে, শেষে ফাঁসীকাষ্ঠে আমাকে ঝুলিতে হইবে।"

দারোগা বলিলেন,—"সে সকল কিছুই হইবে না। আর কতকগুলা লোক অকারণ এ খুনের দায়ে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছে, তাহাদিগকে বাঁচাইয়া দেওয়া উচিত। আর রাখালদাসী যেরূপ পাপ করিয়াছে, তাহাতে সে যাহাতে দণ্ড পায়, তাহার চেষ্টাও তোমার করা উচিত।"

হরিশ বলিল,—"পাপের কথা আর বলিবেন না। সে মাগীকে ডালকুত্তা দিয়া খাওয়ান উচিত, কিন্তু

আমি অনেক দিন তাহাদের অন্ন খাইয়াছি, এখন তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে নিমক্‌হারামি হইবে।"

দারোগা বলিলেন,—"কাহারও বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার আবশ্যক নাই। যাহা ন্যায়সঙ্গত, ধর্ম্মসঙ্গত, আবশ্যক স্থলে তাহা ব্যক্ত না করিলে ঘোর পাপ হয়। বিশেষ কয়েক জন নির্দ্দোষ লোক কষ্ট পাইতেছে। জানিয়া শুনিয়া তাহাদের রক্ষা না করা বড়ই অধর্ম্ম।"

হরিশ বলিল,—"কখন্ যাইতে হইবে তবে? আপনি সঙ্গে যাইবেন ত?"

দারোগা বলিলেন,—"এখন আমি সঙ্গে যাইব না, অন্য লোক সঙ্গে দিয়া তোমাকে পাঠাইব। দুই চারি দিন পরে আমি কলিকাতা যাইব, সেখানে তোমার সহিত অনেকবার দেখা হইবে। তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি চিঠি-পত্র লিখিয়া সকল বিষয় ঠিক করিয়া দিতেছি, আজ রাত্রেই তোমাকে যাইতে হইবে।"

হরিশ নিরুত্তর। দারোগা বাবু দিনমানের অবশিষ্ট সময় অনেক কাগজ-পত্র লিখিলেন। সেই সকল কাগজসমেত এক কন্‌ষ্টেবলের সহিত হরিশকে সেই রাত্রির গাড়ীতে কলিকাতার পুলিস-কমিশনার সাহেবের নিকট চালান দেওয়া হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা কাঁসারী-পাড়ায় মাণিকলালের বৈঠকখানা। মাণিকলাল অদ্ভুত প্রকৃতির মনুষ্য; বাসাবাটীতে বৈঠকখানা আছে, কিন্তু মাণিকলাল সেখানে বসেন না। বাটী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটি সুরম্য ভবন প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতেই উঠাবসা করেন এবং রাত্রিযাপন করেন। পত্নীর সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা যথেষ্ট, তথাপি তিনি কেন তাঁহার কাছ-ছাড়া হইয়া নিশাকালে দূরে থাকেন; তাহা আমরা বলিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু স্বামীর আচরণে স্ত্রী বিমর্ষ ও মনঃক্ষুণ্ণ নহেন। মধ্যাহ্নে মাণিকলাল বাটীতে আহার করিতে যান, তাঁহার স্ত্রী যত্নপূর্ব্বক তাঁহার ভোজনের আয়োজন করেন এবং সাদরে স্বামীকে আহার করাইয়া থাকেন। তৎকালে হাস্যপরিহাস ও রহস্যালাপের ত্রুটি হয় না। রাত্রির খাদ্য তাঁহার স্ত্রী যত্নপূর্ব্বক প্রস্তুত করেন এবং বেহারার দ্বারা বৈঠকখানা-বাটীতে পাঠাইয়া দেন। বলা বাহুল্য যে, প্রতি রাত্রে দুই জনের উপযোগী বিবিধ ভোজ্য বস্তু আসিয়া থাকে।

মাণিকলালের সহিত মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় ব্যতীত বাটীর কোন সম্পর্ক থাকে না।

তাঁহার টাকা-কড়ি, আয়-ব্যয় সকলই স্ত্রীর হাতে, সে সম্বন্ধে মাণিকলাল সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহার অর্থের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ভোজনের সময় স্ত্রীর নিকট হইতে চাহিয়া লইতে হয়। তাঁহার স্ত্রীর কোন বিরাগ বা কৃপণতা নাই। মাণিকলাল যখন যেরূপ টাকার প্রয়োজন বুঝেন, তখনই তাহা প্রার্থনা করেন, তদ্দণ্ডেই তাঁহার পত্নী হাসিতে হাসিতে তাহা হাজির করিয়া দেন।

বৈঠকখানা-বাটীতে দুইটি মাত্র একতল কক্ষ। একটি শয়নাগার এবং অপরটি বসিবার স্থান। উভয় কক্ষই বিবিধ উপযোগী পদার্থে সজ্জিত। কক্ষদ্বয় প্রায় দ্বিতলের ন্যায় উচ্চ এবং সুবৃহৎ। এই কক্ষদ্বয়ের সম্মুখে বিস্তৃত অঙ্গন, বিবিধ মনোহর লতা-গুল্ম দ্বারা পরম রমণীয় উদ্যানাকারে সজ্জিত। সম্মুখে প্রকাণ্ড ফটকের পার্শ্বে ভৃত্যের বাসোপযোগী এক ক্ষুদ্র গৃহ। কক্ষদ্বয়ের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র গৃহে জলের কল ইত্যাদি সংস্থিত। বৈঠকখানা-বাটির চারিদিক্ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। এক জন মাত্র ভৃত্য লইয়া মাণিকলাল বাবু এই ক্ষুদ্র ভবনে দিনযাপন করেন। কেন তিনি একাকী নির্ব্বাসিত ব্যক্তির ন্যায় এই স্থানে থাকেন, তাহা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই।

রাত্রি ৮টার সময় অত্যন্ত ক্লান্তভাবে মাণিকলাল বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। ক্ষীণভাবে আলোক জ্বলিতেছিল, তাঁহার ভৃত্য রঘু তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া দিল। মাণিকলাল জিজ্ঞাসিলেন,—"কেহ আমার খোঁজে আসিয়াছিল, রঘু?"

রঘু বলিল,—"কার্ত্তিক বাবু আসিয়াছিলেন। আবার ৮টার পর আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন।" রঘু তামাক আনিয়া দিল, মাণিকলাল পা ছড়াইয়া শুইয়া তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন,—"বাড়ী হইতে খাবার আসিয়াছে কি?"

রঘু বলিল,—"এখনও আইসে নাই।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"তবে একটা লিমনেড দে, বড় তৃষ্ণাবোধ করিতেছি।"

টুং টুং করিয়া ঘড়ীতে ৮টা বাজিল। রঘু ধপ্ করিয়া লিমনেড খুলিল, ঢক্ ঢক্ করিয়া গেলাসে ঢালিল তাহার পর বাবুর সম্মুখে আনিয়া গেলাস দিল।

বারিপান শেষ হইলে, মাণিকলাল আবার

"আঃ" বলিয়া বক্রভাবে শয়ন করিলেন। বাহিরে ঠক্ ঠক্ করিয়া জুতার শব্দ হইতে লাগিল, মাণিকলাল আবার উঠিয়া বসিলেন, শ্রীমান্ কার্ত্তিকচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন,—"বনমালী একা যে?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"একাই আসিয়াছি, একাই যাইব।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"এ বৈরাগ্য কতক্ষণ, ব্রহ্মার মন্দাগ্নি বড়ই তুর্লক্ষণ, ডাক্তার ডাক।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"তুমি বৈস ভাই, অনেক কথা আছে। ঘুরিতে ঘুরিতে জান গেল, ফল কিছুই হইল না।"

কার্ত্তিক বসিয়া বলিলেন,—"আমি আর একবার ফিরিয়া গিয়াছি।"

"শুনিয়াছি।"

"এখন কি হইল বল?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"পেঁচো কোথাও নাই। আজ তিন দিন কোন্নগর, হুগলী, উলুবেড়িয়া যেখানে একটু সন্ধান পাইয়াছি, সেখানেই ঘুরিতেছি, সে বেটা মরিয়া গিয়াছে শুনিতে পাইলেও এক প্রকার নিশ্চিন্ত হই।"

"যে লোকটা সন্ধান দিয়াছিল, সে তো সঙ্গে ছিল?"

মাণিক বলিলেন,—"ছিল বৈ কি? কিন্তু তাহার দোষ কি? সে ঠিকই সন্ধান দিয়াছিল। উলুবেড়িয়ার এক দোকানদারের কথা শুনিয়া বুঝিলাম যে, সেখানে পেঁচো রাঁধাবাড়া করিয়া আহার করিয়াছে। যেরূপ বর্ণনা শুনিলাম, তাহাতে বুঝিলাম, সে পেঁচো না হইয়া যায় না। কিন্তু আহারের পর সে যে কোথায় গেল, দোকানদার তাহা জানে না। আমরা নানা স্থানে, এমন কি, সমস্ত বেশ্যার নিকট পেঁচোর খোঁজে ফিরিয়াছি; কিন্তু কোন সন্ধান হইল না, কাজেই এই স্থানে খেই হারাইয়া গেল। তাহার পর কি করিতে হইবে বল?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"বিষম গোলের কথা, আজ ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছ। সে কুমুদিনী এ কুমুদিনী নহে।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"তাহা ত একরূপ বুঝা গিয়াছিল। সে তবে কে?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"সেও একটা সতীনের মামলা। বড় ছোটকে খুন করিয়াছে।"

"ধরা পড়িয়াছে না কি?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"হাঁ, রীতিমত চোখে দেখা সাক্ষী উপস্থিত হইয়াছে, তখনই আসামী গ্রেপ্তার হইয়াছে। ধরা পড়ার পর মাগী নিজমুখে সকল অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, আমাকে অনবরত পুলিসে যাতায়াত করিতে হইতেছে। আমি মাগীকেও দেখিয়াছি; সকল খবরও জানিয়াছি।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"তুমি খুব ভাগ্যবান্। নরেশ বাবুর সন্ধান করিয়াছ ত?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"বেলা ৩টার সময় আমি পুলিস হইতে বাহির হইয়াছি, আগে খুড়া মহাশয়ের কাছে না গিয়া নরেশ বাবুর নিকট গিয়াছি। এ সংবাদেও তিনি ঠাণ্ডা হন নাই। তাঁহার মনে এখনও সন্দেহ বিস্তর।"

মাণিক বলিলেন,—"আমাদেরই কোন্ নহে? বাস্তবিকই বড় ভাবনার কথা, লবঙ্গের কি হইল?"

কার্ত্তিক বলিলেন—"বাঘে ছুঁইলে আঠারো ঘা, এ ব্যাপারের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই বুঝিয়াও পুলিস ছাড়িতে চাহে না। অনেক কষ্টে আজ তাহাকে জামিনে খালাস করিয়াছি।"

"খুড়া মহাশয়ের ভাব কি রকম?"

"হুকুম প্রাণপণে তামিল করিতেছি; কার্য্য অকার্য্য বিচার করিতেছি না, যাহাকে লাথি মারিয়া দূর করা উচিৎ ছিল, খালাস করিবার জন্য হাঁটাহাটি ছুটাছুটি, লোকের পায়ে ধরাধরি খুব করিয়াছি, যাহা ভাল বলিয়া বোধ করি, তাহাই তাঁহাকে বলিতেছি, ঈশ্বর জানেন, তাঁহার মনের ভাব।"

"তাঁহার সহিত দেখা কর নাই?"

"না ভাই! সময় পাই নাই, কাল প্রাতে যাইব। লবঙ্গ ত খালাস পাইল, এখন সে কথা ভুলিয়া থাকিবে কি?"

মাণিক বলিলেন,—"কখনও না। সে সম্বন্ধে কি করি বল?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"মাথা মুণ্ড কি আর বলিব বল! আমার ক্ষমতা থাকিলে এই ভগ্নীকে আমি ছাই পাড়িয়া কটিতাম। তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, কিরণ যাহা বলিয়াছে, তাহাই ঠিক। হাতে রাখিতে না পারিলে সে কলঙ্কের ঢাক বাজাইবে এবং পাপের নদী বহাইয়া দিবে।"

মাণিক বলিলেন,—"তুমি একপ্রাণ বন্ধু, তোমার ভগ্নীকে লইয়া এরূপ মৌখিক রহস্য করাও মহাপাপ। কিন্তু কি করা যায়, হাতে রাখিতে না পারিলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে। সে কথা যাউক, এখন কুমুদিনীর সম্বন্ধে আর কি করি?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"সন্ধান হউক আর না হউক, চেষ্টা করিতেই হইবে। একটা কিনারা করিতে না পারিলে জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট হইয়া যাইবে; কিন্তু আজ এ কথা থাক্, তুমিও ক্লান্ত আছ, আমিও সমস্ত দিন অনেক পরিশ্রম করিয়াছি, আবার কোন্ প্রণালীতে চেষ্টা আরম্ভ করা উচিত, কাল তাহা ভাবিয়া স্থির করিব। এখন আসি, কাল বেলা ৯।১০টার সময় সাক্ষাৎ করিও।"

বাটী হইতে মাণিকলালের নিমিত্ত নানাবিধ খাদ্য আসিল। পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে রঘু তৎসমস্ত গুছাইয়া রাখিল। মাণিক বলিলেন,—"কার্ত্তিক ভাই, কিছু খাইবে কি ?"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিলেন,—"না। বিধাতার কলম নড়চড় নাই। ঠিক দুজনের। কেন তোমাদিগকে উপবাস করাইয়া মারিব ?"

মাণিক বলিলেন,—"বলিয়াছি, এখন একাই একশ !"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"তবে মাণিকলাল মরিয়াছে, এখানে বসিয়া আছে তাহার ভূত। আমার খাবার তৈয়ার আছে, কিন্তু একটু শীঘ্র ফিরিতে বলিয়াছিল।"

মাণিক বলিলেন,—"আ হা হা, শীঘ্র যাও। কচি খুকী পাছে ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠে।"

"আমি বলিয়া দিব।"

"আমি নিজে বলিব।"

মাণিকলাল আহার করিতে যাইবেন স্থির করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং আলো, জল প্রভৃতি ঠিক করিয়া দিবার নিমিত্ত রঘুকে ডাকিলেন। সম্মুখে স্থূল বস্ত্রাবৃত এক স্ত্রীলোক। সেই স্ত্রীলোক লবঙ্গ।

মাণিকলাল বলিলেন,—"লবঙ্গ যে! তোমার সকল কথাই মিথ্যা। একটা লোভ দেখাইয়া পাগল করিলে। শেষে কিন্তু কাজে কিছুই নহে। আবার একটা ভয়ানক প্রাণ-মাতান কথা তুলিয়া একেবারে ডুব মারিলে, আর সাড়া-শব্দটিও নাই। আছ ত ভাল? কি মনে করিয়া আজ শুভাগমন? আর যাহা হয় বল; কিন্তু দোহাই তোমার, আর কোন নাগরীর কথা বলিয়া আমাকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া মারিও না।"

লবঙ্গ বলিল,—"কিছু শোনেন নাই না কি? আমি যে বড় গোলে পড়িয়াছি, আপনি যাহা মিছা কথা মনে করিতেছেন, তাহারই জন্য আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি। কুমুদিনী কোথায় গেল, তাহার ঠিক নাই, আর এক কুমুদিনী টাঁকশালের কাছে সতীনের হাতে মারা গেল, আমাদের গুণধর গবচন্দ্র জামাই নরেশচন্দ্র বুঝিলেন, তাঁহার আদরের ধন কুমুদিনী মারা গিয়াছেন। তিনি জানিয়াছিলেন, লবঙ্গ তাহাকে আনিয়াছে। পোড়া পুলিস ছাইও বুঝে না, নির্দ্দোষীকে ধরিয়া ছেঁড়াছেঁড়ি করিতে তাহারা খুব মজবুত, কাজেই খুনের দায় আমার ঘাড়ে চাপাইল! এ গরীব কিছুই জানে না, আগুন চাপা থাকে না, সত্য কথা প্রকাশ হইল, খুনের আসামী ধরা পড়িল। আজ পুলিসের হাত হইতে খালাস পাইয়াছি, আজ আপনার কাছে হাজির হইয়াছি, তবে আমার দোষ কি ?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"এ সকল গোলের কথা আমি কিছু কিছু শুনিয়াছি বৈ কি ? তুমি যে খালাস পাইয়া আসিয়াছ, ইহা বড় আহ্লাদের বিষয়, কিন্তু আসল কথাটা নিশ্চয় তুমি জান, বলিতেছ না কেন বল দেখি ?"

লবঙ্গ বলিল,—"কি বাবু ?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"কুমুদিনীর কথা। সে কোথায় গেল, তাহার কি হইল, তুমি তাহা নিশ্চয়ই জান। আমার কাছে তাহা গোপন করা তোমার উচিত নহে।"

লবঙ্গ বলিল,—"তাহাকে সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে রাখিয়া রাত্রি ১০টার সময় এই বৈঠকখানায় আপনাকে খবর দিয়া গিয়াছি, তাহার পর আমি এ দেশ ছাড়িয়াছি, তাহার কি হইল, কিছুই জানি না।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"ভাল, স্বীকার করিলাম, তুমি আর কিছু জান না, কিন্তু তোমার বুদ্ধি খুব প্রখর, আন্দাজ করিয়া বল দেখি, তাহার কি হইল ?"

লবঙ্গ বলিল,—"আপনাকে ফাঁকি দিয়া আর কেহ তাহাকে হাতাইয়াছে। আপনার যে লোকটা সেখানে ছিল, সেই কি ঘটাইয়াছে।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"অসম্ভব অনুমান, সে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, তবে গোলের কথা এই যে, তাহার আর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।"

লবঙ্গ বলিল,—"আর কাহারও টাকা খাইয়া সেই লোকটা কুমুদিনীকে সরাইয়া দিয়াছে।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"এরূপ কার্য্য তাহার দ্বারা কখনই হইবে না।"

লবঙ্গ আবার বলিল,—"সে হয় ত নিজে নিজেই সরাইয়াছে।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"এমন অবিশ্বাসের কাজ কখনই সে করিবে না।"

লবঙ্গ বলিল,—"একটা সামান্যা স্ত্রীলোকের জন্য আপনি ভাবিয়া খুন হইলেন দেখিতেছি, এ দিকে যে আকাশের চাঁদ ধুলায় লুটাইতেছে, তাহার উপায় কি বলুন ?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"সে কথা বলিয়া কেন আর আমাকে জ্বালাতন কর, এ তিন দিন তোমার কথা ভাবিয়া কাতর হইয়া আছি, এখনও সে আগুন প্রাণে জ্বলিতেছে। তুমি আসিয়া আবার ঘি ঢালিয়া আগুন বাড়াইতে চাহ কেন? আমি কখনও কাহার শত্রুতা করি নাই, আমাকে এরূপে দগ্ধ করিয়া তোমার লাভ কি লবঙ্গ ?"

লবঙ্গ বুঝিল, ঔষধ ঠিক ধরিয়াছে, তাহার আয়োজন ব্যর্থ হয় নাই। বলিল,—"যন্ত্রণা নিবারণের ঠাণ্ডা প্রলেপ আমার কাছে আছে, আগুন নিবাইবার জলের কলসী আমার হাতে আছে।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"মিথ্যা কথা। মানুষকে যন্ত্রণা দিয়া তামাসা দেখাই তোমার ব্যবসায়, নহিলে সে দিন এত সাধ্য-সাধনা করিলাম, তবু নামটি বলিলে না কেন ?"

লবঙ্গ বলিল,—"এ গঞ্জনা আপনি করিতে পারেন বটে, সে দিন নামটি নিশ্চয়ই বলিতাম; কিন্তু কি করি, দাদাবাবু হঠাৎ আপনাকে ডাকিলেন, কাজেই আমাকে পলাইয়া যাইতে হইল।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"সে দিনকার কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, আজি এখানে আসিয়াছ, আজিও কি আমাকে অন্ধকারে কাঁদাইবে ?"

লবঙ্গ বলিল,—"আজ সব বলিব। বড় ঘরের বড় কথা। আগে বলুন, আপনি শেষে ভয় পাইবেন না? আকাশে তুলিয়া ফেলিয়া দিবেন না? ভরা-গঙ্গায় নৌকা ডুবাইবেন না ?"

মাণিকলাল বিষণ্ণস্বরে বলিলেন,—"জানি না, কেন তুমি অবিশ্বাস করিতেছ ? তুমি একবার আমাকে মজাইয়াছ, তথাপি আমি তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেছি। তুমি যখন যাহা বলিয়াছ, তাহাতেই আমি স্বীকার হইয়াছি, কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতেছ না, তবে আর কথায় কাজ কি ভাই! যাহার প্রতি এত অবিশ্বাস, তাহার নিকট এরূপ প্রস্তাবে কোনই প্রয়োজন নাই।"

মাণিকলাল অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। লবঙ্গ বলিল,—"না না, আপনি রাগ করিলেন ? আমি মধ্যস্থ, এ সকল কাজে একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই মধ্যস্থ মারা যায়। আমি নিজের সাফাইয়ের জন্য এত কথা বাজাইতেছি।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"কি করিলে তোমার প্রত্যয় হইবে ? কোথাও যাইতে বল, দেশ ত্যাগ করিতে বল, কোন রকম দলীল লিখিয়া দিতে বল, আমি সবতাতেই রাজি, তবু যদি আমাকে বিশ্বাস না কর ভাই, তবে বুঝিব, আমার পোড়া অদৃষ্টই মন্দ।"

লবঙ্গ বলিল,—"দুঃখ করিবেন না।" তাহার পর ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আস্তে আস্তে বলিল,—"আমাদের বাবুর মেয়ে হেমলতা। সেই গাড়ীভাঙ্গার দিন আপনাকে দেখার পর হইতে আপনার জন্য পাগল, আপনার কথা ছাড়া অন্য কথা নাই, অন্য চিন্তাও নাই, এখন কি করিতে হইবে, বলুন।"

মাণিক বলিলেন,—"বল কি ? বামন হইয়া সে চাঁদ আমি ধরিতে পারিব কি? সে অমূল্য রত্ন আমি মাথায় ধরিতে পারিব কি ? সে স্বর্গের ফুল এ নরকে আসিবে কি ? দেখিয়াছি! লবঙ্গ, সেই দিন দেখিয়াছি! কি চক্ষু! কি কর্ণ! মরি মরি, কি মুখের ভাব, যাহা দিতে পারিবে না, সে কথা কেন তুলিলে লবঙ্গ ?"

লবঙ্গ বলিল,—"আপনার ভাগ্যেও ঘটিবে; দিতেও পারিব। কাল রাত্রে এখানে আনিব কি ?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"আনিতে পারিবে কি ? কেহ আমার মাথা কাটিয়া ফেলিবে না তো ?"

লবঙ্গ বলিল,—"তাঁহার কার্য্যে কথা কহে, কাহার সাধ্য ? থিয়েটার দেখার নাম করিয়া আমি রাত্রি ৮টার পর ঠিক লইয়া আসিব। সঙ্গে দুটো দরোয়ান থাকিবে, তাহারা আমাদের হাতের লোক।"

আরও অনেকক্ষণ থাকিয়া লবঙ্গ খুব পাকাপাকি পরামর্শ আঁটিল, তাহার পর রাত্রি ১২টার সময় সে চলিয়া গেল। সমস্ত দিন ঘোর পরিশ্রমের পর যথাসময়ে আহার করিতে না পাওয়ায় মাণিকলালের শরীর নিতান্ত অবসন্ন ও কাতর হইয়াছিল, লবঙ্গ চলিয়া গেলে হাত-মুখ ধুইয়া তিনি আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু সেই অনেকক্ষণের তৈয়ারী শীতল খাদ্যের কিছুই তাঁহার ভাল লাগিল না নামমাত্র আহার করিয়া তিনি আসন ত্যাগ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অতি প্রত্যুষে নরেশ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার নিমিত্ত কার্ত্তিক দরজার বাহিরে আসিয়াছেন, এমন সময় মাণিকলাল দেখা দিলেন। কার্ত্তিক বলিলেন,—"সুপ্রভাত বলিতে হইবে, তোমার কথাই ভাবিতেছি, আইস, দুই জনে যাই।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"চল, অনেক দরকারী কথা আছে।"

কার্ত্তিক কল্য রাত্রিকালে মাণিকলালের বৈঠকখানা হইতে চলিয়া আসিবার পরই লবঙ্গ সেখানে আসিয়াছিল, তাহার সহিত যে যে কথা হইয়াছে, মাণিকলাল তাহার কোন অংশ প্রচ্ছন্ন না করিয়া কার্ত্তিককে জানাইলেন। সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, কি করা উচিত, সে অবস্থায় কি পরামর্শ দেওয়া বিধেয়, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি নির্ব্বাক্ রহিলেন।

পথে বিকৃত-স্বরে চীৎকার করিতে করিতে ফেরীওয়ালা বলিতেছে—

"দুই সতীনে জ্বালিলে আগুন,
বড় কল্লে ছোটকে খুন।
একটি পয়সা দিয়ে ফেল্লে,
দেখুন সবাই কেতাব খুলে।"

চরণ বাবুর দ্বিতীয়া পত্নী কুমুদিনীর হত্যা উপলক্ষে বটতলার কবিগণ ছয় পৃষ্ঠায় সমাপ্ত যে গান ও কবিতাপুস্তক রচনা করিয়াছেন, এই অপূর্ব্ব মিলযুক্ত ছড়া তাহারই অন্তর্ভুক্ত। এক এক পয়সা দিয়া অনেকে পুস্তিকা ক্রয় করিতেছে, সংবাদপত্রসমূহেও এই বিষম কাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। গঙ্গাস্নানের ঘাটে, অন্তঃপুরে, হাটে, পথে অনেকেই এই ভয়ানক খুনের কথা আলোচনা করিতেছে। প্রকৃত বৃত্তান্তের উপর অনেক শাখা প্রশাখাও সংযুক্ত হইয়াছে।

কার্ত্তিক ও মাণিকলাল পথে অনেক কথাই শুনিতে পাইলেন। নরেশ বারান্দায় পরিক্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে বন্ধুদ্বয় তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলে প্রকোষ্ঠমধ্যে আসন গ্রহণ করিবার পর কার্ত্তিক বলিলেন,—"একটা দুশ্চিন্তা আমাদিগের গিয়াছে, মৃতা নারী যে আপনার স্ত্রী নহেন, ইহা স্থির হইয়াছে।"

নরেশ বলিলেন,—"আমি মনে করিতেছি, তিনি ইহলোকে নাই জানিলে যতই কষ্ট হউক না কেন, আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম, তিনি বাঁচিয়া আছেন অথচ তাঁহার সন্ধান নাই, ইহা বোধ হয়, ভয়ানক দুশ্চিন্তা। কোথায় আছেন, কি ভাবে আছেন, গোলমাল হইতেছে, তথাপি সংবাদ দিতে পারিতেছেন না কেন, এ সকল চিন্তার অপেক্ষা গুরুতর চিন্তা আর কি হইতে পারে?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"ঠিক কথা, বাস্তবিকই তাঁহার মৃত্যু হয় নাই বুঝিয়া আমাদিগের চিন্তা একটুও কমে নাই, আমি নিরন্তর এই সন্ধানে ফিরিতেছি; কিন্তু কি বলিব, কোন দিকে কিছুই খবর পাইতেছি না।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আজি হইতে আর এক প্রকার অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে, তাহাতে আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। কালি পুলিসে হরিশ নামে যে লোকটার সহিত আমাদিগের আলাপ হইয়াছিল, সে কলিকাতায় কোথায় থাকে, জানিতে পারিয়াছ কি নরেশ বাবু?"

নরেশ বলিলেন,—"না। তাহাকে আপনার কি দরকার আছে? সে আমার সহিত দেখা করিতে আসিবে কথা আছে। আপনি তাহাকে নগদ দুইটা টাকা এবং এক ভরি আফিং দিয়াছেন, তাহার মুখে আপনার সুখ্যাতি ধরে না।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"লোকটা বড় সরল এবং অতিশয় সত্যবাদী। সে আসিলে আমি যেন সংবাদ পাই। তাহার সহিত একবার দেখা করিতে আমার বিশেষ ইচ্ছা আছে।"

নরেশ বলিলেন, "তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার বাসায় যাইব। রাখালদাসীকে কাল আপনি দেখিয়াছেন, তাহার বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম নহে, আকার-প্রকারও ভদ্র লোকের মেয়ের মত। তথাপি তাহার এরূপ দুর্ম্মতি কেন হইল, বুঝা ভার।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"নিজের গ্লানি নিজেই করি, আমার ভগ্নী বিশেষ সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, বুদ্ধিমতী, লেখাপড়াও কিছু জানে, সে কেন সপত্নীর প্রতি রাখালদাসীর অপেক্ষাও ভয়ানক ব্যবহার করিল?"

নরেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আপনার খুড়ীমা দেবীস্বরূপা, তাঁহার শিক্ষা পাইয়া আপনার ভগ্নীর ধীর, শান্ত ও সহিষ্ণু হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কি বলিব, আপনার খুড়া মহাশয়ের বড়ই রুক্ষ স্বভাব, কন্যার প্রতি স্নেহে তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, তাহাতেও ক্ষতি হইত না। লবঙ্গ রাক্ষসী। তাহার মত চরিত্রহীনা দুষ্টা স্ত্রীলোক আর দেখি নাই; সেই লবঙ্গের মন্ত্রণা লইয়া আপনার ভগ্নী কার্য্য করেন,

সঙ্গে সঙ্গে ধনবান্ ক্ষমতাশালী পিতার আদর ও প্রশ্রয়। ইহাতে অনেক দুষ্কর্ম্ম ঘটাই সম্ভব। আমার আশঙ্কা হয়, শেষ অতি ভয়ানকে দাঁড়াইবে।"

কার্তিক নিরুত্তর। বহুদিন এক সংসারে থাকিয়া নরেশ যথার্থই মীমাংসা করিয়াছেন।

নরেশ আবার বলিতে লাগিলেন, কিন্তু হেমলতার হৃদয়ের এ ভাব যে কখন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, এরূপ নহে। যদি সে কখন জানিতে পারে যে, তাহার কার্য্যে পিতার সহানুভূতি নাই, পিতার আদর ও প্রশ্রয়ে সে বঞ্চিত হইয়াছে, পিতার সহায়তাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দূর হইয়াছে, সে সম্পূর্ণ-রূপে পরের আয়ত্তাধীন হইয়াছে, লবঙ্গলতার মন্ত্রণায় তাহার সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহাকে রক্ষা করিবার লোক আর জগতে নাই, তখন সে হয় ত পথ দেখিতে পাইবে, কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবে; হিতাহিত চিনিতে পারিবে; কিন্তু সে সম্ভাবনা কোথায়?"

কার্তিক নিরুত্তর। নরেশের প্রত্যেক কথাই তাঁহার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বাস্তবিক সে সম্ভাবনা কোথায়? তিনি মনে করিলেন, হেমলতাকে এইরূপ অবস্থায় ফেলিতে চেষ্টা করা আমার ধর্ম্ম। বলিলেন,—"আমার আজি অনেক কাজ, আবার তোমার সহিত দেখা করিব, যদি নিতান্ত অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে কোন সময়ে তুমি একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

মাণিকলাল ও কার্তিক প্রস্থান করিলেন। বেলা ৮৷৷০ টার সময় উভয়ে চোরবাগানের বাসায় ফিরিলেন, বসিতে না বসিতে বাষ্পবিস্তারকারী দুই পেয়ালা চা আসিল এবং দুই কলিকা তামাক আসিয়া হাস্যময়ী নায়িকার ন্যায় পার্শ্বে দাঁড়াইল। কার্তিকের মুখের ভাব প্রগাঢ় চিন্তাপূর্ণ, মুখে কথাও কম, জড়তা দূর করিবার জন্য, চিত্তকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত, ভাবপ্রবাহ স্থির পথে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়ে চা সুন্দরী বারংবার তাঁহার অধর-চুম্বন করিতে লাগিলেন। পার্শ্ব হইতে গন্ধময়ী তাম্রকূট সগর্ব্বে বলিতে লাগিলেন, কেবল চা-কে আদর করিলে আমি পুড়িয়া ছাই হইব। আমার সহিত প্রণয় কর, সুখের ফুয়ারা ফুটিবে। গড়গড়ার নল ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিলে মধুর চুম্বনে সুন্দরীর হৃদয় হইতে আনন্দোচ্ছ্বাস ধ্বনিত হইতে লাগিল, ধূমরূপ অমৃত অকাতরে প্রেমিকের হৃদয়ে ঢালিতে লাগিলেন, যে চিন্তামগ্ন কল্পনাপ্রিয় নায়কের পার্শ্বে এই দুই রসবতী প্রেমিকার শুভাগমন না ঘটে, তাহার জীবন ভারভূত।

বন্ধুদ্বয় চা ও তামাকুর যথেষ্ট সমাদর করিলেন। কিরণবালা বলিল,—"আজ মুখখানা বড়ই ভার, নূতন কাণ্ড কিছু হইয়াছে কি?"

কখন কখন মনুষ্যের হৃদয়ে দুশ্চিন্তা এতই ছাপিয়া পড়ে যে, সে তাহা হইতে মুখ বাড়াইবার পথ খুঁজিয়া পায় না, সহসা কাহারও বাক্যে বা ইঙ্গিতে সে তখন হৃদয়ের ভারলাঘব করিবার উপায় দেখিতে পায়। কার্তিকেরও এখন সেই দশা, কিরণের কথায় তিনি মনের ভাব ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইলেন; বলিলেন,—"এমন নূতন, এমন ভয়ানক কাণ্ড কখনও শুনি নাই; কি বলিব? তোমাদিগের মত আপনার লোকের কাছে বলিতেও মাথা কাটা যায়, নিজের মনে ভাবিতেও লজ্জা হয়, আমার ভগ্নী আমার পরমবন্ধুর সহিত প্রেমের সম্বন্ধ ঘটাইবার নিমিত্ত পাগলিনী হইয়াছে। আজ রাত্রে সে মাণিকলালের বৈঠকখানায় আসিবে স্থির করিয়াছে।"

কিরণ বলিল,—"অতিশয় ঘৃণার কথা বটে। পাপ মনেই হয়, মনেই মিশিয়া যায়, মনের পাপ ধরিয়া অপরাধী করিতে হইলে সংসারের অনেক পুণ্যাত্মারূপে পরিচিত লোকও বাদ পড়ে না। মনের সীমা ছাড়াইয়া পাপকে বাহিরে আসিতে দিলে বড়ই কলঙ্কের কথা হয়। তোমার ভগ্নীর পাপ মনের সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে, এই সময়েই তাহার প্রতীকার করিলে সকল দিক্ রক্ষা হইতে পারে।"

কার্তিক বলিলেন,—"কি প্রতীকার করিব? আমি ত মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতেছি না।"

কিরণ বলিল,—"প্রতীকার আছে। বড়ই সৌভাগ্য যে, মাণিকলাল বাবুর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। মাণিকলাল বাবু তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, তোমার সহিত একমতে কার্য্য করিলে তাঁহার দ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে না, ইহাই স্থির।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"আমি অসাধুর একশেষ, কিন্তু কুলবালার প্রতি জীবনে কখনো মন্দভাবে দৃষ্টিপাত করি নাই। কুমুদিনী-ঘটিত এই ব্যাপারে আমি মনে যার-পর-নাই ক্লেশ পাইতেছি, ধর্ম্ম জানেন, আমি কখন তাঁহাকে চক্ষুতে দেখি নাই। লবঙ্গ তাঁহাকে আমার ঘাড়ে চাপাইতে চাহিয়াছিল, আমি একটা স্থান ঠিক করিয়া দিয়াছিলাম, ইচ্ছা করিয়াছিলাম, সময়মত তাঁহার

সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া যদি তাঁহাকে মন্দ লোক বলিয়া বুঝি, তখন কর্ত্তব্য স্থির করিব। সে কার্য্যে আমার আগ্রহ থাকিলে আমি নিশ্চয়ই সেই রাত্রিতেই সেখানে ছুটিয়া যাইতাম, তথাপি লবঙ্গের প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে আমার গুরুতর পাপ হইয়াছে, আমি সে জন্য অনুতাপে মরিয়া যাইতেছি, লজ্জায় তোমাদের সহিত কথা কহিতে আমার সাহস হয় না। তাহার উপর আবার এই আরও ভয়ানক কাণ্ড ঘটিতেছে। তোমরা আমাকে অনুমতি দাও, আমি কিছু দিনের জন্য দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যাই।"

কিরণ বলিল,—"তুমি ঠিক না থাকিলে নৌকাডুবি হইবে। তোমার উপর সে অভাগিনীর এখন ঝোঁক পড়িয়াছে। যদি বুঝিতে পারে যে, তুমি তাহাকে চাও না, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই অন্যদিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে, তাহার কুপ্রবৃত্তি কখনই তাহাকে স্থির থাকিতে দিবে না। যে নারী জন্মে কখন ভালবাসিতে শিখে নাই, সে পদ্মের পাতায় জলের মত অস্থির। যে দিকে পথ দেখিবে, সেই দিকেই দৌড়িবে। এ অবস্থায় তুমি যে কয়দিন তাহাকে ঠিক করিয়া রাখিবে, সে কয় দিনই সে ঠিক থাকিবে।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"তাহার পর আমি কয় দিন এরূপ মিথ্যা অভিনয় চালাইতে পারিব, শীঘ্রই ত ধরা পড়িব, তখন কি হইবে ?"

কিরণ বলিল—"ইহারই মধ্যে শাসনে, সাবধানে তাহাকে সুপথে আনিতে হইবে।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"সেই ত গোলের কথা। খুড়া মহাশয়ের আদরে সে এত বাড়াইয়া তুলিয়াছে। তাহাকে শাসন করে কার সাধ্য ?"

কিরণ বলিল—"তোমার খুড়া মহাশয়কে দিয়াই শাসন করিতে হইবে। তুমি মনে করিলে কি না পার।"

কার্ত্তিক চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মাণিকলাল বলিলেন,—"এ দিকের কথা ত এই পর্য্যন্ত। আমাকে তোমাদের কথামত চলিতে হইবে। তাহার পর কার্ত্তিক যাহা করিয়া উঠিতে পারেন, করিবেন। এখন কুমুদিনীর জন্য কি করি। প্রেচোর ত কোনমতেই সন্ধান পাওয়া গেল না।"

কিরণ বলিল,—"আমার বিশ্বাস, তিনি স্থানান্তরে যান নাই বা কোন বিপদে পড়েন নাই ; আমাদের নিকটেই নির্ব্বিঘ্নে আছেন।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"এ কথা ত তুমি আগেও বলিয়াছ, কিন্তু তখনও যেমন অন্ধকার, এখনও তেমনই। কাছেই যদি আছেন, তাহা হইলে কেহই জানিতে পারিতেছে না কেন ?"

কিরণ বলিল—"কলিকাতায় এখন হেমলতা, লবঙ্গ, কার্ত্তিকের খুড়া মহাশয় আছেন। এ তিন জনকেই কুমুদিনীর অতিশয় ভয়। জানাজানি হইলে আবার আরও বিপদ ঘটিতে পারে। বাসস্থানে যাইলে সর্ব্বনাশ হওয়াই সম্ভব। এ অবস্থায় কোন একটা নিরাপদ আশ্রয়ে লুকাইয়া থাকা অসম্ভব নহে।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"এ অনুমান ঠিক হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিল কে ? তাঁহার বৃদ্ধা মা যে কাঁদিয়া মরিতেছেন, তাঁহাকেই বা তিনি কোন সংবাদ দিতেছেন না কেন ? তাঁহার স্বামীর নিকটই বা তিনি খবর পাঠাইতেছেন না কেন ?"

কিরণ বলিল,—"ইহারও উত্তর অনুমান করা যাইতে পারে। স্বামী কোথায় আছেন, তাহা হয় ত তিনি ঠিক জানেন না, ঠিক করিয়া জানিতে হইলে লোক-জানাজানি হইয়া পড়ে, তাহাতে অনেক বিপদের আশঙ্কা। আর তাঁহার মা কিছু জানিতে পারিয়াছেন কি না, কে জানে ? নরেশ বাবু কয় দিন সেখানে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার শাশুড়ীকে কি ভাবে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার খবর তোমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি ? আর তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিল কে, তাহা স্থির করা বড় কঠিন কথা। মনে কর, যে তোমাকে ভালবাসে, যে তোমার সহিত সম্বন্ধ অটুট রাখিতে চাহে, যে তোমার এরূপ কোন সম্বন্ধ ইচ্ছা করে না, অথবা যে ভালবাসার ভাগীদার সহিতে পারে না, এমন কোন স্ত্রীলোক এ কার্য্য করিলেও করিতে পারে।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"তোমাদিগের কাছে আমার কোন লুকোচুরি নাই, হরিমতির সহিত আমার কোন সময়ে একটু ভালবাসাবাসি ছিল বটে, কিন্তু এখন আমার ও তাহার সে মন নাই। অনেক ভালবাসা দেখিলাম, অনেক ভালবাসা ভোগ করিলাম, বুঝিয়াছি, একজন যেমন ভালবাসে, তেমন আর কোথাও নাই।"

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তিনি ?"

মাণিক বলিলেন,—"কি করিয়া বলিব, তিনি ঘরের লক্ষ্মী !"

কিরণ বলিল,—"মা শুভচণ্ডীর কৃপায় ঘটে সুবুদ্ধি আসিতেছে।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"বড় দুর্ম্মতি না হইলে

তোমার আমার মত লোকের বুদ্ধি খুলে না! দেখিতেছি, তোমার লক্ষণ ভাল নয়।"

মাণিক বলিলেন,—"এ কথা তুলিলেই ঠাট্টা খাইতে হইবে জানি। সে যাহাই হউক, তুমি যাহা বলিতেছ কিরণ, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। হরিমতি পূর্ব্বভাবের অন্যথা দেখিয়া আমাকে সম্পূর্ণরূপে হাতে রাখিবার জন্য অথবা আমি অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি পাছে আসক্ত হই, এই ভয়ে কুমুদিনীকে সরাইয়া দিলেও দিতে পারে। হউক, না হউক, অনুসন্ধানের এ একটা নূতন পথ, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। এই পথেই আপাততঃ দেখিতে হইবে।"

কিরণ বলিল,—"তোমরা দেখ, আর যদি অনুমতি কর, তাহা হইলে আমিও দেখি।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"এ জন্য অনুমতি চাহিতেছ কেন? উৎকণ্ঠা দূর করিবার জন্য কত চেষ্টাই হইতেছে। তুমি যাহা বল, তাহাই ঠিক হয়, সকল বিষয়েই তোমার যুক্তি বড়ই পাকা, তুমি যদি স্বয়ং অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে বিফল হইলেও আমরা বুঝিব, চেষ্টার চূড়ান্ত হইয়াছে।"

মাণিকলাল অনেক বেলা হইয়াছে দেখিয়া বেহারাকে গাড়ী ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। কার্ত্তিককে কহিলেন,—"যদি কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমাকে জানাইও ভাই! আমি কিন্তু আজ আহারের পরই হরিমতির বাটীতে এই সন্ধানে যাইব, আবার সন্ধ্যার পর এ দিকে গোল আছে, বেশ কাজে আজিকালি আমরা দিন কাটাইতেছি।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"কাজ বেশই বটে। যদি শেষ বেশ হয়।"

গাড়ী আসিল, মাণিকলাল প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হরিশকে সঙ্গে লইয়া নরেশ বেলা ৩টার সময় কার্ত্তিক বাবুর বাসায় আসিলেন। একজন অপরিচিত লোক আসিতেছে জানিয়া কিরণ অগ্রেই সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল, সে অন্তরাল হইতে দেখিল, এই দুই দিনের মধ্যেই নরেশের আকারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি আরও কৃশ, ম্লান এবং কাতর হইয়াছেন। কিরণ ভৃত্যের দ্বারা কার্ত্তিককে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, বাবুদিগের জন্য কি চাহি? হরিশের জন্য তামাক এবং নরেশের জন্য পান আসিল।

কার্ত্তিক বলিলেন,—"ভাই নরেশ, একটা কথা তুমিও বল নাই, আমিও জিজ্ঞাসা করি নাই। তোমার শ্বশ্রূমাতা কেমন আছেন?"

নরেশ বলিলেন,—"সে আবার ঘোর চিন্তার কথা। তিন দিন পূর্ব্বে আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম, তখন তাঁহার ঘরের তালা বন্ধ। যে মারা গিয়াছে, সে যে তাঁহার কন্যা নহে, ইহা জানিতে পারিয়াছেন। প্রতিবাসীদিগের নিকট, তিনি কোথায় গিয়াছেন, কেন গিয়াছেন, কেমন আছেন, এ সকল কোন সংবাদই পাইলাম না। একজন স্ত্রীলোককে বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ফিরিয়া আসিতে হয় ত ৪।৫ দিন বিলম্ব হইবে। বুঝিতে পারিতেছি না, এ আবার কি ব্যাপার।"

কার্ত্তিক মনে মনে বলিলেন,—"কিরণ! আমার অনেক পুণ্যফলে তোমাকে পাইয়াছি। তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ, তাহাই সত্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। নিশ্চয়ই কুমুদিনীর জননী কন্যার সংবাদ পাইয়াছেন এবং গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্থানান্তরে গিয়াছেন; নতুবা সেই বৃদ্ধা শোকাতুরা নারী একাকিনী আপনার গৃহ ত্যাগ করিয়া সহসা আর কোথায় গেলেন?" কার্ত্তিক নরেশকে বলিলেন, —"ভাই, এ চিন্তা ক্রমেই নানা কারণে কমিয়া আসিতেছে অতি শীঘ্রই আমি সুসংবাদ পাইব। আশা করিতেছি, বৃদ্ধার স্থানান্তর গমন অশুভসূচক নহে।"

নরেশ বলিলেন,—"জানি না, কি ভরসা আপনার।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"দত্ত মহাশয়, একটা দরকারী কথার জন্য আগে আপনার সহিত কথা কহা হয় নাই।"

হরিশ হুঁকা রাখিয়া সম্ভ্রমমত দূর হইতে কার্ত্তিক বাবুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল,—"ধর্ম্ম-অবতার, আমি তাঁবেদার, আমার সহিত এমন করিয়া কথা কহিতেছেন কেন? আপনি মহাশয় ব্যক্তি, আপনার নিকট বসিয়াছি, ইহাই আমার মত লোকের পক্ষে বেয়াদবির কথা।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"সে কথা যাক্। রাখাল-দাসীর সহিত তোমার দেখা হইয়াছিল কি?"

হরিশ বলিল,—"হইয়াছিল বৈ কি। তাঁহার একটুও চিন্তা নাই, মনে কোন ভয়ও নাই।"

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসিলেন,—"কি কি কথা হইল?"

প্রণাম করিলেন। বলিলেন,—"আজ বুধবার, হেমলতার বুঝি থিয়েটারে যাইবার উদ্যোগ হইতেছে? কোন্ থিয়েটারে আজ যাইবে হেমলতা?"

হেমলতা বলিলেন,—"দাদা আসিয়াছ? হ্যাঁ দাদা, থিয়েটারেই যাইব, কোন্ থিয়েটারে যাইব, তাহা এখনও স্থির করি নাই।"

তখন কার্ত্তিক বলিলেন,—"খুড়ী-মা, খুড়ামহাশয়, আমি কখনও কোন আবদার করি নাই, আজ আপনাদের চরণে আমার এক প্রার্থনা আছে। গড়ের মাঠে এক আশ্চর্য্য ম্যাজিক আসিয়াছে, আমার বড় সাধ, আমি আপনাদিগকে তাহা দেখাইতে লইয়া যাই।"

গৃহিণী বলিলেন,—"এই কথার জন্য এত মিনতি কেন বাবা? আমরা বুড়া হইয়াছি বলিয়া কি আমাদের কিছু দেখিতে নাই?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"বেশ তো, চল, আমরা আজ কার্ত্তিকের সঙ্গে ম্যাজিক দেখিতে যাই। হেমলতা মা, তুমিও কেন আজ আমাদিগের সঙ্গে ম্যাজিক দেখিতে আইস না?"

হেমলতা বলিলেন,—"না বাবা। আজ আমি থিয়েটারে যাইব মনে করিয়াছি, আজ আর অন্য দিকে যাইতে পারিব না। আপনারা যান, আপনাদের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া কাল না হয় পরশু যাইব, সে ত রোজই হয় বাবা।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"তবে তাই ভাল! হেমলতা আর একদিন ম্যাজিক দেখিতে যাইবে। কার্ত্তিকের সঙ্গে আজ আমরা যাই, উদ্‌যোগ করিয়া লও।"

তখন দুই দিকে ঘটা পড়িয়া গেল। কর্ত্তাগৃহিণীর উদ্‌যোগ অতি সামান্য, সহজেই শেষ হইল, হেমলতার অনেক বাকী, তিনি তখন চুল লইয়া ব্যস্ত, একজন দাসী তখন তাঁহার খোঁপার স্থানে স্থানে মুক্তার ছোট ছোট তোড়া বসাইতেছে, আর একজন পার্শ্বে কাপড় জামা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এসেন্স ও আতরের গন্ধে ঘর আমোদিত। গন্ধদ্রব্যের বাক্স খোলা হইয়াছে, কিন্তু হেমলতার শ্রী-অঙ্গে বোধ হয় এখন তাহার কিছুই উঠে নাই। লবঙ্গ আসিয়া তাঁহার কানে কানে কি বলিল। হেমলতা একটু হাসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিলেন। লবঙ্গ স্বয়ং ঠিক হইয়া আছে।

কার্ত্তিক বলিলেন,—"হেমলতার এখন অনেক দেরি, সে জন্য অপেক্ষা করার দরকার কি? উঁহারা যাইবেন এক দিকে, আমরা যাইব আর এক দিকে, আমরা যেখানে যাইব, সেখানে তামাসা আরম্ভ ৮॥০টায়। থিয়েটার আরম্ভ হয় ৯টার পর, একটু বিলম্ব হইলে আমরা আর জায়গা পাইব না; সেখানে বড়ই ভিড়, চলুন না কেন, আমরা একটু আগেই যাই।"

হেমলতা বলিলেন,—"বেশ তো বাবা, তোমরা আগে যাও না কেন? আমি লবঙ্গদিদির সহিত দুই জন দরওয়ান লইয়া সেই আড়গড়ার গাড়ীতে যাই। বন্দোবস্ত তুমি ত ঠিক করিয়া দিয়াছ, ভাবনা ত কিছুই নাই।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"তা বটে। এ দিকে আমাদের ঘরে একটা তালা লাগাইয়া আমরা যাইতে পারি, হেমলতার ঘরেও লবঙ্গ একটা তালা লাগাইবে। কার্ত্তিক যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে আমাদের একটু আগে যাওয়াই উচিত। লবঙ্গ, খুব সাবধান, তোমার ভরসাতেই আমরা হেমলতাকে ছাড়িয়া দিই, পথে ঘাটে খুব খবরদার।"

লবঙ্গ অবনতমস্তকে বলিল,—"কোন চিন্তা নাই। লবঙ্গ সঙ্গে থাকিতে দিদিবাবুর গায়ে একটু আঁচড়ও লাগিবে না।"

গৃহিণী বলিলেন,—"হেমলতা, খুব সাবধান! আমরা আসি তবে?"

হেমলতা বলিলেন,—"যেখানে যাইতেছ যাও। আমাকে শিখাইতে হইবে না।"

গৃহিণীর মনে একটু কষ্ট হইল, কিন্তু পিতৃ-আদরে আদরিণী কন্যার কঠোর বাক্য সহ্য করা তাঁহার অভ্যাস হইয়াছে। ব্যবস্থা ঠিক হইল। তখন কর্ত্তা, গৃহিণী ও কার্ত্তিক এবং এক জন দাসী পুরমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাহিরে কার্ত্তিক বাবুর নিয়োজিত ঘণ্টা হিসাবের সেকেণ্ডক্লাস গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, তিন জন গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, ঝি গাড়ীর পশ্চাতে গিয়া বসিল, একজন দারোয়ান গাড়ীর উপরে উঠিল, গাড়ী উত্তর দিকে ছুটিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাত্রি ৮॥০টার সময় রত্নেশ্বর বাবু, তাঁহার গৃহিণী, কার্ত্তিক প্রভৃতিকে বহন করিয়া দ্রুতগামী শকট মাণিকলালের সেই দ্বারে আসিয়া লাগিল।

তৎক্ষণাৎ সকলে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। বেহারা কার্ত্তিক বাবুকে প্রভুর তুল্য জানিত এবং প্রভুর অনুপস্থিতিকালেও তিনি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস করিত। সে সসম্ভ্রমে দ্বার খুলিয়া দিল।

কার্ত্তিক বেহারাকে বলিলেন,—"অতি শীঘ্র পাশের শোবার ঘরে আলো জ্বালিয়া দাও, তাহার পর আমি যেমন যেমন বলি, সেইরূপ করিও।"

বেহারা আদেশপালনে দৌড়িল, কার্ত্তিক গাড়োয়ানকে বহুদূরে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দিলেন। গাড়ী চলিয়া গেল, দ্বারবান্ গাড়ীতে থাকিল, খুড়া-খুড়ীকে সঙ্গে লইয়া কার্ত্তিক শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। ঝি কক্ষের অপর দিকে বারান্দায় বসিল, কক্ষমধ্যে দুইখানি চেয়ারে খুল্লতাত ও তৎপত্নীকে বৃহৎ কক্ষের দিকে মুখ করিয়া বসাইলেন। উভয় কক্ষের মধ্যবর্ত্তী দ্বারে এক সুরঞ্জিত মনোহর পর্দ্দা ঝুলিতেছিল, কার্ত্তিক তাহা টানিয়া দিলেন।

তাহার পর খুড়া-খুড়ীর চরণতলে নিপতিত হইয়া বলিলেন,—"এই পর্দ্দার ফাঁক দিয়া যাহা দেখিবার, তাহা দেখিবেন, আমি গাড়ীতেই নিবেদন করিয়াছি, আপনাদিগের অতিশয় ক্লেশ হইবে। আমি অধম সন্তান, সন্তানের প্রতি কৃপা করিয়া ক্ষমা করিতে হইবে। এখানকার কাণ্ড দেখিয়া হয় ত ভয়ানক ক্রোধ হইবে, কিন্তু আমার দিব্য, হেমলতার দিব্য, আপনারা মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া, নির্ব্বাক্‌ভাবে সকল ব্যাপার দেখিয়া যাইবেন, আমি চরণে ধরিয়া বিনয় করিতেছি, এ প্রতিজ্ঞা আপনাদিগকে করিতেই হইবে।"

রত্নেশ্বর বলিলেন,—"জানি না, তোমার মনে কি আছে! তুমি গাড়ীতে বলিয়াছ, আজ যাহা দেখাইবে, তাহা না দেখিলে আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইবে। তোমার ইচ্ছাধীনে আমি আজ চলিব। অকারণে আমাদিগকে এত কষ্ট দিতে তোমার সাহস হইবে, অথবা আমাদিগকে কোন বিপদে ফেলিতে তোমার ক্ষমতা হইবে, এরূপ বোধ করি না। যাহা তুমি বলিতেছ, আমি তাহার কোন অন্যথা করিব না। কিন্তু ইহা তুমি স্থির জানিও, যদি অনর্থক আমাদিগকে কষ্ট দেও বা বিপদে ফেলিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার বিপদের সীমা থাকিবে না।"

কার্ত্তিক "যে আজ্ঞা" বলিয়া চরণ ত্যাগ করিলেন। তাহার পর সত্বর বেহারার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন-—"বড় ঘরে আলো জোর করিয়া দাও, বাবু আসিলে বলিও, কার্ত্তিক বাবু আসিয়াছিলেন, শয়নঘরে একটা সামগ্রী রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি রাত্রি ১২টার পর আবার আসিয়া সেই জিনিস দেখাইবেন। যতক্ষণ তিনি না আইসেন, ততক্ষণ যেন বাবু কোন মতেই সে ঘরে প্রবেশ না করেন। আমরা যে এখানে থাকিলাম, এ কথা বাবুকে কোন মতেই জানাইও না।"

কার্ত্তিক পুনরায় শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরে যে আলোক জ্বলিতেছিল, তাহা নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন; সম্মুখে বড় ঘরে দুই সামাদানে অত্যুজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল, সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠের সকল ভাগই শয়নকক্ষমধ্যস্থ ব্যক্তিত্রয় সম্পূর্ণ দেখিতে পাইতেছিলেন। আলোক নির্ব্বাণ করিয়া খুড়া ও খুড়ীমার সম্মুখে পর্দ্দার পার্শ্বে কার্ত্তিক ভূ-পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন।

এই সমস্ত ব্যাপার শেষ হইবামাত্র তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, সম্মুখস্থ বৃহৎ কক্ষে এক সুন্দরকায় শোভাময় পরিচ্ছদধারী যুবাপুরুষ প্রবেশ করিলেন, সেই যুবক মাণিকলাল।

তিনি আসিবামাত্র বেহারা তামাক লইয়া আসিল এবং বলিল,—"কার্ত্তিক বাবু ও কামরায় কি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি রাত্রি ১২টার পর নিজে আসিয়া তাহা হুজুরকে দেখাইবেন; যতক্ষণ না আইসেন, ততক্ষণ ও কামরায় যাইতে মানা করিয়া গিয়াছেন।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"বেশ! কি একটা হেঙ্গামা আছে হয় ত! তা হউক, তাঁহার কথা অসাধ্য হইলেও শুনিতে হইবে। বাড়ী হইতে খাবার আসিলে তোমার ঘরে ভাল জায়গায় ভাল করিয়া রাখিয়া দিবে।"

বেহারা চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দড়বড় শব্দে এক প্রকাণ্ড জুড়ী আসিয়া তাঁহার দ্বারে লাগিল। মাণিকলাল একটু চমকিত ও চিন্তিত হইলেন।

অবিলম্বে মুক্তদ্বার দিয়া এক নারীমূর্ত্তি সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সবিস্ময়ে রত্নেশ্বর বাবু ও গৃহিণী দেখিলেন, সেই নারী—লবঙ্গ।

লবঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিল,—"কি দেবেন বলুন; জল আপনি আসিয়াছে, গাড়ীতে দিদিবাবু আছেন।"

মাণিকলাল চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"আসিয়াছেন? এ দরিদ্র সামান্য

লোকের কুটীরে তাঁহার না আসিলে ভাল হইত; তিনি রাজরাজেশ্বরী, তাঁহার এখানে আগমন বড়ই দোষের কথা।"

লবঙ্গ হাসিয়া বলিল,—"দোষ-গুণ বিচারের আর সময় কৈ? তিনি যদি রাজরাজেশ্বরী হন, তাহা হইলে আপনি রাজরাজেশ্বর। যখন তিনি আপনাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দাসী হইবার জন্য আসিয়াছেন, তখন আপনি যদি পাতার কুটীরে বাস করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহাই আজ রাজ-অট্টালিকা মনে করিতেন।"

শয়নকক্ষে রত্নেশ্বর বাবু কাঁপিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার গৃহিণী প্রায় সংজ্ঞাহীনার ন্যায় চেয়ারে ঢলিয়া পড়িলেন। কার্ত্তিক পিতৃব্যের চরণ চাপিয়া ধরিলেন।

মাণিকলাল বলিলেন,—"কার্ত্তিক বাবু আমার পরম বন্ধু। তিনি এখানে সর্ব্বদা যাতায়াত করেন, তুমি কাল আসিয়া বলিয়া গিয়াছিলে, তোমার দিদিবাবু আজি এখানে আসিবেন, আমি সে বাক্য একটা তামাসার কথা মনে করিয়াছিলাম। আমার সহিত তাঁহার কখন আলাপ-পরিচয়ও নাই, এ অবস্থায় আমার ভবনে তাঁহার ন্যায় মহামান্য লোকের আগমন কখনই সম্ভব নহে; কাজেই তোমার কথা—একটা মজামারার জন্য অসম্ভব অসঙ্গত প্রস্তাব বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল, সত্যই যে তিনি এখানে আসিবেন, ইহা আমি একবারও মনে করি নাই।"

লবঙ্গ বলিল,—"কেন আসিবেন না? মন যেখানে সর্ব্বদা পড়িয়া রহিয়াছে, দেহ সেখানে না আসিয়া থাকিতে পারে কি? আর আলাপ-পরিচয় বাহিরে হয় নাই সত্য, কিন্তু দিদিবাবু মনে মনে আপনাকে প্রাণেশ্বর বলিয়া জানিয়াছেন। তবে আর আলাপপরিচয়ের বাকি কি?"

রত্নেশ্বর বাবু কাঁপিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার গৃহিণী মুখে কাপড় দিলেন। কার্ত্তিক উভয় হস্তে পিতৃব্যের চরণ ধারণ করিলেন।

লবঙ্গ আবার বলিল—"এখন গাড়ীর মধ্যে বসিয়া আর কতক্ষণ কষ্ট পাইবেন? আপনার জিনিস আপনি আদর করিয়া তুলিয়া আনুন।"

মাণিকলাল বলিলেন—"তিনি আসিবেন, পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করিবেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য; কিন্তু এ স্থলে না আসিলেই ভাল হইত। কি জানি, যদি কার্ত্তিক বাবু আসিয়া পড়েন।"

লবঙ্গ বলিল—"সে ভাবনা অনাবশ্যক। কার্ত্তিক আসিলে আমাদের দ্বারবানেরা তাহাকে তাড়াইয়া দিবে। এখন আসুন আপনি, আপনি না ডাকিয়া আনিলে ভাল দেখাইবে না।"

মাণিকলাল বলিলেন—"তুমি যাও, ভাই; তুমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস। রাস্তার ধারে অনেক লোক, হয় ত চিনিতে পারিবে, আমি আর যাইব না।"

"তবে তাই হউক" বলিয়া লবঙ্গ প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে অত্যুৎকৃষ্ট কাশ্মীরী শালে আবৃতকায়া নারীকে সঙ্গে লইয়া কক্ষমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল।

মাণিকলাল "আসুন! আসুন!" বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সন্নিহিত এক গদি-আঁটা কৌচে তাঁহাকে বসিতে বলিলেন।

লবঙ্গ বলিল—"যে কাপড় জড়াইয়াছ, তাহাতে এত শীতেও বোধ হয় গরম হইতেছে।"

সে সযত্নে গায়ের শাল খুলিয়া লইল এবং পার্শ্বস্থ চেয়ারের উপর তাহা ফেলিয়া রাখিল। নারীর বদনের কিয়দংশমাত্র অবগুণ্ঠনাবৃত, হীরকাদি-খচিত বিবিধালঙ্কারে তাঁহার দেহের অনেক স্থান আচ্ছন্ন। উজ্জ্বল আলোকপ্রভায় সেই রত্নরাজি ঝলসিতে লাগিল। সেই নারী হেমলতা। অপূর্ব্ব সজ্জায় সেই সুন্দরীকে তখন শোভাময়ী প্রতিমার ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

রত্নেশ্বর ও তাঁহার গৃহিণী স্বচক্ষে দর্শন করিলেন, তাঁহাদিগের আদরের কন্যা অভিসারিকাবেশে অপরিচিত যুবাপুরুষের বিলাসমন্দিরে নিশীথে আগমন করিয়াছে। আর কি দেখিতে হইবে? আর কি শুনিতে হইবে? কর্ত্তা কম্পান্বিত-কলেবরে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কার্ত্তিক সাগ্রহে তাঁহার চরণযুগল বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং তদুপরি মস্তক স্থাপন করিলেন। রত্নেশ্বর পুনরায় উপবেশন করিলেন।

মাণিকলাল বলিলেন, "যাঁহাকে দেখিতে পাইব, এ আশাও ছিল না, কল্পনায় যাঁহাকে চিন্তা করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়াছি, আজ আমার অসীম সুকৃতি-ফলে সেই দেবী সম্মুখে; আজ আমি ধন্য হইলাম।"

হেমলতা তখন একটু মৃদুস্বরে লবঙ্গকে বলিলেন, —"বল দিদি, আমি একদিন একবারমাত্র যাঁহাকে দেখিয়া পাগল হইয়াছি, আজ তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পাইয়া আমার আনন্দের সীমা নাই।"

লবঙ্গ বলিল—"আমাকে মধ্যস্থ রাখিয়া কথা কহিবার প্রয়োজন কি? তোমাদিগের মনে প্রাণে

এক হইয়া গিয়াছে, কেবল মিলনের বাকি ছিল, তাহাও আজ ঘটিল, এখন আর আমাকে টানাটানি কেন করিতেছ? আমি কেন এখন সরিয়া যাই না?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"তুমিই ভাই মিলনের মূল। তুমি চলিয়া গেলে কাজের কথা কিছুই হইবে না, আমিও তোমার নিকট চিরজীবনের মত বাঁধা রহিয়াছি, তুমি ঐ চেয়ারে বৈস।"

তাহার পর হেমলতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু দেবি, আপনাকে হাতে পাইয়াও আমার পরিতৃপ্তি হইতেছে না। প্রাণের যাহা পরম প্রার্থনীয়, তাহা পাইয়াও আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিতেছি না। কার্ত্তিক আমার পরম বন্ধু; সকল সময়েই সে এখানে আসিতে পারে। বড় দুর্দ্দান্ত লোক, সে হয় ত খুন করিয়া ফেলিতে পারে।"

হেমলতার অবগুণ্ঠন আর একটু খুলিয়া গেল। বলিলেন—"কে কার্ত্তিক? সে আমার পিতার অন্নদাস; তাহার নিকট হইতে লেখাপড়া করিয়া লইয়া বাবা তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছেন, দেশে দেশে ঘুরিয়া শুনিতেছি, সে এখন বেশ্যা লইয়া এখানে আছে। বাবা তাহাকে দয়া করিয়া মাসে মাসে দুই শত টাকা দেন, তাই সে খাইতে পায়, সে আবার একটা মানুষ, তাহাকে আবার ভয়? আমি বাবাকে বলিলে তাহার দেহে মাথা থাকিবে কি না সন্দেহ। তাহাকে পরম বন্ধু উল্লেখ করিলে আমার অপমান হয়।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"আপনার জন্য যে যেখানে আত্মীয় আছেন, সকলকেই এই দণ্ডে ত্যাগ করিতে আমি প্রস্তুত। আপনার ন্যায় দেবী যখন অপমান বোধ করেন, তখন বন্ধু দূরে থাকুক, সে হতভাগাকে অতঃপর শত্রু বলিয়া মনে করিব। দেবি, আরও ভয়ের কারণ রহিয়াছে। আপনার পিতা এক জন দেশবিখ্যাত ধনবান্ লোক, এ প্রেমের লীলা কখন গোপন থাকিবে না, আজই হউক বা দশ দিন পরে হউক, অবশ্য ইহা তাঁহারও কর্ণগোচর হইবে, তখন চরণাশ্রিত এ অধীন জনের অস্থি-মাংসের চিহ্নও থাকিবে না।"

হেমলতার অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইল। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন,—"আমার পিতা আমার প্রতি স্নেহে পাগল, স্নেহের প্রাবল্যে তিনি আমার সম্বন্ধে ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারহীন। যাহা আমার ইচ্ছা, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা; আমি যাহা করিব, তাহাই তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিবেন, তিনি স্বচক্ষে দেখিলেও আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না। আমার সম্বন্ধে কাহারও কোন কথায় তিনি কর্ণপাত করিবেন না। আমার বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট যে ব্যক্তি কোনকথা বলিতে যাইবে, সে নিশ্চয়ই অপমানিত হইবে। আমার মা বড়ই ধর্ম্মভীতা সত্য, কিন্তু পিতার সুখের জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাবিয়া কাজ করেন না, পিতার ভয়ে আমাকে কোনরূপ শাসন করিতে মারও সাহস হয় না। আর গোপনের জন্য আপনি ভাবিতেছেন কেন? আমি এ প্রেমলীলা গোপনে রাখিতে পারিবনা, চোরের ন্যায় প্রেমে আমার এ হৃদয়ের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইবে না। আমি স্বয়ং ইহা প্রকাশ করিব। আমার পিতা আপনাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন।"

রত্নেশ্বর কন্যার প্রত্যেক কথায় কাঁপিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, তাঁহারই দোষে হেমলতার এত অধঃপতন হইয়াছে। তাঁহার গৃহিণী সম্মুখে বসিয়া এই ব্যাপার অবলোকনে অক্ষমতা হেতু বদন বস্ত্রাবৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যার বাক্য তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এখনি পৃথিবী দ্বিধা হইলে তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেন। কন্যার এই দুর্দ্দশা দেখিবার পূর্ব্বে তাঁহার মরণ হইলে তিনি নিষ্কৃতি লাভ করিতেন।

মাণিকলাল বলিলেন,—"আপনি আমাকে সুখের সাগরে ভাসাইলেন, অক্ষয় আনন্দের ভাণ্ডার আমার সম্মুখে তুলিয়া দিলেন, আমি আপনার চরণকমলে চিরবিক্রীত হইয়া রহিলাম। কিন্তু দেবি, একদিনের প্রেমানন্দে এ অধমের সন্তোষ হইবে না। এক দিন উদর পূরিয়া ভোজন করিলে চির-জীবনের ক্ষুধা দূর হইবে না। সংসার ত্যাগ করিয়া, আত্মীয়-স্বজন পরিবারবর্গ ভুলিয়া, বিষয়-সম্পত্তি, মানাপমানের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আমি আপনার প্রেমসাগরে অবগাহন করিব। আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিব, কিন্তু আপনি যে আমার হইবেন, অযোগ্য প্রেমিকের সহবাসে পরিতৃপ্ত থাকিবেন, তাহার নিদর্শন কি? আপনার স্বামী আছেন, ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আপনার উপর তাঁহার অধিকার আছে। যে কোন দিন তিনি আসিয়া আপনাকে গ্রহণ করিতে পারেন; তখন এ অভাগার দশা কি হইবে? আত্মহত্যা ব্যতীত আমার নিদারুণ জ্বালা-নিবৃত্তির আর উপায় কি থাকিবে?"

হেমলতা বলিলেন,—"আমার স্বামী! ধিক্ তাহাকে! সে কি আবার একটা মানুষ! আমি

তাহাকে চিরদিন অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, আমি তাহাকে চিরদিন আমার দাসের অযোগ্য বলিয়া মনে করি, সে আমার স্বামী! আমার পিতার ভুক্তাবশেষভোজী কুক্কুর। তাহার ছায়া স্পর্শ করিতে হইলেও আমার ঘৃণা হয়, তাহার প্রতি এক বিন্দু মমতা থাকিলেও আমি তাহাকে তাড়াইতাম না। সে আসিয়া আমাকে অধিকার করিবে! পোড়া কপাল! আমি পদাঘাতে তাহাকে দূর করিয়া দিব। সে অতি সামান্য অপরাধ করিয়াছিল, তাহার প্রতি একটু মমতা থাকিলে সে অপরাধ হাসির কথা হইত। আমি তাহাকে তাড়াইবার জন্য উপায় খুঁজিতেছিলাম, সেই সামান্য অপরাধে আমি প্রকাণ্ড কাণ্ড বাধাইয়া পিতাকেও সেইরূপ বুঝাইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার কথা পিতার নিকট বেদবাক্য। হতভাগা কাপুরুষ তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়া পলায়ন করিল।”

মাণিকলাল বলিলেন,—“কিন্তু সে তো স্বামী, তাহারই তো জোর, সে জোর করিলে আমরা কোথায় ভাসিয়া যাইব। তাহার উপায় আপনি স্থির করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করুন। নতুবা দেবি, দীন ভিক্ষুককে দুষ্প্রাপ্য রত্নভাণ্ডার দেখাইয়া কষ্ট দিবেন না। সুখের সাগরে ভাসাইয়া নিরানন্দ-কূপে ডুবাইবেন না।”

হেমলতা বলিলেন,—“উত্তম কথা। তাহার সহিত জীবনে যাহাতে আমার আর সম্বন্ধ না থাকে, তাহার উপায় আমি অবশ্যই করিব।”

মাণিকলাল বলিলেন,—“কখন্ করিবেন? কি উপায়ে করিবেন?”

হেমলতা বলিলেন,—“বাবাকে দিয়া আমি সেই ছোট লোকের নিকট ফারখত লিখাইয়া লইব, তাহা হইলে আপনি নিশ্চিন্ত হইবেন তো?”

মাণিকলাল জানিতেন স্বামীর পক্ষ হইতে এরূপ কোন ফারখত হয় না, তথাপি বলিলেন,—“ইহা যদি আপনি করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার আর আনন্দের সীমা থাকিবে না। তাহা হইলে আমি মানবজাতিমধ্যে সুখে সর্ব্বপ্রধান হইব। কিন্তু দেবি, বিলম্ব তো সহে না, প্রাণ যে সুখের জন্য উন্মাদ হইয়াছে, তাহা পাইতে বিলম্ব হইলে বাঁচিয়া থাকা ভার, কখন্ তাহা হইবে?”

হেমলতা বলিলেন,—“কল্য প্রাতেই পিতার নিকট ইহার জন্য আবদার ধরিব। সে হতভাগা এখন কলিকাতাতেই আছে, কল্য বাবা তাকে ধরিয়া আনিয়া কাজ শেষ করিয়া দিবেন। কালই সন্ধ্যার পর আমি স্বহস্তে সে কাগজ আনিয়া আপনাকে দেখাইব।”

মাণিকলাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কর-যোড়ে বলিলেন,—“তখনি এ অধম দাস আপনার নিকট অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবে, চিরদিনের জন্য দাসখত লিখিয়া দিয়া বিকাইয়া থাকিবে; আপনার পাদ-পদ্মের চারিদিকে নিরন্তর লুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইবে। কিন্তু যতক্ষণ তাহা না হয়, আপনার অতুলনীয় রূপের চিন্তা করিতে করিতে মরিয়া যাই, সে-ও স্বীকার, তথাপি সে শোভার ভাণ্ডারে হাত দিব না। আপনার ও রূপের শিখায় অবোধ-পতঙ্গের মত মরিবার নিমিত্ত নাচিতে নাচিতে গিয়া পড়িব না, যে দুর্লভ রত্ন নিজের নহে, তাহা ক্ষণেকের নিমিত্ত কণ্ঠে ধারণ করিব না। আপনি বুদ্ধিমতী, আমার প্রেমের প্রগাঢ়তা দেখিয়া আমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন, আর কি বলিব।”

লবঙ্গ বলিল,—“অতি উত্তম কথা বাবু তুলিয়াছেন। বাস্তবিক নরেশের সহিত একটা পাকাপাকি রকম ছাড়াছাড়ি হওয়া আবশ্যক! মাঝামাঝি সে হতভাগা যে একটা গোল তুলিয়া বসিবে, সেটা ভাল নয়। আগেই সাবধান হওয়া উচিত। কাল অতি সহজেই ইহার ব্যবস্থা হইবে।”

মাণিকলাল বলিলেন,—“আর একটা কথা বলিয়া রাখি, এ স্থানটা খুব লোকালয়ের মধ্যস্থ, এরূপ স্থানে অবাধ প্রণয়ের অনেক ব্যাঘাত। বেল-গাছিয়ায় আমার প্রকাণ্ড এক বাগানবাড়ী আছে, সেই স্থানে আমরা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিঘ্নভাবে সুখে কাল কাটাইব; সেইখানেই অতঃপর আমাদিগের মিলন হইবে।”

হেমলতা বলিলেন,—“রাত্রি প্রায় ১টা, আমাদের আজ যাইতে হইবে। কাল ফারখৎ লইয়া ম্যাজিক দেখার ওজরে এখানে আসিব, যতক্ষণ না আসিতেছি, ততক্ষণ জীবনেও মরিয়া থাকিব।”

মাণিকলাল বলিলেন,—“সে কথা বলিও না ভাই! তুমি আমাকে মারিয়া রাখিয়া চলিলে, যদি দয়া থাকে, নরহত্যার ভয় থাকে, তবে কাল আসিয়া বাঁচাইও। নতুবা হেমলতা, পরশু শুনিবে, মাণিকলাল আর নাই।”

হেমলতা বলিলেন,—“কি বলিব, এখনও প্রকাশ হয় নাই। ভাই মাণিক, পা উঠিতেছে না, মনে

রাখিও, আমি তোমার দাসী। দাসীকে ভুলিও না।"

লবঙ্গ হাত ধরিয়া হেমলতাকে লইয়া গেল। গাড়ীর দ্বার উদ্ঘাটনের শব্দ হইল, অল্পক্ষণ পরে সেই গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, ঘোর শব্দসহকারে গাড়ী চলিয়া গেল।

পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে কার্ত্তিক ডাকিলেন, "মাণিকলাল!"

মাণিকলাল চমকিয়া উঠিলেন। এ কি কার্ত্তিকের কণ্ঠস্বর, যাহা হইয়া গেল, তাহা এক ভোজবাজি; আবার এ কি ভোজবাজি হইতেছে?

কার্ত্তিক আবার ডাকিলেন, "মাণিকলাল! তোমার ব্যবহারে তুষ্ট হইয়াছি, হাতে রাখিবার জন্য তোমাকে প্রেমের অভিনয় করিতে হইয়াছে, তদ্ভিন্ন তুমি কু-চক্ষুতে দৃষ্টিপাত কর নাই। এখানে আমার খুড়া-খুড়ী আছেন, তুমি প্রণাম কর!"

দ্বারের যবনিকা অপসারিত হইল। গৃহিণী একটু সরিয়া বসিলেন। সবিস্ময়ে মাণিকলাল দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে রত্নেশ্বর বাবু আসীন। মাণিকলাল বলিলেন,—"এ অধমের সামান্য আশ্রমে আপনাদিগের পদধূলি পড়িবে, এরূপ আশা আমার কখনও ছিল না। আমি বার বার আপনাদের চরণে প্রণাম করিতেছি।" মাণিকলাল ভূতলে মস্তকস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন।

রত্নেশ্বর বলিলেন,—"তুমি কার্ত্তিকের বন্ধু, সুতরাং আমাদিগের সন্তানতুল্য; আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক। আমি বুঝিয়াছি, তুমি আমার কন্যাকে পাপের ফাঁদে ফেলিতে যাও নাই; আর বুঝিয়াছি, তুমি যে সকল কথা বলিয়াছ, তাহাতে তোমার অভিসন্ধির নিন্দা হইতে পারে না। যে দুই চারিটি উৎসাহের কথা তোমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, তা না বলিলে সকল দিক্ বজায় থাকে না; আর বুঝিয়াছি, লবঙ্গের সাহায্যে আমার পাপিষ্ঠা কন্যা পাপে মজিতে বসিয়াছে, তোমার হাত ছাড়া হইলেই সে অন্যত্র বাসনা-পরিতৃপ্তির উপায় দেখিবে; আরও বুঝিয়াছি, আমার অত্যধিক আদরে তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। স্বামীর প্রতি তাহার অভক্তির সহায়তা করিয়া আমিই তাহার সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছি, গৃহিণীর সাবধানতার কথায় কর্ণপাত করি নাই; আরও বুঝিয়াছি, কার্ত্তিক বংশের যথার্থ সু সন্তান। যে সন্তান বংশের কলঙ্ক-আশঙ্কা দূর করিতে যত্নবান্ হয়, তাহারই জন্ম সার্থক। আমি তখনই পদাঘাতে পাপীয়সীর জীবনান্ত করিতাম, কেবল কার্ত্তিকের অনুরোধে কিছুই না করিয়া নিয়তি এই পাপীয়সীর মুখ দেখিয়াছি ও কথা শুনিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, কার্ত্তিক তুমি চিরজীবী হও। এরূপ উপায়ে আমাকে এ কাণ্ড না দেখাইলে আমি কখনই বিশ্বাস করিতাম না। কল্য প্রাতে তোমরা আমার সহিত অবশ্য সাক্ষাৎ করিও; অদ্য রাত্রিতে বাসায় যাইতে ইচ্ছা নাই; সে পাপীয়সী কলঙ্কিনীর সহিত একত্রে আর বাস করিতে পারিব না।"

কার্ত্তিক আবার চরণ ধরিয়া বলিলেন,—"ক্ষমা করিতে হইবে। আমার হস্তে সমস্ত ভার দিন, আমি সমস্তই শুভ পথে আনিতে পারিব।"

মাণিকলাল কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—"তিনি ব্রাহ্মণকন্যা, আমার জননীস্থানীয়া। মনে দুরভিসন্ধি না থাকিলেও মুখে অনেক পাপকথা বলিতে হইয়াছে, তাহাতে ভয়ানক অধর্ম্ম হইয়াছে। আমাকে আপনি ক্ষমা করিবেন।"

রত্নেশ্বর বলিলেন,—"শুনিয়াছি, তোমারা কুকার্য্যে রত, কিন্তু দেখিতেছি, তোমরা বুদ্ধিমান্ ও পরম সাধু, উভয়েই প্রাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, আমি কি করিয়া ফেলিব, বলিতে পারি না, এখন যাই।"

মাণিকলাল ব্যতীত আর সকলেই প্রস্থান করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা ১১টার সময় মাণিকলাল স্বকীয় ভবনে আহার করিতে বসিয়াছেন, সম্মুখে তাঁহার পত্নী ললিতাসুন্দরী বসিয়া রহিয়াছেন।

মাণিকলালের বৈষয়িক আয় প্রভূত না হইলেও তাঁহার সাংসারিক ব্যয় এবং আপনার নানাবিধ অসদ্ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে কষ্ট হয় না, স্বচ্ছন্দরূপেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, কখনও ঋণগ্রস্ত হইতে হয় না। বাটীতে পত্নী ও এক প্রৌঢ়া বিধবা ভগ্নী এবং তাঁহারই দুইটি অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ব্যতীত অন্য আপনার লোক নাই। বেতনভোগী এক দ্বারবান্, ভৃত্য, দাসী ও পাচিকা ভিন্ন আর কেহই নাই, আয়ব্যয়-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য, ললিতাসুন্দরীর ব্যবস্থায় সম্পাদিত হইয়া থাকে; মাণিকবাবু স্বয়ং তাহার কোন সন্ধানও করেন না। তাঁহার অর্থাদির প্রয়োজন হইলে স্ত্রীকে জানাইতে হয়, তৎক্ষণাৎ

২য়—১০

আবশ্যকমত অর্থ তাঁহার হাতে আইসে। সে অর্থ কি কাজে লাগিবে, এ কথাও ললিতা কখন জিজ্ঞাসা করেন না। মাণিকলাল নিঃসন্তান।

ললিতাসুন্দরীর বয়স বিংশ বর্ষ। তিনি পরিপুষ্টযৌবনা প্রফুল্লবদনা অনিন্দ্য-সুন্দরী। বিষয়কর্ম্মে বা সংসার-পরিচালনে বিবিধ লোকের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, কিন্তু কদাপি কোন লোক নিতান্ত বিরক্তিকর কার্য্য করিয়াও তাঁহার মুখে সামান্যমাত্রও অপ্রিয়বাক্য শুনিতে পায় না। কেহই তাঁহাকে বিরক্ত করিতে পারে না। স্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে তিনি পরম পূজনীয়া মাতৃস্বরূপা জ্ঞান করেন; সর্ব্বকার্য্যেই তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া চলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়কে গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় স্নেহে পালন করেন এবং তাহাদিগের লেখাপড়া ও স্বভাবচরিত্রের দিকে নিয়ত দৃষ্টি রাখেন। বালকদ্বয় মামীমার পরমভক্ত ও একান্ত অনুরাগী; তাহাদিগের জননী ভ্রাতৃজায়াকে অপ্রাকৃতিক মানবী বলিয়া বোধ করেন এবং বৈধব্যের পরও এইরূপ আনন্দময়ী সঙ্গিনীর আশ্রয় লাভ করিয়া আপনাকে ভাগ্যবতী জ্ঞান করেন।

মাণিকলালের সহিত মধ্যাহ্ন-ভোজনকালেই ললিতার সাক্ষাৎ হয়। তাহার পর অল্পকাল বিশ্রাম করিয়া মাণিকলাল প্রস্থান করেন, দিবা-রাত্রির মধ্যে আর তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন না। সর্ব্ববিষয়ে নিশ্চিন্তমনে ইচ্ছামত পথে বিচরণ করেন। ললিতার ইহাতে বিরাগ নাই, অসন্তোষও নাই।

অদ্য মাণিকলাল আহার করিতে করিতে বলিলেন,—"অনেকের স্বামী মন্দ-স্বভাব, কিন্তু আমার অপেক্ষা মন্দ বোধ হয়, এ পৃথিবীতে আর নাই। সকল স্ত্রীই অসচ্চরিত্র স্বামীর সহিত বিবাদ-বিসংবাদ করে, কিন্তু ললিতা তুমি কখন এ জন্য আমাকে একটি কথাও বল না কেন?"

ললিতা বলিলেন,—"কেন বলিব? তুমি যে পথে সুখ পাও, তাহাতে বাধা দিবার আমার কি প্রয়োজন? তোমাকে সুখ-স্বচ্ছন্দে রাখাই আমার ধর্ম্ম। বিবাদ করিয়া তোমাকে জ্বালাতন করিলে আমার অনিষ্ট ভিন্ন আমার কিছুই হইবে না; তবে কেন তোমাকে আমি বিরক্ত করিব?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"তথাপি কেন তুমি আমাকে অবাধে পাপের পথে চলিবার উপায় করিয়া দাও, কেন তুমি জানিয়াও পাপের ভোগ-সাধনার জন্য হাতে তুলিয়া আমাকে অর্থ দাও, কেন তুমি কুপথে চলিবার নিমিত্ত প্রকারান্তরে আমার সহায়তা কর?"

ললিতা বলিলেন,—"আমি বিশ্বাস করি, স্বামীর সুখের উপায় করাই পত্নীর ধর্ম্ম। ব্যভিচারিণী নারীর সঙ্গ তোমার অনেক দিনের অভ্যাস, সহসা সে অভ্যাস তুমি পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। সমাজ পুরুষকে সেরূপ ভোগের অধিকার দিয়াছে, তবে আমি কেন তোমাকে সুখভোগে বঞ্চিত করিতে গিয়া তোমার অপ্রসন্নতা জন্মাইব? সেরূপ পথ হইতে স্বামীকে টানিয়া আনিতে স্ত্রীর কোন ক্ষমতা নাই। স্বামী স্বাধীন, ইচ্ছা করিলে নিজের বাসনামত ভোগের ব্যাঘাত জন্মিলে, তৃপ্তির পথে বেড়াইতে না পাইলে, তিনি হয় তো স্ত্রীর আর মুখাবলোকন না করিতেও পারেন, সে ক্ষতির পথে আমি কেন যাইব? আমি দাসী, তোমার আজ্ঞাপালন, ইচ্ছাপূরণ আমার ধর্ম্ম। সমাজবিরুদ্ধ কোন গর্হিত কার্য্য তুমি করিতে বসিয়াছ জানিলে সাধ্যমত তাহা নিবারণ করিতে যাওয়া আমার উচিত, তদ্ভিন্ন কোন স্থলেই তোমার কার্য্যে বাধা দিলে আমার পাপ হইবে। তোমার অর্থ, তোমারই প্রয়োজনে আমি তোমাকেই দিই। আপত্তি করিলে যে প্রভুত্ব আমি এখন ভোগ করিতেছি, এক কথায় তুমি তাহা কাড়িয়া লইতে পার। তোমাকে দিনান্তে একবারও যে হাসি-মুখে দেখিয়া আনন্দ ভোগ করি, সে সুখ হয় তো না থাকিতে পারে। তবে কেন আমি সেরূপ অসাধ্য চেষ্টা করিব?"

মাণিকলাল অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। স্বামীর সুখের জন্য এরূপ আত্ম-বলির দৃষ্টান্ত তিনি আর কোথাও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। একটা কথায় তাঁহার মনের বিশেষ ভাবান্তর জন্মাইল। সমাজবিরুদ্ধ গর্হিত পাপে স্বামীকে লিপ্ত দেখিলে ললিতা বাধা দিতে বাধ্য। কিরণের কথা তাঁহার মনে পড়িল, কিন্তু এখন এ কথার কোন আন্দোলন না করিয়া বলিলেন,—"তবে কি ললিতা, আমি চিরদিনই এইরূপ পশু হইয়া থাকিব?"

ললিতা বলিলেন,—"কেন থাকিবে? যখন বুঝিবে, গৃহের ক্রীতদাসী তোমার সেবা করিতে শিখিয়াছে, যখন বুঝিবে, তোমার জীবন-মরণের সেবিকা তোমার মনোরঞ্জন করিতে পারিতেছে, সেই দিনই আমার ভাগ্যাকাশের অমানিশা অপগত হইবে। তখনি সুখের সাগরে আমার জীবন ভাসিতে থাকিবে, দুঃখের দিন দূর হইয়া যাইবে।"

তখন আর কোন কথা হইল না। হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া মাণিকলাল বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ললিতা তাম্বুল-হস্তে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তাম্বুল-প্রদানের নিমিত্ত হস্তপ্রসারণ করিলে মাণিকলাল তাহা গ্রহণ না করিয়া ললিতার হস্ত ধারণ করিলেন এবং সাদরে তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া বলিলেন,—"মানুষে দেবতা হইতে পারে, যে তোমাকে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে। আমি তাহা অনেক দিন জানি, কিন্তু অভ্যাস বড়ই প্রবল, তাহাকে দমন করিতে সময় লাগে। অনেক দিনের চেষ্টায় আমি তাহাকে পদদলিত করিয়াছি, এরূপ পাপী অধম জনকে তুমি ক্ষমা করিবে কি ললিতা ?"

সহসা আসন হইতে অবতরণ করিয়া মাণিকলাল ললিতার চরণ ধারণ করিলেন। ললিতার চক্ষু তখন জলভারাকুল। সংক্ষুব্ধস্বরে তিনি বলিলেন,—"এ কি কথা বলিতেছ ? তোমার অপরাধ যে কখন দেখিতে পায় নাই, তাহার নিকট কিসের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ ?"

অতি সমাদরে ললিতা মাণিকলালের উভয় বাহু ধারণ করিয়া উঠাইলেন এবং আসনে বসাইয়া বলিলেন,—"আমি নিয়তই তোমার শ্রীচরণে অপরাধী। আমি আপনাকে সে জন্য নিরন্তর শত ধিক্কার দিই। কেন ভগবান্ আমার দেহে তোমার চিত্তবিমোহন করিবার মত রূপ দেন নাই ? কেন আমার বাক্য তোমার কর্ণে তৃপ্তিকর হয় না ? কেন আমার সঙ্গসুখ তোমাকে আনন্দ দিতে পারে না ? কেন আমার ব্যবহার তোমার প্রীতিকর হয় না ? কেন আমার এ পোড়া দেহ আমার দেবতার ভোগে লাগে না ? এই সকল ভাবিয়া আমি আপনাকে আপনি অপরাধী বলিয়া ঘৃণা করি, আর তোমার চরণসেবায় সম্পূর্ণ অযোগ্যা বলিয়া বিশ্বাস করি।"

মাণিকলাল সাদরে বস্ত্রাগ্র দিয়া ললিতার মুখ মুছাইয়া দিলেন। বলিলেন,—"ললিতা, এক সপ্তাহ যদি তোমার পাপাসক্ত স্বামী চরণাশ্রিত দাস ও অনুগত সেবকের মত অবিশ্রান্ত সঙ্গী না হয়, যদি তাহার পাপকর্ম্মের সামান্য অলীক জনরব আর তোমার কর্ণে প্রবেশ করে, তাহা হইলে, ললিতা, আর কি বলিব, বুঝিবে, মাণিকলাল অধম ঘৃণিত ; মাণিকলাল কৃপার পাত্র নহে। সে নারকী দেবীসঙ্গের অযোগ্য এবং সকল পাপীর অপেক্ষা নিন্দিত। আমি সম্প্রতি এক গুরুতর কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহাতে আমার পাপ নাই। পুণ্য আছে কি না, জানি না। সেই কার্য্যে আরও দুই চারি দিন সময় যাইবে, তাহার পর অব্যাঘাতে আমি দেবী-পূজায় প্রবৃত্ত হইব। দেখিব, কত দিনে সে দেবীর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারি।"

ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"হেমলতা পরম সুন্দরী ধনশালিনী, তাঁহার বিশাল নয়নের সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষে তোমার হৃদয় বিদ্ধ হইবে না কি ?"

উত্তর শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা না করিয়া ললিতা প্রস্থান করিলেন। সবিস্ময়ে মাণিকলাল ভাবিতে লাগিলেন, 'জানেন—ললিতা সকল সংবাদ রাখেন। বাস্তবিকই ললিতার কি দৈবী শক্তি আছে। সব জানেন, আমার মনের গতি যেরূপে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাও জানেন কি ? যিনি সব জানেন, তিনি অবশ্যই তাহাও জানেন ? আর কুমুদিনীর কথা !—তাহাও কি ললিতার জানা সম্ভব ? একদিন সে কথা ললিতার নিকট উপস্থিত করিব।' কিয়ৎকাল বিশ্রামাদির পর চিন্তিতভাবে মাণিকলাল গৃহত্যাগ করিলেন।

বাটীর তাবৎ লোকের আহারাদি শেষ হইল। বেলা প্রায় ১টা—ভবন বিশ্রামের ছায়া মাখিয়া যেন কিয়ৎকালের জন্য নিস্তব্ধ হইল। ললিতা একাকিনী আপনার বিশ্রাম কক্ষে বসিয়া ভাবিতেছেন—"যে সকল নারী স্বামীকে ভোগের আনুসঙ্গিক উপকরণ বলিয়া বোধ করে, তাহারা স্বেচ্ছায় চিরদিনের অসুখ ক্রয় করিয়া আনে এবং ধর্ম্মের আদেশ পালনে নিরস্ত হয়। তাহারা স্বামীকে কাহারও সহিত হাস্য করিতে দেখিলে, স্বগৃহাগমনে তাঁহার বিলম্ব ঘটিলে, তিনি স্থানান্তর গমন করিলে সন্দেহ-বিষে জর্জ্জরিত হয় এবং তাঁহাকে কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিতে গিয়া সকলি নষ্ট করে। স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করিয়া এবং তাঁহার সেবামাত্র শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য মনে করিয়া চলিতে পারিলে নারীর জীবন সুখময় ও ধর্ম্মময় হয়। স্ত্রী পতির সহধর্ম্মিণী। স্বামী বুদ্ধির ভ্রমে কখন অধর্ম্মের পথে পড়িয়া ঘোর পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন দেখিলে, স্ত্রীর সাবধান হওয়া উচিত এবং স্বতঃপরতঃ, চেষ্টা করিয়া স্বামীকে সে কার্য্য হইতে নিরস্ত করা কর্ত্তব্য। যে সকল নারী স্বামীর উপর সর্ব্বতোমুখী কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহে, তাহাদিগের অবস্থা বড় শোচনীয়।"

সহসা সুকোমল নারীকণ্ঠে তাঁহার গৃহদ্বারে শব্দ হইল—"জয় কল্যাণী মায়ীকি জয় !"

ললিতা সবিস্ময়ে ফিরিয়া দেখিলেন ; তাঁহার সম্মুখে আগুল্ফলম্বিত কেশ-ভার-সমন্বিতা, রক্তবসনা-

ছাদিতকায়া, বিভূতিবিলেপিত বদনা, রুদ্রাক্ষ-মালিকাবিশোভিতা, স্থূলরক্তচন্দন-ত্রিপুণ্ড্রকন্বতা স্থূলোজ্জল-সিন্দুর-রেখাসীমন্তিনী এক ভৈরবী বিশাল ত্রিশূলহস্তে দণ্ডায়মানা। ভৈরবীর কেশরাশি রুক্ষ এবং ভস্ম-মাখা, সুতরাং বহুবিস্তৃত ও স্ফীতভাবে তাঁহার চরণ-চুম্বনার্থ নিম্নগামী হইয়াছে। কৃষ্ণ-ক্ষেত্রেমধ্যস্থ সুচিত্রিতা দেবী-প্রতিমার ন্যায় সেই শোভাময়ী ভৈরবীকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। ললিতা সসম্ভ্রমে সেই দেবীকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"না না, প্রণাম করিবেন না। শিষ্যা ব্যতীত আর কাহারও প্রণাম গ্রহণ করিতে দেবতার আদেশ নাই।"

ললিতা নিরস্ত হইলেন এবং একখানি সুন্দর আসন আনিয়া তাঁহার সম্মুখে পাতিয়া দিলেন, বলিলেন,—"পদধূলি দিয়া যখন চরিতার্থ করিয়াছেন, আসন গ্রহণ করিয়া তখন ধন্য করুন।"

সন্ন্যাসিনী আসনে উপবেশন করিলেন; ঘর যেন শোভায় আলোকিত হইল। বীণার ন্যায় সুমধুর স্বরে তিনি বলিলেন,—"আমি কল্যাণী মাতার ভৈরবী। ভবানীর আদেশে আমি তোমার নিকট আসিয়াছি।"

ললিতা বলিলেন,—"এ কি সৌভাগ্যের কথা! ভবানীর আদেশে আপনি এই সামান্যা নারীর নিকট কেন আসিয়াছেন? দেবীর কোন্ আদেশ পালন করিয়া আমি ধন্য হইব?"

ভৈরবী বলিলেন,—"তুমি সামান্যা নহ। তুমি সতীশিরোমণি। ভিক্ষুক, শ্মশানবাসী, মাদকসেবী স্বামীর চরণে যে দেবীর অনন্তকালস্থায়ী অচলা মতি, তোমার মর্য্যাদা সেই হরহৃদয়বিলাসিনী কাত্যায়নী বেশ জানেন। তোমাকে দর্শন করিলে পুণ্য হয়। দেবীর কৃপায় তোমার সুখের সীমা থাকিবে না।"

ললিতা বলিলেন,—"আপনাকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম। এক্ষণে আমার প্রতি কি আদেশ?"

তখন সন্ন্যাসিনী ললিতাকে আরও নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ললিতা নিকটে আসিলে তিনি অন্যের অশ্রাব্য-স্বরে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন; ললিতাও সেইরূপ স্বরে কথা কহিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ উভয়ের কথোপকথন চলিল। বেলা ৪টার সময় সন্ন্যাসিনী বিদায় গ্রহণ করিলেন। দ্বারে গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, সন্ন্যাসিনী যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, অশ্বযান বেগে চলিয়া গেল।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেলা ৯টার পর কার্ত্তিক ও মাণিকলাল বহুবাজারে রত্নেশ্বর বাবুর অধিকৃত বিশাল ভবনে প্রবেশ করিলেন। কর্ত্তা ও গৃহিণী গত রাত্রিতে কার্ত্তিক বাবুর সহিত বাহিরে গিয়াছেন। আজি এত বেলা হইল, তথাপি তাঁহারা ফিরিলেন না, সঙ্গে ঝি ও দ্বারবান্ ছিল, তাহারাও কেহ কোন সংবাদ লইয়া আসিল না। সুতরাং বাটীর যাবতীয় লোক অতিশয় উদ্বিগ্নভাবে, কি করা কর্ত্তব্য, তাহারই আলোচনা করিতেছিল। একজন অপরিচিত লোকের সহিত কেবলমাত্র কার্ত্তিক বাবুকে দেখিয়া সকলেরই চিন্তা বাড়িয়া গেল এবং ঝি, চাকর, বরকন্দাজ, মুহুরী, সরকার; এমন কি, যিনি প্রধান কর্ম্মচারী, সকলেই কার্ত্তিককে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল।

কার্ত্তিক বাবু বলিলেন,—"খুড়া মহাশয় ও খুড়িমা তামাসা দেখার পর আমার বাসায় গিয়াছেন। আজিও তাঁহারা এখানে আসিতে পারিবেন না। আমি তাঁহাদিগকে ছাড়িব না। যদি কাহারও কোন প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে আজি আমার বাসায় গিয়া খুড়ামহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া আসিতে পার।" তাহার পর প্রধান কর্ম্মচারীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আপনাকে খুড়া

মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে হইবে, বিশেষ দরকারী কথা আছে। আমি যখন যাইব, তখনি আপনি আমার সঙ্গে যাইবেন।"

রত্নেশ্বর বাবু ও তাঁহার পত্নী গত রাত্রির সেই ভয়ানক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করার পর বাটী আইসেন নাই। কার্ত্তিক বুঝিয়াছিলেন, হেমলতার সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইলে নিশ্চয়ই একটা শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইবে। এই জন্য খুড়া ও খুড়ীর ইচ্ছা অনুসারেই কার্ত্তিক নিজের বাসার অনতিদূরে এক বন্ধুর অট্টালিকায় তাঁহাদিগের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বাটী সকল প্রকার প্রয়োজনীয় পদার্থে সজ্জিত ছিল এবং তন্মধ্যে কোন লোক ছিল না, সুতরাং রত্নেশ্বর বাবুও তাঁহার পত্নীর কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয় নাই। তাঁহাদিগের সঙ্গের ঝি ও দ্বারবান্ ব্যতীত কার্ত্তিকের বাসার ঝি, চাকর ও পাচক তাঁহাদিগের পরিচর্য্যার নিযুক্ত হইয়াছে।

বাস্তবিক হেমলতার দুর্ব্যবহার রত্নেশ্বর বাবুর হৃদয়ে গভীর ভাবান্তর উৎপাদন করিয়াছে। সেই তেজস্বী কোপন-স্বভাব, হঠকারী পুরুষ লজ্জায়, ঘৃণায়, অভিমানে মৃতকল্প হইয়াছেন, এইরূপ ঘটনা দেখিবার পূর্ব্বে কেন তাঁহাদের মৃত্যু হইল না ভাবিয়া, আত্মগ্লানি-তুষানলে দগ্ধ হইতেছেন। সুকঠিন পদার্থের উপর যেরূপ শক্তিসহকারে আঘাত করা যায়, পদার্থও সেইরূপ শক্তিতে প্রতিঘাত করিয়া থাকে। যাহাকে প্রাণ ভরিয়া বিশ্বাস করা যায়, সে যদি কার্য্যে বা ব্যবহারে কণিকামাত্র অবিশ্বাসের পরিচয় দেয়, তাহা হইলে হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা উপস্থিত হয় এবং প্রাণ ভাঙ্গিয়া যায়। যাহার প্রতি ভালবাসা অসীম, সে যদি বিন্দুমাত্র বিরোধী ব্যবহারের পরিচয় দেয়, তাহা হইলে শান্তিপূর্ণ অন্তরকাননে ঘোর দাবানল উপস্থিত হয় এবং জীবনের সকল আনন্দ ধ্বংস হইয়া যায়। এ সকল কথা কাহারও নিকট কার্ত্তিক বিশেষরূপে ব্যক্ত করিলেন না।

মাণিকলালকে উপরে বৈঠকখানায় বসাইয়া, তিনি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কার্ত্তিক বাবুর কথা শুনিয়া দাস-দাসী প্রভৃতি লোকেরা পরস্পর ফুস ফুস করিয়া অনেক কথা কহিল, তাহারা মীমাংসা করিল, এতদিন খুড়া-ভাইপোতে মনান্তর ছিল, কলিকাতায় আসার পর হইতে অসদ্ভাব ক্রমেই মিটিয়া গিয়াছে। ভাইপোর বাসায় খুড়া-খুড়ী যাইবেন বা একদিন থাকিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? বলিতে গেলে ভাইপোই বিষয়ের মালিক। অর্দ্ধেকের যে তিনি ভাগীদার, তাহার ত কথাই নাই। লেখা-পড়া যে রকমই থাকুক না কেন, এখন উভয়ের যখন মিল হইতেছে, তখন হয় ত ভাইপো আপনার অংশ বুঝিয়া পাইবেন। বিশেষ জামাইয়ের সহিত কাহারও মনের মিল নাই, এ অবস্থায় ভাইপোর দিকে টান পড়াই সম্ভব। কার্ত্তিক বাবু লোকও বড় সরল, আর তাঁহার মেজাজও খুব উঁচু। এরূপ যখন দাঁড়াইতেছে, তখন ভালই হইতেছে। লোকেরা এইরূপ বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং স্থির করিল, আপাততঃ কার্ত্তিক বাবু যে বিষয়ে যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহা তাহাদিগকে পালন করিতে হইবে।

অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া কার্ত্তিক বাবু দেখিলেন, হেমলতার তখনি নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ এবং ছোট ছোট। রৌদ্রের দিকে তিনি চাহিতে পারিতেছেন না। গা মাটী মাটী করিতেছে, অতিকষ্টে শয্যা ত্যাগ করিয়া বারান্দায় আসিয়াছেন। একজন দাসী হাতে জল ঢালিয়া দিতেছে, হেমলতা আস্তে আস্তে চোখে মুখে জল দিতেছেন।

আর লবঙ্গ? সে কোথায় গিয়াছিল, কার্ত্তিক বাবুর প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে হেমলতার নিকট আসিল এবং বলিল,—"শুনিয়াছ দিদি! বাবা মা কাল রাত্রে বাটী ফিরেন নাই।"

হেমলতা চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"বাটী ফিরেন নাই! বল কি? তাহা হইলে আগে দাদার বাসায় লোক পাঠাইয়া, তাহার পর পুলিসে খবর দিতে হইবে। এত বেলা হইল, আমলারা কোন সন্ধান করে নাই কেন?"

হেমলতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কার্ত্তিকের মূর্ত্তি তাঁহার নয়নে পড়িল। বলিলেন,—ঐ যে দাদা! দাদা, কাল রাত্রিতে বাবা, মা বাটী ফিরিলেন না কেন?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আমি জেদ করিয়া তাঁহাদিগকে আমার বাসায় লইয়া গিয়াছি, আজিও তাঁহারা আসিবেন না।"

হেমলতা চিন্তা করিলেন, 'দাদার বাসায় যে তাঁহারা যাইবেন, ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। দাদা হয় ত তাঁহাদিগকে কোনরূপ বিপদে ফেলিয়া বিষয়-সম্পত্তি লিখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন, কথাটা ভাল নহে।' বলিলেন—"তোমার বাসার

গিয়াছেন, ইহা ত সত্য বলিয়া আমার মনে হয় না, আমাকে না দেখিয়া বাবা যে স্থির থাকিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। আমি তোমাকে এখান হইতে যাইতে দিব না, পুলিস ডাকাইয়া তোমাকে আটকাইয়া রাখিব আর বাবার সন্ধান করিব।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"যাহা ইচ্ছা হয়, করিতে পার। আপাততঃ আমি বেশীক্ষণ এখানে থাকিব না, বাহিরে মাণিকলাল বাবু বসিয়া আছেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া এখনি আমাকে অন্য কাজে যাইতে হইবে।"

হেমলতার সুর ফিরিয়া গেল। মুখ, চোখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়াছিল, হঠাৎ সকলি স্বাভাবিক ভাবে পরিণত হইল! ভাবিলেন, 'আসিয়াছেন! কাজের জন্য নহে; হয় ত ইচ্ছা করিয়াই আসিয়াছেন, কোন দরকারী কথা থাকিতে পারে।' ইচ্ছা হইল, নিজে তখন ছুটিয়া বাহিরে যান, কিন্তু অসীম-ধৈর্য্য-সহকারে মনকে থামাইয়া লবঙ্গের কানে কানে বলিলেন,—"তুমি যাও দিদি! আমি দাদাকে আটকাইয়া রাখিতেছি, সকল কথা বলিও, সকল কথা জানিও।" তাহার পর কার্ত্তিককে বলিলেন—"তাঁহারা তোমার বাসায় গিয়াছেন, ভালই হইয়াছে, আমাকেও সেখানে লইয়া চল।"

লবঙ্গ সরিয়া পড়িল। কার্ত্তিক বলিলেন—"তোমাকে কেমন করিয়া লইয়া যাইব? এই বাসায় এত জিনিসপত্র টাকা-কড়ি রহিয়াছে, আপনার লোক কেহ না থাকিলে চলে কি? এখন আইস, খুড়ীমার ঘর ঠিক আছে কি না, দেখিতে হইবে।"

কার্ত্তিক অগ্রসর হইলেন। হেমলতা অনুসরণ করিলেন। দেখিলেন, ঘর সমানই চাবি-বন্ধ রহিয়াছে। হেমলতা ভাবিলেন, "মন্দ কি, বাবা, মা যদি দিন কতক দাদার বাসায় বা অন্য কোথাও থাকেন, তাহাতে সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা নাই। মাণিকলাল বাবু এখানে অনায়াসেই লুকাইয়া আসিতে পারিবেন, আরও অনেক সুবিধা হইবে।" বলিলেন, "দাদা তুমি ঠিক বলিয়াছ; বাবা, মা যদি দুই চারি দিন না আসেন, তাতেই বা ক্ষতি কি? তোমার বাসাও তো তাঁহাদের নিজের বাসা। কাজেই আমাকে এইখানেই থাকিতে হইবে। এত জিনিস-পত্র লুটাইয়া দেওয়া চলে না ত?"

কার্ত্তিক বুঝিলেন, হতভাগিনী একেবারেই অধঃপাতে গিয়াছে। পিতা-মাতার অনুপস্থিতিকালে স্বেচ্ছামত ব্যবহার করিতে পাইবে এবং সংসারে মালিক হইয়া থাকিবে, এই জন্য তাঁহারা দুই চারি দিন না আইসেন, এইরূপ বাসনা করিতেছে।

হেমলতা আবার বলিলেন,—"তুমি বোস দাদা! তোমার জন্য তামাক আনাইতেছি, যতক্ষণ তুমি আছ, ততক্ষণ আপনার লোক কাছে আছে, তুমি চলিয়া গেলে আমি একা হইব।"

কার্ত্তিক বুঝিলেন, তাঁহাকে আটকাইয়া রাখাই হেমলতার অভিপ্রায়। তখন তিনি পাচিকাদের ডাকাইয়া রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিলেন এবং সাংসারিক অন্যান্য বিষয়ে হেমলতা ও দাসীদিগকে বিবিধ পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

লবঙ্গ তখনি বাহিরে মাণিকলালের নিকট আসিয়াছে। তাহাকে দর্শনমাত্র মাণিকলাল বলিলেন,—"এই যে, আসিয়াছ! আমি ভাবিতেছি, কি উপায়ে কতক্ষণে দেখা হয়।"

লবঙ্গ বলিল,—"কেবল আমার সহিত দেখা হইলে কি হইবে? দাদাবাবু চলিয়া যাউন, আপনিও সেই সঙ্গে গিয়া একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া আসুন, এখানেই খাওয়া-দাওয়া হউক। আজ বাটীতে কর্ত্তা গৃহিণী নাই, বড়ই সুবিধা।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"ইচ্ছা ত তাই; কিন্তু ঘটে কৈ? একটিবার কোন উপায়ে চাঁদমুখ দেখিতে পাইব, অভাবে সংবাদটিও লওয়া হইবে, এই ভরসায় প্রাতঃকাল হইতে উমেদারী করিয়া কার্ত্তিক বাবুর সহিত জুটিয়াছি; বড় ভাগ্য যে, তোমাকে দেখিতে পাইলাম। ভাল আছেন ত? তিনি ভাল না থাকিবেনই বা কেন? অভাগা ছট্‌ফট্ করিয়া মরিতেছে।"

লবঙ্গ বলিল,—"তাঁহার অবস্থা আরও ভয়ানক। এ আগুন মনে জ্বলিলে মানুষ কি কখন ভাল থাকিতে পারে; যখন আসিয়াছেন, তখন দয়া করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করুন।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"কি করিব, এখানে কোন উপায়ই হইতে পারে না। এখানে এত দাসদাসী লোকজন; লোকে নিশ্চয়ই টের পাইবে, শেষে গরীবের প্রাণটি যাইবে। বেলগাছিয়ার বাগানে যাহাতে মিলন হয়, আজই তাহার উপায় করিব। বৈকালে যদি কোন সুযোগে পারি, আসিয়া আবার খবর লইব। আমাকে মনে রাখিতে বলিও। আমি বড় আশায় পাগল হইয়া রহিয়াছি।"

লবঙ্গ বলিল,—"আপনি ত পাগল এখনও হন নাই ; এ দিকে জপ-তপ কেবল আপনি।"

বাহির হইতে কার্ত্তিক ডাকিলেন,—"মাণিকবাবু আইস।"

লবঙ্গ অন্য দ্বার দিয়া পলায়ন করিল। মাণিকলাল উঠিয়া নীচে গমন করিলেন।

কার্ত্তিক বাবু জমাদারকে ডাকিয়া বলিলেন,—"যতক্ষণ খুড়া মহাশয় ও খুড়ী-মা বাটীতে ফিরিয়া না আইসেন, ততক্ষণের মধ্যে লবঙ্গ ও তোমাদের দিদি বাবু যেন কোনমতেই বাটীর বাহিরে যাইতে না পারেন। যদি বিশেষ প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে খুড়া মহাশয় হুকুম পাঠাইয়া দিবেন। লবঙ্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। সে অতিশয় কুমতলবের লোক জিনিসপত্র সকলি রহিয়াছে, বিশেষ সাবধানে বরকন্দাজদিগকে পাহারা রাখিবে। বৈকালে খুড়া মহাশয় আইসেন ভাল, না আসিলে আমি আবার আসিব।" তাহার পর প্রধান কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া কার্ত্তিক ও মাণিকলাল গাড়ীতে উঠিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিক ভয়ানক ব্যস্ত। পিতৃব্যের বাসায় তাঁহাকে সকল ব্যবস্থা করিতে হইতেছে, তাহার উপর আবার বহুবাজার যাওয়া আছে, সুতরাং মোটেই সময় নাই। কিরণের সহিত সমস্ত দিন সাক্ষাৎ হয় নাই। প্রবল কর্ত্তব্যের তাড়নায় আকাঙ্ক্ষা চাপিয়া রাখা বড়ই কঠিন হইলেও কার্ত্তিককে অসাধ্যসাধন করিতে হইয়াছে।

কার্ত্তিকের সুব্যবস্থায়, ধীরতায় এবং হিতৈষিতায় রত্নেশ্বর বাবু মোহিত হইয়াছেন। এরূপ আপনার লোকের হাতে সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া অসঙ্গত নহে বলিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন। যে কর্ম্মচারী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে রত্নেশ্বর বলিয়া দিয়াছেন, নানা কারণে তিনি কয়েক দিন অজ্ঞাতবাসের ভাবে এই স্থানে থাকিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কার্ত্তিক বাসার যাতায়াত করিবেন এবং যে বিষয়ের যে ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই সকলকে পালন করিতে হইবে।

কর্ম্মচারী দাদাবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া আদেশ ও উপদেশ জানিয়া গিয়াছে।

সেই দিন বৈকালে কার্ত্তিক একবারমাত্র অতি অল্প সময়ের জন্য বহুবাজারের বাসায় গিয়াছিলেন। বাহির হইতেই সমস্ত সংবাদ গ্রহণ করিয়া দাসদাসীকে আবশ্যকমত উপদেশ দিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। হেমলতার সহিত সাক্ষাৎ করা হয় নাই।

সেখান হইতে নরেশ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ভাব দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল, নরেশ বাবু পূর্ব্বাপেক্ষা প্রসন্ন ও প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও নরেশ বিশেষ কথা কিছু বলেন নাই। কুমুদিনীর জননী কলিকাতায় আসিয়াছেন, কিন্তু নরেশের সহিত এখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। কার্ত্তিকের কৌতূহল এবং ঔৎসুক্য অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইলেও সময়াভাবে নিবৃত্তির কোন উপায় হইল না।

সে স্থান হইতে কার্ত্তিক নিজের বাসায় আসিলেন। তখন রাত্রি প্রায় ৮টা। গত দিন অপরাহ্ন হইতে আজ এই সময় পর্য্যন্ত কিরণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। এত লম্বা বিচ্ছেদ তাঁহাদের আর কখন ঘটে নাই। সমস্ত বৃত্তান্ত কার্ত্তিক সংক্ষেপে কিরণকে বলিলেন।

কিরণ বলিল—"এখন কি করিবে মনে করিতেছ?

কার্ত্তিক বলিলেন,—"তাহাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। তুমি বলিয়াছিলে, আমি মনে করিলে সব করিতে পারি, বাস্তবিক আমি অতি ভয়ানক কার্য্য করিয়াছি। আমার সেই দুর্দ্ধর্ষ খুড়া মহাশয়কে এই ঘৃণিত কার্য্য স্বচক্ষে দেখাইয়াছি, তাহার ফলও ফলিয়াছে। তিনি কন্যাকে চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। সকল ভার আমার উপর পড়িয়াছে, আমি রক্ষা না করিলে কাল রাত্রিতেই হয় ত হেমলতার প্রাণ যাইত। তোমার কথামত আমি এত দূর করিয়া তুলিয়াছি। আমার, বল, বুদ্ধি, ভরসা সকলি তুমি, এখন আমি কি করিব, বলিয়া দাও।"

কিরণ বলিল, "সকলি ভাল হইয়াছে। মঙ্গলের চেষ্টাই করিতে হইবে। সর্ব্বনাশ সকলেই ঘটাইতে পারে, কিন্তু রক্ষা করিতে পারাই মহত্ত্ব। তোমার ভগ্নীকে ডুবিয়া মরিতে দেওয়া হইবে না। অগাধ জল হইতে কূলে তুলিতে হইবে।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"উপায় কি? যেরূপ বাড়াবাড়ি, তাহাতে একটা অনিষ্ট শীঘ্র ঘটাই সম্ভব।"

কিরণ বলিল,—"মাণিকলালকে ঠিক রাখিও। বেলগাছিয়ার বাগান ঠিক করিতে বল, তাহার পর যাহা করিতে হইবে, আমি বলিব।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"বেলগাছিয়ার বাগান ত হাতেই আছে, আর মাণিকলালের কথা কেন বলিতেছ? তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গর্হিত পাপাচরণ সে কখন করে নাই। এ সম্বন্ধে সে যে সম্পূর্ণ সাবধান থাকিবে, তাহার আর ভুল নাই।"

সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে বিকট পদশব্দ। কার্ত্তিক বলিলেন,—"ঐ মাণিক আসিতেছে। হতভাগা অনেক দিন বাঁচিবে।"

হৃষ্ট ও প্রসন্নবদনে মাণিকলাল গৃহে প্রবেশ করিলেন, বসিবার পূর্ব্বেই বলিলেন, "যে পাপ সজ্ঞানে কখন করি নাই, তাহা আজ করিয়াছি। আজ সন্ধ্যার আগেই বাটী গিয়াছিলাম, গৃহিণীর হাতে জল, পান খাইয়াছি।"

কিরণ বলিল—"চিরদিনই সেই স্থানে পড়িয়া থাকা উচিত ছিল। যে ভালবাসে, সে আপনার, তাহার তুল্য রত্ন জগৎ খুঁজিয়া মিলিবে না।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"তাই তো! এতকাল পরে বুড়া বয়সে ভাল ছোকরা দুর্নামটা ঘাড়ে চাপিবে না কি?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"পিঁপড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে, তুমি মাতৃগর্ভ হইতে বখাট ভুমিষ্ঠ হইয়াছ। আজ যদি ভাল ছোকরা হও, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মহাপ্রলয়ের আর দেরী নাই।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"বাটীতে এক আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম। দুপুর বেলা এক ভৈরবী আসিয়াছিলেন, তাঁহার মত জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক লোক আর দেখা যায় না।"

কিরণ বলিল,—"তার পর ভৈরবী কি গৃহিণীকে মন্ত্র শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহারই বলে বাঘ বশ হইতেছে না কি?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"বাক্য-গুণেই বশ হইতেছে, মন্ত্রের কোন দরকার হইবে না। ভৈরবী আসিয়া অনেক হিতোপদেশ দিয়াছেন, অনেক আশ্চর্য্য কথা বলিয়াছেন, আর একটা অসম্ভবও বলিয়াছেন।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"কিরূপ?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"আমার সম্বন্ধে তিনি ভারি সার্টিফিকেট দিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন, আসলে আমি খুব খাটী লোক। তবেই ভাই দেখ, তোমরা আমাকে আর যদি মন্দ লোক বলিয়া বিদ্রূপ কর, তাহা হইলে তোমাদের পাপ হইবে।"

কিরণ বলিল—"ভৈরবী ঠাকুরাণী কারণ সেবা করিয়াছিলেন বোধ হয়?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"না না, গঞ্জিকার দরুণ, নহিলে কারণে এত বেফাঁস কথা বাহির হয় না।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"দেবতার কথা। এমন করিয়া হাসিয়া উড়াইও না। তোমাদের কি প্রাণে ভয় নাই?"

কিরণ বলিল,—"ভৈরবীকে দেখিতে পাইলে কথাটা যাচাই করিয়া লইব।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"তিনি আবার আসিবেন বলিয়াছেন।"

কিরণ বলিল,—"পাপিতাপীদের তিনি দয়া করিয়া একবার দেখা দিবেন না কি? তুমি ত এখন পরম পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ হইয়াছ, তোমার সুপারিসে আমাদের অদৃষ্টে একবার দর্শন ঘটে না কি?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"চেষ্টা করিব।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"সার্টিফিকেট পাইয়াই তোমার মেজাজ গরম হইল দেখিতেছি। সত্য সত্য ভাল লোক যখন হইবে, তখন আর অধমদিগের সহিত কথাটিও কহিবে না। সে কথা যাউক, বাজে কথায় সময় কাটাইতে পারিব না। বেলগাছিয়ার বাগান ঠিক হইল কি?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"ঠিকই আছে ভাই, বিশেষ কি করিতে হইবে বল।"

কিরণ বলিল,—"বাগান ঠিক আছে। বিশেষ কি করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থায় আজি কাজ নাই।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"তবে আর আমি বসিব না। আমাকেও বাসায় থাকিতে হইবে।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"চল তবে। তুমিও আজকাল খুড়ার প্রিয়পাত্র, অতি বড় লোক, কাজের মানুষ, কাল হইতে তোমার টিকি দেখা যাইবে কি না, সন্দেহ।"

কার্ত্তিক গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"গতিক সেইরূপই দাঁড়াইয়াছে।"

কার্ত্তিক ও মাণিক প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে রত্নেশ্বর বাবু কার্ত্তিককে বলিলেন, "একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু বিষয়টা ভাবিতেও লজ্জা হয়, বলি কিরূপে? পাপিষ্ঠার চক্ষুতে জল দেখিয়া, তাহার হৃদয়ে বেদনা জন্মিয়াছে মনে করিয়া, আমি নরেশের সহিত অনেক মন্দ ব্যবহার করিয়াছি। এখন বুঝিয়াছি, হতভাগিনী কন্যা নরেশকে পতি বলিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা করিত না। স্বামীর অনুরাগে বা বিরাগে সে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি বোধ করিত না। স্বামীকে সে আপনার সুখের পথের কণ্টক বলিয়া মনে করিত। এরূপ পাপীয়সীর সন্তোষের জন্য নরেশের সহিত অন্যায় আচরণ করিয়া বড় ভুল করিয়াছি। শুনিয়াছি, নরেশ কলিকাতাতেই আছেন। তোমার সহিত তাঁহার সর্ব্বদা সাক্ষাৎ হয়। আমার ইচ্ছা, তাঁহার নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়া মনের ভাব বুঝাইয়া বলি। তাঁহার প্রথম স্ত্রীর সন্ধান হইয়াছে কি?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"পুলিসের দ্বারা সন্ধান করিলে হেমলতা ও লবঙ্গকে জড়াইতে হয়। কাজেই নরেশকে সে উপায় ত্যাগ করিতে হইয়াছে। সন্ধান এখনও হয় নাই, কিন্তু আমার বোধ হয়, নরেশ আশা পাইয়াছেন। আপনি যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে এখানে আনিতে পারি।"

রত্নেশ্বর বলিলেন—"এক দিন তাঁহাকে জামাতা বলিয়া বরণ করিয়াছি, পাপীয়সীর জন্য সে সম্বন্ধ স্মরণ করিলেও লজ্জা হয়। তথাপি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি, পার যদি দেখা করিবার উপায় করিও।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"উপায় করিতে কষ্ট হইবে না। কিন্তু আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি, আপনি হেমলতা-ঘটিত এই সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পাইবেন না। কেন আপনি ভিন্ন স্থানে আছেন, তাহার সুসঙ্গত কারণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিব। আমার আশা আছে, হেমলতা পুনরায় তাঁহার কৃপা লাভ করিবে। আপনি এ সকল কথা, বলিলে আমার বাসনাসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে।"

রত্নেশ্বর বলিলেন,—"তোমার কথামতেই চলিতেছি, যাহা বলিবে তাহাই করিব। তোমাকে কোথাও যাইবার জন্য প্রস্তুত দেখিতেছি, কোথা যাইতেছ?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"বহুবাজার।"

রত্নেশ্বর কথা কহিলেন না।

কার্ত্তিক প্রস্থান করিলেন।

বেলা ৮টার সময় কার্ত্তিক বাবু বহুবাজারের বাসায় উপস্থিত হইলেন। জমাদার এবং প্রধান কর্ম্মচারী প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। জমাদার বলিল,—"কাল রাত্রি ৯টার সময় দিদি-বাবু বাহিরে যাইবার জন্য গাড়ী আনিতে হুকুম দিয়াছিলেন, হুকুম তামিল করা হয় নাই। আমাদিগকে লবঙ্গ এত অপমান করিয়াছে যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ছোট লোক মাগীর অপমান অসহ; হুজুর ইহার কোন প্রতীকার না করিলে এখানে তিষ্ঠান ভার হইবে।"

প্রধান কর্ম্মচারী বলিলেন,—"অপমান আমারও কম হয় নাই। কিন্তু দায়ে পড়িয়া শেষে আমাকে কর্ত্তার বারণ আছে, বলিতে হইয়াছে; আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন এ কথাটা দিদিবাবুকে বুঝাইয়া যাইবেন।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"যাহা হয় করিতেছি।" তিনি ধীরে ধীরে এবং সঙ্কুচিতভাবে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে হেমলতা নিকটে আসিলেন, বলিলেন,—"বুঝিয়াছি। তোমারই নষ্টামীতে এইরূপ হইতেছে। আমি না থাকিলে বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই তোমার হইবে। এই জন্য কৌশল করিয়া বাবাকে মাকে তুমি হাত করিয়াছ। তাঁহাদের রাখিয়াছ, কি মারিয়া ফেলিয়াছ, তাহা জানি না; আর আমাকেও মারিয়া ফেলিবার জন্য লাগিয়াছ। যেরূপ কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে আমি যে আর দুই তিন দিনও বাঁচিব, এরূপ বোধ হয় না। তুমি অতি ভয়ানক লোক, ইহা সকলেই জানে। কিন্তু তুমি যত ভয়ানকই হও, জানিও, হেমলতার হাতে তোমার নিস্তার নাই।"

কার্ত্তিক একটুও বিরক্ত না হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তুমি বড় রাগ করিয়াছ দেখিতেছি, হেমলতা! কি হইয়াছে, হঠাৎ এরূপ চটিলে কেন?"

হেমলতা বলিলেন,—"চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়াছ, আবার বলিতেছ চটিলে কেন? এখানে তামাসা দেখিতে আসিয়াছ না কি? তোমার এখানে আসিবার কোনই দরকার নাই।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"বারণ কর যদি, আর আসিব না। তোমার খবর লইতেই আসি, বাহির হইতে লইয়া যাইব। আমি কোন দিকে কোন অগ্নিকুণ্ড জ্বালি নাই।"

হেমলতা বলিলেন,—"জ্বাল নাই! মিথ্যাবাদী! তবে কাল রাত্রিতে আমি গাড়ী পাইলাম না কেন? বাবা, মাকে দেখিতে যাইবার কেহই উপায় করিয়া দিল না কেন?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"সে দোষ আমার নহে, কোন লোকেরও নহে। খুড়া মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন, যতক্ষণ তিনি বাটী না থাকিবেন, ততক্ষণের মধ্যে তুমি বাটীর বাহির হইলে ভাল দেখাইবে না, লোকনিন্দা হইবে, কাজেই লোকেরা গাড়ী আনিয়া দিতে পারে নাই।"

হেমলতা বলিলেন,—"তোমার কোন কথাই সত্য নহে। তোমাকে বিশ্বাস করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। তুমি বলিয়াছিলে, একদিন মাত্র তোমার বাসায় বাবা, মা থাকিবেন, কিন্তু পরশু সমস্ত রাত্রি, কাল দিনরাত্রি, আজ এত বেলা পর্য্যন্ত তাঁহারা ফিরিলেন না, ইহার অর্থ কি?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"অর্থ কি, আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আরও দুই চারি দিন তাঁহারা ফিরিবেন না, ইহা আমি জানি।"

হেমলতা বলিলেন,—"ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা গোলের কথা আছে। তুমি একটা ইতর বেশ্যা লইয়া ঘর-কন্না কর, এ জন্য তাঁহারা কখনও তোমার মুখও দেখিতেন না, আর আজ যে হঠাৎ তোমার সেই বাসায় গিয়া তাঁহারা বাস করিতেছেন, ইহা আমি দেখিলেও বিশ্বাস করি না।"

লবঙ্গ অনেক দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে তখন বলিয়া উঠিল,—"নিশ্চয়ই গোলের কথা। বাবু আর মা-ঠাকুরাণী বাঁচিয়া আছেন কি না সন্দেহ।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"বৃথা বিবাদে কোন দরকার নাই। এখনি জমাদারকে পাঠাইলে তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিতে পারে। অন্য কোন লোক পাঠাইলেও তাঁহাদিগের সহিত কথা কহিয়া আসিতে পারে। এত সহজে যে সন্দেহভঞ্জন হইতে পারে, তাহার জন্য আমি অনর্থক বকাবকি করিতে চাহি না। তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা হয়, মীমাংসা করিতে পার, আমাকে যত ইচ্ছা গালি দিতে পার, আমি কিছুই গ্রাহ্য করিব না। যে কার্য্য করিতে খুড়া মহাশয় আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাহাই আমি করিয়া যাইব।"

এই বলিয়া কার্ত্তিক বাবু খুড়ীমার ঘরের দিকে গমন করিলেন। দেখিলেন, তালা সমানই বন্ধ আছে। তাহার পর এ ঘর ও ঘরে দৃষ্টিপাত করিয়া খোলা জানালার মধ্য দিয়া হেমলতার ঘরের দিকেও চাহিয়া দেখিলেন। বলিলেন,—"হেমলতা, আমি এখন যাইতেছি, খুব সাবধান থাকিবে। জিনিস-পত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।"

হেমলতা বলিলেন,—"কেন? তুমি কি মনে করিতেছ, সকলি তোমার হইবে? মনের কোণেও ঠাঁই দিও না; তুমি যদি আর একটা পয়সা পাও, তাহা হইলে আমার নামই মিথ্যা।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আমি এক কড়া কাণা কড়িরও প্রত্যাশা করি না। সে জন্য খুড়া-খুড়ীর সেবা করিতেছি, মনে করিও না, কেবল কর্ত্তব্যমাত্র লক্ষ্য করিয়া চলিতেছি, তাহাতে অদৃষ্টে যাহা হয় হউক।"

কোন উত্তর শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া কার্ত্তিক বাহিরে গেলেন এবং তথায় জমাদার ও প্রধান কর্ম্মচারীকে সকল বক্তব্য জানাইয়া প্রস্থান করিলেন।"

কার্ত্তিক চলিয়া যাওয়ার দুই তিন ঘণ্টা পরে মাণিকলালের ভবনে ললিতাসুন্দরীর নিকটে আমরা যে ভৈরবীকে দর্শন করিয়াছিলাম, তিনি 'জয় কল্যাণী মায়ীকি জয়' বলিয়া হেমলতার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন হেমলতা লবঙ্গের সহিত একটা গুরুতর পরামর্শ করিতেছিলেন। লবঙ্গ বলিতেছিল,—"মাণিকলাল যখন ভয়েই অস্থির, কোন বিষয়ে যখন তাহার সাহস দেখা যাইতেছে না, অনর্থক সে যখন কেবলই সময় নষ্ট করিতেছে, তখন তাহার ভরসা ছাড়িয়া দাও, অন্য লোক এ সুযোগে চরিতার্থ হইবে। এত ঐশ্বর্য্য আর এমন ভুবন-ভুলান সুন্দরী, এ লোভে কেহই সামান্য ভয়ে পিছাইবে না।"

হেমলতা বলিলেন,—"সে কথা ঠিক, কিন্তু মাণিককে বড় ভালবাসিয়াছি। তাঁহার মত রূপবান্ পুরুষ আমি আর দেখি নাই। তাহার কথা বড় মিষ্ট, স্বভাব বড়ই ধীর, আর দুই দিন দেখ, তাহার পর কাজেই এ রূপের পসরা অন্য স্থানে ফেলিতে হইবে; যৌবনভাণ্ডার লুটাইয়া দিতে হইবে।"

এইরূপ গভীর পরামর্শের সময় সম্মুখে সেই সুন্দরী যুবতী সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া হেমলতা অতিশয় বিরক্ত হইলেন। বলিলেন,—"কে তুমি? কেন এখানে আসিয়াছ?"

ভৈরবী প্রশান্তবদনে উত্তর দিলেন,—"আমি কল্যাণী মায়ীর ভৈরবী। দেবীর আদেশে তোমার সর্ব্বনাশ নিবারণ করিতে আসিয়াছি।"

হেমলতার বিরক্তির মাত্রা আরও একটু বাড়িয়া গেল। বলিলেন,—"কে তোমাকে এখানে আসিতে দিল? আমার ধন-সম্পত্তি আছে, দাস-দাসী আছে, রূপ-যৌবন আছে, আমার সর্ব্বনাশের কথা যে বলিতে পারে, নিশ্চয়ই তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া উচিত। তোমার অদৃষ্টে দুর্গতি আছে।"

ভৈরবী বলিলেন,—"যে উপায় থাকিতেও আপনার দুর্গতি নিবারণ করিতে পারিতেছে না, সে পরের দুর্গতির কি করিবে? আমি কর্ত্তব্য-বোধে তোমাকে সাবধান করিতে আসিয়াছি, কোন দুর্গতির ভয়ে ভীত হইয়া আমি ফিরিয়া যাইব না। তোমার ধন-সম্পত্তির বৃথা গৌরব করিতেছ, যে নারী ধর্ম্ম হারাইয়াছে, সে পথের ভিখারিণীর অপেক্ষাও অধম হইয়াছে। আর রূপযৌবনের কথা বলিতেছ; তোমার দেহ আমি কুষ্ঠিনীর ন্যায় ক্লেদময়ী দেখিতেছি। যে নারী স্বামীপদে অচলা মতি রাখিতে না পারিয়া পুরুষান্তরের কামনা করে, তাহার শরীর দেখিলে নরকের কীট বলিয়া মনে হয়। সাবধান হেমলতা, সাবধান!"

হেমলতা এইরূপ সাহসিকতাপূর্ণ উক্তি শুনিয়া স্তব্ধ হইলেন। তাঁহার তেজ ও ক্রোধ কিয়ৎকালের নিমিত্ত তাঁহাকে ত্যাগ করিল।

লবঙ্গ বলিল,—"আমাদের যাহা হয় হইবে, সে ভাবনা ভাবিতে তোমাকে কেহই ডাকে নাই। আমাদিগের কি আছে না আছে, তাহা তোমাকে কে জানাইল? তুমি সাবধান হইয়া কথা কহ, নতুবা তোমাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিব।"

ভৈরবী বলিলেন,—"অপমান করিয়া তাড়াইতে হইবে না। আমি এখানে থাকিতে আসি নাই, থাকিব কেন? দেবীর আদেশে হিতকথা বলিতে আমি আসিয়াছিলাম। শুনা না শুনা তোমাদিগের ইচ্ছা। তোমাদিগের হৃদয়ের ভাব আমি সবই জানি। মাণিকলাল এখন তোমাদের চিন্তার একমাত্র বিষয় হইয়াছে। বেলগেছিয়ার বাগান তোমাদিগের বিহারের স্থান হইয়াছে, কর্ত্তা ও গৃহিণী বিশেষ প্রয়োজনে স্থানান্তরে রহিয়াছেন, সুযোগ যথেষ্ট। বাহিরে যাইবার একটু বাধা রহিয়াছে, কিন্তু তাহাও আর থাকিবে না। পাপের পথ বড় সহজ হইয়াছে, কিন্তু হেমলতা, আবার সাবধান করিতেছি, এ বাসনা ত্যাগ কর। নরেশ স্বর্গের দেবতা, তিনি শত পত্নী লইয়া বাস করিলেও তোমার ইহকালে পরকালে একমাত্র গতি। দুশ্চিন্তা দূর কর, হৃদয়কে শাসন কর, এখনও সময় আছে, সাবধান হও।"

হেমলতা স্তম্ভিত হইলেন। ভাবিলেন, 'এ সন্ন্যাসিনী সামান্যা না হইবে। এ সকলি জানে। প্রাণস্পর্শী কথা বলিয়াছে, কিন্তু ইহার কথা শুনিয়া চলিতে আমার সাধ্য নাই, আমি ডুবিয়াছি, পাতাল কত দূরে দেখিতেই হইবে। নরক যদি আমার নিয়তি হয় তবে তাহাই হউক, আমি হৃদয় হইতে বাসনা বিসর্জ্জন দিতে পারিব না।' বলিলেন,—"আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা পালন করিতে আমার সাধ্য নাই, আপনার উপদেশ আপনি কুস্থানে ছড়াইতেছেন, এরূপ শিক্ষায় আমার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি এক্ষণে প্রস্থান করিতে পারেন।"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"আমি প্রস্থান করিতেছি। বিদায়-কালে বলিয়া যাইতেছি, আমার কথায় কর্ণপাত না করিলে তোমার দুঃখ ও ক্লেশ দেখিয়া পাষাণও গলিয়া যাইবে। যখন তুমি পাপের যন্ত্রণায় ছটফট্ করিবে, যখন পরিত্রাণের নিমিত্ত তুমি হাহাকার করিতে থাকিবে, তখন আমার সহিত আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি এখন যাইতেছি। যে লোক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এই লবঙ্গ তোমার এখন পরম প্রিয়; কিন্তু শীঘ্রই তুমি বুঝিবে, ইহারই কৌশলে তোমার জীবন চিরদিনের মত যন্ত্রণার আলয় হইয়াছে।"

সন্ন্যাসিনী আর কোন কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বেলা ১টার সময় মাণিকলাল স্বকীয় বাস-ভবনে পত্নী ললিতাসুন্দরীর নিকট বিদায়গ্রহণকালে বলিলেন,—"তোমার নিকট হইতে আর এক মুহূর্ত্তও বিচ্ছিন্ন হইতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু কি করি, যে ভয়ানক কর্ম্মের ভার স্কন্ধে লইয়াছি, তাহাতে কত দিন বিব্রত থাকিতে হইবে, জানি না।"

ললিতা বলিলেন,—"মা কল্যাণীর কৃপায় পাপের ছায়া তোমার শ্রী-অঙ্গে যেন না লাগে। আমি বিশ্বাস করি, তোমার মনস্কামনা সফল

হইবে। দেশমান্য মহৎ ব্যক্তি লজ্জার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন। কুলবালা পুণ্যের পথ দেখিতে পাইয়া সুখী হইবে।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"ঘোর পাপের সমস্ত আয়োজন করিয়াও রক্ষা পাইয়াছি। মনে হয়, কোন দেবী পশ্চাতে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছেন, সে দেবীকে এতদিন চিনিয়াও চিনিতে পারি নাই। এখন নিঃসন্দিগ্ধরূপে চিনিয়াছি; ললিতা, প্রাণেশ্বরি! তুমিই সেই দেবী।"

ললিতা বলিলেন,—"দাসীকে দেবী বলিলে তোমারই মহত্ত্ব হইবে, দাসীর গৌরব বাড়িবে না। এখন যে কার্য্যে যাইতেছ, অনন্যমনে তাহাতেই লিপ্ত হও। আজ বৈকালে চরণ দর্শন করিতে পাইব কি?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"আজ বৈকালেও সময় পাইব। নিশ্চয়ই আসিয়া তোমাকে দর্শন করিব, এখন যাই।"

তখন মাণিকলাল বাহুর দ্বারা ললিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে সুন্দরীর চিবুক ধারণ করিয়া অধরে প্রেমপূর্ণ চুম্বন করিলেন। পাপ ও পুণ্যের অদ্ভুত সম্মিলন হইল। পাপাসক্তের পঙ্কিলবদন পুণ্যপ্রদীপ্ত সতীর বদনের সহিত মিলিল। ধর্ম্মের কোনই হ্রাস হইল না, কিন্তু অধর্ম্ম সততার তেজ লাভ করিয়া ধন্য হইল। সাধ্বীর চক্ষুতে জল আসিল, মনে হইল, তাঁহার দেহ দেবসেবায় লাগিতেছে। দেহধারণ সার্থক হইল। পাপীর মন প্রেমার্দ্র হইল। বুঝিল, এমন পবিত্র এমন সুখশান্তি-পরিপূরিত পুণ্যানুষ্ঠান তাহার জীবনে অনেক দিন ঘটে নাই। পুণ্যের প্রতপ্ত সংস্পর্শে পাপ গলিতে লাগিল। কিন্তু তাহা যে রেখাপাত করিয়াছিল, তাহা অপগত হইল কি?

মাণিকলাল প্রস্থান করিলেন। সদর-দরজায় আসিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, বামপার্শ্বের অন্য এক বাটীর দরজার মধ্যে মুখ ঢাকিয়া এক ব্যক্তি বেগে প্রবেশ করিল। তাঁহার বোধ হইল, সেই লোক পেঁচো, উদ্দেশ্যকার্য্যে না গিয়া মাণিকলাল অতি দ্রুতবেগে সেই দরজার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, লোকটা লুকাইবার চেষ্টায় এক ঘরের মধ্যে পিছন ফিরিয়া কোণে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মাণিকলাল তাহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—"পেঁচো, তুই এত দিন কোথা ছিলি? আমি তোর সন্ধানে প্রাণপাত করিয়াছি।"

আর লুকাইবার চেষ্টা অনর্থক বুঝিয়া পেঁচো ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"আপনি আমার জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন? তাহা ত কখন শুনি নাই। আমি কোথাও ত ছিলাম না।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"কোথাও ছিলি না, কি বলিতেছিস্? আমি তোর জন্য দুনিয়া খুঁজিয়াছি।"

পেঁচো বলিল, "ভালই হইয়াছে। গরীবের জন্য দুনিয়া দেখিতে পাইলেন।"

মাণিকলাল বিরক্তভাবে বলিলেন,—"ও সকল কথা রাখিয়া দে। তুই এত দিন কোথায় ছিলি, বল্।"

পেঁচো বলিল,—"আমি আপনার কাছেই ছিলাম, আর কোথায় থাকিব?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"আমার কাছেই ছিলি! তবে আমি তোকে কোন দিন দেখিতে পাইলাম না কেন?"

পেঁচো বলিল,—"কাকে কান লইয়া গেল শুনিয়া যদি আপনি কানে হাত না দিয়া কাকের পিছনে ছুটেন, তাহা হইলে সে দোষ কাহার?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"এত কথা আমি শুনিতে চাহি না। তুই কোথায় ছিলি, ঠিক করিয়া বল্?"

পেঁচো বলিল,—"আপনার বাটীতেই ছিলাম। আর কোথায় থাকিব?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"আমার বাটীতে ছিলি, অথচ আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না?"

পেঁচো বলিল,—"আমি নীচের দরোয়ানের ঘরে এ কয়দিন ছিলাম, এখনও আছি। বাটী হইতে ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী ভাত দেন, খাই। গিন্নীমা যথেষ্ট খাবার দেন, খাই। বেশ আছি আমি।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"তুই তো বেশ আছিস্, কিন্তু আমি যে তোর জন্য হায়রাণের একশেষ হইয়াছি। এত কাছে তুই আছিস্, তথাপি আমি একদিনও টের পাইলাম না কেন?"

পেঁচো বলিল,—"আপনি দুনিয়া ঘুরিয়াছেন বলিতেছেন; কিন্তু কাছের বস্তু ত চাহিয়া দেখেন নাই। আপনি কোন দিন দারোয়ানকে এ গরীবের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি? কোন দিন বাড়ীর কাহারও নিকট এ হতভাগার সন্ধান করিয়াছিলেন কি? ছিঃ মাণিক বাবু! আপনি বড়লোক। আশ্রিত দরিদ্রের প্রতি এরূপ হতাদর করা আপনার মত লোকের উচিত নহে।"

মাণিকলাল ভাবিলেন,—"আমি বেটার জন্য অসহ্য কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, সে কথা কানেও

ঠাঁই না দিয়া বাড়ার ভাগ অনুযোগ। বলিলেন,—"বুঝিলাম, আমি বড় মন্দ লোক। তুই সত্য করিয়া বল দেখি, সে ব্রাহ্মণ-কন্যার কি হইল ?"

পেঁচো দন্তে রসনা কাটিয়া চমকিয়া উঠিল। বলিল,—"বাপ রে! গখুরাসাপের ছানা। ব্রাহ্মণ-কন্যাকে কি ঘাঁটাইতে আছে? সে কথা মুখেও আনিবেন না।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"তোর ধর্ম্মোপদেশ আমি এখন শুনিতে চাহিতেছি না। এখন ব্রাহ্মণ-কন্যার খবর কি বল ?"

পেঁচো বলিল,—"আমি অধম পাপী, অনেক পাপ করিয়াছি সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মণ-কন্যার খবর যেন আমাকে রাখিতে না হয়, কাহাকেও দিতে না হয়, অনেক দিন পরে দেখা হইল, বাবু ভাল আছেন ত ?"

মাণিকলাল দেখিলেন, যে সংবাদের জন্য তিনি ও অনেকে ব্যাকুল রহিয়াছেন, সেই সংবাদ এই লোকটাই ঠিক জানে; অথচ কোন মতেই প্রকৃত কথা বলিতে চাহিতেছে না। তিনি বলিলেন,—"আমি ভাল আছি কি না, সে খবরে তোর কাজ কি? সেই ব্রাহ্মণ-কন্যার খবর তুই ঠিক জানিস্, তোকে তাহা এখনি বলিতে হইবে।"

পেঁচো বলিল—"অনেক ব্রাহ্মণ-কন্যা গঙ্গাস্নান করিয়া এই পথে যান, আমি মনে মনে তাঁহাদের প্রণাম করি। আপনি কাল প্রাতে যদি এখানে আসিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে সধবা, বিধবা অনেক ব্রাহ্মণ-কন্যা দেখাইয়া দিব।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"আমি অন্য ব্রাহ্মণ-কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। যাঁহাকে লবঙ্গ নৌকায় আনিয়াছিল, তাহার পর গাড়ী করিয়া মাথাঘসা গলির ভাঙ্গা বাড়ীতে তুই যাঁহাকে রাখিয়াছিলি, সেই ব্রাহ্মণ-কন্যার খবর আমি জানিতে চাহি।"

পেঁচো বলিল,—"তা ত চাহিবারই কথা! কিন্তু তিনি ত দেবতা। দেবতার খবর মানুষে কখন বলিতে পারে কি ?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"বুঝিতেছি, তুই কোনমতে আসল কথা বলিবি না, কিন্তু কয় দিন হইতে আমার সন্দেহ হইয়াছে, আমার স্ত্রী সে সংবাদ জানেন।"

পেঁচো বলিল,—"আশ্চর্য্য কি, দেবতায় দেবতায় মেশামিশি হইতেও পারে। আমি গরীব, সে কথা কি মুখে আনিতে পারি ?"

মাণিকলালের মনে প্রতীতি হইয়াছিল যে, তাঁহার স্ত্রী নিশ্চয়ই কুমুদিনীর সন্ধান জানেন। এক্ষণে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, তাঁহার অনুমান অভ্রান্ত। পেঁচোকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় ভবনে প্রবেশ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আসিয়া তিনি দেখিলেন, সেখানে ললিতাসুন্দরী নাই। পত্নীর অন্বেষণে মাণিকলাল গৃহান্তরে গমন করিলেন, সেখানেও দেখা পাইলেন না। এইরূপে অনেক কক্ষ অতিক্রম করার পর সুদূর-প্রান্তের এক কক্ষ হইতে নারী-কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; তিনি শুনিতে পাইলেন, অপরিচিত কণ্ঠে এক নারী বলিতেছেন,—"তোমার নিকট হইতে আজ যাইতে হইবে। যে বিপদে তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ, যে অসময়ে আমার সহায় হইয়াছ, যে দুর্দ্দিনে তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়াছ, যে যত্নে স্নেহে তুমি আমাকে রাখিয়াছ, তাহা স্মরণ করিলে তোমার নিকট হইতে একটুও অন্তরে যাইতে ইচ্ছা হয় না। তোমার কৃপায় আমার সকলি শুভ হইয়াছে। তিনি লইতে আসিবেন; ঐ সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে আর কখন ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। আবার কত দিনে দেখা হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু মন তোমার জন্য নিয়তই ব্যাকুল থাকিবে। দিদি ললিতা, দুঃখিনী ব্রাহ্মণ-কন্যাকে ভুলিও না।"

আনন্দে মাণিকলালের চক্ষু জলভারাকুলিত হইল। বুঝিলেন, তাঁহার দেবী সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। আর অনেকের সর্ব্বনাশ ও ঘোর মনস্তাপ নিবারণ করিয়াছেন। মৃদুস্বরে ডাকিলেন, "ললিতা!"

বেগে ললিতা বাহিরে আসিয়া বলিলেন'—"আসিয়াছ! এখনি আসিয়াছ ?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"আসিয়াছি। বুঝিয়াছি সব, জানিয়াছি, তুমি কল্যাণময়ী।" তাহার পর অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"বল—আমার হইয়া গৃহ-মধ্যস্থিতা তোমার ঐ সাধ্বী সঙ্গিনীকে বল, আমি তাঁহার অধম সন্তান। তিনি আমার জননী; আমি তাঁহাকে দর্শন করি নাই। এ দুরাত্মার পাপদৃষ্টি এখনও তাঁহার পবিত্র কলেবরে পড়িবে না, তাঁহার পদধূলিপাতে ভবন পবিত্র হইয়াছে, আমরা ধন্য হইয়াছি। কিন্তু আজ তাঁহার যাওয়া হইবে না। আমার মাকে ভিখারিণীর সাজে আমি পাঠাইতে পারিব না। আজি আমি নরেশ বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া সঙ্গে

লইয়া আসিব। এখানে ভোজনাদি হইবে, তাহার পর কল্য প্রাতে গললগ্নীকৃতবাসে পদরজ গ্রহণ করিয়া দেবদম্পতীকে বিদায় করিব।

"ললিতা! তুমি পত্নী; আমি পতি। একপক্ষে আমি শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মৈশ্বর্য্যে গুণগরিমায় আমি তোমার পদরেণুরও যোগ্য নহি। কি বলিব! যাহা ভাল হয়, তুমি ব্যবস্থা কর।"

মাণিকলালের মুখ দিয়া কথা বাহিরিল না। নয়নজলে তাঁহার বুক ভাসিতেছে। প্রেমে তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়াছে। আর ললিতাসুন্দরী তখন মাণিকলালের চরণ-সমীপে বসিয়া নয়নজলে ভাসিতেছেন। পতির পদযুগলে হস্ত প্রদান করিয়া তিনি বলিলেন,—"তোমার হৃদয়ে সকল দেবত্বই বাসা বাঁধিয়া আছে। আমার গুণময় স্বামী স্বর্গেরও গৌরবস্থল।"

সাদরে মাণিকলাল ললিতাসুন্দরীর হাত ধরিয়া উঠাইলেন। বলিলেন,—"আমি এখন যাইতেছি, বড় ব্যস্ত। তুমি জননীকে রাজরাণীর ন্যায় বেশভূষায় সাজাও; চারি পাঁচ জনের মত বিবিধ আহার্য্যের আয়োজন কর। আর জননীর রাত্রিবাসের জন্য সুসজ্জিত কক্ষে উৎকৃষ্ট শয্যা কর। এ জগতে তুমি যাহা করিবে, সকলই অনিন্দনীয় হইবে, সন্দেহ নাই। সকল কথা ভাল বুঝিতে পারি নাই; দুই একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। এতদিন মাকে এ স্থানেই লুকাইয়া রাখিয়াছ, অথচ আমাকে কোন কথা বল নাই কেন?"

ললিতা বলিলেন,—"আমার শতসহস্র অপরাধ হইয়াছে। সে জন্য আমি বারবার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু আমি ইচ্ছায় কোন কথা গোপন করি নাই। ঠাকুরাণীর বিশেষ অনুরোধে আমি কথা চাপিয়া রাখিয়াছিলাম, আর তুমিও কোন দিন এ বিষয়ের কোন কথা আমাকে জিজ্ঞসা কর নাই, সুতরাং মিথ্যাকথা দ্বারা সত্য বিষয় আমাকে গোপন করিতে হয় নাই।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"আমি যেরূপ নরাধম, তাহাতে আমাকে মা কখনই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। যে ব্যক্তি তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত গ্রামান্তর হইতে আনাইয়াছে, আপনার গৃহে পাইলে শেষে তাঁহার সহিত ভয়ানক দুর্ব্যবহার করিবে না, তিনি কখনই মনে করিতে পারেন না। স্ত্রী বা অধীনস্থ দাস-দাসী এ কার্য্য কদাপি নিবারণ করিতে পারে না, কাজেই তিনি আমার নিকট এ কথা ব্যক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি,—নরেশ বাবুকেও এ সংবাদ জানাও নাই কেন? তিনি সুরেশ বাবুর বাসায় থাকেন, সেখানে সন্ধান করিলে তাঁহার সংবাদ পাওয়া যাইবে। ইহা মা ঠাকুরাণী নিশ্চয়ই জানেন।"

ললিতা বলিলেন,—"প্রথমে নরেশ বাবু এখানে ছিলেন না। যখন তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল, তখন রত্নেশ্বর বাবু, হেমলতা ও লবঙ্গ কলিকাতায়। নরেশ বাবুর সহিত ঠাকুরাণীর মিলন হইয়াছে, জানিলে তাঁহারা অধিক বিপদে ফেলিবার আয়োজন করিবেন। দরিদ্র নরেশ বাবুও আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না, ঘোর বিপদে পড়িবেন। এই ভাবিয়া তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"কিন্তু আজি দুই দিন হইতে নরেশ বাবুকে প্রসন্ন দেখিতেছি। কিছু জানিতে পারিয়াছেন কি?"

ললিতা বলিলেন,—"রত্নেশ্বর বাবুর সহিত হেমলতা ও লবঙ্গের পার্থক্য ঘটিয়াছে বুঝিয়া নরেশ বাবুকে একটু আভাস জানান হইয়াছে। আমরা মনে করিয়াছি, রত্নেশ্বর বাবু পশ্চাতে না থাকিলে কেবল হেমলতা ও লবঙ্গ বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিবে না।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"বড় বুদ্ধি-বিবেচনার সহিত তোমরা কার্য্য করিয়াছ। এখন হেমলতা ও লবঙ্গের বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তোমরা যখন এত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছ, তখন বোধ হয়, এ সংবাদও জানিয়াছ। এখন কার্ত্তিকের শাসনে সকলকেই চলিতে হইতেছে। আর কোন ভয়ের কারণ নাই। মা-ঠাকুরাণীর জননীর সংবাদ কি?"

ললিতা বলিলেন,—"তিনি এই বাটীতেই আছেন। ৪।৫ দিন হইল তাঁহাকে আনাইয়াছি, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী দুঃখে কষ্টে, চিন্তায় মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। বড় গোপনে ও সাবধানে তাঁহাকে আনিতে হইয়াছে।"

তখন মাণিকলাল গলায় কাপড় দিয়া মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন,—"আমি সে স্বর্ণগর্ভা দেবীকে বার বার প্রণাম করিতেছি।" তাহার পর ললিতাকে বলিলেন,—"সকলি আনন্দময় শুভময় হইল। একটা কাজ বাকী আছে, সেইটা এইরূপে হাসিতে হাসিতে সমাপ্ত হইলেই আয়াস সফল হয়। আমি এখন যাইতেছি, নরেশ বাবু ও কার্ত্তিকবাবুকে সঙ্গে লইয়া রাত্রি ১০টার মধ্যে কোন সময়ে ফিরিব।"

মাণিকলাল ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কার্ত্তিক বাবুর বাসায় আসিলেন, তথায় কেহ নাই। কিরণও প্রাতঃকাল হইতে বাটী-ছাড়া। রত্নেশ্বর বাবুর বাসায় একজন দ্বারবান্ সদর দরজায় বসিয়া আছে। অনেক ঘরেই তালা লাগান।

সেখান হইতে রত্নেশ্বরের বাসায় আসিয়া কার্ত্তিক ও নরেশের সহিত মাণিকলালের সাক্ষাৎ হইল। নরেশ কর্ত্তা ও গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও কথাবার্ত্তা কহিয়া কার্ত্তিকের সঙ্গে নীচে নামিতেছেন, মাণিকলাল দেখিলেন, মুখ প্রসন্ন ও উৎসাহ-মাখা মনে হইল, কার্ত্তিকের কৌশলে সাক্ষাৎ উভয় পক্ষেরই প্রীতিজনক হইয়াছে।

কার্ত্তিক বলিলেন,—"মাণিকলাল, আমাকে বাঁচাইয়াছ। আমাকে এখনি তোমার বাটীতে তোমার সন্ধানে ছুটিতে হইত। আজ কাজ কত আছে, তাহার হিসাব রাখেন কি মহাশয় ?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"তাহার পাই-পয়সার হিসাব রাখি। তাহার উপর আমার আবার কত কাজ বাড়িয়াছে, তাহার কোন জমা-খরচ রাখ কি ধর্ম্ম-অবতার ?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আবার কি ফেঁসাদ ঘটাইলে ?"

মাণিকলাল কহিলেন,—"ফেঁসাদ এমন কিছু নয়। আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, আজ রাত্রিতে আমার বাটীতে নরেশ বাবুর পদধূলি লইব।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"যদি রীতিমত আহারের আয়োজন থাকে, তাহা হইলে পদধূলিপ্রদানে নরেশবাবু সম্মত। নতুবা তাঁহার হইয়া আমি বলিতেছি, কোন এক দিন সময়মতে, সুযোগক্রমে, ফুরসুদ অনুসারে, শরীরের অবস্থা বুঝিয়া, হাতের কাজকর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, সকল দিক্ বিচার করিয়া, অনেক রকম ভাবিয়া, বিশেষ বিবেচনার পর যাহা হয়, বলা যাইবে।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"খুব লোক তো তুমি! তুমি জজ হইলে সুবিচারে ঝড় বহিবে দেখিতেছি। নরেশ বাবু! আমি অতি সামান্য লোক ; এ দীনের কুটীরে পদার্পণ করিয়া যদি একটু জল গ্রহণ করেন, তাহা হইলে চরিতার্থ হইব। আমি আপনার বাসায় যাইতেছি।"

নরেশ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কার্ত্তিক বলিলেন,—"নরেশ বাবু বলিতেছেন, যদি কার্ত্তিক বাবুকেও সমান আদরে সমান আয়োজনে খাওয়ান হয়, তাহা হইলে তিনি কৃপাপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তোমাকে চরিতার্থ করিতে প্রস্তুত। সে জন্য আপনাকে কষ্ট করিয়া আর নরেশ বাবুর বাসায় যাইতে হইবে না, কেমন ভাই নরেশ, তুমি এই কথা বলিতেছ না ?"

নরেশ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কাজেই !"

মাণিকলাল বলিলেন,—"রবাহূত সকল কর্ম্মেই আছে। কায়স্থের বাটীতে ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ একটা প্রকাণ্ড কর্ম্ম বটে ; তা আচ্ছা। কার্ত্তিক, যখন ছাড়িতেছ না, তখন যাইও।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"রবাহূতরূপেই আমি যাইতে প্রস্তুত। তাহা হইলে নরেশ, তুমি এখন বাসায় যাইতেছ বোধ হয়। সন্ধ্যাও হইয়া আসিল, আমরা এখন অন্য একটা কাজে যাইব। সেখান হইতে ফিরিতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিবে। ফিরিয়া এখানে আসিতে হইবে। খুড়া মহাশয়, খুড়ীমার কোন হুকুম আছে কি না, জানিয়া এবং তাঁহাদের অনুমতি লইয়া এ স্থান হইতে বাহির হইব। তাহার পর তোমাকে বাসা হইতে লইয়া তিন জনে এক সঙ্গে মাণিকের বাটীতে যাইব, কেমন নরেশ ? এ ব্যবস্থায় তোমার কোন অসুবিধা হইবে কি ভাই ?

নরেশ বলিলেন,—"উত্তম ব্যবস্থা। আমার হাতে একটু কাজ আছে। তাহা শেষ করিতে রাত্রি প্রায় ৯টা বাজিবে। তাহার পর আপনারা আসিলে আমার কোন অসুবিধা হইবে না। তবে আমি এখন যাই। একটা কথা বলিয়া যাই। আজিকার সেসনে রাখালদাসীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হইয়াছে।"

কার্ত্তিক বলিলেন—"বড় শীঘ্র বিচার হইয়া গেল। এবার সেসনে মোটেই মোকদ্দমা ছিল না। যাহা হইবার হইয়া গেল, মাগীকে বেশী দিন হাজতে পচিতে হইল না ; ইহাও একটা পরম লাভ।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"ব্রাহ্মণের মেয়ের ফাঁসীর হুকুম হইল না, ইহাও মন্দের ভাল বলিতে হইবে।"

নরেশ সিমলার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কার্ত্তিক ও মাণিকলাল এক ঠিকা গাড়ীতে উঠিয়া হেমলতা কর্ত্তৃক অধিকৃত রত্নেশ্বর বাবুর পুরাতন বাসার অভিমুখে চলিলেন।

—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেলগাছিয়ায় মনোহর প্রকাণ্ড উদ্যান। তাহার সম্মুখে প্রকাণ্ড ফটক। উভয় পার্শ্বে রক্ষীদিগের বাসস্থান। তাহার পর সুনির্ম্মল বারিরাশিপূর্ণ বিলাসসরোবর। তাহার চারিদিকে চারি স্থানে পাষাণরচিত সোপানবলী। সরোবরের চতুর্দ্দিকে বিবিধ মনোহর কুসুমের সুসজ্জিত শোভাময় উদ্যান। কুসুম-কাননের মধ্যে এবং তাহার চরিদিকে রক্তবর্ণ সুরম্য লতা। ফটক হইতে যে পথ আসিয়াছে, কিয়দ্দুর আসার পর তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক ভাগ পূর্ব্ব এবং অপর ভাগ পশ্চিমবাহী হইয়া সরোবর এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী কুসুমকানন অতিবাহিত করিয়া সরসীর উত্তরস্থিত সুরম্য হর্ম্ম্যের গাড়ী-বারান্দার নিম্নে সম্মিলিত হইয়াছে। সেই দুই প্রশস্ত বর্ত্মের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেক বৃহৎকায় বিটপী। আম, জাম, কাঁটাল, লিচু, গোলাপজাম, পিয়ারা প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষরাজি সেই প্রশস্ত পথদ্বয়ের পার্শ্বে যেন সুনিপুণ শিল্পীর দ্বারা সজ্জিত ও স্থাপিত রহিয়াছে। অট্টালিকার পশ্চাদ্ভাগে সুদীর্ঘ বিল। এই কৃত্রিম তড়াগের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র তরণী বাঁধা রহিয়াছে এবং বায়ুভরে অল্প অল্প নৃত্য করিতেছে। উদ্যানের স্থানে স্থানে পাষাণ-নির্ম্মিত বেদীর উপর বিবিধ মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে মনোহর লতা গুল্মের সম্মিলনে নয়ন-বিনোদন কুঞ্জ বিরচিত হইয়াছে। কুঞ্জমধ্যে সরসী-সোপানের চত্বরে এবং কাননে র বহু স্থানে লৌহ-নির্ম্মিত সুদৃশ্য আসন পতিত রহিয়াছে। সকল পথের পার্শ্বের সমব্যবধানে সুদৃশ্য স্তম্ভের উপর আলোকাধার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ফটকের উভয় পার্শ্বে রক্ষীদিগের আবাসের কিঞ্চিৎ দূরে দুই নাতিবৃহৎ বকুল বৃক্ষ। বৃক্ষদ্বয়ের নিম্নদেশে মর্ম্মরপ্রস্তরাচ্ছাদিত বেদিকা বিরচিত।

যে অট্টালিকার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সুসমৃদ্ধ ভূপতির প্রাসাদের সমতুল্য। তাহাতে অগণ্যপ্রায় কক্ষ এবং তাহার বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ শোভা অপরূপ।

সন্ধ্যার পর উদ্যানের মনোহর শোভা হইল। ফটকের উভয় পার্শ্বে আলোক জ্বলিতে লাগিল এবং উদ্যানের অসংখ্যপ্রায় সমশীর্ষ আলোকাধারে সমুজ্জ্বল আলোকমালা শোভা পাইল। সরসীর বক্ষে অনেক আলোকের প্রতিরূপ খেলিতে লাগিল। প্রাসাদ হইতে উন্মুক্ত বাতায়ন ভেদ করিয়া উজ্জ্বল জ্যোতি বাহিরিতে লাগিল। ফাল্গুন মাস। নবাগত বসন্তের মধুর মারুত ধীরে ধীরে কুসুম-কুলকে নাচাইতে লাগিল; বাপীবক্ষে ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিতে লাগিল; পাদপাবলীর নবকিশলয় দুলাইতে লাগিল এবং সর্ব্বত্র আনন্দ, উৎসাহ ও সজীবতা বিলাইতে লাগিল। অচিরোদ্গত সহকার-কুসুমের এবং কানন-জাত বিবিধ প্রসূনের গন্ধ মৃদুমন্দ বায়ুর সহিত মিশিয়া লোককে পুলকিত করিতে লাগিল। অনেকে বুঝিল, কি যেন নাই, কি যেন হারাইয়াছে, কি যেন চাহি। হায়! নবীন বসন্ত, তুমি কেন জগতে চিরস্থায়ী হও না!

ফটকের উভয় পার্শ্বে বিচিত্র-পরিচ্ছদধারী চারিজন দ্বারবান্ বসিয়াছে। আর অট্টালিকার গাড়ীবারান্দার নিকটে এক প্রবীণা সুপরিষ্কৃত-বসনাবৃতা নারী বসিয়াছে। আর কোথাও মনুষ্যের সমাগমের চিহ্ন নাই। এত বড় সৌধ, এই আলোক-পূর্ণ কক্ষসমূহ যেন জনশূন্য, স্থির ও নিস্তব্ধ। কিন্তু লক্ষণে বোধ হয়, আজ যেন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির এ স্থানে শুভাগমন হইবে। আজ যেন কোন সম্মানিত ব্যক্তির পদাঙ্ক বক্ষে ধারণ করিয়া উদ্যান ও তৎসংলগ্ন অট্টালিকা চরিতার্থ হইবে। জড়পদার্থপরিপূর্ণ কানন যেন কাহাকেও সাদরে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সাজিয়া আছে।

দূরে দ্রুতগামী বৃহৎ অশ্বদ্বয়-যোজিত শকটের নির্ঘোষ শুনা গেল। যাঁহার শুভাগমন হইবে, তিনিই আসিতেছেন কি? জড়প্রকৃতি যেন জাগিয়া উঠিল; বাপীবারি যেন আন্দোলিত হইল; কুসুম-কুল যেন শিহরিয়া উঠিল; পাদপমঞ্জরী যেন ঘাড় নাড়িল; আলোকমালা যেন সজ্জিত হইল; কোকিল-কুল দূর হইতে কু-কু করিতে লাগিল; পাপিয়া উহু উহু করিয়া উঠিল, আর অনেক পাখী একসঙ্গে ছি ছি রব তুলিল।

গাড়ী এই উদ্যানেই আসিতেছে বটে। উদ্যানসম্মুখে আসিয়া অত্যুজ্জ্বল আলোকদ্বয়যুক্ত, শ্বেতবর্ণ উচ্চকায় অশ্বদ্বয়-বাহিত যানের মোড় ফিরিল এবং গ্রীবা বক্র করিয়া নাচিতে নাচিতে উচ্চৈঃশ্রবার বংশধরদ্বয় ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। দ্বারবানেরা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং প্রায় মাটীতে করস্পর্শ করিয়া সেলাম করিল। যে নারী গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল, সে অগ্রসর হইল, মেদিনী কাঁপাইতে কাঁপাইতে অশ্বযান গাড়ীবারান্দার নীচে আসিয়া হাঁপ ছাড়িল। লাফাইয়া পড়িয়া

সহিস গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল এবং দূরে সরিয়া গেল। সেই প্রবীণা নারী গাড়ীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে দুই জন স্ত্রীলোক অবতরণ করিলেন। এক জনের মুখ খোলা, সে লবঙ্গ। তাহার সঙ্গিনী অবগুণ্ঠনাবৃতা। প্রবীণা নারী অবগুণ্ঠনবতীর হস্ত ধারণ করিয়া অতি সমাদরে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিলেন। গাড়ী আবার বাহিরে চলিয়া গেল। আবার সকলেই প্রশান্ত ও নিস্তব্ধ হইল।

অবগুণ্ঠনবতী মুখ খুলিলেন। সেই কামিনী হেমলতা। প্রবীণা নারী বলিল,—"বাবু অনেকক্ষণ আসিয়াছেন। আপনার অপেক্ষায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন, শুভকর্ম্মে আর বিলম্বে কাজ কি, আসুন তবে আমি পথ দেখাইয়া লইয়া যাই। লবঙ্গ, তুমি ভাই এই ঘরে একটু বৈস। আমি ঠাকুরাণীকে দিয়া এখনি আসিতেছি।"

লবঙ্গ বলিল—"আমাকে দরকার কি? আমরা সুখের মিলনে কণ্টক। এখানেই থাকি, তুমি শীঘ্র আসিও ভাই! তোমার সহিত অনেক কথা আছে।"

প্রবীণা স্ত্রীলোক বলিল,—"একাকীই বা সেখানে কি করিবে? নূতন স্থান, বড় বাড়ী, কাজেই পথ দেখাইয়া দিতে যাইতে হইতেছে, এখনি আসিতেছি।"

প্রবীণা দাসী পার্শ্বস্থ এক কক্ষের দ্বার খুলিল। লবঙ্গ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। দাসী বলিল,— "দরজা খুলিয়া রাখিবার আবশ্যক নাই, যদিও এখানে কেহ আসিবার ও দেখিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি সাবধান থাকাই ভাল। বিশেষ শীতকালে দরজা বন্ধ করাই সুবিধা।"

ঘরে একটিমাত্র আলোক জ্বলিতেছিল এবং এক পার্শ্বে একটি শয্যা ছিল, লবঙ্গ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে দাসী বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর হেমলতাকে সঙ্গে লইয়া বারান্দা দিয়া বহুদূরে চলিল, ক্রমে প্রায় ভবনের প্রান্তদেশে উপনীত হইল। তথায় বাহির হইতে এক দ্বার খুলিয়া ফেলিল, ঘরে উত্তম আলোক জ্বলিতেছিল। দ্বার খুলিয়া দাসী বলিল,—"আসুন।"

হেমলতা অগ্রসর হইলেন, কিন্তু যাহা জীবনে কখন হয় নাই, তাহা আজি হইল। ভয়ে বা সাহসিকতার অভাবে তাঁহাকে কখনই কাতর হইতে হয় নাই, কিন্তু আজি সহসা তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। চরণ যেন শক্তিহীন হইল। মন ব্যাকুল হইল। কাজ ভাবিলেন—নাই, আজি না হয় ফিরিয়া যাই। আবার মনে হইল, ছি ছি, তিনি মনে করিবেন কি! এত আয়োজন করিয়া আমার জন্য ক্ষতি স্বীকার করিয়া বসিয়া আছেন, আর আমি তাঁহার দ্বারে আসিয়া একবার দেখাটিও না করিয়া ফিরিয়া যাইব, ইহাও কি কখন হয়! দেখা করিতেই হইবে। সাহসে ভর করিয়া এবং আয়াসে শক্তিসঞ্চার করিয়া হেমলতা অগ্রসর হইলেন। দাসী পশ্চাতের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

সে কক্ষ হইতে তাঁহারা উত্তর দিকের দ্বার দিয়া গিয়া অন্য এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সে কক্ষ জনশূন্য, তথায় কেবলমাত্র একটি আলোক জ্বলিতেছে। হেমলতার আবারও মনে হইল, যাঁহাকে দেখিব বলিয়া, যাঁহার নিকট আত্মদান করিব বলিয়া এত অসুবিধা ভোগ করিয়াছি, লোক-লজ্জা ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই গ্রাহ্য করি নাই, তিনি কৈ? তাঁহাকে দেখিতে পাইলেও মনকে প্রবোধ দিতাম। কিন্তু দেখিয়াই বা আর কাজ কি? যেন মনে হইতেছে, আমার এই বাসনার পরিণাম বড়ই ভয়ানক হইবে। লবঙ্গ কাছে নাই, সে থাকিলে অনেক ভরসা হইত। তবে আজ ফিরয়া যাই। আজ মন কেমন করিতেছে।

প্রবীণা সঙ্গিনী পার্শ্বে এক দ্বার খুলিয়া দিল। শ্বেতবর্ণাচ্ছাদিত ধাতুবিরচিত সুপ্রশস্ত মনোহর সোপানাবলী হেমলতার নয়নে পড়িল। সোপান-সমূহ বিচিত্র কুসুমমালায় ও বিবিধ জ্যোতির্ম্ময় আলোকরাজিতে সুশোভিত।

প্রবীণা পরিচারিকা দক্ষিণ বাহু আন্দোলিত করিয়া হেমলতাকে সোপানে আরোহণ করিবার নিমিত্ত সঙ্কেত করিল। হেমলতা তখন দারুণ চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি স্থিরভাবে আপন মনে কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে লাগিলেন। দাসী বলিল, "কি ভাবিতেছেন ঠকুরানি?"

হেমলতা বলিলেন,—"আমি মনে করিয়াছিলাম, বাগানের ফটকের কাছেই বাবু আমার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিবেন, অন্ততঃ গাড়ী-বারান্দায় আমাকে দর্শনমাত্র তিনি আনন্দে মত্ত হইয়া বক্ষে ধারণ করিবেন, সে আশা মিটিল না। কতদূর তোমার সঙ্গে আসিলাম, যাঁহার জন্য কুল, মান, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছি, কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। ঘরে প্রবেশ করিলাম, সেখানেও তিনি নাই, আর এক ঘরে আসিলাম, এখানেও তাঁহাকে দেখিতেছি না। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা-

নিবারণের শুভ সুযোগ, পরম প্রার্থিত প্রণয়ের প্রথম মিলনে এরূপ হৃদয়হীন ব্যবহার আমার ভাল লাগিতেছে না। আমি যাই। আমাকে সঙ্গে লইয়াই তুমি বাহিরে চল, আমার প্রাণ কেমন হইয়াছে।"

দাসী হাসিয়া বলিল,—"ঠাকুরাণি! বড় ভুল বুঝিতেছেন। বাবু তিন দিন নিরন্তর পরিশ্রমে আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন করিতেছেন। এখনও তিনি প্রমোদ-কক্ষে বসিয়া আপনাকে ধ্যান করিতেছেন। এখন আপনি চলিয়া গেলে নিষ্ঠুরতার একশেষ হইবে। দারুণ পিপাসায় সুশীতল জলপাত্র হাতে দিয়া কাড়িয়া লইলে, অথবা অতি ক্ষুধার সময় উপাদেয় খাদ্য সম্মুখে স্থাপিত করিয়া খাইতে না দিলে যেরূপ অত্যাচার করা হয়, আপনি এখন চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলে তাহাই হইবে। আপনি ফিরিবার ইচ্ছা করিতেছেন শুনিলে, বাবু এখনি ছুটিয়া আসিবেন এবং আপনার চরণে পতিত হইয়া শতবার অপরাধ স্বীকার করিবেন।"

হেমলতা বলিলেন,—"কিন্তু কোথায় তিনি? তাঁহাকে দেখিতে পাইলেও যাহা হয় বুঝিতে পারিতাম।"

দাসী বলিল,—"আপনি রাজকন্যা। এই প্রথম মিলনের শুভদিনে আপনাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করাই তাঁহার অভিপ্রায়। সে জন্য অনেক আয়োজন হইয়াছে। তিনি সঙ্গে থাকিলে অভ্যর্থনা অঙ্গহীন হইবে; কেন না, তখন সে সকল দিকে লক্ষ্য করিতে আপনার বা তাঁহার সুযোগ বা ইচ্ছা হইবে না। আর দুইটি কক্ষ পার হইলেই আয়োজন দেখিতে পাইবেন, তাহার পরেই প্রমোদকক্ষের দ্বারে বাবু আপনার নিমিত্ত দাঁড়াইয়া আছেন।"

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া হেমলতা বলিলেন,—"চল তবে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সোপান অতিক্রম করিয়া তাঁহারা দ্বিতলে আরোহণ করিলেন এবং এক কক্ষে উপস্থিত হইলেন। সেই বিস্তৃত কক্ষে অনেক আলোক জ্বলিতেছিল। কক্ষটি যেন দিবার শোভা ধারণ করিয়াছে। সেই কক্ষে দ্বাদশটি যুবতী নারী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দ্বারের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জীবনের আনন্দস্বরূপ যৌবনের প্রমোদকাননের বিহঙ্গম হইলেও, এই নারীদিগের দেহে যৌবনের শোভা ও সম্পদের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। ইহাদিগের বর্ণের উজ্জ্বলতা কোথায় পলায়ন করিয়াছে। কালিমা ও কুৎসিত অঙ্কসমূহ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ললাটে বিকট শিরা দেখা যাইতেছে। চক্ষু কোটরগত ও প্রভাহীন হইয়াছে। গণ্ড নিষ্প্রভ হইয়া মুখবিবরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

গণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে চর্ম্মাবৃত অস্থি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দেহ সম্মুখে ঈষৎ নত হইয়াছে। তথাপি এই নারীরা সুন্দরী সাজিবার নিমিত্ত অনেক প্রযত্ন করিয়াছে। পরকীয় চুলের গুচ্ছে আপনাদের কেশের অভাব ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং আবশ্যকাধিক তৈল দিয়া মোহিনী কবরী বাঁধিবার প্রায়াস করিয়াছে। শত ছিন্ন সেলাই-করা বস্ত্র তাহারা সযত্নে পরিধান করিয়াছে, সেলাই ঢাকিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সকলগুলি ঢাকা পড়ে নাই। আপনাদিগের শীর্ণ দেহে তাহারা কাঁচের, পিতলের এবং রূপার অনেক অলঙ্কার পরিয়াছে। তাহাতে তাহাদিগের শোভা একটুও বাড়ে নাই পরন্তু তাহাদিগের বিকট মূর্ত্তি আরও বিকট হইয়াছে। তাহারা তাম্বুলরাগে অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিয়াছে, কিন্তু কালোর উপর লাল, অস্বাভাবিক হইয়াছে।

দাসীর সহিত হেমলতা এই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। একসঙ্গে নারীগণ বলিয়া উঠিল,—"আসুন আসুন।"

তাহাদিগের বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনিয়া হেমলতা চমকিতা হইলেন, সাগ্রহে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, ইহারা নরকের দূতী। দাসীকে বলিলেন,—"চল। আমাকে এ স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া চল।"

সেই নারীগণ বেগে অগ্রসর হইয়া আসিল এবং কেহ বা হেমলতার হস্ত, কেহ বা বস্ত্রাগ্র, কেহ বা চরণ ধারণ করিল, অপরেরা তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একজন অতি কর্কশ স্বরে বলিল,—"যাইবেন কেন? আপনাকে আজি হইতে আমাদিগের সম্প্রদায়ে পাইয়া আমরা গৌরবে ফাটিতেছি, আপনি আজ যে পথে চলিতেছেন, আমরা বহুদিন হইতে সেই পথে বেড়াইতেছি।"

আর একজন ক্ষীণস্বরে বলিল,—"কি রূপ, কি শোভা,

লোকে এক দিন আমাকেও পরমা সুন্দরী বলিত। কিন্তু হায়, পোড়া লোকে দেখিতে পায় না। আমার সে রূপ এখনও আছে তথাপি লোকে আমাকে কুৎসিতা বলে।” সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

আর একজন মৃদুস্বরে বলিল—“কি সুন্দর কাপড়, কি চমৎকার অলঙ্কার, আমারও এরূপ ছিল ; রূপযৌবন থাকিলে আবার হইবে।” তাহারা নিকটে আসিলে ঘৃণায় হেমলতার প্রাণ অস্থির হইতেছিল। তাহারা আসিয়া সমকক্ষভাবে তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তিনি আপনাকে নিতান্ত কলুষিত ও অপবিত্র মনে করিতে লাগিলেন। তাহার পর তাহাদিগের কথা শুনিয়া তাঁহার পঞ্জরাস্থি যেন খসিয়া পড়িতে লাগিল।

তিনি সভয়ে দাসীকে বলিলেন,—“এ স্থলে থাকিতে চাহি না। আমাকে অন্য কোথাও লইয়া যাইবে কি না বল ?”

দাসী কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে সেই নারীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিকট অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের সঙ্গীতের সেই ভাষা শুনিয়া এবং বিকৃত নৃত্য দেখিয়া হেমলতার হৃৎকম্প হইল। তিনি পলায়ন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। দাসী প্রস্থানের কোনও উদ্যোগ করিতেছে না দেখিয়া, হেমলতা সেই নৃত্যশীলা গায়িকাদিগের শ্রেণী ভেদ করিয়া উক্ত দ্বার দিয়া কক্ষান্তরে বেগে পলায়ন করিলেন। সে ঘরেও বিস্তর আলোক, তথায় একখানি বসিবার কৌচ পড়িয়া ছিল। হেমলতা “হা ভগবান্ !” বলিয়া সেই কৌচের উপর বসিয়া পড়িলেন। পশ্চাতের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাসী তাঁহার নিকটে আসিল। বলিল,—“বড় কষ্ট হইতেছে। একটু সরবৎ দিব কি ?”

“না।'

“এখানে একটু বিশ্রাম করিবেন কি ?”

“না।”

দাসী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে হেমলতা বলিলেন,—“লবঙ্গকে ডাকিয়া দাও, আমি বাটী যাইব।”

দাসী বলিল,—“আমার সাধ্য নাই। আমাকে ক্ষমা করিবেন। এখান হইতে আপনি যদি এখন চলিয়া যান, তাহা হইলে বাবু আত্মহত্যা করিবেন। আমরা জানিয়া শুনিয়া আপনাকে ছাড়িয়া দিলে আমাদিগের বিপদের সীমা থাকিবে না।”

হেমলতা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পার্শ্বস্থ রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল এবং তাহার মধ্য দিয়া এক অবনত-বদনা কৃশকায়া মলিনবসনা নারী প্রবেশ করিয়া হেমলতার সম্মুখে দাঁড়াইল ! নারীর অঙ্কে এক শীর্ণ, বিবর্ণ শিশু।

নারী আসিয়া বলিল,—“শুনিয়াছি, আপনি রাজকন্যা, আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এখানে অনেক আয়োজন হইয়াছে। আপনার জীবনে আজ বড় আনন্দের দিন, এ আনন্দের দিনে নিশ্চয়ই আপনি দীন-দুঃখীকে দান-খয়রাত করিবেন ; তাই আমি অনেক চেষ্টায় আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া আমার এই শিশুটিকে বাঁচান।”

হেমলতা বলিল,—“কে তুমি ?”

নারী বলিল,—“কে আমি, সে পরিচয় দিলে অন্যে হয় তো ঘৃণায় মুখ ফিরাইত, কিন্তু আমার ভরসা আছে, আপনি আমাকে অনুযোগ করিবেন না ! আমার স্বামী ছিলেন। তাঁহার অনেক ধনদৌলত ছিল, আমাকে তিনি বড় ভালবাসিতেন, কিন্তু তাঁহার ভালবাসা আমার ভাল লাগিত না। এক প্রতিবেশী যুবার সহিত আমার প্রণয় হইল ! একদিন স্বামীর বিস্তর ধন, জিনিসপত্র অলঙ্কার চুরি করিয়া সেই যুবার সহিত কলিকাতায় পলাইয়া আসিলাম। এখানে আসিয়া বড়মানুষের ন্যায় সুখে পরমানন্দে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। সে যুবা আমার মনোরঞ্জন ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য করিত না ; আমিও তাহাকে চক্ষুর অন্তরালে যাইতে দিতাম না। বসিয়া খাইলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরাইয়া যায়। আমাদিগের টাকা-কড়ি শেষ হইল, তখন এই শিশু আমার গর্ভে।

“আমাকে এ অবস্থায় খোলার ঘরে আসিতে হইল। আমি যুবাকে কোনরূপ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে বলিতে লাগিলাম। বকাবকি ও মনান্তর হইতে লাগিল। শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, কিন্তু এক মুষ্টি অন্নেরও তখন উপায় নাই। যুবা পলায়ন করিল। ভাড়া দেওয়া হয় নাই বলিয়া বাড়ীওয়ালী তাড়াইয়া দিল। পথের ভিখারিণী হইয়া কুপথে সুপথে পেটের দায়ে অনেক চেষ্টা করিলাম। ভিক্ষা ভিন্ন আর গতি হইল না। এখন আপনি রক্ষা করুন।”

হেমলতা অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—“আমি কিছু সাহায্য করিলেই বা কি হইবে ?”

ভিখারিণী বলিল,—“ছেলে একটু সুস্থ হইলে,

একটু বড় হইলে, আমি গৃহস্থের বাটীতে দাসীবৃত্তি করিব। এরূপ পীড়িত ছোট ছেলে লইয়া কাজ করিলে লোকে বিরক্ত হয়।"

হেমলতা বলিলেন,—"স্বামীর আর কোন খবর তুমি পাও?"

ভিখারিণী বলিল,—"কোন্ মুখে আর সংবাদ লইব? শুনিতেছি, তিনি পুনরায় বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছেন। তাঁহার বাটীর চাকরাণীরা যে সুখে থাকে, তাহা এখন জুটিলে আমি চরিতার্থ হইতাম। তাঁহার বাটীতে কুকুরেরা পাতের যে ভাত খায়, তাহা পাইলে আমার ছেলে বাঁচিয়া যাইত। তাঁহার দাস দাসী লোক জন কত, প্রতিদিন কত অতিথির পাতা পড়ে, আমি সকলের মান্য হইয়া, সকলকে আজ্ঞাধীন করিয়া রাজরাণীর মত থাকিতে পারিতাম; কিন্তু বুদ্ধির দোষে আজ আমি পথের ভিখারী। আপনি আমার ছেলেকে কিছু দয়া করিবেন কি?"

হেমলতা বলিলেন,—"তুমি যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে দয়া করিলে পাপ হয়। বড় ভুল করিয়াছ। কিন্তু তোমার দোষ যতই হোক, তোমার এ ছেলে নির্দ্দোষ; ইহাকে বাঁচাইবার জন্য এবং মানুষ করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। তুমি আমার সহিত বহুবাজারে দেখা করিও, আমি বাবাকে বলিয়া তোমার ছেলের উপায় করিয়া দিব। আপাততঃ আমার হাতে টাকা নাই; কিন্তু আমার লোক লবঙ্গের কাছে টাকা আছে, তুমি তাহার নিকট হইতে দুইটি টাকা লইয়া যাও। সে বাহিরের ঘরে আছে।"

ভিখারিণী বলিল,—"আপনার সুমতি হোক।"—সে চলিয়া গেল।

কৌচের পশ্চাদ্ভাগে ত্রিভুজাকারে দক্ষিণ হস্ত রক্ষা করিয়া হেমলতা কর-পল্লবে মস্তক সংন্যস্ত করিয়া বক্রভাবে বসিয়া রহিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন,—'এখনও সময় আছে, এখনও পিছাইলে চলে। অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, আর অগ্রসর হইব না। যাহারা আমার অভ্যর্থনার জন্য এ সকল আয়োজন করিয়াছে, তাহারা আমার হিতৈষী। তাহারা দেখাইতেছে, এ পথের এই পরিণাম, ইহাতেও যদি আমি সাবধান হইতে না পারি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আমার কপাল একেবারেই পুড়িয়াছে। বাবা, মা বাসায় আইসেন না কেন? তাঁহারা বুঝিয়াছেন, আমি পাপের সাগরে ডুবিতে বসিয়াছি, আমি এ কথা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। মনের আবেগে পাপের দিকে দৌড়িতেছি। পিতার রাগ, মাতার অসন্তোষ ভাবিতে আমার সময় নাই। লবঙ্গ অন্য কথা মনে করিতেও দিতেছে না। এখনও ফিরি, এখনও সাবধান হই, আর না। স্বামী—ঐ ভিখারিণী স্বামীপদে মতি রাখিলে রাজরাণী হইয়া থাকিত। আমার স্বামীর ঐশ্বর্য্য নাই, পিতার আছে। সে ঐশ্বর্য্য আমারই। আমি স্বামীকে লইয়া রাজরাণী হইয়া থাকিতে পারি। সপত্নী! সতীন বড় বিষম কণ্টক। তা হউক, তবু তো পরে কোন দুঃখের ভয় থাকিত না? স্বামীকে আমি ভালবাসি নাই কেন? তিনি তো রূপবান্, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে, আমি কেন বাসি না? ভালবাসা একটা অভ্যাস। যে ভালবাসে না, সে কাহাকেও ভালবাসে না, ভালবাসা শিখিতে হয়, অভ্যাস করিতে হয়, একটু ভালবাসা হইতে ক্রমে অনেক হয়। ভালবাসি বা না বাসি, বুঝিতেছি, পাপের পথে সুখ হইবে না। শেষ কেবল কষ্ট পাইব।'

দাসী বলিল,—"ঠাকুরাণী! অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছেন, এক্ষণে আসুন।"

হেমলতা বলিলেন,—"আমি আর যাইব না। আমি এখান হইতে ফিরিব। আমার অতিশয় কষ্ট হইতেছে, তুমি আমাকে আর বিরক্ত করিও না।"

দাসী বলিল,—"যদি কষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিশ্রাম করিতে হইবে। এই পার্শ্বের ঘরে বিছানা আছে, খাবার জল আছে, মিষ্টান্ন, পান আছে, গোলাব-জল প্রভৃতি জিনিসও আছে। আপনি এ দিকে আসুন, বিশ্রামের সুবিধা হইবে।"

হেমলতা বলিলেন,—"আমি এখানে বেশ আছি, কোন জিনিসে আমার কাজ নাই। তুমি আমার সহিত এখন আর কথা কহিও না।"

দাসী বলিল,—"একটা কথা বলি। আপনার কষ্ট হইতেছে, বাবুকে ডাকিয়া দিব কি?"

হেমলতা বলিলেন,—"না।" আবার একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"একবার ডাকিলে মন্দ হয় না। আমি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া, তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া যাইতাম। পার যদি, একবার ডাকিয়া দাও।"

দাসী চলিয়া গেল। হেমলতা বুঝিয়াছিলেন, সে তাঁহাকে বাহিরে আসিবার উপায় করিয়া দিবে না। আপনাকেই পথ দেখিয়া লইতে হইবে। তিনি সেই অভিপ্রায়ে উঠিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ,

করিলেন। পশ্চাতের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। কক্ষ নিবিড় অন্ধকার। সেই অন্ধকারে হেমলতা চারিদিকে হাত দিয়া নির্গমনের পথ দেখিতে লাগিলেন; কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া 'মা গো' বলিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া হেমলতার মনে হইল, এ স্থলে যেরূপ ভয়ানক কাণ্ড দেখিতেছি, তাহাতে গুরুতর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। যদি কোন পুরুষ আক্রমণ করে, অলঙ্কারলোভে যদি কোন দস্যু আসিয়া পড়ে! যত ব্যাপার দেখিতেছি, সকলই স্ত্রীলোক-ঘটিত। স্ত্রীলোকের দ্বারাও অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে। এক লবঙ্গ মাত্র সঙ্গে ছিল, সে-ও অনেক দূরে পড়িয়াছে। কোচম্যান, সহিস, দ্বারবান্ বাগানের বাহিরে আছে। যদি উদ্দেশ্য মন্দ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে আসিতে দিবে না, লবঙ্গকে ডাকা উচিত, সে সঙ্গে থাকিলে নিষ্কৃতির অনেক উপায় হইতে পারে।

তখন হেমলতা "লবঙ্গ লবঙ্গ" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কক্ষমধ্যে তাঁহার কণ্ঠধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে ঘুরিতে লাগিল। কোন দিক্ হইতে কেহই কোন উত্তর দিল না। সেই বিশাল ভবনে যেন তিনি ভিন্ন আর সজীব মনুষ্য কেহই নাই। তাঁহার নির্ভীক হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। অপ্রতিবিধেয় ঘটনার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলে কোনই ফল হইবে না বুঝিয়া তিনি কাতর ও অবসন্নভাবে অদৃষ্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

কতক্ষণ সময় অতীত হইল, হেমলতার তাহা বোধ নাই। সহসা সেই কক্ষমধ্য হইতে সুমধুর কোমলকণ্ঠে শব্দ হইল,—"অভাগিনি, স্বামীকে ভালবাসিতে শেখ নাই, মর না কেন?"

হেমলতা কাঁপিয়া উঠিলেন। এই কক্ষের সর্ব্বত্র তিনি ঘুরিয়াছেন, কোথাও মনুষ্যের অঙ্গে তাঁহার হাত লাগে নাই। এই নির্জ্জনতা ও ও নিস্তব্ধতার মধ্যে সন্নিকটে মনুষ্য থাকিলে অবশ্যই শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিত, তাহাও করে নাই।

আবার সেই সুকোমল-ধ্বনিতে কথিত হইল, "পাপীয়সি! স্বামীকে ভালবাসিলে সপত্নীর প্রতি হিংসা থাকিত না, পাপে মতি হইত না। তোমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে।"

হেমলতার অন্তরে ক্রোধের উদয় হইল। যাহারা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে অভ্যস্ত, তাহারা কখনই কাহারও উপদেশ গ্রহণ করিতে বা প্রতিকূল বাক্য শ্রবণ করিতে পারে না। হেমলতা বলিলেন,—"তুমি কে, তাহা জানি না। কণ্ঠস্বরে বুঝিয়াছি, তুমি নারী। তুমি যেই হও, তোমার শাসন বা উপদেশে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে সাহায্যের জন্য ডাকি নাই, তোমার অযাচিত হিতৈষিতা আমার অতি বিরক্তিকর।"

পরিচিত নারীকণ্ঠ হইতে কোন উত্তর বাহিরিল না। আবার ভয়ানক নির্জ্জনতা সেই স্থানে বিরাজ করিতে লাগিল। যে মানবীর বাক্য তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, সে-ও নিকটে আছে বলিয়া তাঁহার আর বোধ হইল না। সে ভবনে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে সঙ্গীতনৃত্যের বীভৎস অভিনয় হেমলতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যে ভবনের দৃষ্টপূর্ব্ব অংশ আলোকমালায় সুশোভিত দেখিয়াছেন, যে ভবনে কক্ষান্তরে ভিখারিণী ও দাসী তাঁহার সঙ্গিনী ছিল, সে ভবনের যে স্থানে তিনি এখন অধিষ্ঠিত, তাহা সূচিভেদ্য নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেই প্রগাঢ় অন্ধকারমধ্যে তিনি একাকিনী।

ইংলণ্ডের জগদ্বিখ্যাত কবি মিল্টনের "কোমস্" নামক দৃশ্যকাব্যে নিশাকালে ঘোর তমসাচ্ছন্ন নিবিড় অরণ্যানী-মধ্যগতা এক সম্ভ্রান্ত-মহিলার অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে। সেই পথ-হারা ভয়চকিতা রমণী যাহা বলিয়াছিলেন, হেমলতার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া কবি-বর্ণিত সেই নায়িকার দুর্দ্দশা কাহার না নয়ন-পথে সমুদিত হয়?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মনোহর শোভন-পদার্থ-পরিবৃত, সুগন্ধামোদিত দীপাবলী-শোভিত প্রশস্ত কক্ষে হেমলতা শয্যাশায়িত। পর্য্যঙ্কের পাশে দাসী দণ্ডায়মানা। সে ধীরে ধীরে হেমলতার কপালে হাত বুলাইতেছে।

হেমলতা মৃদুস্বরে বলিলেন,—"আমি জীবনে কখন তোমাকে দেখি নাই, তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই। তুমি স্ত্রীলোক। স্বভাবতঃ তোমার প্রাণে দয়ামায়া থাকা উচিত। আমি তোমাকে মা বলিয়াছি, তুমি মা হইয়া কন্যাকে এত কষ্ট কেন দিতেছ?"

দাসী বলিল,—"আপনি কেন কষ্ট পাইতেছেন

জানি না। আপনার নিদ্রাকর্ষণ হইলে আপনি অনায়াসে সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন। ক্ষুধাবোধ হইলে উপাদেয় খাদ্য এখনি আপনার সম্মুখে আসিতে পারে। নির্ম্মল সুবাসিত জল আপনার তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য প্রস্তুত আছে। কোন বিষয়ের কোন কষ্ট নাই। তথাপি আপনি কেন কষ্ট পাইতেছেন, বলিতে পারি না।"

হেমলতা বলিলেন,—"তোমার অনেক দয়া। আমি অন্ধকার ঘরে একাকিনী মরিতে পড়িয়াছিলাম, তুমি সে স্থান হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছ; তুমি আমার কথার দোসর। তুমি কাছে আসায় আমি মৃতদেহে জীবন পাইয়াছি; কিন্তু মা, এখানে কোন বিষয়ের অসুবিধা না থাকিলেও আমার প্রাণ টিকিতেছে না। আমাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে দাও, আমি এখানে আর থাকিতে পারিতেছি না।"

দাসী বলিল,—"কি উপায়ে যাইবেন? আপনার গাড়ী চলিয়া গিয়াছে, লোকজন চলিয়া গিয়াছে, কালি তাহাদিগকে আসিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ স্থানে এই গভীর রাত্রিকালে গাড়ীঘোড়া পাওয়াও যাইবে না। আজ আপনার যাওয়ারও কোন উপায় দেখিতেছি না। উপায় থাকিলেও এখন আপনার যাওয়া উচিত নহে।"

হেমলতা বলিলেন,—"কেন?"

দাসী বলিল,—"মাণিক বাবুর সহিত দেখাসাক্ষাৎ না করিয়া, কথাবার্ত্তা না কহিয়া, চলিয়া যাওয়া কি উচিত হয় মা? ভাবিয়া দেখ, তিনি তোমার জন্য রাজ-অট্টালিকা সাজাইয়াছেন, কত ব্যয়ভূষণ করিয়াছেন, কত আনন্দে তোমার সহিত মিলনের আশা করিয়া রহিয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিয়া তোমার যাওয়া হয় কি মা?"

হেমলতা বলিলেন,—"আমি আর তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করি না। তুমি তাঁহাকে আমার সম্মান জানাইও। ব্যয়ভূষণের জন্য যদি কিছু মনে করেন, তাহা হইলে যে টাকা বলিবেন, আমি কল্যই তাহা দিব। আমাকে ক্ষমা করিতে বলিবে। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোন মতেই ইচ্ছুক নহি।"

দাসী বলিল,—"এ কথা কি কখন সাজে মা? ভাবিয়া দেখ, তুমি তাঁহাকে কত সুখেরই আশ্বাস দিয়াছ, কত আনন্দের পরামর্শই তাঁহাকে জানাইয়াছ, এখন কি তাঁহাকে এরূপে ত্যাগ করা তোমার উচিত?"

হেমলতা বলিলেন,—"আমি বুঝিতে পারি নাই। বুঝিতে না পারিয়া কোন কাজ করিয়া ফেলিলে তাহাকে দয়া করা উচিত, ক্ষমা করা উচিত।"

দাসী বলিল,—"ছি মা! এরূপ কথা কেন বলিতেছ? পথে তোমার গাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িলে তুমি মাণিকবাবুর প্রতি যে ভাবে দৃষ্টি করিয়াছিলে, তাহার অর্থ কি? তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই? বাটীতে ফিরিয়া তুমি যখন লবঙ্গের নিকট মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছ, তখন কি কিছু বুঝিতে পার নাই? তাহার পর অপরিচিত পুরুষ মাণিকলাল যখন তোমার পিতার বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন, তখন লবঙ্গকে প্রেমের প্রস্তাব করিবার নিমিত্ত তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছিলে, তখনও কি কিছু বুঝ নাই? যখন লবঙ্গ তোমার অধীরতা দেখিয়া মাণিকবাবুর বৈঠকখানায় গিয়াছে, তখনও কি তুমি কিছু বুঝ নাই? যখন লজ্জামানে জলাঞ্জলি দিয়া প্রেমপাগলিনীরূপে তুমি মাণিকবাবুর হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে গিয়াছ, তখনও কি কিছু বুঝ নাই? যখন তোমার অসীম স্নেহময় পিতা-মাতা তোমাকে ত্যাগ করিয়া ভিন্ন স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখনও কি তুমি কিছু বুঝ নাই? যখন কল্যাণী মায়ীর ভৈরবী তোমাকে সাবধান করিতে গিয়াছেন, তখনও কি তুমি কিছু বুঝ নাই? আর আজ সন্ধ্যাকালে সুদূর বহুবাজার হইতে আপনার রূপযৌবন মাণিকবাবুকে উপহার দিতে অনায়াসে আসিতে পারিয়াছ, তখনও কি কিছু তুমি বুঝ নাই? আগাগোড়া অবুঝের কার্য্য করিয়া আসিয়া এখন হঠাৎ বুদ্ধিমতী হইলে বড়ই অবিচার করা হয়।"

প্রত্যেক কথা হেমলতার হাড়ে হাড়ে বিঁধিল, তিনি বুঝিলেন, প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত তিনি নির্ব্বুদ্ধিতার একশেষ করিয়াছেন। কোন উত্তর দিতে তাঁহার সাধ্য হইল না।

দাসী আবার বলিতে লাগিল,—"মাণিকবাবু প্রথম হইতেই অতিশয় ধীরতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন। পুরুষের এরূপ ধীরতার কথা আর কখন শুনা যায় নাই। তিনি লজ্জার ভয়ে, মানের ভরে, অসাধারণ বুদ্ধিমানের ন্যায় তোমাকে থামাইয়াছেন। রাত্রিকালে নিজের বৈঠকখানায় তোমাকে চরণাশ্রিতা প্রেমসেবিকারূপে পাইয়াও তিনি নানাকারণে তোমার ছায়ামাত্র স্পর্শ না করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। তোমাকে লইয়া তিনি যদি দেশান্তর গমনের পরামর্শ দিতেন, তুমি অবাধে

তাহাতেই সম্মত হইতেন। পিতার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তিনি যদি তোমাকে পলায়ন করিতে অনুরোধ করিতেন, তুমি নিশ্চয়ই তাহাতে স্বীকৃতা হইতে। পিতাকে পরিত্যাগ করিতে, মান-সম্ভ্রম-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে, স্বামীকে ঘৃণিত কুক্কুরের ন্যায় বর্জ্জন করিতেও তুমি প্রস্তুত ছিলে। কেবল মাণিকবাবু তোমাকে থামাইয়া রাখিয়াছেন।"

হেমলতা বলিলেন,—"দেখিতেছি, তুমি সকল কথাই জান। এ সকলই সত্য কথা। আমি এজন্য মাণিকবাবুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ।"

দাসী বলিল,—"কৃতজ্ঞতার কি এই কার্য্য! তাঁহার প্রাণ মাতাইয়া স্বেচ্ছায় তাঁহার কাছে আসিয়া এইরূপে চলিয়া যাইলে কৃতজ্ঞতা হয় কি? বহু বিঘ্নযুক্ত বিপদ্‌ময় স্থানে যাঁহার সহিত মিলনের বিলম্ব সহে নাই, আজি এই সম্পূর্ণ নিরাপদ্ স্থানে তাঁহার নিকট আসিয়া ত্যাগ করিয়া যাওয়া কি কৃতজ্ঞতা? মা, এরূপ কথা আর বলিও না।"

হেমলতা মনে মনে বুঝিলেন, মাণিকলালের ভদ্রতা অসীম। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাকে বহুদিন পূর্ব্বে কলঙ্ক-নরকে ফেলিয়া দিতে পারিতেন, এখনও যে আমার দেহ পাপে কলুষিত হয় নাই, সে কেবল তাঁহারই গুণে। তিনি আজি এ স্থানে আমাকে একাকিনী পাইয়া এতক্ষণে আমার সর্ব্বনাশ করিলেই করিতে পারিতেন; কিন্তু সেরূপ কোন চেষ্টা না করিয়া যে সকল আয়োজন ঘটাইয়াছেন, তাহাতে আমার মনের গতি আপনি ফিরিতেছে। তাঁহার ভদ্রতার কথা ভাবিয়া শেষ হয় না। এরূপ মহদ্‌ব্যক্তির নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিতে আমি বাধ্য। দাসী যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য। আমি মাণিকলাল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া রোদন করিব; তিনি নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু আমি আপনাকে আপনি আর বিশ্বাস করিতে পারি না। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব কি? আমার অবিশ্বাসী মন পাপের পথে না ফিরিয়া স্থির থাকিবে কি? এখানে ঘটনা সকলি অনুকূল। মনের গতি যে মুহূর্ত্তে পাপের দিকে ফিরিবে, তৎক্ষণাৎ নরকে ডুবিতে হইবে। কি করি?"

পার্শ্বের একটি দ্বার খুলিয়া গেল। অস্পষ্ট দুর্ব্বোধ্য নাকি সুরে শব্দ হইল, "রাণীমার জয় হউক।"

সভয়ে হেমলতা সেই দিকে ফিরিলেন। দেখিলেন, ভয়ানক বিকটমূর্ত্তি। ঘর অন্ধকার। সেই অন্ধকার পশ্চাতে রাখিয়া এক বিকৃতকায়া গলিতাবয়বা নারী দাঁড়াইয়া আছে। মনুষ্যমূর্ত্তির এরূপ বিকৃতি আর কখন হেমলতার নয়নে পড়ে নাই। নারীর মস্তকে কেশ অতি ক্ষুদ্র, তাহার নাসিকা খসিয়া পড়িয়াছে, নাসাবিবর অতি বীভৎস হইয়া রহিয়াছে। কর্ণদ্বয় অতিশয় স্থূল কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘ হইয়াছে, রসনার অত্যল্প ভাগমাত্র তাহার মুখে লাগিয়াছে, দুই পার্শ্ব হইতে তিনটা দাঁত ওষ্ঠের বাহিরে আসিয়াছে, অধর স্থূল হইয়া সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দন্তহীন মুখগহ্বরের অনেক অংশ বাহির হইতে দেখা যাইতেছে, তাহার নয়নদ্বয় গোলাকার ধারণ করিয়াছে; হস্তের অঙ্গুলি সমস্ত খসিয়া গিয়াছে, করপল্লবে অতি ভয়ানক ঘা দক্-দক্ করিতেছে, সেই ঘা হইতে শ্বেতবর্ণের লম্বা লম্বা পোকা এক একবার বাহিরে আসিতেছে। নারীর পায়ের পাতা একেবারেই নাই। সে পদমূলে অনেক ছেঁড়া ও ময়লা নেকড়া জড়াইয়াছে। সেই দুই অক্ষম চরণের উপর নির্ভর করিয়া সে দাঁড়াইতে পারে না; তাই সে একটা স্থূল ও দীর্ঘ বাঁশের লাঠি লইয়াছে। লাঠির এক প্রান্ত ভূমিতে সংলগ্ন; অপর প্রান্ত তাহার স্কন্ধে সংস্থিত। সে সেই লাঠি দক্ষিণ বাহুর মধ্যে জড়াইয়া লইয়াছে, একখণ্ড অতি মলিন নেকড়ায় তাহার কটিদেশ হইতে জানুর ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত আবৃত।

সভয়ে হেমলতা এইরূপ অস্বাভাবিকদর্শন মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া থাকিলেন। কুষ্ঠিনীর কথা অস্পষ্ট; কণ্ঠস্বর অতি ভয়ানক। বাক্যকথনকালে তাহার আয়াস অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক। সে সেই স্বরে বলিল,—"কি দেখিতেছ মা! এক সময় অনেক আমোদ করিয়াছি, অনেক রঙ্গে মাতিয়াছি, তাহার ফল এখন ভুগিতেছি।"

হেমলতা উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন,—"তোমার শরীরের এই অবস্থা জন্মকাল হইতে ঘটিয়াছে কি?"

কুষ্ঠিনী বিকট হাস্য করিল। তাহার মুখভঙ্গী ভয়ঙ্কর হইল। ইহাই তাহার হাস্য। এই হৃৎকম্পকারী হাস্যের পর সে বলিল, "না, না, তোমার মত—তোমার চেয়ে অনেক ভাল চেহারা আমার ছিল, আমার রং তোমার চেয়ে খুব ভাল ছিল, আমি ভারী সুন্দরী বলিয়া বিখ্যাত ছিলাম। তুমি হয় ত এ সকল কথা বিশ্বাস করিবে না।

কিন্তু সত্যই বলিতেছি, আমাকে দেখিয়া অনেক পুরুষ পাগল হইত।"

হেমলতা উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—"তাহার পর এইরূপ হইল কিসে? কঠিন পীড়া হইল কি?"

কুষ্ঠিনী বলিল, "পীড়া—পাপের হাওয়া গায়ে লাগিলেই পীড়া হয়। যাহারা ভাল পথে চলে, তাহারা এ রোগের নামও জানে না। পীড়ার ভয়েও আমোদ ছাড়ি নাই। পীড়া সারুক না সারুক, রঙ্গরস বন্ধ করি নাই, তাহার ফল চক্ষুতেই দেখিতে পাইতেছ।"

হেমলতা জিজ্ঞাসিলেন—"তোমার বাড়ী কোথায়?"

কুষ্ঠিনী বলিল,—"বাড়ী কোথায় ছিল, জিজ্ঞাসা করিতেছ? বলি। লুকাইয়া কি হইবে? সকলি গিয়াছে, আর লজ্জায় কাজ কি? শ্যামপুরের রঘুনাথ বাবুর নাম শুনিয়াছ কি?"

হেমলতা বলিলেন,—"কেন শুনিব না? আমাদের গ্রামের কিছু দূরেই ত শ্যামপুর! রঘুনাথ বাবু ভারী বড়মানুষ ছিলেন, তাঁহার এক কন্যা ছিল। শুনিয়াছি, সে ব্যভিচারিণী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে; তাহার পর হইতে শ্যামপুরের বাবুদের বিষয়-আশয়, বাড়ী-ঘর বিক্রয় হইয়াছে। আমার পিতা অনেক সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন শুনিয়াছি।"

কুষ্ঠিনী বলিল,—"তাহা হইলে বোধ হইতেছে, তোমার পিতার নাম রত্নেশ্বর বাবু। হরিপুরে তোমার বাপের বাড়ী তো?"

হেমলতা বলিলেন,—"হাঁ। রত্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায় আমার পিতা।"

কুষ্ঠিনী বলিল,—"ভাল হইয়াছে। ঈশ্বর তোমার কাছে আনিয়া দিয়া আমাকে ভাল করিয়াছেন। আমি সেই রঘুনাথ বাবুর ব্যভিচারিণী কন্যা।"

হেমলতা চমকিয়া উঠিলেন। সভয়ে বলিলেন,—"তার পর?"

কুষ্ঠিনী বলিল,—"সর্ব্বনাশের দুই একটা কথা মোটামুটি বলি। বলিতে গেলে তুমি আমার খুব আপনার লোক। আমার বিষয়-সম্পত্তির বারো আনাই তোমাদের ঘরে গিয়াছে। সে জন্য তোমার উপর এই দুঃসময়ে একটু জোর করিতেও পারি। বাবা এক সুশ্রী কুলীন যুবার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। আমি বড়মানুষের মেয়ে, কাজকর্ম্ম জানি না। দোতালা হইতে নামিতে পারি না; কাজেই শ্বশুরবাটী যাইতাম না। স্বামী আসিতেন। কিন্তু তিনি গরীব বলিয়া আমি তাঁহাকে ছোটলোক মনে করিতাম। বাপ-মার সেবার জন্য, আপনার সুখের জন্য তিনি আর একটি বিবাহ করিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহার উপর ঘৃণা আরও বাড়িয়া গেল। যখন আমার ১৬ বৎসর বয়স, তখন আমার পিতার মৃত্যু হইল।"

হেমলতা বলিলেন,—"আমরা লোকমুখে শুনিয়াছি, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স বেশী হয় নাই। তার পর কি হইল?"

কুষ্ঠিনী বলিল,—"আমার স্বামী আসিলেন। বলিলেন,—'এই অগাধ বিষয় তুমি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। আমি এখানে থাকিয়া বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিব।' তাঁহাকে দুর্ব্বাক্য বলিলাম। চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে তিনি চলিয়া গেলেন। এ জীবনে সে শ্রীচরণ আর দেখিতে পাইলাম না।"

কুষ্ঠিনীর নয়নে জল আসিল। সে কিয়ৎকাল নীরব থাকিল। হেমলতার প্রাণের ভিতর তীব্র জ্বালা জন্মিল। তিনি আপনার পাপ কুষ্ঠিনীর অপেক্ষা বেশী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সে বলিতে লাগিল, "আমি তখন রূপের ডালি। পিতা নাই, স্বামীকে তাড়াইয়াছি, মাকে গ্রাহ্য করি না। স্বাধীনভাবে পাপে গা ভাসাইলাম। মা লজ্জায় কাশী চলিয়া গেলেন। দুই বৎসর বাড়ীতে থাকিয়া কলঙ্কে দেশ পূর্ণ করিলাম। সেখানকার আমোদ ভাল লাগে না। কলিকাতায় আসিলাম। পুরুষের কখন কখন যে নিন্দা শুনা যায়, আমার সেই দোষ হইল। আমি রসিক ভ্রমরের ন্যায় ফুলে ফুলে ঘুরিতে লাগিলাম, অর্থ জলের মত চলিতে লাগিল। দেনা-কর্জ্জে ডুবিতে লাগিলাম। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। শরীর যায়, বিষয় যায়, মন তথাপি থামে না। ক্রমে সর্ব্বস্ব গেল, দেহের জড়তা হইল, প্রাণের যত বন্ধু সকলেই সরিয়া পড়িল। আমাকে না দেখিলে যাহারা আর বাঁচিত না, কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিলেও তাহারা আর আসিত না। এইরূপই হয়। অনেক দেখিলাম, এ পথের এই গতি! না ডাকিলেও যিনি কাছ-ছাড়া হইতেন না, দুঃখের দিনে যাঁহার কৃপা বেশী হইত, মরিলেও যিনি কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতেন, তাঁহাকে আমি ত্যাগ করিয়াছি। ফল ভুগিব না কেন! ঈশ্বর কি নাই?"

হেমলতার চক্ষুতে জল আসিল। বুঝিলেন, ইহার বরং ক্ষমা আছে, তিনি যেরূপ কুপথে পা বাড়াইয়াছেন, তাহার আর ক্ষমা নাই। ইহার

বাপ ছিল না, মা ছিল না, স্বামীও কাছে থাকিতেন না। কিন্তু আমার সকলি আছেন, বিনা দোষে আমি স্বামীকে অপমান করিয়াছি; তিনি ত আমার নিত্যসঙ্গী; পিতা মাতা এত ভালবাসেন, এত বিশ্বাস করেন; তাঁহাদের বুকে বসিয়াই আমি কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিবার জন্য সকল ব্যবস্থাই করিয়াছি। ধিক্ আমাকে!

কুষ্ঠিনী বলিল, "মনে হয় কি, যদি সতীনকে স্বামীর পাশে বসাইয়া দিবানিশি তাঁহাদের সেবা করিতাম, আর যথাকালে স্বামীর পাতের এক মুঠা ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করিতাম, তাহা হইলে ইহকাল পরকাল বজায় থাকিত; সুখের সীমা থাকিত না; সুনামে দেশ ছাইয়া যাইত। সকলি হারাইয়াছি, মরণ ত হয় না! নরকে পুড়িতে হইবে, সেও ভাল, এমন করিয়া আর বাঁচিতে পারি না। ভিক্ষা এখন অবলম্বন, এই বাগানের কাছে গাছ-তলায় এখন বাস। রাঁধিতে পারি না, চলিতে পারি না। মুখে তুলিয়া খাইতে পারি না, মুখে কোন বস্তু দিলেও পড়িয়া যায়, তবু মরণ তো হয় না।"

হেমলতা বস্ত্রাঞ্চলে স্বকীয় নয়ন মার্জ্জন করিলেন। বলিলেন,—"ঔষধ খাও, নিয়ম কর, শরীর ভাল হইবে। তোমার কথা শুনিয়া বড়ই সৎশিক্ষা পাইলাম। আমার হাতে নগদ টাকা নাই, একখানি অলঙ্কার দিতেছি।" তিনি কণ্ঠ হইতে একছড়া হার খুলিলেন এবং তাহা কুষ্ঠিনীকে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"ইহা বিক্রয় করিলে বোধ হয় এক হাজার টাকা হইবে, ইহার দ্বারা ছোট একটু ঘর তৈয়ার কর। শুশ্রূষা করিবার এক জন লোক ঠিক করিয়া লও, ভাল আহারাদির ব্যবস্থা কর, চিকিৎসার উপায় দেখ।"

কুষ্ঠিনী বলিল,—"মহাব্যাধি হইয়াছে। পাপে শরীরকে একেবারে নষ্ট করিয়াছে, বার বার পারা খাইয়াছি, এ রোগের আর চিকিৎসা নাই। মৃত্যু হইলে রোগের শান্তি হইবে। তোমার জয় জয়কার হউক। তুমি স্বামীর সুনজরে পড়, স্বামীর পদে তোমার অচলা মতি হউক, ভ্রমেও যেন, যে পাপের কথা শুনিলেও নারীকে শিহরিতে হয়, তাহা তোমার মনে না আইসে। ইহার অপেক্ষা ভাল আশীর্ব্বাদ আমি আর জানি না।"

কুষ্ঠিনী যষ্টি ও চরণের দ্বারা নিপুণতার সহিত হার তুলিয়া লইল। তাহার পর আবার বলিল,—"তুমি এখানে আসিয়াছ শুনিয়াছি; অনেক প্রার্থনায় তোমার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি পাইয়াছি; কিন্তু মা, তুমি এখানে কেন?"

হেমলতা বলিলেন,—"আর এক দিন বলিব। তোমার সহিত দেখা করিব, আজি আমার মন বড় খারাপ। এখন কিছুই বলিতে পারিব না।"

প্রণাম করিয়া কুষ্ঠিনী প্রস্থান করিল। হেমলতা অধোমুখে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

—

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চিন্তায়, আশায়, অনুতাপে এবং আত্মগ্লানিতে হেমলতার অন্তরে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। কুষ্ঠিনীর অবস্থা ও ইতিহাস তিনি সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিতেছিলেন।

রাত্রি ১টা বাজিয়া গেল। হেমলতার অবসন্ন দেহে ক্রমে একটু নিদ্রার আবেশ হইল। সে অবস্থাকে নিদ্রা বলা যায় না, তন্দ্রাও নহে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিষ্ক্রিয় হইল, কিন্তু চিত্তে চিন্তার বিরাম হইল না। দাসী তাঁহাকে নিদ্রিত মনে করিয়া ধীরে ধীরে ও নিঃশব্দে প্রস্থান করিল; হেমলতা তাহা জানিতে পারিলেন না।

সহসা অনেক দূর হইতে কোমলস্বরে কেহ বলিল,—"হেমলতা, প্রাণেশ্বরি! রাত্রি প্রভাত হইতেছে, আর কতক্ষণ এ অনুগত জনকে এমন করিয়া কষ্ট দিবে?"

হেমলতা চমকিয়া উঠিলেন। স্বর সুপরিচিত —মাণিকলালের। তিনি নক্ষত্রবেগে উঠিয়া বসিলেন, চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, দাসীও নিকটে নাই। মনে অতিশয় ভয় হইল, কি করা উচিত? পলাইবার পথ তিনি জানেন না। এই গভীর নিশীথে কোথায় বা যাইবেন? উভয় হস্তে আপনার কপোল চাপিয়া হেমলতা বসিয়া রহিলেন।

আবার সেই কণ্ঠে সেই ভাবে অদৃষ্টবক্তা বলিল, —"প্রিয়ে! প্রাণেশ্বরি! হৃদয়দেবি! আর কতক্ষণ এ অধীন জনকে যন্ত্রণা দিবে? তোমাকে প্রথমেই সাদরে অভ্যর্থনা করি নাই। দ্বারে তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকি নাই বলিয়া তুমি কি অভিমান করিয়াছ? দেবি! আমার সহস্র অপরাধ হইয়াছে, অনুমতি কর, আমি স্বয়ং গললগ্নীকৃতবাসে তোমার নিকট গিয়া চরণ ধারণ করি।"

হেমলতা নীরব। কি উত্তর দিবেন, বলিবার

ত কিছুই নাই। সকল সর্ব্বনাশই তিনি ঘটাইয়াছেন, মাণিকলাল নির্দ্দোষ। তখন তিনি স্থির করিলেন, মাণিকলালের নিকট ভূলুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে, নয়নজলে তাঁহার মনকে গলাইতে হইবে। তাহার পর? তাহার পর বিধাতার কৃপামাত্র ভরসা।

দূর হইতে মাণিকলাল আবার বলিলেন,—"প্রিয়তমে! এই ক্রীতদাস তোমার শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিতে যাইতেছে। অনুমতি প্রার্থনা করা অন্যায় হইয়াছে। যিনি প্রেমের সাগরে ভাসাইয়া অধমকে চিরসুখী করিবার অশেষ আশ্বাস দিয়াছেন, তাঁহার নিকট গমন করিতে অনুমতি চাহিলে অপ্রেমিকের ন্যায় ব্যবহার করা হয়।"

হেমলতা শিহরিয়া উঠিলেন। পালঙ্ক হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"আপনি অতি উদার-চরিত্র মহাত্মা, কৃপা করিয়া এ নারীর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি না বুঝিতে পারিয়া ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, আপনার দয়া না হইলে আমার আর নিস্তার নাই।"

কাতরকণ্ঠে মাণিকলাল বলিলেন,—"এ কি কঠোর কথা বলিতেছ সুন্দরি! দাসের কোন্ অপরাধে তোমার বিরাগ জন্মিয়াছে প্রাণেশ্বরি? যাহাকে আনন্দ-সাগরে ভাসাইয়াছ, তাহার উপর সহসা এমন নিষ্করুণ হইতেছ কেন প্রিয়তমে? আমি তোমার সম্মুখে যাইতেছি।"

হেমলতা বলিলেন,—"আসিয়া কাজ নাই। আপনি দয়াময়, প্রেমময়, অবলা কুলবালাকে পীড়ন করিলে আপনার কোনই পৌরুষ হইবে না।"

সম্মুখের দ্বার খুলিয়া গেল। মোহনবেশে মাণিকলাল হেমলতার নয়ন-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সুগন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া উঠিল। হেমলতা একাকিনী নিভৃতকক্ষে। প্রার্থিত প্রেমাসক্ত পুরুষকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন। কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া যুক্তকরে মাণিকলাল বলিলেন,—"প্রিয়ে! দয়ার কথা কি বলিতেছ? সুন্দরি! ক্ষমার কথা কেন তুলিতেছ? আমি তোমার দয়ার ভিখারী হইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছি। অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য তোমার চরণতলে মাথা লুটাইতেছি, সহসা আমার প্রতি কেন নির্দ্দয় হইলে দয়াময়ি? কি জন্য এ অধীন ব্যক্তিকে ক্ষমা করিতে তুমি কাতর হইতেছ দেবি? আর সুন্দরি! তুমি পীড়নের কথা কি বলিতেছ? তোমার করুণা অতঃপর আমার প্রাণধারণের অবলম্বন হইবে। তোমার হাস্য ও রোদন আমার জীবন-মরণের বিধাতা হইবে। তোমার আজ্ঞা অসাধ্য হইলেও পালন করা আমার ব্রত হইবে; আর তোমাকে বিনোদিত করাই অতঃপর আমার জীবনের সাধনা হইবে। তবে দেবি! তবে আনন্দময়ি! তবে প্রাণ-স্বরূপিণি! পীড়নের কথা কেন বলিতেছ? তুমি চলিয়া যাইলে, তোমার চরণ পীড়িত হইতেছে মনে করিয়া যে সানন্দে বুক পাতিয়া দিবে, তাহাকে পীড়নের কথা বলিলে বড়ই নিগ্রহ করা হয়।"

হেমলতা কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"বুঝিতেছি, এ অযোগ্য নারীর প্রতি আপনার অনুগ্রহের সীমা নাই। কি বলিয়া আপনাকে বুঝাইব? আমি বুঝিতে পারিয়াছি, যে পথে পদার্পণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করা উচিত। আমি এখন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, যে আনন্দের আশায় আমি মত্ত হইয়াছিলাম, তাহার পরিণাম নরক। আমি এখন প্রণিধান করিয়াছি, কল্পনায় যে সকল ভোগের চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছিলাম, তাহা বিভীষিকাময়! এ অবস্থায় এই নির্ব্বোধ অবলাকে ক্ষমা করিলেই আপনার মহত্ত্ব হইবে। আপনার করুণা ভিন্ন আমার আর নিষ্কৃতি নাই। আপনার নিকট আমি অশেষ অপরাধ করিয়াছি; কিন্তু বুদ্ধিহীন অবলাকে সে জন্য শাস্তি দিলে আপনার গৌরব বাড়িবে না। মাণিকলাল বাবু, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে ভুলিয়া যাউন; জীবনের এই কয়দিনের ব্যাপার হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলুন।"

তখন মাণিকলাল সেই ভূতলে জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"জানি না, কোন্ পাপে তুমি আমার প্রতি বিমুখ হইয়াছ। বুঝিতে পারিতেছি না, কেন তুমি এ অধমকে হত্যা করিতে বাসনা করিয়াছ। সুন্দরি! কি মুছিয়া ফেলিব? প্রাণেশ্বরি! কাহাকে ভুলিব? এ কয়দিন আহার নাই, নিদ্রা নাই, কোন কর্ম্ম নাই, অন্য চিন্তা নাই; কতক্ষণে তোমার সহিত শুভ-সম্মিলন হইবে, তাহারই প্রতীক্ষায় অনবরত ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ড গণনা করিয়া আসিতেছি। সেই ঈপ্সিত কাল উপস্থিত। আমার আরাধ্যা দেবী সম্মুখে। এখন যদি আমার সাধের আশার মূলে তুমি কুঠারাঘাত কর, তাহা

হইলে তোমার সম্মুখে এখনি আমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।"

হেমলতা বলিলেন,—"আমি আপনার ভবনে, আপনার অধীনে, আপনার সম্মুখে একাকিনী রহিয়াছি। আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে এখনি আমার সর্ব্বনাশ সাধিতে পারেন। দোষ আপনার নাই, আমি আপনাকে আশা দিয়াছি, আমিই ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার বিলাস-মন্দিরে আসিয়াছি। এ অবস্থায় আমাকে ঘৃণার সহিত ত্যাগ না করিলে, প্রলোভনের দ্বার রুদ্ধ না করিলে, ভোগের আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি না করিলে, বলপ্রয়োগে বিরত না হইলে, এ অভাগিনীর আর গতি নাই।"

মাণিকলাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিরক্তির সহিত দুই পদ পিছাইয়া আসিলেন। গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"বলপ্রয়োগ! ছি ছি! মাণিকলাল তাহাতে অশক্ত। আপনি একাকিনী—আমার ভবনে। কিন্তু দেবী! ইহা আপনি স্থির জানিবেন যে, মাণিকলাল ঘৃণিত, পাপাসক্ত এবং নীচ ব্যক্তি হইলেও আপনার অনিচ্ছায় চরণের নখরও স্পর্শ করিবে না। সে আশঙ্কা আপনি হৃদয় হইতে এককালে বিসর্জ্জন দিউন। কিন্তু আমি সাধ্যানুসারে সানুনয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহাকে কৃপা করিয়া সুখের স্বর্গে তুলিয়াছিলে, সহসা নির্দ্দয় হইয়া তাহাকে নরককুণ্ডে ফেলিতে তোমার কেন মতি হইল? যাহাকে সুখের প্রমোদকুঞ্জে তুমি স্থাপিত করিয়াছিলে, তাহাকে সহসা দুঃখের কণ্টকবনে নিক্ষেপ করিতে তোমার কেন ইচ্ছা হইল? বল দেবি! আমি কি অপরাধ করিয়াছি?"

তখন হেমলতা সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষু জল-ভারাকুল হইল। বলিলেন,—"অপরাধ? সকল অপরাধই আমার। আমি সামান্যা নারী, আপনারা শত সুন্দরী ভোগ করিবার অধিকারী। এ নারী তাহাদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্য-গরিমায় শ্রেষ্ঠ নহে, আপনি অনায়াসেই আমাকে বর্জ্জন করিতে পারেন, তাহাতে আপনার কোনই ক্ষতি হইতে পারে না। কিন্তু এক দিন,—কেবলমাত্র এক দিন—পাপময় ভোগসুখে সংগোপনে প্রবৃত্ত হইলেও আমার সর্ব্বনাশ হইবে, জগতে তৃতীয় ব্যক্তি এ কথা না জানিলেও ধর্ম্মের পবিত্র পুস্তকে ইহা লিখিত হইবে। ধর্ম্মই নারীর সর্ব্বস্ব ধন, ইহা আমি আজ বুঝিয়াছি। স্বামীই পত্নীর একমাত্র উপাস্য দেবতা, ইহা আমি আজ জানিয়াছি, আপনার কৃপায় আমার এই সহজজ্ঞান জাগরিত হইয়াছে, আপনার চেষ্টায় যে সকল দৃশ্য আমি দেখিয়াছি—যে সকল বাক্য আমি শুনিয়াছি, তাহাতেই আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। আপনার দয়ার সীমা নাই, আপনার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ, আপনি ইচ্ছা করিলে এখনি আমাকে ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় পদদলিত করিতে পারেন, তথাপি আপনি আমাকে অভয় দিয়াছেন। আমি ব্রাহ্মণকন্যা, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনার সুখের সীমা থাকিবে না, আপনি আমাকে পথের ধূলার ন্যায় অকিঞ্চিৎকরবোধে দূর করিয়া দিউন। আমার অবিবেচনার জন্য সহস্র অপমান করিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিউন।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"আমার অদৃষ্টে যত দুঃখই হউক, যদি তোমার এইরূপ সঙ্কল্পই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি কদাপি তোমার নিকট এরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব না। কিন্তু সত্য করিয়া বল, আমার সহিত ছলনা করিতেছ কি না? সত্য করিয়া বল, আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এইরূপ বলিতেছ কি না? সত্য করিয়া বল, তোমার অন্তরে বাস্তবিক এই ভাবের উদয় হইয়াছে কি না?"

হেমলতা বলিলেন,—"সত্যই বলিতেছি, স্বামীর চরণে মাথা দিয়া কাঁদিবার জন্য আমার অন্তর ব্যাকুল হইয়াছে। সত্যই বলিতেছি, স্বামীর অনুগ্রহ-লাভের নিমিত্ত সপত্নীর সেবা করিতেও আমার প্রাণে আকিঞ্চন হইয়াছে। সত্যই বলিতেছি, ভোগের কোন কামনাই আমার হৃদয়ে আর নাই।"

তখন মাণিকলাল বলিলেন,—"তবে আমার সঙ্গে আইস, কোন ভয় নাই।"

হেমলতা বলিলেন,—"আপনি আমার পরমহিতৈষী, আপনার আশ্বাস-বাক্যে আমার সকল ভয় দূর হইয়া গিয়াছে। চলুন, কোথায় যাইতে হইবে।"

মাণিকলাল অগ্রসর হইলেন। ধীরে ধীরে হেমলতা তাঁহার অনুসরণ করিলেন। দুই তিন কক্ষ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যে কক্ষে উপনীত হইলেন, তথায় একটিমাত্র ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে এবং তাহা অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময়। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া মাণিকলাল বলিলেন,—"সুন্দরি, যদি ভোগের বাসনা হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিয়া থাক, তাহা হইলে আমার গতি কি হইবে, তাহার ব্যবস্থা কর। তুমি আমাকে ভোগের আশায় মত্ত

করিয়াছ, কি উপায়ে সে আশা ত্যাগ করিতে পারিব, তাহা বলিয়া দাও।”

হেমলতা বলিলেন,—“আপনি বিজ্ঞ ও বিবেচক। হৃদয়কে সহজেই আপনি দমন করিতে পারিবেন, শত ভোগের দ্বার আপনার উন্মুক্ত। দুই দিনে এ ক্ষুদ্র নারীর কথা আপনি ভুলিয়া যাইবেন।”

মাণিকলাল বলিলেন,—“অসম্ভব চেষ্টা। আপনি দুই দিনে ভুলিবার সামগ্রী নহেন। জীবনে ও মরণে আপনিই আমার চিন্তার বিষয় থাকিবেন। পুণ্যের পথে এখন আপনার মতি হইয়াছে, সুতরাং আপনার কোন ক্লেশ নাই; কিন্তু আমি চিরকালের পাপী, আমি কখনই লোভসংবরণ করিতে পারিব না। এক দিন ভোগের পরই আমার প্রতি আপনার ঘৃণা হইবে, তখন আপনি আমাকে বিকটাকার প্রেত বলিয়া জ্ঞান করিবেন। বাস্তবিকই আমার এই সুসজ্জিত দেহ প্রেতের মূর্ত্তি ধারণ করিবে। সেই প্রেতের অবস্থাতেও আপনার লোভ আমি ছাড়িতে পারিব না।”

কথা কহিতে কহিতে মাণিকলাল ধীরে ধীরে দেওয়ালের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন।

হেমলতা বলিলেন,—“আপনি বলিয়াছেন, যদি সত্য সত্যই ধর্ম্মে আমার মতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার নিকট আর কুৎসিত প্রস্তাব করিবেন না। তবে কেন আবার লোভের কথা কহিতেছেন?”

মাণিকলাল বলিলেন,—“তোমার হৃদয় যে সত্য সত্যই ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, ইহা আমি বিশ্বাস করিয়াও করিতে পারিতেছি না। আর দেখি, যদি তোমার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, পরপুরুষ নারীর চক্ষে প্রেতমাত্র। প্রেতের বাক্যের স্থিরতা নাই, অভিসন্ধির নিয়ম নাই।”

হেমলতা বলিলেন,—“এরূপ কথা বলিবেন না। আপনি মহাশয় লোক, প্রেতের এক কণিকাও আপনার থাকিলেও কখনই আমাকে আপনি ক্ষমা করিতেন না—অব্যাহতি দিতেন না।”

মাণিকলাল বলিলেন,—“তুমি যাহাই বল, আমি জানি, আমি প্রেত ভিন্ন অন্য কিছু নহি। যে পুরুষ পরনারীর সহিত ভোগের কামনা করে, সে প্রেত। যে পুরুষ কুলবালার কথায় মত্ত হইয়া ঘৃণিত আমোদের অভিলাষ করে—সে প্রেত। প্রেত কখনই ভোগের লোভ ত্যাগ করিতে পারে না। সে জীবনেও যেমন প্রেত, মরণান্তেও তেমনি প্রেত থাকে। দেখ হেমলতা, আমার এই সুন্দর মুখের অভ্যন্তরে এই সুদৃশ্য পরিচ্ছদের অন্তরালে প্রেতমূর্ত্তি রহিয়াছে কি না? জ্ঞানচক্ষু দিয়া দেখ, তোমার ঐ পদ্মলোচন দিয়া দেখ, মাণিকলাল মনুষ্যরূপে প্রেত মাত্র।”

তখন মাণিকলাল যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই স্থানে লোক-প্রসিদ্ধ প্রেতমূর্ত্তি অপেক্ষাও ভয়ানক মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইল। মূর্ত্তির মস্তকে কেশ নাই, তাহার মুখ অবিকল মাণিকলালের ন্যায়, কিন্তু নয়ন জীবিত মনুষ্যের অনুরূপ নহে। বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, অস্থির উপর কেবল চর্ম্মাচ্ছাদিত। তাহার দেহে পরিচ্ছদ নাই, বদন ব্যতীত আর কোথাও চর্ম্মাচ্ছাদন নাই। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অস্থির দ্বারা সেই মূর্ত্তি গঠিত। তাহার উদরের গহ্বর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, অন্ত্রেরও নাড়ীসমূহ অনাচ্ছাদিত রহিয়াছে। সমস্ত শরীর বহিয়া বসার ন্যায় ঘৃণিত দুর্গন্ধময় পদার্থ গড়াইতেছে।

যে স্থানে সুন্দর সুকুমারকায় মাণিকলাল এখনি কথা কহিতেছিলেন, সেই স্থানে হেমলতার নয়নসমক্ষে এই রূপান্তরিত প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিয়া হেমলতার সংজ্ঞা প্রায় তিরোহিত হইয়া আসিল, তিনি পতন-নিবারণের নিমিত্ত বিমুখ হইয়া দ্বারে মস্তক স্থাপন করিলেন। অতি ভয়ানক স্বরে সেই প্রেত কথা কহিল। বলিল, “দেখ, প্রাণেশ্বরি হেমলতা, বারেক ফিরিয়া দেখ, আমি তোমার সেই অনুগত মাণিকলাল। সুন্দরি, বিমুখ হইও না। আমাকে ঘৃণা করিও না, আমি তোমার সেই মাণিকলাল।”

হেমলতা নয়ন মুদিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। মূর্ত্তি বলিল, “যদি আমার দিকে ফিরিয়া না চাহ, যদি আমাকে কোনরূপ দয়া করিতে তোমার ইচ্ছা না হয়, তাহা হইলে সুন্দরি, আমাকে তোমার নিকটস্থ হইতে হইবে এবং বলপূর্ব্বক তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া জীবন সফল করিতে হইবে।”

কাতরস্বরে হেমলতা বলিলেন,—“আসিও না। তোমার চরণে ধরি, নিকটে আসিও না। কি করিতে হইবে, আজ্ঞা কর।”

প্রেত বলিল,—“সুন্দরি, তোমার বদন চুম্বন করিতে বাসনা করি, তোমার অধর-সুধা ব্যতীত আমার যন্ত্রণা শান্তির উপায় নাই। আমি যাইতেছি হেমলতা, আমি তোমার নিকটে যাইতেছি।”

খট্ খট্ করিয়া ভয়ানক শব্দ হইল; "ভগবান্ রক্ষা কর" বলিয়া হেমলতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরেই হেমলতার আবার সংজ্ঞা হইল। প্রেতের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন সেই প্রেত আপনার কঙ্কালাবশেষ বাহুদ্বয় প্রসারণ করিয়া বলিল,—"আইস সুন্দরি! আইস, আমার এই বাহুযুগলের মধ্যে আসিয়া নিজের ভোগবাসনা নিবারণ কর, আমাকেও চরিতার্থ কর; আমি তোমার সেই মাণিকলাল।"

প্রেত বাহুদ্বয় নাড়িতে লাগিল। বলিল,—"এ মূর্ত্তি তোমার যদি ভাল না লাগে, তাহা হইলে আজ্ঞা কর, আমি পূর্ব্বরূপ ধারণ করি।"

হেমলতা বলিলেন,—"তুমি মারিয়া ফেল—মদনমোহন রূপ ধারণ কর—পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য আনিয়া আমার চরণে ঢাল, কিছুতেই আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না। বুঝিয়াছি, যে নারী পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করে, সে প্রেতই ভজনা করে। আমার দেবতা আছেন, স্বামি-দেবতার চরণ ছাড়িয়া প্রেতের ভজনা কখনই করিব না। মাণিকলাল, তুমি দূর হও!"

অতি সাহসের সহিত, অতি তেজস্বিতার সহিত হেমলতা এই কথা বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহার সংজ্ঞা হইল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"বুঝিয়াছি, আজি আমার জীবনের শেষ দিন। প্রেত মাণিকলাল, এই কর, যেন শেষ দিনে আমার দেহ পুরুষান্তরে স্পর্শ করিতে না পারে।"

বীণার ন্যায় মধুর স্বরে উত্তর হইল,—"পারিবে কেন দিদি! সতীত্বের তেজ হৃদয়ে আসিলে কেহই অনিষ্ট করিতে পারিবে না।"

চক্ষু মেলিয়া হেমলতা দেখিলেন, সুরম্য কক্ষে সুকোমল শয্যায় তিনি শুইয়া আছেন। এক ভৈরবীর উরুদেশে তাঁহার মস্তক ন্যস্ত রহিয়াছে। হেমলতা বলিলেন, "আসিয়াছ? বড় দুর্দ্দিনে তুমি আবার দেখা দিয়াছ।"

ভৈরবী বলিলেন—"আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, যখন যন্ত্রণায় ছটফট্ করিবে, তখন আবার দেখা দিব। তখন যদি আমার কথা শুনিয়া সাবধান হইতে, তাহা হইলে কোন ক্লেশই ভোগ করিতে হইত না।"

হেমলতা বলিয়া উঠিলেন,—"আসিতেছে! মাণিকলালের প্রেতমূর্ত্তি আমার গায়ে হাত দিতে আসিতেছে, রক্ষা কর! রক্ষা কর!"

হেমলতা আবার সংজ্ঞাহীনা হইলেন। ভৈরবী অল্প আয়াসেই তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন।

হেমলতা বলিলেন,—"তুমি দেবী। তোমার কথা অমান্য করিয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছি, এক্ষণে আমি কি করিব?"

ভৈরবী বলিলেন,—"দেবতার আশ্রয় লইলে প্রেতের ভয় থাকে না। স্বামী নারীর পরম দেবতা। তুমি সেই দেবতার চরণে আত্মসমর্পণ কর, প্রেত তোমার কিছুই করিতে পারিবে না।"

হেমলতা বলিলেন,—"তিনি চরণে স্থান দিবেন কেন? যাহা মনে ভাবিতেও নাই, তাঁহার সহিত সেইরূপ দুর্ব্ব্যবহার আমি করিয়াছি!"

ভৈরবী বলিলেন,—"ক্ষমাই দেবতার ধর্ম্ম। তোমার দেবতা অবশ্যই তোমাকে ক্ষমা করিবেন। তুমি তাঁহাকেই চিন্তা কর।"

হেমলতা নয়ন মুদিয়া স্বামীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রি ৪টা বাজিয়া গেল। রাত্রিশেষে গভীর শৈত্যে হেমলতার উত্তপ্ত দেহ কথঞ্চিৎ শীতল হইল। সেই অবস্থায় তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিল।

নবম পরিচ্ছেদ

হেমলতা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তিনি যেন নরেশের চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া রোদন করিতেছেন, আর নরেশ যেন তাঁহাকে আদর করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। মাণিকলালের প্রেত এই দৃশ্য দেখিয়া যেন ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছে; আর তাহাকে দেখা যায় না। হেমলতা যেন নির্ভয়ে নরেশের বুকে মাথা রাখিয়া সংসারের সকল জ্বালা, আকাঙ্ক্ষার প্রবল তৃষ্ণা, গতরাত্রির যাবতীয় বিভীষিকা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিদ্রিত নয়ন ভেদ করিয়া আনন্দাশ্রুধারা বহিতে লাগিল। প্রেম ও শান্তিতে তাঁহার স্বভাব-সুন্দর বদন আরও শোভাময় হইল।

তিনি আবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। এক পুণ্য-প্রদীপ্তা শ্যামকায়া সুন্দরী নিকটে দাঁড়াইয়া বিবিধ কুসুমে অঞ্জলি পূরিয়া নরেশের পাদপদ্মে অর্পণ করিতেছেন। সুন্দরীর বদনে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, কুটিলতা নাই; সে নয়নে আছে কেবল প্রেম, ভক্তি ও আনন্দ। হেমলতা বলিলেন,—"দেবি! তুমি নরেশের পূজা শিখিয়াছ; আমি পূজা জানি না, কেবল আসক্তি জানি। সুন্দরি! তুমি আমাকে

শিষ্য করিয়া দেবপূজা শিখাইয়া দাও। আমি তোমার পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া পবিত্র হইতে বাসনা করি।"

হেমলতা আরও স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। নরেশের বক্ষাশ্রয় ত্যাগ করিয়া তিনি সেই দেবীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সেই সুন্দরী আপনার অঞ্চল হইতে কুসুম-রাশি লইয়া হেমলতার হস্তে দিলেন। হেমলতা সেই কুসুমাঞ্জলি নরেশের চরণে অর্পণ করিলেন। দ্বিতীয়বার সেইরূপ কুসুমাঞ্জলি তিনি সেই দেবীর চরণে সমর্পণ করিলেন; আনন্দে তাঁহার সকল শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। অশ্রুবারি তাঁহার গণ্ড বহিয়া মুক্তাফলের ন্যায় ঝরিতে লাগিল।

কক্ষের আলোকসমূহ তখন নিভিয়া গিয়াছে। বাহিরে প্রভাত-সূর্য্যের সুমধুর রশ্মি বসুন্ধরা আলোকিত করিয়াছে; কিন্তু কক্ষের বাতায়নাদি রুদ্ধ থাকায় প্রকৃতির অতুলনীয় আলোক এখনও তথায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। আলোক ও অন্ধকারের মিশ্রণে সে স্থান তখন ঘোর দেখাইতেছে।

এইরূপ সময়ে হেমলতার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন,—সত্যই নরেশ ও সেই দেবী দূরে সরিয়া যাইতেছেন। সত্যই তাঁহার শয্যা কুসুমাকীর্ণ। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"যাইও না। যদি দয়া করিয়া দেখা দিয়াছ, তবে আর লুকাইও না। আমি অতি হীন বলিয়া আমাকে ঘৃণা করিও না। দেবদেবীর নিকটে থাকিলে প্রেমানন্দে মন পূর্ণ থাকিবে। ভয় নিকটেও আসিবে না। তোমরা চলিয়া গেলে আবার প্রেত বাহুপ্রসারণ করিয়া আমাকে ধরিতে আসিবে। আবার আমার সর্ব্বনাশ ঘটিবে।"

হেমলতা উঠিয়া বসিলেন। যে দিকে সেই মূর্ত্তিদ্বয় লুকাইয়াছিল, সেই দিকে তিনি ধাবিতা হইলেন। সম্মুখে সেই ত্রিশূল-ধারিণী ভৈরবী আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিলেন। ভৈরবী বলিলেন,—"শান্ত হও। সকলি শুভ হইবে।"

হেমলতা বলিলেন,—"আমি দেবদেবীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি, দেবীর উপদেশে আমি দেবপূজা করিতে শিখিয়াছি। আমার অন্তর হইতে ভয় পলায়ন করিয়াছে। তাঁহারা এখানেই ছিলেন। এই দিকে লুকাইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে ধরিতে যাইতেছি, আপনার উপদেশে, আপনার কৃপায়, আমি হাতে স্বর্গ পাইয়াছি। আপনাকে প্রণাম করি।"

ভৈরবী বলিলেন,—"কল্যাণী মায়ীর ভৈরবীকে কাহারও প্রণাম গ্রহণ করিতে নাই। তুমি সুখের পথ চিনিয়াছ, শান্তি ও আনন্দ এখন তোমার নিত্য-সঙ্গিনী হইবে। এখনি তোমার দেবদেবীকে তুমি দেখিতে পাইবে। তুমি তাঁহাদের পূজার জন্য প্রস্তুত হও। হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া বিশুদ্ধ বস্ত্রাদি ধারণ কর।" সেই দাসী আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল। হেমলতা বলিলেন—"অতি সদুপদেশ দিয়াছেন, আমার বাহ্য পবিত্রতা আবশ্যক। আমি সমাহিত-চিত্তে দেব-দেবীর পূজা করিব। আপনি আমাকে সাজি পূরিয়া ফুল আনিয়া দিন।"

ভৈরবী বলিলেন,—"তুমি প্রস্তুত হও, আমি সকল আয়োজন করিয়া দিতেছি।"

ভৈরবী প্রস্থান করিলেন। দাসী হাত ধরিয়া হেমলতাকে কক্ষান্তরে লইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে হেমলতা দাসীর সহিত ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সদ্যস্নাতা। বিচিত্র কৌষেয় বসনে তাঁহার দেহ আবৃত। কেশরাশি অবেণী সংবদ্ধ। সেই অবস্থায় তাঁহার রূপরাশি যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, এক স্ফাটিক আধারের উপর বিবিধ কুসুম-পরিপূর্ণ এক মনোহর সাজি রহিয়াছে। হেমলতা সেই সাজি বাম হস্তে গ্রহণ করিলেন, তখন পুষ্পচয়ননিয়তা দেববালার ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইল।

হেমলতা বলিলেন,—"কল্যাণী মায়ীর ভৈরবী ফুল দিয়াছেন, সেই দেবীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু কোথায় তাঁহারা?"

কক্ষের সমস্ত দ্বার ও বাতায়ন খুলিয়া গেল। সুমধুর উষার সমীর কক্ষমধ্যে খেলিতে লাগিল। বালারুণদ্যুতি কক্ষকে আলোকিত করিল। হেমলতা বাতায়ন দিয়া দেখিতে পাইলেন, নিম্নে কুসুমকানন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। সরসীনীরে সূর্য্যরশ্মি ক্রীড়া করিতেছে; বৃক্ষ-বল্লরী আনন্দে দুলিতে দুলিতে নাচিতেছে। জগৎ আনন্দময়। পাপ-তাপ বিশ্বসংসার হইতে পলায়ন করিয়াছে।

দাসী নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, হেমলতা তাহাকে বলিলেন,—"কৈ সে ভৈরবী? আমার দেব-দেবী-দর্শন কখন্ ঘটিবে?"

অপরিচিত মধুর স্বরে দূর হইতে কেহ বলিল,—"সম্মুখে অগ্রসর হও, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দেখিতে পাইবে।"

হেমলতা অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, দূরে কক্ষান্তরে মনোহর সিংহাসনে দেব-দম্পতি আসীন।

বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে তাঁহারা সুসজ্জিত। হেমলতা চিনিতে পারিলেন, সেই আসনে সমাসীন দেবকান্তি পুরুষই নরেশ এবং তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী শ্যামকায়া সুন্দরী তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্টা দেবী। হেমলতার শরীর পুলকে পূর্ণ হইল। তিনি তথায় ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন করিয়া সেই পুরুষ ও নারীকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল।

তখন ত্বরিতে সেই শ্যামকায়া সুন্দরী সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন এবং হেমলতার নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিলেন। হেমলতা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। শ্যামাসুন্দরী বলিলেন,—"স্বামি-পদে তোমার অচলা মতি হউক। তুমি চিরসুখিনী হও।" তখন সেই নারীদ্বয় ধীরে ধীরে সিংহাসনের সমীপে উপস্থিত হইলেন। হেমলতা সাজি হাতে এক অঞ্জলি পুষ্প গ্রহণ করিয়া সেই শ্যামকায়া নারীর চরণে স্থাপন করিলেন এবং বলিলেন,—"আপনি আমার গুরু। আপনার অনুগ্রহে আমি দেবতা চিনিতে পারিয়াছি।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন,—"ভগ্নি! তুমি প্রাণ ভরিয়া দেবতার পূজা কর, তুমি পরম ভাগ্যবতী, দেবতা তোমার পূজা গ্রহণ করিবেন।"

তখন হেমলতা সাজি হইতে রাশি রাশি পুষ্প গ্রহণ করিয়া দূর হইতে নরেশের চরণে অর্পণ করিলেন এবং ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া অনেকক্ষণ প্রণতা রহিলেন। যখন তিনি মস্তক তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন অশ্রুবারিতে তাঁহার বক্ষের বস্ত্র সিক্ত হইতে লাগিল।

তখন নরেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,—"হেম! তুমি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছ, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। কুপরামর্শে তুমি প্রকৃত পথ ভুলিয়াছিলে, এক্ষণে আবার কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিয়াছ, ইহাতে আমার আনন্দের সীমা নাই। প্রার্থনা করি, তোমার সুমতি চিরদিন সমান থাকিবে। তুমি যাঁহাকে দেবী বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছ, ইনি তোমার সপত্নী কুমুদিনী; তুমি ইঁহার সহিত একমনে ধর্ম্মসেবা করিয়া পরম সুখের পথ দেখিয়া লইবে, ইহাই আমি বিশ্বাস করি।"

নরেশ অগ্রসর হইয়া হেমলতার হস্ত ধারণ করিতে উদ্যত হইলেন। হেমলতা পিছাইয়া গেলেন। কুমুদিনী বলিলেন,—"সরিয়া যাইতেছ কেন ভগ্নি? আইস, আমি দেবতার সহিত তোমার মিলন ঘটাইয়া দিই।"

হেমলতা আরও সরিয়া গেলেন এবং সেই স্থান হইতে নরেশ ও কুমুদিনীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "না—না। এখন কাজ নাই। দেবতার সহিত মিলনে আমার বোধ হয় অধিকার নাই, দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি, ইহাই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য। আর কোন সুখের আশা করি না। দিদি! আপনি সেবার যথার্থ অধিকারিণী। আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি যাই।" দ্রুতপদে হেমলতা সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

সেই প্রকাণ্ড উদ্যানের কক্ষান্তরে বাতায়নমুখে ললিতাসুন্দরী ও মাণিকলাল দাঁড়াইয়া আছেন। ললিতার বদন প্রসন্নতাপূর্ণ ও ঈষৎ হাস্যরেখাসমন্বিত, কিন্তু মাণিকলাল চিন্তিত ও গম্ভীর। ললিতা পরিচ্ছন্ন অথচ সামান্যবেশে স্বামীর পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। গত রাত্রিতে আমরা মাণিকলালকে যে পরিচ্ছদে দর্শন করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার দেহে তাহার কিছুই নাই। তিনি এক্ষণে আড়ম্বর-বিহীন ধুতি জামার দ্বারা দেহ ঢাকিয়া পত্নীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন।

ললিতা বলিলেন,—"আমার চাঁদ অকলঙ্কভাবে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে নাই; তথাপি তোমাকে বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"গায়ে একটি আঁচড় লাগে নাই, এমন কথা বলিও না। আমি প্রেমোন্মাদ দেখাইবার নিমিত্ত, আর আমার মিথ্যা ভালবাসার গভীরতা বুঝাইবার জন্য হেমলতার নিকট অনেক কুৎসিত কথা বলিয়াছি। অনেক আদরের, সোহাগের, প্রেমের অভিনয়ে তাঁহার মন ভিজাইতে চেষ্টা করিয়াছি, অনেক অনুচিত বাক্যে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়াছি। তিনি ভদ্রবংশের কন্যা, ব্রাহ্মণপত্নী, আর আমার পরম সুহৃদের ভগ্নী। মিথ্যা করিয়া তাঁহাকে এরূপ বলিলেও আমার বোধ হয় পাপ হয়; সুতরাং গায়ে আঁচড় লাগে নাই, এ কথা আমি মনে করিতে পারিতেছি না।"

ললিতা বলিলেন,—"ইহাতে কোনও দোষ নাই। উদ্দেশ্য ধরিয়া কার্য্যের বিচার করিতে হয়। তোমার উদ্দেশ্য ভালই ছিল। উপকারের জন্য

যদি অনিচ্ছায় এরূপ মিথ্যা আচরণ হইয়া থাকে, তাহাতে পাপের লেশও নাই।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"আর একটা কথা। যখন প্রেমের অভিনয় করিয়াছি, তখন হইতে আমার মনে হইয়াছে, বাস্তবিকই আমার ন্যায় পাপাসক্ত ঘৃণিত ব্যক্তি প্রেত ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমার মনে হইয়াছে, আমি বাস্তবিকই সে প্রেতের মূর্ত্তিতে মনুষ্যসমাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। তোমার ন্যায় দেবীর কাছে এ প্রেতমূর্ত্তি লইয়া কিরূপে কথা কহিব, ইহা ভাবিয়া বড়ই লজ্জিত হইতেছি, ক্ষমা প্রার্থনা না করিলেও তুমি আমাকে আদর করিবে, প্রেমানন্দে হৃদয়ে তুলিয়া লইবে জানি। কিন্তু ললিতা! তাহাতে তো আমার প্রেতত্ব ঘুচিবে না।"

ললিতা বলিলেন,—"এরূপ মিথ্যা আশঙ্কায় মনকে কেন কাতর করিতেছ? কোন্ কলুষিতস্বভাব মানব আপনার বৈঠকখানায় প্রেমভিখারিণী, যৌবনশালিনী, ধনবতী নায়িকাকে হাতে পাইয়া অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারে? কোন্ প্রেত তাহারই উদ্দেশ্যে আনীতা যুবতীকে নিজাশ্রমে রাখিয়াও একবার সে শোভাময়ীকে দর্শন না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? কবে কোথায় কোন্ মনুষ্য আপনার সুসজ্জিত উদ্যানে ভোগলালসা-পরিতৃপ্তির বাসনায় সমাগতা অভিসারিকাকে প্রভূত অর্থব্যয়, অসাধারণ শ্রমস্বীকার এবং অসম্ভব উদ্যোগ করিয়া সৎপথে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে? এ সকলই সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা বলবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ হৃদয়ের কার্য্য। আর শুভ সাধন উদ্দেশ্যেও মৌখিক প্রেমাভিনয় দেখাইয়া যাঁহার হৃদয় কাতর হয়, তিনি নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত মনুষ্য। তোমার মুখে এ সকল কথা শুনিয়া বুঝিতেছি, ভগবান্ অসাধারণ উপাদানে তোমাকে গঠিত করিয়াছেন। ভোগে পাপ হয় না। কিন্তু পাপে মজিলেই সর্ব্বনাশ হয়। তুমি কখনও পাপ করিয়াছ বলিয়া আমার বোধ হয় না, কখনই কোন ভোগে তোমাকে নিমগ্ন দেখি নাই, যে দুই গুরুতর ব্যাপারে তোমার বাস্তবিক ভয়ানক পাপ হইত, অসাধারণ দৃঢ়তার সহিত অমানুষী তেজস্বিতার সহিত তুমি তাহা পরিহার করিয়াছ। কেবল পরিহার করিয়াই ক্ষান্ত হও নাই, উভয় ক্ষেত্রেই আশাতীত শুভপরিণাম তুমি আনয়ন করিয়াছ। প্রার্থনা করি, জগতের মানবগণ তোমার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করুক।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"ললিতা? তোমার হৃদয় কি কোমল! আমাকে নির্দ্দোষ সাজাইবার, আমার হৃদয় হইতে পাপের অঙ্ক মুছিয়া ফেলিবার, কি সুন্দর ভাষাই তুমি জান। কিন্তু সে কথার বিচারে এখন আর প্রয়োজন নাই। কুমুদিনীর নিকট আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছি, কিন্তু হেমলতার নিকট কিছুই বলা হয় নাই। কেমন করিয়া তাহাকে মনের ভাব জানাইব, তিনিই বা কি ভাবে আমার মনের কথা গ্রহণ করিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।"

ললিতা বলিলেন,—"সে ভার আমার উপর থাকুক! আমি যাহা ভাল বুঝিব, তাহাই করিব।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"তোমারই চেষ্টায় আমি গর্হিত পাপের অনুষ্ঠান হইতে রক্ষা পাইয়াছি, তোমারই যত্নে এ সকল শুভ ঘটিয়াছে। তুমি যাহা করিবে, তাহা ভালই হইবে, কিন্তু দেবি, আমার ভাবিতে সাহস হয় না। তোমার ন্যায় গুণবতী মহিলা আমার কৃত অপরাধ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে আমার ন্যায় এ পাপীকে ক্ষমা করিয়া সাদরে গ্রহণ করিবে কি?"

মাণিকলাল কোন উত্তর শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। ঠিক সেই সময়ে বিপরীত দিকের দ্বার দিয়া লবঙ্গ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং একটু রাগস্বরে বলিল,—"কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালে পাজি। দিদিবাবু, তোমার এই কি আক্কেল গা, সমস্ত রাত্রি আমাকে একটা ঘরের মধ্যে পুরিয়া রাখিয়া তোমরা বেশ রঙ্গরসে কাটাইতেছ দেখিতেছি, পায়ে ধরাধরিও চলিতেছে! সুখের দিন পাইয়া আমাকে একেবারে ভুলিয়া যাওয়া ভাল হইল কি?"

ললিতা বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়াছিলেন, ঘোমটা টানিয়া আরও মুখ ফিরাইলেন। মাণিকলাল চরণ ছাড়িয়া বলিলেন,—"লবঙ্গ আসিয়াছ! তুমিই ভাই এ ভবনদীর কর্ণধার। সকলের ভাবনা যে ভাবে, তাহার ভাবনা কেহই ভাবে না। তা ভাই, সুখদুঃখ চিরদিনই আছে, আর এক জনের সুখে অপরের দুঃখ হইয়া থাকে। সে জন্য কিছু মনে করিও না।"

লবঙ্গ বলিল,—"বড় আব্দারের কথাই বলিলেন। আর দিদিবাবু, ঘোমটা টানিলে কেন? লজ্জায় মুখ ফিরাইতেছ কেন?"

সে আসিয়া ললিতাসুন্দরীর নিকটস্থ হইল ও বুঝিল, এ নারী তাঁহার দিদিবাবু নহেন। বলিল,—

"এ কে গা! আমার দিদিবাবু কোথায় গেলেন? তাঁহাকে ফেলিয়া মাণিকবাবু তুমি কাহার পায়ে ধরাধরি করিতেছ?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"ভয় নাই, তোমার দিদিবাবুকে মারিয়া ফেলি নাই। জান তুমি, একজন লইয়া আমার কারবার নহে, এখানে যাহাকে দেখিতেছ, আমি এই দেবীর চরণে বিকাইয়া আছি।"

লবঙ্গ সবিস্ময়ে বলিল,—"এ কথা আগে বল নাই কেন? দিদিবাবুর দাস হইয়া থাকিবে বলিয়াছিলে কেন? তোমার এই ব্যবহার দেখিয়া তিনি হয় তো অভিমানে, ক্লেশে আত্মহত্যা করিয়াছেন। নিষ্ঠুর পাষণ্ড! তোমার এই কাজ? তাঁহার পায়ের ছুঁচা হইয়া থাকিতে পারিলে কত লোক সৌভাগ্য মনে করিত। আমি অনায়াসে প্রতিদিন নূতন লোক জুটাইয়া আনিতাম। তিনি রত্নেশ্বর বাবুর কন্যা। তাঁহার চক্ষে যদি জল পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"দোহাই তোমার! যেন হাতে মাথা কাটিও না। আইস আমার সহিত, আমি তোমার দিদিবাবুকে দেখাইতেছি।"

ললিতাকে লক্ষ্য করিয়া লবঙ্গ বলিল,—"ছুঁড়ীর ঠেকার দেখ! রূপ যেন কেহ কখন দেখে নাই। যৌবন যেন কখন কাহারও ছিল না। থাক তুমি, আমি দিদিবাবুকে লইয়া আসিতেছি, তাহার পর তোমাকে তাড়াইয়া আমার অন্য কাজ।"

ললিতা কথা কহিলেন না, ফিরিয়াও চাহিলেন না। মাণিকলাল বলিলেন,—"এখন শীঘ্র আইস। আমার অনেক কাজ।"

মাণিকলালের সহিত লবঙ্গ দুইটি কক্ষ অতিক্রম করিলেন। তৃতীয় কক্ষের দ্বারে গিয়া মাণিকলাল বলিলেন,—"এই ঘরের মধ্য দিয়া যাইলে তোমার দিদিবাবু কোথায় আছেন, বুঝিতে পারিবে।"

লবঙ্গ সভয়ে অগ্রসর হইল। দেখিল,—অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড! সম্মুখে নরেশ ও কুমুদিনী অস্ফুট-স্বরে কথা কহিতেছেন, আর নানা স্থানে কুসুমরাজি ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে এক বিচিত্র সিংহাসন পতিত রহিয়াছে। নরেশ ও কুমুদিনীর এরূপ স্থানে আগমনের কোনরূপ হেতু বা সম্ভাবনা তাহার মনে উদয় হইল না।

লবঙ্গ যেন আকাশ হইতে পড়িল! কখন কোন উপকথায় সে এরূপ ব্যাপার শুনে নাই। মরা মানুষ ফিরিয়া আসিয়াছে, রাত্রিকালে সূর্য্য উঠিয়াছে দেখিলে তাহার অসম্ভব বলিয়া মনে হইত না। সে আপনাকে আপনি বিশ্বাস করিতে পারিল না। একবার চক্ষু মুছিয়া লইল, আবার দেখিল, দৃষ্টির কোন ভ্রম হয় নাই। সে তখন কম্পিতস্বরে ডাকিল, "দিদিবাবু এখানে আছেন কি?"

নরেশ ও কুমুদিনী ফিরিয়া চাহিলেন। নরেশ বলিলেন,—"লবঙ্গ যে! এস এস। তোমাকে কার্ত্তিক বাবু খুঁজিতেছেন।"

লবঙ্গ আরও অবাক! কার্ত্তিক বাবুকে তাহার বড় ভয়। তিনি এখানে আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যেরূপ অসম্ভব কাণ্ড সে সম্মুখে দেখিতেছে, তাহাতে কার্ত্তিক বাবুর আসারই বা আশ্চর্য্য কি! সে হতবুদ্ধিপ্রায় দাঁড়াইয়া রহিল।

লবঙ্গকে পৌঁছাইয়া দিয়া মাণিকলাল আবার পত্নীর নিকট আসিলেন। দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, এক রক্তবসনা, ভস্মমাখা, ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী দাঁড়াইয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত কথা কহিতেছেন। সসম্ভ্রমে মাণিকলাল বলিলেন,—"ভৈরবীর কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছি। বুঝিতেছি, ইনিই সেই ভৈরবী। আমি এখন নিকটে যাইব না, তবে দূর হইতে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাই।"

ভৈরবী বলিলেন,—"এই পুরুষগুলাকে কামরূপ কামাখ্যায় মেয়েমানুষেরা ভেড়া করিয়া রাখিত, শুনা যায়। এখানকার মেয়েমানুষেরা জানে, পুরুষেরা বাস্তবিকই ভেড়া। নূতন করিয়া ভেড়া বানাইতে হয় না, এত কাণ্ডের পরও আমাকে চিনিতে পারিল না। পোড়া কপাল!" ললিতার দিকে মুখ ফিরাইয়া ভৈরবী বলিতে লাগিলেন,—"আমার পরিচয় নিজ মুখে বলিলে আপনি ঘৃণায় এখনি চলিয়া যাইবেন। আমি অতি ইতর স্ত্রীলোক। মাণিকলাল বাবুর বন্ধু কার্ত্তিকবাবুর বাটীতে থাকি। ভৈরবী সাজিয়া আপনার নিকটে আসিয়াছি, আপনার সহিত কথা কহিয়াছি, প্রতারণার দ্বারা অনেক কথা জানিয়াছি, আপনার ভক্তি, শ্রদ্ধা গ্রহণ করিয়াছি, অনেক অপরাধ হইয়াছে। অবুঝ, ইতর, সংসারে পরিত্যক্ত, ঘৃণিত জীবের এই সকল অপরাধ কৃপা করিয়া ক্ষমা করিবেন, এই প্রার্থনায় আমি আপনাকে আজি আবার ত্যক্ত করিতে আসিয়াছি।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"কিরণ, তুমি আপনাকে ইতর, ঘৃণিত যাহা খুসী মনে করিতে পার, কিন্তু কার্ত্তিক জানেন, আমিও জানি, তুমি ভগবানের আশ্চর্য্য সৃষ্টি। পঙ্কে পদ্মের জন্ম হয়। অন্ধকার খনির মধ্যে রত্ন লুকাইয়া থাকে। তুমিই ভৈরবী হইয়া

ললিতার নিকট গিয়াছিলে, এ সন্দেহ অনেকবার আমার মনে হইয়াছিল। তুমি কিরণরূপে এ সকল ব্যবস্থা সাজাইয়াছ, আমাদিগকে চালাইয়াছ, আর এই আশ্চর্য্য আয়োজন করিয়াছ। এমন কি, কার্ত্তিকের খুড়া-খুড়ীকেও তুমি প্রচ্ছন্নভাবে চালাইয়া সৎপথে আনিয়াছ। আবার ভৈরবীরূপে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছ, সদুপদেশ দিতেছ, লোকের চিন্তা দূর করিতেছ। শুনিয়াছি, হেমলতাকে সাবধান করিয়াছ, গত রাত্রিতেও বার বার এইরূপে দেখা দিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছ। তোমার বুদ্ধিকৌশলে ও দূরদৃষ্টিতে এই সকল কল্যাণ হইয়াছে। বাস্তবিকই কিরণ! তোমার মত বুদ্ধিমতী এ ব্যাপারে মাথা না দিলে, সকলই গোল হইয়া যাইত।"

ললিতা বলিলেন,—"আমি লোকের মুখে তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনিয়াছি। এখন দেখিতেছি, এই গুণবতী সঙ্গিনী পাইয়া কার্ত্তিক বাবু পরমানন্দে আছেন। তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ কেন ভাই? তুমি আমার অনেক উপকার করিয়াছ।"

কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে লবঙ্গের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে কার্ত্তিক বাবু সেই ঘরের দ্বারে আসিলেন এবং বাহির হইতে বলিলেন,—"মাণিকলাল এখানে আছ ভাই? আমি ভিতরে যাইতে পারি?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"তুমি আসিবে, তাহার আর জিজ্ঞাসা কি ভাই?"

লবঙ্গের হাত ধরিয়া কার্ত্তিক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ললিতা মাথায় অবগুণ্ঠন বাড়াইয়া দিয়া এক কোণে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ভৈরবী সমভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কার্ত্তিক বলিলেন,—"ভৈরবী ঠাকুরুণ, প্রাতঃ-প্রণাম। মাণিকের মাণিক এখানে আছেন। লবঙ্গের কথা আপনারা অনেক শুনিয়াছেন। সে লবঙ্গও এই সম্মুখে, তাহাকে কিরূপ সন্দেশ খাওয়াইতে আপনাদের ইচ্ছা হয়, বলুন? অনেক সৎকর্ম্ম সে করিয়াছে, উচিত পুরস্কার সে পাইতে পারে।"

ভৈরবী ত্রিশূল লইয়া লবঙ্গের বক্ষে স্থাপন করিলেন। লবঙ্গ "বাবা গো" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ভৈরবীর চরণে পড়িল। বলিল, —"আপনাকে অনেক দুর্ব্বাক্য বলিয়াছি, বুঝিয়াছি, আমার সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। দিদিবাবু সুর ফিরাইয়াছেন। দাদাবাবু কর্ত্তা হইয়াছেন। আমার আর রক্ষা নাই। আর কিছু বলিতে চাহি না। যাহা আপনাদের ধর্ম্মে হয় করুন।"

তৎক্ষণাৎ বাহির হইতে উচ্চশব্দ করিয়া নরেশবাবু তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, —"মা ললিতা! তুমি আমার স্ত্রীকে মা বলিয়াছ, সুতরাং আমি তোমার পিতা। পিতার কাছে কন্যার এত লজ্জা কেন মা?"

দূর হইতে ললিতা নরেশের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। নরেশ বলিলেন,—"এ কি! ভৈরবী দিদি ত্রিশূল বাগাইয়া সৃষ্টিসংহারে উদ্যত কেন? আর লবঙ্গই বা তাঁহার চরণে কেন?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"ভৈরবীকে চেনো দেখিতেছি।"

নরেশ বলিলেন,—"অনেক দিন চিনিয়াছি। নারায়ণ করুন, যেন যাবজ্জীবন উহাঁকে এইরূপেই চিনিয়া থাকি। এখন লবঙ্গের এ দশা কেন বলুন?"

মাণিকলাল বলিলেন,—"ভৈরবী ঠাকুরাণী উহাকে ত্রিশূলে বিঁধিয়া নিকাশ করিতে চাহেন।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আমি নাক-কান কাটিয়া দেশছাড়া করিতে চাহি। তোমার যদি কিছু ইচ্ছা থাকে বল।"

নরেশ বলিলেন,—"আপনাদের ব্যবস্থার উপর কথা কহিতে আমার অধিকার নাই। তবে অনুমতি করিতেছেন, কাজেই বলিতেছি, উহাকে কিছুই না করিয়া কেবল পদাঘাত করিতে করিতে তাড়াইয়া দিলেই যথেষ্ট হয়। আর যেন জীবনে আমাদিগের আত্মীয়-স্বজন কেহ কখন উহার মুখ দেখিতে না পায়।"

ভৈরবী ত্রিশূল সরাইয়া লইলেন। ললিতা সমর্থন-সূচক ঘাড় নাড়িলেন। মাণিকলাল বলিলেন,—"ইহার উপর আর কথা সাজে না!" কার্ত্তিক বলিলেন, "নরেশের কথা রাখিতেই হইবে।" তখন লবঙ্গ উঠিয়া নরেশ বাবুকে প্রণাম করিল।

কার্ত্তিক লবঙ্গের কেশাকর্ষণ করিয়া টানিতে টানিতে বাহিরে লইয়া চলিলেন। সেখানে এক জন দ্বারবান্‌কে ডাকিয়া বলিলেন,—"এই মাগীটাকে আগে ঘা-কতক জুতা মারিবে, তাহার পর লাথি মারিতে মারিতে এই বাগান হইতে তাড়াইয়া দিবে। কোন দিন ঘাটে, পথে বা আমাদিগের দেশের বাটীর কাছে অথবা কলিকাতায় আমাদের কোন বাসার নিকটে যদি ইহাকে কেহ দেখিতে পাও, তাহা হইলে ধরিয়া

রাখিয়া আমাকে সংবাদ দেওয়া হয় যেন। আমি নিশ্চয়ই ইহার নাক-কান কাটিয়া দিব।"

তখন লবঙ্গ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। "দিদি-বাবু গো, তোমার ভাল করিতে গিয়া আজি আমার এই সর্ব্বনাশ হইল।"

তখন কার্ত্তিক লাথি মারিতে মারিতে লবঙ্গকে সরাইয়া দিলেন এবং দ্বারবান্‌কে বলিলেন,—"জুতা মারিতে মারিতে ইহাকে তাড়াইয়া দাও।" অক্ষরে অক্ষরে আজ্ঞা পালিত হইল।

অবিলম্বে কার্ত্তিকবাবু ব্যস্ততাসহ পুনরায় সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, খুড়ী-মা আর কুমুদিনী এখানে আসিতেছেন।"

ভৈরবীরূপধারিণী কিরণবালা অপর এক দ্বার দিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন। গৃহস্থিত তাবতেই সসম্ভ্রমে অপেক্ষিত রহিলেন, তৎক্ষণাৎ রত্নেশ্বর-বাবুর উজ্জ্বল-মূর্ত্তি সকলের নয়নপথবর্ত্তী হইল। পশ্চাতে আংশিক অবগুণ্ঠনাবৃতা গৃহিণী এবং তাঁহার পার্শ্বে অবগুণ্ঠনবতী কুমুদিনী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রত্নেশ্বরবাবুর বদন পূর্ব্ববৎ তেজঃপ্রদীপ্ত নহে এবং তাঁহার ভাব ও গতি পূর্ব্ববৎ অহঙ্কৃত নহে। তাঁহার দৃষ্টি ও ভঙ্গী নম্র ও কোমলতাপূর্ণ। কার্ত্তিক ব্যতীত গৃহস্থ তাবতে রত্নেশ্বর বাবু ও তাঁহার পত্নীকে প্রণাম করিলেন। ললিতা-সুন্দরী ধীরে ধীরে আসিয়া গৃহিণীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন।

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন—"নরেশ বাবাজী। হেমলতার দোষে এবং আমার বুদ্ধির ভুলে তুমি অনেক কষ্ট পাইয়াছ। আমি তোমার সহিত অনেক দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি, তোমাকে অনেক দুর্ব্বাক্য বলিয়াছি। তোমার পিতার সহিত কল্পনাতীত অসৌজন্য করিয়াছি। সে জন্য আমার এক্ষণে অনুতাপের সীমা নাই। তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তোমার অকল্যাণ হইবে। কিন্তু তোমার পিতার নিকট দাঁতে কুটা কাটিয়া গলায় কাপড় দিয়া অকপটে ক্ষমা ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি ব্যাকুল হইয়াছি। হেমলতা আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাকে তুমি দয়া করিয়া ক্ষমা করিয়াছ, ইহা আমার পরমানন্দের বিষয়। আশীর্ব্বাদ করি, অতঃপর তুমি সর্ব্বসুখের অধিকারী হইয়া জীবন যাপন কর।"

তখন গৃহিণী অগ্রসর হইয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন,—"আমি মা হইয়া তোমার কোন সুখশান্তির ব্যবস্থা করিতে পারি নাই, এ জন্য বড়ই লজ্জা অনুভব করিতেছি। হেমলতা আমাদিগের সঙ্গে এখানে আসিতে ভরসা করিল না। তাই আমি এই বড় মেয়েকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। বাবা নরেশ! আমাদিগের জন্য কুমুদিনীকেও অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে। তুমি এই দেবীকে চিরদিন পরম সমাদরে সঙ্গিনী করিয়া রাখিবে, ইঁহার কল্যাণে তোমার সকলই কল্যাণময় হইবে।"

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন,—"অতীত ঘটনাবলীর জন্য হেমলতা অতিশয় অভিভূত হইয়াছে। লজ্জায়, ক্ষোভে ও মনস্তাপে সে কাহারও নিকট মুখ দেখাইতে চাহিতেছে না। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে আপাততঃ ৺কাশীবাস করিব। হেমলতাও সম্প্রতি আমাদিগের সঙ্গিনী হইবে। কিয়ৎকাল পরে তাহার চিত্ত-স্থৈর্য্য হইলে, সে আবার নরেশের আদেশক্রমে যথাস্থানে আসিবে। আপাততঃ এ স্থান ত্যাগ করিয়া দূরদেশে গমন করাই তাহার সঙ্কল্প, এ সম্বন্ধে তোমরা কি বল?"

সকলেই নিরুত্তর। কার্ত্তিক বলিলেন,—"বোধ হয়, নরেশের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাই আপনার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁহার হইয়া আমি বলিতেছি, আপনার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন কথাই বলিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। যাহাই আপনি স্থির করিবেন, তাহাই সকলের শিরোধার্য্য।"

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন,—"আমার বিষয়সম্পত্তি আমি তুল্যরূপে বিভাগ করিয়াছি। এক অংশ কার্ত্তিক এবং অপরাংশ নরেশ পাইবেন। দানপত্র রেজেষ্টারি করা হইয়াছে। আমরা জীবনান্ত পর্য্যন্ত কাশীবাস করিব। আমাদিগের খরচপত্র তোমরা উভয়ে চালাইয়া দিবে।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"বিষয়-সম্পত্তিতে আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি বিষয়হীন অবস্থায় বেশ সুখে কাল কাটাইতেছিলাম। আপনি আমাকে যদি বিষয়কার্য্যের ঝন্‌ঝাটে ফেলিয়া সুখী হইবেন স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অগত্যা আমাকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। আপনার বিষয় আপনারই থাকিবে। আমি কর্ম্মচারিরূপে যথাসাধ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিব মাত্র।"

নরেশ বলিলেন,—"আপনার আদেশের অন্যথা করিতে সাহস আমার নাই। আপনার হুকুমমতে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আমি বাধ্য থাকিব।"

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন,—"মাণিকলাল বাবু! আপনার ব্যবহারে আমি অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি, এরূপ সৌজন্য দেবদুর্ল্লভ। আশীর্ব্বাদ করি, আপনি চিরসুখী হউন।"

গৃহিণী বলিলেন, বুঝিয়াছি মা, তুমি মাণিকলাল বাবুর পত্নী ললিতা, তোমাদের সমস্ত বুদ্ধি বিবেচনার কথা শুনিয়াছি। এ সংসারে তোমার ন্যায় নারী অতিশয় অ'দরের সামগ্রী; আশীর্ব্বাদ করি, মা! তুমি স্বামীর সঙ্গে পরম সুখে কালাতিপাত কর।

এক দাসী আসিয়া ব্যস্ততাসহ সংবাদ দিল, আপনারা শীঘ্র আসুন, দিদিমণির ভয়ানক অসুখ হইয়াছে।

উপসংহার

এক বিস্তৃত কক্ষে হেমলতা একাকিনী ভূশয্যায় শয়ানা। তাঁহার মুখ ঘোর রক্তবর্ণ, নেত্রদ্বয় অস্থির, —শূন্যভাবে চারিদিকে ঘুরিতেছে। হস্তদ্বয় বক্ষের উপর যুগ্মভাবে স্থাপিত। কর ও চরণের অঙ্গুলি সকল চঞ্চল এবং সমস্ত দেহ সময়ে সময়ে কম্পমান।

অতীব ব্যস্ততার সহিত রত্নেশ্বর বাবু, তাঁহার গৃহিণী, কার্ত্তিক, নরেশ ও কুমুদিনী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং পীড়িতার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকলেই বুঝিলেন যে, হেমলতা নিশ্চয়ই কোন প্রকার আশু-প্রাণনাশক তীব্র বিষ উদরস্থ করিয়াছেন। তখন "মা হেমলতা, তুমি কি সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছ" বলিয়া গৃহিণী কন্যার পার্শ্বে আছড়াইয়া পড়িলেন। রত্নেশ্বর বাবু হেমলতার নাম ধরিয়া বার বার উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন। হেমলতার চঞ্চল নয়ন ক্রমে স্থির হইল। তিনি পিতার বদনের প্রতি চাহিয়া বাক্য-কথনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। অতি ব্যস্ততা সহ কার্ত্তিক এক গ্লাস পানীয় জল আনয়ন করিলেন এবং ধীরে ধীরে পীড়িতার মুখে, কপালে ও নয়নে জল দিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ জল হেমলতা কষ্টে গলাধঃ করিলেন। কুমুদিনী শিয়রে বসিয়া হেমলতার মস্তক উরুদেশে গ্রহণ করিলেন, আর নরেশ হেমলতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হেমলতা অস্পষ্টস্বরে বলিলেন,—"বাবা! আমার জীবনের শেষ হইয়াছে। আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

গৃহিণী আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রত্নেশ্বরবাবু বস্ত্রে বদনাবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কার্ত্তিক বলিলেন,—"কেন হেমলতা! কেন দিদি, তুমি আমাদিগকে অসময়ে পরিত্যাগ করিতেছ?"

হেমলতা ব.ললেন,—"আমার অপরাধ অনেক। আমার জীবনের সাধ মিটিয়াছে। স্বামী ক্ষমা করিয়াছেন, তাঁহার চরণ-পূজা করিয়াছি। আর কেন?"

কার্ত্তিক বলিলেন—"ভুল করিয়াছ! সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া চিকিৎসা করিব। যেমন করিয়া হউক, তোমাকে রক্ষা করিব।"

হেমলতা বলিলেন,—"বৃথা চেষ্টা, আমি ভয়ানক বিষ খাইয়াছি। তাহাতে কেহই বাঁচে না। কোন উপায় নাই। গলার হার দিয়া কৌশলে বিষ আনাইয়াছি। কাহারও দোষ নাই, দাদা! দুঃখ করিও না। দিদি, অনেক কষ্ট দিয়াছি। স্বামিন্! ক্ষমা কর। পরজন্মে যেন পবিত্রভাবে তোমার চরণ সেবা করিতে পারি। এ জন্মে আমি আর কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিব না। পদধূলি দাও—নিকটে আইস, চরণে মাথা দিব।"

তখন কার্ত্তিক সাশ্রুনয়নে নরেশের হস্তধারণ করিয়া হেমলতার মস্তক-সমীপে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহার চরণে ভগ্নীর মস্তক স্থাপন করিয়া দিলেন। নরেশ বলিলেন,—"হেমলতা! তুমি বালিকা, বুদ্ধির দোষে যদি বা কখন মন্দ ব্যবহার করিয়া থাক, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। তোমার সহিত সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবনপাত করিবার আশা করিতেছিলাম। কেন তুমি এ সর্ব্বনাশ ঘটাইলে?"

হেমলতা বলিলেন,—"ভালই করিয়াছি। বাঁচিয়া থাকিলে আমি লজ্জায় মরিয়া থাকিতাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছ, আমার জন্য দুঃখ করিতেছ, মরণকালে তোমার চরণে আমার মস্তক, কি সৌভাগ্য! দাদা! আমাকে ক্ষমা করিও। বাবামাকে যত্ন করিও। আমার স্বামীকে শান্ত করিও; আমি যাই। দিদি! এ অভাগিনীর কু-কীর্ত্তি ভুলিও! স্বামীকে আমার কথা মনে করিতে দিও না। আমাকে বিদায় দাও।"

কার্ত্তিক চীৎকার করিয়া বলিলেন,—তুমি জীবনে মরণে সমান, হেমলতা! তোমার মনের যখন যে গতি হইয়াছে, তখনই তুমি কোন বাধা গ্রাহ্য না করিয়া সেই দিকে ছুটিয়াছ। তাই যখনই জীবনে ঘৃণা হইয়াছে, তখনই আত্মহত্যার ব্যবস্থা করিয়াছ। হায়! কেন আমি সাবধান হই নাই, কেন তোমার মনের ঘৃণা ও আত্মগ্লানি বুঝিতে পারিয়াও অনেকক্ষণ তোমাকে একাকিনী থাকিতে দিয়াছিলাম?

সহসা নরেশের চরণাশ্রয় হইতে হেমলতার মস্তক ভূতলে পড়িয়া গেল। সকলেই বুঝিল, এই তেজস্বিনী সুন্দরীর জীবন-প্রদীপ নিবিয়া গেল।

ললিতমোহন

বিজ্ঞাপন

"ললিতমোহন" উপন্যাসে আমি কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি দেখাইতে গিয়াছি, পাপ অনুষ্ঠানে নহে—চিত্তে। চিত্তশুদ্ধি হইলে অনুষ্ঠানকারীর নিকট হইতে পাপ দূরে পলায়ন করে। আর দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, আর্য্য-বিধবার সংযম সকল অবস্থাতেই অত্যাবশ্যক এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পতিহীনা আর্য্য-সীমন্তিনী স্বামীকে সম্মুখে সমুপস্থিত জ্ঞানে জীবনধারণ করিতে বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে আমি আরও একটা কঠিন কথার অবতারণা করিয়াছি। অধঃপতনের পথ বড়ই সহজ; মনুষ্যলোকে অধঃপতন নিত্যঘটিত স্বাভাবিক ঘটনা। আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এই সাধারণ ঘটনার বিরুদ্ধভাবপ্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছি। প্রলোভনে প্রমত্ত মানবের আলেখ্যপ্রদর্শন, পাপের পিচ্ছিলপথে পতন ও পরিণামে সর্ব্বনাশ-সংঘটন আমাদিগের নয়ন-সমক্ষে চারিদিকেই বিকটভাবে নৃত্য করিতেছে, সেই সূত্রের অনুসরণ অনাবশ্যক বোধে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পতনের পর উত্থান কিরূপে ঘটিয়া থাকে এবং পুনরুত্থানের পরও মানব-জীবন কিরূপ গৌরব-দীপ্ত হইতে পারে। পাপ-লীলার পরিপুষ্টি না করিয়া আমি ক্রমোন্নতির প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। এই সকল কারণে এই উপন্যাস কিয়ৎপরিমাণে ভাবপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। জানি না, এরূপ আখ্যান সমাজে আদর পাইবে কি না? ইতি—

কলিকাতা,
চৈত্র, ১৩৩১ } শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা

"রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২য় অধ্যায়, ৬৪,৬৫ শ্লোক।

(ভাবার্থ।—যে পুরুষ অনুরাগ ও বিদ্বেষবিহীন হইয়া বশীভূত ইন্দ্রিয় সহকারে বিষয়রাজ্যে বিচরণ করেন, তিনিই প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহার হৃদয়ে প্রসন্নতার আবির্ভাব হয়, তাঁহার সকল দুঃখের অবসান হইয়া থাকে ; কারণ, প্রসন্ন ব্যক্তির বুদ্ধি অত্যল্পকালেই স্থিরভাবাপন্ন হয়।)

ললিতমোহন

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কাশীধামে কেদারঘাটের সন্নিহিত এক নাতিবৃহৎ ভবন হইতে ললিতমোহন বাবু রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী অনেক লোক। বৈশাখমাস—সমস্ত দিন দুঃসহ গ্রীষ্মে সকলেই বাটীর মধ্যে বসিয়া অতিশয় কষ্টভোগ করিতেছিলেন, একস্থানে বদ্ধ থাকিয়া আর এরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে কাহারও ইচ্ছা হইল না। সেই জন্য একটু বেলা থাকিতে থাকিতেই সকলে বাহির হইয়া পড়িলেন।

ললিতমোহন বাবু বঙ্গদেশের এক সম্ভ্রান্ত ধনশালী ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র; দুর্ভাগ্যক্রমে আট বৎসর বয়সের মধ্যেই ললিতমোহনের পিতৃমাতৃ-বিয়োগ হয়। অগত্যা পিতৃবন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের তত্ত্বাবধানে ললিতমোহনকে মানুষ হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ যেরূপ ঘটিয়া থাকে, ললিতমোহনের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছিল। লেখাপড়ার প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি জন্মিল না। পিতা বর্ত্তমান থাকিলে যেরূপ শাসনাদি দ্বারা পুত্রকে কর্ত্তব্যপথ দেখাইয়া দিতেন, আত্মীয় ব্যক্তিরা তাহা করিল না, অথবা সেরূপ উপায় অবলম্বনে তাহাদিগের সাহস বা ইচ্ছা হইল না। তাঁহার পিতার অনেক সঞ্চিত অর্থ ছিল, পরের হাতে কর্ত্তৃত্ব থাকিলে যেরূপ হয়, এ স্থলে তাহাই হইল। মুখখোলা পাত্রমধ্যস্থ কর্পূরের ন্যায় ললিতমোহনের অর্থরাশি অজ্ঞাতসারে উড়িয়া গেল।

অনেক সমবয়স্ক ও অধিকবয়স্ক বন্ধু আসিয়া ললিতমোহনকে ঘিরিয়া ফেলিল। যৌবনোদয়ের পূর্ব্বেই ললিতমোহন সুরাপানাদি বিবিধ দুষ্কর্ম্মে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। আত্মীয়গণ তাঁহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিলেন; অনেক ব্রাহ্মণ এই সুপাত্রের হস্তে রূপসী কন্যা সমর্পণ করিবার জন্য প্রার্থী হইলেন; কিন্তু বিবাহে ললিতমোহনের প্রবৃত্তি হইল না। স্বাধীনভাবে ভৃঙ্গের ন্যায় কুসুমে কুসুমে ঘুরিয়া বেড়াইতেই তাঁহার বাসনা হইল। বিবাহের নিগড় তিনি চরণে পরিলেন না।

বিষয়কর্ম্মের ভার ক্রমে ললিতমোহনের হস্তে পড়িল। নগদ টাকা কিছুই নাই, কেবল ভূসম্পত্তি-মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাহারও পরিচালনা ললিতমোহনের বড়ই কষ্টকর বোধ হইল। দরিদ্র প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করা, কারণে বা অকারণে লোকের উপর অত্যাচার করা, জোর করিয়া মিথ্যা বাব আদায় করা ইত্যাদি জমিদারী-সংক্রান্ত কোন কার্য্যই তাঁহার ভাল লাগিল না; তখন এই জমিদারীরূপ বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে তাঁহার মন হইল। স্থির হইল যে, ভূসম্পত্তি পত্তনী দিয়া ললিতমোহন অবাধরূপে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইবেন এবং ইচ্ছামত কার্য্যে রত থাকিয়া আনন্দে কাল কাটাইবেন। নগদ দশ হাজার টাকা সেলামী লইয়া এবং বার্ষিক তিন হাজার টাকা খাজনা অবধারিত করিয়া ললিতমোহন সমস্ত পৈতৃক ভূসম্পত্তি হস্তান্তর করিলেন। ধার্য্য হইল,—"তিনি যে স্থানে থাকিবেন, সে স্থানে মাসে মাসে তাঁহার নিকট আড়াই শত টাকা প্রেরিত হইবে, কোনও মাসেই ইহার অন্যথা হইবে না। ললিতমোহন সুখী—ললিতমোহন নিশ্চিন্ত।

রীতিমত লেখা-পড়া-শিক্ষা ললিতমোহনের ভাগ্যে ঘটিল না। কুশিক্ষা, কুসংসর্গ ও কুদৃষ্টান্ত বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল; সুতরাং ললিতমোহনের অন্তর সুপথে বিচরণ করিবার সুযোগ পাইল না এবং তাঁহার মনোবৃত্তির সমুচিত বিকাশ হইল না। তথাপি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ফলে অথবা পিতৃপুরুষগণের পুণ্যফলে ললিতমোহনের বয়োবৃদ্ধির সহিত স্বতঃ কতকগুলি সদ্বৃত্তির উন্মেষ হইল এবং এই পাপপঙ্কিল যুবার হৃদয়ে অনেক স্বর্গীয় সদ্গুণের স্ফুরণ হইল। তাঁহার দানশীলতা, পরদুঃখে কাতরতা, বিনীতস্বভাব ও নিরহঙ্কৃত ভাব

অনেকেই অত্যাশ্চর্য্য ও দেবোপম বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার রূপরাশিও অতুলনীয়, দেহের বর্ণ সমুজ্জ্বল গৌর, দেহ পরিণত ও লাবণ্যময়, বক্ষ বিশাল ও মাংসল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পেশল ও বলব্যঞ্জক, লোচনদ্বয় উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ অথচ স্থির ও ধীর। পরিচ্ছদের প্রতি ললিতমোহনের কখনই দৃষ্টি ছিল না, আড়ম্বরশূন্য অতি সামান্য বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারিলেই তিনি পরিতুষ্ট হইতেন।

এই প্রিয়দর্শন, শান্তস্বভাব অথচ উচ্ছৃঙ্খল যুবা দশ হাজার টাকা লইয়া, কয়েকজন সঙ্গী সহ বিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে স্বকীয় পিতৃভবন পরিত্যাগ করিলেন। পশ্চিমের নানা স্থান তিনি পরিভ্রমণ করিলেন। কদর্য্য ভোগে, কুৎসিত আনন্দে, নিন্দিত সংসর্গে হাসিতে হাসিতে ললিতমোহনের দিন কাটিতে লাগিল। দশ হাজার টাকা শীঘ্রই শেষ হইয়া আসিল; পরদুঃখ-বিমোচনে অনেক টাকা খরচ হইয়া গেল; বিগর্হিত অনুষ্ঠানেও বিস্তর টাকা উড়িয়া গেল। অবশেষে এককালে নিঃসম্বল হইয়া ললিতমোহন কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘকাল এই স্থানে অতিবাহিত করিতে তাঁহার বাসনা হইল। পূর্ব্বসঙ্গীদের অনেকে তাঁহাকে ত্যাগ করিল, অনেক নূতন সুখের পারাবত তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিল। মাসিক আড়াই শত টাকা তাঁহার হস্তগত হইতেছিল, এই সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়া কেদারঘাটের নিকট উল্লিখিত ভবনে ললিতমোহন কাল কাটাইতে লাগিলেন।

বিবিধ দোষ ও গুণের নিমিত্ত ললিতমোহন বাবু অচিরে বারাণসীপুরে সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। দীন-দরিদ্রেরা তাঁহার দ্বারস্থ হইলে বিফল-মনোরথ হইবে না বলিয়া বুঝিল, বিপন্নেরা তাঁহার শরণাগত হইলে বিপন্মুক্ত হইবে বলিয়া জানিল, বিলাসিনীরা তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পাইলে ভাগ্যবতী হইবে বলিয়া স্থির করিল, ব্যবসায়ীরা এই অকাতর ক্রেতার নিকট প্রচুর লাভবান্ হইবে বলিয়া উৎসাহিত হইল, সংক্ষেপতঃ অতি অল্পকালেই তিনি কাশীর ভদ্রাভদ্র সকল শ্রেণীর নিকট পরিচিত ও সমাদৃত হইলেন।

বাসায় এক ভৃত্য ও এক পাচক ব্রাহ্মণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিত, তদ্ব্যতীত টহলসিং নামক এক বিশ্বস্ত ও নিতান্ত অনুগত ব্যক্তি দ্বারবান্ অথবা সঙ্গিরূপে নিয়ত তাঁহার সঙ্গে থাকিত। ললিতমোহন বাবু জন্মভূমি পরিত্যাগ করার পরেই টহলসিং ভৃত্যরূপে তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত একান্ত অনুরক্ত হৃদয়ে প্রভুর বাসনানুরূপ কার্য্যসাধন করিয়া আসিতেছে। প্রভুর দুষ্কর্ম্ম ও সৎকর্ম্ম টহল জানিত এবং সে হিতাহিতচিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া প্রভুর ইচ্ছায় সকল কার্য্য করিত। পশ্চিমপ্রদেশবাসী ও বঙ্গদেশবাসী অনেক লোক সর্ব্বদা ললিতমোহনের বাসায় থাকিত এবং তাঁহার ব্যয়ে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিত। মাসিক আড়াই শত টাকায় ললিতমোহনবাবুর আর খরচ চলে না। বাজারে অনেক দেনা—ললিতমোহন সে সম্বন্ধে উদাসীন।

বৈকালে ললিতমোহন বাবু প্রায়ই বেড়াইতে বাহির হইতেন। এইরূপ বেড়াইতে বাহির হইয়া কখনই প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে তিনি বাসায় ফিরিতেন না। কোন কোন দিন সমস্ত রাত্রি বাটীতে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ হইত না। সুদীর্ঘকাল প্রায়ই অতিশয় জঘন্য কার্য্যে ও নীচ সংসর্গে অতিবাহিত হইত। যখন তিনি বেড়াইতে বাহির হইতেন, সে সময় তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক থাকিত। ভ্রমণকালে নানাশ্রেণীর লোকের সহিত ললিতমোহনের সাক্ষাৎ হইত। অনেকে এই সময়ে তাঁহাকে আপনাদের অভাব ও প্রার্থনা জানাইত এবং সাক্ষাতে তাঁহার নিকট মনের ভাব জানাইয়া অভীষ্ট-সিদ্ধির প্রতীক্ষা করিত। আমরা যে দিনকার কথা বলিতেছি, সেই দিন অপরাহ্ণে এইরূপ ভ্রমণকালে তাঁহার জীবন-নাটকের এক নূতন অঙ্কাভিনয়ের সূত্রপাত হইল এবং অচিরে সেই ঘটনা তাঁহার গন্তব্য পথের নিয়ামক হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেলা প্রায় ৫টার সময় ললিতমোহন বাবু বাসস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সঙ্গে অনেক পশ্চিমে ও বাঙ্গালী। তাঁহার পরিধানে এক কালাপেড়ে সূক্ষ্ম ধুতি, কিন্তু তাহার কোঁচা ভাঙ্গা এবং বিশৃঙ্খল; দেহে জামা নাই, গলদেশে শুভ্র যজ্ঞসূত্র ঝুলিতেছে। বাম-স্কন্ধের উপর এক অযত্নন্যস্ত উত্তরীয়, পায়ে চটিজুতা, এই অবস্থায় সঙ্গিগণবেষ্টিত ললিতমোহন বাবু পথে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গিগণ সকলেই পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। ধীরগতিতে, শান্তভাবে ললিতমোহন যেন শোভা ছড়াইতে ছড়াইতে অগ্রে চলিতে লাগিলেন।

অল্প দূর মাত্র অগ্রসর হওয়ার পর এক কন্‌ষ্টেবল প্রায় ভূমিতে হস্ত সংলগ্ন করিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। ললিতমোহন হাস্যমুখে প্রতিসম্মান করিয়া তাহার কুশলাদি সংবাদ গ্রহণ করিলেন। পথে অনেক নর-নারী ভক্তিসহকারে এই ভ্রষ্টাচারী যুবাকে প্রণাম, নমস্কার, আশীর্ব্বাদ ও অভিবাদনাদি করিতে লাগিল। এক মুদি তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া বলিল,—"হুজুর! খয়রাতি চাউল আজি দশ সের বাড়িয়াছে। এখন হইতে দিন এক মণ করিয়া খয়রাৎ খরচ চলিবে কি? সাবেক প্রায় আড়াই শত টাকা বাকী, এ মাসেও প্রায় দুই শত টাকা বাড়িবে।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"তোমার টাকা অনেক হইল সত্য, কিন্তু যেমন করিয়া পারি, এই মাসকাবারে তোমাকে বেশী টাকা দিব। এখন হইতে এক মণ চাউল প্রতিদিন খরচ পড়িবে। কি করি বাবা, অনেকগুলি নূতন দুঃখী লোকের কথা শুনিয়া অগত্যা সাহায্য বাড়াইতে হইল। তা বাপু, আর যাহাতে না বাড়ে, তাহার চেষ্টা করিব। তোমার কল্যাণ হউক। খয়রাতি চাউল যেন বন্ধ না হয়।"

আর একটু অগ্রসর হইলে এক শীর্ণকায় প্রাচীন ব্যক্তি তাঁহার নয়নে পড়িল। বৃদ্ধ প্রণাম করিয়া বলিল,—"আমি মহাশয়ের নিকট যাইতেছিলাম। যে ঘরে আমি বাস করি, তাহার মাসিক ভাড়া চারি আনা। ছয় মাসের ভাড়া দিতে পারি নাই, কাজেই বাড়ীওয়ালা তাড়াইয়া দিতেছে। ছেলেপিলে লইয়া কোথায় যাইব? মহাশয় অগতির গতি।"

ললিতমোহন বাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, —"তাই তো! বড়ই গোলের কথা বটে। আপাততঃ একটাকা পাইলে বোধ হয়, বাড়ীওয়ালা তোমাকে থাকিতে দিবে—কেমন?"

বৃদ্ধ বলিল,—"বোধ হয়, এক টাকা পাইলে সে এখন ঠাণ্ডা হইবে।"

তখন ললিতমোহন বাবু বয়স্যদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"কাহারও নিকট একটি টাকা আছে ভাই? আমাকে ধার দিলে চিরবাধিত হইব।"

বন্ধুগণ পরস্পর মুখচাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল। কাহারও হাতে টাকা নাই অথবা থাকিলেও দিতে ইচ্ছা নাই। তখন ললিতমোহন বাবু পার্শ্বস্থিত এক হালুইকরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাবা, আমাকে একটি টাকা ধার দিতে পার? আমি কাল তোমাকে সুদসমেত ফেরত দিব। আমাকে তুমি চেন কি?"

দোকানদার বলিল,—"আপনাকে কাশীর কে না চিনে? টাকা দিতেছি।"

ললিতমোহন সেই বৃদ্ধকে দেখাইয়া বলিলেন, —"ইহাকেই টাকাটি দাও; তোমার কল্যাণ হউক্।" তাহার পর বৃদ্ধকে বলিলেন,—"তুমি টাকা লইয়া যাও; অন্য সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

বৃদ্ধ অন্তরের সহিত অনেক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ললিতমোহন অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সম্মুখে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাপড়ের দোকান। ললিতমোহন বাবু আসিতেছেন দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নমস্কার করিয়া বলিলেন,—"ইদানীং কিছু বেশী কাপড় খরচ হইতেছে, আজি ত্রিশ টাকার গিয়াছে, সাবেক পাঁচ টাকা বাকী রহিয়াছে, একটু বিবেচনা না করিলে আমি ত মারা যাই।"

ললিতমোহন নমস্কারান্তে বলিলেন,—"তাই তো চট্টোপাধ্যায় মহাশয়! আপনার অনেক টাকা বাড়িয়া গেল। এবার যেরূপে হউক, আপনার টাকা কমাইয়া ফেলিব।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"আপনার মনে থাকিলেই হয়—দৃষ্টি রাখিবেন, যেন আর বাড়িয়া না যায়।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"এবার আপনাকে টাকা দেওয়ার পূর্ব্বে কোন মতেই একটি পয়সাও দেনা বাড়াইব না। এখন আসি তবে।"

এই বলিয়া নমস্কারান্তে সঙ্গিগণসহ ললিতবাবু অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যেখানে পথ বক্র হইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে গিয়াছে, সেই মোড়ের নিকট এক ক্ষুদ্র গৃহে এক কালীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এ স্থানে জনসমাগম আরও বহুল; কিন্তু সেই জনপ্রবাহ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইবার নিমিত্ত ললিতমোহন বাবুকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। অনেকেই সসম্ভ্রমে বিবিধ বিধানে তাঁহাকে অভিবাদনাদি করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। তখন ললিতমোহন বাবু দেখিতে পাইলেন, অদূরে ছিন্নমলিন-বসনাবৃতা এক নারী অধোমুখে দণ্ডায়মানা। নারীর বস্ত্র এতই ছিন্নভিন্ন যে, তদ্দারা তিনি বহু আয়াসেও আপনার দেহ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিতে পারিতেছেন না।

পাছে পথপ্রবাহী লোকের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়ে, এই ভয়ে রমণী যেন সঙ্কোচে মরণাপন্নভাবে সন্নিহিত দেবালয়ের ভিত্তিতে আপনার দেহ, যতদূর সম্ভব দৃঢ় সংলগ্ন করিয়া, বিনতবদনে দাঁড়াইয়া আছেন। যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে তিনি হয় তো সেই প্রাচীরে আপনার শরীর প্রবিষ্ট করাইয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। রমণী সুন্দরী, যুবতী এবং সধবা।

যেখানে সংগোপনের যত চেষ্টা, সেখানে ততই প্রকাশ। এই শতগ্রন্থিযুক্ত এবং বহু রন্ধ্রবিশিষ্ট মলিনবসনা ব্রীড়াবনতা সুন্দরীকে দেখিবার নিমিত্ত বহু দিক্ হইতে বহু লোক সোৎসুকনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে!

সুন্দরীর অবস্থা এবং লোকসকলের ভাব ললিত-মোহন বাবু লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তোমরা কি দেখিতেছ ভাই? কেন এখানে দাঁড়াইয়া এ দুঃখিনী স্ত্রীলোককে বিব্রত করিতেছ?"

অনেকে লজ্জিত হইয়া সরিয়া পড়িল; অনেকে সে দিক্ হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিল।

ললিতমোহন বাবু অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কে? এখানে কেন দাঁড়াইয়া আছ?"

সুন্দরী কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। একবার করুণনয়নে ললিতমোহন বাবুর মুখের প্রতি চাহিতে তাঁহার বাসনা হইল, কিন্তু ঘাড় তুলিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না। তাঁহার সুন্দর শান্তিময় সরল মুখের এক পার্শ্ব ললিতমোহন বাবু ও তাঁহার সঙ্গিগণের নয়নে পড়িল। একজন অগ্রসর হইয়া ললিতমোহনের কানে কানে বলিল, —"আজ যাত্রা ভাল—বেশ জিনিস—সস্তায় কিস্তি মাত হইবে।"

বিশেষ বিরক্তির সহিত সেই সঙ্গীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ললিতমোহনবাবু বলিলেন,—"ছি ছি! দেখিতেছ না, ইনি লজ্জাশীলা ভদ্রকন্যা! এই কাশীতে কিসের অভাব? তবে এ সতী-স্ত্রীর প্রতি এরূপ কুদৃষ্টি কেন ভাই? আমি তোমার কথায় বড়ই দুঃখিত হইলাম।"

সে একটু অপ্রতিভ হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল; কিন্তু আর এক বয়স্য অস্ফুটস্বরে বলিল, —"কাশীতে যেরূপ সতী পথে-ঘাটে পায়ে পায়ে ঠেকে, এও হয় ত তাহারই একজন।"

কথা অস্ফুট হইলেও নারীর কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল, তিনি যেন লজ্জায় জড়পদার্থবৎ হইয়া রহিলেন। ললিতমোহন একটু দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"তোমাদিগের এই কুৎসিত রহস্য আমার বড়ই বিরক্তিকর।"

সঙ্গিগণ পরস্পর বিদ্রূপসূচক ভঙ্গী সহকারে একজন অপরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। ললিতমোহন পুনরায় কোমলস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কোথা যাইবে বাছা? কেন এখানে দাঁড়াইয়া আছ মা?"

যুবতীর শরীর একটু নড়িয়া উঠিল। অতি মৃদুস্বরে উত্তর হইল,—"আপনার সহিত দেখা করিব বলিয়া এখানে আছি।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"কি দরকার বল?"

যুবতী বলিলেন,—"আমি বড় দুঃখিনী।"

আর কিছু বলিতে পারিতেছেন না বুঝিয়া ললিতমোহন বলিলেন,—"বুঝিতেছি, তুমি বড় দুঃখিনী, তাহার পর কি বলিবে, বল? আমার দ্বারা তোমার যে উপকার হবার সম্ভব, আমি তাহা নিশ্চয়ই করিব। তোমার দুঃখ কি বল?"

যুবতী বলিলেন,—"আমার দুঃখ অনন্ত; সম্প্রতি পিতা কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছেন; ঔষধ ও চিকিৎসা হইলে তিনি বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। শুনিয়াছি, আপনি দয়ার সাগর, আপনাকে জানাইলে উপায় হইবে মনে করিয়া আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"তা মা, আমি সাধ্য-মতে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিব না। আমার অবস্থা অতি মন্দ, তথাপি কয়েকটা টাকা যোগাড় করিয়া দিতে পারি বোধ হয়; আর ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। কিসে তোমার সুবিধা হইবে?"

বিনতবদনা সুন্দরী বলিলেন,—"তাহা আমি জানি না। আপনি দয়া করিয়া, যদি আমাদিগের আশ্রমে পদার্পণ করেন, পিতার অবস্থা বুঝিয়া যদি ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বোধ হয় সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ অনুরোধ করিতে আমার সাহস হয় না।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"সন্তানকে আজ্ঞা করিতে কেন সাহস হইবে না? তুমি বেশ বলিয়াছ মা, আমি এখনই তোমার বাটীতে যাইব। তুমি আমাকে ঠিকানা বলিয়া দিয়া বাটী যাও। আমি বড় জোর আধ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে উপস্থিত হইব।"

সুন্দরী বলিলেন,—"নাটোর-সত্রের দক্ষিণে,

একটা খুব বড় বাড়ী আছে; সেখানে এক প্রভূত ধনশালিনী বিধবা বাঙ্গালীর মেয়ে বাস করেন, এজন্য সে বাড়ীকে লোকে 'বাঙ্গালী রাণীর বাড়ী' বলে, তাহারই বামপার্শ্বে এক জীর্ণ একতালা ঘরে আমি থাকি। আমি এখন যাই তবে, আমার পিতার কাছে কেহ নাই, জানি না, এতক্ষণে তাঁহার কত কষ্ট হইতেছে।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"আমি স্থান ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি, আমি এখনই যাইতেছি, তোমার কোন চিন্তা নাই মা।" তাহার পর পশ্চাতের এক ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"টহল সিং! ইনি আমার মা, তুমি বাটী পর্য্যন্ত ইঁহার সঙ্গে যাও, আমি এখনই সেখানে যাইব। যতক্ষণ আমি না যাই, ততক্ষণ তুমি সেখানে থাকিবে। যদি কোন প্রয়োজনে মা কোন আদেশ করেন, তুমি সে আদেশ তখনই পালন করিবে।"

নতমস্তকে সেলাম করিয়া টহল সিং কহিল,—"যো হুকুম!"

তাহার পর সঙ্গিগণকে একটু দূরে ডাকিয়া আনিয়া ললিতমোহন বলিলেন,—"ভাই সব, এখন আমাকে মাপ কর, যেখানে যাওয়ার কথা, এখন আমি কোনমতেই সেখানে যাইতে পারিব না! টহলের সঙ্গে যিনি যাইতেছেন, উঁহার বাটীতে এখন আমাকে যাইতে হইবে। যদি আমি সে স্থান হইতে শীঘ্র ছুটী পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদের সহিত মিলিয়া, যেখানে যাইবার কথা আছে, সেখানে যাইব, নতুবা আমি নাচার।"

একজন বন্ধু একটু বিরক্তভাবে বলিলেন,—"তুমি কি পাগল হইলে? ঐ ভিখারিণী ছুঁড়ীটার কথায় ভিজিয়া আজিকার সকল আমোদ মাটী করিতে চাহ না কি? কেন মিছা গোল করিতেছ? আইস—বাজে কথা রাখিয়া দেও।"

আর একজন বন্ধু বলিল,—"ছুঁড়ীটার চেহারা ভাল বটে, ঢং করিয়া ললিতমোহনকে বেশ ফাঁদে ফেলিয়াছে।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"বড় ঘৃণার কথা। এত দিন মেয়েমানুষ লইয়া ঘেঁসাঘেঁসি করিয়াছ, তথাপি তোমরা আকারপ্রকার দেখিয়া বুঝিতে পার না, কে ভাল কে মন্দ? আমি দুই কথায় বুঝিয়াছি, নিশ্চয় উনি ভদ্রকন্যা; বড় দায়ে পড়িয়াই আমাদের কাছে আসিয়াছেন! আমোদ তো নিত্যই আছে, সেজন্য একজনের জীবনরক্ষার বিষয়ে ঔদাস্য করা, আমি তো ভাই, কোনমতেই উচিত বলিয়া বিবেচনা করি না।"

তৃতীয় বয়স্য অগ্রসর হইয়া একটু ক্রোধের সহিত বলিলেন,—"কিন্তু কোহিলা বিবি কি মনে করিবে বল দেখি? একটা রাজার বাড়ীতে আজ তাহার মজুরার কথা ছিল, তাহা বন্ধ করিয়া সে তোমার জন্য বসিয়া আছে; একটা তুচ্ছ কাজের জন্য তাহার মনে কষ্ট দেওয়া উচিত হইবে কি? আজ যদি সেখানে যাওয়া না হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, আমাদের সকল খাতির একদম মাটী হইয়া যাইবে।"

ললিতমোহন একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"সত্য বটে, কোহিলা বিবি এখন কাশীর প্রধান বাইজি, সত্য বটে, তাহার ন্যায় সুন্দরী আর কোথাও দেখি নাই; এমন স্থানে আমাদের খাতির নষ্ট হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়, কিন্তু যতই রূপবতী বা গুণবতী হউক না কেন, তাহার বিরক্তির ভয়ে কর্ত্তব্যের অবহেলা করা আমি ভাল মনে করি না। আমরা সুখের পায়রা, শত সুখের দরজা খোলা আছে, কখন কোন স্ত্রীলোকের বাধ্য হই নাই, ভবিষ্যতে হইব কি না, বলিতে পারি না। তাহারা আমোদ-আহ্লাদের সামগ্রী, যখন যিনি দয়া করিবেন, তখনই আপন জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত আমোদ করিতে হইবে, ইহাই জানি। কোহিলা বিবি খাতির না করে আর দশ জন হয় তো পরম সমাদর করিবে। ক্ষতি কিছুতেই নাই। আমি অনুরোধ করিতেছি, তোমরা সকলে এখনই সেখানে যাও এবং প্রাণ ভরিয়া আমোদ-আহ্লাদ কর, আমার নাম করিয়া বিবিজানকে লাখ লাখ সেলাম জানাইও; আমি যদি পারি, তাহা হইলে এখনই তোমাদের সহিত জুটিব। আপাততঃ আমাকে বিদায় দেও!"

কাহারও কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া উদ্বিগ্নভাবে ললিতমোহন বাবু আপনার বাসস্থানাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, দুই জন অনুযাত্রী তাঁহার অনুসরণ করিল।

বয়স্যগণ কিয়ৎকাল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল; একবার তাহাদের মনে হইল, জোর করিয়া ফিরাইয়া আনিতে হইবে, আবার কি পরামর্শ করিয়া তাহারা নিরস্ত হইল; তাহার পর তাহারা একমত হইয়া বিবিজানের বাটীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চিন্তিতভাবে ললিমোহন বাবু বাসার অভিমুখে ফিরিতেছেন দেখিয়া, বস্ত্রবিক্রেতা সেই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"এ কি বাবু, এখনই ফিরিতেছেন যে?"

ললিতবাবু এতই অন্যমনস্ক ছিলেন যে, দোকানের নিম্ন দিয়া যাইবার সময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লক্ষ্য করেন নাই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাই ললিতবাবুর প্রয়োজন, কিন্তু তিনি চিন্তার প্রাবল্যে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,—"হাঁ—আজ্ঞে, একটু বিশেষ প্রয়োজনে এখনই ফিরিলাম। আপনার নিকটেই দরকার।"

ললিতমোহন বাবু দোকানে উঠিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'আসুন আসুন' বলিয়া তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। উপবেশন করিয়া ললিতবাবু বলিলেন,—"বড় দায়ে ঠেকিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি; আমার একটু বিশেষ উপকার আপনাকে করিতে হইবে।"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন,—"বলুন।'

ললিতমোহন বাবু বলিলেন,—"পাঁচটি টাকা আর এক জোড়া বিলাতী সাটী আমার এখনি দরকার। দয়া করিয়া আপনাকে দিতে হইবে!"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন,—"এ বিষয় আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে বাবু, সামান্য পুঁজি লইয়া আমি কাজ করি। এক জায়গায় অনেক টাকা পড়িয়া থাকিলে ব্যবসা অচল হয়; আপনার নিকট আমার অনেক টাকা জমিয়াছে; আর বাড়াইলে আমার দোকান উঠিয়া যাইবে। আমাকে ক্ষমা করুন—আমি টাকা কাপড় কিছুই দিতে পারিব না।"

ললিতমোহন বাবু বলিলেন,—"আপনার অনেক টাকা পাওনা হইয়া গিয়াছে, সে জন্য আমি বড় লজ্জিত আছি। আপনার দেনা কোনমতে বাড়াইতে আমার ইচ্ছা নাই, তথাপি বড় বিপদে পড়িয়াই আপনার নিকট আসিয়াছি, আপনি এ দায়ে আমাকে রক্ষা করুন। মাসকাবার নিকট হইয়াছে, বোধ হয় আর এক সপ্তাহের মধ্যে খাজনার টাকা আসিবে। এবারকার টাকা হইতে আপনাকে ন্যূনকল্পে একশত টাকা দিবই দিব।"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন,—"আপনি কখনই কথা ঠিক রাখিতে পারিবেন না। আপনার চারিদিকে দেনা, একশত টাকা যে দিয়া উঠিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না, কিন্তু এ মাসে আপনার নিকট যদি এক শত টাকা আদায় না পাই, তাহা হইলে আমার বিপদের সীমা থাকিবে না।"

ললিত বাবু বলিলেন,—"হাজার ঝঞ্ঝাট হউক, এবার যে আপনাকে একশত টাকা দিব, তাহার কোন ভুল নাই। আপাততঃ আপনি আমাকে টাকা পাঁচটি আর সাড়ী জোড়াটি দিয়া রক্ষা করুন।"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন,—"নগদ টাকা আমি কোনমতেই দিতে পারিব না। আপনার অনুরোধ একবারেই ঠেলিতে আমার সাধ্য নাই, কাজেই সাড়ী জোড়াটি দিতে হইবে। সে যাহা হউক, হঠাৎ কি দরকার উপস্থিত হইল, বলুন?"

ললিতমোহন বাবু কহিলেন,—"মন্দ কাজে ব্যয় করিতেছি মনে করিবেন না, হঠাৎ এক বিপন্না দুঃখিনীর জন্যই টাকা ও কাপড়ের প্রয়োজন হইয়াছে, টাকা পাঁচটি আপনি দিবেন না কি?"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন,—"সাধ্য নাই—উপায় থাকিলে দিতাম। আমি জানি, আপনি মন্দ অভিপ্রায়ে টাকাকাপড় চাহিতেছেন না। মন্দ কাযে আপনার ব্যয় আছে বটে, কিন্তু সকলেই জানে, আপনার সদ্ব্যয়ই বেশী; এই জন্যই আমরা আপনাকে আদর করি, শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি; কিন্তু আমি প্রাচীন লোক, আমার কথায় দোষ গ্রহণ করিবেন না, আয়ের অতিরিক্ত সদ্ব্যয়ও ভাল নহে। আপনি চারিদিকে জড়াইয়া পড়িতেছেন, একটু বুঝিয়া চলিলে আমরা সুখী হই।"

ললিতমোহন বাবু কহিলেন,—"আপনি পিতৃস্থানীয় বিজ্ঞ লোক; আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। এক্ষণে আমার সময় নাই, কল্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল বিষয়ের পরামর্শ করিব। টাকা ত নিতান্তই দিবেন না, কাপড় জোড়াটাই দিন তবে, দেখি যদি টাকার অন্য কোন উপায় করিতে পারি।"

তখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঘরের ভিতর হইতে এক জোড়া মোটা রকমের সাড়ী আনিয়া দিলেন। ললিত বাবু কাপড় ভাল কি মন্দ, সে সম্বন্ধে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া বলিলেন,—"এখন আসি তবে, কালই দেখা হইবে; নমস্কার!"

চট্টোপাধ্যায় নমস্কার করিলেন, ললিতবাবু কাপড় লইয়া প্রস্থান করিলেন। পরে ভাবিতে লাগিলেন—"বিপদের বাটীতে শুধু হাতে যাওয়া বড়ই ভুল; কিন্তু কি করা যায়? অভাবে পাঁচটা টাকা কোথায় পাই? বাসায় জিনিষপত্র কিছুই

নাই, সামান্য দুই চারিটা থালাঘটি আছে মাত্র, তাহাতে কি হইবে ?" সহসা তাঁহার মনে পড়িল, অতি মূল্যবান্ একটি অঙ্গুরী তাঁহার বাক্সে আছে। সকল দ্রব্যসামগ্রী তিনি নষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু সেই অঙ্গুরীটি একজন আত্মীয়ের স্মরণচিহ্ন বলিয়া অতি যত্নে তিনি রক্ষা করিয়াছেন, বাক্সের মধ্যে সেই অঙ্গুরীটি আছে। এই কথা স্মরণ হওয়ার পর তিনি সোৎসাহে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

বাসায় জগন্নাথ নামে এক ভৃত্য ছিল। সে জানিত, তাহার প্রভু রাত্রি দ্বিপ্রহরের এ দিকে কোনমতেই বাসায় ফিরিবেন না। সুতরাং সে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে স্বেচ্ছামত আমোদ উপভোগে লিপ্ত ছিল। সেই পল্লীর তেলীবউ নামে পরিচিতা বঙ্গদেশীয়া এক স্ত্রীলোকের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। বাবুর শয়নমন্দিরে প্রসাদী সুরা সেবন করিতে করিতে তেলিনী প্রণয়িনীর সহিত জগন্নাথ বড় আনন্দে কাল কাটাইতেছিল। সহসা সদর দরজার কড়া বাজিয়া উঠিল, জগন্নাথের কর্ণে সে ধ্বনি প্রবেশ করিল, কিন্তু জগন্নাথ তাহাতে বিচলিত হইল না। আবার অধিকতর জোরে কড়া বাজিল, তখন জগন্নাথের প্রণয়িনী বলিল,—"কে কড়া নাড়িতেছে, শুনিতেছ না ?"

জগন্নাথ বলিল,—"কৈ মাঙনেবালী হোগি ; ক্ষুদ বাবু হোয়, তহবি হাম তোমকো ছোড়কে আভি নেভি উঠেঙ্গা।"

চীৎকার করিয়া ললিতবাবু ডাকিলেন,—"জগন্নাথ! দরজা খোল।" কণ্ঠস্বর শুনিয়া জগন্নাথ চমকিয়া উঠিল।

তেলিনী বলিল,—"বাবু যে !"

জগন্নাথ বলিল—"ইস্‌বকত বাবু কবহি লোটতা নেহি। কৈ কাম খাতির আয়া হোগা, হাম জান্‌তা দো লহমাকা যাস্তি নেহি ঠহেরাঙ্গে, তোম ইয়ে পলঙ্কা নীচে রহে যাও পিয়ারী ! হাম দরজা খোলনে যাতা হুঁ।"

তেলেনী বলিল,—"বড় ভয় করে।"

জগন্নাথ বলিল, "—ক্যায়া ডর ? থোড়া রহে যাও মেরি জান্।"

পুনরায় চীৎকার করিয়া ললিতমোহন বলিলেন,—"দরজা খোল, কি করিতেছ জগন্নাথ ?"

জগন্নাথ চীৎকার করিয়া বলিল, —"যাতা হুঁ !"—

এদিকে অস্ফুটস্বরে বলিল,—"জল্‌দি ঘুম যাও পিয়ারী, দিল্লগীকা বাৎ নেহি, বাবু গোসা কর্‌তা হ্যায়।"

তখন অগত্যা জগন্নাথ-প্রণয়িনী সেই নাতি-উচ্চ পালঙ্কের নিম্নে কষ্টে প্রবেশ করিল। সম্মুখে একটা বাক্স ও ট্রাঙ্ক ছিল, সুতরাং পশ্চাদ্বর্ত্তিনী রমণীকে সম্মুখদিক্ হইতে দেখিতে পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকিল না। একটু কম্পিতপদে আসিয়া বিচলিত হস্তে জগন্নাথ দরজা খুলিয়া দিল।

ললিতবাবু ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন,—"কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি, কি করিতে-ছিলে তোমরা ?"

কোন উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই ললিতবাবু দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জগন্নাথ তাঁহার অনুসরণ করিল। কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া ব্যস্তভাবে পালঙ্কের নিম্ন হইতে ললিতমোহন বাবু বাক্স টানিবার সময় তিনি সবিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন, পর্য্যঙ্কতলে বাক্স ও ট্রাঙ্কের পশ্চাতে এক নারী শয়ন করিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি ?"

কেহ উত্তর দিল না ; তখন তিনি জগন্নাথকে বলিলেন,—"এ কি জগন্নাথ ! কে এখানে ?"

তখন জগন্নাথ একটু নত হইয়া পালঙ্কের নীচে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পর বলিল,—"কুছ নেহি হুজুর,—কুছ নেহি।"

তখন ললিত বাবু একটু রাগতভাবে আসিয়া জগন্নাথের হস্তধাধণ করিলেন এবং তাহাকে আকর্ষণ করিতে করিতে বিপরীত দিক্ দিয়া পালঙ্কের সমীপে আনিয়া বলিলেন,—"কুছ নেহি, তবে এ কি ?"

তখন জগন্নাথ অকাতরে বলিল,—"কৈ কাপড়া ওপড়াকা গাঁটরি হোগি।"

অন্য সময় হইলে জগন্নাথের এ উত্তরে সকলকে হাসিতে হইত, কিন্তু এখন ললিত বাবু বড় ব্যস্ত, তাঁহার মনও অতিশয় উদ্বিগ্ন, এ জন্য হাসির পরিবর্ত্তে তাঁহার রাগের মাত্রা একটু বাড়িয়া উঠিল। বলিলেন,—"গাঁটরি ! গাঁটরির কখন হাত থাকে ? পা থাকে ? ছি জগন্নাথ ! তুমি আমার সহিত তামাসা করিতেছ ! আমি বড়ই বিরক্ত হইতেছি। কিন্তু আমার এখন রহস্যের সময় নয়, যে কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। মনিবের ঘরে এরূপ ব্যবহার করা চাকরের পক্ষে বড়ই দোষের কথা। খাটের নীচে কে আছ, বাহিরে আইস। আমি তোমাকে কোনরূপ শাস্তি দিব না।"

যাহা গাঁটরি বলিয়া জগন্নাথ নির্দ্দেশ করিয়াছিল, তাহা নড়িতে লাগিল এবং অনতিকালমধ্যে পালঙ্কের নিম্নদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এক প্রৌঢ়বয়স্কা নারীরূপে অধোমুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহার বদন প্রায়শঃ আচ্ছন্ন হইলেও ললিতবাবু তাহাকে সহজে চিনিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কে ও, তেলীবউ! তোমার এ কাজ! আমার খাবার জন্য এবার কোথা হইতে যে আটা আনিয়া দিয়াছ, তাহাতে বালি কিচ কিচ করে, খাইতে কষ্ট হয়। কোন উপায়ে আজ চারিটি ভাল আটা আনিতে পারিবে না কি?"

তেলীবউ অবাক্! সে চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক, ইহা সাধারণে জানে; সুতরাং ললিত বাবুর সম্মুখে ধরা পড়ায় তাহার বিশেষ কুণ্ঠা না হইলেও তাঁহার শয়নকক্ষে—এমন কি তাঁহারই শয্যায়, তাঁহারই এক ভৃত্যের সহিত আমোদ-আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইয়া সে যে যৎপরোনাস্তি অপরাধ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। তজ্জন্য সে অশেষ তিরস্কার, লাঞ্ছনা ও অপমানের প্রত্যাশা করিতে ছিল। তৎপরিবর্ত্তে গৃহস্থালীর কথা শুনিয়া, বাবুর একটা অসুবিধা দূর করিবার ভার পাইয়া কি বলিতে হইবে, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। গলায় কাপড় দিয়া এবং ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া সে বাবুকে প্রণাম করিল; তাহার পর ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

বিছানায় নীচে ললিতবাবুর চাবি থাকিত। বাক্স খুলিবার কখনও প্রয়োজন হয় না; সুতরাং চাবিতে মরিচা ধরিয়াছিল। যথাস্থান হইতে চাবি বাহির করিয়া ললিতবাবু বাক্স খুলিলেন। বাক্স হইতে ললিতবাবু কৌটা বাহির করিয়া তাহার আবরণ উন্মোচন করিলেন। যে কৌটায় অঙ্গুরী থাকে, তাহা পড়িয়া আছে। অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইলেন, কিন্তু সেই বহুবার দৃষ্ট—বহু সমাদৃত অঙ্গুরীয় এই কি? তাহা ভিন্ন আর কি হইবে? যেন কেমন কেমন—অন্যরূপ অঙ্গুরীয় নহে কি? না, তাহা কেন হইবে? সেই বাক্স, সেই কৌটা, সেই অঙ্গুরীয়, সব ঠিক আছে। কৌটা সহ অঙ্গুরীয় এবং সেই নূতন সাটী জোড়াটি লইয়া ললিত বাবু প্রস্থান করিলেন। গমনকালে তিনি জগন্নাথকে বলিয়া গেলেন, "এরূপ বেয়াদবি করিয়া ভাল কর নাই। যাহা হইবার হইয়াছে, আর এমন কাজ করিও না, রাত্রিতে আমি কখন ফিরিব তাহার স্থিরতা নাই, সাবধান থাকিও।"

বেগে ললিতবাবু প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার পরিচিত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রমানাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্থির হইল, ডাক্তার বাবু অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবেন। ঔষধের মূল্য ও ডাক্তারের দর্শনী ললিত বাবু পরে দিবেন।

—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নাটোর-সত্রের অনতিদূরে এক জীর্ণ একতালা; দ্বারসমীপে টহল সিং দণ্ডায়মান; ঘরের মেজের উপর অতি সামান্য ও মলিন শয্যায় এক পীড়িত পুরুষ শায়িত; ঘরের এক দিকে এক দড়ীর আলনায় কয়েকখানি জীর্ণ মলিন বস্ত্রবিশেষ ঝুলিতেছে। পীড়িত ব্যক্তির একপার্শ্বে মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছে। অপর পার্শ্বে সেই মলিনবসনা সুন্দরী সাশ্রুনয়নে উপবিষ্টা; সুন্দরীর কেশরাশি রুক্ষ ও বিশৃঙ্খল, দেহ ভূষণশূন্য, কেবল প্রকোষ্ঠে শঙ্খ-বলয় এবং বামহস্তে তদতিরিক্ত এক লৌহভূষণ শোভা পাইতেছে। সমুচিত আহারাদির অভাবে শরীর শীর্ণ ও লাবণ্যবিহীন। দেহের অত্যুজ্জ্বল গৌরবর্ণ মলিনতা ও কালিমাচ্ছন্ন। বদন সম্পূর্ণরূপে অবগুণ্ঠনমুক্ত, গণ্ডদ্বয় রক্তিম আভাবিহীন, অধরোষ্ঠ লোহিতবর্ণ-পরিশূন্য এবং নেত্রদ্বয় স্বাভাবিক উজ্জ্বলতাবিচ্যুত হইলেও দর্শনমাত্রেই উপলব্ধ হয় যে, এই দারিদ্র্যনিপীড়িতা নারী পরমা সুন্দরী। শয্যাশায়িত রুগ্ন পুরুষ এই যুবতীর পিতা; পিতার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে কন্যা জিজ্ঞাসিলেন,—"বাবা এখন কেমন বুঝিতেছ?"

আর্ত্তস্বরে যন্ত্রণাসূচক একটা ধ্বনি ব্যক্ত করিয়া পিতা বলিলেন,—"কেমন যে বুঝিতেছি তাহা বলিয়া কোন লাভ নাই; তথাপি তোমাকে বলাই উচিত। এ পীড়া হইতে আমি অব্যাহতি পাইব না, এ দুঃখের জীবন শেষ হইলে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার কি হইবে? আমি তোমার কোন কাজে লাগিতাম না, তুমি চেষ্টা করিয়া উপযুক্ত পুত্রের ন্যায় এই অন্ধ পিতাকে এক মুষ্টি অন্ন দিতে, তথাপি আমি তোমার সঙ্গী ও অভিভাবক। আমার মৃত্যুর পর তুমি একাকিনী

আপনার ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া কিরূপে কাল কাটাইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ভগবান্ ভিন্ন আর ভরসা কি আছে?"

পুরুষ অন্ধ; সুতরাং তিনি দেখিতে পাইলেন না যে, তাঁহার কন্যা অবিরল ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় আশঙ্কায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; অন্ধ কন্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"সরযূ, কাঁদিতেছ কি মা? কাঁদিয়া কোন ফল নাই, যাহা ঘটিবে, তাহার গতিরোধ করিতে আমাদিগের সাধ্য নাই। এখন অনর্থক রোদনে সময় নষ্ট না করিয়া ভবিষ্যতের উপায় চিন্তা করাই আবশ্যক। তুমি যে মহাত্মার কথা বলিতেছিলে, তিনি এক্ষণে দয়া করিয়া পদধূলি দিবেন কি?"

কন্যার নাম সরযূবালা। নয়ন মার্জ্জন করিয়া সংক্ষুব্ধস্বরে সরযূ বলিলেন,—"আসিবার আশা দিয়াছিলেন, সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, কেন আসিলেন না, জানি না। শুনিয়াছি, তিনি অতিশয় পরোপকারী, আমাদিগের অদৃষ্ট!"

পিতা বলিলেন,—"তাহাই ঠিক, আমাদিগের অদৃষ্ট যেরূপ মন্দ, তাহাতে কাহারও সাহায্য পাইবার আশা করা যায় না। আমার মৃত্যুর পর কি করিবে মা?"

সরযূ বলিলেন,—"সে কথায় কাজ কি বাবা?"

পিতা বলিলেন,—"তোমার ব্যবস্থা কি হইবে, শুনিলে বোধ হয়, কতকটা সুস্থির হইতে পারি।"

কন্যা বলিলেন,—"যদিই ভগবান্ আমার নিকট হইতে তোমাকে কাড়িয়া লন, তাহা হইলে আমি কোন উপায়ে আর একবার স্বামীর সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিব। যদি সে সৌভাগ্য ঘটিবার উপায় না হয়, তাহা হইলে যেরূপে হউক, আমার দুর্দ্দশার কথা তাঁহাকে জানাইয়া এক মুষ্টি অন্নের ভিক্ষা করিব। তিনি যতই নির্দ্দয় হউন, তথাপি আমার একমাত্র আশ্রয়। শতবার অপমানিত হইলেও আবার তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিতে আমার কোন লজ্জা নাই। এ দেহ নষ্ট করিলে সকল গোল মিটিয়া যায়; কিন্তু যদি কোন দিন ইহা তাঁহার কাজে লাগে, এই আশায় আত্মহত্যা করিতে পারিব না। তবে যদি বুঝি, ধর্ম্ম রক্ষা করা অসম্ভব হইতেছে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দেহে প্রাণ থাকিবে না। জীবন থাকিতে কদাপি ধর্ম্মনাশ হইতে দিব না।"

অন্ধ পুরুষ কাতরভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"হা ভগবান্!"

তাঁহার স্বর বাহিরে টহল সিংহের কর্ণগোচর হইল। সে ব্যস্তভাবে দ্বার-সমীপে আসিয়া জিজ্ঞাসিল,—"আমাকে কিছু বলিতেছেন কি মা?"

সরযূ বলিলেন,—"না বাবা, বাবু আধঘণ্টার মধ্যে আসিবেন কথা ছিল, প্রায় দেড়ঘণ্টা হইয়া গেল। তোমার কি বোধ হয়, তিনি আসিবেন না?"

টহল সিং বলিল,—"না মা, যে কথা বাবু বলেন, তাহার অন্যথা হইতে আমরা কখন দেখি নাই। দেনা-পাওনা, আমোদ-আহ্লাদ, এ সকল বিষয়ে তাঁহার কথার নড়চড় দেখিয়াছি, কিন্তু কাহারও কোন উপকার করিবার কথায় তাঁহাকে কোনরূপ উল্টাপাল্টা করিতে দেখি নাই বা শুনি নাই।"

তৎক্ষণাৎ বাহির হইতে শব্দ হইল,—"আমি আসিয়াছি মা, কি করিতে হইবে বলুন।"

সঙ্গে সঙ্গে টহল সিং বলিয়া উঠিল,—"বাবু আসিয়াছেন।"

ভিতর হইতে সরযূ বলিলেন,—"আপনি ভিতরে আসুন।"

কাপড় ও কৌটা হাতে লইয়া ললিতবাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই মৃত্যু-কবলগত-প্রায় পীড়িত পুরুষ এবং তত্রত্য নিতান্তদীনতা-ব্যঞ্জক দ্রব্যসামগ্রী দর্শনে ললিতবাবু বুঝিলেন, দুরবস্থা ও বিপদ্ তথায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছে।

কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে তিনি পীড়িতের পার্শ্বে ধূলির উপর উপবেশন করিলেন এবং হস্তস্থিত বস্ত্র জোড়াটি সরযূর হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন,—"এখনই ডাক্তার আসিবেন। আপনি আগে কাপড় ছাড়িয়া এই নূতন কাপড় পরুন। যে কাপড় আপনি পরিয়াছেন, তাহা না ছাড়িলে আপনি লোকের সম্মুখে বাহির হইতে পারিবেন না। তাহার পর আমাকে সকল কথা বলুন।"

রুগ্ন ব্যক্তি বলিলেন,—"আপনি ব্রাহ্মণ। উঠিয়া আপনার চরণে প্রণাম করিতে আমার শক্তি নাই। আমি কায়স্থ। পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণ-সেবা আমাদিগের ধর্ম্ম। হা ভাগ্য! আজ নিকটে ব্রাহ্মণ পাইয়াও আমি তাঁহার চরণ-ধূলি লইতে পারিতেছি না।"

ললিতবাবু বলিলেন,—"সে জন্য দুঃখ করিবেন না; আমার চরণধূলায় যদি আপনার ভক্তি থাকে, তাহা হইলে আপনি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন, আমি চরণ অগ্রসর করিতেছি।"

পীড়িত বলিলেন,—"তুরদৃষ্টের কথা, আমি অন্ধ। আপনার পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া অন্তিমকালে পুণ্যসঞ্চয় করিবার ভাগ্যও আমার নাই। প্রভো! যদি চরণধূলি দিতে কৃপা হইয়াছে, তাহা হইলে আর একটু কৃপা করিয়া আমার মাথায় পাদপদ্ম স্থাপন করুন।"

ললিতবাবু বলিলেন,—"আপনি পীড়িত; আপনার বাসনা পূর্ণ করাই উচিত। আপনার মাথায় চরণস্পর্শ করাইতেছি।"

ললিতবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অগ্রসর হইয়া পীড়িত ব্যক্তির মস্তকের সহিত আপনার চরণ সংলগ্ন করিলেন। অন্ধ বলিলেন,—"আমি ধন্য হইলাম। রোগের যন্ত্রণা দূর হইয়া শরীর শীতল হইল। মা সরযু! তুমি ঠাকুরের কথামত কাপড় বদলাইয়া ফেল। আমরা ভিক্ষুক, কাহারও দানগ্রহণে আমাদের লজ্জা নাই। বিশেষ ইনি ব্রাহ্মণ। আমরা চিরদিনই ব্রাহ্মণের আশ্রিত এবং প্রসাদভোজী।"

বস্ত্র হস্তে লইয়া সরযু উঠিয়া গেলেন। ললিত বাবু আসিয়া আবার রোগীর শয্যার পার্শ্বে বসিলেন। তখন রুগ্ন ব্যক্তি বলিলেন,—"শুনিয়াছি, আপনি পরোপকারী মহাপুরুষ। দেখিতে পাইতেছেন, আমার তুর্দ্দশার সীমা নাই। এ সময়ে আপনি আমার অনেক উপকার করিতে পারেন।"

ললিতবাবু বলিলেন,—"আমা দ্বারা যে সাহায্য সম্ভব, তাহা আমি নিশ্চয়ই করিব। এখনই ডাক্তার রমানাথ বাবু আপনাকে দেখিতে আসিবেন। আবশ্যকমত ঔষধ-পথ্যাদির কোন অভাব হইবে না।"

অন্ধ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"ঔষধ বা চিকিৎসায় আমার আর প্রয়োজন নাই। আমার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি অসম্ভব। আমার এই তুঃখিনী কন্যার সদুপায় আপনি করিবেন, ইহা আমার প্রার্থনা।"

বস্ত্রপরিবর্ত্তনান্তে সরযু আসিয়া পুনরায় পিতার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

ললিতবাবু জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু যদি কষ্ট হয়, তাহা হইলে এখন আর কথায় কাজ নাই।"

অন্ধ বলিলেন,—"কথা কহিতে আমার কোন কষ্ট নাই, কিন্তু আমি বুঝিতেছি, এখন না বলিলে হয় তো আর আপনাকে কোন কথাই জানাইতে পারিব না। কলিকাতায় শ্যামবাজারে আমার নিবাস ছিল।"

সংক্ষেপে পীড়িত পুরুষ আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানাইলেন, ললিতবাবু বুঝিলেন, কলিকাতা শ্যামবাজারনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ধনশালী চন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় অদৃষ্টের আশ্চর্য্য আবর্ত্তনে আজি এই তুর্দ্দশাগ্রস্ত। এক সময়ে বহু দাসদাসী যাঁহার সেবা করিত, বহুলোক যাঁহার কৃপার ভিখারী ছিল, আজ তিনি তুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত। কেন এরূপ হইল? কোম্পানীর কাগজের জুয়াখেলা, জ্ঞাতি-বিরোধ এবং মোকদ্দমায় চন্দ্রমোহন বাবু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। সংসারে কন্যা ও পত্নী ভিন্ন আপনার লোক কেহ ছিলেন না। সৌভাগ্যের সঙ্গিগণ তুর্ভাগ্যের আগমন দর্শনে পলায়ন করিলেন। অন্ন-বস্ত্রের নিদারুণ অভাবে যখন চন্দ্রমোহন বাবু প্রপীড়িত, সেই সময় তাঁহার পত্নী গঙ্গালাভ করিয়া সমস্ত যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন। যথাকালে কলিকাতার এক সম্ভ্রান্তবংশীয় বিপুল বিভবশালী যুবার সহিত সরযুবালার বিবাহ হইয়াছিল; সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত সুরাপায়ী পাষণ্ড যুবা বিবাহের পর কখন পত্নীর মুখাবলোকন করিল না; শ্বশুরের তুর্দ্দশায় কোনরূপ সহায়তা বা তাঁহার কোন সংবাদ গ্রহণও করিল না। দৈববিড়ম্বনায় চন্দ্রমোহন বাবু অন্ধ হইয়া পড়িলেন। ভিক্ষা ভিন্ন জীবিকা-পাতের আর কোনই উপায় থাকিল না। যে স্থানে এক সময়ে তিনি বহুলোক প্রতিপালন করিয়াছেন, সেখানে ভিক্ষোপজীবী হইয়া বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। বারাণসী ভিক্ষার উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র এবং দূরদেশ, অষ্টাদশবর্ষীয়া তুঃখিনী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া অন্ধ চন্দ্রমোহন বাবু ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবনপাত করিবার আশায় তিন মাস হইল কাশীধামে আগমন করিয়াছেন। তুর্ভাগ্য তুর্ভাগ্যের চির-অনুচর। এখানে আগমন করার পর নিদারুণ ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে।

সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ললিতবাবুর পরতুঃখ-প্রবণ হৃদয় সাতিশয় ক্লিষ্ট হইল। তিনি বলিলেন,—"আপনি নিশ্চিন্ত হউন। আপনার বা মা সরযুর সম্বন্ধে যাহা কিছু আবশ্যক হইবে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, প্রাণান্ত পণ করিয়াও তাহা করিব।"

চন্দ্রমোহন বাবু বলিলেন,—"আমি বয়সে অনেক বড়; সুতরাং আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনি চিরদিন পরমসুখে থাকিবেন।"

সরযু কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া ললিতবাবুর চরণে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন,—"বাবা! এই করিবেন, যেন আমাকে ধর্ম্মহীনা হইতে না হয়।

যেন কুচক্রে পড়িয়া আমার জীবন্মৃত্যু না ঘটে।"

টহল সিং বাহির হইতে বলিল,—"হুজুর, ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন।"

ললিতবাবু বাহিরে গিয়া সাদরে ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। রমানাথ বাবু রোগীর নিকটে আসিয়া বিবিধ প্রকারে তাঁহার অবস্থা পরীক্ষা করিলেন। প্রস্থানকালে ললিতবাবু তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া রমানাথ বাবু বলিলেন,—"রোগীর জীবনের কোন আশা নাই। হৃদ্‌যন্ত্রে এক প্রকার কঠিন পীড়া হইয়াছে! যে কোন সময়ে তাহার ক্রিয়ারোধ হইয়া মৃত্যু হইতে পারে। যত্নে ও সুচিকিৎসায় থাকিলে কিছু কাল এইরূপ রোগীকে বাঁচাইয়া রাখা যায়, কিন্তু এখন আর এ রোগীর কোন আশা নাই। ঔষধ ও পথ্যে কোন উপকার হইবে না। কখন্ মৃত্যু হইবে, ঠিক বলা যায় না। তবে দুই তিন দিনের বেশী বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা নাই।"

ডাক্তার প্রস্থান করিলেন।

——

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ললিতবাবু বুঝিয়া দেখিলেন, ঔষধাদির প্রয়োজন না থাকিলেও রোগী এবং তাঁহার কন্যার আহারাদির জন্য কিঞ্চিৎ পয়সার প্রয়োজন। আর বুঝিলেন, একটা বিশ্বাসী স্ত্রীলোক এখানে থাকা আবশ্যক। রাত্রি যেরূপে হউক কাটাইয়া প্রাতে একটা স্ত্রীলোক আনিতে হইবে। তিনি স্থির করিলেন, টহল সিংহের সহিত বাহিরে বসিয়া রাত্রি কাটাইবেন। কিন্তু পয়সার ব্যবস্থা কি হয়? হাতে একটিও পয়সা নাই। টহল সিংহকে কোন উপায়ে চারি আনা পয়সা, অভাবে আধসের দুগ্ধ, দুই পয়সার তৈল এবং দুই আনার জলখাবার ধার করিয়া আনিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। টহল সিং অনায়াসেই তাহা আনিতে পারিবে বলিয়া প্রস্থান করিলে, ললিতবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সরযু জিজ্ঞাসিলেন,—"ডাক্তার কি বলিলেন বাবা?"

চন্দ্রমোহন বাবু বলিলেন,—"ডাক্তারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কোন ফল নাই মা। আমি নিজে বুঝিতেছি, আমার শেষ হইয়া আসিয়াছে।"

তাহার পর অন্ধ আন্দাজে আন্দাজে ললিতবাবুর পায়ে হাত দিলেন। বলিলেন,—"এ অন্তিমকালে আপনি আমার ভরসা। মা সরযু! উঠিয়া আসিয়া ঠাকুরের চরণে ধর। প্রভো! আপনার চরণে আমার এই নিরাশ্রয় কন্যাকে ফেলিয়া দিলাম, যাহাতে ইহার মঙ্গল হয়, আপনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন, আমার আর কোন প্রার্থনা নাই।"

সরযু আসিয়া ললিতমোহনের চরণ-সমীপে উপবিষ্ট হইলেন। ললিতবাবু বলিলেন,—"আমি আবার বলিতেছি, সেজন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনার কন্যাকে আমি 'মা' বলিয়াছি; জননীর মঙ্গলচিন্তা অতঃপর সন্তানের প্রধান ব্রত হইবে।"

পিতা ও কন্যা ললিতমোহন বাবুর চরণ ছাড়িয়া দিলেন। অনেকক্ষণ সকলেই নির্ব্বাক্ রহিলেন। কথিত সামগ্রীসহ টহল সিং ফিরিয়া আসিল; ললিতমোহন বাবু তাহার হস্ত হইতে সামগ্রী সকল লইয়া গৃহমধ্যে স্থাপন করিলেন এবং বলিলেন,—"মা, এই পাত্রে গরম দুগ্ধ আছে, মধ্যে মধ্যে কর্ত্তাকে একটু একটু করিয়া খাওয়াও। এই ঠোঙায় কিছু জলখাবার আছে, সবগুলি তোমাকে খাইতে হইবে মা! আর এই পাত্রে তেল আছে, প্রদীপে একটা মোটা সলিতা দিয়া তৈলপূর্ণ করিয়া রাখ। আমি বাহিরে থাকিব, বার বার আসিয়া খবর লইব।"

কোন উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই ললিতবাবু বাহিরে চলিয়া আসিলেন। তিনি বাহিরে আসিলে টহল সিং বলিল,—"যখন ডাক্তার অসিয়াছিলেন, তখন আপনাকে ডাকিতে কোহিলাবিবির লোক আসিয়াছিল। আমি বলিয়া দিয়াছি, এখন বাবুর সহিত দেখা হইবে না। সুযোগ হইলে আমি খবর জানাইব।"

ললিতবাবু বলিলেন,—"বেশ বলিয়াছ। আজ রাত্রিতে সেখানে যাইবার কোনই উপায় হইবে না। একা থাকা কষ্টকর হইবে। তুমি থাকিতে পারিবে না টহল?"

টহল বলিল,—"কেন পারিব না? হুজুর যখন থাকিতেছেন, তখন আমাকে অবশ্যই থাকিতে হইবে, খাওয়া দাওয়া কি হইবে?"

ললিতবাবু বলিলেন,—"আমি কিছুই খাইব না। তুমি কোথাও হইতে একটু যাহা হয় খাইয়া আইস। তামাক খাইবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, তাহার কোন উপায় হয় কি টহল?'

টহল বলিল,—"কেন হইবে না? আমার

নিকট এখনও কয়েকটা পয়সা আছে, আমি সমস্ত যোগাড় করিয়া আনিতেছি।”

টহল প্রস্থান করিল ও অবিলম্বে একখানি চেটাই, একটি গড়িয়া, কলিকা, তামাক, টিকা, দিয়াশলাই ও কয়েক দোনা পান লইয়া ফিরিল। ললিত বাবু সেই চেটাইয়ে বসিয়া পান-তামাক খাইতে খাইতে পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। কোথায় কোহিনূর বিবির সর্ব্বসুখপূর্ণ আমোদময় কক্ষ, আর কোথায় মরণাপন্ন অপরিচিত ব্যক্তির সাহচর্য্য! বার বার ললিতবাবু উঠিয়া রোগীর অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

প্রাতে টহল একটি স্ত্রীলোকের সন্ধানে গেল। ললিতবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রোগীর কথা কহিতে কষ্ট হইতেছে। সহসা বাক্য-কথনের অসামর্থ্য বড়ই দুর্লক্ষণ বলিয়া তাঁহার মনে হইল। অনেক সময় রোগীর নিকট অপেক্ষা করিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন; বুঝিলেন চন্দ্রমোহন বাবুর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইতে আর বিলম্ব নাই; এখনই সৎকারাদি কার্য্যের নিমিত্ত টাকার প্রয়োজন হইবে। রাত্রিকালে এক প্রচ্ছন্ন স্থানে কৌটা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, দেখিলেন, কৌটা সেই স্থানেই আছে, অঙ্গুরী বাঁধা দিয়া এখনই টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে।

টহল তাহার পরিচিত বিশ্বাসী এক স্ত্রীলোক লইয়া ফিরিয়া আসিল। ললিত বাবু স্ত্রীলোককে সংক্ষেপে সকল কথা বুঝাইয়া সরযুর নিকট লইয়া গেলেন। স্ত্রীলোক প্রয়োজনীয় কার্য্যে সরযুর সহায়তা করিতে লাগিল।

বাহিরে আসিয়া ললিতবাবু যথাস্থান হইতে কৌটা আনয়ন করিলেন এবং তাহার মধ্য হইতে অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া টহলকে বলিলেন,—“আমার বিশ্বাস, এই অঙ্গুরীর দাম অনেক টাকা হইবে। এখানকার রোগী এখনই মারা যাইবেন বলিয়া বোধ হইতেছে, সে জন্য আপাততঃ কিছু খরচ হইবে, পরেও কিছু টাকার দরকার হইবে, তুমি কোথাও এ অঙ্গুরীটি রাখিয়া আমাকে দশ কুড়ি টাকা আনিয়া দিতে পার কি?”

টহল বলিল,—“এ পাশের বড় বাড়ীতে আপনাদের মুলুকের এক ভারি রাণী থাকেন, তাঁহার এক দরোয়ানের সহিত আমার জানা শুনা আছে। শীঘ্র আনিতে হইলে এখানেই চেষ্টা করিতে হয়, যদি একটু দেরি হইলে চলে, তাহা হইলে একটু দূরে গিয়া আমার বিশেষ আলাপী ভাল লোকের নিকট হইতে টাকা আনিতে পারি।”

ললিতবাবু বলিলেন,—“না, দূরে গিয়া কাজ নাই! এখান হইতেই যত শীঘ্র পার টাকা লইয়া আইস।”

অঙ্গুরীয় লইয়া টহল প্রস্থান করিল। ললিতবাবু পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন,—“দেখিলেন, চন্দ্রমোহনবাবুর বাক্‌শক্তি একেবারেই গত হইয়াছে এবং তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের গতি বড়ই দ্রুত হইয়াছে।”

সরযু বলিলেন,—“কি বুঝিতেছেন বাবা?”

ললিতবাবু বলিলেন,—“যাহা তুমি বুঝিতেছ মা, তাহাই আমি বুঝিতেছি, যাহা ঘটিবার, তাহা এখনই ঘটিবে। তুমি হৃদয়কে প্রস্তুত কর।”

কন্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া চন্দ্রমোহন-বাবু তৎপ্রতি ললিতবাবুর মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন।

ললিতবাবু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—“কোন চিন্তা নাই, আপনি এখন নিশ্চিন্তভাবে বিশ্বেশ্বরকে ধ্যান করুন।”

আবার ললিত বাহিরে আসিলেন, টহল তখন কুড়ি টাকা আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। ললিতবাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। টহলকে বলিলেন,—“তোমাকে অনেক কষ্ট দিতেছি, কিন্তু তুমি ছাড়া এখন আর আমার উপায় নাই।”

টহল বলিল,—“সে কি কথা! হুজুর এত কষ্ট পাইতেছেন, আর এ গোলাম, কষ্ট পাইবে না কেন? এখন কি করিতে হইবে বলুন।”

ললিতবাবু বলিলেন,—“সৎকার করিতে পারে, এরূপ চারিজন লোক এখনই আনিতে হইবে। কোথায় থাকে জান কি?”

টহল বলিল,—“অভাব কি, এই সত্রের দরজায় কত লোক বসিয়া থাকে, এক টাকা পাইলে তাহারা খুসী হইয়া এ কাজ করিবে।”

ললিত বলিলেন,—“ডাকিয়া আনিতে যাও, এ দিকে আর দেরী নাই।”

টহল চলিয়া গেল। ললিতমোহন পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, চন্দ্রমোহনবাবুর দেহ হইতে আত্মা বিচ্ছিন্ন হইতেছে, দেখিতে দেখিতে শেষ নিঃশ্বাস বাতাসে মিশিয়া গেল; সকলই ফুরাইল। সরযু মৃত পিতার চরণে আছড়াইয়া পড়িয়া হৃদয়ভেদী রোদন করিতে লাগিলেন।

সহসা বাহিরে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাত ব্যক্তি অতিশয় ক্রোধসহকৃত

দুর্ব্বাক্য বলিতে বলিতে সেই স্থানে প্রবেশ করিল। একজন জিজ্ঞাসিল,—"তোমার নাম ললিত ?"

ললিতবাবু বলিলেন,—"হাঁ। কেন তোমরা এখানে গোল করিতে আসিয়াছ, দেখিতেছ না, এখানে এই বিপদ্।"

এক ব্যক্তি বলিল,—"রেখে দে তোর বিপদ্! পাজি! জুয়াচোর!"

ললিতবাবু অবাক্! বলিলেন,—"আমি কবে কাহার সহিত জুয়াচুরি করিয়াছি ভাই ?"

আগন্তুক বলিল,—"যেন কিছুই জানে না! দুই বৎসর জেল খাটিতে হইবে! তোরা কি দেখিতেছিস্? বাঁধ না বেটাকে—পলাইয়া যাইবে!"

ললিত বলিলেন,—"পলাইব না—বাঁধিতে হইবে না, যেখানে যাইতে বলিবে, আমি সেইখানেই যাইতেছি। কিন্তু ভাই, তোমরা দয়া করিয়া বাহিরে একটু অপেক্ষা কর, আমি এই মড়ার গতি-মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া যেখানে যাইতে বলিবে, সেখানেই যাইব।"

আগন্তুকগণের মধ্যে যে ব্যক্তি কথা কহিতেছিল, সে ললিতবাবুর গলায় হাত দিয়া বলিল,—"চল্ শূয়ার! তোর সকল কাজ শেষ হইলে তুই যাইবি ? আমরা তোর হুকুমের তাঁবেদার নহি।"

তখন ললিতবাবু সেই অসভ্য হৃদয়-হীন বর্ব্বরের বক্ষে এরূপ প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে, সে 'বাবা গো' বলিয়া পাঁচপদ পিছাইয়া গেল।

ললিতবাবু বলিলেন,—"এই শোকের স্থানে দাঁড়াইয়া আমি কাহারও সহিত বিবাদ করিতে চাহি না। এই বিপদের ক্ষেত্রে কাহারও রক্তপাত করিতে ইচ্ছা করি না। ভাই সব, তোমাদিগকে আবার বলিতেছি, আমাকে এখানকার ব্যবস্থা শেষ করিতে দাও, তাহার পর যেখানে যাইতে বলিবে, আমি নির্ব্বিবাদে তোমাদিগের সঙ্গে যাইব।"

আগন্তুকেরা কোন উত্তর দিল না। একসঙ্গেই চার পাঁচ জন আসিয়া ললিতকে জড়াইয়া ধরিল। তিনি বলিলেন,—"আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদের পাঁচ জনকে ছুড়িয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু কাহারও সহিত কোনরূপ বিবাদ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। ঝি, তুমি সাবধানে আমার মা'র যত্ন করিবে। মা! তুমি কোন চিন্তা করিও না, আমি যত শীঘ্র পারি, ফিরিয়া আসিব। টহল সিং এখনই আসিবে। তাহার সহিত নিঃসঙ্কোচে কথা কহিও। সে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিতে পারিবে।"

দুর্ব্বৃত্তেরা আর কথা কহিতে দিল না। ধাক্কা মারিতে মারিতে তাহারা ললিতকে লইয়া চলিল।

হা সরযূবালা! বিধাতার ভাণ্ডারে যত নিষ্কারুণ্য সঞ্চিত ছিল, সকলই কি তোমার এই ক্ষীণ, কাতর ও কোমল হৃদয়োপরে বর্ষিত হইতেছে! কিন্তু দেবি! সহ্য কর, সহিষ্ণুতার পবিত্র তন্ত্রী যেন ছিন্ন না হয়। বিপদই মনুষ্যের পরীক্ষাস্থল। তুমি ধর্ম্মশীলা—ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের সহায়। কবি বলিয়াছেন,—"নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।" চক্রনেমির ন্যায় মনুষ্যের দশা কখন উন্নত, কখনও বা অবনত হইয়া থাকে। তোমার দুর্গতির একশেষ হইয়াছে, আবার সৌভাগ্যসূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় কিরণ তোমার দুঃখ-তামস নাশ করিবে না কি ?

সরযূবালার কণ্ঠে রোদনধ্বনি নাই। বিপদের গুরুপেষণে প্রপীড়িতা অবলা যেন সংজ্ঞাহীনা। অশ্রু নাই, আবেশ নাই, উচ্ছ্বাস নাই। সংজ্ঞাহীনা পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় সরযূ বিগতজীব পিতৃপদতলে পতিতা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যে বাটীতে চন্দ্রমোহন বাবুর মৃতদেহ এখনও নিপতিত রহিয়াছে, তাহারই অব্যবহিত পার্শ্বে বিপুল বিভবশালিনী শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী দেবীর বাসভবন। রাধিকাসুন্দরী নদীয়া জেলার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একমাত্র তনয়া; ধনলোভে নিঃস্ব পিতা এক প্রভূত সম্পত্তিশালী স্থবিরের সহিত সপ্তমবর্ষীয়া দুহিতার বিবাহ দেন। অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাধিকার বৃদ্ধ পতি গঙ্গালাভ করেন। কন্যার বৈধব্যে পিতামাতার দৈন্য দূর হইল বটে, কিন্তু ন্যায়মত ভগবান্ অসদুপায়াৰ্জ্জিত বিত্ত বহুদিন তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে দিলেন না। রাধিকার পিতা মাতা অচিরকালমধ্যে লোকলীলা সংবরণ করিলেন। বিপুল বিভবরাশির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী পিতৃমাতৃহীনা রাধিকা সংসার-সমুদ্র-বক্ষে কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় একাকিনী ভাসিতে লাগিলেন। যৌবনসমাগমের পূর্ব্বেই কুলোকেরা তাঁহাকে কুশিক্ষা দিয়া কুপথে আনিবার নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল। জানি না, কোন্ আভ্যন্তরিক শক্তিবলে রাধিকাসুন্দরী যাবতীয় কুমন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া আপনার চরিত্রে কলঙ্কের

ছায়া-পাত হইতেও দিলেন না। অসীম লাবণ্য-সম্পন্না রাধিকা ক্রমে উদ্ভিন্নযৌবনা হইলেন। লালসাপরতন্ত্র বহু ব্যক্তি বিবিধ প্রলোভনের জাল পাতিয়া এই সম্পত্তিসম্পন্না ও সৌন্দর্য্যশালিনী ললনাকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া সকলকেই উপহাসাস্পদ হইতে হইল। সকলেই বুঝিল, রাধিকার হৃদয়ে করুণা নাই, প্রণয় নাই, স্পৃহা নাই এবং আবেগ নাই। অনেকে স্থির করিল, এই শোভাময়ী যুবতী সুনিপুণ-শিল্পিগঠিত পাষাণ-প্রতিমাবিশেষ।

রাধিকা পুরুষের সহিত আলাপ করেন না; পুরুষের প্রসঙ্গ আলোচনা করেন না; ভূষণমাত্রও ব্যবহার করেন না, সামান্য বসন ব্যতীত কিছুই পরিধান করেন না। স্বল্পমাত্র সামান্য সামগ্রী ব্যতীত কিছুই ভোজন করেন না। কয়েকজন পরীক্ষিতস্বভাবা সচ্চরিত্রা নারী নিয়ত তাঁহার সঙ্গে থাকে ও পরিচর্য্যা করে। তাহাদের অনেকে প্রৌঢ়বয়স্কা, কেহ কেহ বর্ষীয়সী। সদুপদেশপূর্ণ ধর্ম্ম-গ্রন্থের তিনি আলোচনা করেন এবং সঙ্গিনীগণের সহিত তিনি সৎপ্রসঙ্গে দিনযাপন করেন। ষোড়শী রাধিকা কাশীতে বিশাল অট্টালিকা ক্রয় করিয়াছেন এবং গত ছয় মাস হইতে এই স্থানে বাস করিতেছেন।

সঙ্গিনী ব্যতীত অনেক দাস-দাসী, দ্বারবান্, রক্ষী, আমলা প্রভৃতি রাধিকাসুন্দরীর আশ্রয়ে দিনপাত করে। এক শীর্ণকায়, ধবলকেশ, রুক্ষ-স্বভাব পুরুষ তাঁহার কর্ম্মচারী; সকলে তাঁহাকে দেওয়ানজী বলিয়া ডাকে। দেওয়ানজী বড় অদ্ভুত স্বভাবের লোক। পান হইতে চুণ খসিলেও তিনি সহ্য করিতে পারেন না। সামান্য অপরাধেও তাঁহার নিকট ক্ষমা নাই। যাহা যেরূপ হওয়া উচিত, তাহার একটুও অন্যথা দেখিলে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকে না। আইন এবং ন্যায়ের কথা সততই তাঁহার মুখে লাগিয়া আছে, বাজারের পয়সা হইতে চাকর একটিমাত্র পয়সা চুরি করিয়াছে বুঝিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুলিসে না দিয়া ক্ষান্ত হন না। দেওয়ানজীর মুখে কখন মিষ্টকথা বাহির হয় না। বিশেষ হাস্যজনক প্রসঙ্গ শুনিয়াও দেওয়ানজী কখন ঈষৎ হাস্যও করেন না। তাঁহার কণ্ঠস্বর বিকট ও কর্কশ, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কোন লোক তাঁহার নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা করে না। কর্ম্মচারি-বর্গের শীর্ষস্থানে এই মহাত্মা প্রতিষ্ঠিত থাকায়, রাধিকাসুন্দরী অনেক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। দেওয়ানজীর ভয়ে কেহই রাধিকার নিকট আসিবার চেষ্টা করিতে বা দুষ্টলোকেরা কোনরূপ কুমন্ত্রণার ফাঁদ পাতিতে সাহস করে না।

অন্য প্রাতে দেওয়ানজী বিশেষ কুপিতভাবে অঙ্গনমধ্যস্থ এক কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছেন, উভয় পার্শ্বে একটু অন্তরে অনেক আমলা, দ্বারবান্ ও ভৃত্যাদি দণ্ডায়মান। অতি সামান্য এক মখমলের থান দেওয়ানজীর দেহের অধোভাগ আচ্ছন্ন করিয়াছে এবং নিকৃষ্ট নয়ানসুখের এক পিরাণ তাঁহার দেহের ঊর্দ্ধভাগ আবৃত করিয়াছে।

পাঁচ জন বিকটদর্শন ভৃত্য ধাক্কা মারিতে মারিতে ললিতবাবুকে এই দেওয়ানজীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। দুই জনে ললিত বাবুর হাত ধরিয়া রহিল, তিন জন দূরে গিয়া দাঁড়াইল।

ললিত বাবু বলিলেন,—"মহাশয়ই কি আমাকে নির্য্যাতন করিতে আনাইয়াছেন?"

বিকৃতস্বরে দেওয়ানজী বলিলেন,—"হাঁ! নির্য্যাতন করিব না, সন্দেশ দিব না কি? এখনই শ্রীঘরে যাইতে হইবে, জান না!"

ললিত বাবু বলিলেন,—"কেন?"

দেওয়ানজী বলিলেন,—"বেটা যেন কিছুই জানে না! এখনি জুয়াচুরি করিয়াছিস্, আবার জিজ্ঞাসা করিতেছিস্ কেন? তোকে এখনি পুলিসে চালান দিব শূয়ার!"

ললিত বাবু বলিলেন,—"আমার সহিত সাবধান-ভাবে কথা কহিবেন। আমি ভদ্রসন্তান, আপনার লোকজন দেখিয়া আমি একটুও ভীত হইতেছি না। একটা সামান্য বাঁশের লাঠি লইয়া আমি এখনই অনায়াসে আপনার সমস্ত লোকগুলিকে মাটীতে শোয়াইতে পারি; কিন্তু এখন আমি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি। অন্য কোন চিন্তা করিতে বা মানাপমানের বিচার করিতে আমার এখন সময় নাই। আপনি এ সময়ে আমাকে যত ইচ্ছা দুর্ব্বাক্য বলুন বা আপনার লোকেরা যথেচ্ছা দুর্ব্ব্যবহার করুক, আমি কিছুতেই দৃক্‌পাত করিব না। কেবল সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, আসল কথাটা আমাকে শীঘ্র বলুন, আমার সময় নাই—বড় বিপদ্।"

দেওয়ানজী বলিলেন,—"তোমার বড় বিপদ্ই বটে। জুয়াচুরি করিলে বড় বিপদে পড়িতে হয়। তোমার লোক এখনই আঙটী বাঁধা দিয়া, তোমার নাম করিয়া আমাদিগের জমাদারের নিকট হইতে কুড়ি টাকা ধার করিয়া লইয়া গিয়াছে, জান কি?"

ললিত বাবু বলিলেন,—"জানি বৈ কি, আমারই

প্রয়োজনে আমারই আঙটী লইয়া টহল সিং এই বাটী হইতে কুড়ি টাকা ধার করিয়া লইয়া গিয়াছে—ইহা বেশ জানি।"

দেওয়ানজী বলিলেন,—"তবে তো ভাল! সে আঙটী কাচবসান—পিতলের—তাহার দাম দুই পয়সাও হয় না।"

ললিত বলিলেন,—"অসম্ভব নহে; আঙটী বহুদিন পূর্ব্বে আমার এক পরমাত্মীয় ব্যক্তির নিকট আমি লইয়াছিলাম, আমার তখন বোধ হইয়াছিল, তাহার দাম হাজার টাকার কম হইবে না। আমি যত্নে বাক্সের মধ্যে তাহা তুলিয়া রাখিয়াছিলাম, বড় ভয়ানক এক বিপদ্ উপস্থিত হওয়ায় অথচ হাতে একটিমাত্র পয়সা না থাকায়, গত কল্য এই আঙটী বাহির করিতে হইয়াছে। যখন বাহির করি, তখনি আমার যেন মনে হইয়াছিল, বুঝি এটি সে আঙটী নহে। কিন্তু কোনরূপ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা না থাকায় আমি সে সন্দেহ গ্রাহ্য করি নাই। যদি আপনারা বুঝিয়া থাকেন যে, ইহা একটি সামান্য পদার্থ, তাহা হইলে সে জন্য আমাকে নির্য্যাতন বা এত অপমান কেন? আপনাদের টাকা আমার টেঁকেই রহিয়াছে, এখনও কিছুই খরচ হয় নাই। টাকা ফেরত লইয়া আমার আঙটী আমাকে দিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়।"

দেওয়ানজী বলিলেন,—"বা রে! দুধের দুধ, জলের জল! তোর মত মূর্খ আর কখন দেখি নাই। টাকা ফিরাইয়া দিলে দণ্ডবিধি আইনের হাত হইতে তোর অব্যাহতি হয় কৈ? তোকে ফৌজদারী সোপরোদ্দ না করিলে আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি হইবে।" সঙ্গে সঙ্গে একজন কর্ম্মচারীর প্রতি আদেশ করিলেন,—"ভেল আংটী বাঁধা দিয়া টাকা ধার লইবার একটি বৃত্তান্ত কাগজে ইংরাজীতে লেখ; তাহার পর এই জুয়াচোরটার সহিত জমাদার ও দুই জন সাক্ষীকে থানায় পাঠাইয়া দাও।"

ললিত বলিলেন,—"আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, করিবেন; কিন্তু আপাততঃ আমাকে ছাড়িয়া দিন। কাশীর প্রায় সকল লোকই আমাকে চেনে, কেতোয়াল ও ম্যাজিষ্টার সাহেবও আমাকে জানেন। আমার নাম ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, আমাকে খুঁজিয়া লইতে পুলিসের কোন কষ্ট হইবে না। আমি কিন্তু আপাততঃ আর কোন মতেই অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ললিত বাবু তাঁহার বাহুধারণকারী দুই জন পালোয়ানকে বিপরীত দিকে ঠেলিয়া দিলেন, তাহারা দূরে গিয়া ভূপতিত হইল। তিনি প্রস্থান করিতেছেন, দেখিয়া দেওয়ানজী 'পাকড়াও পাকড়াও' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন ত্রিশ জন লোক ললিতবাবুকে ঘেরাও করিল। তখন উন্মত্ত সিংহের ন্যায় লম্ফ দিয়া ললিত এক ভোজপুরী দ্বারবানের পাকা লাঠি কাড়িয়া লইলেন এবং চিরাভ্যস্ত ও সুদক্ষ লাঠিয়ালের ন্যায় তাহা ঘুরাইতে লাগিলেন। আক্রমণকারীরা দূরে সরিয়া গেল। ললিত বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"পথ ছাড়িয়া দাও! রক্তপাত করিতে আদৌ ইচ্ছা নাই।"

সহসা উপর হইতে নারী-কণ্ঠে শব্দ হইল,—"রাণীমার হুকুম, বাবুকে কেহ কোন কথা বলিও না। শীঘ্র চেয়ার বাহির করিয়া বসিতে দাও। একজন পাখা আনিয়া বাতাস কর। যদি বাবুর তামাক খাওয়ার অভ্যাস থাকে, তাহা হইলে গুড়গুড়িতে জল ফিরাইয়া শীঘ্র তামাক সাজিয়া দাও।"

লোকেরা বৃথা আক্রমণ-চেষ্টা পরিত্যাগ করিল।

ললিতবাবু হাতের লাঠি দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"যে দেবী আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন, যদি তাঁহার বয়স আমার অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে আমি অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তিনি সর্ব্বসুখে সুখী হইবেন। যদি তাঁহার বয়স বেশী হয়, তাহা হইলে আমি হৃদয়ের ভক্তি দিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিতেছি। আমি সময়ান্তরে আসিয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিব।"

উপর হইতে সেই নারী আবার বলিল, "রাণীমার অনুরোধ, একটু অপেক্ষা করুন, চেয়ারে বসুন।"

একজন ভৃত্য তাড়াতাড়ি একখানা গদি-আঁটা চেয়ার আনিয়া দিল, কাতর ও অবসন্ন ললিত চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। আর একজন ভৃত্য পশ্চাৎ হইতে আড়ানির দ্বারা তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল। অবিলম্বে প্রকাণ্ড সটকাযুক্ত গুড়গুড়িতে সুরভি তামাক আসিল। ক্লান্ত ললিত সাগ্রহে ধূমপান করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"আপনাদিগের অনুগ্রহে চরিতার্থ হইলাম, অতঃপর আমার প্রতি কি আদেশ?"

উপর হইতে সেই নারী বলিল,—"রাণীমা জানিতে ইচ্ছা করেন, আপনি কি বিপদে পড়িয়াছেন?"

ললিত বলিলেন,—"আপনাদের বাড়ীর পার্শ্বে

একমাত্র যুবতী ও সুন্দরী কন্যা সঙ্গে লইয়া এক জন দরিদ্র কায়স্থ বাস করিতেন, প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এখনও শবের গতি হয় নাই। দুঃখিনী কন্যা মৃত পিতার পদতলে পড়িয়া আছে, এখানে তাঁহাদিগের কেহ আপনার লোক নাই। মৃতের গতি ও তাঁহার কন্যার সুব্যবস্থা আমাকেই করিতে হইবে।"

আবার উপর হইতে প্রশ্ন হইল,—"তাঁহাদিগের সহিত আপনার কি সম্বন্ধ?"

ললিত উত্তর দিলেন,—"তাঁহারা কায়স্থ, আমি ব্রাহ্মণ, সম্বন্ধ কিছুই নাই; তবে এখন সেই কন্যা আমার মা।"

আবার উপর হইতে প্রশ্ন হইল,—"তাঁহাদিগের সহিত আপনার কতদিনের পরিচয়?"

ললিতবাবু বলিলেন,—"গত সন্ধ্যা হইতে।"

উপর হইতে পুনরায় প্রশ্ন হইল,—"আপনি টাকা ধার করিয়াছিলেন কেন?"

ললিত উত্তর দিলেন,—"হাতে একটিও পয়সা ছিল না, কল্য রাত্রিতে আমার দ্বারবান্ কোথা হইতে কয়েক আনা পয়সা ধার করিয়া রোগীর জন্য একটু দুগ্ধ ও তাঁহার কন্যার জন্য কিছু জলখাবারের আয়োজন করিয়া দিয়াছিল। এক্ষণে মৃতের সৎকার ও তাহার পর আমার মা'র সম্বন্ধে সুব্যবস্থার জন্য টাকা ধার করিয়াছিলাম; আংটী যে ভেল, তাহা আমি জানিতাম না।"

উপর হইতে নারী বলিল,—"রাণীমাতা তাহা বেশ বুঝিয়াছেন, আপনাকে টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবে না। আপনি এক্ষণে প্রস্থান করুন, রাণীমাতাও এখনই স্বয়ং সেখানে যাইয়া সে পিতৃহীনা কন্যার যত্ন করিবেন। না বুঝিয়া দেওয়ানজী বড়ই গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন, সে জন্য রাণীমাতা আপনার চরণে সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।"

ললিত গাত্রোত্থান করিলেন।

উপর হইতে পুনরায় প্রশ্ন হইল,—"আর একটি কথা, বঙ্গদেশের কোথায় আপনার নিবাস।"

ললিতবাবু বলিলেন,—"নিবাস আমি বহুদিন ত্যাগ করিয়াছি। পূর্ব্বে হুগলী জেলার হরিপুরে আমার নিবাস ছিল।"

দেওয়ানজী দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"ভুবন বাবু আপনার কে?"

ললিতবাবু বলিলেন,—"ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় আমার পিতা।"

তখন কাঁপিতে কাঁপিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে দেওয়ানজী আসিয়া ললিত বাবুর চরণ সমীপে নিপতিত হইলেন এবং বলিলেন,—"আপনি সেই ললিতবাবু! আপনাকে কত কোলে-পিঠে করিয়াছি, চিরদিনই এ অধম দাস আপনাদের অন্ন খাইয়াছে। আপনি চিরদিনই পরোপকারী; বাল্যকালে আপনি কর্ত্তাকে লুকাইয়া গরীবদের টাকাপয়সা দিতেন। আজ আমি যে অপরাধ করিয়াছি, তাহাতে নরকেও আমার স্থান হইবে না।"

ললিতবাবু হাত ধরিয়া দেওয়ানজীকে বসাইলেন এবং বলিলেন,—"আপনার দণ্ডবিধিতে কি বলে, আমি জানি না, কিন্তু আমার বিবেচনায় না বুঝিয়া বা না জানিয়া কোন অন্যায় করিলে অপরাধ হয় না। আপনাকে আমি জানিতে পারিলাম না; আপনি কে?"

নয়নের জল মুছিয়া দেওয়ানজী বলিলেন,—"আমি জীবনহরি সেন!"

ললিতবাবু বলিলেন,—"ঠিক ঠিক, আপনার কথা আমার বেশ মনে পড়িতেছে, চুলগুলা সব পাকিয়া গিয়াছে, আর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এখন আমার সময় নাই। পরে আসিয়া আপনার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিব। আপনি আমাদিগের পুরাতন বন্ধু; আমি এখন আসি।"

ললিতবাবু প্রস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু অধিক দূর গমন করিতে পারিলেন না। পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় অগণ্য প্রায় জনসমাগমে ভবনদ্বার নিরুদ্ধ হইল, তুমুল কোলাহলে ভবন কম্পিত হইতে লাগিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় লোকেই বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, সকলের হস্তেই লাঠি। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী ও মারহাট্টা মার্ মার্ শব্দে ধাবিত হইতে লাগিল। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া ললিতবাবু তখন কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিল,—"যাহারা আমাদের ললিত বাবুর গায়ে হাত তুলিয়াছে, তাহাদের জানবাচ্ছা নিকাশ করিতে হইবে।"

আর এক ব্যক্তি বলিল,—"তাহাদের বাড়ী ভাঙ্গিয়া সমভূমি করিতে হইবে।"

আর এক ব্যক্তি বলিল,—"ললিত বাবু কাশীর লোকের প্রাণ।"

আর একজন বলিল,—ললিতবাবু দেবতা।"

এতক্ষণে ললিত বাবু বুঝিতে পারিলেন,

তাঁহার অপমানের সংবাদ শ্রবণে অপমানকারীদিগকে দণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে কাশীর লোকেরা উন্মত্ত হইয়াছে, তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"ভাই সব, বন্ধু সব, তোমরা ললিতবাবুকে চেন কি? আমারই নাম ললিতবাবু। কেহই ত আমার কোন অপমান করে নাই ভাই! তোমাদের ললিত বাবু তোমাদের মধ্যেই রহিয়াছেন।"

বেগে গিয়া ললিতবাবু সেই জনতার মধ্যে পড়িলেন; তখন চারিদিক্ হইতে "জয় বিশ্বনাথ" ধ্বনি উঠিল। তখন সেই উন্মত্ত জনগণ ললিত বাবুকে মাথার উপর তুলিয়া লইল। ললিত বাবু অতি কষ্টে ভূতলে নামিয়া বলিলেন,—"ভাই সব! আমার সহিত চলিয়া আইস।" ললিত বাবুকে বেষ্টন করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে দিঙ্মণ্ডল নাচাইতে নাচাইতে মানবগণ প্রস্থান করিল।

রাধিকাসুন্দরী উপর হইতে যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন এবং বুঝিলেন, এ সংসারে মনুষ্য-প্রেমেই দেবত্ব। দেবতার পূজা করাই পরম ধর্ম্ম। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পাষাণে অশ্রুপাত হইল।

দেওয়ানজী জীবনহরি সেই প্রাচীন বয়সে বুঝিলেন, দণ্ডবিধির সকল স্থল ঠিক নহে। সকল ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ হইতে পারে না। তিনি আরও বুঝিলেন, ক্ষমা ও করুণাই মহত্ত্ব, যে মহৎ, সেই পূজনীয়। তিনি অনেকক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া আপনার কুকীর্ত্তির আলোচনা করিতে লাগিলেন। পাষাণে অশ্রুপাত হইল।

—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রমোহন বাবুর বিগতজীব কলেবর মণিকর্ণিকা-সন্নিহিত শ্মশানে ভস্মাবশেষে পরিণত করিয়া ললিত বাবু একাকী অপরাহ্ণকালে সরযুবালার সেই জীর্ণ ভবনে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার দেহ ক্লান্ত ও অবসন্ন, পরিধান-বস্ত্র জলসিক্ত, চরণ পাদুকাবিহীন। বহুলোকে চন্দ্রমোহন বাবুর নশ্বর শরীর বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া গিয়াছিল; ললিত বাবু সেই সঙ্গে গমন না করিলে কোন ক্ষতি হইত না, কিন্তু পাছে পিতার রীতিমত সৎকার হয় নাই বলিয়া সরযুবালা হৃদয়ে বেদনা অনুভব করেন, পাছে অপরিচিত ব্যক্তিগণের হস্তে সে ভার অর্পন করিলে ললিতের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস কমিয়া যায়, এইরূপ আশঙ্কায়, অধিকন্তু আত্মপ্রসন্নতার অনুরোধে ললিত এই অপ্রীতিকর কার্য্যে স্বয়ং লিপ্ত হইয়াছিলেন। চন্দ্রমোহন বাবুর অবস্থা হীন না হইলে যে ভাবে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইত, অধুনা তাহার কোনই ন্যূনতা ঘটিল না। গত রাত্রি অনাহারে ও জাগরণে অতিবাহিত হইয়াছে। প্রাতে এক দিকে মৃত্যু ও শোক, আর অপর দিকে অসম্ভব অত্যাচারের প্রপীড়ন। বেলা তিনটা বাজিয়াছে; এখনও জলবিন্দুমাত্র ললিতমোহনের উদরস্থ হয় নাই। দেহ আর চলে না, পা আর উঠে না, কথা আর সরে না; তথাপি সরযুর সম্বন্ধে বিশেষ সুব্যবস্থা না করিয়া তিনি আপনার আরাম ও শান্তির অন্বেষণ করিতে অক্ষম।

ললিত দেখিলেন, সরযুর ভবন-সন্নিধানে কয়েকজন দ্বারবান্ অপেক্ষা করিতেছে। তাঁহাকে দর্শনমাত্র তাহারা সম্মান সহকারে সেলাম করিল। সহজেই ললিতবাবু বুঝিতে পারিলেন, তাহারা রাধিকাসুন্দরীর লোক। লোকেরা তাঁহাকে কোন কথা বলিল না, তিনিও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। দ্বারসন্নিধানে আসিয়া দেখিলেন, টহল সিং চেটায়ের উপর ঢুলিতেছে। তাহার বিশ্রামের ব্যাঘাত করা অনাবশ্যক বোধে ললিত তাহাকেও ডাকিলেন না। তিনি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, এক দেববালার প্রতিমা কম্বলাসনে আসীনা, তাঁহার উরুদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া সরযুবালা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। চারিজন স্ত্রীলোক কিঞ্চিৎ দূরে উপবিষ্টা। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী স্বর্গীয় শোভাশালিনী দেবীর নয়নের সহিত ললিতের নয়ন মিলিল। পাছে অশ্রুস্থিতা শোকাতুরা বালার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় দেবী লজ্জায় বিচলিত বা ব্যস্ত হইলেন না। অঞ্চলবস্ত্রের কিয়দংশ দ্বারা তিনি বদনমণ্ডলের একদেশ আচ্ছন্ন করিয়া সমান বসিয়া রহিলেন। সেই দেবী শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী।

ললিতের হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। বহু সুন্দরীর সহিত তিনি মিশিয়াছেন, খেলিয়াছেন ও কাল কাটাইতেছেন, কিন্তু কখন কাহাকেও ক্রীড়নক ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার ভাল মনে হয় নাই। কিন্তু এ কি। সৌন্দর্য্যের এরূপ পবিত্রভাব, দৃষ্টির এরূপ মাধুর্য্যময় শিথিলতা এবং সমস্ত অঙ্গের এরূপ লালসাবিহীন কমনীয়তা তিনি আর কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। তিনি বুঝিলেন, আজই তাঁহার জন্ম সার্থক।

ললিত অতি বিনীতভাবে এবং মৃদুস্বরে বলিলেন,—"আমি জানিতাম না, না জানিয়া ঘরের মধ্যে আসায় বড়ই অপরাধ হইয়াছে। আমাকে ক্ষমা করুন, আমি বাহিরে যাইতেছি।"

তৎক্ষণাৎ ললিত বাহিরে আসিয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। যে দাসী প্রাতে উপর হইতে কথা কহিয়াছিল, সে এ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। রাধিকার ইঙ্গিতে সে আসিয়া দ্বারের ভিতরদিকে দাঁড়াইল এবং অস্ফুটস্বরে বলিল,—"আপনার কোন অপরাধ হয় নাই। আপনারা যাত্রা করার পরই রাণী-মা এখানে আসিয়াছেন, আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করায় তিনি দুঃখিত হইতেছেন; আপনি আগে কাপড় ছাড়ুন, তাহার পর অন্যান্য কথা হইবে।"

কিঞ্চিৎ দূরে একজন খান্‌সামা তোয়ালে-জড়ান বস্ত্র ও এক জোড়া চটিজুতা লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পরিচারিকার অঙ্গুলী-সঙ্কেতদর্শনে সে আসিয়া ললিতবাবুর সম্মুখে উত্তমরূপে কোঁচান দেশী উৎকৃষ্ট এক কালাপেড়ে ধুতি ধরিয়া দাঁড়াইল। ললিত বাবু বলিলেন,—"বস্ত্রপরিবর্ত্তনের বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে; যিনি আমার জন্য এ সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।"

বস্ত্র ত্যাগ করা হইলে ভৃত্য তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া জুতা পরাইয়া দিল, তাহার পর অতি মূল্যবান বোতাম এবং সাঁচ্চাকাজযুক্ত এক বেলদার জামা তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দাঁড়াইল। ললিতবাবু বলিলেন,—"জামা গায়ে দেওয়া আমার বড় অভ্যাস নাই, কিন্তু এখন বোধ হয় জামা গায়ে দেওয়া দরকার। দাও, গায়ে দিই।"

আর একজন ভৃত্য দৌড়িয়া এক গদি-আঁটা চেয়ার আনিল। জামা গায়ে দিয়া ললিত তাহাতে বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় এক ভৃত্য উৎকৃষ্ট সরবৎপূর্ণ এক রূপার গ্লাস ধরিয়া দাঁড়াইল। তৃষ্ণাতুর ললিত তাহা পান করিয়া বলিলেন,—"আঃ! করুণাময়ী দেবীর ব্যবস্থায় বোধ হয় এই সকল আয়োজন হইয়াছে। আমার মৃতদেহে যেন জীবন আসিল।"

সঙ্গে সঙ্গে পান এবং ধূম-উদ্গারী শটকা আসিল। তামাক খাইতে খাইতে ললিতবাবু বলিলেন,—"এ বস্ত্রাদি আমি কোথায় ফেরত পাঠাইব?"

পরিচারিকা বলিল,—"ফেরত না পাঠাইলেই রাণীমাতা সুখী হইবেন। তবে যদি আপনি রাখিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে যাহাকে ইচ্ছা দান করিবেন।"

ললিত বলিলেন,—"রাখিতে আমি আপত্তি বোধ করি না, কিন্তু দেখিতেছি, জামায় অতি মূল্যবান্ বোতাম লাগান রহিয়াছে। আমি হয় ত কালই বাঁধা দিয়া বা বিক্রয় করিয়া এগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিব।"

পরিচারিকা বলিল,—"ক্ষতি কি?"

ললিত বলিলেন,—"আমার মা সরযূ ঘুমাইতেছেন, বড় শোকের পর সহজেই গাঢ় নিদ্রা আইসে। মা'র সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা উচিত, তাহা স্থির না করিয়া আমার যাওয়া হইবে না।"

পরিচারিকা বলিল,—"আমাদিগের রাণীমাতাও সরযূবালাকে মা বলিয়াছেন, কাজেই উনি এখন আমাদের দিদিমা। যত দিন অন্য সুব্যবস্থা না হয়, তত দিন দিদিমাকে নিজের বাটীতে, নিজের কাছে রাখাই রাণীমার অভিপ্রায়। আপনি দিদিমার পরম হিতৈষী, আপনার অনুমতি না লইয়া কোনই কাজ হইতে পারে না। রাণীমা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁহার নিকট দিদিমা থাকায় আপনার আপত্তি হইবে কি?"

ললিত বলিলেন,—"রাণী দিদির এই সদয় ব্যবস্থায় আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আজ প্রাতে তাঁহার আশ্চর্য্য সদ্বিবেচনার প্রমাণ পাইয়াছি। লোকমুখে তাঁহার অশেষ সুখ্যাতি শুনিয়াছি। এখন তাঁহার আশ্চর্য্য দয়ার ও দূরদর্শিতার প্রমাণ দেখিতেছি। ভাগ্যক্রমে দৈবাৎ তাঁহার ভূলোক-দুর্ল্লভ সুপবিত্র শোভা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার ন্যায় দেবীর নিকট আমার ধর্ম্মশীলা মা সরযূ আশ্রয় পাইলে আমার দায়িত্ব কিছুই থাকিবে না। এ সম্বন্ধে রাণী কেন আমার অনুমতি চাহিয়াছেন? দুঃখিনী সরযূবালা এককালে নিরাশ্রয় ও নিরবলম্বন। এখন তিনি সকলেরই কৃপার পাত্র। আমি না হয় ঘটনাক্রমে কয়েক ঘণ্টা আগের আত্মীয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার উপর অপরের দয়া-প্রকাশের অবসর থাকিবে না, এমন নহে। আমি পুরুষ, সংসারশূন্য উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি; ধর্ম্মশীলা যুবতী কুলবালার ভারগ্রহণ আমার পক্ষে শোভা পায় না। রাণীর ন্যায় দেবীর নিকট তিনি থাকিলে সকল দিকে মঙ্গল হইবে।"

পরিচারিকা বলিল,—"তাহা হইলে দিদিকে ঘুম ভাঙ্গার পর রাণীমাতা আপন বাটীতে লইয়া যাইবেন?"

ললিত বলিলেন,—"অনায়াসে; ইহা অপেক্ষা সুব্যবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। এখন এইরূপ চলুক, পরে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে। তাহা হইলে এখন এখানে আমার থাকিবার প্রয়োজন নাই। রাণী অনুমতি করিলে আমি এখন চলিয়া যাইতে পারি। বড় ক্লান্ত হইয়াছি, বিশ্রামের অতিশয় প্রয়োজন হইয়াছে।"

পরিচারিকা বলিল,—"যদি অসুবিধা বোধ না করেন, তাহা হইলে রাণীর বাটীতে অদ্য অবস্থিতি করিলে তিনি সুখী হইবেন।"

ললিত বলিলেন,—"বড় অনুগ্রহের প্রস্তাব কিন্তু আমার বাটীতে অনেক লোক হয় ত অপেক্ষায় রহিয়াছে; আমার নিকট অনেকের অনেক প্রয়োজন আছে; আমি এখন যাই; ঘুম ভাঙ্গিলে সরযুকে বলিবেন, তাঁহার পিতার অন্ত্যেষ্টি যথাসম্ভব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে, কোন বিষয়েই ত্রুটি হয় নাই। তাঁহার তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে আমি আর কি বলিব? যে দেবী তাঁহার ভার গ্রহণ করিলেন, তাঁহার কার্য্যে সঙ্কীর্ণতা থাকিতে পারে না। রাণীকে বল, আমি এখন যাইতেছি।"

পরিচারিকা বলিল,—"একটু অপেক্ষা করুন, পাল্কী আসিতেছে। আপনি বড় ক্লান্ত আছেন, হাঁটিয়া যাইতে কষ্ট হইবে।"

বাস্তবিক তখনই ছয়জন বাহক একখানি সুন্দর পাল্কী লইয়া আসিল। ভৃত্য ললিত-বাবুর সম্মুখে একখানি কোঁচান দেশী উড়ানি খুলিয়া ধরিল, ললিত তাহা গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"পাল্কীর ভাড়া দিবার পয়সা এখন আমার হাতে নাই। বোধ হয়, রাণীর ব্যবস্থা অনুসারে তাহা আমাকে দিতে হইবে না। ভাল, তাহাই হইবে। সেই গুণবতী দেবীর নিকট কৃতজ্ঞতার ভার আর একটু বাড়িলে সুখেরই কারণ হইবে। আমার দ্বারবান্ টহল সিং এখানে থাকিবে কি?"

পরিচারিকা বলিল,—"বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই, আপনার ইচ্ছা?"

ললিত আসন ত্যাগ করিয়া টহল সিংকে বাসায় যাইতে বলিলেন এবং স্বয়ং পাল্কীর নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"তবে আমি এখন আসি।"

পরিচারিকা বলিল,—"রাণীমাতা আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।"

ললিত বলিলেন,—"আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তাঁহার মঙ্গল হউক।"

পাছে সরযুবালার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে রাধিকাসুন্দরী বক্রভাবে ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া উদ্দেশে ললিত বাবুকে প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ তিনি মাথা তুলিতে পারিলেন না, যখন মুখ তুলিলেন, তখন তাঁহার গণ্ডদ্বয় যেন সমুজ্জ্বল রক্তাভ হইয়াছে এবং তাঁহার নেত্রদ্বয়ে যেন অশ্রুজল দেখা যাইতেছে। অনেকক্ষণ তিনি ভাল করিয়া মুখ তুলিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিলেন না।

ললিত বাবুকে বহন করিয়া পাল্কী চলিয়া গেল। রাধিকাসুন্দরী একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

—

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরদিন মধ্যাহ্নকালে ললিতবাবুর নামে আড়াই শত টাকার নোট-পূর্ণ এক রেজেষ্টারী পত্র আসিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বয়স্যগণ আসিয়া জুটিলেন এবং এক প্রকার জোর করিয়া তাঁহাকে উড়াইয়া লইয়া গেলেন। কুসঙ্গে, কুকার্য্যে ও কুচর্চ্চায় তিন দিন চলিয়া গেল, বিস্তর সাহায্যপ্রার্থী, বিস্তর আত্মীয় তিন দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে বারংবার তাঁহার বাসায় আসিতে লাগিল, কাহারও মনোরথ সফল হইল না।

চতুর্থ দিনের প্রাতঃকালে ললিতবাবু বাসায় ফিরিলেন। তখন অনেক ভিক্ষুক আসিয়া তাঁহার অঙ্গন ও সদর-দরজা দখল করিল এবং তাঁহার জয়ঘোষণা করিতে লাগিল। অনেক পাওনাদার বাহিরের প্রকোষ্ঠে অপেক্ষা করিতে লাগিল; একটু ভদ্ররকমের সম্মানিত অর্থীগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরাও করিয়া বসিল।

ললিতের বদন এই কয় দিনের অত্যাচারে কেমন নিষ্প্রভ হইয়াছে। চক্ষু রক্তবর্ণ, কেশরাশি বিশৃঙ্খল, দেহ অলসিত এবং অবসাদগ্রস্ত; দেড়শত টাকা তিন দিনে উড়িয়া গিয়াছে।

কোহিলা বিবি আবদার ও জোর করিয়া পঞ্চাশ টাকা লইয়াছে, সুরা এবং খাদ্য ও অখাদ্যের জন্য পঞ্চাশ টাকা উঠিয়া গিয়াছে। দানখয়রাতে প্রায় পঞ্চাশ টাকা খরচ হইয়াছে।

ললিতবাবুর কিন্তু এ সকল কথা কিছুই মনে ছিল না। তিনি নির্জ্জন স্থানে টহল সিংকে ডাকিয়া টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; সে খরচের হিসাব

বুঝাইয়া দিয়া, তাহার নিকটে যে একশত টাকা অবশিষ্ট ছিল, তাহা তাহার প্রভুকে দেখাইল।

তখন ললিতবাবু টহল সিংকে বলিলেন,—"পাঁচ সাত টাকা ভাঙ্গাইয়া এই ভিক্ষুকদিগকে দুই চারি পয়সা হিসাবে দিয়া বিদায় কর, আর পাওনাদারগণকে সন্ধ্যার পর আসিতে বলিয়া দাও। এখন আমার শরীর বড় খারাপ। টাকার যাহা হয় উপায় করিয়া আজিই সন্ধ্যার পর সকলের দেনা মেটাইব। জগন্নাথ চা আনিল না কেন?"

ললিতবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, উপস্থিত লোকজনদিগকে লক্ষ্য করিয়া সবিনয়ে বলিলেন,—"আপনারা সকলেই সন্ধ্যার পর আসিবেন, আজ সকলেরই দেনা মিটাইয়া দিব। এখন শরীর বড় খারাপ, বসিতে বা কথা কহিতে পারিতেছি না; এ বেলা আমাকে ক্ষমা করিবেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, একটু বসিয়া যান। কয়েকটি কথা আছে।"

সমবেত লোকেরা কেহ একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া, কেহ বা আপনার প্রয়োজনের গুরুতা জানাইয়া, কেহ বা 'সন্ধ্যার পর যেন ফিরিতে না হয়' বলিয়া চলিয়া গেল। কেবল আমাদিগের পূর্ব্ব-পরিচিত বস্ত্রবিক্রেতা চট্টোপাধায় মহাশয় বসিয়া রহিলেন।

ললিতবাবু বলিলেন,—"আপনাকে এক শত টাকা দিতে পারিব না। নব্বই টাকা আপনি টহল সিংহের নিকট হইতে লইয়া যান; বোধ হয়, দুই চারি টাকা টহলের নিকট বাসা খরচের জন্য থাকিবে। এ সমুদ্রে দুই চারি টাকায় কি হইবে?"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"একশত টাকার স্থানে নব্বই টাকা পাইয়া আমি অসন্তুষ্ট হইতেছি না। বাকী দেড় শত টাকা বুঝি উড়িয়া গিয়াছে? বৈকালে এত লোককে আসিতে বলিয়া দিলেন কোন্ ভরসায়? কি উপায় ঠাওরাইয়াছেন?"

ললিতবাবু বলিলেন,—"সেই কথা বলিব বলিয়াই আপনাকে বসিতে বলিয়াছি, আমার কাছে একশেট হীরার বোতাম আছে, তাহার মূল্য প্রায় আড়াই হাজার টাকা হইতে পারে। বিক্রয় করিয়া যদি আপনি দুই হাজার টাকাও আনিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেও অনেক গোল মিটিয়া যায়।"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন,—"দেখি কৈ বোতাম?"

রাধিকাসুন্দরীর ভৃত্য যে জামা দিয়াছিল, তাহাতেই বোতাম লাগান ছিল; সেই জামা গায়ে দিয়াই ললিতবাবু তিন দিন ভদ্রসমাজ হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন। আজ ফিরিয়া আসিয়া সেই জামা বিছানার উপর ফেলিয়াছিলেন, এক্ষণে বোতাম খুলিবার জন্য বিছানার নিকটস্থ হইয়া জামা হাতে তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, সে বোতাম জামায় নাই। তাহার স্থানে তিন পয়সা মূল্যের বাজারের ঝুঁটা বোতাম লাগান রহিয়াছে। হতাশ ও বিরক্তভাবে ললিতবাবু জামা ফেলিয়া দিলেন; তাঁহার মনে হইল, কোহিলা একবার বড়ই অনুরাগ দেখাইয়া এই বোতাম লইবার জন্য আব্দার করিয়াছিল; পুণ্যময়ী দেবীর নিকট প্রাপ্ত উপহার একটা বারনারীকে প্রদান করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই; তাই তিনি তৎকালে অনেক মিষ্ট ওজরে তাহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। এক্ষণে বুঝিলেন, যখন তিনি সুরাপানে অচৈতন্য অথবা নিদ্রিত অথবা যখন জামা খোলা ছিল, সেইরূপ কোন সুযোগে কোহিলা বোতাম খুলিয়া লইয়াছে। আর কি সে তাহা দিবে? বলিলে হয় ত স্বীকার করিবে না; স্বীকার করিলেও হয় ত দিবে না; দুই এক শত টাকা পাইলে দিবে কি?

চিন্তিতভাবে ললিতবাবু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"বোতাম হারাইয়া গিয়াছে কি না, জানি না। চেষ্টা করিতে হইবে। আপনাকে আর অনর্থক বসাইয়া রাখিব না। যাহা হয়, বৈকালে জানাইব।"

জগন্নাথ চা লইয়া আসিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"আমার দোকানে লোক নাই, আমি এখন আসি। এরূপ মূল্যবান্ বোতাম আপানার পূর্ব্বে ছিল না; থাকিলে আমি কখন না কখন দেখিতে পাইতাম। বোধ হয়, কোন স্থানে ইহা পাইয়া থাকিবেন, এরূপ জিনিষ হারাইয়া যাওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়। আপনি এ সম্বন্ধে বিশেষ মানোযোগ না করিলে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইব।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্থান করিলেন। চা ও তামাক খাইতে খাইতে ললিতবাবু অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—"সরযু—তিন দিন সরযু বালার কোনই সন্ধান লওয়া হয় নাই, বড় অন্যায় হইয়াছে; কিন্তু চিন্তার কোন কারণ নাই, যে দেবীর নিকট তিনি আশ্রয় পাইয়াছেন, তাহাতে ভাবনার কোন প্রয়োজন নাই। যত্নের কোন ত্রুটি হইবে না। সেই দেবীর এই অল্প-বয়সে কি আশ্চর্য্য বিবেচনাশক্তি! কি অমানুষিক

শোভা! তুচ্ছ আমোদে এ কয়দিন সকল কর্ত্তব্যই ভুলিয়াছিলাম; কিন্তু রাধিকার কথা ভুলিতে পারি নাই। যখন সুরায় প্রমত্ত, যখন কোহিলার সহিত রসরঙ্গে মত্ত, যখন বয়স্যগণের সহিত উৎফুল্ল, তখনও থাকিয়া থাকিয়া রাধিকার কথা মনে পড়ায় আমি চমকিয়া উঠিয়াছি। আমাকে সকলেই এবার যেন অন্যমনস্ক বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে। কোহিলা এ জন্য দুই একবার অভিমান দেখাইয়াছে। সেই দেবী—তিনি কি আমার এইরূপ চরিত্রহীনতার কথা জানিতে পারিয়াছেন? আমার মাতাল অবস্থায়, তাঁহার লোক আমার সন্ধানে সেই কুস্থানে গিয়াছিল। কি লজ্জার কথা! তখন আমাকে সে কথা কেহই জানায় নাই, কাল রাত্রিতে জানাইয়াছে। কেন সন্ধানে গিয়াছিল? কোন দরকার পড়িয়াছিল কি? রাধিকা—তিনি মানুষ নহেন, এ অধম দুরাত্মাকে তাঁহার কোন প্রয়োজনই হওয়া সম্ভব নহে। তবে কি সরযুরই কোন আবশ্যক হইয়াছে? একটা চতুর্থীর শ্রাদ্ধ আবশ্যক। সে আজ, না কাল? কালই বুঝিই হইবে। যদি আজই হয়, এখনই একবার যাওয়া আবশ্যক। মুখ দেখাইতে লজ্জা হইতেছে, তথাপি যাইতে হইবে, এখনই যাই। ফিরিয়া আসিয়া স্নান আহার করিব।"

ললিতমোহন উঠিয়া উত্তরীয় গ্রহণ করিলেন। টহল সিং আসিয়া সংবাদ দিল, "চাটুয্যে ঠাকুর নব্বুই টাকা লইয়া গিয়াছেন, ভিক্ষায় সাড়ে ছয় টাকা গিয়াছে, আমার নিকট সাড়ে তিন টাকা আছে।" ললিতবাবু কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে রাধিকাসুন্দরীর দেওয়ান জীবনহরি সেন মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ললিতমোহনবাবু তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,— "আমি এখনই আপনাদিগের বাটীতে যাইতেছিলাম, খবর সকল ভাল তো?"

ললিতবাবুর চরণধূলি লইয়া সেন মহাশয় বলিলেন,—"খবর ভাল, আপনাকে যাইতেই হইবে। আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। আজ শ্রাদ্ধ, আপনি না থাকিলে দিদি-মা এবং রাণীমাতার বড়ই ক্ষোভ জন্মিবে।"

ললিতবাবু বলিলেন,—"আজ শ্রাদ্ধ! আমি মনে করিয়াছিলাম, কাল। তবে তো আমাকে এখনই যাইতে হইবে। কি ভুল! আমার মত লোকের সকল কর্ম্মেই এইরূপ ভুল হয়।"

জীবনহরি বলিলেন,—"ভুলে কোন ক্ষতি নাই। সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। আপনি গিয়া দাঁড়াইলেই কার্য্য আরম্ভ হইবে। রাণীমাতা তিন দিন আপনার নিমিত্ত নানাস্থানে সন্ধান করিয়াছেন।"

ললিতবাবু একটু লজ্জিতভাবে বলিলেন,— "আমি শুনিয়াছি, তিনি নানাস্থানে দয়া করিয়া আমার সন্ধান লইয়াছেন; সে জন্য আমি বড় লজ্জিত হইয়াছি। আজ সরযুর পিতৃশ্রাদ্ধ না হইলে, আমি হয় তো সেখানে যাইতে পারিতাম না। চলুন তবে, বেলা অধিক হইয়া উঠিল।"

উভয়েই প্রস্থান করিলেন। সন্ধ্যার পর বহু লোককে টাকা দিবার কথা আছে, তাহা ললিতবাবু ভুলিয়া গেলেন। মূল্যবান্ বোতাম-শেটটি কেহ অপহরণ করিয়াছে, তাহার কথা আর ললিতের মনে থাকিল না। নানারূপ কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা রাধিকাসুন্দরীর ভবনে উপস্থিত হইলেন।

সুসঙ্গত সমারোহে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল। অনেক ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র ভোজন করিল, অনেকে অনেক দান পাইল, ললিতবাবু তত্ত্বাবধান করিয়া সমস্ত কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিলেন। বেলা তিনটার সময় চন্দ্রমোহনবাবুর স্বর্গার্থ অনুষ্ঠান এরূপ শেষ হইল। তখন ললিতবাবু ভোজন করিলেন। ভোজনে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পাছে সরযুর মনে কষ্ট হয়, পাছে পিতৃশ্রাদ্ধ অসম্পূর্ণ রহিল মনে করিয়া, সরযু কাতর হন, এই ভয়ে ললিতমোহন ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আরও তাঁহার মনে হইল, রাধিকাসুন্দরীর বাটীতে এই কর্ম্ম হইতেছে; ব্যয়, আয়োজন, তত্ত্বাবধান সমস্তই রাধিকাসুন্দরীর; এ স্থলে আহার না করিলে, তিনিও মনে মনে অভিমান করিতে পারেন। অন্তঃপুরসংলগ্ন এক কক্ষে তাঁহার আহারের স্থান হইল। সরযুবালা তাঁহার সম্মুখে বসিয়া রহিলেন। পার্শ্বস্থ কক্ষে যবনিকার অন্তরালে রাধিকাসুন্দরী দাঁড়াইয়া থাকিলেন, আর যবনিকার অপর দিকে ললিতবাবুর সম্মুখে আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিতা ব্রাহ্মণকন্যা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আহার-সমাপ্তির পর ললিতবাবু বলিলেন,—"মা সরযু! পিতামাতা কাহারও চিরদিন থাকে না। তোমার পিতা দরিদ্রতা এবং রোগে বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। মৃত্যু তোমার পক্ষে বড়ই শোকজনক হইলেও তাঁহার পক্ষে শান্তিজনক হইয়াছে। বিশেষতঃ কাশীধামে মৃত্যু বড়ই পুণ্যের কথা; তোমার পিতা সেই পুণ্যসঞ্চয় করিয়া পরম

সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। তুমি তাঁহার জন্য শোকে কাতর হইও না।"

সরযূ বলিলেন,—"না বাবা, কাতর হইবার কোন কারণ নাই। আমার পিতা মরিয়া বাঁচিয়াছেন। আমি তাঁহারই জন্য আপনার ন্যায় পুত্র আর রাণীমার ন্যায় কন্যা লাভ করিয়াছি। আমার পিতা জীবনের শেষভাগে আমার চিন্তায় অতিশয় ব্যাকুল ছিলেন; নিশ্চয়ই তিনি দেবশরীর লাভ করিয়া দেখিতে পাইতেছেন, তাঁহার কন্যা সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছেন। অভাবের তাড়না নাই, ধর্ম্মরক্ষার জন্য উদ্বেগ নাই। আপনাদের কৃপায় তাঁহার সদ্গতির নিমিত্ত যে ব্যয়ভূষণ হইল, তাঁহার অবস্থা পূর্ব্ববৎ সচ্ছল থাকিলেও তাহা ঘটিত কি না, সন্দেহ। সকলই আপনার অনুকম্পায় হইয়াছে।"

ললিতবাবু বলিলেন,—"যে দেবীর অনুকম্পায় এই সকল ঘটিয়াছে, তুমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর মা! যিনি দয়া করিয়া তোমাকে আপনার ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, তিনি মানবী নহেন। আমি তোমার বিশেষ কোন উপকারে লাগি নাই। যিনি কৃপা করিয়া তোমার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট যাবজ্জীবন চিরকৃতজ্ঞ।"

সেই ব্রাহ্মণকন্যা বলিল,—"রাণী-মা কহিতেছেন, আপনি দয়ার অবতার। আপনাকে দর্শন করিয়া রাণী-মাতা জীবে দয়া করিতে শিখিতেছেন। দয়ায় এরূপ মধুরতা আছে, তাহা তিনি আপনাকে দেখিবার আগে জানিতেন না।"

ললিত বলিলেন,—"আমার কার্য্যাদি যতই অধিক জানিতে পারিবেন, ততই আপনারা বুঝিবেন, আমি অতি ঘৃণিত অধম জীব। ঘনিষ্ঠতার আধিক্য হইলেই আমি নিশ্চয়ই আপনাদের ঘৃণাস্পদ হইব। আমার ন্যায় অপাত্রে আপনাদের এই অনুগ্রহ দেখিয়া আমি নিজেই লজ্জিত হইতেছি। আমি এক্ষণে প্রস্থান করিতেছি। মা সরযূ! আমি আবার আসিয়া তোমার সন্ধান লইব। চারিদিন তোমার খোঁজ লইতে না আসা আমার পক্ষে বড়ই নিন্দাজনক হইয়াছে। কিন্তু মা, তুমি যে স্থানে আশ্রয় পাইয়াছ, সেখানে আমার ন্যায় হীন ব্যক্তির কোন সন্ধান করিতে আসা অনাবশ্যক। রাণীকে বল, আমি বিদায় প্রার্থনা করিতেছি।"

ব্রাহ্মণকন্যা বলিলেন,—"আপনার এখনি যাওয়া হইবে না। আপনি এখন বৈঠকখানায় বিশ্রাম করুন, আপনার সহিত আরও অনেক কথা আছে।"

অগত্যা, ললিতবাবু বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন এবং তত্রত্য সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেন। টানাপাখা দুলিতে আরম্ভ হইল। ভৃত্য পান-তামাক দিয়া গেল। সহজেই ললিতবাবুর একটু তন্দ্রা আসিল। দিবানিদ্রা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, অতি অল্পক্ষণ পরেই আবল্য ছাড়িয়া গেল। তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন এবং তামাক টানিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বপরিচিতা ব্রাহ্মণকন্যা তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র ললিত বলিলেন,—"দেখিতেছি, তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতী। আমাকে হয় তো সরযূবালার জন্য এখানে বার বার আসিতে হইবে। তোমার সহিতই কথাবার্ত্তা কহিতে হইবে, তোমার দ্বারাই সংবাদ আদানপ্রদান চলিবে। সুতরাং তোমার সহিত ভাল করিয়া পরিচয় হওয়া আবশ্যক। আমি তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব?"

পরিচারিকা বলিল,—"এখানকার লোক আমাকে গিন্নী-মা বলে। রাণীমাতাও দয়া করিয়া আমাকে গিন্নী-মা বলেন। আমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের সীমা নাই।"

ললিত বলিলেন,—"তবে আমিও মা বলিয়া ডাকিব। মা বড় মিষ্ট সম্বন্ধ, আকার-প্রকারে বোধ হয়, অতি ভদ্রবংশেই তোমার জন্ম।"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"আমি ব্রাহ্মণের কন্যা, কিন্তু সে কথায় এখন আর প্রয়োজন নাই। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, আমার সহিত যে বোতাম দেওয়া হইয়াছিল, আমাদের আবশ্যক হইলে আপনি তাহা ফেরৎ দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা যদি এখন ফিরাইয়া দিতে বলি, তাহা হইলে পাওয়া যাইবে কি না?"

ললিত বড়ই অপ্রস্তুত হইলেন। কি বলিবেন, —একবার বালিসে হেলান দিয়া বসিলেন, একবার গুড়গুড়ির পরিত্যক্ত নল হাতে তুলিয়া লইলেন, দুই টান টানিয়া আবার তাহা ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"না।"

গিন্নী-মা আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"কেহ কি তাহা চুরি করিয়াছে?"

ললিতবাবু উত্তর দিলেন,—"না।"

আবার প্রশ্ন হইল,—"কাহাকেও কি তাহা দান করিয়াছেন?"

আবার উত্তর হইল,—"না।"

গিন্নী-মা জিজ্ঞাসিলেন,—"চুরি যায় নাই, দান করেন নাই, তবে তাহা কি হইল?"

ললিত বলিলেন,—"একজন তাহা চাহিয়াছিল, আমি দিতে স্বীকার করি নাই, তাহার পর পাওয়া যাইতেছে না। বোধ হয়, সে-ই লইয়াছে।"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"আপনার জিনিষ জোর করিয়া লইতে তাহার অধিকার আছে কি ?"

ললিত বলিলেন,—"যখন লইয়াছে বুঝিতেছি, তখন তাহার অধিকার আছে মনে করাই উচিত।"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"কেন উচিত ? স্বামীর অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে কোন দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। যদি আমরা আইনের সাহায্যে সে জিনিস চোরের হাত হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করি, তাহাতে আপনার আপত্তি আছে কি ?"

ললিত উত্তর দিলেন,—"আমি সেরূপ কোন গোলমাল ঘটাইতে ইচ্ছা করি না।"

গিন্নী মা বলিলেন,—"সে লোক তবে আপনার খুব প্রিয়পাত্র বোধ হয় ?"

ললিত বলিলেন,—"না। তাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে ; কিন্তু সে জন্য তাহাকে প্রিয়পাত্র বলিতে পারি না। সেরূপ পরিচয় অনেকের সঙ্গে আছে। কাহাকেও বিশেষ প্রিয়পাত্র বলিয়া আমার মনে হয় না।"

গিন্নী-মা জিজ্ঞাসিলেন,—"সে স্ত্রীলোক, না পুরুষ ?"

লজ্জায় ললিতের মুখ বিবর্ণ হইল। কিন্তু তিনি মিথ্যা-কথনে অশক্ত। বলিলেন,—"স্ত্রীলোক।"

গিন্নী-মা জিজ্ঞাসিলেন,—"যদি তাহার নিকট হইতে কৌশলে জিনিস উদ্ধারের চেষ্টা করা যায়, তাহাতে আপনার আপত্তি আছে কি ?"

ললিত বলিলেন,—"না। আমিও এইরূপ উপায় অবলম্বন করিবার ইচ্ছা করিতেছিলাম।"

তখন গিন্নী মা আপনার বস্ত্র মধ্য হইতে একটি মরক্কোলেদারের কেস্ বাহির করিলেন এবং তাহার ডালা খুলিয়া ললিতবাবুর সম্মুখে ধরিলেন।

সবিস্ময়ে ললিত দেখিলেন,—কেসের মধ্যে হীরকখচিত সেই মনোহর বোতাম ঝক্ ঝক্ করিতেছে !

গিন্নী-মা বলিলেন,—"বিস্মিত হইবেন না। আজি প্রাতে আমাদিগের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী একটা নিন্দিত স্থানে আপনাকে খুঁজিতে গিয়াছিল, গতকল্য সে আপনাকে সেই স্থানে দেখিয়াছিল, আজি যখন সে গিয়াছিল, তখন আপনি সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছেন ; তখন সেখানে এই বোতাম বিক্রয়ের চক্রান্ত চলিতেছিল। আমাদিগের লোক সুকৌশলে সেখানে বিশ্বাসভাজন হইয়াছিল, বোতাম দেখিয়া আমাদের জিনিস বলিয়া সে চিনিয়াছিল। এক শত টাকা মূল্য ধার্য্য করিয়া সে ইহা খরিদ করিয়াছিল। যে বিক্রয় করিয়াছিল, তাহার লোক সঙ্গে আসিয়া এখান হইতে টাকা লইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনার সামগ্রী আপনি গ্রহণ করুন।" গিন্নী-মা কেসের ডালা বন্ধ করিয়া ললিতের নিকটে রাখিয়া দিলেন।

ললিত বলিলেন,—"আমি আর লইব কেন ? এক বার তোমরা ইহা দিয়াছিলে, আমি নষ্ট করিয়াছিলাম, তোমরা মূল্য দিয়া উদ্ধার করিয়াছ। আবার আমি লইব কেন ?"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"যে উপায়ে, যেই কেন উদ্ধার করুক্ না, জিনিস আপনারই ছিল—আপনারই আছে, আপনি না লইলে ইহা লইবে কে ?"

ললিত নিরুত্তর। গিন্নী-মা আবার বলিলেন,—"আপনার সহিত পরিচয় হওয়ায় রাণীমাতা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। আমরা স্ত্রীলোক, বিদেশে থাকি, আপনি এখানে একজন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। অনুগ্রহপূর্ব্বক সতত আমাদিগের খোঁজ-খবর লইবেন, ইহা আমাদিগের প্রার্থনা।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"আমি রাণীদিদির সৌজন্যে বিমোহিত হইয়াছি। যাহাতে তাঁহার অধিকতর কৃপাভাজন হইতে পারি, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব।"

গিন্নী-মা চলিয়া গেলেন। ললিত প্রস্থান করিবার অভিপ্রায়ে গাত্রোত্থান করিলেন, এমন সময়ে সরযূবালা তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে টাকায় পূর্ণ এক রজত-থালা লইয়া এক দাসী আসিল। সরযূ গলায় কাপড় দিয়া ললিতকে প্রণাম করিলেন। দাসী টাকার থালা বাবুর চরণসমীপে স্থাপন করিল।

ললিত বলিলেন,—"এ কি মা !"

সরযূ বলিলেন,—"সন্তানকে জননীর দান,—ইহাতে নূতনত্ব কি আছে বাবা ?"

ললিত বাবু বলিলেন,—"এত টাকা তুমি কোথায় পাইলে মা ?"

সরযূ বলিলেন,—"কন্যার নিকট দান গ্রহণ করিয়াছি।"

ললিত বলিলেন,—"আমি ইহা লইব কেন ?"

সরযূ বলিলেন,—"কেন লইবেন না বাবা ? আজ আমার পিতৃশ্রাদ্ধের দিন, আপনার কৃপায়

আমার পিতার সদ্গতি হইয়াছে, আপনার কৃপায় আমি নিরাপদ্ হইয়াছি, যে টাকা আমি ভিক্ষায় পাইয়াছি, তাহা যদি আপনাকে দিলে আমার পরম পরিতৃপ্তি হয়, আপনি তাহাতে বাধা দিবেন কেন? তবে কি বাবা, আপনি আমাকে কেবল মুখেই মা বলেন? তবে কি বাবা আপনি আমাকে গলগ্রহ বলিয়া মনে করেন? তবে কি বাবা, আপনার দ্বারে যে সকল ভিখারী হাজির থাকে, তাহারই একজন বলিয়া আমাকে মনে করেন? তবে আর আপনার টাকা লইয়া কাজ নাই।”

সরযূ কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ভঙ্গী দেখিয়া ও বাক্যের আত্মীয়তা ও অভিমানময় দৃঢ়তা শুনিয়া ললিতেরও চক্ষুতে জল আসিল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, স্নেহের সহিত সমাদরে স্বহস্তে সরযূর মুখ মুছাইয়া দেন। বলিলেন,—“আমি টাকা লইতেছি মা! তুমি কাঁদিও না। ইহাতে কত টাকা আছে?”

নয়নের জল মুছিয়া এবং একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সরযূ বলিলেন,—“দুই হাজার।”

ললিত বুঝিলেন, ইহা বিধিনিয়োজিত ব্যবস্থা। রাধিকাসুন্দরী কি দৈবশক্তিশালিনী! তাঁহার মনে হইল, আর দুই ঘণ্টা পরে ঠিক দুই হাজার না হইলে তাহাকে অপমানিত হইতে হইবে। উহা জানিতে পারিয়াই কি সেই দেবী এইরূপ কৌশলে তাহা দান করিলেন?

আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বিহিত বিধানে বিদায় গ্রহণের পর ললিত বাসার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুই জন দৌবারিক টাকার মোট লইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল।

পরদিন অতীত হইয়া গেল। অনেকে লক্ষ্য করিল, সহসা ললিতবাবুর বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি যেন বড় গম্ভীর-প্রকৃতির লোক হইয়া পড়িয়াছেন। লোকের সহিত বেশী কথা কহেন না, আমোদ আহ্লাদে যোগ দেন না, কু-স্থানে বিচরণ করেন না, কুচর্চ্চায় থাকেন না এবং সুরাপানও করেন না। তাঁহার বয়স্যগণ বিবিধ চেষ্টায় পূর্ব্ববৎ নিন্দিত আনন্দে প্রবৃত্ত করিতে না পারিয়া, তাঁহার নিকট আসা-যাওয়া কমাইয়া দিয়াছে। তাঁহার মুখের ভাব যেন বিশেষ চিন্তাকুল, কেন সহসা তাঁহার এরূপ পরিবর্ত্তন হইল, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য হিতৈষিগণ অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কোন কারণ জানিতে পারেন নাই।

দান ও পরোপকার সমানই চলিতেছে, সেইরূপ কার্য্যে ললিতবাবু উৎসাহিত হন বটে, কিন্তু অন্য সকল ব্যাপারে তিনি উদাসীন ও নির্লিপ্ত। আয় ব্যয় সম্যকই চলিতেছে, ললিতবাবুকে আর ঋণগ্রস্ত হইতে হইতেছে না।

রাধিকাসুন্দরীর বাটীতে আর ললিতবাবু যান না। সরযূবালার সংবাদ প্রতিদিনই গ্রহণ করেন। টহল সিং আবশ্যকমত সংবাদাদি গ্রহণ করিয়া এবং যাহা বলিবার থাকে, তাহা বলিয়া আইসে। বুদ্ধিমান্ টহল প্রভুর একান্ত অনুরক্ত, ললিতবাবুর এই ভাবপরিবর্ত্তন সে সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য করিয়াছিল। অনেক কার্য্যকারণ বিচার করিয়া সে স্থির করিয়াছিল, শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী দেবীই তাহার প্রভুর এ পরিবর্ত্তনের কারণ। গিন্নী-মা নামে পরিচিতা সেই পরিচারিকার সহিত তাহার প্রায়ই সাক্ষাৎ ঘটিত। সাক্ষাৎ ঘটিলে বাবুর সম্বন্ধে নানা কথা উঠিত। টহল অনেক কথা বলিয়া ফেলিত।

পূর্ব্বাপর বিচার করিলে ললিতবাবুর এ আকস্মিক পরিবর্ত্তন বড়ই বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মনোবৃত্তির গতির ক্রম আলোচনা করিলে, এই পরিবর্ত্তন অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে না। যেরূপ অসংযত স্বাধীনভাবে ললিতমোহন এতকাল জীবনপাত করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে তাঁহার অতীত জীবনে দরিদ্রের প্রতি দয়া ব্যতীত অন্য কোনরূপ বন্ধনের লক্ষণ দেখা যায় নাই। আমোদ ও কুসংসর্গে সময় কাটে বলিয়াই তিনি তাহাতে লিপ্ত হইয়াছেন। তাসপাশার ন্যায় একপ্রকার খেলা ভাবিয়াই তিনি আমোদ-প্রমোদ করিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ আকর্ষণে বদ্ধ হইয়া জীবনের একমাত্র অবলম্বন মনে করিয়া অথবা পরম-আনন্দপ্রদ কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া তিনি তাহা করেন নাই। এইরূপ অনাসক্ত ব্যক্তির হৃদয়ে সহসা অননুভূতপূর্ব্ব আকর্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। রাধিকাসুন্দরীর সদ্বিবেচনা, কারুণ্য, সরযূর প্রতি দয়া, সর্ব্বোপরি রূপরাশি ললিতমোহনকে বড়ই অভিভূত করিয়াছে। তাহার পর তাঁহার দূরদৃষ্টি, ললিতমোহনের প্রতি অনুরাগ-সূচক বাক্যব্যবহার, সকলই ললিতমোহনের হৃদয়ে গুরুতর আবর্ত্তন উৎপাদন করিয়াছে। সেই আবর্ত্তনের বিষম প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে; যে কখনও ভালবাসা পায় নাই, ভালবাসে নাই, সে সহসা ভালবাসা পাইয়াছে, ভাল-বাসিয়াছে। যে কখনও স্নেহমমতা ভোগ করে নাই, সে অযাচিতভাবে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে। বড়ই গুরুতর বন্ধন হইয়াছে। বিষম প্রতিক্রিয়ায় হৃদয়ে তুমুল

আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। টহল ঠিকই বুঝিয়াছে, রাধিকাসুন্দরীই এই পরিবর্ত্তনের কারণ।

——

নবম পরিচ্ছেদ

যতই দিনের পর দিন গড়াইতে গড়াইতে চলিতে লাগিল, ততই রাধিকাসুন্দরীর শরীর কাতর হইতে লাগিল। সেই দিন—সরযুবালার সেই পিতৃবিয়োগের ভয়ানক দিন রাধিকাসুন্দরীর সুদৃঢ় হৃদয়ে এক ভয়ানক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এত দিন ভ্রমেও যে ভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই, যে প্রবৃত্তি শত শত অনুকূল সুযোগ অবলম্বন করিয়াও তাঁহার অন্তরে একটুও স্থান পায় নাই, সেই দিন তাহা রাধিকার অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে।

সুন্দরী সাবধানে সঙ্গোপনে নিরন্তর বিবিধ চেষ্টায় মনকে প্রকৃতিস্থ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন; —কিন্তু বৃথা সে প্রয়াস! রাধিকার অন্তর চিন্তায় আকুল; তাঁহার আনন্দ গিয়াছে, হাস্য গিয়াছে, উৎসাহ গিয়াছে, শান্তি গিয়াছে, যে অসীম রূপরাশি তাঁহাকে নিরাভরণা স্বর্গকন্যার ন্যায় শোভাময়ী করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। জীর্ণ রোগীর ন্যায় তিনি দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়াছেন। তাঁহার বর্ণের সে উজ্জ্বলতা নাই, সে শোভা নাই, নয়নের সে প্রখরতা নাই এবং দেহের সে কমনীয়তা নাই। নিতান্ত অবসন্নভাবে মলিন-বসনা রাধিকা ভূতলে বসিয়া আছেন।

ধীরে ধীরে সরযুবালা তথায় উপস্থিত হইলেন। শোকের প্রখরতা ক্রমেই নষ্ট হইয়া যায়। সরযু আপনার অবস্থা সম্যক্ প্রণিধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় সুখী হইতে অভ্যাস করিয়াছেন। রাধিকার অত্যধিক ভালবাসা তাঁহাকে সম্ভাবিত সকল সুখের অধিকারিণী করিয়া দিয়াছে। উত্তম বস্ত্র তিনি পরিধান করেন, বিবিধ ভূষণ তাঁহার দেহের শোভা বৃদ্ধি করে, পরিচারিকা তাঁহার সেবা করে, রাজভোগ্য খাদ্যপেয় তিনি সেবন করেন। সেই শতগ্রন্থিযুক্ত মলিন-বসনা, ধূলিধূসরিতা, মুষ্টিমেয় অন্নের ভিখারিণী সরযুবালা এখন সর্ব্ববিধ ভোগবিলাসপরিবৃত হইয়াছেন, কিন্তু অভাগিনীর আনন্দ কোথায়! যে তরুর আশ্রয়ে তাঁহার এই সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে, তাহা ক্রমে শুকাইতেছে। তিনি বিবিধ উপায়ে রাধিকাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছেন; ফল কিছুই হয় নাই, কাতরতার ত ক্রমেই বৃদ্ধি।

সরযু আসিলে রাধিকা জোর করিয়া অধরপ্রান্তে একটু হাসি আনিলেন, সে হাসি মরণাপন্ন রোগীর বিকট ভঙ্গীর ন্যায় রাধিকার মুখ বিকৃত করিল, তাঁহার যে হাসি অলৌকিক শ্রী বাড়াইয়া দর্শকের মনে আনন্দ ছড়াইয়া দিত, যে হাসি সরযুর প্রাণের সকল তাপ ও জ্বালা দূর করিয়া এখনও জাগিয়া রহিয়াছে, সে হাসি কোথায় লুকাইয়াছে। রাধিকার হাসি দেখিয়া সরযুর ভয় হইল।

রাধিকা বলিলেন,—"একটু জল খাইয়াছ কি মা?"

সেই স্থানে বসিয়া পড়িয়া সরযু বলিলেন,—"না।"

রাধিকা একটু ব্যাকুলভাবে বলিলেন,—"কেন খাও নাই? একটু জল না খাইলে মুখ শুকাইয়া যায়, শরীর খারাপ হয়। গিন্নী মা কোথায়? তিনি তোমাকে একটু জল খাওয়ান নাই কেন?"

সরযু বলিলেন,—"আমি খাই নাই। আর কিছুই খাইব না, এ পোড়া শরীরে আর প্রয়োজন নাই।"

রাধিকা উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—"এমন কথা কেন বলিতেছ মা! আমার উপর রাগ করিয়াছ কি?"

সরযু বলিলেন না—"রাগ করিয়াছি, কেন করিব না? তোমার দেহ যাইতে বসিয়াছে, কেন এরূপ হইতেছে, তাহা বল না। ডাক্তারবৈদ্যকে দেখাও না। কোন নিয়ম কর না, কাহারও কথা শোন না। তোমার যখন এই দশা, তখন আমি আর শরীরের যত্ন করিব কেন মা?"

রাধিকা একটু চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"আমার দেহ যদি যায়, তাহাতে ক্ষতি কি মা! আমি বিধবা, বিধবার যত শীঘ্র মৃত্যু হয়, ততই মঙ্গল। যাহারা সহমরণপ্রথা উঠাইয়াছে, তাহারা নারীর শত্রু। বাঁচিয়া থাকিলে বিধবার বহু প্রকারে পতন হইতে পারে, শতপ্রকার কলঙ্ক ঘটিতে পারে, আমি যদি মরি মা! সে তো মঙ্গলের কথা।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সরযু বলিলেন,—"যদি এই কথাই সত্য হয়, তাহা হইলে আমারই বা আর দেহরক্ষার প্রয়োজন কি? আমি তো মা সধবায় বিধবা।"

রাধিকা বলিলেন,—"ছি মা! এমন কথা মুখেও আনিতে নাই। আজি না হয় কোন কারণে স্বামি-চরণে তোমার স্থান নাই, কিন্তু কালই হউক বা দশ দিন পরেই হউক, তোমার দেহ স্বামীর কাজে লাগিবে। অতি অসময়ে হয় তো তুমি তাঁহার পরম উপকারে আসিবে, তোমাকে সন্তান প্রসব করিতে হইবে। অনেক কর্ত্তব্যের দায়িত্ব তোমাকে ঘাড়ে লইতে হইবে; সুতরাং প্রাণপণ যত্নে দেহকে রক্ষা করাই তোমার ধর্ম্ম।"

সরযূ অধোমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"আমি আর এখানে থাকিব না।"

রাধিকা কাতরভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন মা, এমন ভয়ানক কথা বলিতেছ?"

সরযূ বলিলেন,—"তুমি সদা আনন্দময়ী ছিলে, সকল বিষয়ে তোমার উৎসাহ ছিল, আমি আসার পর হইতেই তোমার সকল গিয়াছে। আমিই তোমার দুঃখের কারণ। আমি যেখানেই যাইব, সেখানেই আমার আগে আগে দুঃখ ও ক্লেশ ছুটিয়া যাইবে। আমি চলিয়া গেলে আবার তোমার মঙ্গল হইবে। আমি এখনই ললিতবাবুকে ডাকিয়া ইহার ব্যবস্থা করিব।"

বস্ত্রাঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সরযূবালা বেগে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মুখে ললিতবাবুর উল্লেখ শুনিয়া রাধিকার দেহে যেন তড়িৎপ্রবাহ ছুটিল, তাঁহার প্রাণে যে রূপ জাগিতেছে, অন্তর নিরন্তর যাঁহার ধ্যান করিতেছে, পরের মুখে আবার সে নাম কেন? রাধিকার বড় শোচনীয় দশা, প্রাণের ব্যথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই, অথচ লোকে বড়ই ব্যস্ত করিতেছে। রাধিকা নিরুপায়!

গিন্নী-মা ব্যস্তভাবে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"সরযূ কাঁদিতে কাঁদিতে গেলেন কেন মা? কি হইয়াছে?"

রাধিকার অপেক্ষা সরযূ দুই বৎসরের বড় হইলেও তিনি বলিলেন,—"সরযূ ছেলেমানুষ। আমার শরীর কাহিল হইতেছে। সরযূ বলিতেছেন, তিনি আসার পূর্ব্বে আমি ভাল ছিলাম। তিনি আর এখানে থাকিবেন না।"

সঙ্গে সঙ্গে রাধিকার মুখে বিষাদের ভয়ানক হাসি। ঠাকুরাণী বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"গুরুতর ভাবনার কথাই হইয়াছে, যাহা হউক, একটা স্থির করা উচিত। এ ভাবে চলিলে তোমার জীবন আর বেশী দিন টিকিবে না।"

রাধিকা বলিলেন,—"না টিকিলে কাহার কি ক্ষতি? বিধবার মরণই মঙ্গল।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"তাহা যদি বুঝিয়াছিলে, তবে এ আগুনে ঝাঁপ দিলে কেন মা? এত দিন মরিয়া রহিয়াছ, এখন মৃত প্রাণ বাঁচাইবার সাধ করিলে কেন?"

রাধিকা অধোমুখ—নিরুত্তর। তাঁহার সকল সাবধানতা ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি বুঝি ধরা পড়িয়াছেন।

গিন্নী-মা আবার বলিলেন,—"তুমি বল বা না বল, আমি সকলই বুঝিয়াছি। যে দিন দেওয়ানজী প্রবঞ্চনার অপরাধে ললিতবাবুকে ধরিয়া আনিয়াছেন, সে দিন তোমার মৃতপ্রাণে সঞ্জীবনী প্রবেশ করিয়াছে। শুষ্কতরু আবার মুঞ্জরিত হইয়াছে। এখন উপায়?"

তখন ঠাকুরাণীর বক্ষে মস্তক স্থাপন করিয়া, রাধিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"সঞ্জীবনী কালকূটে ভরা। অমৃতে গরল উঠিয়াছে। আমি মরিতে বসিয়াছি। তুমি আমার মা, গর্ভধারিণী অপেক্ষাও যত্নে আমাকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছ, এ যাতনা আর সহে না, তুমি আমার শীঘ্র মৃত্যুর উপায় করিয়া দিয়া বাঁচাও মা।"

তখন ঠাকুরাণীও কাঁদিতে লাগিলেন। সস্নেহে রাধিকার মুখ মুছাইয়া দিয়া ঠাকুরাণী বলিলেন,—"ছি মা! আত্মহত্যা মহাপাপ, সে কথা মুখেও আনিও না। চিত্ত স্থির করিবার চেষ্টা কর।"

রাধিকার নয়নে জল, মুখে হাসি। বলিলেন,—"কি বলিতেছ মা! আমার প্রাণের ভিতর যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহা বলিবার নহে। চিত্ত স্থির করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আত্মহত্যা যদি মহাপাপ হয়, তাহা হইলে সে পাপ আমার হইয়া গিয়াছে। আমি বিধবা, ব্রাহ্মণকন্যা, যে দিন তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণের সিংহাসন পাতিয়া দিয়াছি, সেই দিনই আমার আত্মহত্যা হইয়া গিয়াছে; আর আমার আত্মহত্যায় পাপ নাই।"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ, পাপ যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না। তবে উপায়?"

রাধিকা বলিলেন,—"এখন উপায় মৃত্যু।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"বার বার তোমার মুখে এ কথা আর শুনিতে পারি না। তোমার দুঃখের অবস্থা আর দেখিতে পারি না। বড় স্নেহে তোমাকে মানুষ করিয়াছি, বড় আদরে তোমাকে

লালন-পালন করিয়াছি, তোমার জন্য নিজের দুঃখ-জ্বালা ভুলিয়াছি, তোমার এ যন্ত্রণা সহে না যে মা!"

রাধিকা বলিলেন,—"বাস্তবিকই মা, আমি তোমাদের কষ্টের কারণ হইয়াছি, প্রাণপণ যত্ন করিয়াও আমি আত্মসংযম করিতে পারি নাই। এখন আপনি মরিতে বসিয়াছি, যাহারা ভালবাসে তাহাদিগকে মারিতেছি। অধিক দিন আমার জন্য তোমাদিগের কষ্ট পাইতে হইবে না। আমি বুঝিতেছি, কাল নিকট হইয়া আসিতেছে!"

ঠাকুরাণী বলিলে,—"ঐ এক কথা! ভাবিয়া দেখ, আর কি কোন উপায় নাই? তুমি ধনশালিনী তুমি স্বাধীনা, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।"

বলদৃপ্তা সিংহিনীর ন্যায় ঠাকুরাণীর বক্ষাশ্রয় ত্যাগ করিয়া রাধিকা গর্জ্জিয়া উঠিলেন; তাঁহার পাণ্ডু বদন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তাঁহার লোচন দিয়া জ্যোতিঃ বাহির হইতে লাগিল। বলিলেন,—"ছি ছি মা! তোমার স্নেহ আজ তোমাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলাইয়া দিল? আমার ধন আছে, স্বাধীনতা আছে; অতএব আমি ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিব? আমার কাজে কথা কহিবার কেহ নাই, তাই বলিয়া কি আমি নরকে ডুবিব? ধনের দ্বারা দুর্নাম ঢাকিয়া যায়, তাই বলিয়া কি আমি ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিব? সত্য বটে, আমি মনে মনে ব্যাভিচারিণী হইয়াছি, কিন্তু আমার এ পাপ কদাপি মনের বাহিরে একটু অগ্রসর হইতে পাইবে না। মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছি, কিন্তু দেহে প্রাণ থাকিতে কখনই ইহা পাপপঙ্কিল করিব না।"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"আমি তোমাকে পাপের কথা বলিতেছি না। ব্যভিচারের ঘৃণিত কথা তুমি কেন তুলিতেছ? আমার স্বামী এ দেশের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাকে কে না জানেন? আমি তাঁহার মুখে বার বার শুনিয়াছি যে, বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত। আরও শুনিয়াছি যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অকাট্য প্রমাণ দিয়া বুঝাইয়াছেন যে, বিধবাবিবাহ কোনরূপ দোষের কাজ নহে। আমাদের মনে হয়, তোমার মত বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত। আমি তাহাই মনে করিয়া এ কথা তুলিয়াছিলাম।"

রাধিকা বলিলেন,—"হইতে পারে, বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত; কিন্তু সমাজ তাহার বিরোধী, আপনার সুখের জন্য যাহারা সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারাও মহাপাপী। সমাজ যাহা ভাল বুঝিয়াছে, দেশের লোক যাহা মানিয়া চলিতেছে, তাহার অনুসরণ করাই ধর্ম্ম। মৃত্যু শীঘ্র বা বিলম্বে ঘটিবেই ঘটিবে। সেই মৃত্যুর ভয়ে আমি কেন সমাজকে অবহেলা করিয়া পাপে ডুবিব?"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"ভাবিয়া দেখ মা! তোমার এ কার্য্যে সমাজের কোন ক্ষতি হইবে না। তোমার আত্মীয়কুটুম্ব বা কোন জ্ঞাতি নাই, সুতরাং তোমার কার্য্যে কাহারও মাথা হেঁট হইবে না। বিশেষতঃ যেখানে তোমার জন্ম ও যে গ্রামে তোমার বিবাহ হইয়াছিল, সেখানকার কোন লোকও এখানে উপস্থিত নাই, কাজেই কাহারও নিকট তোমার লজ্জা পাইতে হইবে না। তুমি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অপরিচিতভাবে দূরদেশে বাস করিতেছ; সুতরাং তোমার কার্য্যে সমাজের কোন ক্ষতি হইবে না।"

রাধিকা গিন্নীমার নিকট সরিয়া বসিলেন এবং বলিলেন,—"চিরদিনই তোমার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ, তুমি আজ এত ভুল বুঝিতেছ কেন? আমার প্রতি স্নেহের প্রাবল্যে, আমার মরণের ভয়ে, তোমার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। বুঝিয়া দেখ মা! আমি যদি পৃথিবীর একপ্রান্তে বাস করিতাম, যদি মনুষ্যবাসহীন গহন বনে আমি থাকিতাম, তাহা হইলেও যে সমাজে আমার জন্ম, যে সমাজের রীতি, নীতি, ব্যবস্থা ও ব্যবহার আমি শিক্ষা করিয়াছি, আমার পূর্ব্বপুরুষগণ যে নিয়মাদি পালন করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন, আমিও তাহাই পালন করিতে বাধ্য। আহার, ব্যবহার, বাক্যালাপ, পরিচ্ছদ, ধর্ম্ম, অনুষ্ঠান কিছুই যখন আমরা পরিত্যাগ করি নাই, তখন আজ তুচ্ছ আত্মতৃপ্তির অনুরোধে একটা ভয়ানক নিন্দিত কার্য্য কখনই করিতে পারিব না। না মা, তুমি যে কথা বলিয়াছ, কার্য্যে করা দূরে থাকুক, আমি তাহা মুখেও আনিব না। আর তুমি পূর্ব্বে যে ধন-সম্পত্তির কথা তুলিয়াছিলে, ভাবিয়া দেখ, ইহা কাহার? আমার স্বামীর মূর্ত্তি আমার মনে পড়ে না। একদিন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তিনি আজি স্বর্গে, তিনি জীবিত থাকিলে আমার এই দেহ তাঁহারই সেবায় লাগিত। আমার সহিত এইরূপ সম্বন্ধ হইয়াছিল বলিয়াই আমি তাঁহার প্রভূত ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছি। এ দেহ এক দিন তাঁহার চরণে নিবেদিত হইয়াছিল। নিবেদিত বস্তু পুনরায় নিবেদন হয় না। তিনি বাঁচিয়া না থাকিলেও আমার দেহ বাঁচিয়া আছে, যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ ইহা তাঁহারই থাকিবে। তাঁহার

স্থানে অন্য লোক বসাইতে আমার কোন অধিকার নাই।"

ঠাকুরাণী নিরুত্তর, কিন্তু স্নেহের আতিশয্যে তাঁহার মন এ সকল কথার গভীরতা বুঝিয়াও বুঝিল না। বলিলেন,—"হৃদয় সংযত করিতে পারিলেই ভাল হইত। আমি বুঝিতেছি, তুমি সে জন্য যত্নের ত্রুটি কর নাই, এখনও করিতেছ না; ইহাও বুঝিয়াছি যে, তুমি ইচ্ছা করিয়া অসাবধান হইয়া, এ আগুনে ঝাঁপ দেও নাই। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায়, অনিচ্ছায় এই আগুন তোমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে; ইহা হইতে নিষ্কৃতির আর উপায় নাই। উপায় নাই দেখিয়াই হতাশ হইয়া আমি তোমাকে বিবাহের পরামর্শ দিতেছি।"

কাতরতার সহিত হাসি মিশাইয়া রাধিকা বলিলেন,—"তবে মা! এই দুঃখিনী সরযূবালার একটা বিবাহ দেও না কেন?"

গিন্নী-মা সবিস্ময়ে বলিলেন,—"সে কি কথা! সরযূর স্বামী আছেন, সরযূ যে বিবাহিতা।"

রাধিকা বলিলেন,—"তবে কি আমারই স্বামী নাই? সরযূ তাঁহাকে দেখিতে পান না, তাঁহার সেবায় লাগেন না, তাঁহার কোন সংবাদও পান না। বুঝিয়া দেখ মা, আমারও তো ঠিক সেই অবস্থা। আমার স্বামী আছেন—নিশ্চয়ই আছেন। আমিও তাঁহার সেবায় লাগি না, তাঁহাকে দেখিতে পাই না, তাঁহার কোন সংবাদও পাই না। সরযূর যদি স্বামী আছেন বলিয়া বিবাহ না হয়, তবে আমারই বা হইবে কেন?"

ঠাকুরাণী কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না; তথাপি বলিলেন,—"স্বামী মরিয়া যাওয়া ও স্বামী বাঁচিয়া থাকা এক কথা নহে।"

রাধিকা বলিলেন,—"একই কথা। স্বামী মরিলেও বাঁচিয়া থাকেন, ইহাই তো আমরা শিখিয়াছি। স্বামী বাঁচিয়া যদি দূরদেশে বাস করেন, যদি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় স্ত্রীর সংবাদ না লন, তাহা লইলে যেরূপ ঘটনা হয়, মরিলেও তো তাহাই হয়। তোমার মতে যদি বিধবার বিবাহ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যাহার স্বামী দূরদেশে চলিয়া গিয়াছেন, স্বামী কোন অপরাধে কারাগারে বা দ্বীপান্তরে গিয়াছেন, কোন কারণে স্বামী সংবাদ লইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন অথবা কোন আসক্তিতে স্ত্রীর কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, সে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ করা উচিত। সেরূপ বিবাহ যেমন অসঙ্গত, বিধবার বিবাহও সেইরূপ অসঙ্গত।"

নিরুপায় হইয়া গিন্নী-মা বলিলেন,—"পৃথিবীর অনেক জাতিই তো বিধবা বিবাহ করে।"

রাধিকা বলিলেন,—"করে। আমি যেরূপ বলিয়াছি, সেরূপ ঘটিলে তাহাদিগের সধবারাও আবার বিবাহ করে। তাহারা জানে, বিবাহ একটা লৌকিক সম্বন্ধ; তাহারা বিশ্বাস করে, দেহেরই বিবাহ হয়; আর তাহারা মনে করে, বিবাহ একটা সাময়িক চুক্তি মাত্র। এই জন্য তাহারা অনায়াসে বিবাহ ভাঙ্গিতে ও গড়িতে পারে, কিন্তু মা, আমরা ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে, আমরা এখনও এরূপ কথা বিশ্বাস করি নাই, শিখিতেও পাই নাই।—আজ নূতন করিয়া এ শিক্ষা হইবে কেন? আমার মনে হয়, এইরূপ বিবাহ আর ব্যভিচার, কেবল কথায় মারপ্যাঁচ মাত্র।"

ঠাকুরাণী বুঝিয়া দেখিলেন যে, রাধিকার তর্ক ও যুক্তি অলঙ্ঘনীয়। আরও বুঝিলেন, রাধিকার মনের গতি ফিরিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। চিন্তায় স্নেহময়ী ঠাকুরাণীর হৃদয় আকুল হইল। বলিলেন,—"আইস মা! বাহিরে যাই, সরযূ দিদি হয় তো এখনও কোথায় বসিয়া কাঁদিতেছেন।"

রাধিকা বলিলেন,—"সরযূ ভাল মেয়ে, হয় তো তাহার অদৃষ্টে ভবিষ্যতে ভাল হইবে, সে জন্য এই সময়ে চেষ্টা করা উচিত; আমার শরীর ভাল নাই, শীঘ্র আরও মন্দ হইলে হইতে পারে। সরযূর ব্যবস্থা করিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"তুমি মঙ্গলময়ী, সুস্থ থাকিয়া লোকের হিত চেষ্টা কর, ইহাই বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থনা, আইস বাহিরে যাই।"

রাধিকা হতাশভাবে বলিলেন,—"চল।"

তখন ধীরে ধীরে বৃদ্ধার ন্যায় শিথিলপদে কৃশকায়া রাধিকা অগ্রসর হইলেন। ঠাকুরাণী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

সুখেই থাক আর দুঃখেই থাক, আজ সে সূর্য্য পূর্ব্বাকাশের নিম্নভাগে প্রকটিত হইয়া দিবসের নবাগম ঘোষণা করিয়াছেন, কালি আবার সেই স্থানে সমুদিত হইয়া দিব্যভাষায় বলিয়া দিবেন, তোমার নিয়মিত জীবনের একটি দিন ফুরাইয়া গেল। দিনের পর দিন বেগে পলাইতে লাগিল।

এডিসন্ এক স্থানে বলিয়াছেন,—কার্য্যময়

ব্যক্তির সময়ের অভাব হয় না। প্রত্যুত যাহারা তাস, পাশা প্রভৃতি অকর্ম্ম লইয়া দিন কাটায়, তাহারা কর্ম্মের সময় পায় না। যাহারা নেপোলিয়ানের ন্যায় কর্ম্মবীর, তাহারা সময়াভাবে কার্য্যসাধনে অক্ষম হইয়াছে, এরূপ অলীক উক্তি শুনা যায় না। কর্ম্মের দিন অতি শীঘ্র পলাইয়া যায়, কিন্তু ফিরিয়া দেখিলে উপলব্ধ হয়, রাশীকৃত কর্ম্ম সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া অনুষ্ঠাতার জয়ঘোষণা করিতেছে। কর্ম্মে অনাসক্ত ব্যক্তির সুদীর্ঘ দিন মন্থরগতিতে গমন করে সত্য, কিন্তু ফিরিয়া দেখিলে কেবল অন্ধকার ভিন্ন কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। তথাপি আসক্ত ও অনাসক্ত উভয়েরই দিন সমান চলিতেছে! শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, চিন্তাযুক্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির দিন যাইতে চাহে না।

চিন্তা, ব্যাধি ও কর্ম্ম, এ তিনের কিছুই কখন ললিতমোহনকে অধিকার করিতে পারে নাই। সুখ ও দুঃখ, হিত ও অহিত, ভাল ও মন্দ কোনও বিষয়ের জন্য তিনি কখন চিন্তাকুল হন নাই। অরণ্যবিহারী সুখের বিহঙ্গমের ন্যায়, শৈলসানুবাহী সলিলরাশির ন্যায় তিনি স্বেচ্ছামত পথে হিতাহিত-বোধ-বিরহিত হইয়া পর্য্যটন করিয়া আসিতেছেন। কখনও কোনরূপ চিন্তা বা বিচারপ্রভাবে তাঁহাকে গন্তব্য পথ পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। ভগবানের অনুগ্রহে তাঁহার রমণীয় দেহ কখনও কোন প্রকার ব্যাধি-বৈকল্যের অধীন হয় নাই। সেই সুগঠিত কলেবরে আসুরিক শক্তি; নিরন্তর অনিয়ম অত্যাচারেও সে শক্তি অপচিত হয় নাই। জ্ঞানোদয়ের পর হইতে কোন রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে, এরূপ কথা ললিতমোহনের মনে পড়ে না। কোনও নির্দ্ধারিত ও নিয়মিত কর্ম্মের তিনি অধীন নহেন, ঘটনাবলী তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া চলিতেছে, তখন তিনি কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া সেই পথে ধাবিত হইতেছেন, কোনরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা বা কোনরূপ ভোগসুখ তাঁহাকে আসক্ত বা বদ্ধ করিতে পারে নাই। কর্ম্ম ও অকর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বিচারবিহীন, কেবল একমাত্র কর্ম্ম তাঁহাকে কথঞ্চিৎ আবদ্ধ করিয়াছিল। পরের দুঃখ-বিমোচন তাঁহার জীবনে প্রধান কার্য্য ছিল, সেই কর্ম্ম বিশেষ সদনুষ্ঠান বলিয়া তিনি জানিতেন না। সে জন্য কোনরূপ প্রশংসা বা নিন্দার তিনি প্রত্যাশা করিতেন না অথবা তাহা সমাপ্ত হইলে আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতেন না। সেরূপ কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা তিনি জানিতেন না। দরিদ্রের অভাবমোচন, ব্যাধিগ্রস্তকে শান্তিদান এবং শক্তিশালী ব্যক্তির পরনিপীড়ন নিবারণ না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। ভাল কার্য্য মনে করিয়া তাঁহার তৎসাধনে এরূপ অত্যাসক্তি জন্মিত না।

তাঁহার নিন্দিত আচরণ সম্বন্ধেও মনের এই ভাব। তিনি অত্যন্ত অসৎকার্য্যসমূহ নিন্দনীয় পাপানুষ্ঠান বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু সর্ব্বরহস্যবিৎ নারায়ণ কখন্ কোন সূত্র ধরিয়া মানবরূপ ছায়াবাজীর পুতুলগণকে নাচাইতে থাকেন, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। কিরূপ কারণে মনুষ্য-মনের কখন্ কি গতি হয়, কোনও বিজ্ঞান-শাস্ত্র তাহা অবধারণ করিতে পারে নাই, কখনও পারিবে কি না সন্দেহ।

ললিতমোহনরূপ মত্তহস্তী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। সেই দিন—যে দিন পিতৃহীনা কাতরা সরযুবালার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া লাবণ্যময়ী রাধিকাসুন্দরী তাঁহাকে দেখা দিয়াছেন, সেই দিন হইতে ললিতমোহনের হৃদয়ে এক বিষম আবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে, সেই দিন হইতে ললিতের অন্তর যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারে জীবনের অন্য গতি খুঁজিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে ললিতমোহন বুঝিয়াছেন,—মানবজীবনের অপার্থিব আনন্দ স্বর্গীয় আলোক এবং নন্দনের সুখ উপস্থিত হইলেও হইতে পারে। অতি অল্পসময়ের মধ্যে ললিতমোহন রূপান্তরিত মনুষ্য হইয়াছেন।

ললিতমোহন নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম, আর তিনি পথে বাহির হন না। পূর্ব্ববৎ টহল সিং, রাধিকাসুন্দরী ও সরযুবালার সংবাদাদি আনয়ন করে। স্বয়ং সে বাটীতে গমন করিতে ললিত-মোহনের আর ভরসা হয় না। কেন?

সরযুবালার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের এখনও শেষ হয় নাই। সে দুঃখিনী এখন অনেক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যাহা তাহার প্রধান প্রার্থনীয়, যাহা না পাইলে তাহার জীবনের সকল সুখই বৃথা, তাহার এখনও কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাঁহার যাহাতে স্বামিচরণে স্থান হয়, সে জন্য চেষ্টা করিতে ললিতমোহন বাধ্য। তাহার জন্য কি করিতে হইবে? একবার সরযুকে লইয়া কলিকাতায় চেষ্টা করা উচিত নহে কি? পনর দিন হইয়া গেল, আর সময় নষ্ট করা অন্যায়; কাশীতে আর ললিতমোহন থাকিবেন না, দূরে চলিয়া যাইবেন; কিন্তু হৃদয় তো সঙ্গে যাইবে,

যন্ত্রণা কমিবে না। না কমুক, তথাপি এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে, তাঁহার যাহা হয় হউক; সরযুর হিতচেষ্টা তো হইবে।

তৎক্ষণাৎ রাধিকাসুন্দরীর ভবনে গিয়া সরযুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার বাসনা হইল। রাধিকার অসুস্থতার সংবাদ তিনি কিছুই শুনেন নাই, মনে মনে স্থির করিলেন, তাঁহার হৃদয়ে যে নিদারুণ কালানল জ্বলিতেছে, তাহার দাহ নীরবে সহ্য করিবেন, তথাপি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এ জগতে কাহারও নিকট ঘুণাক্ষরেও একবার ইঙ্গিতমাত্রে তিনি তাহা ব্যক্ত করিবেন না।

কেন?

ললিত জানিতেন—রাধিকা ধর্ম্মশীলা—রাধিকা পুণ্যময়ী, রাধিকা অপাপবিদ্ধা। যে কুৎসিত ভোগের লোভে ললিতমোহন একাল পর্য্যন্ত ঘুরিয়াছেন, রাধিকাসুন্দরীকে দর্শন করিয়া সে প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয় হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। এখন তাঁহার অন্তরে ভোগবাসনার স্থলে ভক্তির সিংহাসন পড়িয়া আছে। তারল্যের পরিবর্ত্তে তথায় গাঢ়তা বাসা বাঁধিয়াছে এবং নিন্দিতলিপ্সার স্থলে ভালবাসার উৎস ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং অধর্ম্মে তাঁহার মতি নাই—অপ্রাপ্য বস্তুপ্রাপ্তির জন্য কোনও আকিঞ্চন নাই। মধুময়ী শান্তির স্থানে গরল ঢালিয়া দিতে তাঁহার বাসনা নাই। তিনি বহ্নিচর্ব্বিত জীবন লইয়া যন্ত্রণায় অধীর হইতে কৃতসংকল্প; কিন্তু প্রতীকারের সকল চেষ্টায় উদাসীন।

দ্বিপ্রহরকালে একাকী আপন কক্ষে শয়ন করিয়া ললিতমোহন আপনার মনের আগুনে নীরবে ও অপরের অলক্ষিতভাবে দগ্ধ হইতেছেন, এই সময় টহল সিং তথায় ধীরে ধীরে উপস্থিত হইল। তাহাকে দর্শনমাত্র ললিত একটু বিচলিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন; জিজ্ঞাসিলেন,—"আমার মা ভাল আছেন? আর সেখানকার খবর সব ভাল?"

সুচতুর টহল একান্ত প্রভুভক্ত। প্রভুর হৃদয়ে যে তীব্র যাতনার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। সে ইহাও জানিয়াছে যে, যন্ত্রণা কেবল এক দিকে জন্মে নাই, উভয় দিকেই যাতনার সমান অধিকার। সে জানিত, তাহার প্রভু পাপাসক্ত ও চরিত্রহীন হইলেও, সমাজবিগর্হিত, নিন্দনীয় আচরণে এককালেই অশক্ত; সুতরাং উভয় দিকেই এইরূপ হৃদয়ভাবের বৃত্তান্ত জানিয়া ও বুঝিয়া সে বড়ই কাতর হইয়াছিল। যেরূপে হউক, একদিন কথাটা প্রভুর নিকট উপস্থিত করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল। আজই বেশ সুযোগ হইয়াছে মনে করিয়া সে বলিল,—"হুজুরকে বলাই ভাল। সেখানে রাণীমাতার শরীর কিছু অসুস্থ হইয়াছে।"

ললিতমোহন হঠাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার পর গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতে করিতে বলিলেন,—"অসুস্থ হইয়াছেন? কাহার কাছে তুমি এ সংবাদ শুনিলে?"

টহল বলিল,—"গিন্নী-মা আমাকে সকল কথা বলিয়াছেন। আপনার একবার সেখানে যাওয়া উচিত নহে কি?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ললিতমোহন জিজ্ঞাসিলেন,—"কিরূপ অসুখ?"

টহল বলিল,—"আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে গিন্নী-মা সকল কথা জানাইবেন। শুনিয়াছি, আপনারও যেরূপ অসুখ, রাণীমারও সেইরূপ অসুখ। আর একদিনে এক কারণেই দুই জনেরই অসুখ উপস্থিত হইয়াছে।"

ললিতমোহন একটা দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া নিশ্চল মূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া টহলের শেষবাক্য শ্রবণ করিলেন। অনেকক্ষণের পর তাঁহার কথা কহিবার শক্তি হইল, বলিলেন,—"তুমি কি শুনিতে হয় তো আর বুঝিয়াছ।"

টহল বলিল,—"ধর্ম্মাবতার! আমি ঠিকই শুনিয়াছি। আর বুঝিয়াছি, প্রতীকারের কোন উপায় নাই। দুই জনের প্রাণ দুই জনকে না ভুলিলে এ কষ্টের শেষ হইবে না।"

ললিতমোহন মনে মনে বলিলেন,—"ঠিক কথা। রাধিকাসুন্দরি! তুমি স্বর্গের দেবী! টহল যদি বুঝিয়া থাকে, তাহা হইলে এই অযোগ্য অধমকে হৃদয়ে স্থান দিয়া তুমি আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই করিয়াছ। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন টহলের অনুমান মিথ্যা হয়।"

প্রভুকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া টহল কাতরভাবে করযোড়ে বলিল,—"হুজুর, কি হইবে? আপনি দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছেন।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"উপায় হইবে, কোন চিন্তা নাই, তুমি এখন যাও।"

আর কোন কথা বলিতে সাহস না করিয়া টহল প্রস্থান করিল।

ললিতমোহন চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"যদি

টহলের অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে দেশ ছাড়িয়া যাইব। সে দেবীর হৃদয়ে যাহাতে আমার নাম না আইসে, তাহারই উপায় করিব। আমি পাষাণ, পাপী, নারকী; আমার যাহা হয় হউক, বিশ্বেশ্বর! তাঁহাকে শান্তি দাও—সুস্থ কর। পীড়ার সংবাদ পাইয়াছি, একবার যাইব। টহলের অনুমান সত্য কি না, বুঝিয়া আসিব, তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিব।"

বেলা অনুমান চারিটার সময় বহুদিন পরে পুনরায় ললিতমোহন বাবু পথে বাহির হইলেন। সেই বেশ—পরিধানে এক সামান্য ধুতি, স্কন্ধে এক বিশৃঙ্খল-ন্যস্ত উত্তরীয়। সঙ্গে কোন লোক নাই। বিষাদের সজীব প্রতিমূর্ত্তিবৎ ললিতমোহন ধীরে ধীরে অবনতমস্তকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথপ্রবাহী লোক এবং পার্শ্ববর্ত্তী দোকানদার অনেকে তাঁহাকে নানাপ্রকারে অভিবাদন করিতে লাগিল। অনেকে তাঁহার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। অনেকে তাঁহার কৃশতা হেতু দুঃখ প্রকাশ করিল। সবিনয়ে সকলেই লক্ষ্য করিল যে, ললিত বাবু কাহারও প্রশ্নের ভাল করিয়া উত্তর দিলেন না, কাহারও প্রতি হয় তো দৃষ্টিপাত করিলেন না, কোনও কোনও লোককে প্রতি-নমস্কারাদি করিলেন না। ললিতবাবুর ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ব্যবহার বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া সকলেই অনুভব করিল। তাহারা স্থির করিল, নিশ্চয়ই তাহার কোনরূপ ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ধীরে ধীরে ললিতমোহন রাধিকাসুন্দরীর ভবনে উপনীত হইলেন। সেখানকার সকলেই ললিতবাবুকে সম্মানসহকারে প্রণাম করিল। ললিতবাবু ধীরে ধীরে দেওয়ানখানায় প্রবেশ করিলেন। দেওয়ান জীবনহরি সেন তাঁহাকে প্রণামাদির পর বলিলেন,—"আজি শুনিতেছি, মা-ঠাকুরাণীর শরীর অসুস্থ হইয়াছে।"

ললিতবাবু চমকিত হইয়া বলিলেন,—"অসুস্থ! কি পীড়া, কত দিন হইয়াছে?"

জীবনহরি বলিলেন,—"কি পীড়া, ঠিক বলিতে পারি না, শুনিতেছি, সম্প্রতি তিনি অসুস্থ হইয়াছেন, আমরা কিন্তু আজ সংবাদ পাইয়াছি।"

"ডাক্তার-বৈদ্য ডাকা হইয়াছিল কি?"

জীবনহরি বলিলেন,—"না, সে জন্য আমরা কোনও হুকুম পাই নাই। আপনারও চেহারা বড় খারাপ দেখিতেছি, শরীর ভাল নাই কি?"

ললিতবাবু বলিলেন,—"না।"

রাধিকাসুন্দরী, ঠাকুরাণী ও সরযুবালা এক স্থানে বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছিলেন, এমন সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল,—"ললিতবাবু আসিয়াছেন, দেওয়ানখানায় বসিয়া আছেন।" শ্রবণমাত্র রাধিকার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল, দন্তে দন্তে পেষণ করিয়া এবং করাঙ্গুলিসমূহ দৃঢ় মুষ্টি বদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ তিনি নীরবে অধোমুখে রহিলেন। হৃদয়ের উত্তেজনা ও বক্ষোবেপন কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে তিনি বলিলেন,—"আসিয়াছেন? ভালই হইয়াছে। তাঁহাকে সকলের শেষের বৈঠকখানা ঘরে আনিয়া বসাও; মা, তুমি যাও, আদর অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি না হয়।"

একজন পরিচারিকা দেওয়ানখানা হইতে ললিতবাবুকে ডাকিয়া আনিয়া প্রান্তের বৈঠকখানায় বসাইল। অত্যন্ত চিন্তিতভাবে গিন্নী-মা তথায় প্রবেশ করিলেন এবং দূর হইতে ললিত বাবুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি! আপনার চেহারা এত খারাপ কেন বাবা? কি পীড়া হইয়াছে?"

ললিতবাবু বলিলেন,—"কি পীড়া হইয়াছে, জানি না, শরীরটা ভাল নাই, সে কথা যাউক, রাণীর পীড়ার সংবাদে আমি বড়ই চিন্তিত হইয়াছি, তাঁহার কি অবস্থা, বল দেখি?"

ঠাকুরাণী বসিয়া পড়িলেন,—"বলিলেন,—"দেহ ও মন উভয়েরই অবস্থা খারাপ! অতিশয় চিন্তার কারণ হইয়াছে।"

ললিতবাবু শূন্যভাবে আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন।

গিন্নী- বলিলেন,—"যে দিন সরযুর পিতা স্বর্গারোহণ করেন, সেই দিন হইতেই পীড়ার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার পর ক্রমেই বাড়িতেছে।"

ললিতবাবুর এখনও সেই ভাব। সমান শূন্যদৃষ্টি, নাসায় যেন নিশ্বাস নাই। রক্তের যেন গতি নাই। দেহে যেন সংজ্ঞা নাই। ঠাকুরাণীর কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল কি না, সন্দেহ। তথাপি গিন্নী মা বলিতে লাগিলেন,—"আপনি আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি বোধ হয়, আজই আপনার নিকট যাইতাম।"

সহসা ললিতবাবুর চমক ভাঙ্গিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"যাইতেন? কেন? কেন? আমার দ্বারা কি উপকার সম্ভব? যদি প্রাণ

দিলেও দেবী আরোগ্য হন, আমি তাহাতেও প্রস্তুত। বলুন, কি করিতে হইবে?"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"আপনি আমাদের পরমাত্মীয়। আপনি পুরুষ, এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, বিবেচনা করিয়া আপনি কাজ করুন।"

ললিতবাবু বলিলেন,—"এ পর্য্যন্ত ডাক্তার-বৈদ্য ডাকা হয় নাই কেন?"

"ডাক্তার-বৈদ্য এ ব্যাধির কোন উপশম করিতে পারিবে বলিয়া আশা নাই।"

"চিকিৎসকে উপশম করিতে পারে না, এমন কি ব্যাধি আছে? পারুক না পারুক, চেষ্টাও তো করিতে হয়।"

"মনের ব্যাধি, চিন্তায় প্রাণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চিকিৎসক কি করিবে?"

ললিত বলিলেন,—"বটে! তাহা হইলে সে চিন্তার কারণ দূর করিবার চেষ্টা করা হইতেছে না কেন?"

"উপায় নাই।"

"সে দেবীর হৃদয়ে এমনি কি কঠোর সুদৃঢ় চিন্তা জন্মিল?"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"তিনি অজ্ঞাতসারে এক দেবতুল্য পুরুষকে ভালবাসিয়াছেন।"

ললিতবাবু শিহরিয়া উঠিলেন। আবার তিনি নির্ব্বাক্!

ঠাকুরাণী বলিতে লাগিলেন,—"সে ভালবাসা এতই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাহা উৎপাটন করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। রাণী-মা অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, আমরাও বিস্তর উপায় দেখিয়াছি—সকলই বৃথা।"

ললিতবাবু এখনও নীরব পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল।

ঠাকুরাণী বলিতে লাগিলেন,—"সেই নিরাশ প্রণয়ের জন্য ভগ্ন-হৃদয়ে রাণীমা মরিতে বসিয়াছেন,—তথাপি তাহা ত্যাগ করিবার সাধ্য নাই।"

ললিতবাবু এখনও পূর্ব্ববৎ নিশ্চল ও নির্ব্বাক্।

গিন্নী-মা বলিতে লাগিলেন,—"পাপে তাঁহার পরিতৃপ্তি হইতেই পারে না, শাস্ত্রসঙ্গত বিবাহেও তাঁহার মতি নাই, তবে উপায়?"

ললিতবাবু এতক্ষণে কথা কহিবার শক্তি পাইলেন, বলিলেন,—"বুঝিয়াছি, এ রোগের ঔষধ নাই। যে দেবী পাপের ছায়ামাত্র স্পর্শও করিতে অশক্ত, নিন্দিত কার্য্যের নিকটে যাইতেও অক্ষম, ভগবান্! সে দয়াময়ী দেবীর হৃদয়ে এমন কালানল কেন জ্বালিলে? বুঝিয়াছি, জীবনে তাঁহার আর শান্তির আশা নাই। চিতার অনলে বিষে বিষক্ষয় হইবে, গিন্নী-মা, আমি যাই। পুড়িবে—এ আগুনে, একজন নহে—দুই জন পুড়িবে। কিন্তু সে কথায় আর কাজ নাই। হয় তো আমার সহিত আপনাদের এই শেষ সাক্ষাৎ। আমার নাম হয় তো আপনারা আর শুনিতে পাইবেন না।"

ললিতবাবু প্রস্থানের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে সরযূবালা তথায় উপস্থিত হইলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতার সন্নিহিত, অধুনা কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্ভূত কালীঘাট সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যজাতির পবিত্র তীর্থ। এই স্থানে আদ্যাশক্তি ভগবতীর অঙ্গুলীপাত হইয়াছিল। যে দেবী পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যিনি বিবিধ বিধানে সতীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বসুন্ধরা পুণ্যপ্রদীপ্ত করিয়াছেন, তাঁহার বিগতজীব ধর্ম্মদীপ্ত কলেবর শ্রীভগবান্ বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দ্বারা বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সেই খণ্ডীকৃত দেহাংশ ভারতের যে যে স্থানে নিপতিত হইয়াছে, সেই সেই স্থান সুপবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে। আদিগঙ্গা-সন্নিধানে ভগবতীর মন্দির মস্তকোত্তোলন করিয়া সতীদেবীর মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

দেবীর কৃপায় প্রতিদিনই কালীঘাটে লোকারণ্য, সকল লোকেই যে ভক্তিবিগলিতহৃদয়ে তথায় দেবীপূজার নিমিত্ত সমবেত হয়, এরূপ নহে। ভিক্ষাপ্রাপ্তির লোভে বহু নরনারী সে স্থানে

ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করে; যাত্রী ধরিয়া ছলে, বলে ও কৌশলে অর্থোপার্জ্জন করিবার অভিপ্রায়ে বিস্তর বিপ্রবেশধর পুরুষ চারিদিকে ধাবমান হয়; সধবা ও কুমারী সাজিয়া বিস্তর চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক যাত্রীদিগকে জ্বালাতন করে। পুষ্প ও পণ্য-বিক্রেতারা নিরন্তর খরিদ্দার সংগ্রহের নিমিত্ত চীৎকার করে। বিস্তর ছাগের জীবন প্রতিদিন সেই স্থানে অবসিত হয়। যে অংশে বলিদান হয়, তথায় রুধিরস্রোত বহিতে থাকে। তাহারই সন্নিধানে অনেকে ডালা পাতিয়া মহাপ্রসাদ বিক্রয় করে। অনেকে ফুলের মালা যাত্রীদিগের গলায় দিবার নিমিত্ত গণ্ডগোল করে; মন্দিরসম্মুখস্থ বারান্দায় ও নাট্যমন্দিরে অনেক ব্রাহ্মণ দেবীভাগবত, মার্কণ্ডের চণ্ডী, মহিম্ন-স্তব, কালিকাস্তুতি, দেবীসূক্ত প্রভৃতি পাঠে নিযুক্ত; ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে দেবীর মন্দির, অঙ্গন প্রভৃতি সকল স্থান জনতাপূর্ণ কোলাহলময়!

সকল তীর্থের যে দুর্গতি হইয়াছে, কালীঘাটের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছে। পুণ্যাত্মার অপেক্ষা পাপীর প্রাচুর্য্য; ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর অপেক্ষা অত্যাচারী পাপাসক্তের আধিক্য এবং দেবতানুরাগী পুষ্পচন্দনাদি আহরণপ্রয়াসী লোকের অপেক্ষা সুরা, গঞ্জিকা প্রভৃতি মাদকসেবী ও কুৎসিত সামগ্রীসহকৃত দুরাত্মাদের বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়।

অনেকে অনেক কামনা লইয়া দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হয়; যে দুরাত্মা জালপ্রবঞ্চনা করিয়া ফৌজদারীতে পড়িয়াছে, যে হতভাগ্য পর-পীড়ন দ্বারা অর্জ্জিত বিষয়সম্পত্তি হারাইতে চলিয়াছে, যে নরাধম নরহত্যা করিয়াছে বা সতী স্ত্রীর ধর্ম্মনাশ করিয়াছে, তাহারাও রক্ষার নিমিত্ত পরম পুণ্যময়ী ধর্ম্মরূপিণী আদ্যাশক্তির চরণে শরণাগত। যে দুর্ব্বৃত্ত বিষয়লোভে আপনার সহোদরের নিধন কামনা করিতেছে, যে দুরাচার মনোরথ-সিদ্ধির প্রকৃষ্ট সুযোগ হইবে ভাবিয়া প্রণয়িনীর স্বামিনাশের কল্পনা করিতেছে, যে পাপাধম প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিপাত করিবার উপায় অন্বেষণ করিতেছে, তাহারাও বাসনা-সিদ্ধির নিমিত্ত মহামায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যাহার মোকদ্দমা অন্যায় এবং যাহার ন্যায়সঙ্গত, তদুভয়ই জয়-কামনায় গললগ্নীকৃতবাসে দেবীর নিকট সমাগত। কেহ রোগমুক্তি-কামনায়, কেহ শত্রুনাশের বাসনায়, কেহ বিপদ্‌শান্তির অভিপ্রায়ে দেবীর সমক্ষে সজলনয়নে সমুপস্থিত। কেহ ষোড়শোপচারে পূজা দিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছে; কেহ ছাগবলি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতেছে, কেহ বা সোনার নথ, রূপার বালা এবং পট্টশাটী দিবার নিমিত্ত প্রতিশ্রুত হইতেছে। এরূপ বিবিধ উৎকোচ লইয়া ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী সকলের অভিপ্রায় পূরণ করেন কি?

শনি-মঙ্গলবারে, উপনয়নাদির দিনে এবং বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে কালীঘাটে জনসমাগমের অতি বাহুল্য হয়। শনিবারের প্রতি বোধ হয় ভগবানের বিষদৃষ্টি আছে; কেন না, শনিবারের অপরাহ্ণ হইতে রবিবারের সমাপ্ত পর্য্যন্ত কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত বহু স্থানে অত্যাচার ও পাপের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় এবং পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র-সমূহেও নারকীলীলার বিকট অভিনয় ও পাপের উদ্দাম নর্ত্তন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে!

জ্যৈষ্ঠ মাস, রবিবার, অনেক সুরাপায়ী দল বাঁধিয়া আজ কালীঘাটে উপস্থিত হইয়াছে, অনেক চরিত্রহীনা নারী পুরুষের সঙ্গে অথবা স্বাধীনভাবে দেবালয়ে আসিয়াছে, অনেকে অনেক প্রকার অসদভিসন্ধি সাধনের নিমিত্ত আজি এখানে জুটিয়াছে। অনেকে মন্দিরসন্নিধানে ঘর ভাড়া লইয়া আহারাদির উদ্যোগ করিতেছে, অনেকে মন্দিরাঙ্গনে গোলমাল করিতেছে, অনেকে জনতা ভেদ করিয়া মন্দিরমধ্যে দেবীর নিকট যাইবার নিমিত্ত ঠেলাঠেলি করিতেছে, অনেকে দ্বারসন্নিধানে কোনও সুন্দরী যুবতীর সহিত ঘেঁসাঘেঁসি করিবার অভিপ্রায়ে অপরের যেন ধাক্কা খাইয়া তাহার গায়ের উপর পড়িতেছে, কেহ বা কোনও কুলকামিনীর নয়নের সহিত একবার নিজ নয়ন মিলাইবার অভিপ্রায়ে বারংবার তাহার নিকট ঘুরিতেছে, কেহ বা কোনও নারীবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিতেছে, কেহ বা অসীম সাহসিকতা-সহকারে কোনও রমণীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়া তিরস্কারভাজন হইতেছে, অথবা প্রহার খাইতেছে। কোথাও কোনও লজ্জাহীনা মধুর-ভাষিণী বলিতেছে, "মর্ মিন্‌ষে, চোখের মাথা খাইয়াছিস্, মানুষ দেখিতে পাইস্ না।" কোথাও কোনও লজ্জাশীলা যুবতী মৃতকল্প হইয়া সঙ্গিনী প্রৌঢ়ার দেহের সহিত যেন মিশিয়া যাইতেছেন, কোথাও কোনও অবগুণ্ঠনহীনা আপনার স্ফীত বক্ষঃ আরও ফুলাইয়া সগর্ব্বে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে জনতা ভেদ করিতেছে। মন্দিরমধ্যে বিষম কলরব, বাহিরে ভিখারীর চীৎকার, চরণামৃতদানকারী বিপ্রের উচ্চরব, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতির উচ্চধ্বনি,

বলিদানস্থলে "জয় মা জয় মা" শব্দের উচ্চরোল, দলছাড়া সঙ্গী বা সঙ্গিনীর অন্বেষণার্থ উচ্চ চীৎকার, মাল্যদানকারিগণের নিকট যুদ্ধধ্বনি, সিন্দুরদানকারীর উচ্চরব, আশীর্ব্বাদকারীর বিকটশব্দ, মাংসবিক্রেতাগণের চীৎকার ইত্যাদি বহুবিধ কলরবে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত।

দেবমন্দির হইতে সঙ্কীর্ণ পথে পশ্চিম অভিমুখে নির্গত হইয়া প্রশস্ত রাজপথে পড়িতে হয়। উক্ত সঙ্কীর্ণ পথে এবং এই রাজপথের পশ্চিম দিয়া আদি-গঙ্গা পর্য্যন্ত আর এক সঙ্কীর্ণ পথ। সে পথেরও উভয় পার্শ্বে অনেক দোকান; সেই সকল দোকানের এক খানিতে কয়েক জন নির্লজ্জ পুরুষ ও নারী বসিয়া অতিশয় ঘৃণিত আমোদে মত্ত রহিয়াছে।

সেই সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির আকার মসীর ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; সে অতিশয় স্থূল এবং খর্ব্বাকার, তাহার মাথায় চুল মোটা মোটা এবং খাড়া, চক্ষুর্দ্বয় ক্ষুদ্র এবং গোলাকার, নাসিকা একটু চেপ্টা এবং অনুচ্চ নাসার নিম্নে গোঁফ অতিশয় বিরল এবং ক্ষুদ্র, ইহার নাম মতিলাল মল্লিক, এ ব্যক্তি সুবর্ণবণিক-জাতীয় এবং প্রভূত ধনশালী। তাহার গায়ে জামা নাই, পরিধানে সুচিক্কণ ধুতি, তাহার কোঁচার ভাগ খুলিয়া সে গলায় জড়াইয়াছে। এই যুবা বোধ হয়, এই সম্প্রদায়ের নেতা, ইহাকেই সঙ্গিগণ বাবু বলিয়া ডাকিতেছে এবং সঙ্গিনীরা মতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। ঘনিষ্ঠতার মাত্রা অতি প্রগাঢ় হইলেও সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ ইহাকে সমীহ করিয়া কথা কহিতেছে। এই সম্প্রদায়ে মতি ব্যতীত আর তিন যুবা, এক বৃদ্ধ ও দুই নারী ছিল। অন্ততঃ দুই একটা কার্য্যও যে মনুষ্য-সমাজের নয়নান্তরালে সম্পাদন করিতে হয়, কোন কোনও কার্য্য অপরে জানিতে পারিলে, লজ্জায় অবসন্ন হইতে হয়, ইহা এই সম্প্রদায়ে কেহ জানিত না। তাহারা বহুজনাকীর্ণ রাজপথের অব্যবহিত পার্শ্বে প্রকাশ্যভাবে দোকানে বসিয়া সুরাপান করিতে করিতে যে সকল ঘৃণিত আচরণ করিতেছে, তাহার কোনও উল্লেখ করাই সম্ভব নহে।

আদিগঙ্গা হইতে স্নান করিয়া সেই সময়ে সেই পথ দিয়া দুই প্রৌঢ়া সঙ্গিনীর মধ্যগতা এক যুবতী মন্দিরের দিকে আসিতেছেন। চরণপল্লবের কিয়দংশ ব্যতীত তাঁহার দেহের সকল ভাগ জলসিক্ত বস্ত্রে সমাচ্ছাদিত। তিনি সেই ভাবেই সঙ্গিনী-দ্বয়ের হাত ধরিয়া জলে ডুবিয়াছিলেন, আবার সেই অবস্থাতেই প্রত্যাগমন করিতেছেন; চলিতে তাঁহার চরণে চরণ বাধিতেছে, লজ্জায় তাঁহার অবগুণ্ঠনাবৃত বদন নত হইয়া পড়িয়াছে। প্রৌঢ় সঙ্গিনীরা তাঁহাকে এক প্রকার বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে বলিলেই হয়। তাঁহার সম্মুখে অনতিদূরে এক চিন্তাকুল ও গম্ভীরবদন যুবা ধীরে ধীরে আসিতেছেন, নারীত্রয়ের পশ্চাতে এক ভোজপুরী বলশালী দ্বারবান্। তাহার মস্তকে প্রকাণ্ড পাগড়ী, হস্তে সুদীর্ঘ লাঠি। সর্ব্বাগ্রে মন্থরগতিতে যে রূপবান্ চিন্তাকুল যুবা অগ্রসর হইতেছেন, তিনি আমাদের সুপরিচিত ললিতমোহন। তাঁহার পশ্চাতে সঙ্গিদ্বয়-মধ্যবর্ত্তিনী সিক্তবসনা সদ্যঃস্নাতা সুন্দরী ৺চন্দ্রমোহন বাবুর কন্যা সরযুবালা। তাঁহারা যখন উল্লিখিত সম্প্রদায়ের অধিকৃত দোকানের অতি নিকটে আসিয়াছেন, মতিলাল তখন এক জন সঙ্গিনীর কর্ণমর্দ্দন হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার অভিপ্রায়ে হাসিতে হাসিতে লাফাইয়া উঠিল, তখন —জঙ্গলী লোকেরা যে ভল্লুক লইয়া সহরে খেলাইয়া বেড়ায়, তাহাকে তাহারই মত দেখাইতে লাগিল। সে দোকানের সম্মুখে ঝাঁপের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল, প্রথমে ললিতমোহনের সৌম্য ও স্থিরমূর্ত্তি তাহার নয়নে পড়িল, সেরূপ ব্যক্তির সমক্ষে চীৎকার ও অসভ্যতা প্রকাশ অবিধেয় বলিয়া মনে করিল। তাহার পরে পরিচারিকার মধ্যবর্ত্তিনী সরযুবালার স্থূলবসনাবৃত মূর্ত্তি তাহার নয়নে পড়িল! লজ্জাহীন পুরুষের অপেক্ষা পুরুষস্বভাবা বিস্তর নারীর সহিত সে এত কাল পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া আসিতেছে, লজ্জায় নারীজাতির ভঙ্গীর উপর যে মধুরতা আনয়ন করে, সঙ্কোচে রমণীর যে মোহন ভাব প্রদান করে, তাহা দুর্ভাগ্য মতিলাল আপনার পাপীয়সী সঙ্গিনীদের দেহে কখনও দেখে নাই; সে বিস্ময়-সহকারে অপরিচিতা অজ্ঞাতনাম্নী সরযুবালার লজ্জা-জনিত সুপবিত্রভাব প্রত্যক্ষ করিতেছিল সেই সময় তাহার এক বয়স্য কলুষিতা সঙ্গিনীর পৃষ্ঠদেশে সোহাগের এক কীল মারিল, সেই ঘৃণিতা কামিনী তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবা! মারিয়া ফেলিল গো, আমাকে খুন করিল গো!" যাহারা পূর্ব্বাবধি এই নির্লজ্জ ব্যক্তিনিচয়ের মাতলামী প্রত্যক্ষ করিতেছিল, চীৎকারধ্বনিশ্রবণে তাহারা ফিরিয়াও চাহিল না, কিন্তু নবাগত লোকেরা কোনও ভয়ানক কাণ্ড হইল মনে করিয়া ত্রস্তভাবে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল, ললিতলোহন ভীতভাবে সেই দিকে চাহিলেন; সরযু কাঁপিয়া উঠিলেন, সভয়ে মুখের কাপড় কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়া সেই দিকে

লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার মুখ হইতে মৃদুস্বরে বাহির হইল, "কি হইল ?"

মতিলাল সেই নিষ্কলঙ্কা সুর-সুন্দরীর বদন দেখিতে পাইল, তাহার নয়নের সহিত সরযুর সেই সুবিস্তৃত ভুবনমোহন নয়নের মিলন হইল, মতি মোহিত হইল। নারীর দেহে এমন অলৌকিক শোভা থাকিতে পারে, তাহা সে কখনও কল্পনাতেও জানিত না। লজ্জায় অবসন্ন হইয়া সরযু মুখের কাপড় টানিয়া দিলেন। এই কার্য্যের সময় তাঁহার হীরক-খচিত সুবর্ণবলয়-যুক্ত সুগোল নবনীত-নির্ম্মিতবৎ সুকোমল ভুজবল্লীর কিয়দংশ এবং চম্পক-কলিকা সদৃশ অঙ্গুলি-নিচয় মতির দৃষ্টিগোচর হইল, বিদ্যুতের ন্যায় একবার তাহার হৃদয়াকাশ নিমিষের জন্য ঝলসিয়া দিল, সেই বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে তাহার হৃদয়ের এক অন্ধকারময় অংশ আলোকিত হইয়া উঠিল, সে আত্মহারা হইয়া গেল।

ললিতমোহন, তাঁহার সঙ্গিনীত্রয় এবং দ্বারবানের মূর্ত্তি নয়নান্তরালে চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ মতিলাল একজন বয়স্যকে ডাকিয়া কানে কানে অস্ফুটস্বরে কি বলিয়া দিল। বয়স্য প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুই সপ্তাহ অতীত হইল, সরযুবালাকে সঙ্গে লইয়া ললিতমোহন কলিকাতায় আসিয়াছেন; আহিরীটোলায় এক গলির মধ্যে দুইটি বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে। একটিতে ললিতমোহন, টহল সিং, এক জন পাচক ও এক ভৃত্য বাস করেন; অপরটিতে সরযুবালা থাকেন। রাধিকা-সুন্দরী সঙ্গে আবশ্যকাধিক অর্থ দিয়াছেন আর 'লক্ষ্মীর মা' নামে পরিচিতা এক জন পুরাতন বিশ্বস্ত অভিভাবিকা দিয়াছেন। তদ্ব্যতীত সরযুর এক পাচিকা ও ঝি আছে; টহল সিংহের পরিচিত ও বিশ্বাসী পূরণ দোবে নামে এক দ্বারবান্ সেই বাটীতে দরজার পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে সর্ব্বদা অবস্থিতি করে।

ললিতমোহনের শরীর ও মনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার সমস্ত দেহের উপর চিন্তা ও বিষণ্ণতার ছায়া পড়িয়াছে। যে সকল কর্ম্ম প্রিয়ানুষ্ঠান বলিয়া তিনি এত দিন অনুসরণ করিতেছিলেন, তাহার অনেকগুলি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে। বহুদিন তিনি সুরা স্পর্শও করেন নাই, বহুদিন তিনি কোনও কুসংসর্গে মিশেন নাই, বহুদিন তিনি কোনও প্রকার কুচিন্তায় রত হন নাই। পূর্ব্বাচরিত কার্য্যকলাপের মধ্যে কেবল পরদুঃখ-কাতরতা ব্যতীত আর সকলই তিনি পরিহার করিয়াছেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক বা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে মনের এবংবিধ গতি ফিরাইতে হয় নাই, স্বতই তাঁহার চিত্তের এইরূপ ভাবান্তর হইয়াছে। ললিতমোহন এখন রূপান্তরিত মনুষ্য।

সরযুর স্বামীর সহিত মিলন ঘটাইবার চেষ্টায় ললিতমোহন নিরন্তর নানা লোকের সহিত মিশিতে ও কথা কহিতে লাগিলেন। হৃদয়ের অবসন্নভাব পরাভূত করিয়া তিনি স্কন্ধন্যস্ত এই কর্ত্তব্যপালন করিবার নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে যত্ন করিতে লাগিলেন।

দুর্ব্বৃত্ত মতিলাল সকল সন্ধানই করিয়াছে এবং বুঝিয়াছে, এখানে সহজে তাহার মনোরথ-সিদ্ধির কোনই সম্ভাবনা নাই। সরযু কে এবং কেন তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাহাও মতিলাল জানিয়াছে। সরযুর স্বামী রজনীকান্ত মিত্রের সহিত তাহার বেশ পরিচয় ছিল; রজনী যে স্থানে সর্ব্বদা যাতায়াত করিত এবং যে রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া আপনার স্ত্রীর কথা একবার মনে করিতে সুযোগ পাইত না, মতিলাল সেই স্থানে কখনও কখনও যাতায়াত করিত এবং সেই কুহকিনীর সহিত তাহার বিশেষ আলাপ ছিল। যখন মতিলাল বুঝিল যে, অর্থ দ্বারা বা কোনরূপ প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়া এ হরিণীকে ধরা যাইবে না, তখন সে একটা ভয়ানক কৌশল খাটাইতে মনস্থ করিল। সে স্থির করিল, রজনীকান্তকে খাড়া করিয়া সরযুবালাকে হস্তগত করিতে হইবে; স্বামীর সহিত বন্ধুত্ব থাকিলেও সে তাহার সতী পত্নীর সর্ব্বনাশ করিবার সংকল্প ত্যাগ করিল না। চরিত্রহীন অসংযমী বর্ব্বরেরা এইরূপেই সংসারে পাপের আগুন জালিয়া থাকে।

মতিলাল এইরূপ দৃঢ়সংকল্প করিয়া ললিত-মোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং বুঝাইল যে, যাহার জন্য তিনি ব্যাকুল, সেই রজনীকান্তকে সে অনায়াসে তাঁহার হাতে আনিয়া দিতে পারে। রজনীকান্ত সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সে ললিতমোহনকে জানাইল। এ পর্য্যন্ত ললিতমোহন বিবিধ চেষ্টায় রজনীর সম্বন্ধে যে যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত মতিলালের কথিত বৃত্তান্ত মিলিল।

অনেক অজ্ঞাত সংবাদও মতিলাল জানাইল। তাহার সহায়তাগ্রহণ আবশ্যক বলিয়া ললিতমোহন স্থির করিলেন।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন যাতায়াতের পর মতিলাল বুঝাইয়া দিল যে, একটা বিষয়ে ললিতমোহনবাবু অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলে, সে রজনীকান্তকে তাঁহার নিকট হাজির করিতে পারে। রজনী যদি কোনমতেই জানিতে না পারে যে, সরযুবালা তাহার বিবাহিতা স্ত্রী, তাহা হইলেই তাহাকে এ স্থানে আনা যাইতে পারিবে। রজনী জানিত যে, তাহার স্ত্রী বর্ত্তমান আছে। তথাপি সে তাহার সহিত আলাপ দূরে থাকুক, একবার তাহার সংবাদও এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই। স্ত্রীর নামও সে ভুলিয়া গিয়াছে, সে পরস্ত্রী-লোলুপ, বেশ্যাসক্ত। আপনার স্ত্রী জানিলে সে আসিতে চাহিবে না এবং কোন ফল হইবে না।

মতিলাল বড়ই সুন্দর অভিনয় করিল, সে বুঝাইল, তাহার এ বিষয়ে কোন স্বার্থ নাই, কেবল সরযুবালার ন্যায় সতী নারীর দুঃখনিবারণ এবং ললিতমোহনের ন্যায় মহাত্মার মনস্তুষ্টিসাধন ব্যতীত তাহার আর কোনই উদ্দেশ্য নাই। সে স্বয়ং পাপী ও জঘন্য লোক, কিন্তু তাই বলিয়া ভদ্রলোকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ে তাহার বোধ আছে এবং কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধেই সে এই কার্য্যসাধনের ভার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছে।

ললিতমোহন বুদ্ধিমান্ হইলেও মতিলালের সমস্ত বাক্যেই তাঁহার বিশ্বাস হইল। অনেকরূপ বিবেচনা করিয়াও তিনি এই ব্যাপারে কোন অনিষ্টের কারণ দেখিতে পাইলেন না।

মতিলালকে বিদায় দিয়া ললিতমোহন বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, বোধ হয়, আর অতি অল্পকালের মধ্যেই কলিকাতায় থাকিবার প্রয়োজন শেষ হইবে। তাহার পর কি করিতে হইবে? রাধিকার পীড়া। এত দিনেও তিনি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া সুস্থ হইতে পারেন নাই কি? বোধ হয় না।

কোন সংবাদ পাইবার উপায় নাই। আমি জীবনে সে দেবীর মূর্ত্তি, তাঁহার দয়া, তাঁহার সদ্বিবেচনা, তাঁহার ধর্ম্মশীলতা, কোন কথাই ভুলিতে পারিব না। না পারি, ক্ষতি নাই, আমার ন্যায় নগণ্য, অধম ব্যক্তি যদি যন্ত্রণার পেষণে মরিয়া যায়, তাহাতেও সংসারের কোনই ক্ষতি নাই। কিন্তু সেই দেবী—সেই ধর্ম্মশীলা, পুণ্যময়ী, কোমলপ্রাণা দেবী যে এ অবক্তব্য যাতনা সহিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। পাপে তাঁহার পরিতৃপ্তি হইবে না। আমি জ্ঞানোদয় হইতে এ কাল পর্য্যন্ত হিতাহিত বিবেচনা-রহিতভাবে পাপানুষ্ঠান করিয়াই আসিতেছি। বুঝিয়াছি, পাপে কেবল অতৃপ্তি, কেবল নিরানন্দ। ভগবান্! এই কর, যেন এই পুণ্যময়ীর সম্বন্ধে আমার হৃদয়ে ভ্রমেও কোন কুপ্রবৃত্তির উদয় না হয়; যেন তাঁহাকে দেবী বলিয়া হৃদয়ের আসনে পূজা করাইয়া আমার পরিতৃপ্তি হয়, যেন প্রাণের প্রাণ হইতে তাঁহার চরণ উদ্দেশে ভক্তির কুসুম অর্পণ করিয়া আমি সুস্থ থাকিতে পারি।

ললিতমোহন আবার ভাবিতে লাগিলেন, সুখ ভোগে নহে—ভালবাসায়। ভোগ অনেক হইয়াছে, ভালবাসা কখনও হয় নাই। ভালবাসার সুখ অন্তরে—আমি অন্তরের মধ্যে সেই ভালবাসা পূরিয়া সুখী হইবার প্রার্থনা করি। বিশ্বনাথ! আমাকে সে সুখ দাও, কৃপা করিয়া সে আনন্দ দাও, দয়া করিয়া সে তৃপ্তিতে ডুবাইয়া রাখ।

অন্যমনস্কভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে ললিতমোহন গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। কি মনোহর! কি প্রসন্নতাপূর্ণ! ভাগীরথী-বক্ষ বিদারিত করিয়া বিকট বংশীধ্বনি করিতে করিতে কতই ষ্টীমার যাতায়াত করিতেছে, কতই নৌকা দাঁড় টানিতে টানিতে তরঙ্গের উপর নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে। তীরে অগণ্যপ্রায় তরণী আরোহী অন্বেষণ করিতেছে। স্নানের ঘাট প্রায় জনশূন্য। ললিতমোহন এক ঘাটের সোপানে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি যে স্থানে উপবেশন করিলেন, তাহার দক্ষিণে অদূরে নিমতলার শ্মশান হইতে ধূম উড়িতেছে, হরিধ্বনি উঠিতেছে। ললিতমোহনের মনে হইল, যত ভালবাসা, যত আসক্তি, যত আকাঙ্ক্ষা, সকলেরই এই স্থানে শেষ। যত দিন এই শেষদশা উপস্থিত না হয়, তত দিন বুঝি প্রাণের আবেগ মিটিবার আর উপায় নাই। প্রাণকে গঠিত করিতে পারিলে, মনকে সংযত করিতে অভ্যাস করিলে, উপায় হয় না কি? সে স্থান ত্যাগ করিয়া ললিতমোহন উত্তরদিকে চলিতে লাগিলেন।

সহসা ললিতমোহন দেখিতে পাইলেন, পিচ্ছল পথে তীরে উঠিতে গিয়া ক্রোড়স্থ সন্তানসহ এক যুবতী নারী কর্দ্দমে পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ অনেকে হাসিয়া উঠিল, কেহ কেহ বা 'আহা, পড়িয়া

গেল!' কেহ কেহ বা 'আহা, লাগিয়াছে কি?' বলিয়া মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। ললিতমোহন বেগে সে স্থানে উপস্থিত হইলেন।

নারী সন্তান ক্রোড়ে লইয়া কোন প্রকারেই উঠিতে পারিতেছে না। শিশু কাঁদিয়া আকুল হইল। লজ্জায় ও অসুবিধায় নারী বিব্রত হইতেছে; ললিতমোহন নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "আমি তোমার সন্তান মা! তুমি খোকাকে আমার কোলে দেও। সন্তানের হাত ধরিতে কোন দোষ নাই, তুমি আমার হাত ধরিয়া উঠ।"

নারী নিরুপায়, অগত্যা তাহাকে ললিতমোহনের প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল; তখন ললিতমোহন সেই কাদা-মাখা ছেলেকে পরম সমাদরে কোলে গ্রহণ করিলেন এবং হাত ধরিয়া সেই ভূপতিতা নারীকে উঠাইলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসিলেন—"তুমি কোথা যাইবে মা? তোমার সঙ্গে কে আছেন?"

নারী মস্তক নত করিয়া বলিল,—"আমি নৌকা হইতে নামিতেছিলাম, আহিরীটোলায় যাইব; সঙ্গে কেহ নাই।"

ললিত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একলা যাইতে পারিবে?"

নারী বলিল,—"হাঁ।"

তীরে উঠিলে ললিতমোহন শিশুকে নামাইয়া দিলেন, নারী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ললিতমোহন শূন্যমনে পথ দিয়া চলিতে লাগিলেন।

——

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে বাসায় সম্প্রতি ললিতমোহন অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাহা একমহল। উপরে দুইটি ঘর; একটিতে বাবুর বৈঠকখানা, নীচে পাকাদি হয়। বাসায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। কুত্রাপি কোনও সাজ-সরঞ্জাম বা বিলাসিতার দ্রব্য নাই। বেলা চারিটার সময় সেই বৈঠকখানায় ললিতমোহন একটি সামান্য শয্যার উপর একাকী বসিয়া আছেন। তিনি ভাবিতেছেন, কেন দেখিলাম? কেন দেখা দিলাম? যে হৃদয় কখনও অশান্তি কাহাকে বলে জানিত না, তাহাতে কেন কালানল জ্বালিলাম? যে অন্তঃকরণ কাহারও নিকট বশ্যতা স্বীকার করে নাই, সে কেন আজি একমাত্র চিন্তায় আত্মবিসর্জ্জন করিল? ভালবাসায় যে সুখ, তাহা এখন বুঝিয়াছি। এই তীব্র যাতনার মধ্যে—এই আকুল চিন্তার মধ্যে—বড় আনন্দ—এই ভালবাসা। সেই দেবীকে আমি ভালবাসিয়াছি; কেন ভালবাসিয়াছি, জানি না, তাঁহাকে ভাল করিয়া কখনও দেখি নাই, তাঁহার সহিত কখনও কথা কহি নাই, জীবনে আর দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, আলাপ-পরিচয়ের কোন আশা নাই, তথাপি ভালবাসিয়াছি। তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়া, তাঁহার সদ্বিবেচনার পরিচয় পাইয়া, তাঁহার মায়া-দয়া দেখিয়া, তাঁহার সতীত্ব-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিয়া, আমি তাঁহাকে হৃদয়ের দেবী করিয়াছি; মনে মনে তাঁহার চিরদাসত্বে বদ্ধ হইয়াছি। যন্ত্রণা হাসিতে হাসিতে সহিব, দারুণ তুষানলে নিয়ত নীরবে পুড়িব, অবক্তব্য ক্লেশে ধীরে ধীরে মরিব, তথাপি প্রাণের কথা জগতে কাহাকেও জানাইব না। তিনি সতী, তিনি বিধবা, তিনি ধর্ম্মশীলা। মনের মন্দিরে সেই প্রতিমা, আমার সেই কল্পনার দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিরন্তর প্রাণ ভরিয়া পূজা করিব।

টহল সিং আসিয়া নিবেদন করিল,—"যেখানে বৈকালে যাইবার কথা ছিল, এখন সেখানে যাওয়া হইবে কি?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"না, আর একটু পরে মা'র কাছে যাইতে হইবে।"

টহল সিং চলিয়া গেল। ললিতমোহন ভাবিতে লাগিলেন, "তিনি এই নরাধমকে ভালবাসিয়াছেন। কি আনন্দ! কিন্তু এই ভালবাসায় তাঁহার দেহ-মন অবসন্ন হইয়াছে। কেন তিনি এ দুরাশাসাগরে ঝাঁপ দিলেন? যাহাতে তাঁহার অধিকার নাই, যাহা মনে ভাবিলেও তাঁহার অধঃপতন হয়, সে পাপে তিনি কেন মজিলেন? আমি তাঁহার ভালবাসা চাহি নাই, আমি স্বয়ং লুকাইয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছি, আর সে জন্য অশেষ দুঃখেও অসীম সুখভোগ করিতেছি। ভগবন্! দয়া করিয়া সেই দেবীর হৃদয়ে শান্তি দাও। তাঁহাকে সেই অযোগ্য অপাত্রের প্রতি ভালবাসা ভুলাইয়া দাও। আমি দূরে আসিয়াছি, যে নগরে তিনি বাস করেন, যেখানকার বায়ুতে তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস মিশে, যেখানে আমার পাপ-চরিত্রের অনেক কথা সতত তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে, সে স্থান হইতে আমি সুদূর প্রদেশে চলিয়া আসিয়াছি। তিনি পীড়িতা;

এই অবক্তব্য প্রেমের জন্য তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কি হইবে? নারায়ণ! সেই যন্ত্রণা-পীড়িত বালিকাকে এই অসম্ভব আশায় কেন মাতাইলে? সেই কোমলপ্রাণা হয় তো এই কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবেন না। এই ভীষণ যুদ্ধে তাঁহার হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইবে। তিনি হয় তো অবশেষে জীবনান্ত ঘটাইবেন। তাহা হইলে—কি ভয়ানক চিন্তা! তাহা হইলে সংসারে থাকিবে কি? করুণা দূরে চলিয়া যাইবে,—মমতা চিরবিদায় গ্রহণ করিবে—দয়া প্রস্থান করিবে—মায়া অদৃশ্য হইবে—কোমলতা চলিয়া যাইবে, তবে এ সংসারে থাকিবে কি? বসুন্ধরা মরুভূমি হইবে। এরূপ দুর্দ্দিন যেন না ঘটে।"

সেই শয্যায় তিনি অনেকক্ষণ অধোমুখে শয়ন করিয়া রহিলেন; এইরূপ সময়ে এক প্রৌঢ়া নারী সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং অনুচ্চস্বরে ডাকিল,—"বাবা!"

ললিতমোহন হস্ত দ্বারা চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া উঠিয়া বসিলেন; বলিলেন,—"লক্ষ্মীর মা! নূতন খবর কি?"

এই লক্ষ্মীর মা কাশী হইতে সঙ্গে আসিয়াছে। ইহার স্বভাব-চরিত্র যেমন সুনির্ম্মল, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সেইরূপ প্রশংসনীয়।

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আমি আর কি নূতন খবর দিব? সরযূ দিদি বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন, আপনি কি করিলেন?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"আমি এক রকম আয়োজন করিয়াছি; এখন বাকী কাজ কেবল তোমারই বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"বলুন আমাকে কি করিতে হইবে?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"কল্যই হয় তো রজনীকান্ত আসিতে পারেন। যাকে তিনি দেখিতে পান, যাও তাঁহাকে দেখিতে পান, এমন আয়োজন করিয়া দিতে হইবে। সরযূকে আপনার স্ত্রী জানিয়া রজনী আসিতেছেন না। কোন কথা-বার্ত্তায় প্রয়োজন নাই; তুমি বুদ্ধিমতী, অধিক কথা আমি কি বলিব, তুমি বুঝিয়া কাজ করিবে।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"উত্তম ব্যবস্থা। যদি বুঝি সুফল ফলিয়াছে, তাহা হইলে আমি কিন্তু জামাই-বাবুকে অনেক কষ্ট দিব।"

লক্ষ্মীর মা প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। কিয়ৎকাল পরে ললিতমোহন বাস-ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সরযূবালার অধিকৃত ভবনদ্বারে উপস্থিত হইলেন। পূরণ দোবে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল।

ললিতমোহন প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন,—"দোবে ঠাকুর! তোমাকে একটা কথা বলিয়া রাখিতেছি। যদি লক্ষ্মীর মা কোন অন্যায় কার্য্য করে, কোন অপরিচিত লোককে বাড়ী আসিতে অনুমতি দেয়, তাহাতে তুমি বাধা দিও না।"

পূরণ বলিল,—"যে আজ্ঞা।"

ললিতমোহন আবার বলিলেন,—"আবশ্যক হইলে সকল কথাই তুমি আমাকে জানাইও, কিন্তু লক্ষ্মীর মা'র সহিত কোন কার্য্যের জন্য প্রতিবাদ করিও না।"

কথাসমাপ্তি হইতে না হইতে সরযূ বেগে সিঁড়ির নিকটে আসিলেন এবং অতি মধুরস্বরে বলিলেন,—"বাবা, উপরে আসুন।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"একবার আপনাকে আসি-তেই হইবে, দিদির অনেক কথা আছে।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"কথা থাকুক বা না থাকুক, আমি তোমার দিদিকে দেখিতে আসিয়াছি, না দেখিয়া যাইব কেন?"

তিনি উপরে উঠিলেন। সরযূ প্রাণের ভক্তি মিশাইয়া ললিতমোহনের চরণে প্রণাম করিলেন। সেই সরযূ—যিনি একদিন উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন; সেই সরযূ—যিনি একদিন প্রাণের দায়ে রাজপথে লোকের কৃপাভিখারিণী হইয়াছিলেন; সেই সরযূ যিনি একদিন শতগ্রন্থিযুক্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিতেন; সেই সরযূ—যাঁহার মস্তকে তৈল ছিল না, দেহে লাবণ্য ছিল না, হৃদয়ে সুখ ছিল না, সংসারে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কোনও সামগ্রী ছিল না, সেই বিষাদ মূর্ত্তি সরযূ আজি আনন্দময়ী—প্রসন্নমনা। তাঁহার পরিধানবস্ত্র সুনির্ম্মল ও মূল্যবান্। দেহের স্থানে স্থানে স্বর্ণা-লঙ্কার। স্বভাবসুন্দর অতুলনীয় রূপরাশি ভস্ম-বিনির্ম্মুক্ত বহ্নির ন্যায় আনন্দোদ্ভাসিত। সেবিকারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে; ভক্ষ্য-ভোজ্য বিবিধ সামগ্রী তাঁহার পরিতৃপ্তি করিতেছে। কাহার কৃপায় সেই পিতৃমাতৃহীনা বিপন্না বালার এই আশাতীত সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে? সরযূ জানেন, দয়ার অবতার ললিতমোহনের অনুগ্রহে ভাগ্যের এই শুভ-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সত্য বটে, রাধিকাসুন্দরী সরযূর সুখ-শান্তির সকল ব্যবস্থাই করিয়াছেন, কিন্তু ললিতমোহন সদয় না হইলে সেই

দেবীর অনুগ্রহ-লাভ ঘটিত না। ললিতমোহন জানেন, রাধিকাসুন্দরীর দয়ায় সরযুবালা সুখের আশ্রয় পাইয়াছেন, সকল অভাব ঘুচিয়াছে। আর ললিতমোহন জানেন, সরযুবালার সান্নিধ্যে আগমন করায় রাধিকাসুন্দরীরূপ দেবীর তিনি পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, মোহাবেশময় নন্দনদ্বার তাঁহার সমক্ষে খুলিয়া গিয়াছে, উন্মার্গগামী জীবনপ্রবাহ আপনার পথ চিনিয়া লইয়াছে, পাপের পঙ্কিল তড়াগ হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছেন। সরযু ললিতমোহনের নিকট যেরূপ কৃতজ্ঞ, ললিতমোহন মনে মনে বোধ হয় সরযুর নিকট তদাপেক্ষা কৃতজ্ঞ।

বিষাদের সজীবমূর্ত্তিস্বরূপ, গাম্ভীর্য্যের জীবন্ত প্রতিকৃতিস্বরূপ, ধীর, অল্পভাষী ললিতমোহন বলিলেন, "মা তোমার সকল মনোরথ সফল হউক। আমার জীবনে কখনও কোন চিন্তা ছিল না, আমি নিজের হিতাহিত কখনও ভাবি নাই, তোমার সুখশান্তি দেখিলে, স্বামীপদে তুমি স্থান পাইলে, আমি নিশ্চিন্ত হই।"

ললিতমোহন জানিতেন, যে প্রবল অনল তাঁহার অন্তরকে নিয়ত ধীরে ধীরে দগ্ধ করিতেছে, তাহার কথা এ জগতে আর কেহ জানে না। ললিতমোহন বুঝিতেন, যে আনন্দময় যাতনা তাঁহার হৃদয়-মনকে প্রতিনিয়ত গ্রাস করিয়া রহিয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত তিনি ভিন্ন আর কেহ বুঝে না। কি ভ্রান্তি! ললিতমোহন! তুমি পুরুষ, অপর কোনও ব্যক্তির হৃদয়ের এই ভাব প্রণিধান করিতে তুমি পারিবে না। তোমার পুরুষ বন্ধুরা তোমার এই সুখের দুর্দ্দশা বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু স্ত্রীলোকের নিকট হৃদয়ের এ আবেগ প্রচ্ছন্ন করিতে তোমার কখনই সাধ্য নাই! তোমার এই হৃদয়ের গতির প্রত্যেক কথা সরযু বুঝিয়াছেন, আর বুঝিয়াছেন, কাশীতে রাধিকার মাতৃকল্প সেই প্রৌঢ়া গিন্নী-মা। এই দুই জনের ব্যবস্থায় তুমি রাধিকাসুন্দরীর নিকট হইতে দূরে আসিয়াছ, এই দুই জন তোমাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ও গতি লক্ষ্য করিতেছেন।

ললিতমোহনের কণ্ঠস্বর, বাক্যের ভঙ্গী ও কথার ভাব আলোচনা করিয়া সরযুর মুখ বিষণ্ন হইল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, দূরে আসিয়াও তাঁহার বাবা অন্তরকে একটুও প্রকৃতিস্থ করিতে পারেন নাই, বরং যন্ত্রণার ভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন-কার কথা শুনিয়া বুঝিলেন, যাতনার তীব্রতা অতিশয় বাড়িতেছে এবং ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। মনে বড়ই কষ্ট হইল। অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"কাশীর কোনও সংবাদ পাইয়াছেন কি বাবা?"

ললিতমোহনের প্রাণ চমকিয়া উঠিল, মনে হইল, আবার সে কথা কেন? যে কথা ভুলিতে অহর্নিশি চেষ্টা করিতেছি, সে কথার উল্লেখে প্রয়োজন কি? ভুল, বিষম ভুল। যাহা আপনি ভুলিতে পার না ললিতমোহন, চেষ্টা করিয়া তাহা কি কখনও ভুলিতে পারিবে? যত চেষ্টা করিবে, ততই এই চেষ্টা তোমাকে অধিকতর বেষ্টন করিবে। ভগবানের কৃপা ব্যতীত এ অসাধ্য-সাধনে তুমি কখনই কৃতকার্য্য হইবে না।

যথাসাধ্য যত্নে মনকে স্থির করিয়া ললিতমোহন উত্তর দিলেন,—"না।"

সরযুবালা আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"দেওয়ানজীকে পত্র লিখিতে বলিয়াছিলেন কি বাবা?"

ললিতমোহনের উত্তর,—"না।"

সরযু আবার জিজ্ঞাসিলেন, "সেখান হইতে আর কাহারও পত্র পান নাই কি?"

"না।"

"আমাদিগের দুই চারি দিনের মধ্যে কাশীতে ফিরিবার সম্ভাবনা আছে কি?"

"না।"

"আমি চারিদিন পূর্ব্বে দিদি ঠাকুরাণীর পত্র পাইয়াছি। মা বড় অসুস্থ।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"বটে!"

সরযু বলিলেন, "আর কোনও সংবাদ এ চারি-দিন পাই নাই, আপনি একটা টেলিগ্রাফ করিয়া দেন না কেন বাবা।"

রাধিকার অসুস্থতার সংবাদ ললিতমোহনের অবিদিত নাই, সেই চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে অহর্নিশি জ্বালাইতেছে। এই অসুস্থতা যে বৃদ্ধি পাইয়া অচিরে সর্ব্বনাশ ঘটাইবে, ইহাই তাঁহার প্রধান আশঙ্কা। এরূপ আশঙ্কার স্থলে সংবাদ না লইয়া থাকা অসম্ভব। বলিলেন,—"আচ্ছা।"

এই সময়ে লক্ষ্মীর মা তথায় উপস্থিত হইল, বলিল,—"বাবা! আপনার রাত্রির খাবার আজি এ বাটী হইতে যাইবে।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"বেশ, আমি তবে এখন আসি, তুমি ব্যাকুল হইয়াছ জানাইয়া তোমার নামে টেলিগ্রাফ করিব।"

ধীরে ধীরে ললিতমোহন প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি অদৃশ্য হইলে সরযুবালা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ

করিয়া বলিলেন,—"হে বিশ্বনাথ! কেন তুমি এ দেব-দেবীর হৃদয়ে এ আগুন জ্বালিলে? যে পাপে এ পুণ্যাত্মাদের কেহই পদার্পণ করিবেন না, কেন তাঁহাদিগের মনে সেই প্রবৃত্তি জাগাইয়া এ সর্ব্বনাশ ঘটাইলে? কেন ভগবান্, সুখের রাজ্যে দারুণ হলাহল ছড়াইলে?" আবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সরযু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আবার কালীঘাট। সরযু প্রভৃতি সকলকে সঙ্গে লইয়া ললিতমোহন প্রাতে কালীঘাটে আসিয়াছেন। কেবল পূরণ দোবে বাটীতে আছে। কালীঘাটে যেরূপ বাসা পাওয়া যায়, সেরূপ বাসা ভাড়া করা হইয়াছে। সকলের স্নান ও দেবীদর্শন সমাপ্ত হইয়াছে, পাচিকা পাক আরম্ভ করিয়াছে, ঝি তাহার যোগাড় করিয়া দিতেছে; সরযু ও লক্ষ্মীর মা এক কক্ষে বসিয়া আছেন; বাটীতে অন্য লোকের প্রবেশ নিবারণের নিমিত্ত টহল সিং দ্বার-সমীপে উপবিষ্ট আর বাহিরের এক দাবায় চিন্তাকুল ললিতমোহন একাকী আসীন।

সদ্যঃস্নাতা মুক্তকেশী স্বভাবসুন্দরীর কেশরাশি যেন ক্রমেই অধিকতর ফুটিয়া উঠিতেছে। মনের আশা বহুগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। ললিতমোহন তাঁহার স্বামিসম্মিলনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পরের জন্য সততই প্রাণ দিতে প্রস্তুত, পরোপকারের নিমিত্ত তিনি অসাধ্যসাধনে তৎপর। সরযুর সেই বাবা যখন ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই মনের বাসনা পূর্ণ হইবে। আনন্দ দেহের উপর বড়ই আশ্চর্য্য শক্তি-সঞ্চার করে। আনন্দে সরযুর হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে এবং সর্ব্বাবয়ব যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। ললিতমোহন আরও ভরসা দিয়াছেন যে, মা কালীর কৃপায় অতি সত্বরই কামনা সিদ্ধ হইবে। সেই জন্যই তো লক্ষ্মীর মার পরামর্শে, ললিতমোহনের উদ্যোগে সরযু মা কালীর চরণে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট রোদন করিতে আসিয়াছেন।

লক্ষ্মীর মা সরযুকে বলিল,—"দিদি! আমি শুনিয়াছি, জামাইবাবু আজ কালীঘাটে আসিয়াছেন।"

সরযুর প্রাণ বড়ই চঞ্চল হইল। স্বামী এত নিকটে! যাঁহাকে বারেক দূর হইতে দেখিতে পাইলে তিনি অপরিসীম সৌভাগ্য জ্ঞান করেন, সেই স্বামী এত নিকটে আছেন; কিন্তু হায়! যাঁহার চরণসেবায় সরযুর নিত্য অধিকার, তাঁহাকে একবার দূর হইতে দর্শন করিতেও তাঁহার ক্ষমতা নাই। সরযু অধোমুখ।

লক্ষ্মীর মা আবার বলিল,—"তাঁহাকে যদি দূর হইতে তুমি দেখিতে পাও, তাহা হইলে চিনিতে পারিবে কি?"

সরযু বলিলেন,—"চিনিতে পারিব না? নিয়ত যাঁহার মূর্ত্তি আমার প্রাণের মধ্যে জাগিতেছে, আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিব না? তিনি আমাকে কখন দেখেন নাই; তিনি নিকটে আসিয়া দেখিলেও আমাকে চিনিতে পারিবেন না। কিন্তু আমি বিবাহের পর যে তিন দিন শ্বশুরবাড়ী ছিলাম, সে তিন দিন বার বার তাঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁহার চুল দেখিলে চিনিতে পারি, নাক দেখিলে চিনিতে পারি, পা দেখিলে চিনিতে পারি। তাঁহার একটা অঙ্গ দেখিলে চিনিতে আমার ভুল হয় না। কিন্তু দিদি! এ বৃথা আশ্বাস তুমি কেন দিতেছ? এখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবার কি উপায় হইতে পারে?"

লক্ষ্মীর মা বলিল, "উপায় যদি করিতে পারি, চেষ্টা করিব কি?"

সরযু আবার বলিলেন,—"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ লক্ষ্মীর মা? যদি অনেক চেষ্টা করিয়াও একবার মুহূর্ত্তমাত্রের জন্য তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে পার, তাহা হইলেও আমার জন্ম সফল হইবে। যদি একবার দূর হইতে দেখিতে পাওয়ার পরেই আমাকে মরিতে হয়, আমি তাহাতেও প্রস্তুত। দেখা দূরে যাউক দিদি! যদি তাঁহার পায়ের, যদি তাঁহার জুতার দুইটা ধুলা আনিয়া আমাকে দিতে পার, আমি তাহাও মাথায় ধরিয়া নারীজন্ম সার্থক করি।"

লক্ষ্মীর মা নীরব। তাহার চক্ষুতে জল আসিল; বলিল,—"বলিতে পারি না, কত জন্মের পুণ্যে পুরুষের ভাগ্যে এরূপ স্ত্রী ঘটে। এমন রত্ন পাইয়াও যে হেলায় হারাইল, তাহার ন্যায় অভাগা আর কে আছে?"

সরযু বলিলেন,—"ছি ছি, এমন কথা বলিও না দিদি। আমি জন্মজন্মান্তরে অশেষ পাপ করিয়াছি, সে জন্যই স্বামীর চরণে স্থান পাই নাই। তিনি দেবতা, যে দেবসেবা করিতে পায়, তাহারই সৌভাগ্য; আমার দুর্ভাগ্য, আমি দেবসেবার অধিকারিণী নহি। তুমি বলিতেছ দিদি,

এখানে আসিয়াছেন, কিন্তু তোমরা জানিলে কিরূপে ?”

লক্ষ্মীর মা বলিল,—“বাবা সকল পরিচয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় এ পর্য্যন্ত অনেক সন্ধান করিয়াছেন। বিশেষরূপে না জানিয়াই কি তিনি এ কথা বলিতেছেন ?”

সরযূ বলিলেন,—“বাবা যখন সন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন, তখন সকলই ঠিক হইয়াছে।”

তখন লক্ষ্মীর মা বলিল,—“আমাদের এ বাসা আমরাই ভাড়া করিয়াছি, কিন্তু পাশের এ বাড়ী অনেক লোক ভাড়া করিয়াছে ; এই বাটীতেই জামাইবাবু আছেন।”

উভয় বাসাই এক বাড়ীওয়ালার। ঘরের দেওয়াল নাই, বেড়া দেওয়া। সরযূ বুঝিলেন, এই বেড়ার বিপরীত দিকে তাঁহার আরাধ্য দেবতা অবস্থিতি করিতেছেন। ইচ্ছা হইল, এই সামান্য প্রতিবন্ধক দূর করিয়া তিনি দেবচরণে প্রণাম করিতে ধাবিত হইবেন, কিন্তু অসম্ভব।

লক্ষ্মীর মা আবার জিজ্ঞাসিল,—“তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলে উৎসাহে মত্ত হইবে না তো? জামাইবাবু তোমাকে চিনিতে পারেন, এমন কোন কাজ করিবে না তো ?”

সরযূ বলিলেন,—“না দিদি, যদি তোমাদের দয়ায় একবার দেখিতে পাওয়ার ভাগ্য হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চল হইয়া মাটীর পুতুলের মত চক্ষুর পাতা না ফেলিয়া তাঁহাকে দেখিয়া লইব। আর কিছুই আমি করিব না। যদি দেখিতেই পাই, আর তাহার পর যদি তিনি আমাকে দাসী বলিয়াই চিনিতে পারেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি ?”

লক্ষ্মীর মা বলিল,—“সে অনেক কথা। মোটা-মুটি বলিতেছি যে, তিনি চিনিতে পারিলে আমাদিগের ষড়যন্ত্র মাটী হইবে। তিনি অপরিচিতা স্ত্রী মনে করিয়া তোমাকে দেখেন, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।”

সরযূ বলিলেন,—“তাহাই হইবে লক্ষ্মীর মা! আমি সত্যই অপরিচিতা। অপরিচিতারূপেই স্থির হইয়া থাকিব। কিন্তু সত্যই কি তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে পারিবে লক্ষ্মীর মা ?”

লক্ষ্মীর মা বলিল,—“পারিব, চিন্তা করিও না, কোন ভয় নাই। এই বাসার বেড়ার যে জানালা দেখিতেছ, তুমি ঐ দিকে চাহিয়া থাক, তাহা হইলে যাহা দেখিতে চাহ, তাহাই দেখিতে পাইবে। আমি একটু চলিয়া যাইতেছি, শীঘ্র ফিরিব।”

লক্ষ্মীর মা প্রস্থান করিল। সরযূ একাগ্রচিত্তে অতিশয় আগ্রহের সহিত সেই বাতায়ন অভিমুখে নয়ন স্থির করিয়া রাখিলেন, সেই দিক্ হইতে নারীকণ্ঠোত্থিত সঙ্গীতধ্বনি, পুরুষের কলরব প্রভৃতি নানা প্রকার শব্দ সরযূর কর্ণে প্রবেশ করিতে থাকিল।

সহসা সরযূ দেখিলেন, সেই বাতায়নের অপর পার্শ্বে এক যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান। তাঁহার দেহের নিম্নভাগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু বক্ষঃস্থল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশ সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে।

আশা সফল হইল। সম্মুখে ঐ প্রসন্নকায় পুরুষই সরযূবালার স্বামী, সরযূবালার হৃদয়ের আরাধ্য। যুবার বর্ণ গৌর, মস্তকের কেশরাশি সযত্নে দ্বিধা বিভক্ত, ললাট প্রশস্ত, নয়ন উজ্জ্বল, কিন্তু নয়নতল কালিমাযুক্ত। যে মূর্ত্তি তিন দিন বার বার দর্শন করায় সরযূর হৃদয়ে পাষাণাঙ্কিত প্রতিমার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই মূর্ত্তি সশরীরে সরযূর নয়ন-সমক্ষে দণ্ডায়মান। সন্দেহ নাই, ভ্রান্তি নাই।

সরযূর চক্ষুতে পলক নাই, নাসাতেও বুঝি বা নিশ্বাস নাই, নয়নে জল নাই, অধরোষ্ঠে হাসি নাই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া নাই, আছে কেবল হৃদয়ের অতিদ্রুত গতি।

রজনীকান্ত দূর হইতে এই শোভাময়ী সুন্দরীকে দর্শন করিয়া মোহিত হইলেন। রূপের প্রবল মদিরা তাঁকে মত্ত করিয়া ফেলিল। তিনি যে সকল ঘৃণিত ভোগে জীবনযাপন করিয়া আসিতেছেন, তাহার কুত্রাপি এরূপ অতুলনীয় শোভার সমাবেশ দেখিতে পান নাই। সতীর দেহে যে অত্যদ্ভুত সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব হয়, কোন বিলাসিনীর বেশ-ভূষার অশেষ পারিপাট্যেও তাহা হইতে পারে না। সেই রূপোন্মত্ত পশু এই সুন্দরীকে লাভ করিবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল! সে রূপেরই দাস, ভোগকে সে প্রেম বলিয়া জানে এবং লালসাজনিত মত্ততাই তাহার বিবেচনায় ভালবাসার সার।

অভাগা রজনীকান্ত! যে সুন্দরীকে দেখিয়া তুমি আত্মহারা হইয়াছ, সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও যে সুন্দরীকে হস্তগত করিতে তুমি এখন পশ্চাৎপদ নও, জান কি নরাধম! সে তোমার কে? তোমার মতিচ্ছন্ন না হইলে, তুমি আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত না করিলে, এই সুন্দরীর সঙ্গসুখে পরম আনন্দে হাসিতে হাসিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ

করিতে এবং ঐ সতীলক্ষ্মী তোমার চরণসেবা করিতে করিতে অপার আনন্দভোগ করিতেন।

লক্ষ্মীর মা ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে বাতায়ন হইতে রজনীকান্তের মূর্ত্তি সরিয়া গেল। স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হইল। নন্দনের আলোক নিবিয়া গেল। সরযুর নয়নে বসুন্ধরা তমসাচ্ছন্ন হইল। সরযু তখন সংজ্ঞাহীনা কাষ্ঠপুত্তলিবৎ।

লক্ষ্মীর মা ডাকিল,—"দিদি! দিদি!"

কোন উত্তর নাই। তখন লক্ষ্মীর মা সভয়ে সরযুর গায়ে হাত দিয়া নাড়িতে নাড়িতে ডাকিল,—"দিদি! দিদি! কি দেখিতেছ? জানালায় ত কেহ নাই।"

তখন সরযুর সংজ্ঞা হইল, তিনি বলিলেন,—"লক্ষ্মীর মা, আর আমার দুঃখ নাই, আমার জীবন-জন্ম সার্থক হইয়াছে; এখনই যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও আমি দুঃখিত নই।"

তখন সরযু সেই ভূমিতলে শুইয়া পড়িলেন এবং বস্ত্রে বদনাবৃত করিয়া বালিকার ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক জন প্রতিভাশালী বরণীয় কবি বলিয়াছেন যে, রূপজ মোহের আকর্ষণ অতি প্রবল। এ কথায় কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, নতুনত্বের প্রতি মনুষ্যের আসক্তি অতিশয় বলবতী। যাহারা চিত্তকে সংযত করিতে অভ্যাস করে নাই, যাহারা যৌবনের অবারিত ভোগকেই জীবনের একমাত্র আনন্দ বলিয়া বুঝিয়াছে এবং যাহারা নিরন্তর ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির নিমিত্ত ব্যাকুল, তাহারা নূতনত্বেরই পক্ষপাতী। যে পদার্থ একবার ভোগ করা হইয়াছে, যে পদার্থের নূতনত্ব অপরিচিত হইয়াছে, তাহারা তৎসম্বন্ধে আকৃষ্টচিত্ত হয় না। এই নূতনত্বের প্রতি অনুরাগ নিবন্ধন পাষণ্ডেরা নিত্য নব নব ভোগের পদার্থ অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত। এজন্য স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়ার প্রতি দুর্ব্বৃত্তগণের আকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল। এজন্য পরমা সুন্দরী স্বকীয়াকে উপেক্ষা করিয়া ভোগাসক্ত ব্যক্তিরা অতি কুৎসিতা পরকীয়া-লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে। এই নূতনত্বের প্রতি অনুরাগ সংসারে অনেক অনর্থ ঘটাইয়াছে এবং বোধ হয়, মানব-জাতির অবসানকাল পর্য্যন্ত এই প্রবৃত্তি ঘোর অনর্থ উৎপাদন করিতে থাকিবে।

রজনীকান্ত চিরদিন অব্যাঘাতে কুসুম হইতে কুসুমে বিচরণ করিয়া আসিতেছে। ভোগের তৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কখনই হয় না। হৃদয়ের অনুরাগ মিশাইয়া, প্রাণের ভালবাসা মাখাইয়া, সে কখনও ভোগ করিতে শিখে নাই। এইরূপ অনিয়মিত ভোগীরাই নূতনত্বের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। সরযূবালাকে সে আপনার পত্নী বলিয়া জানিত না। এই সৌন্দর্য্যময়ী পূর্ণাঙ্গী যুবতীকে দেখিয়া সে কাণ্ড-জ্ঞানপরিশূন্য হইল এবং ভোগবাসনা নিবৃত্তির এই নূতন পদার্থ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সে হিতাহিত-বোধরহিত হইয়া পড়িল।

দুরাচার মতিলালকে রজনীকান্ত পরম হিতৈষী মিত্র বলিয়া স্থির করিল; কারণ, তাহারই উদ্যোগে এই নবীনা সুন্দরী রজনীকান্তের নয়নপথবর্ত্তিনী হইয়াছে। সে মতিলালের মুখে শুনিয়াছে, এই সুন্দরী নূতনেরও নূতন, যৌবনোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই সুন্দরীর স্বামী নিরুদ্দেশ। আকাঙ্ক্ষার মাত্রা অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে।

মতিলাল পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিল, রজনীকান্ত তাহার সহিত অনেক পরামর্শ করিল; যদি সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াও এই সুন্দরীকে হস্তগত করিতে পারা যায়, রজনী তাহাতেও কৃতসঙ্কল্প হইল। স্থির হইল, মতিলাল সুযোগ করিয়া দিবে এবং রজনী সুন্দরীকে লইয়া পলায়ন করিবে। তাহার পর অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। সে জন্য এক্ষণে চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই।

মতিলাল বুঝিল, কোন প্রকারে সরযূবালাকে সরাইয়া দূরে আনিতে পারিলেই তাহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। যে কুলটার সহিত রজনীর সম্প্রীতি-সম্বন্ধ, সে রাক্ষসীবিশেষ। যথাকালে তাহাকে সকল কথা জানাইলে সে রজনীর গলায় কাপড় দিয়া শতমুখী প্রহার করিতে করিতে ধরিয়া লইয়া যাইবে। তখন গৃহবহিষ্কৃতা সরযূর সতীত্বের গৌরব থাকিবে না, কোন আত্মীয়-স্বজন থাকিবে না। তখন মতিলালের আশ্রয় ব্যতীত সরযূর আর গতি থাকিবে না। বলে হউক, ছলে হউক, মতিলাল তাহাকে হস্তগত করিবেই করিবে।

এই পরামর্শ আঁটিয়া নরাধম মতিলাল তৎক্ষণাৎ ললিতমোহনের নিকটস্থ হইল। সরযূবালা স্বামীকে দেখিতে পাইয়াছেন এবং রজনীও অপরিচিত নারী-বোধে আপনার স্ত্রীকে দেখিয়াছেন। সরযূর এই সামান্য সৌভাগ্যোদয়েই আনন্দের সীমা নাই।

ললিতমোহন সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং এই যোগাযোগের নিমিত্ত মতিলালের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। যখন মতিলাল নিকটস্থ হইল, তখন ললিতমোহন এক দীন ব্রাহ্মণের সহিত কথা কহিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ অতি শীর্ণ, রোগকাতর এবং নিতান্ত দরিদ্র। তিনি ললিতমোহনকে বলিতেছেন, —"আমি ভিক্ষার জন্য আজ চারি দিন হইতে কালীঘাটে যাওয়া আসা করিতেছি; ভিক্ষা করিতে জানি না, বিশেষ রোগে কাতর, দৌড়াদৌড়ি করিয়া লোকের কাছে যাইতে পারি না, কাজেই শ্রম হইতেছে, ফল কিছু হইতেছে না। পরিবার অনেক, জীবনধারণের কোন উপায় নাই। আপনার ভাব দেখিয়া বুঝিয়াছি, আপনি মহাশয়। আপনাকে এই স্থানে একা পাইয়া দুঃখের কথা জানাইলাম।"

ব্রাহ্মণের কথা ললিতমোহনের হৃদয়ে আঘাত করিল। তিনি আদরের সহিত সেই ভিক্ষুককে আপনার আসনে বসাইলেন। বলিলেন,—"আপনি এ বেলা আমাদের এইখানেই আহার করুন, আহারান্তে আমা দ্বারা আপনি যে যৎসামান্য সাহায্য পাইবেন, তাহা লইয়া যাইবেন।"

ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিয়া যখন ললিতমোহন তাঁহার সাংসারিক অবস্থার পরিচয় গ্রহণ করিতেছেন, সেই সময় ভল্লুকোপম মতিলাল তাঁহার নয়নে পড়িল। অতি সমাদরে তিনি তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। মতিলাল অঙ্গুলিসঙ্কেতে ললিতমোহনকে উঠিয়া আসিতে বলিল।

ললিতমোহন উঠিয়া আসিয়া বলিলেন,—"আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন। বুঝিতে পারিয়াছি, আপনি পরোপকারী যথার্থ ভদ্রলোক। আপনার কথায় আমাদিগের কোনই অবিশ্বাস নাই। মিলনের সম্বন্ধে আপনি আর কি পরামর্শ স্থির করিয়াছেন বলুন।"

মতিলাল বলিল,—"সকলই ঠিক করিয়াছি। কল্যই বোধ হয় রজনীকে তাহার স্ত্রীর বাসায় পাঠাইয়া দিতে পারিব; কিন্তু সে যদি স্ত্রী বলিয়া জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহার মনের ভাব বদলাইয়া যাইবে। আমি এ কাল পর্য্যন্ত অনেকবার তাহার সহিত স্ত্রীর কথা বলিয়াছি, সে স্ত্রীর নাম শুনিলে চটিয়া উঠে; আর স্ত্রীর খোঁজখবর লইতে বা তাহার সহিত দেখা করিতে সে নিতান্ত নারাজ; অতএব আপনি এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবেন।"

ললিতমোহন বলিলেন, "আমি এরূপ অনেক পুরুষের সংবাদ জানি, তাহারা আপনার স্ত্রীর সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া কুকাজে মাতিয়া থাকে, কিন্তু ইহাও জানি, যদি কখনও ঘটনাক্রমে স্ত্রীর সহিত একবার সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে সেরূপ লোকও অনেক সময়ে ফিরিয়া যায়। সাক্ষাতের সম্বন্ধে আপনি কি ব্যবস্থা করিতেছেন বলুন?"

মতিলাল বলিল,—"পাঠাইয়া দিব, আপনারা তাহাকে হাতে রাখিয়া কাজ করিবেন। দেখাসাক্ষাৎ বোধ হয় বাটীতে হইবে না। সে তাহাতে সম্মত হইবে না, বোধ হয়, ভয়ও পাইবে। স্থানান্তরে লইয়া যাইতে চাহিবে, সে বিষয়ে আপনার কি মত?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"তাহাতে আমার অমত নাই, কিন্তু সে যদি মাতাল ইয়ারদের মধ্যে বা মন্দ স্থানে লইয়া যায়, তাহাতে আমি মত দিতে পারিব না"

মতিলাল বলিল, "ঠিক কথা। এ বিষয়ে রীতিমত সাবধান হইয়া আপনি কাজ করিবেন। আমি এখন আসি, যদি কোন নূতন ব্যবস্থা হয়, তাহা আমি আপনাকে জানাইব। আপনারা বোধ হয়, এখনই আহিরীটোলায় ফিরিবেন?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"বোধ হয়, আরও ঘণ্টা দুই দেরী হইবে। আপনার পরোপকার-চেষ্টায় আমি অতিশয় সুখী হইয়াছি; ভগবান্ নিশ্চয়ই আপনার মঙ্গল করিবেন। কালই অনুগ্রহপূর্ব্বক সংবাদ দিবেন।"

মতিলাল প্রণাম করিয়া বলিল,—"নিশ্চয়।"

সে প্রস্থান করিল, তাহারই ব্যস্ততা বোধ হয় বেশী। কোন প্রকারে রজনীকান্তের দ্বারা সরযু-বালাকে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে পারিলেই সে যে রজনীকান্তকে তাড়াইতে পারিবে এবং রজনীকে দূর করিতে পারিলেই সরযু তাহারই হইবে, তদ্বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং সে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

অতিথি ব্রাহ্মণ পরিতোষ সহকারে আহার করিলেন, বাসার সকলের আহারাদি শেষ হইল। তখন ললিতমোহন সেই ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া বাজারে আসিলেন এবং তাঁহাকে এক মণ চাউল, চারিখানি বস্ত্র, নগদ দুইটি টাকা এবং মুটিয়া ভাড়ার কিঞ্চিৎ পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন। ব্রাহ্মণ অশ্রুপূর্ণনয়নে ললিতমোহনকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, সে কথা শুনিবার নিমিত্ত কোন অপেক্ষা

না করিয়া ললিতমোহন অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

ললিতমোহনের অনুপস্থিতিকালে লক্ষ্মীর মাকে একবার বাহিরে আসিতে হইল! এক ভিখারিণী অনেকক্ষণ হইতে চারিটি পাত্রাবশিষ্ট অন্নের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিল। আহারের পর অনেকগুলি ভাত বাঁচিয়া গেল, সেইগুলি তাহাকে দিবার নিমিত্ত লক্ষ্মীর মা বাহিরে আসিল। যেখানে ভিখারিণী দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ পথ। লক্ষ্মীর মা আসিয়া দেখিল, সে সঙ্কীর্ণ পথে এক যুবা পাদচারণা করিতেছেন, লক্ষ্মীর মা সবিস্ময়ে চিনিল, সেই যুবা রজনীকান্ত মিত্র। বাতায়নে অলক্ষ্যে লক্ষ্মীর মা তাঁহাকে দেখিয়াছিল, আজ দেখার পূর্ব্বে দূর হইতে ললিতবাবুর পরামর্শক্রমে সে তাঁহাকে চিনিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে লক্ষ্মীর মা মুখ খুব গম্ভীর করিল এবং রজনীবাবুর দিকে দৃক্পাত করিয়া ভিখারিণীর নিকট হাঁড়ি রাখিয়া দিয়া বলিল,—"দাঁড়াও তুমি, আবার ডাল তরকারী আনিতেছি।"

রজনীকান্ত নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"এই বাড়ীতে ললিতবাবু নামে একটি ভদ্রলোক আছেন কি গা?"

লক্ষ্মীর মা মুখ তুলিল না। সে দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। বলিল,—"হাঁ"।

সে আর কোন কথা না বলিয়া বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল। অন্তরালে আসিয়া সে আপনার মনে হাসিয়া ফেলিল, তাহাকে হাসিতে দেখিয়া সরযু জিজ্ঞাসিলেন,—"হাসিতেছ কেন দিদি?'

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"—ইঁদুর খাঁচায় ঢুকিবার পথ খুঁজিতেছে।"

যে বাতায়ন দিয়া রজনীকান্তের মূর্ত্তি সরযুর নয়নে পড়িয়াছিল, তাহার এক দিকে একটা বাঁশের আলনা খাটান ছিল। লক্ষ্মীর মা তাহার উপর দুইখানি ভিজা কাপড় ছড়াইয়া দিয়া দেখার পথ বন্ধ করিয়াছিল। সরযুকে সে ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আসিতে বারণ করিয়া আসিল। ডাল-তরকারী লইয়া লক্ষ্মীর মা আবার বাহিরে আসিল। দেখিল, তখনও রজনীকান্ত সেই স্থানেই পরিক্রমণ করিতেছেন। লক্ষ্মীর মা পূর্ব্ববৎ মুখ ভার করিল এবং সে দিক হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিল।

রজনীকান্ত আবার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"চলিয়া যাইতেছ কেন? দাঁড়াও না। মানুষের সহিত কথা কহিলে মানুষের গা পচিয়া যায় না।" লক্ষ্মীর মা দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না। রজনীকান্ত কহিলেন,—"তোমার সহিত দুইটা দরকারী কথা আছে। দয়া করিয়া শুনিবে কি?"

ভিখারিণী অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আপনার সহিত কখনও জানা-শুনা নাই; আমাকে বলিবার কথা আপনার কি আছে, বুঝিতেছি না। আমি এখন বড় ব্যস্ত।"

রজনী বলিলেন,—"বেশী কথা আমি বলিব না। জানা-শুনা কাহারও সহিত কাহারও থাকে না, ক্রমে হয়। তুমি মনে করিলেই আমার অনেক উপকার করিতে পার; তুমি যদি দয়া কর, তাহা হইলে একটা কথা তোমাকে জানাই; কেবল কথাটার উত্তরের জন্য তুমি যাহা চাহ, তাহাই আমি দিতে সম্মত আছি।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"চাহিবার কথা এখন থাকুক, টাকাকড়ি আমরা দুই হাতে বিলাইয়া থাকি, সে লোভ দেখাইয়া কাজ নাই, আপনার উপকারের কথা বলিতেছেন, কি করিলে আপনার উপকার হইবে, সে কথাটা আগে বলুন।"

রজনী বলিল,—"তোমাদের সঙ্গে একটি দুনিয়ার সেরা সুন্দরী আছেন?"

"আছেন।"

"আমি তাঁহাকে একবার দেখিয়াছি।"

"বড় অন্যায় করিয়াছেন। লুকাইয়া সতীসাবিত্রী পরস্ত্রীকে দেখা বড়ই দোষ।"

"যে দোষ একবার করিয়াছি, তাহাই আর একবার করিতে চাহি। দোহাই তোমার, আমি পায়ে ধরিতেছি, ইহার উপায় তোমার করিয়াই দিতে হইবে।"

লক্ষ্মীর মা গম্ভীরভাবে বলিল,—"হইবে না। যদি কোন কথা থাকে, এখানে তাহা বলিবার স্থান নহে। কথার দরকার হইলে কলিকাতার বাসায় গিয়া বলা উচিত।"

দ্বার রুদ্ধ করিয়া লক্ষ্মীর মা ভিতরে চলিয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রজনী প্রস্থান করিল।

ললিতবাবু তখনই একখানি গাড়ী সদর রাস্তায় রাখিয়া বাসায় আসিলেন, জিনিসপত্র গোছাইয়া লইয়া সকলে প্রস্থান করিলেন। স্থূলবস্ত্রে দেহ সমাচ্ছন্ন করিয়া ঝি, পাচিকা ও লক্ষ্মীর মার সহিত সরযুবালা গাড়ীতে উঠিলেন। টহল সিং ও ললিতমোহন গাড়ীর ছাদের উপর বসিলেন। সবিস্ময়ে ললিতমোহন ও লক্ষ্মীর মা দেখিলেন,

রজনীকান্ত ও তৎপশ্চাতে মতিলাল দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আছেন। গাড়ী চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেই দিন সন্ধ্যার পর মতিলাল আহিরীটোলার বাসায় আসিয়া ললিতমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিল। যে সময় সে আসিল, তখন লক্ষ্মীর মা তথায় উপস্থিত ছিল; মতিলাল আসিতেছে জানিয়াই সে পার্শ্বস্থ বারান্দার দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিল; ব্যস্ততা যেন মতিলালেরই বেশী। সে অনেক আগ্রহ প্রকাশ করিল, অনেক হিতৈষিতার কথা বলিল, অনেক সাবধানতার উপদেশ দিল, আপনার সততার অনেক পরিচয় জানাইল, নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারের জন্য সে কষ্ট স্বীকার করিতেছে বলিয়া আপনাকে আপনি সুখ্যাতি করিল এবং যাহাতে দুই এক দিনের মধ্যে সকলের বাসনা পূর্ণ হয়, সে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবে বলিয়া অনেক ভরসা দিল। ললিতমোহন তাহার কথা অনুমোদন করিলেন এবং তাহাকে হিতৈষী বলিয়া স্বীকার করিলেন। মতিলাল বিদায় হইলে লক্ষ্মীর মা দেখা দিল এবং বলিল—"বাবা, আপনি এই মতিলালকে কিরূপ বুঝিতেছেন?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"অতি মন্দলোক বলিয়াই বুঝিতেছি; ইহার অভিসন্ধি খুব খারাপ, কিন্তু ইহার জন্যই রজনীকান্তকে পাওয়া গিয়াছে, যা'র সহিত দূর হইতেও একবার চক্ষুর মিলন হইয়াছে, ইত্যাদি কারণে এই মতিলালকে আমি তাড়াইয়া দিতেছি না"।

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আমারও ঠিক সেই বিশ্বাস। আজই ইহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, এ যদি নিজে একবার দিদি ঠাকুরাণীর সহিত দেখা করিতে পায়, তাহা হইলে তাঁহাকে অনেক কথা শিখাইয়া দিতে পারে, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, লোকটার মতলব নিশ্চয়ই খুব খারাপ। এ লোকটাকে আমরা প্রথমে যে দিন কালীঘাটে দেখিয়াছি, তখনই বুঝিয়াছি, ইহার মত ইতর লোক আর নাই। আর এ বিষয়ে মতিলালের এ আগ্রহ দেখিয়াও আমার বড়ই সন্দেহ হইয়াছে। এইরূপ নীচ লোক যে পরোপকারের জন্য এত ছুটাছুটি করিতেছে, ইহা তো আমার কোন মতেই বোধ হয় না।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ। ইহার অভিপ্রায় যে মন্দ, সে বিষয়ে আমার আর কোনই সন্দেহ নাই, তুমি রজনীকান্তের সহিত একটু ভাল রকম আলাপ করিয়া লইতে পারিলে, মতিলালের যাতায়াত আমি বন্ধ করিয়া দিব।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আজ তাঁহার সঙ্গে প্রথম কথা কহিয়াছি। আর একবার দেখা হইলেই আমি ভাল করিয়া তাঁহাকে বুঝিয়া লইব। তাহার পর কি হইবে?"

ললিতমোহন বলিলেন, "তাহার পর অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে।"

লক্ষ্মীর মা চলিয়া আসিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কুলটার সহিত রজনীকান্তের ঘনিষ্ঠতা ছিল, মতিলাল তাহাকে অনেক কথা জানাইয়াছিল। তাহার সাহায্য অনেক সময়ই আবশ্যক। সেই কুলটা যখন শুনিয়াছিল যে, রজনীকান্তের সহধর্ম্মিণী বিশেষ আয়োজনে এত দিন পরে কলিকাতায় আসিয়াছেন, তখন জন্মের মত সর্ব্বনাশ করিয়া দেওয়াই উচিত! রজনীকান্ত কুলটার হাতেই আছে, সরযুবালা তাহাকে কুলটার হাতছাড়া করিয়া লইতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না, তথাপি শত্রুর শেষ করাই কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে মতিলাল তাহাকে যে সমস্ত পরামর্শ জানাইয়াছিল, কুলটা সে সমস্ত সিদ্ধান্ত অকাট্য বলিয়া মনে করিয়াছিল। রজনীকান্ত দ্বারা সরযুকে ভুলাইয়া মতিলাল হাতে আনিবে এবং তাহার সর্ব্বনাশ করিবে, ইহা উত্তম পরামর্শ বলিয়া সে বুঝিয়াছিল। বিশেষতঃ এরূপ সৎকার্য্যে মতিলাল এক জন সিদ্ধহস্ত মহাপুরুষ। এরূপ কার্য্যে মতিলাল অর্থব্যয় করিতে অকাতর। যে নারী তাহার একবার মন আকর্ষণ করে, সে তাহাকে হস্তগত না করিয়া ছাড়িবার পাত্র নহে। তাহার পর স্বামীর চক্ষুতে সরযুবালার আর কোন মূল্য থাকিবে না। উপপত্নীকে ব্যভিচারিণী জানিয়াই পুরুষে আদরে গ্রহণ করে, কিন্তু স্ত্রী চরিত্রহীনা বলিয়া সন্দেহ হইলে স্বামী কখনও তাহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না। রজনীকান্তকে আবশ্যক হওয়ায় মতিলাল সেই কুলটার শরণাগত হইয়াছে।

লক্ষ্মীর মা ও ললিতমোহন মতিলালের ভাবভঙ্গী আলোচনা করিয়া ঠিক এইরূপই সন্দেহ করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সরযুবালার শয্যার নিকটেই লক্ষ্মীর মা শয়ন করিয়া থাকে। আজি কালীঘাট হইতে সরযু বড়ই প্রসন্নমনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মনে বড় আশা হইয়াছে। যখন একবার দেখা পাওয়া গিয়াছে, তখন আবারও দেখা পাওয়া যাইবে। তাহার পর নিশ্চয়ই তিনি দাসীকে দাসী বলিয়া স্বীকার করিবেন, কিন্তু তিনি কৃপা করিয়া এখানে পদধূলি দিলেও, বাবা, লক্ষ্মীর মা আমাকে দেখা করিতে দিবেন না বলিতেছেন কেন ?

ধীরে ধীরে অনুচ্চস্বরে সরযুবালা ডাকিলেন,—"লক্ষ্মীর মা! ঘুমাইয়াছ কি দিদি ?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"না, কেন ডাকিতেছ ?"

সরযু অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিলেন না। শেষে সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তিনি আসিলে আমি যদি দূর হইতে তাঁহাকে একটা প্রণাম করি, তাহাতে তোমাদের আপত্তি আছে কি ?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"কিছু না, হয় তো তোমাকে তাহাই করিতে বলিব; কিন্তু নিকটে যাইতে বা কথা কহিতে দিতে আমরা এখন চাহি না।"

সরযু বলিলেন,—"কেন লক্ষ্মীর মা! আমি তাঁহার জিনিস, যদি তিনি দয়া করিয়া আমার সহিত একটা কথা কহিতে ইচ্ছা করেন, আমাকে নিকটে যাইতে আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে তোমরা তাহা করিতে দিবে না কেন দিদি ?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"তুমি তাঁহার জিনিস সত্য, কিন্তু তিনি তো অনেকের জিনিস।"

সরযু বলিলেন,—"হইলেনই বা তিনি অনেকের। আমি দাসী, প্রভুর ইচ্ছামত কাজ কেন না করিব ?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"তাই তো করিতে হইবে, সেই জন্যই তো এত আয়োজন; কিন্তু বুঝিয়া দেখিতে হইবে, বাজাইয়া লইতে হইবে, তাঁহার মতলব কি। কোথাকার জল কোথা গিয়া দাঁড়াইবে। এ সকল না ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিলে, একেবারে গড়াইয়া পড়িলে বড়ই অনিষ্ট হইবে।"

সরযু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—"কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া হইবে না কি লক্ষ্মীর মা ?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"হয়, হইবে, এত দয়ায় কাজ নাই দিদি, তিনি হয় তো কাহারও কেনা গোলাম, হয় তো তোমাকে লইয়া একটা তামাসা করিতে চাহেন, হয় তো তোমাকে একটা বিপদেই ফেলিবেন, তাঁহাকে বিশ্বাস নাই। আগে বুঝিতে হইবে, তোমার প্রতি তাঁহার টান পড়িয়াছে কি না, আগে বুঝিতে হইবে, তোমাকে হাতে পাইলে তিনি তোমাকে স্ত্রী জানিয়া স্ত্রীর মত মর্য্যাদা করিবেন কি না, তাহার পর তুমি স্বহস্তে তাঁহার পা ধোয়াইয়া সেই চরণামৃত খাইও, মাথার চুল দিয়া তাঁহার পা মুছাইয়া দিও, কিন্তু এখন তুমি দিদি! উতলা হইতে পাইবে না।"

সরযু নীরব। এই সকল কথার কোন উত্তর দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"কাশীর টেলিগ্রামের কথা বাবাকে জানাইয়াছ কি ?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"না। তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই; অকারণ আমার এ কথা জানান ভাল নয় বলিয়া মনে হইয়াছে।"

সরযু চিন্তা করিতে লাগিলেন, সরযুর নামে কাশী হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে। দেওয়ান জীবনহরি জানাইয়াছেন, রাণীমার শরীর ভাল আছে; তিনি তীর্থপর্য্যটনে যাইতেছেন। এ সংবাদ সরযুবালা বড়ই অমঙ্গলসূচক বলিয়া মনে করিয়াছেন। অনেক তীর্থপর্য্যটন করিয়া রাধিকাসুন্দরী কাশীতে আসিয়া বাস করিতেছেন। এ স্থান হইতে জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার আর দিনেকের জন্যও স্থানান্তরে যাইবার বাসনা ছিল না, তবে কেন তিনি সহসা তীর্থপর্য্যটনের সংকল্প করিয়াছেন ? সরযু বুঝিলেন, নিশ্চয়ই রাধিকাসুন্দরী প্রাণের আবেগ কোনমতে শান্ত করিতে পারিতেছেন না, নিশ্চয়ই তিনি যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে শয্যাকণ্টকী রোগের ন্যায় স্থান পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তিনি হৃদয়ের দুঃসহ জ্বালা-নিবৃত্তির নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং ভিন্ন ভিন্ন চিন্তায় আত্মনিয়োজন করিতে কামনা করিয়াছেন। বৃথা এ চেষ্টা। যদি মনের চেষ্টায় মনের গতি না ফিরে, যদি আপনাকে আপনি শান্ত করিতে না পারেন, যদি হৃদয় হইতে প্রবৃত্তিকে স্বহস্তে ছিঁড়িয়া ফেলিতে না পারেন, তাহা হইলে কোন উপায় নাই। বিভিন্ন স্থান, বিভিন্ন দৃশ্য, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন কার্য্য এবং বিভিন্ন চেষ্টা এ ব্যাপারে কোনই সহায়তা করিবে না। সরযুর সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত।

সরযু আবার ভাবিতেছেন, টেলিগ্রাম বলিতেছে,

রাধিকাসুন্দরী ভাল আছেন; মিথ্যা কথা। তাঁহারই আদেশে দেওয়ানজী এইরূপ মিথ্যা সংবাদ পাঠাইয়াছেন। যে আগুন তাঁহার প্রাণের ভিতর জ্বলিতেছে, তাহাতে ভাল থাকার কোন সম্ভাবনা নাই। আমার বোধ হইতেছে, এই অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। তিনি কখনই ভাল নাই, কিন্তু আমাদিগকে অকারণ অসুস্থতার সংবাদ দিয়া ব্যস্ত করিবার প্রয়োজন নাই, এই জন্যই তাঁহার আদেশে দেওয়ানজী মিথ্যা সংবাদ দিয়াছেন, বড়ই চিন্তার বিষয়। এমন ধর্ম্মশীলা পুণ্যময়ী দেবী কখনও আর দেখি নাই! ভগবান্! তাঁহার কেন এইরূপ মতিভ্রম ঘটাইলে?

আর ললিতমোহন আমার পিতৃস্বরূপ অথবা গর্ভের সন্তানস্বরূপ, এমন পরোপকারী মনুষ্য আর কখনও হয় না। তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা নীরবে তাঁহাকে পুড়াইতেছে। মুখে তাহার কোনই প্রকাশ নাই, ব্যবহারে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি, তাঁহার ভাব, সকলই বলিয়া দিতেছে যে, ললিতমোহন এখন আর সে ললিত মোহন নহেন।

রাধিকাসুন্দরী ও ললিতমোহনের মিলন হইলে কি অদ্ভুত অতুলনীয় সম্বন্ধ হইত! কিন্তু কোন উপায় নাই, কল্পনাতেও কোন পক্ষেরই তাহা ভাবিতে অধিকার নাই। তবে কি হইবে? এ আগুন নিবিবে কিসে?

সরযূ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আবার ভাবিলেন, শুনিয়াছি, ললিতমোহন চিরদিনই বড় পাপাসক্ত; কিন্তু আমরা তো তাহার কোন চিহ্নও দেখি নাই, কেবল দেবত্ব ও পুণ্যময়ত্বই তো দেখিতেছি। যদি তিনি কখনও পাপাচরণ করিয়া থাকেন, সে পাপের কোনই প্রলেপ তাঁহার প্রাণে লাগে নাই, সে পাপ তাঁহার দেবত্বের একটুও অপচয় করিতে পারে নাই। দেবতারা সময়ে সময়ে অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু তাহা তাঁহাদের লীলাপ্রকাশ মাত্র। আমার বাবা যদি কখনও পাপ করিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহার লীলা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

রজনীকান্তের চিন্তায়, ললিতমোহন ও রাধিকাসুন্দরীর অবস্থা আলোচনায় এবং নিজের ব্যাকুলতায় সমস্ত রাত্রিই সরযূবালার নিদ্রা হইল না। প্রত্যুষে একটু তন্দ্রা আসিলে সরযূ স্বপ্ন দেখিলেন,—রজনীকান্ত দূরে দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। সরযূ ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটস্থ হইতেছেন। নিদ্রার আবেশে তিনি বলিলেন,—"দাসী এত দিন চরণসেবা করে নাই বলিয়া অভিমান করিও না।"

লক্ষ্মীর মা তাঁহার গা নাড়িতে নাড়িতে 'কি স্বপ্ন দেখিতেছ দিদি!' বলিয়া সরযূর ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল। সরযূ উঠিয়া বসিলেন। স্বপ্নের আবেশে যে আনন্দের মোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা চলিয়া গেল। তখন সরযূ অঞ্চলের বস্ত্রে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

হৃদয়কে শান্ত করিয়া সরযূ শয্যা ত্যাগ করিলেন, লক্ষ্মীর মা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বেলা সাড়ে সাতটার সময় ললিতমোহনবাবুর বাসায় যাইবার অভিপ্রায়ে লক্ষ্মীর মা দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া দেখিল, এক যুবা সতৃষ্ণনয়নে তাহাদের বাটীর দিকে চাহিতে চাহিতে রাজপথে পরিভ্রমণ করিতেছেন। সহজেই লক্ষ্মীর মা চিনিতে পারিল—সে যুবা রজনীকান্ত। নিকটস্থ হইয়া রজনীকান্ত বলিলেন,—"কালি কালীঘাটে তোমাকে দেখিয়াছিলাম।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আজি আবার এখানেও দেখিতেছেন, এত ঘন ঘন সাক্ষাৎ কেন বলুন দেখি?"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি, তোমার নাম লক্ষ্মীর মা। তোমার নিকট আমার অনেক প্রার্থনা আছে।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"অনেক যদি হয়, তবে এখন থাক্, আমার অনেক কাজ।"

লক্ষ্মীর মা মুখ ভার করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিতেছে দেখিয়া রজনীকান্ত বলিলেন,—"তুমি আমার কথা না শুনিয়া যাইও না। আমি তোমাকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিব, তুমি আমার কথা রাখ।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"পথে দাঁড়াইয়া কথা হইবে না; আপনি ভিতরে আসুন।"

রজনীকান্ত কৃতার্থ হইলেন। যখন নরম হইয়াছে, তখন আর যাহা বলিব, তাহাও শুনিবে। লক্ষ্মীর মার সহিত রজনী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এক জন অপরিচিত যুবাকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মীর মা বাটীতে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়াও ললিতমোহন বাবুর আজ্ঞা অনুসারে পূরণ দোবে

কোনও আপত্তি করিল না। দ্বারবানের ঘরের বিপরীত দিকে আর একটি খালি ঘর ছিল, লক্ষ্মীর মা সেই ঘরে রজনীকে বসাইল এবং বলিল,—"বেশী কথা আমি ভালবাসি না, অধিক আড়ম্বরে কাজ নাই; আপনার মনের কথা আপনি স্পষ্ট করিয়া বলুন, কোন সঙ্কোচের প্রয়োজন নাই; কোন লোভ দেখাইলেও ফল হইবে না। দেখিতেছি, আপনি ভদ্র-সন্তান, কাল কালীঘাটে একবার আপনি আমার কাছে আসিয়াছিলেন, আজি আবার সন্ধান করিয়া আমাদের বাসাতে আসিয়াছেন, কাজেই আপনার কথা শুনিয়া উচিত উত্তর দেওয়া আবশ্যক। বলুন আপনার কথা।"

রজনী ভাবিলেন, এ স্ত্রীলোকের নিকট কোনরূপ বাজে কথা চলিবে না, বিশেষ তাঁহার প্রাণের যেরূপ ব্যাকুলতা, তাহাতে গৌরচন্দ্রিকা ভাল লাগিতেছে না। বলিলেন,—"কালি কালীঘাটে তোমাদের সঙ্গে যে সুন্দরীকে দেখিয়াছি, তিনি কে?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"এক জন অপরিচিত পুরুষকে কুলবধূর পরিচয় কখনও বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। তাহা জানিয়াও আপনার কোন লাভ নাই। আগে আপনাকে জানা থাকিলে, না হয় পরিচয়ের কথা হইত।"

তখন রজনীকান্ত বলিলেন,—"লক্ষ্মীর মা! তুমি স্ত্রীলোক, স্বভাবতঃ তোমাদের কোমল প্রাণ। তুমি বুঝিতেছ না, আমি এই সুন্দরীকে দেখিয়া অবধি পৃথিবীর সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়াছি। তুমি দয়া কর—আমাকে রক্ষা কর।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আপনাকে দয়া করিতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আপনি যদি সেই সুন্দরীকে একবার দেখিয়াই আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আপনার প্রাণে কোন বল নাই। দৈবাৎ কোন সুন্দরী নজরে পড়িলে যে পুরুষ আত্মহারা হইয়া যায়, তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই, সে হয় ত অনেকবার এমন আত্মহারা হইয়াছে, আর পরেও এইরূপ আত্মহারা হইবে।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"কি বলিব লক্ষ্মীর মা! কি বলিয়া তোমাকে বুঝাইব? তুমি নারী, পুরুষের মনের ভাব তোমরা বিশেষ অনুমান করিতে পার বলিয়া সুখ্যাতি আছে; আমাকে বিশ্বাস কর, আমি সত্য বলিতেছি লক্ষ্মীর মা! জীবনে রূপ দেখিয়াছি অনেক, কিন্তু এরূপ রূপ কখনও দেখি নাই। স্বীকার করিতেছি লক্ষ্মীর মা! আমি বড় পাষণ্ড, কিন্তু সত্য বলিতেছি, এরূপ মত্ততা ইহার পূর্ব্বে আমার কখনও হয় নাই। কি করিলে তোমার বিশ্বাস হইবে? কি উপায়ে তোমাকে আমার মনের ভাব বুঝাইব? লক্ষ্মীর মা! আমি তোমার শরণাগত হইয়াছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর, নতুবা আমার জীবন থাকিবে না।"

লক্ষ্মীর মা মনে মনে বুঝিল, ঔষধ ঠিক ধরিয়াছে। ইঁদুর খাঁচায় পড়িয়াছে, বঁড়শীতে মাছ বিঁধিয়াছে; বলিল,—"আপনি এখন চলিয়া যান, আমার সঙ্গিনীর পরিচয়ে আপনার প্রয়োজন, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব, আপনার মত অপরিচিত লোককে তাঁহার পরিচয় জানান উচিত কি না, আর এক দিন আসিলে আপনার কথার উত্তর শুনিতে পাইবেন। আগেই বলিয়াছি, আমার এখন অনেক কাজ, আমি এখন আর দাঁড়াইতে পারিব না।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"যাইও না লক্ষ্মীর মা। আর একটা কথা না শুনিলে তোমাকে যাইতে দিব না। তোমরা নিঃসহায় নহ, দরিদ্র নহ, আর মন্দ চরিত্রের লোক নহ; এখানে ললিতমোহন বাবু নামে এক মহাশয় লোক পাশের বাটীতে রহিয়াছেন, তিনি তোমাদের অভিভাবক; তাঁহার সঙ্গেও দ্বারবান্ আছে, আরও লোক আছে। তোমাদের এ বাটীতেও দ্বারবান্, তিন চারি জন স্ত্রীলোকও আছেন; এরূপ স্থলে নিতান্ত পাগল না হইলে কখনও কোন লোক কোনরূপ দুষ্ট অভিপ্রায়ে আসিতে সাহস করে না। সত্যই লক্ষ্মীর মা! আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে এখানে আসি নাই, সত্যই আমি আত্মহারা হইয়াছি। সত্য বটে, তুমি আমাকে এখানে আসিবার জন্য ইঙ্গিতে অনুমতি দিয়াছিলে; কিন্তু কেবল তোমার সেই ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করিয়া এখানে হঠাৎ আসিতে কাহারও সাহস হয় না। আমি নিতান্ত পাগল না হইলে কখনই এখানে আসিতে পারিতাম না।"

লক্ষ্মীর মা বলিল, "তাহা বুঝিতেছি। আপনি আসিয়াছেন বলিয়া আমি বিরক্ত হইতেছি না। আসিয়া ভালই করিয়াছেন, কিন্তু এখন আর কথাবার্ত্তা কহিবার সময় নাই; যখন একবার আসিয়াছেন, তখন কষ্ট করিয়া আর একবার আসিতে পারিবেন। অন্য সময় আসিলে আপনার সকল কথা শুনিয়া উচিত উত্তর দিব।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"আর একবার কেন? আমি আর দশবার আসিব, সারাদিনই তোমাদের বাটীতে পড়িয়া থাকিব। তুমি আমার প্রার্থনা

শুনিয়া যাহা হয়, একটা ব্যবস্থা এখনই কর। দেখ লক্ষ্মীর মা। আমি একলা আসিয়াছি, আমি ইচ্ছা করিলে দশ জন লোক সঙ্গে লইয়া আসিতে পারিতাম। আমার মনে কোনরূপ অত্যাচার বা অভদ্রতা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই; আমি অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াই তোমার কাছে আসিয়াছি।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"তা বেশ করিয়াছেন; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি জানিয়াছেন, আমাদের টাকার জোর আছে। লোকজনও আছে। ইহাও জানিয়াছেন যে, আমরা মন্দ চরিত্রের লোক নহি। তবে আপনি কোন্ সাহসে কুলের সতী মেয়েকে দেখিবার ইচ্ছায় এখানে আসিলেন?"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"ঠিক জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি কোন কথা লুকাইব না। আমি অতি মন্দ চরিত্রের লোক, মন্দ লোকের সঙ্গেই বেড়াই, মতিলাল আমার বন্ধু, সে আরও মন্দ লোক; আমি জীবনে এ পর্য্যন্ত অনেক পাপ করিয়াছি, কিন্তু এখনও কোন কুলবালার প্রতি কুভাবে দৃষ্টি করি নাই। মতিলাল আমাকে তোমার সঙ্গিনীর কথা বলিয়া মাতাইয়া তুলিয়াছিল। তাহারই পরামর্শে আমি সুন্দরীকে কালীঘাটে লুকাইয়া দেখিতে গিয়াছিলাম। যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, মতিলালের বর্ণনা অপেক্ষা সুন্দরীর শোভা অনেক বেশী। আমি দেখিয়া অবধি পাগল হইয়াছি।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"যদিই আপনি ঘটনাক্রমে কোন সুন্দরী কুলবালাকে দেখিতে পান, তাহা হইলে সে জন্য পাগল হওয়া বড়ই অন্যায় কথা; আবার তাহাকে দেখিবার আশায় ঘুরিয়া বেড়ান নিতান্ত দোষের কথা।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"এ বিষয়েও লক্ষ্মীর মা, একটু কারণ আছে। আমি যখন কালীঘাটে সুন্দরীকে দেখিয়াছি, তখন সুন্দরীও আমাকে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি কুলবালা, আমাকে দেখিবার পর মুখ ঢাকিয়া সরিয়া যাইলেও তিনি পারিতেন, তাহা না করিয়া তিনিও একদৃষ্টিতে আমাকে দেখিয়াছেন। আমি তোমার নিকট অকপটে সত্য কথাই কহিতেছি। পুরুষ মানুষ—আমার মত চরিত্রহীন পুরুষ—বল লক্ষ্মীর মা, এইরূপ হইলে একটু ভরসা পায় কি না? আমি কাজেই ভরসা করিয়াছি, একবার যখন দয়া করিয়া দেখা দিয়াছেন—দেখিয়াছেন, তখন আর একবারও দেখিতে, দেখা দিতে ইচ্ছা হইতে পারে; ইহার উপর তুমিও আমাকে এখানে আসিতে একটু ভরসা দিয়াছিলে; বুঝিয়া দেখ লক্ষ্মীর মা, এরূপ স্থলে আমার আসা কি অন্যায় হইয়াছে? আমি পাগল হইয়াছি সত্য; কিন্তু তুমি আমাকে যত দোষী মনে করিতেছ, আমি বাস্তবিক তত দোষ করিয়াছি কি?"

তখন লক্ষ্মীর মা বলিল,—"ঠিক কথা। আমি দিদির মুখে এইরূপ কথা শুনিয়াছি বটে।"

রজনীকান্ত বসিয়া ছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন,—"তিনিও আমার কথা বলিয়াছেন কি? বল লক্ষ্মীর মা! তিনি আমার নিন্দা করিয়াছিলেন কি?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"সে কথায় এখন আর কাজ নাই। এখনই যে ললিতমোহন বাবুর নাম আপনি করিতেছেন, তিনি বড়ই ভদ্রলোক। কোন পুরুষ এ বাটীতে আসিবার উপায় নাই; আপনি আসিয়াছেন জানিলে, তিনি হয় তো সর্ব্বনাশ ঘটাইবেন। দূর হইতে দেখা হইবারও কোন উপায় দেখিতেছি না। আপনি আজ চলিয়া যান।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"চলিয়া যাইতেছি। কিন্তু একটা কথা না শুনিয়া যাইব না, দোহাই তোমার, সত্য বল, সুন্দরী আমার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"বলিয়াছেন, লোকটি বেশ, বড়ই সুন্দর। কিন্তু বোধ হয় অতিশয় দুশ্চরিত্র।"

রজনীকান্ত আবার বসিয়া পড়িলেন; অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"সত্যই বলিয়াছেন, আমি বড়ই দুশ্চরিত্র, কিন্তু লক্ষ্মীর মা! তুমি সুন্দরীকে বলিও, আমি এই কলঙ্ক ধুইয়া ফেলিব, আমি তাঁহার মুখের এই নিন্দা শুনিয়া লজ্জায় মরিতেছি। এ দুর্নাম দূর করা অতি সহজ কাজ। তাঁহাকে দেখিবার আশায়, তাঁহার মুখে সুখ্যাতি শুনিবার আশায় আমি আমার চরিত্র ভাল করিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, লক্ষ্মীর মা, আমি আর দুশ্চরিত্র থাকিব না।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"উত্তম প্রতিজ্ঞা। দিদি আরও শুনিয়াছেন, গরবিনী নামে একটা স্ত্রীলোকের আপনি কেনা গোলাম! তাহাকে ছাড়িয়া আপনি এক তিলার্দ্ধ থাকিতে পারেন না। তাহাকে সঙ্গে লইয়া কালি আপনি কালীঘাটে গিয়াছিলেন।"

রজনী আসনে বসিয়া বস্ত্র দ্বারা মুখ ঢাকিয়া

ফেলিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"কে এ সকল কথা বলিয়াছে,—তাহা আমি জানিতে চাহি না; কিন্তু কথা সকলই সত্য। তোমার সঙ্গিনী আমার সম্বন্ধে এত সন্ধান লইয়াছেন, আমার প্রতি এত আগ্রহের সহিত চাহিয়াছেন, আমাকে সুন্দর বলিয়া মনে করিয়াছেন, এ সকলই আমার আবার অধিক সৌভাগ্য। তাঁহাকে জীবনে আর দেখিতে পাই বা না পাই, আমি তাঁহার কানে, আমার দুর্নামের পরিবর্ত্তে যশঃসুখ্যাতি যাহাতে প্রবেশ করে, প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিব। আমি দুশ্চরিত্র নামের পরিবর্ত্তে সচ্চরিত্র নাম তোমার সুন্দরী সঙ্গিনীর মুখ হইতেই বাহির করিব। আমার এ প্রতিজ্ঞা যদি আমি সফল করিতে না পারি, তাহা হইলে লক্ষ্মীর মা! যে আশায় আমি পাগল হইয়াছি, সে সম্বন্ধে সকল আশার এই স্থানেই শেষ।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"বেশ কথা। আপনি যদি কুসংসর্গ ছাড়িতে পারেন, যদি বেশ্যার প্রণয় ভুলিতে পারেন, যদি নেশা করার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আমার সঙ্গিনীকে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিব। তিনি যখন আপনাকে সুন্দর সুপুরুষ বলিয়াছেন, তখনই আমি বুঝিয়াছি যে, আপনি দুশ্চরিত্র না হইলে, তিনি হয় তো আপনার জন্য একটু ব্যাকুল হইতেন। আপনি আমার কাছে সকল কথাই স্বীকার করিয়াছেন, আমাকে মনের বাসনা জানাইয়াছেন, অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াছেন; দিদির কথাও আমি শুনিয়াছি, কাজেই এ বিষয়ের একটা সদুপায় না করিলে আমার অধর্ম্ম হইবে।"

রজনী বলিলেন,—"লক্ষ্মীর মা! তুমি যথার্থই ভদ্রঘরের মেয়ে; তুমি ঠিক বলিয়াছ, এ কলঙ্ক না মুছিতে পারিলে, আমার হইয়া কোন চেষ্টা করাই তোমার উচিত নহে। আমি তোমার নিকট অতিশয় বাধিত রহিলাম। বলি, লক্ষ্মীর মা! তোমার সুন্দরী সঙ্গিনীকে বলিও, যদি রজনীকান্ত সচ্চরিত্র হইতে পারে, যদি রজনীকান্তের সুনাম প্রচারিত হয়, তবেই সে আর একবার দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিবার কামনা করিবে; নতুবা এ নরাধমের নাম এ পৃথিবীতে আর থাকিবে না।"—রজনীকান্ত বেগে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আকাঙ্ক্ষা প্রথমেই দমন করিতে না পারিলে ক্রমে অতিশয় বাড়িয়া যায়। সরযূ সত্যই কালীঘাটে রজনীকান্তকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছিলেন; রজনীর দুশ্চরিত্রতা বা ইতর আচরণের কথা লক্ষ্মীর মা তাঁহাকে জানাইয়াছে। রূপভোগের আকাঙ্ক্ষা, নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা রজনীকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, ঘৃণিত সংসর্গ পরিত্যাগ না করিলে এ সাধ মিটিবার উপায় নাই। রজনী সত্য সত্যই সাবধান হইয়াছেন। তিনি পনর দিনের মধ্যে দুইবার গরবিণীর বাটীতে গিয়াছিলেন, কোন বারই তিনি অত্যল্পকালের বেশী সেখানে অপেক্ষা করেন নাই। সে পাপিষ্ঠা তিরস্কার করিয়াছে, অভিমানের অভিনয় করিয়াছে, কলহ করিয়াছে, রজনীর বিরক্তি বাড়িয়া গিয়াছে; তিনি এককালেই সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন, সঙ্গিগণ আর তাঁহাকে বড় একটা দেখিতে পায় না। মতিলাল আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না; সে ললিতমোহনবাবুর নিকট আসিয়া রজনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; কিন্তু তিনিও বিশেষ কোন সংবাদ দিতে পারেন নাই।

মতিলাল চিন্তাকুল; কি হইল? এতটা আয়োজন শেষে কি মাটী হইল? এমন শীকার শেষে কি হাত হইতে ফস্‌কাইয়া গেল? রজনী এখানেও আসে না, বাটীতেও আসে না, যেখানে তাহার আড্ডা, সেখানেও যায় না, অথচ সে কলিকাতায় আছে জানিতে পারিতেছি। কি করিতে কি হইল, কিছু বুঝা যাইতেছে না। গরবিণীও বড়ই চিন্তাকুল। রজনীর অনুগ্রহে সে স্বচ্ছন্দে জীবনপাত করে; তাহার ন্যায় ইতর-লোকের, আশাতীত সুখের আয়োজন রজনী করিয়া দিয়াছেন। সরযূর আগমনে ভীত হইয়া সে তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটাইবার অভিপ্রায়ে মতিলালের সহিত ভয়ানক চক্রান্ত করিয়াছিল। সরযূর ভালমন্দ কিছুই হইল না। লাভের মধ্যে রজনী হঠাৎ তাহাকে ত্যাগ করিলেন। বড়ই বিপদের কথা। সে মতিলালকে এই সকল দুর্ব্বিপাকের মূলীভূত বলিয়া নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল।

এই সপ্তাহদ্বয়ের মধ্যে রজনী প্রায় প্রতিদিন অতি সাবধানে অলক্ষিতভাবে সরযূর ভবনে আসিয়া লক্ষ্মীর মার সহিত দেখা করিয়াছেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিয়াছেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা কহিয়াছেন। এক দিন দৈবাৎ অথবা লক্ষ্মীর মার

ষড়যন্ত্রে রজনীকান্ত উপরের বারান্দায় সরযূকে দেখিতেও পাইয়াছেন। সে দিন সরযূ বেশ-ভূষার অতিশয় পারিপাট্য করিয়াছিলেন। সে দিন সরযূ রজনীকে দেখিয়া লজ্জায় মুখ নত করিয়াছিলেন; সে দিন সরযূর মুখে আনন্দের রেখাসমূহ প্রকটিত হইয়াছিল। রজনীর মত্ততা যদি আরও বাড়িবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে দিন সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

রজনী জানিতেন, মতিলাল অতি মন্দ লোক; ইহাও তিনি জানিতেন যে, রজনীকান্তের অংশীদার হইবার জন্যই সে এত আয়োজন ঘটাইতেছে। এই সুন্দরীকে, এই কুলবালাকে সেরূপ জঘন্য লোকের সহিত পরিচিত করাইতে রজনীর ইচ্ছা ছিল না। যদি প্রেমের বন্ধনে, যদি উভয় পক্ষের ভালবাসার গ্রন্থিতে সরযূর সহিত আলাপ ঘটে, তাহা হইলে রজনী তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিবেন; নতুবা সে সুন্দরীর আশা ত্যাগ করিয়া তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিবেন, ইহাই রজনীর দৃঢ়-সংকল্প। এই জন্য আপনাকে সেই সুন্দরীর যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে রজনী আপনার স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; বাক্যব্যবহার সংযত করিতে অভ্যাস করিতেছেন।

এক দিন মধ্যাহ্নকালে রজনী সরযূর ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিম্নতলের যে পার্শ্বের ঘরে আমরা তাঁহাকে সে দিন দেখিয়াছিলাম, যতক্ষণ আসিয়া লক্ষ্মীর মা তাঁহাকে না ডাকিত, ততক্ষণ সে ঘরেও তিনি যাইতে পাইতেন না, তাঁহাকে পূরণ দোবের নিকটেই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। সে দিন লক্ষ্মীর মা তাঁহাকে একটু আদরের সহিত সেই ঘরে আনিয়া বসাইল। রজনীকান্ত জিজ্ঞাসিলেন,—"লক্ষ্মীর মা! এখনও কি তোমার সঙ্গিনী আমাকে দুশ্চরিত্র বলিয়া মনে করেন?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"না, আপনার স্বভাব ভাল হইতেছে, এইরূপ সংবাদই দিদি জানিয়াছেন। আমি বুঝিয়াছি, আপনি আমার দিদির জন্য বাস্তবিকই পাগল হইয়াছেন; কিন্তু কেবল রূপ দেখিয়াই যে মত্ততা, তাহা বড় বেশী দিন থাকে না। আপনার এই যে অনুরাগ, ইহা হয় তো অতি অল্পকালেই শেষ হইবে। তখন আমার দিদির জাতি যাইবে, ধর্ম্ম যাইবে, সর্ব্বনাশ হইবে; এই ভয়ে আমরা এই স্থানে এ ব্যাপারের শেষ করিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"এমন আশঙ্কা কেন করিতেছ লক্ষ্মীর মা? বল, এ জন্য আমার আবার কি প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক?"

লক্ষ্মীর মা জিজ্ঞাসিল,—"কি আপনি প্রমাণ দিতে পারেন?"

রজনী বলিলেন,—"আমার বিষয়সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, সমস্তই আমি তোমার দিদির নামে রেজেষ্টারী করিয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনুগ্রহাধীন হইতে পারি।"

"আর?"

রজনী বলিলেন,—"আর একরার দিয়া যাবজ্জীবন তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিতে পারি।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আর?"

রজনী বলিলেন,—"আর কি করা যাইতে পারে, আমি বুঝিতেছি না। তুমি যাহা আবশ্যক বলিবে, আমি তাহা করিতে পারি।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"তবে দেখিতেছি, আপনি কিছুই পারেন না। তুচ্ছ বিষয়-আশয়ের লোভ দেখাইয়া আমার দিদিকে হাত করিতে পারিবেন না। আর আজ্ঞাধীন থাকার কথা বলিতেছেন, আমার দিদির মত সর্ব্বগুণে গুণবতী, নিখুঁত সুন্দরী মনে করিলে অনেক রাজরাজেশ্বরকেও আজ্ঞাধীন করিতে পারেন। বুঝিতেছি, আপনি চিরদিন টাকা দিয়া বেশ্যার প্রণয় কিনিয়া আসিতেছেন, চিরদিন হুকুম তামিল করিয়া ইতর স্ত্রীলোকের ভালবাসা ভোগ করিয়া আসিতেছেন; কাজেই আপনি তাহার বেশী আর কিছু বুঝেন না। এই স্থানে এ বিষয়ের শেষ করিয়া দিন, আর এ কথা কহিয়া কাজ নাই। এ আশায় আপনি আর আমাদের বাটীতে আসিবেন না।"

রজনীকান্ত স্পষ্ট জবাব শুনিয়া, কি উত্তর দেওয়া উচিত, তাহা সহসা স্থির করিতে পারিলেন না। সত্যই তো, সম্পত্তির লোভে ইতর স্ত্রীলোকেরাই আনুগত্য করে, সত্যই তো, তাহারা পুরুষকে অধীন করিয়া গৌরব অনুভব করে; কিন্তু আর কি বলিলে নিজের দৃঢ়তা ব্যক্ত হইবে, কি করিলে প্রাণের আকর্ষণ বুঝান যাইবে, তাহা রজনীকান্তের মনে আসিল না। তিনি নীরব, অধোমুখ।

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আপনি ভালবাসেন নাই—আমার দিদিকে আপনি চিনিতে পারেন নাই।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"আমি খুব বুঝিয়াছি। তাঁহার সরলতা দেখিয়া, তাঁহার অশেষ গুণ শুনিয়া, তাঁহার রূপ দেখিয়া আমি বেশ বুঝিয়াছি,—তিনি স্ত্রীজাতির অলঙ্কার। যে পুরুষ তাঁহাকে আপনার

বলিয়া গৌরব করিতে পাইবে, সেই এ জগতে ধন্য।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"তাহা যদি বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আমার দিদিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অন্যরূপে গ্রহণ না করিয়া পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার পরামর্শ করিতেন—তাহা হইলে তাঁহার সহিত পাপের সম্বন্ধ না ঘটাইয়া ধর্ম্মের সম্বন্ধ ঘটাইতে আপনি ব্যাকুল হইতেন। তাহা হইলে তুচ্ছ ধন-সম্পত্তি রেজেষ্টারী করিয়া দিবার কথা না বলিয়া, আপনি তাঁহাকেও ধর্ম্মতঃ আপনার অংশিনী করিবার ব্যবস্থা করিতেন; আর তাহা হইলে আপনি তাঁহার আজ্ঞাধীন দাস হইবার প্রস্তাব না করিয়া তাঁহাকে চরণসেবিকা দাসী বলিয়া স্থির করিতেন। রজনীবাবু! আপনি ভুল বুঝিয়াছেন, আপনি বুঝিতে পারেন নাই যে, এই কুলবালা কুবেরের ঐশ্বর্য্য দিলেও ধর্ম্ম ছাড়িতে পারে না। ধর্ম্মের পথ দিয়া আমার দিদিকে পাইবার জন্য যদি আপনি চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আপনার আশা সফল হইত।"

রজনী বলিলেন,—"লক্ষ্মীর মা! তুমি আমাকে স্বর্গে তুলিয়া দিতেছ। এইরূপ সৌভাগ্যের কল্পনাও আমার মনে হয় নাই। আমি স্থির করিয়াছিলাম, বিবাহিতা স্ত্রীর অপেক্ষাও অধিকতর একপ্রাণ হইয়া তোমার দিদির সহিত জীবনযাপন করিব। বিবাহের কথা মনে করিতে বা মুখে আনিতে আমার সাহস হয় নাই। আমি শুনিয়াছি, তোমার দিদি সধবা, স্বামী নিরুদ্দেশ; সধবা নারীর বিবাহ হয় না। এ সকল কথা আমি অনেক ভাবিয়াছি। তাঁহাকে বিবাহ করিতে পাইবার সৌভাগ্য আমার কখনই ঘটিবে বলিয়া মনে হয় নাই। বল লক্ষ্মীর মা, বল, যদি কোন উপায় থাকে, আমি এখনই তাঁহাকে সমাজের সম্মুখে, নারায়ণের সম্মুখে, ব্রাহ্মণের সম্মুখে, সকল অনুষ্ঠানের সহিত ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। অনুমতি কর লক্ষ্মীর মা! আমাকে কৃতার্থ কর, আমাকে আদেশ দেও, আমি এখনই সকল আয়োজন করি।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"সত্য বটে, আমার দিদির একবার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু সে স্বামীর সহিত কখনই মিলন বা আলাপ হয় নাই, তাঁহার কোন সন্ধানও নাই; এ অবস্থায় অবিবাহিতা কুমারীরূপে দিদির পুনরায় বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে, এ কথা সকল পণ্ডিতেরই মত।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"পণ্ডিতের মত হউক্ বা না হউক্, তোমরা সম্মত হইলে আমি চরিতার্থ হই। এখন বল লক্ষ্মীর মা! কি করিতে হইবে? ললিতমোহনবাবুর চরণ ধরিয়া যদি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা হইলে অগ্রে আমি তাঁহারই নিকট যাই না কেন?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আপনার কিছুই করিতে হইবে না। আমি সকল ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিব; কিন্তু আপনিও বিবেচনা করিয়া দেখুন, পরস্ত্রীতেই আপনি চিরদিন অনুরক্ত। নিজের স্ত্রী জানিলে আপনার হয় তো সকল অনুরাগ উড়িয়া যাইবে। তখন আমার দিদির দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"বড়ই বৃথা সন্দেহ করিতেছ। দেখিতেছ না লক্ষ্মীর মা! আমি তোমার দিদিকে বারেক দেখিতে পাইবার আশায় জীবনের যত কু-অভ্যাস, যত কু-প্রবৃত্তি সকলই ছাড়িয়া দিয়াছি। আমি যে কলিকাতায় আছি, ইহা আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরাও জানে না; অথচ আমি প্রতিদিন এখানে না আসিয়াও থাকিতে পারি না। আমি তোমার দিদিকে দেখিতে পাই না, তাঁহার সহিত কথা কহিতে পাই না, তথাপি আমি এই স্থানেই আসি। আমার মনে হয়, যেখানে তিনি আছেন, সে স্থানের নিকটে থাকিলেও আমার জীবন আনন্দময় হইবে। লক্ষ্মীর মা! আমি বাস্তবিকই অবিশ্বাসী লোক, আমার অতীত জীবন কেবল পাপময়, এরূপ ব্যক্তিকে তোমরা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস-ভাজনই যদি না হইতে পারিলাম, তাহা হইলে আমার বৃথা এ জীবনধারণ।"

রজনীকান্তের চক্ষুতে জল আসিল; তিনি অধোমুখে কাপড় দিয়া বসিয়া রহিলেন। লক্ষ্মীর মা আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিল, বলিল,—"দুঃখিত হইবেন না; বড় বিষম কার্য্যে আমরা উদ্যত হইতেছি। এরূপ স্থলে নানা প্রকার সাবধানতা আবশ্যক, আমি সকল ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিব, আপনি এখন একবার বাবার সহিত দেখা করিয়া যান। যাহা বলিতে হয়, আমি বলিব, আপনার কেবল দেখা করিলেই হইবে।"

কিয়ৎকাল পরে মহোল্লাসে রজনীকান্ত ললিত-মোহন বাবুর বাসায় প্রবেশ করিলেন।

—

নবম পরিচ্ছেদ

রজনীকান্তের অনাদরে গরবিনী বুঝিয়াছিল যে, রাগ করিয়া থাকিলে, অভিমান দেখাইলে অবশ্যই ঘুরিয়া ফিরিয়া রজনীকান্ত তাহার নিকট আসিবেই আসিবে; কিন্তু রজনী আর সে দিকে গেল না। দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল, শেষে মুখের অভিমান আর রাখিলে চলে না দেখিয়া, গরবিনী রজনীকান্তকে ধরিবার জন্য ব্যস্ত হইল। প্রথমে বন্ধু-বান্ধবের দ্বারা, তাহার পর নিজে সে রজনীকে সন্ধান করিল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। যাহার কুমন্ত্রণায় এই অবস্থা ঘটিয়াছে, সে মতিলালও আর দেখা দেয় না। তখন গরবিনীর এক মাসী বিস্তর চেষ্টা করিয়া রজনীকান্তের সহিত এক দিন দেখা করিতে পারিল, দেখায় ফল কিছু হইল না। রজনী বলিয়া দিলেন,—"গরবিনীর সহিত তাঁহার কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। সে তাঁহার পত্নীও নহে, অথবা তিনি তাহার কোন ক্ষতিও করেন নাই। সে পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে, যত দিন তাহার নিকট রজনীর যাতায়াত ছিল, তত দিন তাহাকে আবশ্যকাধিক অর্থাদি দিয়াছেন, সুতরাং সে জন্য তাঁহার উপর কোন দাবিদাওয়া আসিতে পারে না।" মাসী অনেক অনুনয়-বিনয়, কাঁদা-কাটা করিয়াছে, একবার গরবিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুরোধ করিয়াছে, কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

তখন গরবিনী নিরুপায়। সে বুঝিল, রজনী আপনার স্ত্রীকে চিনিতে পারিয়াছে এবং স্ত্রীকে পাইয়া তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছে; আর বুঝিল, মতিলাল যে সকল পরামর্শ করিয়াছিল, সে সমস্তই মিথ্যা। সেই যড়যন্ত্র করিয়া রজনীকান্তকে হাতছাড়া করাইল। তখন সরযু ও মতিলাল উভয়েরই সর্ব্বনাশ করিতে গরবিনীর সঙ্কল্প হইল।

মতিলালও আর রজনীকান্তের সাক্ষাৎ পায় না। সে যেরূপ আয়োজন মনে মনে স্থির করিয়াছিল, তাহার কোনই সুযোগ ঘটিতেছে না দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইল। সেও বুঝিল, রজনী আপনার স্ত্রীকে চিনিয়াছে এবং তাহাকে পাইয়া অন্য সকলই ভুলিয়াছে। সে স্থির করিল, রজনী বড় অকৃতজ্ঞ। সে মাঝে পড়িয়া সকল ব্যবস্থা না করিলে রজনী কখনই স্ত্রীর সন্ধান পাইত না। তাহার ইচ্ছা হইল, যেরূপে হউক, সরযুকে রজনীর হাত হইতে কাড়িয়া লইতে হইবে।

বিনা দোষে, অজ্ঞাতসারে চারিদিকে সরযুবালার শত্রু বাড়িতে লাগিল, কিন্তু সরযু বড় সুখী। লক্ষ্মীর মার মুখে তিনি শুনিতে পাইতেছেন, রজনীকান্ত নির্দ্দোষ,—রজনীকান্ত সচ্চরিত্র আর রজনীকান্ত তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া সংসার পাতাইতে প্রস্তুত। এত আশা সরযূবালার ছিল না, আশার অধিক ফললাভ করিতে পাইলে কে না সুখী হয়? কিন্তু এ সুখের মধ্যেও বিষম দুঃখের ছায়া সরযু-বালাকে অনেক সময় উদ্বিগ্ন ও আকুল-চিত্ত করিতেছে। রাধিকাসুন্দরী অসুস্থ, তীর্থপর্য্যটনে গিয়াছেন, আর কোন সংবাদ নাই, সংবাদ-প্রাপ্তির কোন উপায় নাই। ললিতমোহনের আকার-প্রকার দিন দিন অধিকতর বিষাদপূর্ণ হইতেছে। উত্তরোত্তর ললিতমোহন সকল ব্যাপারে বীতস্পৃহ ও উদ্যমবিহীন হইতেছেন; উভয়ের পরিণাম কি হইবে? এ চিন্তা বাস্তবিকই ভয়ানক।

রজনীকান্তের যাতায়াত সমানই চলিতেছে, কিন্তু সরযুর ব্যাকুলতা অত্যধিক হইলেও এবং রজনীর আগ্রহ অতি প্রবল হইলেও লক্ষ্মীর মা এখনও পরস্পরের সাক্ষাৎ ঘটিতে দেয় নাই। এখনও বঁড়শীতে মাছ গাঁথিয়া খেলাইতেছে; যাহারা মাছ ধরিতে জানে, তাহারা খেলাইতেই ভালবাসে।

বিবাহের পরামর্শ ছয় দিন হইতে চলিতেছে; রজনী সে জন্য প্রতিদিনই বার বার লক্ষ্মীর মার নিকট অনুনয় ও প্রার্থনা করিতেছেন। লক্ষ্মীর মা একটা ওজর করিয়া কেবল কাল কাটাইতেছে।

আর চলে না। রজনীকান্তকে আর কথায় ঠেলিয়া রাখা যায় না। অনেক দিনের যাতায়াতে, অনেক দিনের কথাবার্ত্তায় এবং অনেক দিনের বিসংবাদে রজনীকান্ত সকলের পরিচিত না হইলেও সে বাটীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছেন। লক্ষ্মীর মার উপরে তাঁহার জোর করিয়া কথা বলিবার অধিকার হইয়াছে। রজনীকান্ত আজ লক্ষ্মীর মার সহিত বিষম ঝগড়া করিবার অভিপ্রায়ে, ললিতমোহন-বাবুর পায়ে ধরিয়া কাঁদিবার অভিপ্রায়ে সরযুবালার আলয়ে আসিয়া উপস্থিত।

বেলা তখন তিনটা। আষাঢ় মাস, সুতরাং দিনের এখনও অনেক বাকী। সমস্ত দিন মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। এখনও অনেক বেলা আছে, মেঘের জন্য তাহা বুঝা যাইতেছে না। এইরূপ অসময়ে গাড়ীতে করিয়া রজনীকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুরণ দোবে

সমাদরের সহিত তাঁহাকে কক্ষমধ্যে লইয়া গেল। লক্ষ্মীর মাও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দেখা দিল।

রজনী বলিলেন,—"লক্ষ্মীর মা! অকারণ মানুষকে কষ্ট দিলে কেবল নিষ্ঠুরতারই পরিচয় দেওয়া হয়, লাভ কিছু হয় না।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আপনি বড় মানুষ, এইরূপ আসা যাওয়া আপনার কষ্ট বৈ কি! ইহাতে যদি কষ্টবোধ করেন, তাহা হইলে না হয় আর আসিবেন না।"

রজনী বলিলেন,—"তাহাই স্থির। তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ, আর আসিব না। শুনিতে পাইবে লক্ষ্মীর মা! তোমার নিষ্ঠুরতায়, তোমার দিদির নির্দ্দয়তায় রজনীকান্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আমার মত অধম মরিয়া গেলে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না, কিন্তু ভগবান্ দেখিবেন, নরহত্যার পাপে তোমাদের দুই জনকেই পাপী হইতে হইবে।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আপনি মরিয়া পাপের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপাইবেন, কিন্তু আমার দিদিঠাকুরাণীর গতি কি হইবে? তিনি ত আপনাকেই মন-প্রাণ সকলই দিয়া বসিয়া আছেন, আর তো তাহা ফিরিবার উপায় নাই। রাগের ভরে তাঁহাকে বিবাহের পূর্ব্বেই বিধবা করিলে আপনার নিষ্ঠুরতা না হইয়া পুণ্য হইবে না কি?"

রজনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,—"লক্ষ্মীর মা! এত মিথ্যা কথাও তোমার পেটে আছে? আমি তোমার দিদির জন্য পাগল; কয়দিন হইতে তুমি বলিতেছ, তিনিও আমার প্রতি অনুরাগিণী। তবে লক্ষ্মীর মা! তুমি আমাদিগের বিবাহ না ঘটাইয়া মজা দেখিতেছ কেন?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"বিবাহ তো হইয়া গিয়াছে বলিলেও হয়; যখন কথাবার্তা হইয়া গিয়াছে, তখন আর বাকী কি আছে? আপনি সে জন্য এত উতলা হইতেছেন কেন জামাইবাবু? এই দারুণ বর্ষাকালটা কাটিয়া যাউক না, তাহার পর যাহা হয় করিলেই হইবে।"

তখন রজনী আরও নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"তোমার পায়ে পড়ি লক্ষ্মীর মা! আর একদিনও বিলম্বের কথা বলিও না। আয়োজন হইয়াছে, ললিতবাবু মত দিয়াছেন, তুমি আমাকে কয়দিন হইতে 'জামাইবাবু' বলিয়া ডাকিতেছ, উভয় পক্ষের কুলের মিল হইয়াছে, সরযুবালা কৃপা করিয়া সম্মত হইয়াছেন, আর আমি পাগল হইয়াছি। ইহার পরেও আর বিলম্বের কথা বলিলে আমার বুকে ছুরি মারা হয়।"

লক্ষ্মীর মা নিরুত্তর।

রজনী আবার বলিলেন,—কথা কহিতেছ না কেন লক্ষ্মীর মা! তুমি পরিচারিকা নহ, তুমি দাসী বা ঝি নহ, তুমি অভিভাবিকা, আত্মীয়া। তুমি আমাদের স্বজাতি, বয়সে বড়। আমি তোমার পায়ে ধরিতেছি, লক্ষ্মীর মা! আমাকে রক্ষা কর, আর কষ্ট দিও না।"

তখন লক্ষ্মীর মা সুর টানিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল,—"আচ্ছা।"

আর কোন কথা লক্ষ্মীর মা বলিতেছে না দেখিয়া রজনী সোদ্বেগে জিজ্ঞাসিলেন,—"আচ্ছা কি লক্ষ্মীর মা! তাহার পর আর কি বলিবে লক্ষ্মীর মা, বল, চুপ করিয়া থাকিও না।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আপনি আমার সঙ্গে উপরে আসুন। আমি ললিতমোহনবাবুকে ডাকিয়া আনাই। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে আজই, শুভকর্ম্ম শেষ করিয়া দিব, কিন্তু মনে থাকে যেন, আমি এ কয়দিনই আপনাকে বলিতেছি, যদি আপনার দোষে আমার দিদিকে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে হয়, তাহা হইলে আপনার কান মলিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিব।"

রজনী বলিলেন,—"আর যদি প্রাণপণ যত্নে আমি তাঁহাকে আনন্দে রাখি, তাহা হইলে আমার কি পুরস্কার হইবে?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"চিরদিন আমার একটি বাঁদর পুষিতে সাধ ছিল, তাহা হইলে বুঝিব, আমার লক্ষ্মী বাঁদর বেশ পোষ মানিয়াছে। তাহাকে ভাল করিয়া কলা খাইতে দিব।"

উদ্বেলিতহৃদয়ে, কম্পিতপদে, আশায় উৎফুল্ল হইয়া লক্ষ্মীর মার সহিত রজনীকান্ত উপরে উঠিলেন। আজ সেই সরযুবালা—সেই শোভাময়ী অপ্সরা রজনীকান্তের পত্নী হইবেন কি? রজনী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "নারায়ণ! এই ক'র যেন, লক্ষ্মীর মার মন বদলাইয়া না যায়।"

এক সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে পর্য্যঙ্কের উপর রজনীকান্তকে বসিতে বলিয়া লক্ষ্মীর মা চলিয়া আসিল। রজনী ভাবিতে লাগিলেন, অনতিদূরে কক্ষান্তরে—হয় তো এই ভিত্তির বিপরীত দিকে তাঁহার হৃদয়ের দেবী বসিয়া আছেন; তিনি সেই গুণবতীর নিমিত্ত যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছেন, সে

দেবীও কি তেমন না হউন, তার শত ভাগের এক ভাগও আগ্রহযুক্ত হইয়াছেন? লক্ষ্মীর মা বলিয়াছে, তিনি রজনীকে সচ্চরিত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তিনি রজনীকে প্রেমিক বলিয়া স্থির বুঝিয়াছেন, এবং তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক রজনীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্মীর মা গেল কোথায়? আয়োজন সকলই স্থির হইয়াছে, পুরোহিত মহাশয় প্রস্তুত আছেন; তিনি বলিয়া রাখিয়াছেন, যে কোন দিন গোধূলি লগ্নে বিবাহ হইতে পারে, তবে লক্ষ্মীর মা কি ব্যবস্থা করিতে কোথায় চলিয়া গেল?

তখন বাহিরে অলঙ্কারের ঝনৎকার রজনীর কর্ণে প্রবেশ করিল, রজনী চমকিয়া উঠিলেন; সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর মা এক সর্ব্বালঙ্কারবিভূষিত-কায়া অবগুণ্ঠনবতী যুবতীর হাত ধরিয়া সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। যুবতী কম্পমানা এবং রোদনজনিত কণ্ঠরোধ হেতু রুদ্ধশ্বাসা।

রজনী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তখন কি বলিতে হইবে, কি করা উচিত, কিছুই তাঁহার মনে হইল না।

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"জামাইবাবু! যাঁহাকে দেখিয়া, যাঁহাকে পাইবার জন্য আপনি এতদিন ব্যাকুল হইয়াছেন, ইনিই তিনি। ইনি আপনারই বিবাহিতা পত্নী—৺চন্দ্রমোহনবাবুর কন্যা সরযূবালা।" রজনী কাঁপিতে কাঁপিতে সেই শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন। লক্ষ্মীর মা আবার বলিতে লাগিল,—"সকলেই জানিতে পারিয়াছিলেন, ইনিও বুঝিয়াছিলেন যে, আপনি ইহাঁর স্বামী।"

রজনী বলিলেন,—"আমার দুষ্কৃতির সীমা নাই! আমি কেমন করিয়া সরযূর নিকট আজ মুখ দেখাইব?"

লক্ষ্মীর মা বলিল—"এ কথার উত্তর আমি জানি না। চিনিয়াছিলেন বলিয়াই দিদি আপনাকে দেখিয়াছিলেন—দেখিতে দিয়াছিলেন, আমরাও আপনাকে চিনিয়াছি বলিয়াই এতদিন আসিতে দিয়াছি। আপনার দুঃখিনী স্ত্রী আপনার সম্মুখে।"

তখন সরযূ রোদনে অন্ধপ্রায় এবং উৎসাহে সংজ্ঞা-হীনপ্রায় হইয়া রজনীকান্তের চরণ-সমীপে পড়িয়া গেলেন। লক্ষ্মীর মা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। বাহিরে আসিবার সময় সে ঘরের দরজা টানিয়া দিয়া আসিল।

দশম পরিচ্ছেদ

পরদিন মধ্যাহ্নকালে ললিতমোহন একাকী তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন, কর্ত্তব্যের সমাপ্তি নাই; এ জীবন কেবল কর্ত্তব্যেরই সমষ্টি। এই কর্ত্তব্যের অবসান কবে কোথায় হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। কার্য্যের সমাপ্তি করাই আবশ্যক, তাহাতে পরিণাম কি হইবে, সে চিন্তা করিবার জন্য অপেক্ষা করা অনাবশ্যক। দুঃখিনী সরযূর মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। আমার প্রধান কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। আর আমি এখানে থাকি কেন?

সরযূর স্বামি-সম্মিলন ঘটিলেই ললিতমোহন এখানে আর থাকিবেন না, স্থির করিয়াছেন। কোথায় যাইবেন বা কি করিবেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না, কিন্তু আসক্তিযুক্ত হইয়া আর কোন কর্ত্তব্যের ভার স্কন্ধে লইবেন না, ইহা তাঁহার স্থির ছিল। ললিতমোহন ঘোরতর ভোগী এবং ঘৃণিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, কিন্তু তিনি চিরদিনই অনাসক্ত। বাল্যে ধনসম্পত্তিতে তাঁহার আসক্তি হয় নাই, বিবাহ করিয়া সন্তানাদি সহ সংসারধর্ম্ম করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই, কোন পুরুষ বা নারীবিশেষের প্রতি আসক্তিতে তিনি বদ্ধ হন নাই, বিদ্যাজনিত আত্মপ্রসাদ বা ধর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত খ্যাতি বা পুণ্যলাভে তাঁহার কোন অনুরাগ দেখা যায় নাই। তিনি ভোগপরায়ণ হইয়া জীবনপাত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি অভ্যস্ত বা আসক্ত হন নাই, কোন ঘৃণিত কর্ম্মে কদাপি তিনি অনুরক্ত বা মগ্ন হন নাই, তাঁহার ভোগ ও ঘৃণিতানুষ্ঠানও তাঁহাকে কখনও আকৃষ্ট বা বদ্ধ করিতে পারে নাই।

আজীবন একমাত্র কর্ম্মে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। বিপন্নের বিপন্মোচন, কাতরকে শান্তি-প্রদান এবং যথাযোগ্য স্থানে যথাসাধ্য সাহায্যপ্রদান-বিষয়ে তিনি অত্যাসক্তি ও অত্যানুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু তাহার ফলাফল ভোগ করিবার নিমিত্ত, তজ্জনিত সুখ্যাতিলাভের অভিপ্রায়ে বা অনুষ্ঠিত কর্ম্মের পরিণাম বিবেচনা করিয়া তিনি তৎসাধনে প্রবৃত্ত হন নাই, কখনই তত্তৎকর্ম্মের ফলাফলের সহিত আপনার সম্বন্ধ রাখেন নাই; সুতরাং এই পরোপকাররূপ মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠাতা ললিতমোহন তাহাতে অনাসক্ত!

ঘোরতর পাপাসক্ত দুষ্কৃতিপরায়ণ ললিতমোহন মানবসমাজের বিচারে অতিশয় অপবিত্র ও ঘৃণিত হইলেও চিত্তোন্নতি সম্বন্ধে বোধ হয়,বহু সাধুনামধারী অসাধুর অপেক্ষাও অনেক শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রাচার্য্যেরা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, অনাসক্ত কর্ম্মীরাই সাধু এবং চরমে চিত্তশুদ্ধিজনিত পরম ফলের অধিকারী। ললিতমোহন আজন্ম অনাসক্ত হেতু চিত্তকে একান্ত নির্ম্মল করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং সেই নির্ম্মলতা তাঁহাকে ক্রমাগত অঙ্গুলী-সঙ্কেতে সম্মুখবর্ত্তী অত্যুজ্জ্বল রমণীয় ক্ষেত্র নিরন্তর দেখাইয়া দিতেছে।

শ্রীভগবান্ ভগবদ্গীতায় গম্ভীরভাষায় বলিয়াছেন,—"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।"

আমরা দেখিয়াছি, ললিতমোহন এ পর্য্যন্ত কখনও কোন দুঃখে উৎকণ্ঠাকুল হন নাই, কখনও কোন সুখের আকজ্ঞায় মগ্ন হইয়া কার্য্যসাধন করেন নাই এবং অনুরাগ, ভীতি এবং ক্রোধের কদাপি কোন কার্য্যেই পরিচয় দেন নাই। এইরূপ মহাত্মাই মুনি নামের যোগ্য। কার্য্যাকার্য্যের বিচারে প্রয়োজন নাই, কেবল আবশ্যক,—চিত্তের ভাব ও আসক্তির পরিণাম আলোচনা। আমরা দেখিয়া আসিতেছি, ললিতমোহনরূপ তুলাদণ্ড পাপের দিকেও নত হয় না, পুণ্যের দিকেও উন্নত হয় না; ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আসক্ত হইয়া ঢলিয়া পড়ে না; অথচ অনাসক্তি হেতু কাহাকেও উপেক্ষা করে না।

অনাসক্ত ললিতমোহন একই স্থলে আপনার দুর্ব্বলহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। রাধিকাসুন্দরীর প্রতি তিনি অন্তরে অনুরাগ পোষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে অনুরাগ তাঁহার হৃদয়কে কখনও কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই এবং একদিনও সে জন্য তিনি আপনাকে আবদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করেন নাই। তিনি যেরূপ স্বাধীনভাবে কর্ম্মময় জগতে যথাসাধ্য কর্ম্মসেবা করিতেছিলেন, কদাপি তাহাতে বিরত হন নাই। এই আসক্তি তাঁহার হৃদয়কে অত্যুন্নত করিবার সহায়তা করিল; এই আসক্তি তাঁহাকে দেখাইয়া দিল যে, হৃদয়ের প্রেম পদার্থবিশেষে ঢালিয়া দিতে পারিলে, ক্রমে মানব ভগবৎ-প্রেমেও অধিকারী হইয়া থাকে। এই প্রেম ললিতমোহনের সম্মুখে ক্রমশঃ ভক্তি-রাজ্যের অতি রমণীয় দ্বার খুলিয়া দিল এবং মনুষ্যকে দেবতারূপে পূজা করিতে শিখাইল। ভোগস্পৃহা-বিবর্জ্জিত আসঙ্গ-লিপ্সাপরিশূন্য হৃদয়ে ললিতমোহন প্রাণের ভক্তি, হৃদয়ের প্রীতি, অন্তরের আদর মিশাইয়া দেবপূজা করিতে শিখিলেন। যাহা তাঁহার যাতনার হেতুভূত হইয়াছিল, ক্রমে তাহা তাঁহার আনন্দের কারণ হইয়া উঠিল, বিষে অমৃতের উৎপত্তি হইল, ললিতমোহন সুখী হইলেন। গুরুতর কর্ত্তব্য তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিল; তিনি অবিলম্বে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপথে স্রোতস্বিনী-নিপতিত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভাসমান হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

টহল সিং আসিয়া তাঁহার নিকট নিবেদন করিল,—"মাঠাকুরাণীর বাসা হইতে আপনাকে ডাকিতে আসিয়াছিল।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"আমি এখনই সেখানে যাইব স্থির করিয়াছি, তোমার সহিত কয়েকটা কথা আছে। এখানকার কাজ যাহা হাতে ছিল, তাহা এক প্রকার শেষ হইয়াছে, আপাততঃ এখানে থাকিবার আর প্রয়োজন দেখিতেছি না।"

টহল সিং বলিল,—"ঠিক কথা। এখানকার আবহাওয়া ভাল লাগে না।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"তাই বলিতেছি, আজ পর্য্যন্ত লোক-জনের বেতন ও বাড়ীর ভাড়া তুমি এখনই মিটাইয়া দেও। বাক্সে ৪০০৲ শত টাকা আছে বলিয়াছ, বোধ হয়, তাহাতে সব মিটিয়া যাইবে।"

টহল বলিল,—"এত টাকা কেন লাগিবে? আমাদের দেনা বেশী নাই।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"বেশ। তুমি এখনই এ সব কার্য্য শেষ কর। আমি মা'র বাটী হইতে দেখা করিয়া আসিতেছি।"

চিরপরিচিত পশ্চিমপ্রদেশে পুনরায় যাইবার সুযোগ হইতেছে বুঝিয়া টহল প্রসন্ন হইল না। তাহার মনে কেবল একটা আতঙ্কের ছায়া আসিল। ললিতমোহনের কথাবার্ত্তা ও ভাবভঙ্গী সে বড়ই অমঙ্গলসূচক বলিয়া মনে করিল। সে আবার বলিল,—"ও বাসার কি হইবে?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"ও বাসা এখনও থাকিবে। রজনীকান্তবাবু বাসা সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই হইবে। তিনি ধনবান্ লোক, বোধ হয়, আমার কোন সাহায্য তিনি গ্রহণ করিবেন না। আমি যত দূর জানি, তাহাতে বোধ হয়, সরযূমাতার হাতে এখনও অনেক টাকা আছে, সুতরাং ও বাসার জন্য কোন চিন্তার প্রয়োজন নাই। তুমি এ দিকে সমস্ত মিটাইয়া রাখ, আমি

সরযুমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি। কালি প্রাতে আমরা বাটী ছাড়িয়া দিব, লোক-জনকে বিদায়ও দিব।"

টলহ সিং প্রভুর অনেক অব্যবস্থিত কার্য্য ও ব্যবহার দেখিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহার মনে কখনই বিস্ময় জন্মে নাই; আজই তাঁহার ব্যবহার চিরানুগত টহল সিংহের হৃদয়কে কিঞ্চিৎ বিচলিত করিল।

ললিতমোহন সরযুবালার বাসায় আসিলেন এবং নীচে হইতে লক্ষ্মীর মাকে আহ্বান করিলেন। লক্ষ্মীর মা তাঁহাকে উপরে আসিবার নিমিত্ত আদরের সহিত অনুরোধ করিল। রজনী তখনও সেখানে ছিলেন; তিনি বাহিরের বারান্দায় থাকিয়া "আসুন আসুন" শব্দে ললিতমোহনকে আহ্বান করিলেন। ললিতমোহন উপরে উঠিলে রজনী কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন। তখন সরযুবালা সম্মুখে আসিয়া ভূতলে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক ললিতমোহনকে প্রণাম করিলেন।

ললিতমোহন দেখিলেন, সেই দুঃখিনী সরযু আজ বিধাতার কৃপায় আনন্দময়ী; সরযুর হাস্যময় সলজ্জ মধুর ভাব! সরযুর প্রাণের আনন্দ যেন শত সঙ্গোপন-চেষ্টা অতিক্রম করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। সরযু সুখী। ললিতমোহনের নয়নে আনন্দাশ্রুর আবির্ভাব হইল। তিনি বলিলেন,—"মা, দুইটা কথা বলিতে আসিয়াছি।"

সরযু বলিলেন,—"আপনি এই আসনে বসিয়া যাহা বলিতে হয়, বলুন, কিন্তু আপনি না কি আমাকে আর চরণাশ্রয়ে থাকিতে দিবেন না বলিয়াছেন? এইরূপ নির্দ্দয় কথা আপনার মুখ হইতে কেন বাহির হইল বাবা?"

ললিতমোহন আসনে বসিয়াই বলিলেন,—"আমি তোমাদিগের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি মা। আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত তোমার অগোচর নাই। আমি চিরদিনই বনের পশু। শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে পারিব কেন মা?"

সরযু চমকিত হইয়া বলিলেন,—"এ কি কথা! সন্তান-সন্ততির স্নেহের বন্ধন সকল পিতাকেই তো পরিতে হয় বাবা! আপনি কেন এ শৃঙ্খল ছিঁড়িবেন?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"কন্যা সন্তানকে জামাতার হাতে অর্পণ করিলে পিতা-মাতার কর্ত্তব্যের শেষ হয়। রজনীকান্ত উপযুক্ত, রজনীকান্ত সক্ষম। আমার বড় আনন্দ যে, তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি তোমার ভার লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তবে মা! কেন তোমরা আমাকে এখনও ছুটী দিবে না?"

সরযু সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন,—"এ সময়ে একবার কাশী যাওয়া উচিত নয় কি বাবা? কয়েক দিন মার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বড়ই ভাবনা হইয়াছে। হয় তো পীড়া অতিশয় বাড়িয়াছে, আমাদিগের আর এখানে এরূপ নিশ্চিন্তভাবে একদিনও থাকা উচিত নয়।"

ললিতমোহনের দেহ কাঁপিয়া উঠিল! বলিলেন,—"যাইতে পার।"

সরযু বলিলেন,—"আর আপনি?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"আমি কি করিব, কোথায় যাইব, তাহা জানি না। কাশীতে আমার যাইবার কোনই প্রয়োজন নাই।"

সরযু সকলই বুঝিতে পারিলেন, এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে তাঁহার আর সাহস হইল না, তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন।

গম্ভীরভাবে ললিতমোহন বলিলেন,—"জানি না, কি করিব। আমার জীবনের কোন উদ্দেশ্য নাই, স্কন্ধে কোন কর্ত্তব্যও নাই। এ অবস্থায় ভগবান্ আমাকে যাহা করাইবেন, আমি তাহাই করিব।" তাহার পর ডাকিলেন,—"লক্ষ্মীর মা!"

"কি বাবা!" বলিয়া লক্ষ্মীর মা সেই স্থানে আসিল। ললিতমোহন বলিলেন,—"লক্ষ্মীর মা! তুমি বড়ই ভাল মেয়ে। আমি হয় তো কালি হইতে এ দেশে আর থাকিব না। আমার মা রহিলেন, বাবা রহিলেন, তুমি ইঁহাদিগের সঙ্গে থাকিও। সর্ব্বপ্রকারে ইঁহাদিগের যত্ন করিও।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আপনি কাশী যাইতেছেন বাবা?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"না।"

তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"রজনী-কান্ত! একবার এ দিকে আইস বাবা!" সরযু অবগুণ্ঠন টানিয়া উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, দেখিয়া ললিতমোহন বলিলেন,—"যাইও না মা! আমার আর একটি কথা আছে। তোমাকে এখানেই থাকিতে হইবে।"

তখন রজনীকান্ত আসিয়া অধোমুখে দাঁড়াইলেন। ললিতমোহন উঠিয়া রজনীকান্তকে সরযুর সমীপে আনয়ন করিলেন। তাহার পর রজনীকান্তের হস্তের সহিত সরযুর হস্ত মিলন করাইয়া বলিলেন,—"বাবা রজনীকান্ত! এই সতী লক্ষ্মী সরযুবালা

এখন আমারই কন্যা, ইনি তোমারই সামগ্রী, তোমারই দাসী ; তোমার চরণে আমি অর্পণ করিতেছি।”

সরযু অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আর লক্ষ্মীর মা অঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিল। রজনীকান্তের মুখ গম্ভীর ও নয়ন উজ্জ্বল হইল।

ললিতমোহন আবার বলিতে লাগিলেন,—“আমার এই দুঃখিনী মা জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু রজনীকান্ত! তোমার চরণাশ্রয় লাভ করিয়া, তোমার এ দাসী অতীত কাহিনী ভুলিয়াছেন। প্রার্থনা করি, তোমার দোষে আর কখনও যেন এই দেবীর চক্ষুতে জল না আইসে।”

তখন রজনীকান্ত ও সরযুবালা উভয়েই একযোগে ললিতমোহনকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন। ললিতমোহন বলিলেন,—“আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা চিরসুখী হও। আমার কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইয়াছে। এখন আমি বিদায় হইতেছি।”

কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ললিতমোহন সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, টহল সিং তাঁহার অপেক্ষায় দ্বারপাশে দণ্ডায়মান। জিজ্ঞাসিলেন,—“কি সংবাদ টহল?”

টহল বলিল,—“সকলের সকল দেনা মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।”

ললিতমোহন জিজ্ঞাসিলেন,—“বাক্সে কত টাকা ছিল?”

টহল উত্তর দিল,—“চারি শত।”

“কত টাকায় মিটিয়া গেল?”

“একাত্তর টাকায়।”

ললিতমোহন বলিলেন,—“উত্তম। বাকী সমস্ত টাকা তোমার। অন্যান্য যে কিছু জিনিস বাসায় আছে, সমস্তই তোমার। আমার কোন সামগ্রীতে প্রয়োজন নাই টহল!”

তখন টহল সিংহের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। সে প্রভুর মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল ; তাহার পর বলিল,—“হুজুর কি মনে করিতেছেন?”

ললিতমোহন বলিলেন,—“মনে কিছুই করি নাই, মনে করিবার কোন বিষয়ও নাই। আমি আর কলিকাতায় থাকিব না।”

টহল বলিল,—“যেখানেই যাইবেন, আমি ত সঙ্গেই যাইব।”

একটু চিন্তা করিয়া ললিতমোহন বলিলেন,—“সুবিধা হইবে না। টহল! আমার সঙ্গে তোমার থাকিবার আবশ্যক হইবে না।”

তখন কাঁদিতে কাঁদিতে টহল ললিতমোহনের পা জড়াইয়া ধরিল। বলিল,—“হুজুর, গোলামের কি কসুর? কোন্ অপরাধে এ দাসকে আপনি ছাড়িয়া দিবেন?”

অতীব ব্যথিতভাবে ললিতমোহন হাত ধরিয়া টহলকে উঠাইলেন এবং নিজের কোঁচার কাপড়ে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। বলিলেন,—“আইস টহল! তোমার সহিত অনেক কথা আছে। পথের মধ্যে সে সকল কথা বলিবার সুবিধা হইবে না।”

পরদিন প্রাতে টহল সিং কোথাও ললিতমোহনকে দেখিতে পাইল না। তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে সরযুবালার বাসায় আসিয়া সংবাদ জানাইল। তখন পূরণ, টহল, রজনীকান্ত এবং অন্যান্য অনেক লোক নানা স্থানে ললিতমোহনের সন্ধান করিল, কোথাও তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বহু রক্ষক, দাস-দাসী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া রাধিকাসুন্দরী তীর্থপর্য্যটনে গমন করিয়াছেন, গিন্নীমাও তাঁহার সঙ্গে আছেন। তিন মাস তিনি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিলেন, নানা দেবতার নিকট প্রণাম করিলেন, নানা ভক্তির লীলা দর্শন করিলেন। অনেক প্রকার ভীষণ ও রমণীয়, বিকট ও প্রীতিজনক দৃশ্য তাঁহার নয়নে পড়িল; কিন্তু কিছুতেই তিনি চিত্তকে প্রসন্ন করিতে পারিলেন না। সর্ব্বত্র সকল ব্যাপারের মধ্যেই তিনি ললিতমোহনকে দেখিতে লাগিলেন এবং যেখানে ললিতমোহন নাই, সেই স্থান রমণীয় হইলেও তাঁহার বিরক্তিকর হইতে লাগিল। হিমালয়ের অতি রমণীয় প্রদেশসমূহের স্থানবিশেষে তিনি উচ্চ বেদিকার উপর ললিতমোহনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনের নয়নে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন, হরিদ্বারের পৃষ্ঠবিদারণকারিণী পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর পার্শ্বে ললিতমোহনের প্রশান্তমূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে মনে করিয়া তিনি গদগদচিত্তে প্রণাম করিলেন। কনখলে উপস্থিত হইয়া দক্ষপ্রজাপতির মহাযজ্ঞস্থল তিনি দর্শন করিলেন, চিত্তে নিতান্ত আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। যে ক্ষেত্রে সতী-শিরোমণি শিবানী পতিনিন্দাশ্রবণে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সতীত্বের সেই সুবিমল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রাধিকার চিত্তমধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তিনি আপনার দুর্ব্বলতা হেতু আপনাকে আপনি শত ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। অনেক স্থান পরিভ্রমণ করা হইল—অনেক দেবতার নিকট রাধিকা শান্তির প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু ফলে কিছুই হইল না, মন কোনমতেই আয়ত্তে আসিল না।

রাধিকা স্বাস্থ্য হারাইয়াছেন, রূপ হারাইয়াছেন, লাবণ্য হারাইয়াছেন এবং শক্তি হারাইয়াছেন, লোকতঃ না হউক, ধর্ম্মতঃ তিনি ধর্ম্মও হারাইয়াছেন, অথচ প্রাণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার আশা তিনি ছাড়েন নাই। মনকে শান্ত ও অধীন করিয়া ধর্ম্মপথে চালিত করিবার চেষ্টা তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। অসৎপথে চলিয়া, পাপের সাগরে ভাসিয়া সুখের অন্বেষণ করিতেও তিনি সম্মত হইতে পারেন নাই; সুতরাং এই বিষম ব্যাপারের সংঘর্ষে তিনি মৃতকল্প।

এখন রাধিকাকে দেখিলে আর চিনিবার উপায় নাই। সে প্রসন্নতা গিয়াছে—সে কোমলতা গিয়াছে, সে পবিত্রতা গিয়াছে। কৃশ, দুর্ব্বল দেহের সর্ব্বত্র নিদারুণ বিষাদের কালিমা ছাইয়া পড়িয়াছে। চিন্তায়, যন্ত্রণায় এবং অশান্তির প্রাবল্যে ললাটের দুই পার্শ্বে, চক্ষুর নিম্নে এবং চিবুকে চর্ম্মাবৃত অস্থি দেখা যাইতেছে। সেই লাবণ্যময়ী রাধিকাসুন্দরী এক্ষণে বিকটকায়া হইয়াছেন।

বহুস্থান, বহুতীর্থ পর্য্যটন করার পর রাধিকা সঙ্গিনীগণসহ শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছেন। যে স্থান প্রেমের স্মৃতিতে পরিপূর্ণ, যে স্থানের স্থাবর-জঙ্গম অদ্যাপি অত্যদ্ভুত প্রেমলীলার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এবং যে স্থানের ধূলিকণায় পরম প্রেমিক-শিরোমণির চরণ-রজঃ এখনও সংযুক্ত রহিয়াছে, সেই অত্যদ্ভুত রমণীয় স্থানে রাধিকা সমাগত হইলেন। বর্ষাকালীন স্ফীতবক্ষ নদীর স্রোতাভিঘাতে তটসমূহ যেমন চূর্ণ হয়, রাধিকার ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হৃদয় প্রবল বাসনাস্রোতে সেইরূপ নিরন্তর আহত হইতেছিল। কোমল বস্তুর সহিত কঠোর বস্তুর সংঘর্ষণ ঘটিলে যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, রাধিকার হৃদয়েও সেই দুর্দ্দশা হইয়াছিল। প্রতিকূল ও অনুকূল উভয় প্রকার যুক্তিস্রোত তাঁহাকে ভাসাইতে ভাসাইতে কখনও বা নরকের দিকে লইয়া যাইতেছিল, আবার কখনও বা স্বর্গরাজ্যের অভিমুখে টানিয়া লইয়া আসিতেছিল। যন্ত্রণা অসহনীয়!

বৃন্দাবনে আসিয়া যুক্তি তাঁহাকে বুঝাইতেছিল, এই পুণ্যতীর্থে বৃষভানুসুতা সধবা হইয়াও উপপতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রেমলীলার কাহিনীতে ভারত পরিপূর্ণ। তিনি দেবতার সহিত সর্ব্বত্র পূজিত এবং সকল ভক্তই তাঁহার নিকট অবনত-মস্তক; এই স্থানের এই পুণ্যময় প্রেমক্ষেত্রের

অভিনীত লীলার অনুকরণে রাধিকা কেন ইচ্ছামত প্রেমভোগ করিতে অধিকারিণী হইবেন না? বিরুদ্ধ যুক্তি ঘৃণার হাসির সহিত বলিতেছে—"ধিক্ এ কথায়! যাহারা লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম ও যাহারা প্রেমের গূঢ়তা প্রণিধান করিতে অশক্ত, যাহারা প্রকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তাহারাই এইরূপ কুৎসিত যুক্তি অবলম্বন করিয়া থাকে এবং না বুঝিয়া ব্রহ্মস্বরূপ নন্দনন্দনকে এবং তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা শ্রীমতীকে ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারী বলিয়া উল্লেখ করে।"

বৃন্দাবনে বহু দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু রাধিকার হৃদয় কোন ক্রমেই পাপের পথে মগ্ন হইয়া সুখের অন্বেষণ করিতে ইচ্ছা করিল না।

একটা সাম্য তাঁহাকে সময়ে সময়ে চঞ্চলচিত্ত করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল, তিনিও রাধিকা। যে শ্রীমতীর নাম পরমপুণ্যপ্রদ বোধে ভগবন্নামের পূর্ব্বে যোজিত হইয়া থাকে, তাহার সহিত রাধিকার নাম সমান; আর যাঁহাকে তিনি মনে মনে ভালবাসিতেন, তিনিও ললিতমোহনরূপে মদনমোহন; কিন্তু এ সকল কল্পনার সুখ ও আকাঙ্ক্ষা রাধিকা পূর্ব্ব হইতেই নিবারণ করিতে জানিতেন, এখনও তত্তাবৎকে সহজেই দমন করিতে পারিলেন, কিন্তু প্রাণের জ্বালা তো যায় না। সব শাসন হয়, কিন্তু ভুলিবার উপায় তো হয় না। সকলেই কথা শোনে, পোড়া স্মৃতি কেন এত অবাধ্য?

বৃন্দাবনে ধীর-সমীর, যমুনাপুলিন, কেলিকদম্ব, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, বংশীবট, নিধুবন প্রভৃতি নানা দৃশ্য তিনি দর্শন করিলেন। প্রেমের স্মৃতিতে, প্রেমলীলার ক্ষেত্র ও চিহ্নসমূহ দর্শনে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল; তথাপি দুঃখিনী বিধবা যুদ্ধে বিরত হইতে পারিলেন না।

দিন কাটিতে লাগিল। সুদীর্ঘ ছয় মাস চলিয়া গেল। একদিন রাধিকা গোবর্দ্ধনগিরি দর্শন করিয়া মথুরায় অবস্থিতি করিতেছেন; সেই দিন তাঁহার জীবনে আবার এক ঘটনা উপস্থিত হইয়া হৃদয়কে ভয়ানক আহত করিল।

সায়ংকালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাধিকাসুন্দরী আরতি দর্শনের ইচ্ছা করিলেন। যে স্থানে কংসারি কেশব মাতুল কংসের নিধনসাধন করিয়া বিশ্রামের নিমিত্ত উপবেশন করিয়াছিলেন, যমুনাতীরস্থ সেই স্থান অদ্যাপি বিশ্রামঘাট নামে প্রসিদ্ধ। সন্ধ্যাসমাগমে সেই স্থানে এক বেদিকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণ বহু দীপযুক্ত দীপাধার হস্তে কালিন্দীর আরত্রিক করিয়া থাকেন, সেই পবিত্র ব্যাপার দর্শনের নিমিত্ত তথায় তৎকালে লোকারণ্য হইয়া থাকে। সন্নিহিত অধিবাসিগণের সৌধশিরে, অঙ্গনে, চত্বরে, দেবালয়ে, অলিন্দে, সর্ব্বত্র কেবল মনুষ্যমস্তক ব্যতীত আর কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। পুরুষ দর্শকের অপেক্ষা বোধ হয় দর্শনার্থিনী নারীরই বাহুল্য হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবস্থা বোধ হয় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। সকল তীর্থে, সকল অনুষ্ঠানে এবং আস্তিকতার সকল কার্য্যেই বোধ হয়, পুরুষের অপেক্ষা নারীরই আগ্রহ ও প্রাচুর্য্য অধিক। মৌখিকই হউক, বা আন্তরিকই হউক, সনাতন-ধর্ম্মের লৌকিক অনুষ্ঠান নারীগণ পালন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সে অপ্রাসঙ্গিক কথা এক্ষণে প্রয়োজন নাই। আরতি সমাপ্ত হইলে বিশ্রামঘাটে আর এক অপূর্ব্ব ব্যাপারের অভিনয় হয়। রমণীগণ দূর হইতে পুষ্প বা পুষ্পমালিকা দ্বারা আরতিদীপ নির্ব্বাণ করিতে থাকেন। মহারাষ্ট্র-কামিনী, তৈলঙ্গসীমন্তিনী, কান্যকুব্জবাসিনী এবং বঙ্গীয় মহিলা, সকলেই তথায় সৌন্দর্য্যের পসরা লইয়া উপস্থিত থাকেন এবং সকলেই ফুল বা ফুলের মালা প্রক্ষেপ করিয়া দীপ নিভাইতে চেষ্টা করেন। দূর হইতে, নিকট হইতে, পশ্চাৎ হইতে ও পার্শ্ব হইতে রাশি রাশি কুসুম বর্ষার ধারার ন্যায় পড়িতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে হাস্যের লহর ছুটিতে থাকে। কেহ নিষ্ফল হইলে সন্নিহিত সঙ্গিনীরা হাসির রোল তুলিয়া তাহাকে টিটকারী দেয়, কেহ সফল হইলে আত্মীয়েরা হাস্য সহকারে জয়োল্লাস ব্যক্ত করে।

এই আরতি দেখিবার নিমিত্ত রাধিকাসুন্দরী দিবাবসানের পূর্ব্বেই আপনার সঙ্গিনী ও রক্ষিগণসহ সন্নিহিত এক অট্টালিকার বারান্দায় স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জন্য এই স্থান স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। রাধিকা অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া গিন্নী-মা ও দুই জন ঝির মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া অপরের অলক্ষিতভাবে সম্মুখস্থ জনতা দর্শন করিতেছিলেন। লোক আসিতেছে—আরও আসিতেছে, ঠেলাঠেলি করিয়া স্থান গ্রহণ করিতেছে, স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছে, কলরব করিতেছে; আরও নরনারী চারিদিক্ হইতে আসিতেছে।

রাধিকাসুন্দরীর সংজ্ঞা তিরোহিতপ্রায় হইল; দেহ অবসন্নপ্রায় হইল; তিনি অবশভাবে গিন্নী-মার

গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িলেন। রাধিকা দেখিতে পাইলেন, তাঁহারই ঠিক সম্মুখে, সেই বারান্দার অনতিদূরে জটাভারসমন্বিত সৌম্যমূর্ত্তি এক সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান, তাঁহারই পার্শ্বে তাঁহারই সহিত বাক্য-কথনে নিরত আর এক প্রশান্তদর্শন রমণীয় যুবা; সেই যুবা ললিতমোহন।

আরতি হইয়া গেল। শঙ্খ, ঘণ্টা, বাদ্যধ্বনি থামিয়া গেল। ফুলের ধারায় দীপনির্ব্বাণোৎসব, সম্পন্ন হইল। হাসির রোল ও আনন্দোচ্ছ্বাস থামিল। সমাগত জনপ্রবাহ ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গেল। রাধিকা কিছুই দেখিলেন না, তাঁহাতে তিনি নাই।

গিন্নী-মা তাঁহাকে নিদ্রাগত মনে করিয়া গায়ে হাত দিয়া নাড়িলেন, তখন রাধিকার চৈতন্য হইল। গিন্নী-মা বলিলেন,—"ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে মা! চল, এখন বাসায় যাই।"

নয়ন মার্জ্জন করিয়া রাধিকা বারংবার যে স্থানে ললিতমোহনকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! কোথায় সে দেবতা! সে সন্ন্যাসী সেখানে নাই, দেবকান্তি ললিতমোহনও সেখানে নাই।

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আর্ত্তস্বরে রাধিকা বলিলেন,—"চল।"

সকলে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাধিকাসুন্দরী মিথ্যা দেখেন নাই। সত্যই ললিতমোহন একমাস পূর্ব্বে মথুরায় আগমন করিয়াছেন এবং যে স্থানে উত্তানপাদ-নন্দন ধার্ম্মিকোত্তম ধ্রুব পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই ধ্রুবঘাটের সন্নিধানে ললিতমোহন অবস্থিতি করিতেছেন।

তিনমাস হইল, ললিতমোহন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। টহল বা সরযূ, রজনীকান্ত বা রাধিকাসুন্দরী কাহারও সংবাদ তিনি জানেন না। কোন সংবাদের জন্যই তাঁহার হৃদয় আর ব্যাকুল নহে। কোনরূপ আসক্তি বা অনুরাগের তিনি আর অধীন নহেন।

লোকে উন্নতির মার্গ কণ্টাকীর্ণ ও দুর্গম বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহার ন্যায় সরল, মনোরম ও অবাধ পথ আর কিছু নাই। অনাসক্ত ললিত-মোহন চিত্তশুদ্ধির পর ভক্তির অধিকারী হইয়া স্বতই জ্ঞানার্থী হইয়াছেন। রাধিকাকে আসঙ্গলিপ্সা বিবর্জ্জিত-ভাবে তিনি হৃদয়ের মধ্যে লুকাইয়া ভালবাসিতেন, সেই ভালবাসা ক্রমে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ-তর, পবিত্রতর এবং মধুরতর ভালবাসা শিখাইয়াছে। সেই ভালবাসা তাঁহাকে দেবতার প্রতি ভক্তি করিতে, দেবতাকে ভালবাসিতে উপদেশ দিয়াছে, এবং সেই ভালবাসা নশ্বর কামনাজড়িত অকিঞ্চিৎকর পদার্থের প্রতি প্রেম পরিত্যাগ করিয়া অবিনাশী, চিরস্থায়ী পরমবস্তুকে ভালবাসিবার উপায় দেখাইয়া দিয়াছে।

ললিতমোহন পূর্ব্ব হইতেই স্বভাবতঃ ক্রোধ, ভয় এবং আসক্তি-বর্জ্জিত ছিলেন। অধুনা কালচক্রের আবর্ত্তনে তিনি পরম প্রেমিক হইয়াছেন এবং আপনাকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া দীনতা অবলম্বন করিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে কোন গুরূপদেশ গ্রহণ করিতে হয় নাই, কোন সাধনার অনুসরণ করিতে হয় নাই; এইরূপ নির্ম্মলতা তাঁহার আপনা হইতে ক্রমে ক্রমে উপজাত হইয়াছে। জ্ঞান স্বপ্রকাশ ও ভাস্বর; আপনিই হৃদয়ে তাহার উন্মেষ হয় এবং আপনিই তাহা বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়। কেবল চিত্ত প্রস্তুত ও উপযোগী হইলে অন্যান্য উন্নতি অনায়াসসাধ্য হয়। জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয় হইলে সুদূরস্থিত সূর্য্যের প্রতিবিম্ব আপনিই আসিয়া তাহার মধ্যগত হয়। হৃদয় স্ফটিক বা তৈজসের ন্যায় উপযোগী হইলে, আপনিই দীপ্তি গ্রহণ করে। সেই ভাগ্যবান্ অনাসক্ত ললিতমোহনের হৃদয় বাল্যকাল হইতেই উন্নতির নিমিত্ত আপনি প্রস্তুত হইতেছিল, শত শত কুকার্য্য তাঁহাকে মাতাইয়াছিল, কিন্তু কখন বদ্ধ করিতে পারে নাই। বহু প্রলোভন বাগুরা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই।

একমাসকাল ললিতমোহন বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরাধামে পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছেন। সঙ্গে কোন ভৃত্য নাই, কোন অনুচর নাই, তিনি একাকী আপনার আহার্য্যের ব্যবস্থা করেন এবং আপনার বিবিধ নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করেন। এখানকার বহুলোক তাঁহাকে চিনিয়াছে, তাঁহার সরলতা ও দীনতা, তাঁহার পরোপকার-প্রবৃত্তি ও নিরহঙ্কৃতভাব, তাঁহার প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি ও শান্তস্বভাব তাঁহাকে অল্পসময়ের মধ্যে অনেকের নিকট পরিচিত করিয়াছে। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আইসেন, অনেক

দুঃখী ও বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিতে আইসে এবং অনেক ধনবান্ বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ তাঁহাকে দর্শন করিতে আইসেন। সেই অল্পভাষী, হাস্যমুখ, পরদুঃখকাতর পুরুষ সতত মানবের প্রসাদনে নিযুক্ত।

প্রত্যূষে ললিতমোহন পূর্ব্বোল্লিখিত বিশ্রাম-ঘাটের অনতিদূরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠীদিগের সেই বিগ্রহ দর্শন করিয়া ফিরিতেছিলেন। শ্রেষ্ঠীদিগের এই বিগ্রহ মণিমুক্তাজড়িতালঙ্কারে অত্যুজ্জ্বল। দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ললিতমোহন যখন নিজের ক্ষুদ্র আবাসগৃহের অভিমুখে ফিরিতেছেন, তখন তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক। সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজক, গৃহস্থ ও ভিক্ষুক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিতেছে।

সম্মুখে এক স্থানে বহুলোক সমবেত হইয়া অতিশয় উচ্চস্বরে বাগ্বিতণ্ডা করিতেছে। ললিতমোহন নিকটস্থ হইয়া দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি সহসা হস্তস্থিত প্রকাণ্ড যষ্টি দ্বারা এক ব্যক্তির মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিল। "হায়! হায়! করিলে কি! করিলে কি!" বলিতে বলিতে ললিতমোহন সেই জনতার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আহত ব্যক্তি রুধিরসিক্ত অবস্থায় ভূপতিত হইল। আঘাতকারী বেগে পলায়ন করিল। অনেক লোক "ধর ধর" শব্দে তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইল।

আহত ব্যক্তি অপরিচিত। কেন তাহার সহিত আঘাতকারীর বচসা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পর কেনই বা সে এরূপ আঘাতে ইহাকে ভূতলশায়ী করিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তখন ললিতমোহন ও তাঁহার দুই জন সন্ন্যাসী সঙ্গী সেই আহত ব্যক্তির অতি নিকটে গমন করিলেন—বুঝিলেন, আঘাত গুরুতর হইলেও আহত ব্যক্তির সহসা প্রাণান্ত ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই এবং শুশ্রূষা করিলে ইহার জীবনরক্ষা হইবে। তখন ললিতমোহন সন্নিহিত এক দোকান্ হইতে জল লইয়া আপনার উত্তরীয় সিক্ত করিলেন এবং তদ্দারা আহত ব্যক্তির মস্তক দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া ফেলিলেন, তাহার পর তাহার মুখে চক্ষুতে ও ললাটে জল দিলেন; একটু চিন্তা করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী দর্শকগণকে একখানি ডুলি আনাইয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলেন; কিন্তু ফল কিছুই হইল না। তখন অনর্থক সময় নষ্ট করা অবৈধ মনে করিয়া ললিতমোহন সন্নিহিত দোকান হইতে একখানি কম্বল ক্রয় করিলেন, সেই কম্বল দুই ভাজ করিয়া আহতকে তাহার উপরে স্থাপন করিলেন। একজন সন্ন্যাসী কম্বলের এক দিক্ ধারণ করিলেন, ললিতমোহন এবং অন্য এক সন্ন্যাসী অপর দিক্ ধরিয়া লইলেন। আহত ব্যক্তিকে এইরূপে বহন করিয়া ললিতমোহন আপনার ক্ষুদ্র আবাসে উপস্থিত হইলেন। পীড়িতের তখন সংজ্ঞা হইয়াছে। কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধ আহরণ করিয়া ললিতমোহন তাহাকে সেবন করাইলেন। আহত ব্যক্তি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল। সন্ন্যাসিদ্বয় তাহার মস্তকে প্রলেপ দিবার নিমিত্ত লতাবিশেষের অন্বেষণে গমন করিলেন। ললিতমোহন একাকী সেই কাতর পুরুষের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন।

সহসা সবিস্ময়ে ললিতমোহন দেখিলেন, এক অবগুণ্ঠনবতী নারী দুই জন দ্বারবান্-বেশধর পুরুষের সঙ্গে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। নারীর বেশ বঙ্গদেশবাসিনীর ন্যায়, তিনি বিধবা। অতি নিকটস্থ হইয়া নারী মুখের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিলেন, সবিস্ময়ে ললিতমোহন দেখিলেন, এই নারী রাধিকাসুন্দরীর সহচরী সেই গিন্নী মা। ললিতমোহন চমকিত হইলেন।

গিন্নী-মা রক্ষিদ্বয়কে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা একটু দূরে চলিয়া গেলে গিন্নী-মা বলিলেন,—"ললিতবাবু, চমকিতেছেন কেন?"

ধীরভাবে ললিতমোহন বলিলেন,—"আপনাকে বহুদিন পূর্ব্বে কাশীতে দেখিয়াছি। এখানে হঠাৎ আপনার সহিত আবার সাক্ষাৎ হইবে, এরূপ বোধ ছিল না। আমি কলিকাতায় একবার শুনিয়াছিলাম, আপনারা সকলে তীর্থপর্য্যটনে গিয়াছিলেন।"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"ঠিকই শুনিয়াছিলেন। আমরা অনেক তীর্থে ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি এখানে আসিয়াছি।"

ললিতমোহন জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনাদের সমস্ত কুশল ত?"

গিন্নী-মা মুখ ভার করিয়া বলিলেন,—"কুশল দূরে থাকুক, আমাদের সর্ব্বনাশ অতি নিকটে। ললিত বাবু! আমি কাশীতেই আপনাকে জানাইয়াছি, রাধিকাসুন্দরী অসম্ভব আশায় পাগল হইয়া মরিতে বসিয়াছেন। বহুদিন কাটিয়া গেল, নানা স্থানে ভ্রমণ করা হইল, মনের ভিতরে তিনি নানা প্রকার সাবধান হইবার চেষ্টা করিলেন, প্রাণকে ফিরাইয়া আনিয়া সৎপথ দেখাইবার অনেক ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিছুতেই কিছু হয় না।"

ললিতমোহন অধোমুখে চিন্তিত।

গিন্নী-মা আবার বলিলেন,—"গত কল্য বিশ্রামঘাটে আরতির পূর্ব্বে রাধিকাসুন্দরী আপনাকে

দেখিয়াছেন। তিনি পরে আমাকে সে কথা জানাইয়াছেন। আমি তখন হইতে আপনার সন্ধানে লোক লাগাইয়াছি। অদ্য প্রাতে একটা মারামারির সময় আমাদিগের একজন দ্বারবান্ আপনাকে দেখিয়াছে। সে বাসায় ফিরিয়া সংবাদ জানাইবামাত্র আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। রাধিকা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন নাই। আমি যে আপনার নিকট আসিয়াছি, তাহাও তিনি জানেন না।"

ললিতমোহন জিজ্ঞাসিলেন,—"এক্ষণে তাঁহার শরীরের অবস্থা কিরূপ ?"

গিন্নী-মা উত্তর দিলেন,—"কি বলিয়া বুঝাইব ? আমরা দেখিতেছি, তাঁহার মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী, শরীরের অবস্থা অতি মন্দ !"

ললিতমোহন বলিলেন,—"আমাকে আপনি কি করিতে বলেন ?"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"কিছুই করিতে বলি না। অতি অল্পসময়ের পরিচয়েই আমরা বুঝিয়াছিলাম, আপনি মহাশয় লোক। এ ব্যাপারে আমরা সকলেই জানি, আপনার কোন দোষ নাই, বরং আপনি এ বিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। পুরুষে এ বিষয়ে এমন ত্যাগ স্বীকার কখনও সহজে করিতে পারে না। আপনি আমাদিগের হিতৈষী বন্ধু। বিপদে পড়িয়া, সর্ব্বনাশ নিকটে দেখিয়া আপনার কাছে আসিয়াছি।"

ললিতমোহন নীরব, অধোমুখ।

গিন্নী-মা আবার বলিলেন,—"কল্য হঠাৎ আপনাকে দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন, তাহার পর ভাবভঙ্গী আরও ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু তিনি অতি সাবধান, আপনাকে পুনরায় দেখিবার বা আপনার সহিত একটি কথা কহিবার আকিঞ্চনও একবার প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার দেহ ও মনে যে ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছে, তাহার কোনই ভুল নাই।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"মা ! যদি বিশ্বাস করিয়া অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমি একবার দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

সজল-নয়নে গিন্নী-মা বলিলেন,—"কল্যাণ হউক। আমিও এইরূপ অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছিলাম ; বিশ্বাস আপনাকে যথেষ্ট করিয়া থাকি ; আপনি যেরূপ বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মনুষ্যলোকে অতি দুর্ল্লভ।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"আমি দেখা করিব, এই সংবাদ পূর্ব্বে তাঁহাকে জানাইয়া রাখিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কখন্ কি ভাবে দেখা করিতে পারিব, তাহার এখনও স্থিরতা নাই। আপনি চিন্তা করিবেন না। যাহাতে তাঁহার চিত্তে শান্তি আইসে, আমি তাহার চেষ্টা করিব। কলিকাতার সংবাদ আপনারা জানেন কি ?"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"আমরা সকলই শুনিয়াছি ; সরযূ দিদি সুখী হইয়াছেন। আপনার চেষ্টায় সকলই শুভ হইয়াছে। আপনি এই বিষয়ের যেরূপ হউক, একটা সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস আছে। যাহা ভাল হয়, করুন।"

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে এক দীর্ঘকায় বিশালবক্ষ প্রসন্নানন সন্ন্যাসী আসিয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন।

গিন্নী-মা অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সরযূবালা আশার অতীত সুখী হইয়াছেন। রজনীকান্ত তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নিজের দুষ্কৃতির নিমিত্ত বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট কুণ্ঠিত হইয়া পুনঃ পুনঃ আপনাকে অপরাধী দেখাইতেছেন, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে বিনোদিত করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন।

ললিতমোহন প্রস্থান করার পর নানাপ্রকারে তাঁহার অনুসন্ধান করা হইল ; কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না। চারিদিন পরে ডাকে রজনীকান্তের নামে এক পত্র আসিল ; সে পত্র ললিতমোহনবাবুর হস্তলিখিত। তিনি তাহাতে রজনীকান্ত ও সরযূবালাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন ; টহল সিংকে জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইবার পরামর্শ দিয়াছেন ; তিনি স্বয়ং কখন কোথায় থাকিবেন, তাহার স্থিরতা নাই লিখিয়াছেন ; সুতরাং ললিতমোহনবাবুর আর কোন সন্ধান হইল না। তখন অগত্যা রজনীকান্ত ও সরযূবালা ললিত-মোহনের প্রত্যাগমন-আশা পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু টহল সিং সে আশা ছাড়িল না। সে দেশে চলিয়া আসিল, ললিতমোহনের প্রদত্ত অর্থে সুখে দিনযাপন করিবার আশায় সে দেশে ফিরিল না,

যেরূপে হউক, প্রভুর সন্ধান করিয়া তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলনই তাহার সঙ্কল্প হইল।

পাঁচ দিন পরে বাসা উঠাইয়া দিয়া, সরযূবালাকে লইয়া রজনীকান্ত শ্যামবাজারে আপনার পৈতৃক ভবনে আসিলেন। স্বামীর ভবনে সরযূবালা কর্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হইলেন। সুখ ও আশা পূর্ণমাত্রায় তাঁহাকে আশ্রয় করিল, লক্ষ্মীর মাও সঙ্গে থাকিল।

এত সুখের মধ্যে এক চিন্তা সময়ে সময়ে সরযূবালাকে ব্যাকুল করিতে লাগিল। রাধিকা-সুন্দরীর কি হইল? তীর্থপর্য্যটনে গিয়াছেন শুনিয়াছি, আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। চিত্তকে তিনি স্থির করিতে পারিয়াছেন কি? বোধ হয় না। বোধ হয়, যুদ্ধ সমানই চলিতেছে, বোধ হয়, সে যুদ্ধে তাঁহার আত্মনাশ ঘটিবে, জানি না, কি হইল। আর ললিতমোহন! তিনি সহসা আমাদিগকে ত্যাগ করিলেন কেন? এই অনাসক্ত সাধু এখানকার কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইয়াছে বুঝিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন? আবার রাধিকাসুন্দরীর সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে ফিরিতেছেন কি? অসম্ভব। সে প্রবৃত্তি থাকিলে তিনি পূর্ব্বেই তাহার ব্যবস্থা করিতেন। না, চিত্তের উপর তাঁহার আধিপত্য অসীম। তিনি কখনই মন্দ উদ্দেশ্যে যান নাই, তবে কি হইল! ইঁহাদিগের সংবাদ পাইবার কি কোনই উপায় নাই? কাশীতে ইঁহারা কোথায় আছেন, জানিলে স্বামীকে বুঝাইয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সরযূবালা একবার ললিতমোহন ও রাধিকাসুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন।

গরবিনী ও মতিলাল সকলই জানিয়াছে। কুলটা বুঝিয়াছে, রজনীকান্তকে হস্তগত করিবার আর উপায় নাই। সে তখন মতিলালকেই এই সর্ব্বনাশের কারণ স্থির করিয়া আপনার কপালে আপনি করাঘাত করিয়াছে। সে যদি মতিলালের পরামর্শে যোগ দিয়া রজনীকে ছাড়িয়া না দিত, মতিলালের ব্যবস্থাক্রমে রজনী যদি সরযূকে দেখিতে না পাইত, তাহা হইলে এরূপ অনিষ্ট কখনও ঘটিত না। মতিলালের উপর ভয়ানক ক্রোধ হইল। অধম মতিলাল আর দেখা দেয় না, এক্ষণে উপায় কিছুই নাই। কোন পরামর্শ স্থির করিতে না পারিয়া, গরবিনী আপন মনে গর্জ্জিতে লাগিল। শেষে সে সঙ্কল্প করিল যে, যে ভাবেই হউক, সরযূকে নিপাত করিতেই হইবে। এই শত্রুকে রসাতলে পাঠাইতে পারিলে, তাহার যাহা ছিল, সকলই আবার হইবে।

মতিলাল বড়ই হতাশ হইল। এরূপ মনঃকষ্ট তাহাকে আর কখন পাইতে হয় নাই। সে জীবনে যখন যে নারীকে দেখিয়া লুব্ধ হইয়াছে, ধন দ্বারা হউক, লোক দ্বারা হউক, কৌশল দ্বারা হউক, তাহার সর্ব্বনাশ না করিয়া কখনও ক্ষান্ত হয় নাই। এবার সরযূকে দেখিয়া তাহার কু-প্রবৃত্তি অতিশয় বলবতী হইয়াছিল, সরযূকে একদিনের নিমিত্ত পাইবার উপায় হইলেও, সে আপনার অগাধ সম্পত্তি ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু যে উপায়ে মনের সাধ সহজেই মিটিবে জানিয়াছিল, তাহা হইল না। যাহাকে উপলক্ষ করিয়া সেই ভল্লুক সরযূকে গ্রাস করিবে মনে করিয়াছিল, সেই রজনী একাকীই তাহা পাইল এবং পরমসুখে সে দিন কাটাইতে লাগিল। তাহার আর দেখা পাওয়া যায় না। ভাবিতে ভাবিতে মতিলাল স্থির করিল, আশা কোনরূপেই ছাড়া হইবে না, মিটাইতে হইবে। ইহার জন্য অসাধ্যসাধনেও সে প্রস্তুত হইল। সর্ব্বনাশ ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল।

কাঁকুড়গাছিতে রজনীকান্তের মনোহর এক উদ্যানবাটী ছিল। সরযূবালাকে লইয়া তিনি অনেক সময় সেই বাগানে যাতায়াত করিতেন। সঙ্গে পাচক, দ্বারবানাদি থাকিত। শ্রাবণ মাসের মধ্যভাগে একদিন রজনীকান্ত সস্ত্রীক বাগানে গমন করিয়াছিলেন।

সরযূ স্বামীর সহিত রাত্রিকালে উদ্যান-বাটিকার এক কক্ষমধ্যে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। হাস্য ও সন্তোষ যেন উভয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে ঘন ঘনান্ধকার। এখনই খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশ এখনও মেঘে আচ্ছন্ন রহিয়াছে—বিদ্যুৎ চমকিতেছে, আবার বোধ হয় এখনই বৃষ্টি নামিবে।

দম্পতি যখন ভিতরে পূর্ণানন্দে মগ্ন, তখন বাহিরে অন্যত্র একটা ভয়ানক কাজের অনুষ্ঠান হইতেছিল। মতিলাল বহু লোক সঙ্গে লইয়া রজনীকান্তের উদ্যান-সন্নিহিত অপর একটি উদ্যানে অপেক্ষা করিতেছিল, সেই উদ্যানেরই এক স্থানে অশ্বদ্বয়-যোজিত গাড়ী সাজান ছিল; গভীর নিশীথে সরযূ ও রজনী নিদ্রিত হইলে, মতিলাল দ্বার ভাঙ্গিয়া লোকজনসহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবে স্থির করিয়াছিল এবং নিদ্রিতা সরযূকে নিঃশব্দে বহন করিয়া পলায়ন করিবার সঙ্কল্প তাহার মনে ছিল। যদি

শব্দ দিতে রজনীর নিদ্রা-ভঙ্গ হয় এবং সে যদি অভীষ্টসাধনে ব্যাঘাত উপস্থিত করে, তাহা হইলে তাহাকে তদ্দণ্ডেই হত্যা করিতে হইবে, ইহাও মতিলাল স্থির করিয়াছিল। বাগানের ফটকে দ্বারবান্ নিদ্রিত থাকে। কিন্তু ফটক দিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন হইবে না। বাগানের উত্তর পার্শ্বের প্রাচীর উচ্চ নহে, সেই প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া অনায়াসে বাগানে যাওয়া যাইবে। বাগানের নিকটে কোন দিকেই কোন অধিবাসী নাই; সুতরাং কোন গোলমাল উপস্থিত হইলেও হঠাৎ শুনিতে পাইয়া কোন লোক সাহায্য করিতে আসিবার সম্ভাবনা নাই; পুলিস-প্রহরীও নিকটে থাকে না, অতএব আশঙ্কার কোন কারণ নাই। অনেক ভাবিয়া, অনেক বুঝিয়া, মনের সাধ মিটাইবার নিমিত্ত দুরন্ত মতিলাল এই ব্যবস্থা করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে।

বৃষ্টি আসিল, ছাদের উপর টপ টপ শব্দ হইতে লাগিল, বৃক্ষ-লতাদির উপর সপ সপ শব্দে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। নর্দ্দমা দিয়া ঝর্ ঝর্ শব্দে জল গড়াইতে লাগিল। ভয়ানক অন্ধকার! ওঃ! কি ভয়ানক মেঘের ডাক! একটা জানালা খোলা ছিল, সরযু তাহা বন্ধ করিতে উঠিলেন, কি গাঢ় অন্ধকার! অন্ধকার দেখিয়া সরযুর ভয় হইল। তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া রজনীকান্তের নিকটে আসিলেন, বলিলেন,—"বর্ষা না যাইলে আর তোমাকে বাগানে আসিতে দিব না, এখানে বড়ই ভয় করে।"

রজনী বলিলেন,—"ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি তো বর্ষাকালে বাগানে আসিতে ভালবাসি না, তুমিই তো বল, এক দিন পল্লীগ্রামে না আসিলে শরীর ও মন ভাল থাকে না।"

সরযু বলিলেন,—"দোষ আমারই বটে। তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও নাই কেন যে, বর্ষাকালে চারিদিকে গাছপালার মধ্যে অন্ধকারে থাকিতে ভয় হয়?"

রজনী বলিলেন,—"আমার ভয় হয় না, কিন্তু তোমার ভয় হইতে পারে, ইহা আমার বুঝা উচিত ছিল। যাহা হউক, এখনই জল ছাড়িয়া যাইবে, আস্তাবলে গাড়ী, ঘোড়া, সহিস, কোচম্যান রহিয়াছে, এখন রাত্রি ৮টার বেশী নহে, তোমার যখন ভয় হইতেছে, তখন আর থাকিয়া কাজ নাই।"

তখনই রজনী দাসী দ্বারা আস্তাবলে গাড়ী তৈয়ার করিতে সংবাদ পাঠাইলেন। আধ ঘণ্টা পরে বৃষ্টি ছাড়িয়া গেল, মেঘ ও অন্ধকার সমানই রহিল; গাড়ী গাড়ী-বারান্দায় আসিল। সরযুকে লইয়া রজনীকান্ত গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; ঝি-ও গাড়ীর মধ্যে স্থান পাইল, দ্বারবান্ গাড়ীর উপরে উঠিল। অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। গাড়ীতে বসিয়া সরযু রজনীকান্তকে বলিলেন,—"কেন বলিতে পারি না, আমার আজ বড়ই ভয় করিতেছিল। এই বাগানে আমি কত দিনই আসিয়াছি, কত দিনই কাটাইয়াছি, কিন্তু এমন ভয় কোন দিনই হয় নাই।"

রজনী বলিলেন,—"তোমার ভয়ের কথা শুনিয়াই তো বাগানে রাত্রিপাত করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। এখন তোমার ভয় দূর হইয়াছে বুঝিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম; কিন্তু কেন যে তোমার এইরূপ ভয় হইল, তাহা বলিতে পারি না।"

সরযু বলিলেন,—"আমিও বলিতে পারি না। আমার প্রাণ হঠাৎ কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল।"

বাগানের পথ ছাড়াইয়া গাড়ী পাকা রাস্তায় উঠিল এবং সেই নিবিড় অন্ধকারমধ্য দিয়া অপেক্ষাকৃত বেগে চলিতে লাগিল। মতিলাল ও তাহার সঙ্গিগণ এ ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারিল না।

—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় ১১টা, রজনীকান্তের সেই উদ্যান নিস্তব্ধ। দ্বারবান্ চলিয়া গিয়াছে; কেবল মালীরা নিম্নতলের এক ঘরে ঘুমাইতেছে। আর কোথাও কোন লোক নাই; ঘোর অন্ধকার রাত্রি। অতি সামান্য বৃষ্টিপাত হইতেছে। আকাশে মেঘ যথেষ্ট, নক্ষত্র ও তারকারাজি মেঘে আচ্ছন্ন।

এইরূপ সময়ে এক যুবতী নারী বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল; অন্ধকারে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাগানের পথ ও বৃক্ষলতাদি তাহার সুপরিচিত। সে অন্ধকারমধ্যেও অনায়াসে বাগান ও পার্শ্ববর্ত্তী পুষ্করিণীর পাশ দিয়া সহজেই উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হইল। নারী সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া বারান্দায় উঠিল, বারান্দা হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। নারীর সমস্তই জানা ছিল, সে সেই সিঁড়ি অবলম্বনে নিঃশব্দে উপরে উঠিল। উপরে কক্ষের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। সকল সন্ধিই নারী জানিত। একটা দ্বারের খড়খড়ি তুলিয়া বাহির হইতে কৌশলে দ্বার খুলিয়া ফেলিল।

নারী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইল, আপনার দেহের বস্ত্রাদি সে একবার ঠিক করিয়া লইল। এই নারী গরবিনী।

যে ঘরে গরবিনী প্রবেশ করিল, তাহা শয়নকক্ষ নহে ; আর দুইটা ঘর অতিক্রম করিলে শয়নকক্ষে উপস্থিত হওয়া যাইবে। যে বাগানে বহুদিন সে রজনীকান্ত ও তাহার বয়স্যগণের সহিত বিবিধ আমোদে অতিবাহিত করিয়াছে, যেখানে তাহার আদেশ ও বাসনা পূরণ করিতে গৃহস্বামী হইতে তাঁহার ভৃত্য পর্য্যন্ত সকলেই ব্যস্ত থাকিত, যেখানের সকল দ্রব্য ও সকল আয়োজন তাহারই বিনোদনের নিমিত্ত নিযুক্ত হইত, আজ সেখানে সে তস্করের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে, পরের ন্যায় নিঃসম্পর্কিতভাবে প্রবেশ করিয়াছে। কেন তাহার এরূপ ঘটিল ? কোথা হইতে ধূমকেতুরূপে সরযুবালা আসিয়া তাহার সকল সুখে গরল ঢালিয়া দিল, তাহার জীবনের সকল আনন্দ ছিন্ন করিয়া লইল। সরযুবালাকে নিপাত করিতে হইবে। অদৃষ্টে যাহা থাকে হউক, এই সরযুবালাকে নাশ করিতে গরবিনী কৃতসঙ্কল্প। আজ রাত্রিতে সরযুবালার জীবনলীলা সাঙ্গ হইবে, আজই সরযুবালার বাসনার সমাপ্তি হইবে, আজই তাহার স্বামিসম্ভোগের শেষদিন। উৎকট কর্ম্ম-সাধনে যে ব্যাপৃত, তাহার মূর্ত্তিও উৎকট। গরবিনীর মূর্ত্তি রক্তিমা-রঞ্জিত, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঈষৎ বিকম্পিত, বদনে নিদারুণ হিংসার রেখা প্রকটিত।

সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গরবিনী নিঃশব্দে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। নিদ্রাকালে রজনীকান্তের নাসিকাধ্বনি হইয়া থাকে, সে শব্দ শুনা যাইতেছে না, তবে কি এখনও ইহারা ঘুমায় নাই ? গরবিনী স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিতে লাগিল,—রজনী-কান্ত ! আজ তোমার সুন্দরী স্ত্রীর সকল লীলা শেষ হইবে। ভোগ কর, হতভাগ্য রজনী ! ভোগ কর ! মৃতা স্ত্রীর শব-দেহ আলিঙ্গন করিয়া আরও দুই মুহূর্ত্ত সুখের নিদ্রায় অভিভূত থাক।

গরবিনী সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া কক্ষান্তরে উপস্থিত হইল। ইহার অব্যবহিত পর-কক্ষেই শয়নের স্থান। আলোক নাই, বাহিরে ও ভিতরে সমান অন্ধকার। সহসা ভয়ানক মেঘগর্জ্জন হইল ; গরবিনী চমকিয়া উঠিল ; ভাবিল, বুঝি বা তাহারই মস্তকে বজ্রপাত হইতেছে। প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিল, বৃষ্টিপাতের বিষম শব্দ ভিন্ন আর কিছু শুনিবার উপায় থাকিল না ; গরবিনী মনে করিল, এই স্থান হইতে রজনীকান্তের নাসিকা-ধ্বনি নিশ্চয়ই শুনা যাইত, কিন্তু বোধ হয়, দারুণ বৃষ্টির শব্দে তাহা শুনা যাইতেছে না। সে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

যে শয়নকক্ষের যে পর্য্যঙ্কে—যে শয্যায় সে বহু দিন সুরাপহৃতচেতনা হইয়া অথবা বিলাসপ্রমত্ত হইয়া সুখযামিনী অতিবাহিত করিয়াছে, আজ তথায় তাহার স্থান অধিকার করিয়া অন্য নারী শায়িতা ! দৃঢ়-হৃদয়ে ধীর-পদে গরবিনী পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বস্ত্রমধ্য হইতে সে এক তীক্ষ্ণধার প্রকাণ্ড ছুরিকা বাহির করিল। মনে মনে ভাবিল, এই ছুরিকা এখনই সরযুর হৃদয় ভেদ করিয়া দিবে, এখনই তাহার রক্তে শয্যা ও গৃহ প্লাবিত হইবে ; কিন্তু শয্যার এত নিকটে আসিয়াও নিদ্রিতগণের নিশ্বাসধ্বনি কেন শুনা যাইতেছে না ? তাহারা কি এ দিকে নাই ? আবার গরবিনী আপনার বস্ত্রমধ্যে ছুরিকা লুকাইল। তাহার পর সে শয্যায় হস্তার্পণ করিল, সমস্ত শয্যায় কুত্রাপি কোন মনুষ্য নাই, তখন গরবিনীর মাথা ঘুরিয়া পড়িল।

কোথায় গেল তাহারা ? আজই তাহারা বাগানে আসিয়াছে, বাগানেই রাত্রি কাটাইবে, এই সংবাদ গরবিনী বিশেষরূপে জানিয়াছে, কিন্তু কোথায় তাহারা ? কক্ষান্তরে থাকিলেও থাকিতে পারে ; হয় তো অন্য কোন কক্ষে নবীনা সুন্দরীর নবীন শয়ন-মন্দিরে নবীন শয্যা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেকক্ষণ বাহু দ্বারা আপনার কপাল ধারণ করিয়া গরবিনী চিন্তা করিল ; তাহার পর উঠিয়া অতি সাবধানে সে সকল কক্ষ ঘুরিয়া আসিল, কোথাও তাহারা নাই, তাহাদের কোন চিহ্নও নাই।

হতাশ হইয়া গরবিনী পুনরায় পূর্ব্বকথিত শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া আসিল। আবার সেই শয্যায় বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, তাহার সকল আয়োজন ব্যর্থ হইল। তাহারা নিশ্চয়ই বাগানে আসিবে বলিয়া অন্য কোন স্থানে গমন করিয়াছে। আজ সরযু ! আজ তুমি বাঁচিয়া গেলে, কিন্তু ভাবিও না, গরবিনী তোমাকে ছাড়িবে। আজ হইল না, কিন্তু কাল হউক বা দশ দিন পরেই হউক, গরবিনীর হস্তে নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু ঘটিবে ! যদি রজনী তোমার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করে, যদি সে ঘৃণা করিয়া তোমাকে দূর করিয়া দেয়, তাহা হইলে হয় তো আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি। নতুবা জানিবে, আমি তোমার যম। আমার হাতে তোমাকে ছটফট করিতে করিতে মরিতে হইবে।

ফিরিবার কোন উপায় নাই। এ গভীর রাত্রিতে অনেক কষ্টে গরবিনী একাকিনী আসিয়াছে। ঘোর অন্ধকার, ভয়ানক বৃষ্টি; এ অবস্থায় প্রভাত না হইলে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে গরবিনী সেই শয্যার উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিল। অবিলম্বে নিদ্রা তাহাকে আচ্ছন্ন করিল; তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটা।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে পাঁচ ব্যক্তি সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা অতি সাবধানে দীপশলাকা প্রজ্বালিত করিল। দেখিল, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া এক নিদ্রিতা নারী শয্যায় পড়িয়া আছে; রজনীকান্ত নিকটে নাই। যে পাঁচ জন আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে এক কৃষ্ণকায় পুরুষ অগ্রণী; সেই পুরুষ মতিলাল।

মতিলাল ভাবিল, ভগবানের কি অনুগ্রহ! হয় তো প্রেমের কোন কলহে অথবা অন্য কোন কারণে আজ এই নিদ্রিতা সরযুর পার্শ্বে রজনীকান্ত নাই। আর বিলম্বের কি প্রয়োজন? যখন সরযুকে একাকিনী পাওয়া গিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, বাসনাসিদ্ধির কোনই ব্যাঘাত নাই। সে ফুস্‌ফুস্‌ করিয়া অনুচরগণকে কি বলিয়া দিল। তাহার পর স্বয়ং একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

অনুচরেরা ধীরে ধীরে নারীর পার্শ্বে গমন করিল এবং কেহ কোন কথা না বলিয়া, চক্ষুর নিমিষে রমণীর মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। নারী ছটফট করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা তাহার হস্তপদ চাপিয়া ধরিল, তাহার পর শয্যায় জড়াইয়া তাহাকে শবের ন্যায় বাঁধিয়া ফেলিল; তদনন্তর সেই গাঢ় অন্ধকারে নারীদেহ বহন করিয়া তাহারা প্রস্থান করিল। সকলই নিস্তব্ধ হইল।

মহোল্লাসে মতিলাল সেই নিবদ্ধ নারীকে লইয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বাগানে উপস্থিত হইল। বাহিরের ফটক রুদ্ধ হইল। পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ করিতে করিতে দেহবাহকগণ সহ মতিলাল অনেক কক্ষ অতিক্রম করিল। শেষে যে কক্ষে তাহারা উপনীত হইল, সে কক্ষ সুসজ্জিত; তথায় উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে। কক্ষমধ্যে গিয়া অনুচরেরা নারীর সমস্ত বন্ধন মোচন করিয়া দিল এবং আপনারা প্রস্থান করিল।

মতিলাল নারীর মুখের কাপড় খুলিয়া দিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! এ যে গরবিনী! তখন সে ক্রোধে মনস্তাপে অভিভূত হইয়া পড়িল;—বলিল, "তুই হতভাগি, বাগানে কেন আসিয়াছিলি? আমার এত আয়োজন, এত কষ্ট সকলি তুই মাটী করিলি! আমার ইচ্ছা হইতেছে, তোকে এখনই মারিতে মারিতে তাড়াইয়া দিই।"

অনেকক্ষণ গরবিনী কথা কহিতে পারিল না। অনেকক্ষণে তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রকৃতিস্থ হইল। তাহার পর সে বলিল, "পাষণ্ড! নরাধম! তোরিই পরামর্শে আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তুই আমাকে কুমন্ত্রণায় ভুলাইয়া রজনীকে কাড়িয়া লইয়াছিস্‌। আমার সর্ব্বনাশ করিয়া, দুরাত্মা মতিলাল, তুই আবার আমাকে মারিতে মারিতে তাড়াইতে চাহিতেছিস্‌? আর তোর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না; আর তুই ডাকিলে আসিস্‌ না—আর তুই আমার সন্ধান করিস্‌ না।"

ক্রোধের সহিত মতিলাল বলিল,—"কেন করিব? তোর মত নারী পথে-ঘাটে শত শত পাওয়া যায়। বেশী কথা কহিস্‌ না, তাহা হইলে চাকর দিয়া মারিতে মারিতে এই রাত্রিতেই তোকে তাড়াইয়া দিব। রজনী সুখী হইয়াছে। সে যে সুন্দরীকে পাইয়াছে, তুই তাহার পায়ের নখেরও যোগ্য নহিস্‌, কেন সে আর তোর নিকটে আসিবে? আমি ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, বন্ধুর উপকার করিয়াছি, সে জন্য তুই কথা কহিবার কে? আর কথা কহিলে তোর মুখে রক্ত উঠাইয়া দিব। তোর যদি একটুও বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তুই কখনই আমার সহিত এরূপ ভাবে কথা কহিতিস্‌ না। বুঝিয়া দেখ, আমি এত কষ্ট করিয়া এত জল-কাদায়, অন্ধকারে যে কাজ করিতে আসিয়াছি, তাহা যদি নির্ব্বিঘ্নে হইয়া যাইত, তাহা হইলে সকল দিকেই তোর ভাল হইত।"

গরবিনী একটু ভাবিয়া দেখিল, মতিলালের কথা মিথ্যা নহে। বলিল,—"তুমি কাজ শেষ করিতে পারিলে আমার সুবিধা হইত বটে; কিন্তু অনেক দিন ধরিয়া কেবল চেষ্টাই করিতেছ, চেষ্টার কথাই বলিতেছ, কাজে তো কিছুই হইতেছে না।"

মতিলাল বলিল,—"সে কি আমার দোষ? সুযোগ না পাইলে এমন একটা কাজ করা যায় কি?"

গরবিনী বলিল,—"তুমি সুযোগের অপেক্ষায় দেরী করিতে অনায়াসেই পার, কিন্তু আমি আর পারি না, এই জন্য আমি আজি একেবারে নিকাশ করিতে আসিয়াছিলাম। এই দেখ ছুরি! কি

বলিব, দেখা পাইলাম না; দেখিতে পাইলে কোন্‌কালে তাহাকে যমের বাড়ী পাঠাইতাম।"

গরবিনী বস্ত্র-মধ্য হইতে ছুরি বাহির করিল। মতিলাল বলিল,—"এমন কাজ করিও না, মারিয়া কোন লাভ নাই। বাঁচিয়া থাকিলে আমার উপকারে লাগিবে, আরও পাঁচ জনের উপকারে লাগিতে পারে। তাহাকে রজনীকান্তের হাতছাড়া করার দরকার, তাহারই মত্‌লব করা তোমার উচিত, সে জন্য আমাকে সাহায্য করাই তোমার আবশ্যক।"

তাহার পর উভয়ে সুরাপান করিতে করিতে একযোগে সরযুবালার সর্ব্বনাশ করিবার পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহারা তখন স্বার্থের জন্য এবং সুরার প্রভাবে উভয়েই উভয়ের পরম হিতৈষী হইয়া উঠিল। একটা চক্রান্ত স্থির করার পর তাহারা রাত্রিশেষে সুরাপহতচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল।

—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাধিকাসুন্দরীর মুখে ললিতমোহনের মথুরাধামে আগমনবার্ত্তা শুনিয়াই গিন্নী-মার মনে এক নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এত দিন পরে হয় তো রাধিকার দৃঢ়তা অনেক কমিয়া গিয়াছে; হয় তো এখন ললিতমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বা কথোপকথনে তিনি ইচ্ছা-পূর্ব্বক সম্মত হইবেন এবং হয় তো এরূপ সাক্ষাৎ ও কথোপকথন ঘটিলে বিবাহের প্রস্তাবও নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া কোন পক্ষ মনে করিবেন না। আবার হয় তো রাধিকার মৃতদেহে জীবনের সঞ্চার হইবে, আবার তাঁহার জীবন আনন্দ ও উৎসাহপূর্ণ হইবে। এইরূপ বিশ্বাসে স্নেহময়ী গিন্নী-মা রাধিকার অগোচরে ললিতমোহনের আবাসস্থানের সন্ধান করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ললিতমোহনের সহিত প্রাতে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

অদ্যই তাঁহাদের পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া যাইবার কথা ছিল; কিন্তু ললিতমোহন আসিয়া রাধিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়াছেন। বৃন্দাবনে প্রস্থান করিলে হয় তো সুযোগ নষ্ট হইবে মনে করিয়া গিন্নী-মা নানা প্রকার ওজরে যাওয়া বন্ধ রাখিয়াছেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গিন্নী-মা ও রাধিকাসুন্দরী বাসার এক কক্ষে বসিয়া কথা কহিতেছেন। মথুরা হইতে আগ্রা যাইবার যে প্রশস্ত রাজপথ আছে, তাহারই পার্শ্বে এক সুন্দর অট্টালিকায় তাঁহাদিগের বাসা হইয়াছে। পথ হইতে বাসাবাটী কিছু দূরে অবস্থিত। বাটী ও পথ এতদুভয়ের ব্যবধানস্থান নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষলতাদিতে পূর্ণ, তাহার মধ্য দিয়া গমনাগমনের রাস্তা।

ললিতমোহনের সহিত গিন্নী-মা সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনি আসিবেন বলিয়াছেন, এই সকল কোন কথাই রাধিকাকে জানান নাই; কিন্তু এ সম্বন্ধে রাধিকার মন একটু প্রস্তুত করিয়া রাখিবার উদ্দেশে অন্যান্য অনেক কথার পর গিন্নী-মা বলিলেন, "মা! এক দিন বলিয়াছিলাম, আজি আবার বলিতেছি, এমন করিয়া অকারণ দেহপাত করিলে কি লাভ হইবে?"

হতাশভাবে প্রশ্ন হইল,—"তবে কি করিব?"

গিন্নী-মা উত্তর দিলেন,—"যাহা করিলে সকল দিক্ রক্ষা হয়, তাহাই কর; এরূপ তুষানলে পুড়িয়া মরার অপেক্ষা জীবনকে রক্ষা করাই উচিত; তোমার ধন আছে, যৌবন আছে, রূপ আছে; ললিতমোহনের সহিত তোমার মিলন হইলে জগতে কাহারও কোন ক্ষতি নাই, বরং উপকার যথেষ্ট। তিনি দয়ার অবতার, তুমি ধনে রাজরাজেশ্বরী; এরূপ লক্ষ্মীনারায়ণের মিলনে সমাজের অনেক হিত হইবে।"

রাধিকা বলিলেন,—"হইতে পারে; কিন্তু মা! সমাজ-শাসনের, ধর্ম্মশাসনের এবং ন্যায়-শাসনের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, জগতের হিত করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মানবের হিতাহিতে বিধাতারই অধিকার; তিনি যদি হিতের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার মত কীটের সহায়তা না পাইলেও তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবে; তিনি যদি অহিতের ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সহস্র সহস্র ধনশালিনী বিরুদ্ধে চেষ্টা করিলেও রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব মা! একটা মিথ্যা ওজরে মনকে প্রবোধ দিয়া কেন অন্যায় করিব?"

গিন্নী-মা একটু চিন্তার পর বলিলেন,—"ললিতমোহন স্বর্গের দেবতা, তাঁহার কর্ম্মময় জীবনকে তুমি নিরুদ্যম করিয়া দিলে; তাঁহার দ্বারা জগতের প্রভূত হিত হইতেছিল, তুমি তাহা নষ্ট করিলে; সেই আনন্দময় যুবার হৃদয়ে তুমি চির-বিষাদের বিষ ঢালিয়া দিলে; ইহা কি তোমার অন্যায় হইল না মা?"

রাধিকা বলিলেন,—"না। আমি জ্ঞানে বা

অজ্ঞানে তাঁহার নিকট কোন প্রণয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি নাই; তাঁহার সহিত একটিও কথা কহি নাই; ইচ্ছা করিয়া কখনও তাঁহাকে আমার মুখ দেখিবার সুযোগ করিয়া দিই নাই, সুতরাং ধর্ম্মতঃ আমি তাঁহার চিত্ত-পরিবর্ত্তনের কারণ নহি। তিনি পুরুষ, অবিবাহিত, স্বাধীন ব্যক্তি; শত সহস্র উপায়ে তিনি চিত্তের গতি ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন। যতক্ষণ তাহা না পারিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার কষ্ট বটে, কিন্তু লক্ষণে বুঝিয়াছি, তাঁহার চিত্ত শান্ত হইয়াছে। তিনি বেগে উন্নতির পথে ফিরিতেছেন। ভাল হউক, মন্দ হউক, আমি তাঁহার ভাবান্তরের জন্য দায়ী নহি।"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"তুমি মা অর্থ দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিয়াছ, নানাপ্রকারে তাঁহার সাহায্য করিতে চেষ্টা করিয়াছ। ইহাতে সকলেই বুঝিতে পারে যে, তাঁহার প্রতি তোমার যথেষ্ট ভালবাসা জন্মিয়াছে, তিনিই বা কেন এরূপ না বুঝিবেন?"

রাধিকা বলিলেন,—"এরূপ বুঝিলে ভুল বুঝা হইবে। লোকের উপকার করিতে তাঁহারও যেমন অধিকার আছে, আমারও তেমনই অধিকার আছে। তিনি দেবতা, পরোপকারই তাঁহার ব্রত; আমি স্বয়ং পরোপকারের ভাল সুযোগ পাই না। এইরূপ অবস্থায় যদি আমি বুঝিয়া থাকি যে, তাঁহাকে সাহায্য করিলে পরোপকারের সহায়তা হইবে, তাহাতে দোষ কি হইয়াছে মা? আর যদি আমি বুঝিয়া থাকি, তিনি নির্ব্বিঘ্ন থাকিলে জগতের অশেষ হিত হইতে থাকিবে, তাহাতেই বা আমার কি অন্যায় হইয়াছে মা? এ সকল কার্য্যে প্রণয় প্রকাশ হয় না, আমি নারী বলিয়াই আমার কার্য্য বিরুদ্ধভাবে তোমরা গ্রহণ করিতেছ, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, ইহাতে আমার প্রাণের মধ্যে যে লুকান ছাই ঢাকা আগুন দিবানিশি জ্বলিতেছে, তাহা কিছুই ব্যক্ত করা হয় নাই।"

গিন্নী মা বলিলেন,—"এক্ষণে উপায়?"

রাধিকা বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—"উপায় অতি সহজ, অতি নিকটস্থ; চিতার অনলে এই ছার দেহ ভস্ম হইলেই উপায় হইবে। মন কলঙ্কিত হইয়াছে; দেহ কদাপি কলঙ্কিত হইতে দিব না। পিপাসায় ছটফট করিয়া মরিব, কিন্তু সে বিষ-বারি পান করিব না। নারীজন্ম লাভ করিয়া চিত্তকে স্থির রাখিতে পারিলাম না। ধিক্ আমাকে! বুঝিয়া দেখ মা! মৃত্যুই আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।"

রাধিকা নীরব হইলেন, গিন্নী-মা নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কম্পিতহস্তে রাধিকা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—কাঁদিও না মা! কাঁদিও না, দুঃখ করিও না, মরণে নারীর গৌরব ভিন্ন ভয় নাই। নারী কখনও মরিতে ডরায় না। ধর্ম্মের অভাবই নারীর মৃত্যু, ধর্ম্মের জন্য হাসিতে হাসিতে মরাই নারীর ধর্ম্ম।"

অশ্রুসংক্ষুব্ধস্বরে গিন্নী-মা বলিলেন,—"তুমি তো বাসনা-নিবৃত্তির সকল উপায় থাকিতেও মরিতে বসিয়াছ, মরায় যদি ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে সে ধর্ম্ম তো শীঘ্রই তুমি পাইবে। এই শেষ সময়ে একবার ললিতবাবুকে এখানে আনাইলে হয় না?"

রাধিকা বলিলেন,—"ছি ছি! কেন মা, এমন কথা বলিতেছ? তিনি দেবতা, তাঁহাকে আমি প্রাণের সহিত প্রণাম করিতেছি; কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাতে আমার কোনই লাভ নাই। আমি মরিতে বসিয়াছি, মরণকালেও আমার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, অসঙ্গত চপলতা দেখাইয়া মরিব কেন? আমার মরণের পর তোমরা তাঁহার হিতচেষ্টা করিও, তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য যত্ন করিও; আমার এই ধনসম্পত্তি তাঁহার চরণতলে স্থাপিত করিও; কিন্তু আমার এ দুর্ব্বলতার কথা তাঁহাকে আর জানাইও না। আমার এ দেহের সহিত চিতা-ভস্মের মধ্যে যেন এই অধঃপতনের কাহিনী লুকাইয়া থাকে। আমি আপনাকে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে জানাইতে বারণ করিতেছি, এমন মনে করিও না; তিনি সম্মুখে আসুন, হাসিমুখে আমার শিয়রে বসুন, আমি পরোপকারী মহাপুরুষ বোধে তাঁহার চরণধূলি মস্তকে লইব; কিন্তু যাহা ভাবিয়া আমার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, যে বাসনায় আমি নরকে ডুবিতে বসিয়াছি, তাহার প্রশ্রয় কোনমতেই দিব না। তিনি আমার মুখ হইতে ঘুণাক্ষরে সেরূপ কথা শুনিবেন না। আমি দ্রুতগতিতে যে নিয়তির পথে চলিতেছি, তাহারও কোন ব্যতিক্রম হইবে না।"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"তবে তাঁহাকে আনাইবার চেষ্টা করিতে দোষ কি মা?"

রাধিকা বলিলেন,—"আমার কোন ক্ষতি না হইলেও তাঁহার হয় তো কোন ক্ষতি হইতে পারে, তিনি পরদুঃখকাতর মহাত্মা; আমার এ দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহার অন্তর হয় তো বিচলিত হইবে। আর এই চপলতা—এই অধঃপতনের ব্যাপার

লইয়া কোন আন্দোলন করিতে আমার ইচ্ছা হয় না।"

গিন্নী-মা কোন কথা কহিলেন না; কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

রাধিকা আবার বলিলেন,—"দিন ফুরাইয়াছে, এখন আর চিন্তার কারণ নাই। তোমাদিগের আশীর্ব্বাদে অন্তরের যে দুর্গতিই হউক, বাহ্যে আমি সামাজিক ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিয়াছি, ইহাই সৌভাগ্য। আমার জন্য দুঃখের কোন কারণ নাই। এ অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া আমি যদি সুখের পথ খুঁজিয়া লইতাম, তাহা হইলে দুঃখের কারণ ঘটিত। আর এ কথায় কাজ নাই। অনেক দিন অনেক প্রকারে বার বার এই কথাই ভাবিতেছি। ভাবিয়া যাহার কোন উপায় হয় না, সে ভাবনা, সে কথা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত। নীচে হয় তো পাণ্ডা ঠাকুর বসিয়া আছেন। এখানে এক হাজার ব্রাহ্মণকে কল্য এক টাকা করিয়া দান দিবার কথা ছিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া পাণ্ডাঠাকুর তাহার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াছেন। তুমি যাও, যদি তিনি আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সহিত সমস্ত ঠিক করিয়া আইস। কাহাকেও এই ঘরে আলোক দিতে বলিও, আমি একটু পরেই নীচে যাইতেছি।"

গিন্নী-মা প্রস্থান করিলেন; দাসী আলোক লইয়া আসিল। রাধিকার ইঙ্গিতে যথাস্থানে আলোক স্থাপন করিয়া সে চলিয়া গেল। বিশ্ব-সংসার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। রাধিকা এক বাতায়নসমীপে অন্ধকারের দিকে মুখ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"ভালবাসায় দোষ নাই, দোষ কেবল ভোগ-বাসনায়। দেবতাকে হউক, সমস্ত মানব-জাতিকে হউক, ব্যক্তিবিশেষকে হউক, সকলকেই ভালবাসিতে অধিকার আছে। অধিকার নাই কেবল ভোগকামনা মনেও আনিতে। আমি যদি কেবল ভালবাসিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে কতই সুখ, কতই আনন্দ হইত। কিন্তু পাপিষ্ঠা আমি, ভোগের আশা মনে স্থান দিয়া মরিতে বসিয়াছি। এত তীর্থ পর্য্যটন করিলাম, এত দেখিলাম—শুনিলাম, কিন্তু মনকে ফিরাইতে পারিলাম না। কামনাবৰ্জ্জিত হইয়া ভালবাসিতে মন কোনমতেই শিখিল না। ইহার আর উদ্ধার নাই; এখন পাপেই ডুবিয়াছি, পাপচিন্তাতেই ডুবিয়া থাকিব।"

বাহিরের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া, এক অলক্ষ্য মূর্ত্তি গম্ভীরস্বরে বলিল,—"রাধিকা! তুমি সতী, এ গৌরব হারাইও না।"

রাধিকা চমকিয়া উঠিলেন। কাহার এ কণ্ঠস্বর? কে এই মহৎ বাক্যের উপদেষ্টা? স্বর রাধিকার সুপরিচিত, ইহা সেই নিরন্তর চিন্তার কেন্দ্রস্বরূপ ললিতমোহনের কণ্ঠস্বর।

রাধিকার দেহ স্রোতস্বিনী-মধ্যগতা লতিকার ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি হস্ত দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া সে স্থানে বসিয়া পড়িলেন, কোন উত্তর দিতে তাঁহার সাধ্য হইল না। স্থান, কাল, অবস্থা সকলই তিনি ভুলিয়া গেলেন।

অদৃষ্টচর পুরুষ আবার বলিলেন,—"রাধিকা! তুমি দেবী, নরকে যাইবার বাসনা ত্যাগ কর, স্বর্গ তোমাকে পাইয়া উজ্জ্বল হইবে।"

রাধিকার কর্ণে প্রত্যেক শব্দ সুস্পষ্টরূপে প্রবেশ করিল। কিন্তু তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, রসনা, ওষ্ঠ, সকলই যেন বিকল। তিনি এখনও কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

অদৃষ্টচর পুরুষ আবার কহিলেন,—"ভোগে ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম ত্যাগে। সাধ্বি! পুণ্যবতি! অন্তরকে ত্যাগের ধর্ম্ম শিক্ষা দেও; তোমার আদর্শে জগৎ ধন্য হউক।"

এবার রাধিকা অতি কষ্টে অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "আপনাকে চিনিয়াছি। আপনাকে দেবতা বলিয়া জানি, আমি উদ্দেশে আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন শীঘ্র আমার মৃত্যু হয়।"

পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে অদৃষ্টচর পুরুষ বলিলেন,—"অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি, এই মুহূর্ত্ত হইতে তোমার কামনার মৃত্যু হউক। সতি! তুমি হৃদয়কে স্থির করিতে অভ্যাস কর, স্বর্গের পথ তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে। একটু সামান্য মোহে অভিভূত হইয়া তুমি তাহা দেখিতে পাইতেছ না।"

রাধিকা বলিলেন,—"আপনি আমার ভগবান্, আপনি আমার গুরু, আপনি আমার মনের ভাব জানিয়াছেন। বলিয়া দিন, দয়ার অবতার! মহা মহাপুরুষ! বলিয়া দিন, কি উপায়ে এই মহাপাপিষ্ঠ চিত্তকে ফিরাইতে পারিব।"

অদৃষ্টচর পুরুষ বলিলেন,—"সত্যই যদি আমি তোমার ভগবান্ হই, সত্যই যদি তুমি আমার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার উপদেশ

গ্রহণ কর, আমাকে ভগবৎজ্ঞানে আমার পূজা করিতে থাক ; নিরন্তর আমার প্রেমে মগ্ন থাকিয়া আমার সঙ্গসুখ অনুভব কর। আমার মূর্ত্তি অন্তরে ও বাহিরে স্থাপন করিয়া কামনা-বর্জ্জিত হৃদয়ে আমাকে দর্শন করিতে অভ্যাস কর।"

রাধিকা কহিলেন,—"ভগবানের উপদেশ শিরোধার্য্য ; কিন্তু অসাধ্য-সাধনা আমার ঘটিবে কি ?"

অদৃষ্টচর পুরুষ বলিলেন,—"অবশ্য ঘটিবে, তোমার যদি এ সাধনায় সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে সংসারে কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। আমি প্রস্থান করিতেছি, আবার আবশ্যক সময়ে আমি তোমার নিকটে আসিব।"

রাধিকাসুন্দরী গলদশ্রুলোচনে প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন,—"দাসী চরণে প্রণাম করিতেছে, শিষ্যা গুরুর আশীর্ব্বাদ গ্রহণের কামনা করিতেছে।"

আর সেই সুমধুর কণ্ঠস্বরে কোনই উত্তর হইল না। সকলই নীরব। অধোমুখে ক্রন্দন করিতে করিতে তত্রত্য ধূলায় পড়িয়া রাধিকা আপনাকে পরম ভাগ্যবতী মনে করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সদুপায় বটে—রাধিকাসুন্দরী সেই স্থানে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে বুঝিলেন, অদৃষ্ট পুরুষ যাহা বলিয়াছেন, এ অবস্থায় তাহা সদুপায় বটে। এ ভাবে হৃদয়কে ফিরাইবার, এই উপায়ে মনের গতি পরিবর্ত্তন করিবার তিনি কখনও চেষ্টা করেন নাই। গিন্নী-মার নিকট হইতে তিনি যে উপদেশ পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরের আলোড়ন আরও বাড়িয়াছে। বাল্যকাল হইতে যে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছেন, তাহাতে এরূপ উপদেশ কোথাও নাই। উপদেশ অতি মহৎ এবং যে ব্যক্তি তাঁহার হৃদয়ের দেবতা, তাঁহারই উপযুক্ত বটে।

কখনও কাঁদিয়া, কখনও হাসিয়া, কখনও ভাবিয়া রাধিকা সেই বাতায়ন সমীপে সুদীর্ঘকাল কাটাইলেন। গিন্নী-মা আসিয়া বলিলেন,—"মা! ওখানে-কেন ? ঝিরা কেহ কাছে নাই কেন ?"

রাধিকা যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার কোন কথাই গিন্নী-মাকে জানাইলেন না ; বলিলেন,—"চিন্তা অনেক, শরীরের কষ্ট ততোধিক। এই স্থানে বসিয়া একটু আরাম পাইতেছিলাম। তুমি যে কাজে গিয়াছিলে, তাহার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়াছে তো ?"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"পাণ্ডাঠাকুর এক হাজার ব্রাহ্মণ বাছিয়া স্থির করিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা এ বাটীতে আসিয়া দান গ্রহণ করিবেন না, তাঁহাদিগের বাটীতে বাটীতে টাকা পাঠাইয়া দিতে হইবে। এ বিষয়ে তোমার কি ইচ্ছা, না বুঝিয়া আমি ইহার উত্তর দিতে পারি নাই।"

রাধিকা বলিলেন,—"সামান্য একটি টাকার জন্য তাঁহাদিগকে কষ্ট করিয়া আসিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়াই সৎপরামর্শ। আর এই সামান্য কার্য্যের জন্য অনেক লোক জড় করিয়া একটা আড়ম্বর করা উচিত নহে।"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"বেশ! তুমি এই দিকে উঠিয়া আইস। জানালার কাছে সন্ধ্যার পর একা বসিয়া থাকিও না। আমি পাণ্ডাঠাকুরকে তোমার অভিপ্রায় জানাইয়া আসি, যতক্ষণ না আসি, ততক্ষণ তোমার কাছে থাকিবার জন্য দুই জন ঝিকে পাঠাইয়া দিতেছি।"

রাধিকা কথা কহিলেন না। গিন্নী-মা প্রস্থান করিলেন।

সমস্ত রাত্রি রাধিকার একবারও নিদ্রা হইল না ; নিরন্তর আপনার মনে মনে তিনি ললিতমোহনকে ভোগাসক্তি-শূন্য হইয়া ভাবিতে চেষ্টা করিলেন। সমস্ত রাত্রি মনের নয়নে ললিতমোহনকে সুদূরের দেবতুল্য দর্শনীয় পদার্থ বোধে দেখিবার চেষ্টা করিলেন। সমস্ত রাত্রি শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দজী, গোপীনাথ, মদনমোহন, সাহজী, শেঠজী প্রভৃতি যে সকল বিগ্রহ তিনি দেখিয়াছেন, তদ্রূপে ললিতমোহনকে দেখিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু হায়, ফল কিছুই হইল না। একবারও তিনি আসক্তিশূন্যভাবে হৃদয়ের মধ্যে ললিতমোহনের দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। একবারও তিনি মনের নয়নে দেবতা বোধে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, দূর হইতে অন্তরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। হিমালয়ের শৃঙ্গ হইতে সকল তীর্থে, সকল রমণীয় স্থানে, সকল দৃশ্যের মধ্যে তিনি কল্পনার নয়নে ললিতমোহনকে দেখিয়াছেন ; সর্ব্বত্র তিনি ললিতমোহনের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিতেছেন, তিনি আজি হৃদয় হইতে সেই

ভোগের বস্তুকে বাসনাবিরহিতভাবে দর্শন করিতে সক্ষম হইলেন না। সকল আয়াস বৃথা হইল। দুঃখিনী ক্লেশপীড়িতা রাধিকা উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

রাধিকা তথাপি হতাশ হইলেন না। রোদন ও চিন্তা তাঁহার নিত্যসঙ্গী। রোদনের পর আবার তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"কি মনে করিবেন? সেই দেবতা, সেই গুরু কি মনে করিবেন? আমি তাঁহার আদেশ পালন করিতে পারি নাই, ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি নাই, তবে সেই প্রভু দয়া করিবেন কেন? তাঁহার কৃপায় আমি কি বঞ্চিত হইব?"

আবার সরলা সেই কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ললিতমোহন মনুষ্য; প্রাণের আনন্দ, নয়নের আলোক, জীবনের অমৃত, সুখের আধার, হৃদয়ের ভোগ, প্রেমের প্রস্রবণ, ভালবাসার ভাণ্ডার, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবই তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল।

রাধিকা আপনাকে আপনি শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন, আপনার লজ্জায় সেই নিশাকালেও তিনি মুখ ঢাকিতে লাগিলেন।

উষা-সমাগমের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সুমধুর শীতল বায়ুসংস্পর্শে রাধিকার একটু তন্দ্রা আসিল; সেই তন্দ্রাকালে তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, এক পরম শোভাময় প্রদেশ; তাহার এক দিকে নাতিউচ্চ সুষমাপূর্ণ মনোহর লতাবিটপি-সমাচ্ছন্ন শৈল। সেই শৈলের এক পার্শ্ব ভেদ করিয়া রজতধারার ন্যায় প্রস্রবণ-বারি ঝর্‌ঝর্ শব্দে প্রবাহিত হইয়া ভুজঙ্গসদৃশ বক্রগতিতে কত দূরে ধাবিত হইতেছে। শৈল ও নির্ঝরিণীপার্শ্বে সুশ্যামল বহুদূর-বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র। ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে রমণীয় স্বাভাবিক কুঞ্জ। বৃক্ষশাখা মিলিত হইয়া লতাবল্লরীর বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, আপনি অতি রমণীয় কুঞ্জাকারে পরিণত হইয়াছে। স্থানে স্থানে চম্পক, কুরুবক, কদম্ব, শেফালিকা, করবী, স্থলপদ্ম প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের সমাবেশ; সকল বৃক্ষই কুসুমিত, সকল লতাই পুষ্পভারাবনত, পুষ্পেরা হাসিতেছে, দুলিতেছে, পড়িতেছে, খেলিতেছে। গন্ধে সমস্ত দিক্ আমোদিত।

রাধিকা স্বপ্নে আরও দেখিতে লাগিলেন, গিরিপার্শ্বে ময়ুর-ময়ূরী নৃত্য করিতেছে, আবার মৃগশিশুরা লাফাইতেছে, কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল কুহরিতেছে, শুকসারিকা উড়িতেছে, বসিতেছে, আবার উড়িতেছে। কাহারও ভয় নাই, সকলই শান্ত, প্রসন্ন ও ক্রীড়াশীল।

রাধিকা আরও দেখিলেন, তথায় অতি মৃদু সুগন্ধপূর্ণ দক্ষিণ-বায়ু ধীরে প্রবাহিত। তথায় রৌদ্র নাই, অন্ধকার ও রৌদ্রের সম্মিলনকালে—মনোহর প্রভাতসূর্য্য পূর্ব্বাকাশে প্রকটিত হইবার সময় বসুন্ধরা যে সুধাসিক্ত আলোকমাখা হইয়া থাকে, এই রমণীয় দৃশ্যের উপর সেই মধুর আলোক বিকীর্ণ; আলোকের হ্রাসবৃদ্ধি নাই। সমান আলোক সমান রহিয়াছে।

রাধিকার নিদ্রাচ্ছন্ন কর্ণ শুনিতে পাইল, সেই স্থানে যেন সুদূর প্রদেশ হইতে দুলিতে দুলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে বহু বংশীধ্বনি সম্মিলিত হইয়া উঠিতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে। কি সুমধুর সুমিষ্ট ধ্বনি! ঐ আসে, ঐ যায়! এইরূপ অলৌকিক শোভা, এইরূপ ভোগের স্থান রাধিকার কল্পনা তখনও গঠিতে পারে নাই। স্বপ্নাবেশে রাধিকা কল্পিত নন্দনের সুখসম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

শোভা আরও ফুটিয়া উঠিয়া সর্ব্বশোভার সার, সকল সৌন্দর্য্যের সম্মিলনস্বরূপ ললিতমোহন সেই দৃশ্যের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন! রাধিকা দেখিতে লাগিলেন, সেই শৈলসানুদেশে এক পাষাণ-বেদিকার উপর দেবপ্রতিম ললিতমোহন আসিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার বদনে মৃদু হাস্য, নয়নে শান্তিপূর্ণ সুমধুর দৃষ্টি, তাঁহার কলেবর জ্যোতির্ম্ময়, তাঁহার তেজে, তাঁহার শোভায়, তাঁহার সমাগমে সেই রমণীয় দৃশ্য যেন আনন্দপূর্ণ হইল। যেন প্রেমময় রাজরাজেশ্বরের আগমনেই রাজ্য পুলকিত ও আনন্দময় হইল।

এ কি! ইঁহারা কে? ইঁহারা কি দেব-বালা? মরি মরি; কি রূপ, কি মাধুরী—কি শান্তি মাখা, কি প্রসন্নতাপূর্ণ মুখশ্রী! রাধিকা দেখিলেন, চারিদিক্ হইতে শোভাময়-বিচিত্র-পরিচ্ছদধারিণী আনন্দময়ী অগণিতা যুবতী পুষ্পরাশি ও কুসুমমালিকা লইয়া সেই শোভাময় দেবতার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদিগের কি মনোহর মূর্ত্তি! কি ধীর শান্তস্বভাব। কি অতুলনীয় প্রসন্নতা! সত্যই তাঁহারা দেব-বালা!

রাধিকা দূরে—অতি দূরে! সেই দেব-পুরুষের নিকটে যাইতেও তাঁহার সাধ্য নাই! হা বিধাতঃ! তিনি দেখিলেন, যে সকল দেব-বালা দেবতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদিগের শোভার সহিত তুলনা করিলে রাধিকাকে বিকট-

কায়া অতি কুরূপা ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হইবে না। অনেক আয়াসে বিপুল ক্লেশে রাধিকা আরও একটু অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তখন দূর—অনেক দূর।

দেববালারা ক্রমেই সেই দেবতার নিকটস্থ হইলেন এবং ভক্তি ও প্রেমাশ্রুপূর্ণ-নয়নে আবেশ সহকারে সেই দেবতাকে নির্নিমেষভাবে দেখিতে লাগিলেন, তাহার পর ভক্তি-বিহ্বল হইয়া তাঁহারা নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে সেই প্রসন্নানন মূর্ত্তি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন! কি সুন্দর! কি স্বর্গীয়!

তাহার পর দেব-বালারা দূর হইতে, নিকট হইতে, সেই দেবতার চরণে ভক্তি-বিকম্পিত হস্তে পুষ্প ও পুষ্পমালিকা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর তাঁহারা যে যেখানে ছিলেন, সেই স্থান হইতে ভূতলে মস্তকস্থাপন করিয়া সেই দেবতাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ কি! তাঁহারা সকলে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন? কেহ নাই। সেই অসংখ্যপ্রায় দেব-বালার একটিও নাই, কি অচিন্তনীয় অলৌকিক কাণ্ড! তাঁহারা কি আকাশে মিশিয়া গেলেন? সেই চরণের সহিত কি তাঁহাদের পূর্ণ-সম্মিলন হইল? কেহ নাই, আছেন কেবল সেই দেবতা—সেই বেদিকায় প্রশান্তভাবে সমাসীন।

হৃদয়ের সকল শক্তি সঞ্চয় করিয়া, দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া রাধিকা অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কিয়দ্দুর যাওয়ার পর পা আর উঠে না, আর চলে না, তিনি সেই স্থানে কাতরভাবে বসিয়া পড়িলেন; রোদনে তাঁহার চক্ষু অন্ধ হইল, আর তিনি সেই দিব্য পুরুষকে দেখিতে পান না। তখন সেই দিব্যপুরুষ মধুমাখা বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"কেবল ভক্তি লইয়া আইস—আসিতে পারিবে। এই দেববালাগণের মত তোমার সর্ব্বাঙ্গীন সম্মিলন হইবে, আমাতেই মিশিতে পারিবে।"

রাধিকা নয়নজল মার্জ্জনা করিয়া আবার দেখিলেন, সেই প্রসন্নানন মহাপুরুষ বেদীর উপর বসিয়া আছেন। অনেকক্ষণে তিনি হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিলেন, অনেকক্ষণে তিনি মনকে কেবলমাত্র ভক্তিরসে আপ্লুত করিলেন। ভক্তিপূর্ণ হৃদয় লইয়া রাধিকা আবার উঠিলেন, দিব্যপুরুষের নিকট আসিতে তাঁহার আর কষ্ট হইল না; কিন্তু নিকটে আসিয়াই রাধিকার মনে হইল, এই সৌন্দর্য্যসম্পন্ন দিব্য-পুরুষকে এই দণ্ডেই বক্ষে ধারণ করিত হইবে, এই অতুলনীয় পুরুষ-রত্নকে এখনই হৃদয়ে লইয়া মনের সকল ভোগবাসনা মিটাইতে হইবে!

কি ভয়ানক! তৎক্ষণাৎ শত শত ভয়ঙ্কর যমদূত রাধিকাকে নিষ্ঠুরভাবে ধারণ করিল এবং অতিশয় হৃদয়হীনতার সহিত তাঁহাকে দূরে ফেলিয়া দিল। রাধিকা দেখিলেন, ললিতমোহনের স্থানে সেই বেদিকার উপর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ কিরীটকুণ্ডলালঙ্কৃত শ্যামসুন্দর দণ্ডায়মান।

রাধিকার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি উঠিয়া বসিলেন, তখন প্রভাত-সূর্য্যের মধুর রশ্মি বাতায়ন ভেদ করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

গিন্নী-মা ব্যস্ততাসহ রাধিকার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"কি হইয়াছে মা? সমস্ত রাত্রি ছটফট্ করিয়াছ, প্রাতে একটু নিদ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ এমন করিয়া উঠিলে কেন মা?"

রাধিকার ললাটে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দুর আবির্ভাব হইয়াছিল, গিন্নী-মা বস্ত্রাঞ্চলে তাহা মুছাইয়া দিলেন। রাধিকা বলিলেন,—"মা, আমি দেবদর্শন পাইয়াছি, পাইয়া হারাইয়াছি, আবার কখনও কি পাইব না?"

রাধিকা পুনরায় অধোমুখে শয্যায় পড়িয়া গেলেন।

—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে রজনীকান্ত বাবুর বাগানের মালী প্রভুর নিকট নিবেদন করিল যে, "গত কল্য রাত্রি-কালে বাগানে চোর ঢুকিয়াছিল, কৌশলে উপরকার ঘর খুলিয়াছিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, একখানি তোষক ও বিছানার চাদর ছাড়া আর কোন দ্রব্য চোরেরা লইয়া যায় নাই।" এ কথা শুনিয়া রজনী-বাবু অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি বুঝিয়া দেখিলেন, সরযুবালা যে সে রাত্রিতে বাগানে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং অকারণে ভীতা হইয়াছিলেন, তাহা ভগবানেরই দয়া বলিতে হইবে। চোরেরা নিশ্চয়ই সরযুবালার অলঙ্কারের লোভে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। উপযুক্ত সময়ে তাঁহারা বাগান হইতে চলিয়া আসিয়া ভালই করিয়াছিলেন।

রজনীকান্ত স্বয়ং মধ্যাহ্নকালে বাগানে আসিলেন, কিন্তু নানারূপ অনুসন্ধান করিয়াও কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বাগানে অনেক মূল্যবান্ সামগ্রী ছিল, তাহার কিছুই চোরেরা লয় নাই,

কেবল একখানি তোষক আর বিছানার চাদর তাহারা লইয়া গিয়াছে। কেন এ রকম করিল, ইহার কোনই কারণ তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। বাগানের জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত হইল। কিছু দিন ভাবগতিক না বুঝিয়া রজনী আর বাগানে আসিবেন না এবং আসিলেও সেখানে রাত্রিবাস করিবেন না স্থির করিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। রজনী এবং সরযূবালা নিশ্চিন্তমনে ও মহানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কোন দিকে কোনরূপ আশঙ্কার অণুমাত্র সম্ভাবনা আছে বলিয়া রজনীকান্ত বা সরযূবালা জানিলেন না। মতিলালের সহিত রজনীবাবুর আর সাক্ষাৎ হয় না। গরবিনী লোক পাঠাইয়া বা সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানাইয়া আর তাঁহাকে ত্যক্ত করে না।

সরযূবালার আনন্দময় হৃদয়ে একটা চিন্তা সময়ে সময়ে নির্ম্মল আকাশে কালো মেঘের মত উদিত হয়। রাধিকাসুন্দরীর কোন সংবাদ সরযূ জানেন না। যাঁহার দয়ায়, যাঁহার ব্যবস্থায় সরযূবালার এই সকল সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, যিনি অতি অসময়ে ক্রোড়ে স্থান দিয়া সরযূবালার সকল অভাব মোচন করিয়াছেন, তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া কালপাত করা বড়ই অসম্ভব। আর ললিতমোহন—যিনি পিতার ন্যায় যত্নে সরযূর সকল সুখের আয়োজন করিয়াছেন, যিনি হৃদয়ের শত চিন্তার মধ্যে কেবল সরযূর ভাবনাই ভাবিয়াছেন, যিনি আপনার কর্ত্তব্য, সুখ, সন্তোষ বিসর্জ্জন দিয়া কেবল সরযূর হিতচেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছেন, সেই দেবতা ললিতমোহন এখন কোথায়? আর জীবনে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না কি? আর কি কখনও তাঁহার সংবাদটিও সরযূর কাছে আসিবে না? সর্ব্বসুখের মধ্যে এই চিন্তা সরযূকে সতত বিচলিত করিতে লাগিল। রাধিকাসুন্দরী কাশীতে ফিরিয়াছেন জানিলে, রজনীকান্ত পত্নীকে লইয়া সেই পুণ্য তীর্থে গমন করিবেন স্থির করিয়াছেন। সরযূর হৃদয়ের সকল ক্ষোভ মিটাইতে তিনি এখন প্রস্তত।

আজি হুগলীর জজ-আদালতে একটি মোকদ্দমা আছে। সে জন্য রজনীর হুগলী না যাইলেই নহে; অগত্যা রজনী বাবুকে আজি হুগলী যাত্রা করিতে হইয়াছে। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যদি মোকদ্দমা শেষ হইতে সন্ধ্যাও হইয়া যায়, তাহা হইলেও তিনি যেরূপেই হউক, হুগলী হইতে ফিরিয়া সরযূর সম্মুখে হাজির হইবেন। এক দিনেও যদি মোকদ্দমা না হয়, তাহা হইলে তিনি আবার কালই যাইবেন, কিন্তু হুগলীতে কোন মতে রাত্রি কাটাইবেন না, সরযূ মাথার দিব্য দিয়া বলিয়াছেন, ঝড়-জল হয়, যদি আকাশে ভয়ঙ্কর মেঘ ডাকে, তাহা হইলে রাজনীকান্ত হুগলীর উকীলের বাসা ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে পারিবেন না।

বেলা নয়টার সময় আহারাদি শেষ করিয়া রজনীকান্ত প্রস্থান করিয়াছেন, সরযূ একাকিনী। বাটীতে অনেক দাসী আছে, দ্বারে দ্বারবান্ আছে, কিন্তু আজি যেন বাটীতে কেহই নাই, মিলনের পর হইতেই রজনীকান্তের সহিত সরযূর এরূপ ছাড়াছাড়ি আর কখনও হয় নাই। সরযূ আজ একদণ্ড কোথাও স্থির হইয়া থাকিতেছেন না। দিন যেন ফুরাইতেছে না, হাতে যেন কোনই কাজ নাই, সরযূ ভাবিতেছেন, কতক্ষণে তিনি ফিরিবেন।

বেলা চারটার সময় হইতে আকাশে ভয়ানক মেঘের ঘটা হইল এবং কিঞ্চিৎকাল পরেই মূষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। ভাণ্ডারে যত জল ছিল, সমস্তই যেন দেবতা একদিনে ছাড়িবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। ঝুপ ঝুপ ঝুপ, ছপ ছপ ছপ, বৃষ্টির বিরাম নাই। সরযূ ভাবিতে লাগিলেন, আমার যত কষ্ট হয় হউক, তিনি যেন আজি কোন মতে বিদেশ হইতে বাড়ী ফিরিবার মন না করেন। বৃষ্টি থামিল না, সন্ধ্যা হইয়া গেল, রজনীকান্ত ফিরিলেন না।

দ্বারবান্ রুদ্ধকক্ষে খাটিয়ার উপর শয়ন করিল, ভৃত্যেরা বাবু বাটী নাই জানিয়া নিশ্চিন্তমনে এক জায়গায় বসিয়া খোসগল্প করিতে করিতে তামাকু খাইতে লাগিল। যে স্থানে পাচিকা ঠাকুরাণী পাক করিতেছিলেন, সেখানে ঝিরা মিলিয়া ঝগড়া করিতে লাগিল। সরযূ একাকিনী সুসজ্জিত আলোকিত কক্ষমধ্যে পর্য্যঙ্কে বসিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন।

রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল। সংসারের সকলের আহারাদি শেষ হইল, একজন দাসী আসিয়া সরযূর নিকট হাসিতে হাসিতে বলিল,—"বাপ রে, কি মোটা!"

সরযূ সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি মোটা দিনী?" দিনী উত্তর দিল,—"একটা মাগী আমাদের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জল-কাদা, অন্ধকারে সে পথ চিনিয়া বাড়ী ফিরিতে পারিতেছে না। মাগী যেমন মোটা, তেমনিই কালো।"

সরযূ বলিলেন,—"তাহা হউক, তাহার সহিত কেহই নাই কি? বোধ হয়, বড় বিপদে পড়িয়াই স্ত্রীলোকটি এখানে দাঁড়াইয়াছে। দুইটা কথা কহিলেই সব বুঝা যাইবে। তাহাকে উপরে ডাকিয়া আন, আমি তাহার সহিত কথা কহিব।"

দিনী বলিল,—"আমি ডাকিয়া আনিতে পারি, কিন্তু আপনি কথা কহিতে পারিবেন না। মাগীর একগলা ঘোমটা। সে ঘোমটাও খুলে না, কথাও কহে না। বোধ হয় গন্নাকাটা কি হাবা।"

সরযূ বলিলেন,—"তা হউক, তুমি তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।"

দিনী প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে সত্য সত্যই সে এক জমাদারণী গোছের লম্বা চওড়া স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া সরযূবালার সম্মুখে আসিল। নবাগতা স্ত্রীলোককে দেখিয়াই সরযূর মনে কেমন একটা আশঙ্কা হইল, কিন্তু তিনি তাহা ব্যক্ত করিলেন না। জিজ্ঞাসিলেন—"আপনি আমাদের দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন কেন?"

নবাগতা কথা কহিল না। সে সরযূবালার অনতিদূরে বসিয়া পড়িল এবং তাঁহাকে একটা প্রণাম করিল।

সরযূবালা আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"একটা লোক সঙ্গে দিলে কিংবা গাড়ী করিয়া দিলে, আপনি বাড়ী যাইতে পারিবেন কি?"

নবাগতা ঘাড় নাড়িয়া বুঝাইল যে, সে বাড়ী যাইতে পারিবে না।

তখন সরযূ জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কথা কহিতেছেন না কেন?"

নবাগতা কোন উত্তর না দিয়া আরও মুখ নত করিল।

সরযূবালা মনে করিলেন, হয় তো পল্লীগ্রামের লোক, কলিকাতায় নূতন আসিয়াছে, কাহারও সহিত কথা কহিতে ভরসা হইতেছে না, পথ হারাইয়াছে, চিনিয়া বাড়ী যাইতেও পারিবে না। জিজ্ঞাসিলেন,—"কালি প্রাতে আপনি বাড়ী যাইতে পারিবেন কি?"

নবাগতা ঘাড় নাড়িয়া বুঝাইল যে, সে পারিবে।

তখন সরযূবালা বলিলেন,—"দিনী! এই স্ত্রীলোকটিকে খাবার দিতে হইবে। তুমি বামুন-মার কাছে ইঁহার আহারের ব্যবস্থা করিতে যাও। তাহার পর ইঁহার শোওয়ার জায়গা ঠিক করিয়া দিতে হইবে।"

দিনী প্রস্থান করিল।

সরযূ বলিলেন,—"আপনি একটু বসুন, আমি এখনই আসিতেছি।"

সরযূ নবাগতার শয়নের জন্য ব্যবস্থা করিতে গমন করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা। ঘরে আর কেহ থাকিল না; নবাগতা মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিল। কি ভয়ানক! সে মতিলাল। মতিলাল মনে মনে বলিল,—"সরযূ! তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি; আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ হইয়াছে। আজ তোমার সতীত্বের শেষ হইবে। আর মতিলাল অপেক্ষা করিতে পারে না। চারিদিকে লোক রাখিয়াছি, রজনী বাটী নাই, ভয়ানক বৃষ্টি, ভয়ানক অন্ধকার, এমন সুযোগ আর কবে হইবে? আজ তোমাকে এরূপে সরাইব যে, দুনিয়ার আর কেহ তোমার খবর পাইবে না। আসিতেছে—সরযূ বুঝি আসিতেছে।"

মতিলাল আবার ঘোমটায় মুখ ঢাকিল, আবার অতিশয় নত হইয়া বসিল। কৈ, না, কেহই তো আসিল না? গরবিনীর সহিত সেই দিনের পর আর দেখা করি নাই। সে ভাবিতেছে, আমি বুঝি নিশ্চিন্ত আছি, সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি। এরূপ কার্য্যে মতিলাল যে নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র নহে, তাহা সে বুঝি জানে না! আজ তাহার বাসনা মিটিবে, আমার সাধ পূরিবে, রজনীর মুখে ছাই পড়িবে, আর সরযূর সতীত্ব ধ্বংস হইবে। এক ঢিলে অনেক পাখী মারা যাইবে। ধন্য মতিলাল!

মতিলাল আবার ব্যস্ত হইয়া ঘোমটায় মুখ ঢাকিল, আবার নত হইয়া বসিল, এবার নিশ্চয়ই কে আসিতেছে। সত্যই এক নারী সাবধানে কক্ষদ্বারে আসিল; মৃদু কোমল পদশব্দ শুনিয়া মতিলাল বুঝিল—সরযূবালা আসিতেছেন।

কক্ষদ্বারে যে নারী আসিল, সে রাক্ষসীর ন্যায় ভয়ঙ্করী! তাহার লোচন-যুগল যেন স্থানভ্রষ্ট হইয়া বাহিরে আসিতেছে, তাহার ললাটে উন্নত শিরা প্রকটিত হইয়াছে। তাহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, সেই নারী গরবিনী। সে জীবনে কখনও সরযূবালাকে দেখে নাই; বিনত স্ত্রীবেশধারী আচ্ছাদিতবদন মতিলালকে পশ্চাৎ হইতে দেখিয়াই সে মনে করিল, এই নারীই সরযূবালা। এই নারী তাহার সকল সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়াছে, এই নারী তাহার হাত হইতে পরমধন কাড়িয়া লইয়াছে। তখন গরবিনী উন্মাদিনীর ন্যায় এক লম্ফে মতিলালের নিকটস্থ হইল

২য়—২৪

এবং বস্ত্রমধ্য হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরি বাহির করিয়া মতিলালের পৃষ্ঠদেশে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "যাও সয়তানি! স্বামি-ভোগ করিবার সাধ নরকে গিয়া মিটাও।"

কিন্তু কি ভয়ানক! তৎক্ষণাৎ মতিলাল "বাবা গো" শব্দে বিষম চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। গরবিনী উভয় হস্তে কর্ণমূল ঢাকিয়া বলিল,—"কি সর্ব্বনাশ! আমি কি করিতে কি করিলাম, কাহাকে মারিতে কাহাকে মারিলাম!" দেখিতে দেখিতে সকলই ফুরাইয়া গেল। প্রচণ্ড আঘাতে হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ হইয়াছিল, পাষণ্ড মতিলাল কুলটার হস্তে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল।

গরবিনী তখন পলাইবার জন্য ব্যাকুল হইল। সে দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে আসিল। এ বাটীতে অনেকবার সে যাতায়াত করিয়াছে; এ বাড়ীর সকলই তাহার সুপরিচিত। সে নীচে নামিয়া আসিল। সদর-দরজার নিকট পৌঁছিল; তখন দ্বারবান্‌জী দরজা বন্ধ করিয়া সমস্ত দিনে যত তামাক ভস্ম করিয়াছেন, তাহার উপরে শেষ ছিলিম যোগ করিতেছিলেন। দেউড়ীর আলোক তখনও জ্বলিতেছে।

গরবিনী নিকটস্থ হইলে সবিস্ময়ে বলিল,—"তুমি এখানে?"

গরবিনী বলিল,—"বাবু আমাকে আসিতে বলিয়াছিলেন।"

দ্বারবান্ বলিল,—"এ কথা আমার কোনমতেই বিশ্বাস হয় না। বাড়ীর নিকটেও তোমার আসার হুকুম নাই। আমি মা-জীর হুকুম না লইয়া তোমাকে বাহিরে যাইতে দিব না।"

উপর হইতে ভয়ানক চীৎকার উঠিল। দিনী চেঁচাইয়া বলিল,—"খুন হইয়াছে। যাহাকে স্ত্রীলোক ভাবিয়া ঘরে আনা হইয়াছিল, সে পুরুষ।"

দ্বারবান্ তখন গরবিনীকে চাপিয়া ধরিল। দাসদাসী সকলেই উপরের দিকে ছুটিল। গরবিনী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—"আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমার পায়ে ধরিতেছি। যে খুন হইয়াছে, তাহার নাম মতিলাল; সে অতি দুষ্ট লোক, তোমাদিগকে ফাঁসাইবার নিমিত্ত সে আপনার বুকে আপনি ছোরা মারিয়াছে।"

বলা বাহুল্য, এই কথা শুনিয়া দ্বারবান্ গরবিনীকে বাঁধিয়া ফেলিল; দ্বার খুলিয়া ঘোররবে পাহারাওয়ালা ডাকিল। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়া পাহারাওয়ালা আসিলেন। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি তাঁহার জুড়ীদারকে ডাকিলেন। গরবিনী পাহারাওয়ালার নিকটে সকল কথা স্বীকার করিয়া ফেলিল এবং মুক্তির নিমিত্ত তাহাদের চরণে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেক রাত্রিতে ইন্‌স্পেক্টার, জমাদার প্রভৃতি আসিলেন, তদন্ত শেষ হইল, লাস চালান হইল, মুক্তির আশায় গরবিনী ইন্‌স্পেক্টারের নিকট অনেক কাঁদাকাঁটা করিল। সুরসিক ইন্‌স্পেক্টার আপনার গাড়ীতে গরবিনীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। গরবিনী হাজতে থাকিল, নিষ্কৃতির নিমিত্ত অনেকের নিকট সেই দিন হইতে দায়রার দিন পর্য্যন্ত সে কাতরভাবে প্রার্থনা করিল।

গরবিনী রূপসী; তাহার রূপে অনেকেই আকৃষ্ট হইল। অনেকে তাহার সেই অশেষ-পাপপঙ্কিল কলেবর ভোগ কবিবার লালসায় তাহার বন্ধু হইয়া দাঁড়াইল। অনেক কুমন্ত্রণা ও নিষ্কৃতির উপায় বলিয়া দিয়া অনেকে তাহার উপর অত্যাচার করিল। ইংলণ্ডের ইতিহাসে একটা লোমহর্ষণ নিষ্ঠুরতার উল্লেখ আছে। এক যুদ্ধের অবসানে অনেক বন্দী লইয়া বিজয়োন্মত্ত সেনাপতি প্রত্যাগত হইয়াছিলেন, বন্দিগণের প্রাণনাশ করিবার আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল, সেই বন্দিগণের মধ্যে এক অনূঢ়া যুবতীর সহোদর ছিলেন, যুবতী কোন উপায়ে সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার ভ্রাতার জীবন ভিক্ষা চাহিল, অনেক অনুনয়ের পর সেনাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন,—সে সুন্দরী যদি তাহার সহিত এক শয্যায় রজনীপাত করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে তাহার সহোদরকে ভগ্নীর হস্তে প্রদান করা হইবে। এইরূপে সতীত্ব নষ্ট হইলে কুমারীর আর বিবাহ হইবে না, সমাজেও স্থান হইবে না, এই প্রকার বহুবিধ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সে সেনাপতি মহাশয়ের পদতলে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল; কিন্তু সেনাপতি তাহার করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না। তখন অগত্যা সুন্দরীকে সেনাপতির হৃদয়হীন প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। সেনাপতির শয্যায় ভ্রাতৃ-প্রেম-মুগ্ধা কুমারী আপনার ধর্ম্ম ও জীবনের ভাবী আশা বিসর্জ্জন দিল। প্রাতে কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে সেনাপতি মহাশয়ের নিকট আপনার ভ্রাতাকে পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইল। তখন

সেনাপতি বলিলেন যে, "দেখিতেছি তুমি বড়ই ভ্রাতৃভক্ত, যদি একান্তই ভ্রাতাকে তোমার না পাইলে চলিবে না, তাহা হইলে এই বাতায়ন উন্মুক্ত কর, তোমার ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবে।" সুন্দরী ব্যস্তভাবে বাতায়ন খুলিয়া ফেলিলেন। কি ভীষণ ব্যাপার! বাতায়নের অন্য পার্শ্বে ফাঁসীকাষ্ঠে গতজীব ভ্রাতৃ-দেহ ঝুলিতেছে। যখন সেনাপতি সুন্দরীর সহিত প্রণয়-লীলায় নিমগ্ন, তখনই সেই শয্যার অনতিদূরে তাঁহারই আজ্ঞায় যুবতীর ভ্রাতাকে বধ করা হইয়াছে। তাহার পর সতীত্বহীনা ভ্রাতৃহীনা এই যুবতীর দশা কি হইল, তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই।

গরবিনী দেহ বিক্রয় করিয়া জীবিকাপাত করে, সুতরাং অনাহূত বন্ধুগণের অত্যাচারে তাহার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই হইল না। সে নিষ্কৃতির ভরসায় অবাধে সকলের সকল প্রকার বাসনা মিটাইতে থাকিল। কিন্তু আশা সফল হইল না। দীর্ঘকালের পর তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাধিকাসুন্দরীর শরীর অতিশয় দুর্ব্বল, মন অত্যন্ত অবসন্ন; সেই স্বপ্নদর্শনের পর হইতে তাঁহার হৃদয় সেই স্বপ্নদৃষ্টা দেববালাগণের ভাবে পরিণত করিবার নিমিত্ত তিনি অতিশয় ব্যাকুলিতা হইয়াছেন। অন্তরে তিনি একটা পথ দেখিতে পাইয়াছেন, একটু প্রসন্নতা জন্মিয়াছে, কিন্তু দেহ বড়ই কাতর। ললিতমোহনের কণ্ঠস্বর, সেই কণ্ঠে অপ্রত্যাশিত উপদেশ, প্রার্থনীয় পথনির্দ্দেশ তাঁহাকে অতিশয় বিচলিত করিয়াছে, হৃদয়ে গুরুতর আঘাত উপস্থিত হইয়াছে। তাহার পর মনোহর সুমধুর স্বপ্নে তিনি আপনার অপূর্ণতা সুন্দররূপে প্রণিধান করিয়াছেন। ভাগ্যবতী দেববালাগণের অপেক্ষা আপনি কতই জঘন্য, কতই ঘৃণিত, তাহা অনুভব করিয়াছেন। আলোড়ন বড়ই প্রবল হইয়াছে, শরীর একেবারে ভাঙ্গিতে বসিয়াছে।

গিন্নী-মা প্রভৃতি সকলেই রাধিকাসুন্দরীর এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার প্রসন্নতা দেখিয়া সকলেই প্রসন্ন হইয়াছেন, তাঁহার দৈহিক দুর্ব্বলতা দেখিয়া সকলেই বিষণ্ণ হইয়াছেন, কিন্তু উপায় তো নাই।

ললিতমোহন আসিবেন বলিয়াছিলেন, আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক আসিতে চাহিয়াছিলেন। যে ললিতমোহন কখনও কোনরূপ বাক্য বা ইঙ্গিতে প্রণয় প্রকাশ করেন নাই, যে ললিতমোহন আপনার হৃদয়ের দুঃসহ যাতনা লইয়া দূরে পলায়ন করিয়াছেন, যে ললিতমোহন কখনও কোন প্রসঙ্গে রাধিকাসুন্দরীর নাম উল্লেখ করেন নাই, রাধিকার কঠিন পীড়ার সংবাদ শুনিয়াও যে ললিতমোহন কখনও স্বভাবসুলভ আগ্রহের অধিক কোনরূপ অনুরাগের পরিচয় দেন নাই, সেই ললিতমোহন আবার এতদিন পরে, অসম্ভব স্থলে রাধিকাসুন্দরীর নয়নে পড়িয়াছিলেন; এতদিন পরে অনায়াসে সেই ললিতমোহন রাধিকাসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; কোন অনুরোধ করিবার পূর্ব্বেই তিনি স্বয়ং সাক্ষাতের প্রস্তাব করিয়াছেন, বড়ই আশার কথা। রাধিকার চিত্তবিকার দূর হইবার তাহা একটা উপায় বটে, কিন্তু কৈ, সে আশাও তো ফলিল না।

চারিদিন অপেক্ষা করিয়া গিন্নী-মা আবার ললিতমোহনের সন্ধানে সেই ধ্রুব-ঘাটে গিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে কেহই নাই। যে সন্ন্যাসী আসিয়া দেখা দিয়াছিলেন, তিনিও সেখানে নাই। আর ললিতমোহন কোথায় গিয়াছেন, কেহই জানেন না। হতাশহৃদয়ে গিন্নী-মা ফিরিয়া আসিয়াছেন। ললিতমোহন হৃদয়হীন নহেন, তিনি পরদুঃখে সতত কাতর, তাঁহার বাক্যের কখন অন্যথা হয় না, তবে কেন এমন হইল?

আজি প্রাতঃকালে রাধিকা স্নান করিয়াছেন। বহুদিন তিনি পূজা-আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছেন। আজি তিনি পূজা করিবেন। রাশি রাশি বিবিধ কুসুম সংগৃহীত হইয়াছে, চন্দন ও গন্ধদ্রব্য আহরণ করা হইয়াছে, ধূপ-ধূনার ধূম চারিদিকে সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। উত্তম আধারে উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিতেছে। সুরম্য কক্ষে পূজার স্থান হইয়াছে।

বহুদিন পরে আজি রাধিকা বেশ-বিন্যাস করিয়াছেন। বৈধব্যের পর তিনি আর কখনও বেশ-বিন্যাস করেন নাই। আজি দাসী সযত্নে তাঁহার কবরী বাঁধিয়া দিয়াছে। আজি কুসুম-মালিকায় তিনি মস্তক বেষ্টিত করিয়াছেন। তাঁহার কর্ণে কুসুম দুলিতেছে, প্রকোষ্ঠে, বাহুমূলে বিবিধ বর্ণের কুসুম দেহের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। কণ্ঠে নানাবিধ কুসুম-মালিকা বক্ষঃ আবরণ করিয়া

ঝুলিতেছে। রাধিকা স্বয়ং স্বহস্তে অনেক কুসুম-মালিকা রচনা করিয়াছেন। ধ্যাননিমগ্না রাধিকা কৌষিকবসন পরিয়া দেবতার ধ্যান করিতেছেন, দেববালার ন্যায় তাঁহার শোভা হইয়াছে। সেই ক্ষীণবদনে প্রসন্নতার জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছে। দুর্ব্বল দেহ নবোৎসাহে বলীয়ান্ হইয়াছে।

অনেকক্ষণ ধ্যান করা হইল; কিন্তু ধ্যেয় বস্তু নিজ মূর্ত্তিতে হৃদয়ে দেখা দিলেন না। রাধিকা দেখিলেন, সেই স্বপ্নদৃষ্ট রমণীয় ক্ষেত্র, সেই ললিত-মোহন। রাধিকা কেবলমাত্র ভক্তি লইয়া সেই বেদিকার সমীপে উপস্থিত হইবার প্রযত্ন করিলেন; অতি নিকট পর্য্যন্ত তিনি আসিতে পারিলেন; কিন্তু তাহার পর তাঁহার ভক্তির রজ্জু ছিঁড়িয়া গেল। কামনায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তিনি সেই বেদিকাসীন পুরুষকে বাসনানিবৃত্তির উপকরণবোধে হাসিয়া ফেলিলেন, মূর্ত্তি মিশিয়া গেল। কল্পনায় যে ধ্যেয় বস্তুর আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা কল্পনাতেই বিলীন হইল।

হায় রাধিকা! সকল যত্ন বিফল হইল। তখন রাধিকা পূজার আসনে বসিয়া বালিকার ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"ভগবান্! ললিত-মোহন। আমি তোমাকে দেববালা-সেবিত পরম পুরুষ বোধে ধ্যান করিয়াছি, দেববালাগণের ন্যায় যদি আমার হৃদয়ে তুমি শান্তি না দাও, তাহা হইলে মহাপুরুষ, আমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দাও। মৃত্যু নিত্য রাশি রাশি সাধু ও অসাধুকে গ্রাস করিতেছে, আমাকে কেন লয় না?"

অনেকক্ষণ রোদন করিলেন! অনেকক্ষণ পরে তিনি জানিতে পারিলেন, দূর হইতে কে যেন বলিতেছে,—"চেষ্টা কর, হতাশ হইও না। সাধনার পথ প্রথমে এইরূপ কঠিন হইয়া থাকে।" রাধিকা চমকিয়া উঠিলেন। এ যে তাঁহার প্রার্থিত দেবতা ললিতমোহনের কণ্ঠস্বর!

আবার অনেকক্ষণ রাধিকা চিন্তা করিতে লাগিলেন, মনে অতিশয় ভরসা ও সাহস হইল, তিনি আছেন—অতি নিকটেই আছেন। আমার প্রতি তাঁহার অসীম অনুগ্রহ। রাধিকা পুনরায় চিত্তকে স্থির করিয়া, সকল ভাবনা হৃদয় হইতে দূর করিয়া ধ্যান করিতে বসিলেন। ধ্যানে রাধিকা মগ্ন হইলেন, বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল। তিনি দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ে স্বপ্নদৃষ্ট শোভার ক্ষেত্র অপেক্ষা অধিকতর রমণীয় এক ক্ষেত্রের আবির্ভাব হইল। সেই ক্ষেত্রে হীরক-বেদিকার উপর ললিতমোহন, কিন্তু কি শোভাময়! স্বপ্নে দৃষ্ট ললিতমোহন সকল সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া বোধ হইয়াছিল; কিন্তু এখন হৃদয়-দৃষ্ট ললিতমোহন তদপেক্ষাও বহুগুণে শোভাময়!

নয়নে প্রেমাশ্রু, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল। রাধিকা তখন ধ্যেয় ভিন্ন অন্য বস্তুর অবধারণ করিতে অক্ষম। রাধিকার চিত্তে দেখিতে দেখিতে সেই ধ্যেয় ললিত-মোহন-মূর্ত্তির অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সেই মূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হইল! রাধিকা দেখিতে পাইলেন, সেই ললিতমোহন ক্রমে এক বৃদ্ধের আকার ধারণ করিলেন। তাঁহার পক্ব কেশ, কোটরগত নয়ন, শুষ্ক গণ্ড, পলিত চর্ম্ম, নত দেহ। ললিতমোহনের রূপ এইরূপে রূপান্তরিত হইলেও রাধিকার ধ্যানভঙ্গ হইল না। তিনি প্রাণের সমান ভক্তির সহিত ললিতমোহনের স্থলাভিষিক্ত সেই বর্ষীয়ান্ শীর্ণকায় পুরুষকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

সহসা রাধিকার মনে হইল, এই বৃদ্ধপুরুষ তাঁহার স্বর্গগত স্বামী। তিনি স্থির মীমাংসা করিলেন যে, ললিতমোহনের স্থলে তাঁহার স্বামী দণ্ডায়মান হইয়া করুণনয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। রাধিকার ধ্যান ভঙ্গ হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বিকলভাবে রাধিকা সেই স্থানে পতিত হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"দেবতা দেখা দিয়াছেন—ভ্রষ্টা কলঙ্কিনী পত্নীকে দেখা দিয়াছেন। আমার ধর্ম্ম গিয়াছে, কর্ম্ম গিয়াছে, নরকের দ্বার আমার জন্য খুলিয়াছে। আপনি কৃপাময়, আপনি আমার পরম দেবতা, এই পাপলীলায়, এ পাপানুষ্ঠানে আপনি কেন আসিলেন? এ পাপিষ্ঠার এ দুর্গতির সময় দেবদর্শন কেন ঘটিল? যদি আসিয়াছ দয়াময়! তাহা হইলে পাপীয়সী সেবিকাকে কৃতার্থ কর, তাহার পূজা গ্রহণ কর।"

অনেকক্ষণ রাধিকা সেই স্থানে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রিয়বস্তু হারাইলে শিশু যেমন কাঁদে, প্রিয়পুত্র নাশ হইলে জননী যেমন কাঁদে, সেইরূপে রাধিকা অনেকক্ষণ কাতরভাবে রোদন করিলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি ভাবিতে লাগিলেন, দয়াময় ললিতমোহন! তোমার প্রদর্শিত পথে চলিতে গিয়া ভয়ানক লজ্জায় পড়িয়াছি; আর এ মুখ জ্ঞানে অজ্ঞানে কাহাকেও দেখাইতে ইচ্ছা নাই। আমার স্বামী এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন, আমি তাঁহাকে ভুলিয়া আর এক জনকে

প্রাণে বসাইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, তিনি সকলই দেখিয়াছেন। ছি! ছি!

সহসা কে যেন বলিল,—"লজ্জা নাই—ঘৃণা নাই। জ্ঞানের আবির্ভাব হইলেই অজ্ঞান চলিয়া যায়—জ্ঞানানলে সমস্তই সঞ্চিত পাপ ভস্মীভূত হয়। কাতর হইও না, অবসন্ন হইও না, আবার ধ্যান কর।"

সবিস্ময়ে রাধিকা বুঝিলেন, পরমহিতৈষী ললিতমোহন অলক্ষিতে থাকিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দিতেছেন। অবার হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। আবার ক্ষীণ দেহে শক্তি আসিল। আবার হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিয়া নবীভূত উৎসাহে রাধিকা ধ্যানে মগ্ন হইলেন। একাগ্রভাবে অতি অল্পক্ষণ চিন্তা করার পরই রাধিকা দেখিতে পাইলেন, সেই মনোহর ক্ষেত্রে হীরকরচিত অপূর্ব্ব বেদিকোপরি প্রশান্তানন বৃদ্ধ, কিন্তু এ কি অলোকিক দৃশ্য! এ কি আনন্দপ্রদ ব্যাপার। সেই বৃদ্ধের দেহ হইতে সুধাংশু-কিরণোপম মনোহর জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। সেই বৃদ্ধের নয়ন হইতে অজস্র-ধারে শান্তি ও প্রেম বিগলিত হইতেছে, সেই বৃদ্ধের শুষ্ক কলেবর হইতে অমৃতবিন্দুর ন্যায় করুণাধারা স্পন্দিত হইতেছে; সেই বৃদ্ধের দেহে সর্ব্বত্র দেবদুর্ল্লভ শোভার সমাবেশ হইয়াছে। সেই বৃদ্ধের শরীরে রাধিকা দেখিতে লাগিলেন, ক্রমে ক্রমে নবোদগত শ্রী সংলিপ্ত হইতেছে, সেই বৃদ্ধের নয়ন জ্যোতির্ম্ময় ও প্রদীপ্ত হইতেছে; সেই বৃদ্ধের সমস্ত কলেবর যুবকাধিক দীপ্তিমান্ হইতেছে; সেই বৃদ্ধের মস্তকে ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশকলাপ স্তবকে স্তবকে নামিয়া অংসদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত করিয়াছে। সেই বৃদ্ধের শরীরে চন্দন-চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতে থাকিল। নন্দনের সুষমাময় কুসুম-মালিকা বৃদ্ধের বক্ষোদেশে শোভা পাইতে লাগিল। সেই বৃদ্ধের দেবদুর্ল্লভ রূপে সেই রমণীয় দৃশ্য যেন হাসিতে লাগিল। সেই বৃদ্ধের শোভার তুলনা নাই। ছার ললিতমোহন—সেই বৃদ্ধের তুলনায় অতি কুৎসিৎ। এত পরিবর্ত্তন হইলেও যে বৃদ্ধ, সেই বৃদ্ধই রহিলেন। বাহ্যতঃ এইরূপ হইলেও রাধিকা দেখিতে লাগিলেন, সেই বৃদ্ধ অন্তরে সমানই রহিয়াছেন। তখন রাধিকার ধ্যানমগ্ন অন্তর কাঁপিতে কাঁপিতে সেই বৃদ্ধকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারণ করিল। হাসিতে হাসিতে সেই জ্যোতির্ম্ময় বৃদ্ধও বাহুপ্রসারণ করিয়া রাধিকাকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

আনন্দে রাধিকা উন্মাদিনী হইয়া উঠিলেন। দেহ অবশ কণ্টকিত হইল। মুদিত লোচন ভেদ করিয়া অবিরল অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। দূরাগত এক অস্পষ্টধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি অতি অস্পষ্ট ভাবে শুনিতে পাইলেন, যেন অতি দূর হইতে ললিতমোহন বলিতেছেন,—"এই ধ্যান তোমার অবলম্বনীয়, এই ধ্যানে তোমার ইহকাল পরকালে সদ্গতি হইবে, এই ধ্যানে তোমার অন্তে সুখ হইবে, এই ধ্যান ছাড়িও না।"

নবম পরিচ্ছেদ

রাধিকাসুন্দরী আর কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা কহেন না; লৌকিক কোন কার্য্যের সংবাদ রাখেন না; নিরন্তর এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া আপনার ধ্যানানন্দে মগ্ন থাকেন, যে সুখের পথ তিনি দেখিতে পাইয়াছেন, পাপ-তাপ বিরহিত যে আনন্দ তিনি অনুভব করিতেছেন, তাহার অনুরূপ কোন সুখই জীবনে তিনি ভোগ করেন নাই; পূর্ণানুরাগের সহিত তিনি প্রায় সকল সময়ই এই নবসেবিত আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আহার নাই, স্নান নাই, নিদ্রা নাই, দেহরক্ষার কোনরূপ প্রযত্ন নাই। রুগ্ন কাতর দেহ নিতান্ত শীর্ণ ও কঙ্কালাবশেষে পরিণত হইয়াছে, শরীরে তৃণের শক্তিও নাই, কিন্তু রাধিকাসুন্দরী প্রসন্ন, আনন্দে বিহ্বলা।

গিন্নী-মা বুঝিতে পারিয়াছেন, রাধিকা অন্তরে প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে শান্তি আসিয়াছে। কিরূপে এই পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহার বিশেষ সংবাদ তিনি জানেন না, কিন্তু রাধিকা-সুন্দরীর মনের যে অত্যাশ্চর্য্য শুভ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু মন ভাল হইয়াই বা ফল কি হইবে? জীবন তো থাকে না; যে অবস্থা ক্রমে দাঁড়াইতেছে, তাহাতে রাধিকা যে অধিক দিন বাঁচিবেন, এরূপ আশা কোন মতেই মনে হয় না।

সময় বুঝিয়া একদিন গিন্নী-মা বলিলেন,—"তোমাকে বার বার বলিয়া ফল কিছুই দেখিতেছি না! তুমি বুদ্ধিমতী, বুঝিয়া দেখ, জীবন যে যাইতে বসিয়াছে।"

রাধিকা বলিলেন,—"তাহাতে তোমারও কোন ক্ষতি নাই, আমারও কোন ক্ষতি নাই। আমার দুঃখের দিন শেষ হইয়াছে। এখন আমি পরম সুখে

আছি। আশীর্ব্বাদ কর মা! এই সুখ ভোগ করিতে করিতে যেন আমার জীবনের দিন ফুরাইয়া যায়।"

গিন্নী-মা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মস্তক অবনত করিলেন। রাধিকা আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমার মরণের পর তোমার বড় কষ্ট হইবে। তুমি আমাকে অতি স্নেহে লালন-পালন করিয়াছ মা; কিন্তু যম আমার হাত-ধরা নহে। আমি মরিব না বলিলেই সে আমার কথা শুনিয়া ফিরিবে কি?"

গিন্নী-মা বলিলেন,—""শরীররক্ষার জন্য যত্ন করিতে হয়; অযত্নে শরীর নষ্ট করিলে আত্মহত্যার পাপ হয়; মা! তুমি কেন জানিয়া শুনিয়া দেহ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছ না?"

রাধিকা বলিলেন,—"কি চেষ্টা করিব? তুমি আহার করিতে বল; কিন্তু মা! আমি নিরন্তর যে ভোগে আছি, তাহার তুলনায় আহার অতি সামান্য কাজ। সামান্যই হউক, আর মহৎই হউক, আহারে আমার অনিচ্ছা নাই, কিন্তু আমি যে আর কোন পদার্থই খাইতে পারি না, আমার ক্ষুধা হয় না। যে আহার আমি করিতেছি, তাহা ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না; আমি খাই কিরূপে? আর নিদ্রা? আমি শয়ন করিয়া দেখিয়াছি, নিদ্রা আইসে না। পরম সুখের আবেশে মগ্ন হইয়া আমি জাগিয়া থাকি, বিছানায় পড়িয়া থাকার অপেক্ষা বসিয়া রাত্রি কাটানই ভাল বলিয়া বুঝিয়াছি, তাই আমি আর শুই না মা! আমি ইচ্ছা করিয়া দেহ নষ্ট করিতে বসি নাই; ঘটনা এইরূপ ঘটাইতেছে, আমি কি করিব?"

গিন্নী-মার উত্তর নাই। কথা সকলই সত্য। রাধিকা বাস্তবিকই কিঞ্চিন্মাত্র দুগ্ধ পান করিতেও কষ্ট বোধ করেন। শয্যায় পড়িয়াও রাধিকা অনিদ্রায় রাত্রিযাপন করেন।

রাধিকা আবার বলিতে লাগিলেন,—"পূর্ব্বে আমি ভগবানের নিকট বার বার মৃত্যু প্রার্থনা করিয়াছি, এখন মা, মৃত্যু আসুক বলিয়া আমার আর কামনা নাই, এখন মৃত্যু হইলেও আমার আনন্দ নাই, না হইলেও ক্ষতি নাই। যদি এ অবস্থায় মৃত্যু ঘটাই ভগবানের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কিরূপে আমি তাহার প্রতীকার করিতে পারি?"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"ঔষধ ছাড়িয়া দিয়াছ, চিকিৎসা অনেক দিন বন্ধ রহিয়াছে, ঔষধের দ্বারা উপকার হইতে পারে, তাহার চেষ্টা আবার করা উচিত।"

রাধিকা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"বৃথা সে চেষ্টা। ঔষধে মৃত্যু নিবারণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে জগতে কাহারও মৃত্যু হইত না। তথাপি যদি তোমরা আমাকে ঔষধ দিয়া সুখী হও, আমি তাহাতে কোন বাধা দিব না। কেন না, আমি বুঝিতেছি—আমার জীবন আর থাকিবে না। এ অবস্থায় তোমাদিগের মনে কষ্ট দিতে আমার প্রবৃত্তি নাই।"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"কেবল এক কথাই যখন তখন তোমার মুখে শুনি। কখনও বা মৃত্যুর কামনা, কখনও বা জীবন থাকিবে না বলিয়া উল্লেখ, এ কথা আর শুনিতে পারি না।"

রাধিকা বলিলেন,—"কথা মিথ্যা নহে। তোমার নিকট বলাই আবশ্যক। সত্যই মা, আমি দেবতার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, সত্যই মা, আমার স্বামী আমাকে দেখা দিয়াছেন; কেবল দেখা দিয়াছেন নহে, তিনি কৃপা করিয়া আমাকে চরণে স্থান দিয়াছেন, সেবিকা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।"

গিন্নী-মা চমকিয়া উঠিলেন। তিনি প্রাচীনা; মৃতব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ, আলাপ, মিলন, বড়ই দুর্লক্ষণ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। এরূপ ঘটিলে শীঘ্রই যে জীবন নাশ হইয়া থাকে, ইহা গিন্নী মা বেশ বুঝিলেন। বলিলেন,—"বড়ই চিন্তার কথা। ইহার জন্য কোন মাঙ্গলিক ক্রিয়া করা আবশ্যক। এ অবস্থায় তোমার আর এক মুহূর্ত্তও একা থাকা উচিত নহে। আমি অভাগিনী, না বুঝিয়া অনেক সময় তোমাকে একলা থাকিতে দিই, আর আমি তোমার কাছ-ছাড়া হইব না।"

রাধিকা বলিলেন,—"চিন্তার কোনই কারণ তো নাই। যে ভাগ্যবতী সর্ব্বদাই আপনার স্বামীর কাছে থাকিতে পায়, তাহার এ জগতে কোন ভয়ের কারণ নাই তো মা! স্বামী দেবতা এখন আমার প্রাণের মধ্যে সকল অঙ্গে বিরাজমান। কখনও কখনও তিনি দূরে সরিয়া যাইতেছেন, আমি তখনও তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি। তিনি সেই দূর হইতে হাত তুলিয়া বুকে ধরিবার জন্য আমাকে ডাকিতেছেন; কি আনন্দ মা? কি ভাগ্য মা! এত দয়া! পাপিষ্ঠা নরকের কীট আদরে বিহ্বল হইয়াছে।"

আনন্দে রাধিকার গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। গিন্নী-মা তাঁহার নিকটস্থ হইয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন। তাঁহার মনে ভয়ানক আশঙ্কা হইল, কিন্তু সে অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তাহা তিনি

স্থির করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—"এ দেশে আর থাকা আমাদের ভাল নহে। অনেক দিন হইল কাশী-ছাড়া হইয়াছি, আবার কাশীতে ফিরিয়া যাওয়াই আবশ্যক।"

রাধিকা বলিলেন,—"ঠিক কথা বলিয়াছ। সকলেই যখন বুঝিতেছে, আমার জীবন আর বেশী দিন থাকিবে না, তখন আমার বিষয়-সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করা উচিত হইতেছে। কাশীতে না ফিরিলে তাহার সদুপায় হইবে না।"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"আমি সে জন্য কোন কথা বলিতেছি না। তুমি ছেলেমানুষ, এখনই তোমার বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করিবার দিন হয় নাই। আমি বলিতেছি, বিদেশে থাকিয়া নানা প্রকার উপসর্গ ঘটিতেছে, এরূপ অবস্থায় দেশে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল।"

রাধিকা বলিলেন,—"যাহা বুঝিয়াছ, তাহাই ভাল। তবে মা, তোমার নিকট কতকগুলি প্রাণের কথা এই সময় জানাইয়া রাখা আবশ্যক। এ জগতে তোমার মত আপনার লোক আমার আর কেহই নাই। মনের কথা তোমাকে বলিলে বড়ই তৃপ্তি পাই। আমার বিষয়-সম্পত্তির কি করা উচিত, তাহার সম্বন্ধে তোমার সহিত পরামর্শ করিতে আমার ইচ্ছা হয়। মনে কর, কাশীতে গিয়া আমি রোগমুক্ত হইব; সুস্থ শরীরে শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিব, তাহা হইলে বিষয়ের ভাবনা সময় থাকিতে ভাবিলে কোন ক্ষতি আছে কি?"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"কোন ক্ষতি নাই। বিশ্বনাথ করুন, তুমি সুস্থ শরীরে এক শত বৎসর বাঁচিয়া থাক।"

রাধিকা বলিলেন,—"তবে বল মা! এই সম্পত্তিরাশির কি করা উচিত?"

গিন্নী-মা বলিলেন—"যাহাকে তুমি ভাল মনে কর, তাহাকেই দেওয়া উচিত।"

রাধিকা কহিলেন,—"এক মহাপুরুষের হাতে সম্পত্তি রাখিয়া দিলে বড়ই সদ্ব্যবহার হইত, কিন্তু তিনি বোধ হয়, কোন বিষয় আর স্পর্শই করিবেন না।"

গিন্নী-মা বুঝিলেন, ললিতমোহনকে লক্ষ্য করিয়াই রাধিকা এই কথা বলিতেছেন। বলিলেন,—"তুমি এখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছ, তোমাকে বলি নাই মা! আমিও সন্ধান করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছি, তিনি চিরদিনই সকল ব্যাপারে নির্লিপ্ত। এখন তাঁহাকে যে ভাবে দেখিলাম, তাহাতে তিনি যে সাংসারিক বিষয়ে কখনও আর ফিরিবেন, এরূপ বোধ হয় না"

রাধিকা মনে মনে যাহা বুঝিলেন, মুখে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। বলিলেন,—"তাঁহার হাতে যদি বিষয় রাখিবার উপায় না হয়, তাহা হইলে যাঁহার দ্বারা যথার্থ সদ্ব্যবহার হইতে পারে, এমন আর কাহারও হাতে বিষয় রাখিবার ব্যবস্থা করা উচিত।"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"এরূপ লোক আর কে আছে?"

রাধিকা বলিলেন,—"দেশের রাজাই এরূপ লোক। আমার সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী নাই, কাজেই আমার মৃত্যুর পর ইহা রাজারই হস্তগত হইবে, কিন্তু তিনি রাজরাজেশ্বর; আমার এ সামান্য সম্পত্তি তাঁহার বিশেষ কোন উপকারে লাগিবে না; তবে যদি আমি কোনরূপ ভারার্পণ করিয়া রাজার হাতে সম্পত্তি রাখিয়া যাই, তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা হইতে পারে।"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"কিরূপ ভাবে অর্পণ করিতে চাহ?"

রাধিকা বলিলেন,—"আমার এই সম্পত্তির যে আয় হইবে, তাহা দেশহিতকর কোন কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করিবেন, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"তাহা করিতে পার।"

রাধিকা বলিলেন,—"আর একটা কথা। সরযুবালাকে আমি বড় ভালবাসিয়াছি। শুনিয়াছি তাঁহার স্বামী তাঁহাকে আদরে গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামী ধনবান্, অর্থের কোন অভাব তাঁহার নাই, তথাপি আমার ইচ্ছা যে, আমার সম্পত্তির আয় হইতে তিনি প্রতি মাসে, নিজ খরচের জন্য যাবজ্জীবন এক শত টাকা হিসাবে পাইবেন। মানুষের চিরদিন সমান অবস্থা না থাকিতেও পারে। এরূপ ভাবিয়া আমি সরযুবালার নামে মাসিক এক শত টাকা দিতে ইচ্ছা করি। যদি তাঁহার টাকা লইবার প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে তিনি অনায়াসে ইহা পরের উপকারের নিমিত্ত ব্যয় করিতে পারিবেন।"

গিন্নী-মা বলিলেন,—"এ ব্যবস্থাতে কোন আপত্তি নাই।"

রাধিকা বলিলেন,—"আর একটা কথা—তুমি মনে কোন দুঃখ করিও না। জীবন-মরণের কথা কে বলিতে পারে মা! আমি যদি মরিয়া যাই,

তাহা হইলে তুমি যে আমার পরে অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিবে, এরূপ বোধ হয় না। তথাপি আমার ইচ্ছা যে, তুমি যত দিন বাঁচিবে, আমার বিষয় হইতে মাসিক এক শত টাকা করিয়া পাইবে। ঐ টাকা তোমার যে ভাবে ইচ্ছা খরচ করিবে।"

গিন্নী-মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—"তোমার মরণের পর বাঁচিয়া থাকার কথা শুনিতে হইল, আর তোমার কথা শুনিতে চাহি না, অর্থে আমার কোন প্রয়োজন নাই।"

রাধিকা কম্পিত হস্তে গিন্নী-মা'র কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন। বলিলেন,—"মা! দুঃখ করিও না, মৃত্যু তোমারও হইবে, আমারও হইবে, মরণ ছাড়া মনুষ্যের পথ নাই; মরণের কোন কালাকাল নাই। এক্ষণে শীঘ্র কাশীতে ফিরিবার ব্যবস্থা কর। ইহার পর হয় তো আমাকে রেলে লইয়া যাইতে হইলে তোমাদের অতিশয় অসুবিধা হইবে।"

গিন্নী-মা মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন, মুখে বলিলেন,—"বালাই! এমন কথা মুখেও আনিও না। তুমি একটু স্থির হইয়া থাক; আমি এখনই পাণ্ডাকে ডাকাইয়া কাশীযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছি।"

গিন্নী-মা চলিয়া গেলেন। রাধিকা নয়ন মুদিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ছয় দিন হইল, রাধিকাসুন্দরীকে মথুরা হইতে কাশীধামে আনয়ন করা হইয়াছে। অতি কষ্টে নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে আনিতে হইয়াছে। জীর্ণ, ক্ষীণ ও কাতর শরীরে এই সুদূর পথ, রেলের গাড়ী ও অন্যান্য যান অতিক্রম করিতে রাধিকার অতিশয় ক্লেশ হইয়াছে, সেই যন্ত্রণায় তাঁহার দেহ আরও প্রপীড়িত হইয়াছে।

রাধিকাসুন্দরী কাশীতে প্রত্যাগমন করার পর-দিনই রজনীকান্ত ও সরযুবালা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সরযুবালার সাক্ষাৎ পাইয়া এবং তাঁহার আনন্দের সংবাদ শুনিয়া, রাধিকাসুন্দরীর অবসন্ন দেহে অপরিসীম সন্তোষ হইয়াছে। সেই অবস্থাতেও রজনীকান্তের যথোচিত সমাদরের তিনি কোন ত্রুটি করেন নাই। তিনি সরযুবালাকে বিবিধ উপদেশদানে কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দিতে বিরত হন নাই।

মথুরাধামে গিন্নী-মাকে বিষয়-সম্পত্তি-সংক্রান্ত যেরূপ দানাদির ব্যবস্থা জানাইয়াছিলেন, কাশীতে আসিয়া রাধিকাসুন্দরী সেইরূপ লেখাপড়া সমাধা করিলেন। লেখা-পড়ার মধ্যে একটা কথা বাড়িয়া গেল, দেওয়ানজী জীবনহরি সেন হইতে সামান্য পরিচারিকা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে কিছু না কিছু দানের ব্যবস্থা হইল। দেওয়ানজী এককালে দশ হাজার টাকা পাইবেন এবং অতি সামান্য পরিচারিকা হাজার টাকা পাইবে, এইরূপ ভাবে সকল কর্ম্মচারী ও দাস-দাসীর সম্বন্ধে দানের ব্যবস্থা হইল।

কাশীতে প্রত্যাগমনের পর জীবনহরি প্রভৃতির আগ্রহে পুনরায় নানাপ্রকার চিকিৎসার আয়োজন করা হইল। ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আসিয়া রাধিকাকে পুনঃ পুনঃ জ্বালাতন করিতে লাগিল। কিন্তু রাধিকা-সুন্দরী অনুগত ব্যক্তিগণের মনোরঞ্জনার্থ নির্ব্বিবাদে সকল চিকিৎসককে আপনার অবস্থা জানাইতে ও দেখাইতে আপত্তি করিলেন না। তাঁহার দেহের অভ্যন্তরে যেরূপ বিজাতীয় দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অপনোদিত করিতে কাহারও সাধ্য নাই, সুতরাং চিকিৎসায় কোন ফল হইবে না। তথাপি তাঁহার আরোগ্য-কামনায় যে সকল ব্যক্তি ব্যাকুল, তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করা আবশ্যক।

রাধিকাসুন্দরী যাহা বুঝিয়াছিলেন, চিকিৎ-সকেরাও তাহাই বুঝিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, রোগীর দেহ যেরূপ রক্তহীন ও দুর্ব্বল হইয়াছে, তাহাতে জীবনরক্ষার কোন আশা নাই। তবে আহারাদির সুব্যবস্থায় যদি অনতিকালমধ্যে শরীরে শোণিতসঞ্চয় ঘটে এবং যদি পীড়িতা শক্তিলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে জীবনরক্ষার আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু সে সম্ভাবনা নাই, কারণ, রুগ্নার আদৌ ক্ষুধা নাই; আহারে কোন প্রবৃত্তি নাই, এবং কোন দ্রব্য গলাধঃ করিবার শক্তি নাই। এইরূপ ব্যবস্থা ব্যক্ত করিয়া, ঔষধের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিয়া এবং পীড়িতাকে যথেচ্ছ-ভাবে পথ্য প্রদানের উপদেশ দিয়া চিকিৎসকেরা বিদায় লইলেন।

কেবল এ কথা বুঝিলেন না, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়! তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার অর্দ্ধবিন্দু ঔষধ সেবন করিলে সৃষ্টিস্থিতি রসাতলে পাঠাইতে পারা যায়! সামান্য দৈহিক দুর্ব্বলতা তাঁহার প্রদত্ত সর্ষপপ্রমাণ এক ক্ষুদ্র বটিকা

সেবনে অচিরে অপগত হইবে, এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই, অতএব হোমিওপ্যাথিক মহাত্মা আপনার অদ্ভুত চিকিৎসা চালাইতে লাগিলেন।

ফল কিছুই হইল না। রোগীর অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইতে লাগিল। পীড়িতা সমস্ত দিনে চারি পাঁচ ঝিনুক দুগ্ধ সেবন করিতেন, তাহাও কমিয়া আসিল। কবিরাজ মহাশয় উপদেশ দিলেন যে, এ অবস্থায় কেবল একটু একটু মকরধ্বজ সেবন ভিন্ন অন্য ঔষধ নিষ্প্রয়োজন। আবার আত্মীয়গণ কবিরাজ মহাশয়ের ব্যবস্থার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

শরীরের অবস্থা যাহাই কেন হউক না, রাধিকা-সুন্দরী কিন্তু পূর্ণানন্দময়ী। মথুরাধামে তিনি যে দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সে দর্শন-শক্তি একবারও বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি নিরন্তর মনের নয়নে স্বামীকে দর্শন করিতেছেন এবং তাঁহার সহিত সম্মিলন-জনিত সুখ উপভোগ করিতেছেন। আর তাঁহাকে আয়োজন করিয়' ধ্যানে বসিতে হয় না, আর তাঁহাকে অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া মনকে একনিষ্ঠ করিতে হয় না, আর তাঁহাকে প্রাণের সহিত কোনও যুদ্ধ করিতে হয় না, এই দারুণ কৃশতা ও দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও রাধিকাসুন্দরীর বদন সতত আনন্দপ্রদীপ্ত এবং তাঁহার দেহ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। তাঁহার কোটরগত নয়ন এখন আয়তভাবে ভাসিয়া উঠিয়াছে, তিনি অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইয়াছেন।

কবিরাজ মহাশয় নীচে দেওয়ানজীর নিকট বলিয়া গিয়াছেন যে, রাণীমা'র নাড়ী পরীক্ষা করিয়া আজি যে ভাব তিনি বুঝিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না যে, পীড়িতার দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ বেশী দিন থাকিবে। অদ্য হইতে তিন দিনের মধ্যেই তাঁহার জীবনান্ত হওয়া সম্ভাবিত। সংবাদ ক্রমে ক্রমে গিন্নী-মা ও সরযুবালার কানে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারা চিন্তায় আকুল হইয়াছেন এবং অলক্ষ্যে উভয়েই রোদন করিতেছেন।

রজনীকান্ত বাহিরে থাকিয়া চিকিৎসকদিগের অভিপ্রায় সকলই শুনিতেছেন, সরযুবালার সহিত তাঁহার সততই সাক্ষাৎ ঘটে, যখন যেরূপ সংবাদ রজনীকান্তের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, তাহা তিনি যথাযথভাবে সরযুবালার গোচর করিতেছেন। আপনার সন্তাননাশের সম্ভাবনা হইলে লোক যেরূপ ব্যাকুল হয়, সহোদরার মরণভয়ে ভগ্নী যেরূপ কাতর হয়, এই সকল সংবাদ শ্রবণে সরযু সেইরূপ কাতর হইলেন; কিছু প্রতিবিধান কিছুই নাই। সরযুবালা এক একবার রজনীকান্তের আহ্বান অনুসারে পীড়িতার পার্শ্ব হইয়া উঠিয়া আইসেন, তদ্ব্যতীত কোন সময়েই তিনি রাধিকাসুন্দরীর নিকট হইতে স্থানান্তরে যান না, আহার রাধিকাসুন্দরীর সমক্ষেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু মনের যেরূপ প্রবল উৎকণ্ঠা, তাহাতে আহারের প্রবৃত্তি কোথায়? তথাপি রাধিকাসুন্দরী বিবিধ অনুরোধে সরযুকে ভোজনে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন।

যে দিন কবিরাজ মহাশয় কঠোর বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন, সেই দিন অপরাহ্নকালে সরযুকে লক্ষ্য করিয়া রাধিকাসুন্দরী বলিলেন,—"আমি তোমাকে বড়ই কাতর দেখিতেছি কেন মা?"

সরযু বলিলেন,—"তোমাকে ভাল হইতে দেখিতেছি না; ক্রমেই তোমার অবস্থা মন্দ হইতেছে, ইহা দেখিয়া কেমন করিয়া আমরা কাতর না হইয়া থাকিব?"

রাধিকা বলিলেন,—"আমি বড়ই ভাল বুঝিতেছি। আমার শরীরে আর একটুকও রোগ নাই, তবে তোমরা চিন্তিত হইতেছ কেন?"

যখন রোগের মাত্রা পূর্ণভাবে বৃদ্ধি হয়, এবং পীড়িত ব্যক্তি যখন মৃত্যুর কবলগতপ্রায় হইয়া উঠে, তখন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে আপনাকে স্বচ্ছন্দ ও রোগমুক্ত বলিয়া বোধ করে। গিন্নী-মা এই স্থলে উপস্থিত ছিলেন। রাধিকাসুন্দরীর এই বাক্য তিনি ভয়ানক বলিয়া মনে করিলেন। সুবিজ্ঞ কবিরাজের মীমাংসার বিরোধী এবং সকলেরই অনুমানের বিপরীত এই উক্তি শ্রবণে সরযুবালার মনেও একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

রাধিকাসুন্দরী আবার বলিলেন,—"মা সরযু! আমার মৃত্যু হইবে বলিয়া ভয় করিও না; মৃত্যু প্রার্থনীয় অবস্থা। মৃত্যুর পূর্ব্বে পাপের বোঝা সরাইয়া দিতে না পারিলে দুর্দ্দশার শেষ থাকে না। তোমার কল্যাণে মা, আমি গুরুর উপদেশ পাইয়াছি। সেই উপদেশে আমি পরমগুরু লাভ করিয়াছি। গুরুর দয়ায় আমার চিত্ত হইতে পাপের চিহ্ন মুক্ত হইয়াছে। তবে মা, আমার মৃত্যু-ভয়ে কেন তোমরা কাতর হইতেছ?"

সরযু কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাধিকা আবার বলিলেন,—"কাঁদিও না মা! নারী যদি স্বামিপদে মতি রাখিয়া মরিতে পারে, তাহা হইলে সে ধন্যা হয়। মা সরযু! তুমি ভাগ্যবতী হইয়াছ, স্বামি-চরণে তোমার স্থান হইয়াছে, আশীর্ব্বাদ করি,

যেন এই স্বামি-চরণ ধ্যান করিতে করিতে তুমিও মরিতে পার।"

সরযু কথা কহিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন, গিন্নী-মারও নয়নে তখন অবিরল জলপ্রবাহ। তিনি বলিলেন, "মা! মৃত্যু তো হইবেই, ঔষধ সেবনের জন্য আমরা আর তোমাকে পীড়াপীড়ি করিতেছি না। যিনি অসাধ্যসাধনে সক্ষম, যাঁহার ইচ্ছায় সকল ঔষধের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি এ সময়ে কায়মনোবাক্যে সেই বিশ্বনাথকে চিন্তা কর, তাহা হইলেই সকল দিকে তোমার মঙ্গল হইবে।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া রাধিকাসুন্দরী বলিলেন,—"মা! আমি নিরন্তর স্বামিচিন্তা করিতেছি, স্বামীর সহিত মিলিয়া রহিয়াছি, নারীর স্বামী ভিন্ন দেবতা নাই, এমন প্রত্যক্ষ দেবতাকে মন হইতে সরাইয়া অন্য দেবতার চিন্তা কেন করিব? ভয় করিও না মা—পরম মঙ্গল আমার সম্মুখে; আশীর্ব্বাদ কর, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণ যেন চরণ চিন্তা করিতে আমার ভুল না হয়।"

গিন্নী-মা অধোমুখে রোদন করিতে লাগিবেন। রাধিকা আবার বলিলেন, "মা! তুমি যাও, সরযু বোধ হয় কোথাও বসিয়া কাঁদিতেছে; তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।"

গিন্নী-মা প্রস্থান করিলেন।

শেষ

পরদিন প্রাতে কবিরাজ মহাশয় পীড়িত রাধিকা-সুন্দরীকে দেখিলেন, বিষণ্ণভাবে তিনি রোগীর শয্যা-পার্শ্ব হইতে বাহিরে আসিলেন। রজনীকান্ত ও জীবনহরি তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন। কবিরাজ মহাশয় দুঃখ সহকারে ব্যক্ত করিলেন যে, অদ্য অপরাহ্নকালে রোগিণীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবে।

এ সংবাদ কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বেই গিন্নী-মা ও সরযুবালার প্রাণে বড়ই আতঙ্ক জন্মিয়াছিল। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, অদ্যকার দিন অতি ভয়ানক; প্রাতঃকাল হইতে পীড়িতা অনেক সময়ে মুকুলিতনয়নে, মোহাচ্ছন্নভাবে কাল কাটাইতে লাগিলেন; ডাকাডাকি করিলে, ধীরে ধীরে তাঁহার দেহ হস্তার্পণ করিয়া নাড়িলে, তিনি এক একবার একটু আনন্দসূচক ধ্বনি করিতে লাগিলেন মাত্র। একবার তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে ডাকিও না, আমি দেব-বালাগণের মত হইয়াছি, স্বামি-চরণের সহিত আমার পূর্ণ-মিলন হইয়াছে।"

সরযুবালা, গিন্নী-মা, লক্ষ্মীর মা এবং আরও দুই জন পরিচারিকা পীড়িতার শয্যা বেষ্টন করিয়া বসিয়া রহিলেন। কাহারও মুখে কথা নাই,—সকলেরই নয়নে জল।

বেলা এক প্রহরের পর হইতে রাধিকাসুন্দরীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া অতিশয় স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। সকলেই বুঝিলেন, যৎপরোনাস্তি অশুভ লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। এই ভাব অনেকক্ষণ চলিল। পীড়িতার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বিকৃত গতি ব্যতীত জীবনের লক্ষণ আর কিছু রহিল না, হস্তপদ সকলই অবসন্ন। তিনি সেই পূর্ব্ববৎ অর্দ্ধ-উন্মীলিত নয়নে ধ্যানমগ্না দেবীর ন্যায় শয্যায় পতিত। বড়ই উদ্বেগে সময় চলিতে লাগিল।

বেলা আড়াই প্রহরের সময় রোগীর ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। তিনি বিস্ফারিত নয়নে একবার চারিদিকে চাহিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—"কি মধুর! কি রমণীয়! ভগবন্! তোমার কি দয়া! দাসীকে—সেবিকাকে এত আদর! গুরুদেব! তোমার চরণে শত প্রণাম, তোমার কৃপায় আজি আমার এই সৌভাগ্য!"

সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই কক্ষমধ্যে গৈরিকরঞ্জিত-পরিচ্ছদধারী এক প্রশান্তমূর্ত্তি জ্যোতিষ্মান্ সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলেন। সকলেই চিনিলেন,—সেই সন্ন্যাসী ললিতমোহন।

সরযূ কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। বলিলেন,—"বাবা! আসিয়াছেন, বড় সময়ে দেখা দিয়াছেন। আমাদের কি হইবে বাবা?"

সন্ন্যাসী নির্ব্বাক্, বদনে হস্ত দিয়া তিনি সঙ্কেতে সকলকে নির্ব্বাক্ থাকিতে আদেশ করিলেন।

ক্রমে ক্রমে রাধিকাসুন্দরীর বিস্ফারিত নয়ন সেই জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসীর বদনের সহিত মিলিত। তিনি বলিলেন,—"আসিয়াছেন,—দয়া করিয়া পিতঃ! এই অন্তিম সময়ে সন্তানকে দেখা দিতে আসিয়াছেন! করুণাময় গুরুদেব! আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কামনা সফল হইয়াছে।"

তখন সুস্পষ্ট সুমধুর গম্ভীরস্বরে ললিতমোহন বলিলেন,—"যাও সাধ্বি! পাপ-তাপ-বিরহিত অনন্ত সুখের রাজ্যে গমন কর। তোমার দৃষ্টান্তে

বসুন্ধরার নারীগণ সংযম শিক্ষা করুক, কামনা দগ্ধ করিয়া মৃত স্বামীর সঙ্গসুখ ভোগ করুক—আমার ন্যায় অধম জনেরা বাসনা-নিবৃত্তি করিতে শিক্ষা করুক, দেবি! তোমাদের কার্য্য দেখিয়া জগতের নরনারী আপনাদিগের কর্ত্তব্য স্থির করুক।"

রাধিকা আবার বলিলেন,—"বাবা! যদি আসিয়াছেন,—শিষ্যাকে দর্শন দিয়া চরিতার্থ করিতে যদি আসিয়াছেন, গুরু! কৃপা করিয়া আমার নিকটে আসুন, আমি চরণ-ধূলার প্রার্থনা করি বাবা।"

ললিতমোহন পীড়িতার অতি সন্নিকটে আসিলেন। বলিলেন,—"মা! তোমার দৃঢ়তায় আমি দৃঢ়তা শিখিয়াছি, তোমার ধৈর্য্যে আমি ধীরতা পাইয়াছি, তোমার সংযমে আমার সংযম-প্রবৃত্তি হইয়াছে। দেবি, তুমি ধন্যা!"

রাধিকা কম্পিত ক্ষীণ কর প্রসারণ করিয়া ললিতমোহনের চরণ-সমীপে স্থাপন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে। যাই, কি দয়া! কষ্ট করিয়া এতদূর আসিয়াছ, স্বামিন্। কি শোভা! তোমার কি রূপ!"

রাধিকার আনন্দ-প্রতীপ্ত বদন আরও আনন্দময় হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সকলে দেখিল, সকলে বুঝিল, তাঁহার নশ্বরশরীরের সহিত প্রাণের চির-বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। যখন সেই ক্ষীণ দেহাশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রাণপক্ষী উর্দ্ধে পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময় ললিতমোহন সেই দেবীর চরণে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন, তাহার পর আর তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইল না।

গৃহমধ্যে তুমুল ক্রন্দনের রোল উঠিল। বাহির হইতে জীবনহরি, রজনীকান্ত প্রভৃতি কয়েক জন পুরুষ বেগে সেই কক্ষমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দের জ্যোতি সেই সুন্দরীর দেহের চারিদিকে শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। মরণের পর এরূপ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের সমাবেশ দর্শনে সকলে বিমোহিত হইল।

বহু লোক একত্র হইয়া রাধিকাসুন্দরীর বিগতজীব দেহ বারাণসীর সুপবিত্র শ্মশানে আনয়ন করিল। পুণ্যশীলার নশ্বর কলেবর চিতায় আরোপিত হইল, সর্ব্বসংহারক হুতাশন স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, অনলশিখা উর্দ্ধে আরোহণ করিয়া সেই সতীর সংযম ও ত্যাগস্বীকারের মাহাত্ম্য দেবলোকে ঘোষণা করিতে লাগিল। শব্দায়মান পবনদেব মধুর করুণস্বরে এই পবিত্র কাহিনী বসুন্ধরায় প্রচার করিতে লাগিলেন, আর কলনাদিনী ভাগীরথী পবিত্র ভাষায় এই কীর্ত্তি-গীতি গাহিতে গাহিতে অনন্তের অভিমুখে ছুটিতে লাগিলেন,—সকলই শেষ হইল। পাপ-প্রধৌতা রাধিকাসুন্দরীর দেহ ভস্মে মিশিয়া গেল।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্
পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৭০।৭১ শ্লোক।

(ভাবার্থ।—সদা পরিপূরিত সমুদ্রে বিস্তর জল প্রবেশ করিলেও তাহা যেমন স্বভাবেই অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ কামনাসমূহ হৃদয়ে প্রবেশ করিলেও যে ব্যক্তিকে বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই শান্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু যিনি কামনাসক্ত, তাঁহার কখনও সে সৌভাগ্য ঘটে না। যে পুরুষ যাবতীয় কামনা বিসর্জ্জন দিয়া মমতাশূন্য নিরহঙ্কৃতভাবে বিচরণ করিতে সমর্থ, তিনিই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।)

অমরাবতী

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত মিত্র বড়ই সরল প্রকৃতির লোক। দুরাকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাভিলাষ তাঁহার মনে কখনই ছিল না। অতি সামান্যমাত্র আয়ে কথঞ্চিৎরূপে জীবনপাত করিয়াই তিনি পূর্ণ পরিতৃপ্তি অনুভব করিতেন। জলাঙ্গী-নদী-তীরবর্ত্তী শ্যামপুর গ্রামে তাঁহার বাস। নিজগ্রাম ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকান্ত কখন বিদেশে যান নাই। আপনার জন্মভূমি অতি সামান্য পল্লীগ্রাম হইলেও তৎপ্রতি চন্দ্রকান্তের অপরিসীম মমতা। দুই একবার গ্রামের কোন কোন আত্মীয়-পুত্রের বিবাহোপলক্ষে বরযাত্রিরূপে তিনি গ্রামান্তরে গমন করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার দেশভ্রমণের শেষ।

চন্দ্রকান্ত সামান্য রকম লেখাপড়া জানিতেন; শ্যামপুরে একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয় আছে, চন্দ্রকান্ত সেই স্কুলে পণ্ডিতি করিয়া মাসিক দশ টাকামাত্র উপার্জ্জন করিতেন। ছয় টাকা বেতনে তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, পঁচিশ বৎসর কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার বেতন দশ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বিদেশগমনে একান্ত অনিচ্ছা হেতু চন্দ্রকান্তের আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। সুযোগ অনেকবার উপস্থিত হইয়াছিল, অনেক সময়ে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের সুনজরে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু বাসগ্রাম ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া চন্দ্রকান্ত সকল সুবিধাই পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আর যাহাই কেন হউক না, চন্দ্রকান্ত তাহাতেই সন্তুষ্ট এবং যথাসময়ে শাকান্ন-ভোজনেই পরিতৃপ্ত। জীবনে কখন কোন গুরুতর চিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করে নাই। প্রতিবাসিগণের অভ্যুদয় এবং স্বকীয় দীনতার তুলনা করিয়া তিনি কখনই বিচলিত হন নাই। প্রতিবাসিগণের সৌভাগ্যোদয়ে চন্দ্রকান্ত আন্তরিক হৃষ্ট হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের কোন বিপৎপাতে নিজ অনিষ্ট জ্ঞান করিয়া সমবেদনা প্রকাশ করেন। তিনি পরোপকারী এবং সর্ব্বজনরঞ্জন। অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইলেও চন্দ্রকান্ত দেহের দ্বারা সতত সকলের উপকার করিতে প্রস্তুত। কেহ না ডাকিলেও স্বয়ং সকলের উৎসবে ও বিপদের মধ্যে মাথা দিয়া থাকেন।

চন্দ্রকান্তের বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়াছে। মস্তকের চুল সাদা, দেহ কৃশ ও লম্বা। গ্রামের তাবৎলোকেই এই সরলস্বভাব প্রবীণ ব্যক্তিকে অন্তরের সহিত ভালবাসে। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ হইতে অন্তঃপুরবাসিনী নারীগণ পর্য্যন্ত তাবতেই চন্দ্রকান্তের গুণ-মুগ্ধ ও তাঁহার প্রশংসানিরত। কেহ কখন তাঁহাকে কাহারও প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে শুনে নাই, কেহ কখন তাঁহার ক্রোধ দেখে নাই এবং কেহ কখন তাঁহাকে কোন কুকার্য্যরত বলিয়া জানে নাই। পল্লীগ্রামের পদ্ধতি অনুসারে অতি ইতরজাতীয় স্ত্রী-পুরুষ হইতে অতি উচ্চবংশোদ্ভব নরনারী সকলের সহিতই চন্দ্রকান্তের কোন না কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূচক সম্বন্ধ ছিল। রামি জেলেনী তাঁহার পিসী, কেষ্টা ধোপা তাঁহার ছোট ভাই, নিধু বসু তাঁহার ভাগিনেয়, দ্বারিক মুখুয্যে তাঁহার খুড়া।

চন্দ্রকান্তের বাসভবন অতি সামান্য। সংসারে প্রতিপাল্যের সংখ্যা বড়ই অল্প। এক বৃদ্ধা মাসীমাতা এবং কন্যা সরোজিনী ব্যতীত সংসারে আর কোন লোক নাই। তাঁহার পত্নী বহু দিন হইল সরোজিনীকে প্রসব করিয়া সূতিকাগারেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মাতৃস্বরূপিণী মাতৃষ্বসা পূর্ব্ব হইতেই চন্দ্রকান্তের সংসারে ছিলেন, তাঁহারই যত্নে সরোজিনী লালিত-পালিত হইয়াছেন; চন্দ্রকান্ত সেই বৃদ্ধাকেই মা বলিয়া থাকেন এবং সরোজিনী তাঁহাকে ঠাকুরমা বলিয়া সম্বোধন করেন। চন্দ্রকান্তের সামান্য আয়, এই তিন ব্যক্তির গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে যথেষ্ট না হইলেও ইহাতেই সামান্যভাবে দিনপাত করিতে কেহই কষ্ট বোধ করেন না।

গ্রামের সমস্ত লোক চন্দ্রকান্তকে বড় ভালবাসেন। তন্মধ্যে বেণীমাধব বসু নামক এক সমবয়স্ক ব্যক্তির সহিত চন্দ্রকান্তের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব

আছে। বেণীমাধবের অবস্থা পল্লীগ্রামবাসী সাধারণ লোকের সহিত তুলনায় বিশেষ সমৃদ্ধিশালীরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। তাঁহার কিঞ্চিৎ কৃষিকর্ম্ম ছিল এবং কিঞ্চিৎ মহাজনী ব্যবসাও চলিত। দুই একটা ক্রিয়া কর্ম্ম করিয়া এবং দুই দশ জনকে অন্ন দিয়া বেণীমাধব স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিতেন। গ্রামে বেণীমাধবের যথেষ্ট সম্মান ছিল; কিন্তু সকলেই যে তাঁহাকে ভাল লোক বলিয়া প্রশংসা করিত, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। কেহ কেহ তাঁহাকে একটু স্বার্থপর এবং একটু লোভী বলিয়া নিন্দা করিত; কিন্তু সে কথায় কোন কাজ নাই। নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা ভোগ করা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। পাঁচ জনের সহিত যাহার কাজ করিতে হয়, সে সকল বিষয়েই সকলের সন্তোষসাধন করিয়া চলিতে পারে না।

প্রতিদিনই চন্দ্রকান্ত কোন না কোন সময়ে বেণীমাধবের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বহুকর্ম্মাসক্ত বেণীমাধব প্রতিদিন না হইলেও মধ্যে মধ্যে চন্দ্রকান্তের বাটীতে আসিতেন। এই দুই ব্যক্তির আন্তরিক আত্মীয়তার কথা সকলেই জানিত।

বেণীমাধব বসুর একমাত্র পুত্রের নাম বীরেন্দ্রনাথ। বেণীমাধবের প্রস্তাব অনুসারে বীরেন্দ্রনাথের সহিত সরোজিনীর বিবাহসম্বন্ধ বহুদিন হইতে স্থির হইয়া আছে। চন্দ্রকান্ত অতি দরিদ্র ব্যক্তি, কোনরূপে ব্যয়ভূষণ করিয়া সৎপাত্রে কন্যা সমর্পণ করিতে তাঁহার সাধ্য ছিল না। যখন কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই, যখন সরোজিনীর বয়স পাঁচ বৎসর এবং বীরেন্দ্রনাথের বয়স এগার বৎসর মাত্র, তখন এক দিন বেণীমাধব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চন্দ্রকান্তের নিকট এই বালকবালিকার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

একটা কর্ম্ম উপলক্ষে সরোজিনী নিমন্ত্রিত হইয়া বেণীমাধবের বাটীতে গমন করিয়াছিল; বীরেন্দ্রের সহিত বালিকা সরোজিনীর আজন্ম পরিচয়; বীরেন্দ্র তাহার ক্রীড়ার সঙ্গী, তাহার আব্দারের সম্বল, তাহার হাসির কল, তাহার প্রাণের বল এবং তাহার আনন্দের স্থল। আহারাদি হইয়া যাওয়ার পর বীরেন্দ্রদাদার হাত ধরিয়া সরোজিনী কত পায়রা দেখিল, কত ফুল ছিঁড়িল, কত ঘুরিয়া বেড়াইল, কত খেলা করিল; বেণীমাধব ও তাঁহার গৃহিণী এই শোভাময় বালকবালিকার বাল্যলীলা নানাভাবে দর্শন করিলেন। তাঁহাদিগের উভয়েরই মনে সঙ্কল্প হইল যে, যথাকালে এই শিশুদ্বয়ের পতি-পত্নীসম্বন্ধ ঘটাইতে হইবে। তাহা হইলে বিধাতার অভিপ্রায় বোধ হয় সুসিদ্ধ হইবে, কারণ, এরূপ অপূর্ব্ব মিল আর কখন হইবার সম্ভাবনা নাই; এইরূপ অভিপ্রায় স্থির করিবার আরও অনুকূল কারণ তাঁহারা অনুভব করিলেন। চন্দ্রকান্ত চিরদিনের সুহৃদ্, সেই বন্ধুর সহিত এইরূপ বৈবাহিক সম্বন্ধ করিলে আত্মীয়তা আরও বদ্ধমূল হইবে।

সেই দিন সায়ংকালে সুহৃদের ভবনে চন্দ্রকান্ত উপস্থিত হইলে বেণীমাধব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী আন্তরিক আগ্রহের সহিত হৃদয়ের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। চন্দ্রকান্ত হাতে স্বর্গ পাইলেন; বলিলেন,—"আমার কন্যার বিবাহ দিবার ভার তোমাদেরই, তোমরা ঘরের মেয়ে ঘরে আনিবার সঙ্কল্প করিয়াছ, ইহার অপেক্ষা আনন্দের কথা—সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু ভাই, আমি তো বড় দরিদ্র, বীরেনের বিবাহ দিয়া তোমরা হয় তো অনেক টাকা-কড়ি পাইবে। আমার কন্যা লইলে তোমাদিগের অনেক ক্ষতি হইবে তো ভাই?"

বেণীমাধব দুঃখিতভাবে বলিলেন,—"ছি! ভাই, তুমি এমন কথা কেন বলিতেছ? তোমার কল্যাণে আমার অপ্রতুল কিছুরই নাই। বীরেনের বিবাহ দিয়া কিছু অর্থ না পাইলে আমার কোনই সর্ব্বনাশ হইবে না। বিশেষ তোমার মেয়ের সহিত বিবাহ দিয়া তুমি যথেষ্ট টাকাকড়ি দিতে পারিলেও আমি লইব কোন্ লজ্জায়?"

চন্দ্রকান্ত একটু লজ্জিতভাবে বলিলেন,—"তোমার মত বন্ধুর অনুরূপ কথাই তুমি বলিয়াছ। টাকাকড়ির কথা তুলিয়া আমি ভাল করি নাই। সরোজিনী তোমাদেরই; যে দিন ইচ্ছা, তুমি তাহাকে পুত্রবধূরূপে গৃহে আনিতে পার।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"তাহা হইলে তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছ যে, বীরেন্দ্রের সহিত সরোজিনীর বিবাহ স্থির থাকিল?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"যে ঘটনা পরম সৌভাগ্য বলিয়া আমি মনে করিতেছি, তাহার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে কেন? আমি সত্যই বলিতেছি যে, যদি কোন রাজরাজেশ্বরের পুত্র সরোজিনীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, তাহা হইলেও আমি কখনই তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিব না। অদ্য হইতে আমি বীরেন্দ্রকে জামাতা এবং তোমাদিগকে বৈবাহিক বলিয়া জ্ঞান করিব।"

আনন্দে বেণীমাধব উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং

চন্দ্রকান্তকে আলিঙ্গন করিলেন। পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে বীরেন্দ্রের জননী হুলুধ্বনি দিলেন। তাহার পর বেণীমাধব বলিলেন,—"সকলই স্থির হইয়া থাকিল, কিন্তু বিবাহ এখন হইবে না। আমি মাষ্টারের মুখে শুনিয়াছি যে, বীরেন্দ্র যেরূপ বুদ্ধিমান্, তাহাতে অনায়াসেই পাসের পড়া পড়িয়া বি, এ, এম, এ, উপাধি লাভ করিবে। মাষ্টার বলিয়াছেন, যদি আমরা পড়ার ব্যাঘাত না করিয়া দিই, তাহা হইলে বীরেন্দ্রনাথের উচ্চ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কোনই প্রতিবন্ধক ঘটিবে না। এই জন্যই আমি স্থির করিয়াছি ভাই, বি, এ, পাশ করিবার পূর্ব্বে বাবাজীর বিবাহ দিব না।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"অতি উত্তম সঙ্কল্প। আমি জানি, কালে বীরেন্দ্র আমাদিগের গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে। অল্পবয়সে বিবাহ দিলে নিশ্চয়ই বাবাজীর পড়াশুনায় অনেক ব্যাঘাত ঘটিবে। যখন তোমাতে আমাতে কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া থাকিল, তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে মনে করিলেই হয়। সুতরাং ব্যস্ততার কোন আবশ্যকতা নাই।"

আনন্দে ও উৎসাহে বিবিধ কথাবার্ত্তায় অনেক রাত্রি হইয়া গেল; বেণীমাধবের পত্নী আগ্রহ-সহকারে বৈবাহিককে আহার করাইলেন; আহারকালে বৈবাহিকোচিত অনেক মধুর বিদ্রূপ-বাণ চন্দ্রকান্তের উপর বর্ষিত হইল।

গভীর রাত্রিতে প্রসন্ন ও নিশ্চন্তচিত্তে চন্দ্রকান্ত আপনার গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং মাসী-মার নিকট এই অপ্রত্যাশিত আনন্দের বিবরণ নিবেদন করিলেন।

এই শুভ সম্বন্ধের কথা চারিদিকেই অতি শীঘ্র ব্যাপ্ত হইল। সকল লোকেই ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করিল। শিশুদ্বয়ও এই কথা শুনিল। তাহারা তখন ইহার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিল না, উভয়ে সমান আনন্দে সমান উৎসাহে খেলা-ধূলা করিয়া কাল কাটাইতে থাকিল। বীরেন্দ্রের আগ্রহে সরোজিনী লেখাপড়া শিখিতে লাগিল।

এন্ট্রান্স পাসের পর বীরেন্দ্রকে বিদেশে যাইতে হইল। সরোজিনী পিতার নিকট অতি যত্নে লেখাপড়া শিখিতে থাকিল। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতি অনেক পুস্তক তাহার পড়া হইল। বেণীমাধব অনেক সময়েই সরোজিনীকে পুত্রবধূজ্ঞানে এবং তাঁহার গৃহিণী আপনার ঘরের লক্ষ্মী বলিয়া আদর করিতে থাকিলেন। চন্দ্রকান্ত দিতে পারুন বা না পারুন, বেণীমাধবের বাটী হইতে পূজা, দোল প্রভৃতি বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে সরোজিনীর নিমিত্ত যথারীতি বস্ত্র, মিষ্টান্ন, খেলনা প্রভৃতির তত্ত্ব চলিতে থাকিল। বালিকা আপনার ভাবী সৌভাগ্যের কথা আলোচনা করিয়া আনন্দিত হইল। পূর্ব্বে লজ্জা ছিল না; কিন্তু ক্রমে অতিশয় লজ্জা বালিকাকে অভিভূত করিল। এখন ছুটীর সময় বীরেন্দ্র আসিলে, পূর্ব্ববৎ তাহার সহিত দৌড়াদৌড়ি ও খেলা করিতে অত্যন্ত প্রাণের আগ্রহ হইলেও লজ্জায় বালিকা আর তাহা পারিয়া উঠিত না। বীরেন্দ্রের গলা জড়াইয়া সুখ-দুঃখের গল্প করিতে ও শুনিতে একান্ত বাসনা হইলেও সরোজ আর কথা করিতে সাহস করিত না; বীরেন্দ্রও আর ঘাড় তুলিয়া সরোজিনীর সহিত কথা কহিতে পারিত না। সরোজিনীকে নাম ধরিয়া থাকিতে তাহার আর ভরসা হইত না।

ক্রমে বালিকা সরোজ দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিল। আনন্দের কল্পনায় জলের মত দিন চলিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু লজ্জার মাত্রা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অবকাশ হইলে বীরেন্দ্র বাটী আইসে। বাটী আসিয়াই সরোজিনীকে দেখিতে আইসে। দেখা হয়, কিন্তু বলিবার জন্য যত কথা মনে সাজান থাকে, তাহার একটিও বলা হয় না, সরোজিনী দুই একটি মাত্র কথা বলিয়া সরিয়া যায়। বীরেন্দ্র কত কি বলি বলি করিয়া আর বলিতে পারেন না। ঠাকুর-মার সহিত উভয়েরই অনেক কথা হয়; সেই বৃদ্ধা ঠাকুর-মা অপরিসীম আনন্দের সহিত বুঝিয়াছেন যে, বীরেন্দ্র সরোজিনীকে যেরূপে ভালবাসে, এ পৃথিবীতে তাহার আর তুলনা নাই। আর দুঃখিনী মাতৃহীনা সরোজিনী এই রূপবান্ যুবাকে প্রাণের প্রাণে বসাইয়া দিবানিশি পূজা করে। এমন সুখের ও আনন্দের মিলন আর হয় নাই।

ফার্ষ্ট আর্টস্ পাস করিয়া বীরেন্দ্র বি, এ, পড়িবার নিমিত্ত কলিকাতায় গমন করিলেন। বেণীমাধব কখন বা গৃহিণীর সহিত, কখন বা চন্দ্রকান্তের সহিত এবং কখন বা বিশেষ বিশেষ আত্মীয়-কুটুম্বের সহিত এই শুভবিবাহের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সরোজিনীকে কিরূপ বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইতে হইবে, বিবাহে কিরূপ সমারোহ করিতে হইবে, কত লোক খাইবে, কিরূপ রোসনাই ও বাজী হইবে, এই সকল পরামর্শে বেণীমাধব ব্যাপৃত হইলেন। পুত্র বি, এ, পাস করিলে হয়, এই দুই বৎসর কাটিলে হয়, তাহার

পর সরোজিনী আসিয়া পুত্রবধূরূপে তাঁহার ঘর আলো করিবে।

বড় উৎসাহে দিন কাটিতে লাগিল। গ্রামে নানাস্থানে সময়ে সময়ে এই বিবাহের আলোচনা চলিতে থাকিল। কোথাও কোথাও বর বেশী সুন্দর না কন্যা বেশী সুন্দরী, এ সম্বন্ধে তর্ক চলিতে লাগিল। অনেকের মতে স্থির হইল যে, সরোজিনীর মত সুন্দরী আর কেহ কখন কোথাও দেখেন নাই। কেহ কেহ বুঝিলেন যে, বীরেন্দ্রনাথের ন্যায় রূপবান্ বালক আর কখন কাহার নয়নে পড়ে নাই।

সরোজিনী চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রম করিল। রূপরাজি প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কন্যা উদ্ভিন্নযৌবনা হইল, তথাপি বিবাহ হইল না বলিয়া নানা স্থানে কথা উঠিতে লাগিল। চন্দ্রকান্ত বুঝিলেন, বিবাহ হইয়াই রহিয়াছে, কেবল মন্ত্র পড়া বাকী, সুতরাং তিনি কোন কথাই কানে তুলিলেন না। প্রতিবাসীরাও বুঝিল যে, এরূপ স্থলে কন্যার বয়োবৃদ্ধিতে কোন ক্ষতি নাই; কারণ, বিবাহ হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। সরোজিনী সদানন্দময়ী, চন্দ্রকান্ত নিশ্চিন্ত, ঠাকুর-মা প্রসন্না, বীরেন্দ্রনাথ উৎফুল্ল। বেণীমাধব হৃষ্ট আর গ্রামবাসী সকলেই আশান্বিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চন্দ্রকান্ত অতি দরিদ্র, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার বাস-ভবনে দীনতার পরিচায়ক দুইখানি সামান্য খড়ের ঘর। একখানিতে পাক হয় আর একখানিতে শয়নাদি নির্ব্বাহিত হয়। বাটীর সম্মুখে অঙ্গন বিশেষ বৃহৎ নহে, পল্লীগ্রামের দরিদ্র লোকেরও অনেকখানি অঙ্গন থাকে; চন্দ্রকান্তের তাহাও ছিল না। অঙ্গনের প্রান্তভাগে নানাপ্রকার বৃক্ষলতাদিমিলিত বেড়া। অঙ্গনে তিন চারিটি আম, একটি কাঁঠাল, একটি পেয়ারা, একটি বিল্ববৃক্ষ।

বাটী সামান্য হইলেও অতি পরিষ্কৃত, কুত্রাপি আবর্জ্জনা নাই, শুষ্ক বৃক্ষপত্র পড়িয়া নাই এবং ধূলি বা কর্দ্দম নাই। খড়ের ঘর দুইখানি মৃত্তিকাসংযুক্ত গোময়প্রলিপ্ত এবং অঙ্গনের ভূমিভাগও তদ্রূপে পরিষ্কৃত; সিঁদুর পড়িলেও তুলিয়া লওয়া যায়।

অঙ্গনের এক স্থানে পেয়ারা, কাঁঠাল ও বেল-গাছের শাখা মিলিয়া অতি মনোহর প্রাকৃতিক কুঞ্জরূপে পরিণত হইয়াছে। সেই কুঞ্জের নিম্নদেশ সুমার্জ্জিত এবং তাহারই অনতিদূরে গাঁদা, যূঁই প্রভৃতি কয়েক প্রকার ফুল ও তুলসী-গাছ সংস্থিত।

অপরাহ্নকালে সেই কুঞ্জমধ্যে এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী উপবিষ্টা। সুন্দরী যুবতী। কৈশোরকালের যে সীমা অতিক্রম করিলে স্বর্গীয় মধুরিমা নরনারীর দেহকে সমাচ্ছন্ন করে ও হৃদয়কে উৎফুল্ল করে, এই যুবতীর সেই আনন্দময় কাল উপস্থিত। যুবতী সরোজিনী দরিদ্র চন্দ্রকান্তের একমাত্র সন্তান। সরোজিনী নিরাভরণা, একখানি অতি পরিষ্কার সামান্য শাটী তাঁহার মুখমণ্ডল, হাতের কিয়দংশ এবং চরণের অত্যল্পভাগ ব্যতীত দেহের সমস্ত অংশ সুন্দররূপে আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে; তাঁহার প্রকোষ্ঠে দুইগাছি কাচের চুড়ি; অন্য কোথাও কোনরূপ ভূষণ নাই।

চতুর্দ্দশ অতিক্রম করিয়া গত মাঘ মাসে সরোজিনী পঞ্চদশ বর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার দেহ সম্পূর্ণরূপে পরিণত না হইলেও এক্ষণে তাঁহাকে পূর্ণবয়স্কা যুবতীর ন্যায় শোভাময়ী দেখাইয়াছে। তাঁহার বর্ণ নিরবচ্ছিন্ন গৌর নহে, গৌরের সহিত রক্তিমা সংমিশ্রিত হইলে যে মনোহর বর্ণের সমুদ্ভব হয়, তাঁহার দেহ সেই বর্ণে শোভাময়। তাঁহার লোচন আয়ত, স্থির ও হৃদয়ের শান্তভাব-ব্যঞ্জক। তাঁহার সরলতাপূর্ণ দৃষ্টি কখনও লালসা বা বক্রতা ব্যক্ত করিতে জানে না। অবস্থার হীনতা হেতু সরোজিনীকে সতত বিবিধ গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়; কিন্তু সে জন্য তাঁহার কমনীয়তা বা লাবণ্য অপচিত হয় নাই। হৃদয়ের শান্তির সহিত দৈহিক স্বাস্থ্যের সম্মিলনে সরোজিনী সতত উৎফুল্ল ও আনন্দময়ী।

বিবাহের বয়স অনেক দিন উত্তীর্ণ হইয়াছে; তথাপি এই সুকুমারকায়া লতিকা কোন সহকারে আশ্রিত হন নাই, এ পর্য্যন্ত এই উদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরীর পতিরূপে পরিগণিত হইবার অসুলভ সৌভাগ্য কোন ভাগ্যবানের উপস্থিত হয় নাই। এই সুশীলা সুন্দরী-শিরোমণির সহিত অনুরূপ কোন যুবকের পবিত্র সম্মিলনরূপ মণিকাঞ্চনযোগ অদ্যাপি সংঘটিত হয় নাই।

বঙ্গীয় বর্ত্তমান সমাজে এত দিন পর্য্যন্ত অনূঢ়া কন্যা প্রায় থাকিতে পায় না। কোন গুরুতর আভ্যন্তরিক কারণ না থাকিলে বিবাহের কাল কখনই দ্বাদশের ঊর্দ্ধে যাইতে দেখা যায় না। সরোজিনীর বিবাহসম্বন্ধ বহুদিন হইতে সম্পূর্ণ স্থির

হইয়া আছে, এ সংবাদ পাঠকগণের অবিদিত নাই এইরূপ স্থির হইয়া আছে বলিয়াই সরোজিনীর পিতা নিশ্চিন্ত আছেন এবং প্রাপ্তযৌবনা দুহিতাও আশার মদিরায় মত্ত হইয়া অট্টালিকা গড়িতেছেন ও সাজাইতেছেন; নন্দনের কল্পিত সুখভোগ করিতেছেন এবং কল্পনার তরঙ্গে নর্ত্তনশীল হৃদয়ের সহিত আনন্দে ভাসিতেছেন।

সুদীর্ঘব্যাপী আশার সফলতা বুঝি এইবার হয়। এই বৈশাখে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণের আরাধ্য—হৃদয়ের উপাস্য দেবতার সহিত তাঁহার শুভ-সম্মিলন হইবে।

ফাল্গুন মাস গতপ্রায়; সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুমধুর বসন্তানিল ধীরে ধীরে বহিয়া চারিদিকে আনন্দের ধারা ছড়াইতেছে। নবোদ্গত-আম্রমুকুলের সুগন্ধে বসুন্ধরা মাতিয়া উঠিয়াছে। মুকুলে মুকুলে, কুসুমে কুসুমে মধুলোলুপ ভৃঙ্গ গুণ গুণ শব্দে উড়িয়া বেড়াইতেছে। যে কুঞ্জে বনদেবীর ন্যায় শোভাময়ী সরোজিনী একাকিনী বসিয়া আছেন, সে স্থানেও সর্ব্বগামী পবন প্রবেশ করিয়া নবীনার বস্ত্রাঞ্চল নাচাইতেছে, তাঁহার ললাটে শীতলতা প্রদান করিতেছে এবং তাঁহার অলকদামের সহিত খেলা করিতেছে। এই ক্ষুদ্র ভবনের কিঞ্চিদ্দূরে এক সম্পত্তিশালী ব্যক্তির ভবনস্থিত বিশাল বকুলবৃক্ষের ঘনপত্রপুঞ্জের মধ্য হইতে কোকিল কুহরিয়া চারিদিক নাচাইয়া তুলিতেছে।

একাকিনী সরোজিনী সেই সুমধুর দৃশ্যের মধ্যে নিশ্চিন্তমনে উপবিষ্টা এবং কতকগুলি গাঁদাফুল লইয়া মালা-রচনায় বিনিযুক্তা; একটি, দুইটি, তিনটি, ক্রমে অনেকগুলি ফুল মিলিত হইয়া মালিকায় পরিণত হইল। সুন্দরী পরিগৃহীত কার্য্যে এতই ব্যাপৃতা ছিলেন যে, কোন দিকে বা কোন বিষয়ে লক্ষ্য ছিল না। তিনি জানিতে পারিলেন না যে, তাঁহার মালিকারচনাকালে এক শোভাময় সুগঠিত-কলেবর যুবা সেই অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া এবং দূরে দাঁড়াইয়া অতৃপ্তনয়নে সরোজিনীর কার্য্য লক্ষ্য করিতেছিলেন। যুবার নয়নপথ দিয়া হৃদয়ের মত্ততা পরিব্যক্ত হইতেছে। যুবা দেখিতেছেন, কি শোভা! সুন্দরীর অঙ্গুলি-সংস্পর্শে ভাগ্যবান্ কুসুমনিচয়ের আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন সন্দর্শনে যুবা ভাবিতেছেন, কি সুন্দর! এই সুন্দরীর অঙ্গুলি সকল, না কুসুমনিচয়, কে অধিক সুন্দর?

মালিকা সমাপ্ত হইলে সরোজিনী একবার পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই প্রফুল্লানন যুবক তাঁহার নয়নপথবর্ত্তী হইলেন। যুগপৎ বিরোধী ভাবদ্বয়ের সমাগমে সরোজিনী বিব্রত হইয়া পড়িলেন, হৃদয়ের আনন্দ তাঁহার বদনমণ্ডলকে প্রদী ্ত করিল, তৎক্ষণাৎ প্রধাবিত হইয়া সেই যুবকের নিকটে যাইতে এবং তাঁহাকে একসঙ্গে শত কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার প্রবল বাসনা হইল, কিন্তু লজ্জা তাঁহার কানে কানে বলিয়া দিল যে, এমন কাজ কখনও করিও না, একটুও বিচলিত হইও না, যেখানে দাঁড়াইয়া আছ, সেইখানেই স্থির হইয়া থাক। এক পা—এক পা মাত্র সুন্দরী অগ্রসর হইতে পারিলেন। লজ্জার উপদেশই প্রবল হইল। নিকটে গমন করা হইল না। ধীরে ধীরে সরোজিনী জিজ্ঞাসিলেন,—"কখন্ আসিয়াছ বীরেন দাদা?"

আর কোন প্রশ্ন সুন্দরীর মুখ হইতে বাহির হইল না। মুখ নত হইয়া পড়িল, অধরের হাসি আবার অধরের মধ্যে লুকাইল। আনন্দের সুস্পষ্ট রেখাসমূহ বদনমণ্ডল হইতে পলাইতে লাগিল।

বীরেন্দ্রনাথ অগ্রসর হইয়া সরোজিনীর নিকটে আসিলেন, সস্নেহে সাদরে বলিলেন,—"এখনই আসিয়াছি। তুমি কেমন আছ সরোজ?"

সরোজিনী নতমুখে অস্ফুটস্বরে উত্তর দিলেন,—"ভাল আছি।"

বীরেন্দ্র বিদেশে কেমন ছিলেন, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে কি না, ইত্যাকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সরোজিনীর ক্ষুদ্র হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু কঠোর লজ্জা আবার তাঁহাকে সাবধান করিল এবং অন্য কোন কথা কহিতে নিষেধ করিয়া দিল।

বীরেন্দ্র আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"ঠাকুর-মা কোথায় সরোজ? কাকা মহাশয় বুঝি এখনও ফিরেন নাই?"

সরোজ পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন,—"না, ঠাকুর-মা ঘরের মধ্যে আছেন।"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। ফল কি হইবে, এখনও জানা যায় নাই। কিন্তু পরীক্ষার পরে যে দেব-দুর্ল্লভ ফল পাইব বলিয়া বহুদিন হইতে প্রবল আশায় রহিয়াছি, তাহার সময় হইয়াছে। সরোজিনি! এইবার তুমি আমার হইবে। কর্ত্তৃপক্ষের সকল আপত্তি দূর হইয়াছে। আর কয় দিন পরে যাহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া সুখের সাগরে ভাসাইবে, তাহার

সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেছ না কেন সরোজ?"

কোন উত্তর দিতে সরোজিনীর সাধ্য হইল না। বড়ই আনন্দের সংবাদ, বড়ই প্রার্থনীয় অবস্থার চিত্র, যাহা নিরন্তর জাগরণে ও স্বপ্নে সরোজিনী ধ্যান করিয়া আসিতেছেন, সেই বরণীয় দেবতার মুখে তাঁহার চরণসেবিকারূপে পরিগণিত হইবার প্রস্তাব; কাঁদিতে কাঁদিতে চরণে পড়িয়া বলিতে ইচ্ছা হইল "হে দেবতা! তুমি কৃপা করিয়া এ সেবিকাকে চরণে স্থান দিবে কি?" কিন্তু বলা কিছুই হইল না। এবার লজ্জা তীব্রস্বরে বলিয়া দিল, কোন কথাই কহিতে পাইবে না।

পুনরায় বীরেন্দ্র কাতরভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"বল সরোজ! দয়া করিয়া বল দেখি! প্রসন্নচিত্তে বল, এই অযোগ্য ব্যক্তিকে তুমি স্বামিরূপে গ্রহণ করিবে কি? তোমার মুখ হইতে একবার আমাদিগের শুভসম্মিলনের পূর্ব্বে একবার মাত্র এই কথা শুনিবার নিমিত্ত আমি পাগল হইয়াছি। বল সরোজ, আমার হৃদয়, মন, সর্ব্বস্ব তোমার চরণে অনেক দিন হইতে উৎসর্গ করা আছে, তুমি তাহা লইবে কি?"

সরোজিনী বুঝিলেন, বীরেন্দ্র কতটুকুই বা পাগল হইয়াছেন! তাঁহার নিজের প্রাণের ব্যাকুলতা বুঝাইয়া বলিবার ভাষা নাই; কিন্তু বলি বলি আর বলা হয় না।

আবার বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে কি বুঝিব সরোজ! কেবল ঠাকুর-মার ইচ্ছায়, পিতার আদেশে, আমার প্রার্থনায় তুমি আমার হইবে? তবে কি বুঝিব সরোজ! বিবাহ নিশ্চয়ই করিতে হইবে বলিয়া তুমি আমার পত্নী হইবে? তবে কি বুঝিব সরোজ! আমাদিগের দেহের বিবাহ হইবে, হৃদয়ের পরিণয় হইবে না?"

সরোজিনী কম্পিতকণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিলেন,—"তুমি পাগল হইয়াছ।"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"সত্যই আমি পাগল হইয়াছি, সরোজ! আমি অতীতের সমস্ত পট সম্মুখে দেখিতেছি, বাল্যে নিরন্তর তোমার সহিত খেলা করিয়াছি, তোমাকে পড়াইয়াছি, তোমার বাক্য শুনিয়া হৃদয়ে তৃপ্তি পাইয়াছি, ক্রমে সরোজ! সৌভাগ্যক্রমে পিতামাতা তোমার সহিত আমার সম্মিলন ঘটাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। আশার অতীত আনন্দে ভাসিয়া রহিয়াছি; কেবল এই সম্মিলনের পূর্ব্বে তোমার মুখ হইতে আর একবার জানিতে চাহি, সরোজ! তুমি আমার হইয়া সুখী হইবে কি?"

সরোজিনীর নয়নে জল আসিল, তিনি গদ্‌গদস্বরে উত্তর দিলেন,—"একথা আজি নূতন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন বীরেন? লক্ষবার আমি তোমাকে জানাইয়াছি, তুমিও আমাকে জানাইয়াছ, আমরা জীবনে মরণে এক। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, বুঝি বা অভাগিনীর অদৃষ্টে দেবসেবা নাই, বুঝি বা তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণময় দেবতার অযোগ্য বলিয়া আমি উপেক্ষিতা হইব।"

তখন বীরেন্দ্র আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"এমন আশঙ্কা কেন করিতেছ সরোজ? আমার পিতা-মাতা অনেক দিন হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, আমিও স্থির করিয়াছি, তোমাকে জীবনের সঙ্গিনী করিয়া ভূতলে অমরাবতীর প্রতিষ্ঠা করিব। আর দেবতারাও যে আনন্দ পাইলে চরিতার্থ হইয়া থাকেন, আমি অবিরত সেই আনন্দ ভোগ করিব।"

এই সময়ে এক বৃদ্ধা ঘরের দাবা হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাহার সহিত কথা কহিতেছিস্ সরোজ? বীরেনের আওয়াজ শুনিতেছি। বীরেন্! কলিকাতা হইতে কখন আসিয়াছ দাদা?"

বীরেন্দ্র সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন,—"ঠাকুর-মা, আমি এখনই আসিয়াছি।"

যুবক ও যুবতী তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধার নিকটস্থ হইলেন এবং বীরেন্দ্র ভক্তি সহকারে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন।

অনেকক্ষণ ঠাকুর-মার সহিত নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিয়া সন্ধ্যার পর বীরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর সরোজিনী ক্ষুদ্র পাকশালায় বসিয়া রন্ধন করিতেছেন, কিঞ্চিদ্দূরে বৃদ্ধা ঠাকুর-মা বসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। সরোজিনী ঠাকুর-মাকে প্রায়ই পাক করিতে দেন না, বিশেষতঃ রাত্রিকালের পাককার্য্য নিত্যই সরোজিনী নির্ব্বাহ করেন। ভাত নামিয়া গিয়াছে, ডাইল চড়িয়াছে, এখনও একটা তরকারি ও কিছু ভাজা হইবে। গাছের শুক্‌নো পাতা ও ঘুঁটের জ্বাল দিতে দিতে

সরোজিনী পাক করিতেছেন। একখানি ক্ষুদ্র পীঁড়ার উপর বসিয়া উনানে পত্রাদি যোগাইয়া দিতেছেন। অগ্নির প্রভা লাগিয়া তাঁহার বদন প্রদীপ্ত হইয়াছে, স্বভাবসুন্দর গৌরবর্ণ অত্যুজ্জ্বল দেখাইতেছে এবং রূপরাশি যেন বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছে।

সরোজিনী বড়ই অন্যমনস্কা; কেন আজি তাঁহার চিত্ত এত চঞ্চল হইয়াছে, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। বীরেন্দ্র আসিয়াছেন; যে পরীক্ষার জন্য এত দিন শুভবিবাহ বন্ধ রহিয়াছে, সে পরীক্ষার শেষ হইয়াছে; এত কাল কাটিয়াছে—অনেক মধুর স্বপ্নভোগে, আশার অতি তৃপ্তিপ্রদ আশ্বাসে সুখের অট্টালিকা গড়িতে গড়িতে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে এত দিন কাটিয়াছে—মোহের আবেশে, কল্পনার উচ্ছ্বাসে ভবিষ্যতের বিশ্বাসে, আনন্দমদিরার মত্ততায় এত সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত হইয়াছে—তবে চৈত্রমাসের দিন কয়টা দ্রুত চলিয়া গেলেই হয়। তাহার পরেই সেই প্রাণের দেবতা, সেই হৃদয়ের আরাধ্য, সেই শৈশব-ক্রীড়া-সহচর, সেই বাল্যের অধ্যাপক, গুরু, সেই আত্মার একান্ত অভিন্ন বন্ধু বীরেন্দ্রের চরণসেবায় তাঁহার অধিকার হইবে। বীরেন্দ্র ও সরোজিনীর সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে অভিন্ন সম্মিলন হইবে।

কি আনন্দ! বীরেন্দ্র রূপে কন্দর্প, গুণে অতুলনীয়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সরলতায়, সাধুতায় আদর্শ-পুরুষ; সরোজিনীর হৃদয়ের আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। সেই প্রেমময় গুণময় বীরেন্দ্র দুঃখিনী দরিদ্র-তনয়া সরোজিনীকে কতই যে ভালবাসেন, তাহা বলিয়া শেষ হয় না। সরোজিনী ভাবিতেছেন, বীরেন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন, আমাকে লইয়া তিনি অমরাবতী প্রতিষ্ঠা করিবেন; কি ভালবাসার, কি অনুরাগের, কি অনুগ্রহের কথা! যেখানে বীরেন্দ্র যাইবেন, সে স্থান শোভাহীন ও কলঙ্কিত হইলেও তাঁহার আগমনেই অমরাবতীরূপে পরিণত হইবে। তথায় দিব্যজ্যোতিঃ আপনি আসিবে, নন্দনের সুগন্ধ আপনি বহিবে, শত পারিজাত আপনি ফুটিবে, সকল শোভা, সকল আনন্দ আপনি আসিয়া জুটিবে, সরোজিনী সেই অমরাবতীতে সেই দেবতার চরণসমীপে বসিতে পাইবেন কি?

বৃদ্ধা ঠাকুরমা ভাল দেখিতে পান না, অন্যদিন পাককালে সরোজিনী নিরন্তর ঠাকুর-মার সহিত কথা কহেন; নানা বিষয়ে তাঁহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু আজ সরোজিনীর মুখে কথা নাই। দর্শন-শক্তির পূর্ণ তীক্ষ্ণতা থাকিলে এই বর্ষীয়সী অনায়াসেই সরোজিনীর মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিতেন যে, রন্ধন-নিরতা যুবতী আনন্দের কল্পনায় ডুবিয়া আছেন! দেখিতে না পাইলেও বুদ্ধিমতী প্রবীণা সহজেই আজ সরোজিনীর ভাবান্তর অনুভব করিলেন। বলিলেন,—"ডাইলে নুণ দিতে ভুলিস্ নাই তো?"

সরোজিনী চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"কেন ঠাকুর-মা, আমি তো কোন দিনই নুণ দিতে ভুলি না। তবে আজ সাবধান করিতেছ কেন?"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"আজ বীরেন আসিয়াছিল। কাজেই ভুল হইলেও হইতে পারে।"

সরোজিনী কাহারও সহিত কখন মুখ ফুটিয়া সমানভাবে কথা কহিতে পারেন না, কিন্তু বৃদ্ধা ঠাকুর-মার নিকট তাঁহার কোন সঙ্কোচ হয় না। জননীর আকারও সরোজিনীর মনে নাই; ঠাকুর-মা জননীর ন্যায় যত্নে তাঁহাকে মানুষ করিয়াছেন, এত স্নেহ, এত দয়া সরোজিনী আর কোথাও পান নাই; অকপটে সেই দেবীর নিকট তিনি চিরদিন চিত্তের সকল ভাবই ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন। এখনও বালিকার ন্যায় সরলতার সহিত বৃদ্ধার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সরোজিনী সুখদুঃখের কথা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। বীরেন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক কথা ঠাকুর-মা যখন তখন বলিয়া থাকেন এবং সে উপলক্ষে সরোজিনীকে উপহাস করেন। যখনই বীরেন্দ্রের কথা উঠে, তখনই সরোজিনীর প্রাণের মধ্যে কেমন আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাবের উদয় হয়, বুক গুরু গুরু করে, সমস্ত শরীর যেন নড়িয়া উঠে, কথা মুখ দিয়া বাহির হয় না, এক কথা বলিতে আর এক কথা বাহির হইয়া পড়ে। আজি বীরেন্দ্রের কথা শুনিয়া বিচলিতভাব আরও একটু বাড়িয়া উঠিল: সরোজিনী বলিলেন,—"বী—বী—লোক আসিলেই বুঝি সব ভুলিয়া যাইতে হয়? কত দিন, কতবার কত লোক আমাদের বাটীতে আইসে, আমি সে জন্য কখন কিছু ভুলি নাই, তবে আজ ভুলিব কেন ঠাকুর-মা?"

বৃদ্ধা হাসিয়া উঠিলেন, বীরেন্দ্রের নাম চিরদিনই সরোজিনী বলিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আজি সে নাম উচ্চারণ করিতে নাতনীর অক্ষমতা দেখিয়া বৃদ্ধার হাসি আসিল। বলিলেন,—"যে চিরদিন বীরেনদাদা ছিল, যাহার সহিত মারামারি ছুটাছুটি করিয়া আসিয়াছিস্, আজি তাহার নামটি বলিতেও তোর মুখে আটকাইতেছে; সে এখন 'লোক'

হইয়াছে। এত বদল হইয়াছে বলিয়াই আমার ভয় হইতেছে, হয় তো ডাইলে নুন দিতে ভুলিয়া যাইবি।"

ঠিক কথাই বটে। সাবধান হইতে গিয়া সরোজিনী অনেক অসাবধান হইয়াছেন। সাফাই আর চলে না। বলিলেন,—"হাঁড়ি খাইতে না পারিলে নুণ দিয়াছি কি না, বলিতে পারি না। তোমার জন্য কালি দুপুরবেলা যখন রান্না করিব, তখন দুবার করিয়া ডাইলে নুণ দিব।"

ঠাকুরমা বলিলেন,—"তা হইলেও আমি বেশী করিয়া গুণ মানিব না। আর কাহারও গুণ মানামানিতে তোর ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই; যে গুণ মানিবার, সে আলুনি খাইয়াও তোর পায়ের তলে ঘুরিবে!"

সরোজিনী বলিলেন,—"তুমি তো মানিবে না। আর কেহ মানিবে কি না, সে কথায় এখন কি কাজ?"

ঠাকুর-মা বলিলেন,—"সে কথায় এখন বড়ই কাজ। আজিই চন্দ্রকান্ত আসিলে সকল কথা বলিব। কালই পাকাপাকি করিতে বলিব, কিন্তু মুহূর্ত্ত যাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারি না, যাহার ভাবনায় ইষ্টদেবতার নাম আহ্নিক সকলই ভুলিয়া যাই, সে যে কাছছাড়া হইবে, ইহা মনে হইলে ভয় হয়। তা হউক—আমি আর কয়দিন বা। এই সময় তোর সুখ দেখিয়া যদি মরিতে পারি, তাহা হইলে মরণও বড় সুখের হইবে।"

সরোজিনীর হৃদয় হইতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহিরিল। বড়ই ভয়ানক কথা! এই স্নেহময়ী করুণাময়ী দেবীর নয়নান্তরালে ক্ষণেক গমন করিলেও তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠেন। নাতিনীর বিবাহ হইলে পরের ঘর করিতে যাইতে হইবে। এ চিন্তা বস্তুতই বৃদ্ধার পক্ষে সাতিশয় ক্লেশজনক। সরোজিনী ভাবিলেন, বিবাহ হইবে, কিন্তু ঠাকুরমার কাছছাড়া হইতে হইবে কেন? এক গ্রামেই থাকা হইবে, সমস্ত দিন ইচ্ছামত যাওয়া-আসা চলিবে। ঠাকুর-মা যাহাতে একটুও ক্লেশ না পান, তাহাই করিতে হইবে।

অঙ্গনপার্শ্বে বেড়ার ধারে পায়ের শব্দ হইল। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"কে? চন্দ্র এলি বাবা?"

বাহির হইতে উত্তর হইল—"হাঁ মা, আমি এসেছি।"

সরোজিনীর রন্ধনকার্য্য শেষ হইয়াছে। তিনি ব্যস্ততা-সহকারে পাকশালার বাহিরে আসিলেন। বলিলেন,—গাড়ুতে জল আছে, ওখানেই গামছা-খড়ম আছে, হাত-পা ধোও, খাইবার জায়গা করিব কি বাবা?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"হাঁ মা, একটু ক্ষুধা বোধ করিতেছি, রান্না-ঘরেই স্থান কর।"

পীঁড়ি পাতিয়া, অতি যত্নে হস্তমার্জ্জন করিয়া, পরিষ্কৃত পাত্রে জল রাখিয়া, সরোজিনী অতি সাবধানে একখানি পাথরের উপর অন্নব্যঞ্জনাদি স্থাপন করিলেন। চন্দ্রকান্ত হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া, পাকশালায় প্রবেশ করিলেন। তিনি যথাস্থানে উপবেশন করিলেন, সরোজিনী ভাতের পাথর তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। তাহার পর হস্ত ধৌত করিয়া প্রদীপটি উজ্জ্বল করিলেন এবং তাহা পিতার নিকটে আনিয়া স্থাপন করিলেন। সরোজিনী তাম্বুল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রকান্ত আহারে প্রবৃত্ত হইলে, বৃদ্ধা অনেক কথা কহিতে লাগিলেন, বীরেন্দ্র পাশের পড়া শেষ করিয়া আসিয়াছেন; এখন অতি শীঘ্র যাহাতে বিবাহ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"বিবাহ তো হইয়াই আছে মা! কেবল সাত পাক আর কয়েকটি মন্ত্র বাকী; কিন্তু তাহাও আর বাকী রাখা কোনমতেই চলে না। বীরেনের পাশের জন্যই এতদিন আটকাইয়া ছিল, সে বাধা এখন মিটিয়াছে। আর বিলম্ব করিতে আমার ইচ্ছা নাই। কালই প্রাতে গিয়া বেণী দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া দিনস্থির করিব।"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"বিবাহ ব্যাপারে—আমাদের কিছু তো খরচ করা চাই? বরকন্যাকে যাহা হউক কিছু তো দিতেই হইবে? তাহার উপায় কি?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন —"সে জন্য কোনও চিন্তা করিও না, আমার কিছু নাই, এ কথা সকলেই জানে; বেণীদাদার ছেলে বীরেনের সহিত আমার মেয়ের বিবাহ, যদি হাজার টাকা দিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলেও বেণীদাদা তাহা কখনই লইতে পারিতেন না। তবে আর এ জন্য এত ভাবনা কেন মা?'

বৃদ্ধা বলিলেন,—"তা ঠিক, তুমি দিবেই বা কি? আর দিলেই বা বেণী লইবেন কেন? তবে কথা কি জান বাবা! আমাদের আর কেহ নাই,

সরোজিনীই আমাদের সর্ব্বস্ব, তাহার বিবাহে কিছু খরচ না করিলে বড়ই কষ্ট হইবে।”

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—“কথা সত্য বটে, কিন্তু মা, কি করিব? কোথায় কি পাইব?”

বৃদ্ধা বলিলেন,—“আমার এক পোণ পাঁচ গণ্ডা টাকা আছে; কর্ত্তার মৃত্যুর পর সেই টাকা কয়টি পাইয়াছিলাম। এ কাল পর্য্যন্ত নেকড়া জড়াইয়া ভাঁড়ের মধ্যে করিয়া তোমাকে জানিতে না দিয়া তাহা রাখিয়া আসিতেছি। তোমার যেখানে বিছানা হয়, তাহারই নীচে মাটীর মধ্যে পোতা আছে। সেই টাকাগুলি বাহির করিয়া বীরেনের একটি আংটী, সরোজের দুইটি ইয়ারিং আর দুইগাছা মল গড়াইয়া দিতে হইবে, ঈশ্বর তাহাদের বাঁচাইয়া রাখুন, তাহাদের অভাব কিছুরই নাই, তথাপি এ জিনিস তাহারা অতি আদরে চিরদিন ব্যবহার করিবে।”

চন্দ্রকান্তের চক্ষুতে জল আসিল, বলিলেন,—“মা! তোমার এ সম্বল আমি ঘুচাইতে পারিব না। এ সংসারে কোন কথাই কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। হয় তো অতি অসময়ে এই টাকা বড়ই কাজে আসিবে। আর অন্য কোন দরকারে না লাগিলেও তোমার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ইহার বিশেষ আবশ্যক হইবে। আমি সে টাকা বিবাহে খরচ করিতে পারিব না।”

বৃদ্ধা বলিলেন,—“আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুই তো কখন কোন কথা কহিস্ নাই। পরে কি হইবে, সে ভাবনা ভাবিবার আমার প্রয়োজন নাই, টাকাগুলি বিবাহেই খরচ করিতে হইবে।”

আহার সমাপ্ত হইল। চন্দ্রকান্ত আর কোন উত্তর দিতে সাহস করিলেন না। আচমনাদি করিয়া তিনি শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন।

——

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে বেণীমাধব বাবু আপনার বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া নানা প্রকার কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছেন; বহুলোক তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান; মুসলমানেরা চণ্ডীমণ্ডপে না উঠিয়া সম্মুখস্থ অঙ্গনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেহ ধান ধার করিতে আসিয়াছে, কেহ বন্দোবস্ত করিয়া জমী লইতে আসিয়াছে, কেহ টাকার সুদ দিতে আসিয়াছে, কেহ বা প্রতিবাসীর অত্যাচার জানাইতে আসিয়াছে, আর কেহ বা কোন অন্যায় ব্যবহার করিয়া অগ্রে সাফাই করিতে আসিয়াছে। বেণীমাধব বাবু তামাকু খাইতে খাইতে সব কথাই শুনিতেছেন এবং সকলের সম্বন্ধেই যথাবিহিত সুব্যবস্থা করিতেছেন। কেহ তাঁহার সন্তানের কল্যাণ কামনা করিতে করিতে কেহ বা তাঁহাকে ‘রাজা হউন’ বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে এবং কেহ বা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপ লোকশূন্য হইতেছে না। কারণ, আরও দুই এক জন করিয়া নূতন লোক আসিতেছে।

লোকেরা সন্তুষ্ট মনে চলিয়া যাইতেছে; এ ঘটনা বেণীমাধব বাবুর অপরিসীম বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তিনি কাহাকেও রেহাই দিতেছেন না। হয় তো কোন কোন স্থলে হিসাবের ভুলের দরুণ কিছু বেশী আদায় হইতেছে। নূতন জমী-জমার বন্দোবস্তে সেলামির মাত্রা দ্বিগুণ হইয়া উঠিতেছে। আর অন্যায়কারীদিগের প্রতি যেরূপ শাসনের ভয় দেখান হইতেছে, তাহাতে সে দিক্ হইতে কিছু লাভ হইতেছে। তথাপি সকলেই বেণীমাধবের ব্যবহারে সন্তুষ্ট এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদক। এ অসাধারণ ব্যাপার তাঁহার বিশেষ কৌশল ও সাবধানতা ঘোষণা করিতেছে।

বস্তুতঃ বেণীমাধব বড়ই সাবধান ও বুদ্ধিমান। তাঁহার রসনা কটুভাষা প্রয়োগ করিতে জানে না। ক্রোধ কাহাকে বলে, তাহা তিনি দেখাইতে জানেন না বলিয়া অহঙ্কার তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও বাহে তাহার স্ফূর্ত্তি নাই; অতি দীন-হীন ইতর-জাতীয় ব্যক্তিকেও তিনি দাদা, খুড়া বা ভাই বলিয়া সম্বোধন করেন। সকলেরই পারিবারিক ও সাংসারিক কুশল জিজ্ঞাসা করেন এবং যে কেহ হউক, সম্মুখে আসিলেই বসিতে বলেন, তামাক খাইতে অনুরোধ করেন। তাহার উপর তাঁহার মধুমাখা কথা, সকলেরই ক্লেশের কথা শুনিয়া সমবেদনা প্রকাশ ইত্যাদি বহুবিধ কারণে লোকে তাঁহার কাছে ঠকিলেও অসন্তুষ্ট হয় না এবং তিনি কোন অন্যায় করিতেছেন বুঝিলে মনে করে, তাঁহার বুঝিবার ভুল হইয়াছে।

যাঁহারা তীক্ষ্নদর্শী, যাঁহারা একটু লেখাপড়া জানেন, যাঁহারা মানব-হৃদয়ের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে সক্ষম, তাঁহারা বুঝেন, বেণীমাধবের এইরূপ সরলতা, নিরহঙ্কৃত ভাব এবং পরদুঃখ-কাতরতা আন্তরিক নহে; আরোপিত এবং কৃত্রিম। সেরূপ

অনেক লোক মনে মনে জানেন যে, বেণীমাধব পয়োমুখ বিষকুম্ভ অথবা মিশ্রির ছুরি। তাঁহারা এমন বলেন যে, এরূপ সরলতার অপেক্ষা বোধ হয়, প্রকাশ্যে কঠোর অত্যাচার অথবা দুর্দ্দান্ত লোকের অপ্রচ্ছন্ন ব্যবহার ভাল। কারণ, সেরূপ দুষ্টেরা যে দুর্ব্ব্যবহার করিবে, লোকে তাহা প্রথম হইতে জানে এবং সে জন্য সমুচিত সাবধান হইয়া তাহার নিকটস্থ হয়। কেহ কেহ এমনও বলে যে, অপ্রত্যক্ষ শত্রুর অপেক্ষা প্রত্যক্ষ শত্রু প্রার্থনীয়। কিন্তু এরূপ নিন্দাকারী ও দোষদর্শীর সংখ্যা অতি অল্প।

অন্য বহুলোকের বহু প্রস্তাব-শ্রবণাদি ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিলেও বেণীমাধবের বদন যেন চিন্তার কালিমায় সমাচ্ছন্ন। তিনি যেন একটু অন্যমনস্ক; অন্যদিন কাহাকেও অভ্যর্থনা করিতে তাঁহার ত্রুটি হয় না; আজি কোন কোন স্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। অন্যদিন লোকের কথা একবার শুনিয়াই তিনি ব্যাপার বুঝিয়া লইতে পারেন, আজ তাঁহাকে কোন কোন স্থলে 'কি বলিলে' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে। অন্যদিন তিনি হাসিমুখে সকলের সহিত কথা কহেন, আজি তাঁহার মুখে একবারও হাসি দেখা দেয় নাই। অনেকে বুঝিল, বাবুর হয় তো আজি শরীর ভাল নাই।

ছাতাটি বগলে লইয়া, কাঁধে চাদর ফেলিয়া, চটিজুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে পক্বকেশ শীর্ণকায় চন্দ্রকান্ত চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেণীমাধব দূর হইতেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং যেন একটু বিচলিত হইয়া উঠিলেন। সমাগত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আজি আর কোন কাজের কথা হইবে না, চন্দ্র ভায়া আসিতেছেন।"

সমাগত লোকদিগের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল,—"আজ বুঝিতেছি, বড় দরকারী কাজের কথাই হইবে। আমরা দেশশুদ্ধ লোক জানি, চন্দ্রখুড়ার মেয়ের সঙ্গে বীরেন দাদার বিবাহ হইবে।"

আর এক ব্যক্তি বলিল,—"কেবল পাসের জন্যই বিবাহ বন্ধ আছে, এখন সব পাস শেষ করিয়া পরশু বীরেন বাবু বাড়ী আসিয়াছেন।"

আর এক ব্যক্তি বলিল,—"সরোজিনী বড় হইয়াছে; আর রাখাও চলে না। এমন মিলও আর কেহ কখন দেখে নাই। মেয়ে তো নয়, যেন পটের ছবি। আর দাদা আমাদের বিদ্যাবুদ্ধিতে, ধনেমানে এ অঞ্চলের সেরা।"

আর এক ব্যক্তি বলিল,—"কৈবর্ত্ত হইলেও বেণী বাবু, আমি তোমার দাদা। বলিয়া রাখিতেছি ভায়া, তোমার এই এক ছেলে; আমাদের মনে যত সাধ আহ্লাদ আছে, সকলই তোমার এই সময় মিটাইতে হইবে।"

বেণীমাধবের মুখ আরও লাল হইল। তিনি ঘাড় নাড়িয়া হাত নাড়িয়া সকলের উত্তর সমাধা করিলেন। চন্দ্রকান্ত উপরে উঠিয়া আসিলেন এবং বেণীমাধবের আসনে দণ্ডায়মান হইয়াই বলিলেন, "এ কি! দাদা, তোমার কোন অসুখ করিয়াছে না কি? মুখখানা কেমন ভার ভার বোধ হইতেছে?"

তখন বেণীমাধব বলিলেন,—"না ভায়া, অসুখ কিছু নয়, বইস তুমি।"

লোকেরা প্রণামাদি করিয়া প্রস্থান করিল। তখন চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"তবে বিহাই দাদা, এখন শুভ কাজটা কবে শেষ করিবে, বল দেখি? বাবাজী তো পরশু আসিয়াছেন?"

বেণীমাধব নীরব; তাঁহার পায়ের নখ হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যেন একটা তড়িত-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"বুঝিতেছি দাদা, তুমি অনেক ভাবনায় পড়িয়াছ; তোমার অনেক খরচ করিতে হইবে, অনেক আয়োজন করিতে হইবে; সুতরাং ভাবিবার কথা বটে। আমার কোনই উদ্যোগ নাই। মেয়ে বাগ্‌দত্তা। তোমার পুত্রবধূ হইয়াই রহিয়াছে। গ্রামেও তাহার সেই পরিচয়, আমাকে যে দিন বলিবে, আমি সেই দিনই তোমার পুত্রবধূকে হাত ধরিয়া তোমার বাড়ীতে আনিয়া দিতে পারি, তাহার পর যেরূপ করিতে ইচ্ছা হয়, তুমি করিবে।"

বেণীমাধব কথা কহিতে গিয়া কহিতে পারিলেন না, দুই চারিবার ঢোক গিলিয়া, একটু মাথা চুলকাইয়া, একটু সরিয়া বসিয়া বলিলেন,—"খরচপত্র কিছু করিতে হইবে। সে জন্য ভাবিতেছি না। আয়োজনও সহজেই হইয়া যাইবে। তবে—"

তাহার পর বেণীমাধব আর কিছু বলিলেন না। চন্দ্রকান্ত সাগ্রহে কিয়ৎকাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আর কোন কথা বলিলেন না দেখিয়া চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে—তবে কি? আর ইতস্ততঃ কেন? পাত্র বিবাহের জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছেন; আমি মা'র মুখে শুনিয়াছি, যাহাতে বৈশাখের প্রথমেই শুভকর্ম্ম শেষ হয়, সে জন্য বীরেন্দ্র আমাকে তোমার নিকট

প্রস্তাব করিতে বলিয়াছেন। আর মেয়ের কথা কি বলিব, ঘরে ঘরে এরূপ পাকা সম্বন্ধ স্থির হইয়া না থাকিলে, কে কবে কোথায় ষোল বছরের মেয়ে আইবুড় রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকে? এত দিন গিয়াছে, আরও দশ দিন যাইলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু এরূপভাবে আর অধিক দিন রাখা কোনমতেই উচিত নয়।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"এ কথা ঠিক। যেমন করিয়াই হউক ভায়া, বৈশাখ মাসে সরোজিনীর বিবাহ দিতেই হইবে। তবে কথা কি জান—"

আবার বেণীমাধব নীরব। সোদ্বেগে চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে! কথা আর কি? পাঁজি দেখিয়া দিন ধার্য্য করাই তো আবশ্যক। বার বার 'তবে' 'তবে' করিতেছ কেন দাদা?"

বেণীমাধব বলিলেন,—"কথাটা তোমাকে এই সময়ে বলাই আবশ্যক। তুমি আমার পরমাত্মীয়, প্রাণের বন্ধু, বোধ হয়, একটা গুরুতর কারণে সরোজিনীর সহিত বীরেনের বিবাহ ঘটিবে না।"

চন্দ্রকান্তের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল, হয় তো বিহাই সম্পর্ক ধরিয়া বেণীমাধব পরিহাস করিতেছেন, বলিলেন,—"তামাসা রাখ, এ কথায় তামাসা চলে না। বিবাহ তো হইয়াই আছে, তবে আবার 'বিবাহ হইবে না' কি বলিতেছ?"

তখন বেণীমাধব বলিলেন,—"আর একটু ভাঙ্গিয়া বলি ভায়া, তামাসা নহে। তারাপুরের রাজা হরিশ্চন্দ্র বীরেনের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার এক মেয়ে—অতুলৈশ্বর্য্য; সে সকলই বীরেনের হইবে। তুমি পরম হিতৈষী। ভাবিয়া দেখ ভাই, এ অবস্থায় আমি কি করি?"

সরল চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"ভাবিবার কোন কথা নাই তো দাদা! কমলার কৃপায় তোমার কোন অভাব নাই, বীরেন্দ্র তোমার একমাত্র পুত্র। তাহার উপর বিদ্যাতেও বীরেন বাবাজী আমাদের দেশের গৌরব হইয়াছেন। সুতরাং রাজার ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও লোভ করিবার কোন আবশ্যক দেখিতেছি না। তা ছাড়া অন্যত্র বিবাহ হইতেই পারে না। তোমাতে আমাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়াছি বলিলেই হয়। পাত্র-পাত্রী পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিয়া বিবাহে বদ্ধ হইয়াছে। অন্যান্য লোকও ইহাই জানিয়াছে, ইহার পরে কুবেরের ঐশ্বর্য্য পাইলেও লোভের কোন কারণ নাই তো দাদা?"

বেণীমাধব বলিলেন,—"কথা ঠিক! তবে কি জান, সরোজিনীর বিবাহের ব্যবস্থা না করিয়া আমি বীরেনের বিবাহের প্রস্তাব করিতেছি না। অগ্রে সরোজিনীর বিবাহ দিব। বীরেনের অপেক্ষাও ভাল পাত্রে তোমার মেয়ে পড়িবে; সে সকল ব্যবস্থা আমার ঠিক করা আছে। সত্য বটে, ছেলে মেয়ে এই বিবাহের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু ভায়া, ইহা তুমি ঠিক জানিবে, অন্য কোথায় বিবাহ দিলেই তাহাই তাহাদিগের তখন ভাল লাগিবে এবং তাহাতেই মন বসিয়া যাইবে। আর তুমি বলিতেছ, আমার অন্নবস্ত্রের কষ্ট নাই, তারাপুরের সম্পত্তির তুলনায় আমাদিগের বিষয়-আশয় অতি সামান্য। আমার সমস্ত বিষয় বিক্রয় করিলেও তাঁহাদের ভদ্রাসনবাটীর দাম হয় না। চিরদিনের জন্য বংশটাকে ধনবান্ করিয়া যাইতে সকলেরই আকিঞ্চন হয়, সুতরাং এমন সুযোগ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। তুমিও বুঝিয়া দেখিলে ভাই, এইরূপই বুঝিবে।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"আমি কিছুই ভাল বুঝিতেছি না। এত কাল পরে এখন হঠাৎ যে তোমার এইরূপ মতি হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আমি দরিদ্র, চিরদিনই তুমি আমার হিতৈষী বন্ধু; তুমি আমাকে এই অবস্থায় এরূপ বিপদে ফেলিবে, ইহা আমি ভ্রমেও মনে করি নাই। তুমি বলিতেছ, অগ্রে মেয়ের বিবাহ দিবে, কিন্তু আমার কন্যা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত বিবাহ করিতে সম্মত হইবে বলিয়া আমার বোধ হয় না। বীরেন্দ্রও বোধ হয় যথেষ্ট অমত প্রকাশ করিবেন। পরিণাম কখনই সুখের হইবে না। আমি দেখিতেছি, এই তুচ্ছ লোভে পড়িয়া তুমি হয় তো বিশেষ সর্ব্বনাশই ঘটাইলে দাদা! আমার বলিবার কোন কথা নাই। তুমি দেশপ্রসিদ্ধ বুদ্ধিমান্ লোক। আমি সংসার অন্ধকার দেখিতেছি। তুমি যাহা ভাল বুঝিবে, তাহাই হইবে, আমি এখন আসি তবে।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"বেলা হইয়া পড়িল, আইস, এ জন্য তুমি কোন চিন্তা করিও না। যাহাতে সকল দিক্ বজায় থাকে, আমি তাহারই ব্যবস্থা করিব।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্থির-চরণে চন্দ্রকান্ত সে স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। মত্ত ব্যক্তির

ন্যায় অস্থির-গতিতে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ভাবিতে লাগিলেন,—আপনার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর বদন স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, —"তুমি বাঁচিয়াছ। এ কঠোর সংসার ত্যাগ করিয়া তুমি রক্ষা পাইয়াছ। তোমার কন্যাকে তুমি কেন সঙ্গে লও নাই? তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া আমি যখন ইচ্ছা তোমাদিগের অনুসরণ করিতে পারিতাম।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রকান্ত বাটী ফিরিয়া আসিলেন; তাঁহার মাসীমা আসিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন,—"কবে বিবাহের দিন স্থির হইল?"

চন্দ্রকান্ত কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহাকে ব্যাকুল ও কাতর দেখিয়া বৃদ্ধা পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, —"কি হইয়াছে? তোমার কি আজি শরীর ভাল নাই বাবা?"

তখন চন্দ্রকান্ত কাঁদিয়া ফেলিলেন; বস্ত্রে বদনাবৃত করিয়া বালকের ন্যায় চন্দ্রকান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। জীবনে তিনি কোন কারণেই কখন স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেন নাই; কিন্তু সে দিন আর তাঁহার পড়াইতে যাওয়া হইল না।

কথা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, ক্রমে ক্রমে গ্রাম ছাড়িয়া নিকটবর্ত্তী অন্যান্য পল্লীগ্রামেও প্রচারিত হইল যে, চন্দ্রকান্তের কন্যার সহিত বেণীবাবুর পুত্রের বিবাহ হইবে না। তারাপুরের রাজকন্যার সহিত বীরেনবাবুর বিবাহসম্বন্ধ ধার্য্য হইয়াছে। হীরার টুক্‌রা ছেলে, রাজার ঐশ্বর্য্য পাইতেছে, গরীবের মেয়ে বিবাহ করিবে কেন?

অনেকে এ সম্বন্ধে বেণীমাধবকে নিন্দা করিতে লাগিল। অনেকেই বলিতে থাকিল যে, ধনের লোভে এত দিনের পরে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত কাজ হইল না। বেণী বাবুকেও অনেক লোকে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে লাগিল। তিনি মিষ্ট কথায় সকলকেই তুষ্ট করিয়া দিলেন। ইহাও বুঝাইয়া দিলেন যে, অগ্রে সরোজিনীর উত্তম পাত্রের সহিত বিবাহ না দিয়া তিনি নিজের ছেলের বিবাহ দিবেন না।

তারাপুরের জমীদারকে সন্নিহিত গ্রামের লোকেরা রাজা বলিয়াই ডাকে; তাঁহার একমাত্র কন্যা-সন্তান, অথচ প্রভূত ঐশ্বর্য্য। বীরেন্দ্রের ন্যায় সৎপাত্রের হস্তে দুহিতাকে সম্প্রদান করা রাজা ও রাণীর একান্ত বাসনা। পাত্রকে বিবাহের পর শ্বশুরালয়েই নিয়ত বাস করিতে হউক বা না হউক, সতত যাতায়াত করিতে হইবে। কারণ, রাজকন্যা শ্বশুরালয়ে আসিয়া ঘর করিবেন না। রাজার স্থাবর অস্থাবর যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, সে সমস্তই জামাতা পাইবেন। কথাবার্ত্তা সকলই স্থির হইয়া আছে। রাজা ও রাণী উভয়েই এই প্রিয়দর্শন গুণবান্ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন।

বেণী বাবু পাত্রী দেখিয়াছেন; গৌরবর্ণ, কিন্তু যেন কেমন শাদা শাদা। মাথার চুলগুলি প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, কিন্তু একটু তামাটে। চক্ষু ছোট ছোট এবং তারা দুইটি পিঙ্গলবর্ণ, রাজকন্যা বেজায় মোটা; তাঁহার বয়স এক্ষণে তের বৎসর মাত্র; কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে বিংশবর্ষীয়া বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার নাম সুশীলা, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি বড়ই দুঃশীলা। লোকে বলে, তাঁহার হৃদয়ে দয়া-মায়া নাই, তিনি অতিশয় রাগী, সতত অসন্তুষ্ট এবং বড়ই আদুরে। বেণী বাবু রাজনন্দিনীকে সুন্দরী-শিরোমণি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতির অনেক কথা বেণী বাবুর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু বড়মানুষের আদরিণী কন্যা এইরূপ হইয়াই থাকে বুঝিয়া, তিনি মনকে স্থির করিয়াছেন।

চৈত্রমাস প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আগামী কল্য বীরেন্দ্রের শুভ আশীর্ব্বাদ হইবে। আজি হইতে বাটীতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। অনেক লোকজন সঙ্গে লইয়া রাজা স্বয়ং আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন। আশীর্ব্বাদ উপলক্ষে তিনি অনেক খরচপত্র করিবেন। বেণীমাধবের আনন্দের সীমা নাই। তারাপুরের রাজারা কখন কোন গৃহস্থের বাটীতে পদার্পণ করেন না। শুভক্ষণে বেণীমাধব সর্ব্বগুণে গুণান্বিত পুত্র লাভ করিয়াছেন, সেই জন্যই যাহা কখন কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই, তাহাই তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিতেছে। রাজা স্বজনগণসহ আসিতেছেন, আর তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিতেছে। সুতরাং বেণীমাধবের উল্লাসের সীমা নাই।

পুত্র বীরেন্দ্রনাথকে এই বিবাহ সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই এ পর্য্যন্ত বেণীমাধব জানান নাই। তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। সুশীল পিতৃভক্ত পুত্র পিতার আজ্ঞায় অকাতরে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, ইহা বেণীমাধব বেশ জানিতেন; সুতরাং পুত্রের

হিতার্থে যেখানে যে সম্বন্ধই কেন স্থির করুন, তদ্বিষয়ে পুত্রের মতগ্রহণ করা অনাবশ্যক। এইরূপ বুঝিয়া বেণীমাধব একবারও কোনরূপে পুত্রের নিকট এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই।

বাটীতে অনেক লোক মিলিয়া নানারূপ আয়োজন করিতেছে, বৈঠকখানা-ঘর সাজাইবার অনেক ব্যবস্থা হইতেছে, বাটী পরিষ্কার করিতে অনেক লোক লাগিয়াছে, বিবিধ প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিবার আয়োজন চলিতেছে, গ্রামান্তর হইতে ভাল ভাল জিনিস আনিবার জন্য লোক ছুটিতেছে, চারিদিকেই একটা ঘোর ব্যস্ততা লাগিয়াছে, অথচ এ সম্বন্ধে বীরেন্দ্রনাথকে প্রকৃত কথা পিতা মাতা কেহই জানান নাই। বীরেন্দ্র কেবল অস্ফুটভাবে শুনিয়াছেন যে, তারাপুরের রাজা তাঁহাদিগের বাটীতে আসিবেন। কেন রাজা আসিবেন, ইহার বিন্দুবিসর্গও বীরেন্দ্রনাথের কর্ণগোচর হয় নাই।

সেই দিন বৈকালে বৈঠকখানা-ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দায় চেয়ারের উপর বেণীমাধব উপবিষ্ট। চারিদিকে লোকজন ছুটাছুটি করিতে করিতে তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিতেছে, সে দিন তাঁহাকে ম্লান ও অন্যমনস্ক দেখা গিয়াছিল, আজ আর তাঁহার সে ভাব নাই। আজি তিনি উৎসাহ সহকারে লোকজনকে কার্য্যের আদেশ করিতেছেন এবং তাহাদিগের কৃত কর্ম্মের নিকাশ লইয়া কর্ম্মান্তরের ব্যবস্থা করিতেছেন। এইরূপ সময়ে বীরেন্দ্রনাথ অবনতমস্তকে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—"রাজা আসিতেছেন, এই উপলক্ষে গ্রামের কয়েক জন লোককে এখানে আহার করিতে বলিলে হইত না?"

বেণীমাধব বলিলেন,—"না বাবা! কালি আর সে গণ্ডগোলে কাজ নাই। দিনকাল বড়ই খারাপ, মনুষ্যকে বিশ্বাস করিতে নাই। বিশেষ গ্রামের লোক ভাল করিতে না পারিলেও মন্দ করিতে তৎপর। যে শুভকার্য্যের জন্য রাজা আসিতেছেন, তাহা স্থির না হইয়া গেলে গ্রামের লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ বা কথাবার্ত্তার সুযোগ করিয়া দিতে আমার সাহস হয় না।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি দয়া করিয়াই আমাদের বাটীতে পদধূলি দিতে আসিতেছেন; এক্ষণে আপনার কথা শুনিয়া বুঝিতেছি, তাঁহার আগমনের অন্য উদ্দেশ্য আছে।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"হাঁ বাবা! কথাটা তোমাকে এ পর্য্যন্ত বলা হয় নাই; বলিবার কোন দরকার না থাকিলেও বলায় ক্ষতি নাই। নারায়ণের কৃপায় তুমি সুসন্তান হইয়াছ। তোমারই জন্য রাজার শুভাগমন হইতেছে।"

বীরেন্দ্র বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, তাঁহার এমন কি গুণ বা মহত্ত্ব আছে যে, নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে এক জন সম্ভ্রান্ত পুরুষ তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন, ইহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—"আমারই জন্য রাজা আসিতেছেন। সৌভাগ্যের কথা বটে! আমাকে তাঁহার কি প্রয়োজন? তিনি আদেশ করিলে আমি তো অনায়াসেই তাঁহার বাটীতে যাইতে পারিতাম।"

বেণীমাধব বলিলেন—"পারিতে সত্য, কিন্তু এ ব্যাপারে তোমার যাওয়া রীতি নহে, তাঁহারই আসিতে হইবে।"

বীরেন্দ্রনাথের মনে কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল; কেমন একটা বিভীষিকার ছায়া তাঁহাকে যেন অভিভূত করিল। তিনি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বেণীমাধব আবার বলিতে লাগিলেন,—"তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন বাবা! তাঁহার কন্যা সুশীলাসুন্দরীর সহিত তোমার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছে।"

সহসা বীরেন্দ্রনাথের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। চরণের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান থাকা অসম্ভব হইল। তিনি সন্নিহিত রেলের উপর বাহু স্থাপন করিলেন এবং পার্শ্বের থামের গায়ে মাথা হেলাইয়া অতি কষ্টে দণ্ডায়মান রহিলেন।

পিতা মনে করিলেন, বিবাহের প্রসঙ্গ; বিশেষতঃ রাজকন্যার সহিত বিবাহের কথা শুনিয়া পুত্র আনন্দ ও লজ্জায় মুখ ফিরাইলেন; পিতার মনে বড়ই হর্ষোদয় হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"তুমি সৎপুত্র। আমার একান্ত আজ্ঞাধীন! এই জন্যই তোমাকে কোন দিন কোন কথা বলি নাই। বিশেষ বিবাহের সময়ে পুত্রের সহিত পরামর্শ করা পিতার পক্ষে বড়ই অপমানজনক।"

পুত্র তখনও সমান নীরব। তখনও পূর্ব্ববৎ স্পন্দহীন ও স্থির। পিতা বলিতে লাগিলেন—"যে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি, তাহার আর তুলনা হইতে পারে না, রাজরাজেশ্বরী কন্যা, রূপে-গুণে

অতুলনীয়া; আমার আনন্দের সীমা নাই, ঈশ্বর তোমাকে চিরজীবী করুন। একটা রাজার সম্পত্তির তুমি অধিকারী হইবে। আমার পৌত্র রাজা নাম পাইবে। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহেই এইরূপ শুভ সংঘটন ঘটিয়াছে। এ অবস্থায় অনেক হিংস্র লোক অনেক শত্রুতা করিতে পারে। এই জন্যই গ্রামের কোন লোককে আহ্বান করিতে ইচ্ছা করি না।"

বীরেন্দ্রনাথ তখনও অচল প্রতিমূর্তির ন্যায় দেহের ভার স্তম্ভে ন্যস্ত করিয়া দণ্ডায়মান। পিতার কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল কি না সন্দেহ; তখন পুত্রকে নীরব ও নিস্পন্দ দেখিয়া, পিতা নিকটস্থ হইলেন এবং পুত্রের পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"কথা কহিতেছ না কেন বাবা?"

পিতার করস্পর্শে পুত্রের সংজ্ঞা হইল; বীরেন্দ্রনাথ বিদ্যুদ্বেগে দুই চারি পা পিছাইয়া গেলেন; পিতা দেখিলেন, পুত্রের বদন পাণ্ডুবর্ণ, নয়নদ্বয় আভাশূন্য এবং দেহ যেন শক্তিহীন ও অবসন্ন। বলিলেন,—"এ কি বাবা! সহসা তোমার কোন অসুখ হইল কি? আমার কৃত এই বিবাহসম্বন্ধে তুমি অসন্তুষ্ট হইতেছ কি? ভাবিয়া দেখ, এরূপ সৌভাগ্যোদয় দেবতার দয়া ভিন্ন আর কিছুতেই হইতে পারে না। তোমার কল্যাণের জন্যই আমি অনেক দিন চেষ্টা করিয়া, অনেকরূপ আয়োজন করিয়া এই সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি। এ বিষয়ে তোমার কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিলে বলিতে পার।"

অস্ফুট ও কম্পিতস্বরে বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আপনি পিতা, আপনি আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, আপনি জলে ডুবিতে বলিলে, আগুনে পুড়িতে বলিলে, আমি হাসিতে হাসিতে তাহাই করিব। যদি কোন বিষয়ে কখন আপনার আজ্ঞা-পালনে ইতস্ততঃ করি, তাহা হইলে যেন আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হয়, আপনার ব্যবস্থার উপর কথা কহিতে আমার কোন অধিকার নাই। খুড়া মহাশয়কে এ সংবাদ জানান হইয়াছে কি?"

বেণীমাধব বলিলেন—"চন্দ্রকান্ত ভায়াকে বলা হইয়াছে। সরোজিনীরও অন্য বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি।"

বীরেন্দ্রনাথ আবার বলিলেন,—"আপনার কথার উপর কোন কথা কহিতে আমার অধিকার নাই। তথাপি আপনার পুত্রের আর চন্দ্রকান্ত খুড়ার কন্যার ধর্ম্মতঃ বিবাহ হয় নাই কি?"

বেণীমাধব বলিলেন,—"তাহা কেন হইবে? বিবাহ-যোগ্য পুত্রকন্যা থাকিলেই অনেক সম্বন্ধ হয়, অনেক পাকাপাকি হয়; কথা হইলেই যে বিবাহ হইয়া গেল, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। তোমরা অনেক লেখাপড়া শিখিয়া সকল কাজেই ধর্ম্ম আনিয়া ফেল, ধর্ম্মের তত্ত্ব আমরা অনেক জানি। এখন শেষ-বয়সে ছেলের কাছে ধর্ম্মতত্ত্ব শিখিতে ইচ্ছা নাই। আমি ইহাতে কোন অধর্ম্মের কাজ দেখিতেছি না। তুমি কি বুঝিতেছ যে, আমি অন্যায় কার্য্য করিতে বসিয়াছি? অধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আজ্ঞা না। যাহা আপনার ইচ্ছা, তাহার পালনই আমার ধর্ম্ম। আপনি যাহা বুঝিবেন, তাহাই স্থির। আমার ভুল হইয়াছে, ক্ষমা করিবেন।"

বেণীমাধব সস্নেহে পুত্রের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, উভয় হস্ত দ্বারা বক্ষঃস্থল পেষণ করিয়া অধোমুখে জীর্ণ রোগীর ন্যায় দুর্ব্বল-পাদক্ষেপে বীরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যত দূর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তত দূর পর্য্যন্ত বেণীমাধব নির্নিমেষনয়নে পুত্রকে দেখিতে লাগিলেন। পুত্র নয়নান্তরালে চলিয়া গেলে তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"বালক চন্দ্রকান্তের কন্যাকে জগতে নারীজাতির প্রধান বলিয়া বুঝিয়াছে। ছেলেমানুষের ছেলেমানুষি; রাজকন্যার সহিত বিবাহ হইলে এ ছেলেমানুষি ভাঙ্গিয়া যাইবে। তখন আপনার শুভাদৃষ্টের প্রশংসা করিবে, সরোজিনীর কথা আর মনেও করিবে না।"

—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পিতার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া প্রায় সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় বীরেন্দ্রনাথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন। কি করিতে হইবে, এ অবস্থায় কোন্ পথের অনুসরণ করা উচিত, তাহা বিবেচনা করিতে তাঁহার এখন শক্তি নাই। তবে মনের এরূপ অস্থির অবস্থাতেও ইহা তাঁহার দৃঢ় নিশ্চয় আছে, যে কার্য্য সম্পাদন করিলে পিতা-মাতার সন্তোষ জন্মিবে, তাহা দুষ্কর অসাধ্য এবং অধর্ম্মজনক হইলেও তিনি তৎসাধনে পশ্চাৎপদ হইবেন না। অনেকক্ষণ উদাসভাবে

শূন্যমনে অবস্থানের পর তিনি সেই শয্যার উপর অধোমুখে শয়ন করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে বীরেন্দ্রনাথের চিন্তাশক্তির কথঞ্চিৎ স্ফুরণ হইল। তিনি তখন ভাবিতে লাগিলেন, আত্মহত্যা করি না কেন? এরূপ অসাধ্যসাধন করিয়া যাবজ্জীবন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করার অপেক্ষা এক দিনে এ জীবন নাশ করিয়া দিলেই সকল ক্লেশের শান্তি হইবে। যে মহাপাপ আমি করিয়াছি, বাধ্য হইয়া যে অধর্ম্মানুষ্ঠান আমাকে করিতে হইবে, তাহার তুলনায় আত্মহত্যা গুরুতর পাপ নহে। কিন্তু তাহাও হইবে না, সে সুখও অভাগার ভাগ্যে নাই; স্নেহময় পিতা, করুণাময়ী মাতা আমারই মঙ্গলের জন্য সদা ব্যস্ত; আমাকে চিরসুখী করিবার অন্ধ বিশ্বাসে আমার চিরদুঃখের আয়োজন করিতেছেন; আমি আত্মহত্যা করিলে আমার ধর্ম্মস্বরূপ, স্বর্গস্বরূপ পিতৃদেবের হৃদয়ে, আর আমার 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মাতৃদেবীর অন্তরে তীব্র অসহনীয় যন্ত্রণা উৎপাদন করা হইবে। পুত্র হইয়া তাঁহাদিগের কোন কাজে লাগিলাম না, তাঁহাদিগের সেবা করিয়া জীবন চরিতার্থ করিলাম না, তাঁহাদিগের আজ্ঞা পালন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম না; অথচ তাঁহাদিগের জীবন-ব্যাপী অসহ্য যাতনারই কারণ হইব। আত্মহত্যা করা হইল না। তবে আর উপায় নাই।

আবার বীরেন্দ্রনাথ সমভাবে শয্যায় পড়িয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। আবার তাঁহার মনে হইল, 'সরোজ! আমি মনে মনে তোমার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছি; বাক্যে ও ব্যবহারে শত সহস্রবার তাহার প্রমাণ দিয়াছি। তুমি ভূতলে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টির পরিচয়স্থল; তোমাকে লাভ করিতে পাওয়া বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যফল ব্যতীত সম্ভবে না। আমি হয় তো পূর্ব্বজন্মে অশেষ পাপসঞ্চয় করিয়াছি; এরূপ পাপীর ভাগ্যে তোমার ন্যায় দেবীর সহিত সম্মিলন কখনই ঘটিতে পারে না।' হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বীরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, "ভগবন্! কি হইবে? এই ভয়ানক সংবাদ বোধ হয় সরোজের কর্ণগোচর হইয়াছে। সেই কোমলকায়া সরলহৃদয়া এ যন্ত্রণার দহন কিরূপে সহ্য করিবেন? পিতা বলিয়াছেন, অগ্রে সরোজের বিবাহ হইবে। কি ভয়ানক! সরোজ ধর্ম্মতঃ আমারই পত্নী। সরোজ সর্ব্বতোভাবে আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন। সেই সরোজ কখন কোন কারণে আর কোন ব্যক্তিকে স্বামিরূপে গ্রহণ করিবেন কি?—অসম্ভব! আমার যাহা হয় হউক, দয়াময় পরমেশ্বর! সেই দেবীর হৃদয়ে শান্তির উপায় করিয়া দাও।"

চিন্তা করিতে করিতে বীরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের হতাশভাব একটু অপগত হইল, একটু আশার সঞ্চার হইল। তাঁহার মনে হইল, তাঁহার বাপ-মা নির্ব্বোধ নহেন; সরোজের সহিত তাঁহার প্রাণের যে বিবাহ হইয়াছে, তাহা বোধ হয়, মাতা পিতা বুঝেন নাই। এরূপ কাণ্ড বুঝিতে পারিলে তাঁহারা কখনই অবিচার করিবেন না। বুঝাইয়া বলিতে হইবে। ভাল করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে যে, এখন অন্য ব্যবস্থা করিলে পাপ হইবে এবং দুইটি জীবনকে চূর্ণ করা হইবে। এরূপ বুঝিলে দেবতুল্য জনক-জননী অবশ্যই সুব্যবস্থা করিবেন।

কিন্তু বুঝায় কে? পিতার সাক্ষাতে কোনরূপ কথা কহিতে বীরেন্দ্রনাথের সাহস হয় না। দয়াময়ী মাতাকে বীরেন্দ্র সকল কথা জানাইতে পারেন। অবশ্যই সন্তানের হৃদয়-ভাব বুঝিয়া করুণাময়ী দেবীর হৃদয় গলিয়া যাইবে। নিশ্চয়ই তিনি স্বামীর মত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিবেন! তাহা হইলেই সকল বিপদ্ কাটিয়া যাইবে। জীবনের ঝঞ্ঝাবাত অপগত হইয়া চারিদিক্ শান্তিপূর্ণ হইবে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বীরেন্দ্রের ভরসা বাড়িয়া উঠিল; আশার মধুরবাণী তাঁহার কর্ণে মোহময় স্বরে ভবিষ্যৎ-সুখের অমৃত-ধারা ঢালিয়া দিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে তারাদল-সংবেষ্টিত শশধরের আবির্ভাব হইল; মধুময়ী কল্পনা তাঁহার সম্মুখে কল্পিত আনন্দের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল, ধীরে ধীরে চিন্তাক্লিষ্ট বীরেন্দ্রনাথ তন্দ্রাগ্রস্ত হইলেন।

তন্দ্রাকালে বীরেন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সুধাংশু-কিরণসমাচ্ছন্নকায়া সরোজিনী বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অনায়াসে পরিভ্রমণ করিতেছেন, উড্ডীয়মানা বিহঙ্গিনীর ন্যায় কখন বা ঊর্দ্ধে, কখন বা নিম্নে, কখন বা পশ্চাতে, কখন বা সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। আনন্দ তাঁহার দেহকে যেন নিতান্ত লঘু করিয়াছে। যে নশ্বর পার্থিব উপাদানে দেহ গঠিত হয়, তাঁহার শরীর হইতে তাহার সকলই ক্ষয় হইয়াছে। সরোজিনীর দেহের প্রত্যেক স্থান যেন স্বর্গীয় অবিনশ্বর পদার্থে পরিপূরিত হইয়াছে। আর বীরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, সেই দেবী যখন যে দিকেই পরিভ্রমণ করুন না কেন, করুণাপূর্ণ-নয়নে প্রান্তরমধ্যস্থ বীরেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ভুলিতেছেন না। প্রেমপূর্ণ, দয়াপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ, মধুরতা-পূর্ণ দৃষ্টি সমান রহিয়াছে।

সহসা সরোজিনী অনেক উর্দ্ধে চলিয়া গেলেন, কাতর বীরেন্দ্রনাথ অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন,—"এত দূরে কেন যাইতেছ? তোমার খেলা সাঙ্গ কর, আমার নিকটে আইস, তুমি যতই দূরে যাও, ততই আশঙ্কায় আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়, ততই মনে হয়, আমার জীবনের সমাপ্তিকাল পূর্ণ হইয়া আসিল, ততই বোধ হয়, শেষ নিশ্বাস বুঝি বা আমার দেহকে ত্যাগ করিল।"

সরোজিনী হাসিতে হাসিতে আবার অনেক দূর অবতরণ করিলেন, কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের অতি নিকটে আসিলেন না। বলিলেন,—"বীরেন্দ্র! এ পাপের রাজ্যে আর থাকিয়া কাজ নাই।"

কি মধুর—কি অশ্রুতপূর্ব্ব, প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর! বীরেন্দ্র মোহিত হইলেন। বলিলেন,—"কোথায় যাইব?"

উর্দ্ধাভিমুখে দক্ষিণ করের তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া সরোজিনী বলিলেন,—"অমরাবতীতে?"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"কৈ, পারি না যে! তুমি দেবী, তুমি কেমন দুলিতে দুলিতে ভাসিতে ভাসিতে শূন্যে বিচরণ করিতেছ; কিন্তু আমি কৈ একটুও উঠিতে পারিতেছি না তো? দেবি! উপায় বলিয়া দেও, আমাকে সঙ্গে লও।"

তখন সরোজিনী আরও অবতরণ করিলেন। কিন্তু ভূমিতে তাঁহার পদস্পৃষ্ট হইল না। বীরেন্দ্রনাথের নিকটস্থ হইয়া তিনি দক্ষিণকর প্রসারণ করিয়া বলিলেন,—"ধর বীরেন্দ্র!—প্রাণেশ্বর! হৃদয়-দেবতা! আমার হস্ত ধারণ কর। আমরা দুই জনে এক হইয়া যাইব, আর আমাদিগের স্বতন্ত্রতা থাকিবে না।"

পূর্ণানন্দে বীরেন্দ্রনাথ অগ্রসর হইয়া সরোজিনীর জ্যোতির্ম্ময় হস্ত ধারণ করিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারণ করিতেছেন, এমন সময়ে তদুভয়ের মধ্যে বিকটকায়া রাক্ষসীর আবির্ভাব হইল। রাক্ষসীর দেহে বীরেন্দ্রনাথের দৃষ্টির অবরোধ ঘটাইল, সরোজিনীর পবিত্র-প্রভাপ্রদীপ্ত কলেবর আর বীরেন্দ্রনাথ দেখিতে পাইলেন না। রাক্ষসীর কলেবর অতি ভীষণ, তাহার দংষ্ট্রাসমূহ অতি ভয়ানক, তাহার মূর্ত্তির প্রত্যেক অংশই বিভীষিকাময়। সেই রাক্ষসী কথা কহিল। তাহার কণ্ঠস্বর বীরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিল। রাক্ষসী বলিল,—"আমি দুর্নীতি, আমার সাক্ষাতে তোমাদিগের এই সাহস! তোমাদিগের মিলন দূরে থাকুক, সাক্ষাৎও ঘটিতে দিব না।"

তাহার পর রাক্ষসী তাহার বিকট [illegible] বীরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে অর্পণ করিল। বীরেন্দ্রনাথ কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি সেই উপাধানে মুখ লুকাইয়া শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে বীরেন্দ্র অনুভব করিলেন যে, তাঁহার মস্তকে চির-পরিচিত, চির-স্নেহময় মাতৃকর সংলগ্ন হইয়াছে। ব্যস্ততা সহ বীরেন্দ্র উঠিয়া বসিলেন।

সত্যই তাঁহার জননী শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিদ্রিত সন্তানের মস্তকে হাত বুলাইতেছিলেন। অতি কাতরস্বরে জননী জিজ্ঞাসিলেন,—"বীরেন, কাঁদিতেছ কেন বাবা?"

তখন বীরেন্দ্র উঠিয়া জননীর চরণতলে পতিত হইলেন এবং রোদন-বিজড়িত স্বরে বলিলেন,—"আজি হইতে যত দিন মৃত্যু না হয়, তত দিনই তো কাঁদিতে হইবে মা!"

তখন স্নেহময়ী জননী সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন এবং নিজে কাঁদিতে কাঁদিতে অঞ্চল-বস্ত্রে সন্তানের মুখ মুছাইয়া দিলেন, তাহার পর বীরেন্দ্রের মস্তক আপনার ঊরু-দেশে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"যদি অসাধ্যসাধন করিয়াও তোমার চক্ষুর জল নিবারণ করিতে পারি, নিশ্চয়ই জানিবে, তাহা আমি করিব। তোমার কিসের দুঃখ বাবা! কেন তুমি কাঁদিতেছ?"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"আমি দেবদেবীর সন্তান। আমার কোন দুঃখই ছিল না, কিন্তু আজি হইতে আমার দুঃখের দিন আরম্ভ হইয়াছে। তোমরা বিবাহ দিয়া আমাকে দুঃখের সাগরে ভাসাইতেছ।"

জননী বলিলেন,—"এমন কথা বলিও না। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতীর মত রাজ-কন্যার সহিত তোমার বিবাহ হইতেছে। আমাদিগের আনন্দের সীমা নাই। তুমি কেন দুঃখিত হইতেছ বাবা?"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"এই বিবাহ-সম্বন্ধই আমার কাল হইয়াছে। তুমি মা, তোমার নিকট কোন কথা আমি কখন গোপন করি নাই এবং এখনও গোপন করিব না। তোমরা জান বা না জান, আমি জানি, ঈশ্বর জানেন, সরোজিনীর সহিত আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিনা কারণে যদি এখন তোমরা সে বিবাহ অস্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমাদের কথা শিরোধার্য্য করিয়া চলিব। কিন্তু মা, আমার মৃত্যু হইবে।"

মা বলিলেন,—"বলাই, যাইট!"

তাহার পর মা ও ছেলে অনেক কথা কহিলেন।

সন্তানের সকল কথা শুনিয়া জননী কাঁদিতে লাগিলেন। কর্ত্তা গৃহিণীকে বুঝাইয়াছিলেন, ছেলে সরোজিনী ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিতে রাজি হইবে না। কিন্তু সে যত লেখাপড়া শিখুক আর যাহাই হউক, নিতান্ত ছেলেমানুষ। তাহার হিতাহিত বাপ-মা যেমন বুঝিবেন, সে কখনই নিজে তেমন বুঝিতে পারিবে না। এ সম্বন্ধে তাহার কোন আপত্তি শুনিবার প্রয়োজন নাই। ছেলেরা আজিকালি বিবাহের সময় অনেক গণ্ডগোল তুলিয়া থাকে। তাহা শুনিতে নাই। গৃহিণীও কর্ত্তার এই সকল কথা ঠিক বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এখন বীরেন্দ্রনাথের সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার বোধ হইল, কর্ত্তা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। সরোজিনীর সহিত বীরেন্দ্রনাথের বিবাহ না হইলে বাস্তবিকই বীরেন্দ্র অসুখী হইবে। অতি অল্পসময়ে ছেলের চেহারা অতিশয় খারাপ হইয়াছে। ছেলে কাঁদিয়া আকুল হইতেছে, পরেও ছেলের দুঃখের সীমা থাকিবে না। এমন কাজ কখনই ঘটিতে দেওয়া হইবে না।

মা হাত ধরিয়া ছেলেকে বাহিরে আনিলেন এবং যাহা ছেলের ইচ্ছা, তাহাই ঘটিবে বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রকান্ত মর্ম্মাহত এবং চিন্তাকুলভাবে দিন কাটাইতেছেন। তাঁহার মাসী-মা বেণীমাধব বাবুর এই নিদারুণ অব্যবস্থার কথা শুনিয়া অবধি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। একে সাংসারিক দুরবস্থার একশেষ, তাহার উপর পঞ্চদশবর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা ঘরে। যে সম্বন্ধ স্থির ছিল, যে বিবাহ হইয়া গিয়াছিল বলিলেই হয়, সহসা তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। আর সরোজিনী? সেই দুঃখিনী নবীনা কি এই গুরুতর আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি কি প্রাণের দেবতা বীরেন্দ্রনাথ পরের হইতেছেন জানিয়া, জীবন্মৃত অবস্থায় কালপাত করিতেছেন? তিনি কি আপনাকে অভাগিনীর একশেষ জ্ঞান করিয়া বিধাতাকে শত ধিক্কার দিতেছেন?—না। সরোজিনী স্থির, অবিচলিত ও প্রশান্ত। কখন কখন বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলে, তাঁহাকে একটু অন্যমনস্ক বলিয়া বোধ হয়। তদ্ব্যতীত কোন মনস্তাপের লক্ষণ বা চাঞ্চল্য দেখা যায় না। সরোজিনী পূর্ব্ববৎ সাংসারিক সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন। কোন কর্ত্তব্যকর্ম্মেই অবহেলা বা ঔদাসীন্য নাই, তিনি নিরন্তর আন্তরিক যত্নে চিন্তাকুল পিতার পরিচর্য্যা করিতেছেন এবং তাঁহাকে বিনোদিত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নের কোনই ত্রুটী করিতেছেন না। আর সেই বৃদ্ধা ঠাকুরমার কতই সেবা করিতেছেন, হৃদয়ে এই ক্লেশের গুরুতর আঘাত পাওয়ার পর হইতে ঠাকুরমাকে আর একবারও পাক করিতে হয় না, সরোজিনী তাঁহার আহার্য্য প্রস্তুত করেন, তাঁহাকে স্নান করাইয়া দেন, তাঁহার হাতে হাতে জল ও প্রয়োজনীয় সকল পদার্থ যোগাইয়া দেন। এই বিষম সংবাদের পর সরোজিনীকে কেহ একটি দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলিতে দেখে নাই।

বৈকালে আহারাদির পর একটি মাদুর বিছাইয়া ঠাকুর-মা শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, আর সরোজিনী তাঁহার পার্শ্বে শুইয়া ধীরে ধীরে ঠাকুর-মার গায়ের উপর পাখা নাড়িতেছেন।

ঠাকুর-মা বলিলেন,—"কতক্ষণ বাতাস করিবি? আবার যে বিবাহের কথা উঠিতেছে? তাহাতে তোর কি মত?"

সরোজিনী এ কথার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার ক'বার বিয়ে হয়েছিল ঠাকুর-মা?"

ঠাকুর-মা উত্তর দিলেন,—"মেয়েমানুষের বিয়ে আবার ক'বার হয়? একবারই হয়—একবারই হয়েছিল।"

সরোজিনী বলিলেন,—"তবে আমার আবার বিবাহের কথা হইতেছে কেন?"

ঠাকুর-মা বলিলেন,—"এ বিবাহ যে ভাঙ্গিয়া গেল?"

সরোজিনী বলিলেন,—"বিবাহ কি কখন ভাঙ্গে ঠাকুর-মা? কাহার স্বামী হয় তো গ্রহণ করে না, মুখও দেখে না। কোন কোন অভাগিনীর স্বামী মরিয়া যায়, তবু তো বিবাহ ভাঙ্গে না। তবে আমার বিবাহ ভাঙ্গিবে কেন?"

ঠাকুর-মা বলিলেন,—"তোর বিবাহ হয় নাই; কেবল সম্বন্ধ হইয়াছিল, সম্বন্ধ কত হয়, কত ভাঙ্গে। যতক্ষণ পাকাপাকি না হয়, ততক্ষণ তো বিবাহ বলা যায় না?"

সরোজিনী বলিলেন,—"দশ বৎসর ধরিয়া যে বিবাহ-সম্বন্ধ পাকাপাকি হইয়াছে, দশ বৎসর আমি যাঁহাকে স্বামী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি এবং যিনি

আমাকে স্ত্রী বলিয়া জানিয়াছেন, যাঁহার সহিত অসংখ্য কথায়, কার্য্যে আমি বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় আচরণ করিয়াছি, যাঁহাকে স্বামী জানিয়া আমি হৃদয়ের মন্দিরে এত দিন অহর্নিশি পূজা করিয়া আসিতেছি, তাঁহার সহিত আর কি করিলে পাকাপাকি বিবাহ হইত ঠাকুর-মা ?"

ঠাকুর মা নীরব। সরোজিনী আবার বলিতে লাগিলেন,—"সত্য বটে, ঢোল বাজে নাই, সত্য বটে, পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র পড়ান নাই, সত্য বটে, গ্রামের লোকে বিবাহ হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারে নাই; কিন্তু যাহাদের বিবাহ, তাহারা বুঝিয়াছে যে, ধর্ম্মের মন্দিরে তাহাদিগের সম্বন্ধ লিখিত হইয়াছে, তাহারা বুঝিয়াছে যে, দেবতারা সকলেই তাহাদিগের বিবাহের সাক্ষী হইয়াছেন, আর তাহারা বুঝিয়াছে যে, তাহাদিগের অন্তরে আনন্দের সমারোহ দশ বৎসর ব্যাপিয়া অবিশ্রান্ত চলিতেছে। ইহার পরেও কি আরও পাকাপাকি আবশ্যক ?"

ঠাকুর-মা এ সকল কথার সত্যতা প্রণিধান করিলেন। তিনি জানিতেন, কোনরূপ দৈহিক সম্বন্ধ না ঘটিলেও, এ ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী উভয়েই পরস্পরের নিকট আত্মদান করিয়াছেন এবং ধর্ম্মতঃ তাঁহাদিগের বিবাহ হইয়াছে। তথাপি একটা কথা বলিতে হয় বলিয়াই বলিলেন,—"এরূপ বিবাহ লোকসমাজে গ্রাহ্য হয় না। পুরোহিত আসিয়া নারায়ণের সম্মুখে বিবাহ দিলে তবে তাহা গণ্য হয়।"

সরোজিনী বলিলেন,—"তাহা হইতে পারে, কিন্তু আমি রামায়ণ-মহাভারতে এইরূপ বিবাহের অনেক কথা পড়িয়াছি, আর বুঝিয়াছি, এইরূপ বিবাহই শ্রেষ্ঠ। আর আমার প্রাণও বলিয়া থাকে যে, বাস্তবিকই আমার বিবাহ হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় অন্য বিবাহের কথা শুনিলেও আমার পাপ হইবে। আমাকে দ্বিচারিণী হইতে হইবে। কাজেই ঠাকুর-মা, তোমাদিগের মুখে আবার বিবাহের কথা শুনিয়া আমার হাসি আসিতেছে।"

ঠাকুর-মা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"তবে কি হইবে ? এইরূপেই কি জীবন কাটিবে ?"

সরোজিনী বলিলেন,—"নিশ্চয়ই কাটিবে। বিবাহ হইলেই যে সকলের অদৃষ্টে স্বামীর সহিত মিলন ঘটে, এরূপ নহে; স্বামীর সম্মিলনে একটা ভোগের উপায় হয় মাত্র; আমার অদৃষ্টে যদি তাহা না থাকে, তাহাতে ক্ষতি কি ? বাহ্যে সম্মিলন না হইলেও আমার প্রাণ তাঁহাকে লইয়া সুখে আছে' আনন্দে আছে। এমন আনন্দের সুযোগ ছাড়িয়া আমি পাপের পথে কেন যাইব ? আমি এইরূপেই থাকিব, এইরূপেই জীবন কাটাইব।"

ঠাকুর-মা বলিলেন,—"বীরেন্দ্র তো প্রাণের মধ্যে তোমাকে ভাবিয়া বসিয়া থাকিতেছে না ? সে তো অনায়াসে এক সুন্দরী রাজকন্যাকে বিবাহ করিতেছে ?"

সরোজিনী হাসিয়া বলিলেন,—"বেশ করিতেছেন। তিনি পুরুষ, শত সুন্দরীকে বিবাহ করিলে তাঁহার ধর্ম্ম-হানি হয় না। তিনি দেবতা। রাজকন্যা কেন, দেববালারাও তাঁহার চরণসেবা করিতে পাইলে চরিতার্থ হইবে। দেবতা সকলের আরাধ্য। আর এক ভাগ্যবতী রাজকন্যা তাঁহার সেবা করিতেছে বলিয়া আমি কেন প্রাণে প্রাণে তাঁহার পূজা ত্যাগ করিব ? আমি কেন অন্তরে অন্তরে নিরন্তর তাঁহার সেবা করিয়া সুখভোগ না করিব ?"

ঠাকুর-মা বলিলেন,—"এত ভালবাসাবাসির পর সে যে তোকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আবার বিবাহ করিতে সাজিতেছে, এ জন্য তোর প্রাণে একটু রাগও হয় না কি ?"

সরোজিনী বলিলেন,—"কেন হইবে ? রাগের কাজ তিনি কি করিয়াছেন ? হয় তো পিতামাতার ইচ্ছায়, না হয় নিজেরই ইচ্ছায় তিনি আর এক জন সেবিকা গ্রহণ করিতেছেন; ইহাতে তাঁহার কোন দোষ নাই তো ঠাকুর-মা ! স্বামী কি ফেলিয়া দিবার জিনিস ? স্বামীর সহিত সম্বন্ধ কি কেবল লৌকিক ? স্বামী নারীর প্রত্যক্ষ দেবতা। যে দেবতার দোষ দর্শন করে, দেবতার উপর যে রাগ করে, সে তো নরকে ডুবিয়া থাকে; আমি তাঁহার দোষ কিছুই দেখিতেছি না, তাঁহার উপর রাগ করিতেও আমার অধিকার নাই।"

ঠাকুর-মা বলিলেন,—"বীরেন্দ্র ! তোর অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। ধর্ম্মশীলা প্রেমময়ী সঙ্গিনীকে বঞ্চিত করিয়া যাহারা তোর নিমিত্ত অন্য পত্নী আনিয়া দিতেছে, তাহারা তোর শত্রু।"

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ঘরের বাহিরে উঠিয়া আসিলেন। সরোজিনীও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বলিলেন,—"আমার উপর রাগ করিতেছ কি ঠাকুর-মা ?"

ঠাকুর-মা বলিলেন,—"না দিদি, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি সুখে থাক।"

তখন সরোজিনী সেই স্নেহময়ী বৃদ্ধার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"আমার জন্য দুঃখ করিও না, আমি বেশ সুখে আছি।"

তাঁহারা যখন এইরূপ অবস্থায় অঙ্গনমধ্যে দণ্ডায়মান, সেই সময় বেড়ার ঝাঁপ খুলিয়া চন্দ্রকান্ত ও বেণীমাধব তথায় প্রবেশ করিলেন! সরোজিনী বৃদ্ধার কণ্ঠাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া একটু দূরে আসিলেন এবং নতবদনে দাঁড়াইয়া বেণীমাধবকে জিজ্ঞাসিলেন,—"জ্যেঠামহাশয়, ভাল আছেন? জ্যেঠাইমার অম্বলের অসুখটা একটু কম আছে তো? অনেক দিন আপনাকে দেখি নাই।"

বেণীমাধব সেই নত-বদনা রাজরাজমোহিনী সুন্দরীকে দেখিলেন। এই গুণবতী পুত্রবধূ হইলে তাঁহার সংসার সুখময় হইত; কিন্তু নিদারুণ লোভে তিনি এই অতুলনীয়া সুন্দরীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সম্বন্ধ ঘটাইতেছেন। লোভের শাসনই তাঁহার হৃদয়ে প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন,—"হাঁ মা! সকলেই ভাল আছে।"

বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"বেণী দাদা এক উত্তম সম্বন্ধ উপস্থিত করিয়াছেন। পাত্র স্বয়ং পাত্রী দেখিতে আসিয়াছেন, বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।"

সরোজিনীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে নতবদনা যুবতী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মাসী-মা বলিলেন,—"তোমরা বাবা, হঠাৎ এ উদ্যোগ করিয়া ভাল কর নাই। একবার আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। আজি আর দেখা-শুনা হইবে না। কেন হইবে না, সে অনেক কথা, আমি পরে তোমাদিগকে বুঝাইয়া বলিব। সরোজিনীর সহিত পরামর্শ না করিয়া আমি দেখার সময় ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"তবে কি হইবে মা?"

মা বলিলেন,—"এখন থাকুক, পরে যাহা হয় হইবে। বাহিরে যিনি অপেক্ষা করিতেছেন, তুমি এখন তাঁহাকে কষ্ট পাইতে বারণ করিয়া আইস।"

তাহার পর বেণীমাধবকে লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন,—"এমন ভুল কাজ তুমি কেন করিতেছ বাবা? ইহাতে কোন পক্ষেরই শ্রেয় হইবে না। শেষে হয় তো এ জন্য বড়ই মনস্তাপ পাইতে হইবে। তোমার সহিত আত্মীয়তার কথা আমি বলিতেছি না! আত্মীয়তা না থাকিলেও এমন তৈয়ারী বিবাহ ভাঙ্গিতে আছে কি বাবা!"

বেণীমাধব বলিলেন,—"আপনি সত্যই বলিয়াছেন, কাজ ভাল হইতেছে না। কিন্তু আমার পুত্রের অপেক্ষা ধনে মানে গৌরবান্বিত পাত্র আমি দ্বারে আনিয়া হাজির করিয়াছি। সেই পাত্রের সহিত মা সরোজের বিবাহ দিয়া পরে আমি পুত্রের বিবাহ দিব। আমি যে আত্মীয়, সেই আত্মীয়ই আছি। আমি যাহা ভাঙ্গিতে বসিয়াছি, তাহাতে উভয় পক্ষেরই সুবিধা। সরোজের জন্য যে পাত্র স্থির করিয়াছি, তাহার তুল্য গৌরবের সম্বন্ধ আর হইতে পারে না। বীরেন্দ্রের জন্য যে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি, তাহাও আমাদিগের মত লোকের পক্ষে অসম্ভব। উভয় পক্ষের ইষ্টই হইতেছে। আপনি বুঝিয়া দেখিবেন, আমি ভাল ভিন্ন মন্দ করিতেছি না।"

মা বলিলেন,—"কিন্তু সরোজ যে কোন মতেই বিবাহ করিবে না, তাহার উপায় কি?"

বেণীমাধব বলিলেন,—"এটা ছেলেমানুষী কথা, এখনকার বই-পড়া মেয়েদের কথা; আমি এ কথা শুনিতে চাহি না। বাপ-মা আত্মীয়-বন্ধু যাহা স্থির করিয়া দিবে, ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে হইবে।"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"আত্মীয় লোকেরাই তো দশ বৎসর ধরিয়া এই বিবাহ স্থির করিয়া দিয়াছেন, সে বিবাহ শেষ হইয়াছে বলিলেই হয়।"

বেণীমাধব বলিলেন—"যতক্ষণ মনের মতন না হইবে, যতক্ষণ সুবিধা না হইবে, ততক্ষণ আত্মীয়েরা ভাঙ্গা গড়া করিবে, ইহাতে দোষ কিছু হয় না। আমি এরূপ কথা শুনিতে চাহি না। আপনি সরোজিনীকে এরূপ ছেলেমানুষী ছাড়িয়া দিতে বলিবেন। যেরূপ আমরা ব্যবস্থা করিব, তাহাই হইবে, এ সম্বন্ধে তাহার কথা ভাল শুনায় না। আমি এখন যাইতেছি, নৃসিংহ বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"জানি না, অদৃষ্টে কি আছে, লক্ষণ দেখিয়া বড়ই ভয় হইতেছে।"

কোন উত্তর না দিয়া বেণীমাধব ও চন্দ্রকান্ত বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

বাহিরে যে বাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি পরম রূপবান্ যুবাপুরুষ। তিনি বিবাহার্থী পাত্র; রীতিমত অনুষ্ঠানানুসারে তাঁহাকে পাত্রী দেখান হইল না বটে, কিন্তু তিনি প্রথমেই বেড়ার এক

রন্ধ্র দিয়া সরোজিনীকে বিশেষরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, এমন সৌন্দর্য্য বোধ হয় দেবলোকেও নাই।

—

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সামান্য ঘটনাও পল্লীগ্রামে বহুলোকের আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। বীরেন্দ্রনাথের সহিত সরোজিনীর বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তারাপুরের রাজ-কন্যার সহিত বীরেন্দ্রের বিবাহ হইবে, এই কথা গ্রামের সমস্ত লোক নানা স্থানে নানা ভাবে আলোচনা করিতেছে। এখন আবার একটা নূতন আলোচনার বিষয় উপস্থিত হইয়াছে। সরোজিনীর জন্য বেণীমাধব বাবু এক উত্তম সম্বন্ধ উত্থাপন করিয়াছেন, রামনগরের জমীদার নৃসিংহ বাবু প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজার অপেক্ষাও সম্মানিত। সম্প্রতি তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে বয়স বোধ হয় পঁয়ত্রিশ বৎসর, সন্তানাদি কিছুই নাই; রূপে যেন কার্ত্তিক, এ হেন ব্যক্তির সহিত বেণীমাধব বাবু সরোজিনীর সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, নৃসিংহ বাবু নিজে পাত্রী দেখিতে আসিয়াছিলেন। সরোজিনী আর বিবাহ করিবে না, সে দেখা দেয় নাই। নৃসিংহ বাবু দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই মূলকথাটুকুর উপর নানারূপ রং লাগিয়াছে। কেহ বলিয়াছে, নৃসিংহ বাবু একটু বেশ্যাসক্ত, সুরাপায়ী, এজন্যই সরোজিনী তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহে না; কেহ বলিয়াছে, পুরুষের, বিশেষতঃ বড়মানুষের এইরূপ সামান্য দোষ হইয়াই থাকে, এজন্য এমন পাত্র ত্যাগ করা ভাল হয় নাই; কেহ বলে, বীরেন্দ্রনাথের সহিত সরোজিনীর প্রগাঢ় প্রণয়; বীরেন্দ্রনাথ লুকাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছে; কেহ বলে তাহা নহে, পিতার ইচ্ছায় রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেও বীরেন্দ্রনাথ পুনরায় সরোজিনীকে বিবাহ করিবে। কেহ বলে, বিবাহ না দিয়া মেয়ে এত বড় করিয়া রাখিলে অনেক বিভ্রাট হয়; কেহ বলে, মেয়েকে লেখা-পড়া শিখাইলে শেষ বিদ্যাসুন্দরের কাণ্ড ঘটে; এবংবিধ বহু কল্পনা গ্রামে চলিতেছে।

সংবাদ বীরেন্দ্রনাথের কর্ণেও প্রবেশ করিয়াছে। স্বর্গের দেবতা আসিয়াও বিবাহার্থিরূপে উপস্থিত হইলেও সরোজিনী যে বিবাহে অস্বীকৃতা হইবেন, ইহা বীরেন্দ্রনাথ বেশ জানিতেন। সরোজিনীর প্রকৃতি, শিক্ষা, ধর্ম্মানুরাগ এবং হৃদয়বলের উপর বীরেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সরোজিনী জীবনে ও মরণে বীরেন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

বীরেন্দ্রনাথের ক্লেশের মাত্রা বাড়িয়া গেল। দুর্দ্দমনীয় যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হৃদয় আরও অবসন্ন হইল। যদি সরোজিনী বিবাহে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে বীরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে অন্য আর একরূপ যাতনার আবির্ভাব হইত। সরোজিনীকে শিথিল-স্বভাবা এবং প্রণয়হীনা জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে অসহনীয় ক্লেশে দগ্ধ হইতে হইত সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রাণের অনেক দায়িত্ব, কর্ত্তব্যের উত্তেজনাজনিত অনেক যন্ত্রণা, সত্য-বন্ধন-পালনে অক্ষমতা হেতু আত্মগ্লানি অনেক মন্দীভূত হইত। যাহা হওয়া উচিত নহে, তাহা হইল না।

বীরেন্দ্রনাথ ভাবিতেছেন, সরোজিনী! তুমিই যথার্থ ভালবাসিতে শিখিয়াছ। আমি অভাগা, সত্যপালনে অক্ষম। কিন্তু তুমি দেবী। তুমি কি জানিতেছ না যে, আমার হৃদয়ে কি দুঃসহ জ্বালা উপস্থিত? আমি মরিতে প্রস্তুত আছি, আমি দেশত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু কোন উপায় নাই, পিতৃ-মাতৃ-আদেশ পালন করিতে আমি বাধ্য; সুতরাং অনিচ্ছাতেও আমাকে বিষপান করিতে হইবে। যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া এত দিন বাঁচিয়া আছি, স্ব-হস্তে তাহার মূলচ্ছেদ করিতে হইবে। উপায় নাই—নিস্তারের কোন উপায় নাই। বাস্তবিকই বীরেন্দ্রনাথের শান্তির কোন উপায় নাই। পিতার আজ্ঞায় প্রবল বাসনার বিরোধী কার্য্য তাঁহাকে করিতেই হইবে। সন্তানের হৃদয়ভাব বুঝিয়া স্নেহময়ী জননী অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, নিশ্চয়ই পরিণামে ভয়ানক সর্ব্বনাশ হইবে বলিয়া স্বামীকে অনেক ভয় দেখাইয়াছেন। কিছুই ফল হয় নাই। ক্রন্দন ও যুক্তি, আবদার ও কাতরতা—সকলই বৃথা হইয়াছে। কর্ত্তা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন, বুঝিয়াছেন, তাঁহার সন্তান অধঃপাতে গিয়াছে। কুক্ষণে পুত্রকে ইংরাজী শিখিতে দিয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিয়াছেন। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, বেণীমাধব বাবু কোনমতেই কাহারও পরামর্শ শুনিবেন না; পুত্রের হিতার্থে তিনি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার কোনই অন্যথা হইবে না।

বীরেন্দ্রনাথ পিতার এই দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা

শুনিয়াছেন, এইরূপই যে হইবে, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি অবাধে পিতার বাসনা-মন্দিরে আপনাকে বলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; জননীকে এ সম্বন্ধে পিতার সহিত আর বাগ্বিতণ্ডা করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য নিরুদ্ধনেত্র বলীবর্দ্দের ন্যায় তিনি পিতৃ-আজ্ঞা-পালনে কৃত-নিশ্চয় হইয়াছেন।

সকলই স্থির হইয়াছে। তারাপুরের রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বহু লোকজন সহ আসিয়া আড়ম্বরে পাত্রাশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। বেণীমাধব বাবু স্বয়ং গিয়া পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। ৫ই বৈশাখ শুভ-বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে। অদৃষ্টবাদী পুরুষের ন্যায়, প্রবল তরঙ্গে ভাসমান তৃণখণ্ডের ন্যায় বীরেন্দ্রনাথ নিয়তির সঙ্কেতানুসরণের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

আশা আর নাই। এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার আর সম্ভাবনা নাই। তথাপি বীরেন্দ্রের হৃদয় এক একবার নিষ্পেষিত সর্পের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ঘটনা-স্রোতে ভাসমান হইলেও এক একবার বিরুদ্ধ চেষ্টা করিবার নিমিত্ত তাঁহার বাসনা হইতে থাকিল। তিনি মনে করিলেন, আমি যাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেছি, তাঁহাকে হৃদয় দিতে পারিব না, প্রাণের ভালবাসা দিতে পারিব না, তাঁহার সহিত মিশিতে পারিব না। এরূপ জানিয়াও তাঁহাকে চিরজীবনের সঙ্গিনী করা আমার পক্ষে মহাপাপ। এই সংবাদ পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে জানাইতে আমি বাধ্য। এরূপ সংবাদ অগ্রে জানিতে পারিলে তাঁহারা হয় তো স্বেচ্ছায় বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবেন এবং তাহা হইলে বীরেন্দ্রনাথ নিষ্কৃতি লাভ করিবেন; অথচ পিতৃ-আজ্ঞা অপ্রতিপালনরূপ পাপে তাঁহাকে প্রলিপ্ত হইতে হইবে না।

এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বীরেন্দ্রনাথ এক সমবয়স্ক সুহৃদের দ্বারা তারাপুরের রাজার নিকট সমস্ত সংবাদ জানাইলেন। বীরেন্দ্রনাথের সহিত এক দরিদ্র ব্যক্তির কন্যার বিবাহ হইবে বলিয়া স্থির ছিল, এ কথা রাজা জানিতেন, তিনি বুঝিলেন, হয় তো বালক বীরেন্দ্রনাথের নিকট কন্যার দরিদ্র পিতা অনেক কাতরতা জানাইয়াছে। সেই জন্যই সরলস্বভাব বীরেন্দ্র সেই বিবাহেরই অনুরাগী হইয়াছে। অথবা সেই পাত্রীর সহিত বহুকালের পরিচয় আছে বলিয়া অপরিচিতা রাজনন্দিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে বালকের ভয় হইয়াছে। এইরূপ বুঝিয়া রাজা এই সংবাদ উড়াইয়া দিলেন।

তখন বীরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, ধর্ম্মের দ্বারে তিনি খালাস হইয়াছেন। পূর্ব্বে এ সংবাদ না জানাইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে অধর্ম্মগ্রস্ত হইতে হইত; কিন্তু যাঁহার নিকট তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে দায়ী, সেই রাজকন্যাকে এ ব্যাপার জানিতে দেওয়া আবশ্যক; তিনিও নিতান্ত বালিকা নহেন; শুনিতেছি, তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ অতিক্রম করিয়াছে। এরূপ বয়সে নারীজাতি আপনার হিতাহিতবোধে অধিকার লাভ করেন এবং অনেক কর্ত্তব্যের ভার স্কন্ধে গ্রহণ করিতে পারেন। বিশেষতঃ তিনি রাজকন্যা ও বুদ্ধিমতী। বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকটেও সমস্ত রহস্য বিজ্ঞাপিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

সুযোগ অনায়াসে উপস্থিত হইল। তখন প্রায় প্রতিদিনই বেণীমাধব বাবুর বাটী হইতে দাসদাসী রাজবাটীতে যাতায়াত করিতেছে এবং রাজবাটীর লোকজন সতত এ বাটীতে আসিতেছে যাইতেছে। রাজবাটীর এক পরিচারিকা বীরেন্দ্রনাথকে রাজ-জামাতা বলিয়া প্রায়ই অনেক বিদ্রূপ করিত ও আপনাকে রাজকন্যার সহচরী বলিয়া উল্লেখ করিত। সে যুবতী এবং চতুরা, তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে এক দিন বীরেন্দ্র সুযোগমতে আপনার সমস্ত হৃদয়ভাব এবং পূর্ব্বাপর ঘটনা জানাইলেন। দাসীও কতকটা এইরূপ ব্যাপার পূর্ব্ব হইতে জানিত। তবে সে জন্য বীরেন্দ্রের চিত্ত যে এরূপ আসক্ত হইয়া আছে এবং তিনি যে কেবল পিতার আজ্ঞায় নিজের ইচ্ছার বিরোধে বিবাহ করিতেছেন, ইহা তাহার জানা ছিল না। এই সকল সংবাদ রাজকন্যার গোচর করিবার নিমিত্ত সেই দাসীকে বিশেষ আগ্রহের সহিত বীরেন্দ্র ভার প্রদান করিলেন এবং রাজকন্যা সমস্ত কথা শুনিয়া যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা জানিবার প্রার্থনা করিলেন।

দাসী তারাপুরে ফিরিয়া আসিল। বাস্তবিকই সে রাজকন্যার পরিচারিকা ও সহচরী। অনেক দাসী রাজকন্যার সেবা করিয়া থাকে, তন্মধ্যে এই দাসী সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্রী। যখন দাসী ফিরিয়া আসিল, তখন স্থূলকায়া সুশীলাসুন্দরী দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া এক আমোদে নিযুক্ত ছিলেন। খাঁচা হইতে তিনি একটি কোকিল পাখী বাহির করিয়াছিলেন এবং তাহার পায়ের সহিত দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ির অপর প্রান্তে একখানি ছোট

পাথর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সে পাথর লইয়া পাখীর উড়িতে সাধ্য ছিল না; কিন্তু অতি কষ্টে পাথর টানিয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে কিয়দ্দূরে যাইতে ক্ষমতা ছিল। রাজ-কন্যা হাতে একগাছি সরু বেত লইয়া পাখীর গায়ে মারিতেছিলেন, আর সে নিরীহ বিহঙ্গম প্রাণের ভয়ে সেই শিলাখণ্ড বহন করিয়া অতি কাতরভাবে প্রাণপণে গড়াইতে গড়াইতে চলিতেছিল, পক্ষীর এই দুর্দ্দশা দেখিয়া রাজ-কন্যা হা হা শব্দে হাসিতেছিলেন। নিকটে দুই তিনটি বালক-বালিকা এবং আর দুই জন পরিচারিকা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারাও রাজ-কন্যার হাসির সহিত যোগ দিতেছিল।

এইরূপ সময়ে পূর্ব্বকথিতা দাসী নিকটে আসিল। সুশীলা জিজ্ঞাসিলেন,—"কি রে মোহিনি! বাঁদর দেখিয়া আসিলি?"

মোহিনী বলিল,—"বাঁদর কেন দেখিব রাজকন্যা? আমরা তো কার্ত্তিক দেখিয়াই আসিতেছি।"

রাজ-কন্যা অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কোকিলের দেহে বেত্রাঘাত করিলেন। বেত তাহার মাথায় লাগিল, পাখী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। এক জন পরিচারিকা বলিল,—"আহা! মরিয়া গেল যে।"

সুশীলা বলিলেন,—"যাউক, অনেক আছে। এখনও মরে নাই, এখনও হাঁ করিতেছে, বোধ হয়, পাথর টানিলেও টানিতে পারে।"

তিনি পক্ষীর পৃষ্ঠে বেশী জোরে প্রহার করিলেন। নিরপরাধ পক্ষীর যন্ত্রণার শেষ হইল; পা গুটাইয়া চিৎ হইয়া পড়িল। সুশীলা এক জনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"পাখীটা ফেলিয়া আয়।" তাহার পর মোহিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"তোরা কার্ত্তিক বলিতেছিস্, আমি বেশ বুঝিয়াছি, সে বাঁদর ভিন্ন কিছুই নহে। শুনিয়াছি সে নাকি একটা ভিখারীর মেয়ের জন্য পাগল হইয়া আছে। আমার হাতে পড়িলে সেই বাঁদরের বেশ শিক্ষা হইবে।"

মোহিনী বলিল,—"এতই যদি শুনিয়াছ রাজ-কন্যা, তবে সে বানরের গলায় মুক্তামালা দিতেছ কেন?"

রাজ-কন্যা বলিলেন,—"বিবাহ করিতেই হয়, এই জন্যই করিতে হইবে। সে বাঁদর হউক বা মানুষই হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমার অনেক পাখী আছে, অনেক হরিণ আছে, অনেক বিড়াল-কুকুর আছে। যখন যেরূপ ইচ্ছা —তখন যেটাকে হউক লইয়া—আমি আমোদ করি। মরিয়া যায়, ফেলিয়া দিই। স্বামীও একটা এইরূপই তামাসার বস্তু। যে স্বামী হইবে, শুনিতেছি, সে বড়ই রসের বাঁদর, তাহাকেই আমার পাওয়া চাই। কারণ, তাহা হইলে তামাসা চলিবে ভাল।"

তখন আর কোন কথা হইল না। কিন্তু সময়ান্তরে মোহিনী কৌশলে সকল কথাই রাজকন্যাকে জানাইল; সুশীলা ঘোর বিরক্ত হইলেন এবং সরোজিনী ও বীরেন্দ্রনাথকে যথাবিহিত শিক্ষা প্রদান করিতে তাঁহার সঙ্কল্প হইল। এই বিবাহের পর অনেক মজা হইবে বলিয়া তিনি বুঝিলেন এবং ভাঙ্গিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, শীঘ্র কার্য্য শেষ করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। মোহিনীর মুখের কথা শুনিয়া বীরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছেন যে, সকল ঘটনা জানিয়াও সুশীলা তাঁহাকে বিবাহ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। মোহিনী সকল কথা বীরেন্দ্রকে বলে নাই; একটা অতিশয় দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া সুশীলা বলিয়াছিলেন, তাঁহার হুকুম তামিল করিবে আর ভাগ্য বলিয়া মানিবে; রাজকন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া যেমন সে হতভাগা দুঃখিত হইয়াছে, তাহাকে তেমন সাজা ভোগ করিতে হইবে। এ কথাগুলা বলিবার বিশেষ আদেশ থাকিলেও মোহিনী বলিয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং বীরেন্দ্রনাথের নিষ্কৃতির আর কোনই সম্ভাবনা নাই। বীরেন্দ্র অকাতরে এই অপরিহার্য্য দুর্দ্দশা বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবার নিমিত্ত হৃদয়কে স্থির করিয়াছেন।

বিবাহের সকল আয়োজন প্রস্তুত হইয়াছে। বেণীমাধবের প্রশস্ত অঙ্গনে প্রকাণ্ড আটচালা উঠিয়াছে, নহবৎখানা বাঁধা হইয়াছে, দূরদেশ হইতে বিবিধ মহার্হবস্তু আনীত হইয়াছে। সন্নিহিত সকল প্রসিদ্ধ বড় মানুষের বাড়ী হইতে রেসেলার সামগ্রী আসিতেছে। সকল লোক উৎসাহিত ও আনন্দময়; কেবল বীরেন্দ্র এই মহোৎসবের মধ্যে আপনার অপরিসীম দুর্গতির চিত্র দর্শন করিতেছেন। কেবল তিনি উদাসীন ও নিরুৎসাহ হৃদয়ে আপনার অমঙ্গলের আয়োজন দেখিতেছেন এবং এই বিশাল

আনন্দোৎসব-ব্যাপারে আপনার শ্রাদ্ধোৎসবের আয়োজন অনুভব করিতেছেন।

সরোজিনী কোনমতেই বিবাহে সম্মতা নহেন। বেণীমাধব সে জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে তিনি দারুণ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া এ চেষ্টায় বিরত হইয়াছেন। মেয়েমানুষকে বহি পড়িতে দেওয়া, লেখাপড়া শিখান বড়ই অন্যায় কার্য্য বলিয়া তিনি লোকের সমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের মেয়েগুলা নাটক-নভেল পড়িয়া ভ্রষ্টচরিত্রা ও পাপিষ্ঠা হইতেছে বলিয়া, তিনি অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। সরোজিনীর মত স্বাধীনস্বভাবা মেয়ের সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ না হওয়ায় তিনি আনন্দিত হইয়াছেন। বেণীমাধবের এবংবিধ বিরক্তি এবং দেশস্থ বহু লোকের নিন্দাবাদ সরোজিনীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। পিতা কাতরতা-সহকারে বিবাহের জন্য কন্যাকে অনুরোধ করিয়াছেন, ঠাকুর-মাও সাধ্যমত যুক্তির দ্বারা অনেক প্রকারে নাতিনীর মন ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সরোজিনী সংকল্প ত্যাগ করেন নাই। তিনি সকলকেই বুঝাইয়াছেন, যখন এইরূপে অবিবাহিতা অবস্থায় তাঁহার মনে কোন ক্লেশ নাই, তখন তাঁহার জন্য অন্যের ব্যস্ততা অনাবশ্যক। বিশেষতঃ তিনি প্রাচীনা ঠাকুর-মা এবং বৃদ্ধ পিতার সঙ্গ ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা করেন না। লোকে একটা গুরুতর যুক্তি উত্থাপন করিয়াছে. অনেকেই বুঝাইয়াছে, বিবাহ না করিলে এইরূপ অবস্থায় অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে; দারুণ কলঙ্কের সম্ভাবনা পদে পদে। সরোজিনী বুঝিয়াছেন, সত্য বটে, তাঁহার পিতা অতি দরিদ্র, সত্য বটে, তিনি অসহায়া, তথাপি তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস, এ জগতে তাঁহার ধর্ম্মধনের কণিকামাত্রও অপচিত করিতে কাহারও সাধ্য নাই এবং তাঁহার অঙ্গে কলঙ্কের রেখামাত্রপাতেরও সম্ভাবনা নাই। তিনি আপনার ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অতি সন্তুষ্টমনে কালপাত করিতে পারিবেন। সুতরাং মত ফিরাইবার সকল কথাই ফুরাইয়াছে।

ঠাকুর-মা ও নাতিনী বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে অঙ্গনস্থিত সেই কুঞ্জমধ্যে বসিয়া আছেন। ঠাকুর-মা বলিতেছেন,—"কালি বীরেনের 'গায় হলুদ' শুনিয়াছি, বীরেন বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই।"

সরোজিনী বলিলেন,—"এরূপ চেষ্টা করিয়া তিনি ভাল করেন নাই। মুখুয্যে ঠাকুরাণীর মুখে শুনিতেছিলাম, এই সকল কথা জ্যেঠা মহাশয়েরও কানে উঠিয়াছে। ছেলের এইরূপ ব্যবহারে জ্যেঠা মহাশয় অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। যখন বাপ-মার আজ্ঞামত কার্য্য করাই তাঁহার ধর্ম্ম, তখন অন্যরূপ চেষ্টা না করাই তাঁহার উচিত ছিল।"

ঠাকুর-মা বলিলেন,—"তাহা ঠিক। কিন্তু আমি জানি, বীরেন তোমাকে যেরূপ ভালবাসে, তাহার মত ভালবাসা আর কোথাও কেহ দেখে নাই। কাজেই এখনও যদি সকলের মত ফিরাইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিতেছে। কালি 'গায় হলুদ' হইবে। আমাদিগের বাটীতে বোধ হয় নিমন্ত্রণ হইবে না।"

সরোজিনী জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন ঠাকুর-মা?"

ঠাকুর-মা বলিলেন,—"নিমন্ত্রণ হইলে তুই যাইতে পারিবি না, এই ভাবিয়াই বোধ হয় নিমন্ত্রণ করিবে না।"

সরোজিনী বলিলেন,—"নিমন্ত্রণ করিবার অন্য কারণ থাকিতে পারে। জ্যেঠা মহাশয় আমার উপর বিরক্ত হইয়াছেন, আমার কপাল মন্দ; তাই এত দিন পরে তিনি আমাকে বড় দুষ্ট মেয়ে বলিয়া মনে করিয়াছেন। বাস্তবিকই আমি বড় মন্দ। যাহার দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের সন্তোষজনক কার্য্য ঘটিল না, সে তো দুষ্টই বটে। নিমন্ত্রণ হইলে আমি যাইতে পারিব না কেন? আমার বোধ হয়, আমি অকাতরে বীরেন দাদার বিবাহের আয়োজন স্বহস্তে করিয়া দিতে পারি, দীর্ঘনিশ্বাসটিও না ফেলিয়া নিশ্চয়ই বর সাজাইতে পারি, আর হাসিতে হাসিতে সকল আনন্দে মিশিতে পারি। ইহাতে ক্ষতি কি ঠাকুর-মা? আমি তাঁহাকে ভালবাসি, এ ভালবাসা তো কেহই কাড়িয়া লইতেছে না? ভালবাসিলেই যে তাঁহাকে পাইতে হইবে, এমনও কোন কথা নাই। আমি ভাল-বাসিয়াছি, ভালবাসিয়াই সুখে আছি। তিনি যাহারই কেন হউন না, আমার ভালবাসা বারণ করিতে কাহারও সাধ্য নাই তো?"

ঠাকুর-মা বলিলেন,—"এইরূপ ভালবাসা লইয়া প্রাণে মরিয়া থাকার অপেক্ষা বিবাহ করাই উচিত ছিল, তুমি কাহারও কথা শুনিলে না দিদি! জীবনে কেবলই লুকাইয়া ভালবাসিতে হয়, এমন নহে। নারীজীবনে সন্তান প্রসব করিতে হয়, পতিসেবা করিতে হয়, গৃহস্থধর্ম্ম পালন করিতে হয়। বিবাহ ব্যতীত তাহার কোনটিই হইতে পারে না।

কাজেই শুদ্ধ ভালবাসায় প্রাণের তৃপ্তি থাকিলেও সংসারের কোন কাজ হয় না, নারীজন্মই সার্থক হয় না।"

সরোজিনী বলিলেন,—"তোমার কথা খুবই সত্য, কিন্তু ঠাকুর-মা, যাহাকে কোন মতেই ভালবাসিতে পারিব না জানি, প্রাণের সহিত যাহার পদসেবা করিতে প্রবৃত্তি হইবে না বুঝি, তাহাকে বিবাহ করা পাপ নহে কি? এক জনকে মনে মনে বিবাহ করিয়া আর এক জনকে প্রকাশ্যে বিবাহ করা পাপ নহে কি? সন্তান-পালন, গৃহস্থ-ধর্ম্ম-সাধন, এ সকলই পরম পুণ্য-কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু সকল কর্ত্তব্যই যে সকলে পালন করিয়া উঠিতে পারে, সকল সৌভাগ্যই যে সকলের অদৃষ্টে ঘটে, এরূপ নহে। আমি অভাগিনী, তাই সকল প্রকার পুণ্যসঞ্চয়ের সুযোগ আমার অদৃষ্টে ঘটিল না।"

অতি মৃদুস্বরে বেড়ার অপর পার্শ্ব হইতে শব্দ হইল,—"ঠাকুর-মা! আমি একবার তোমাদিগের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করি।"

সরোজিনী ও ঠাকুর-মা চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের সুপরিচিত বীরেন্দ্রনাথের কণ্ঠধ্বনি। উভয়েই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ঠাকুর-মা বলিলেন, —"আইস দাদা, ভিতরে আইস। তুমি আসিবে, সে জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

নাতিনীর হাত ধরিয়া ঠাকুর-মা অগ্রসর হইলেন এবং ঘরের দাবায় উঠিয়া বলিলেন,—"আইস।"

ধীরে ধীরে নতমস্তকে অপরাধী ব্যক্তির ন্যায় দীনভাবে বীরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। একটি ক্ষীণ প্রদীপ তথায় সামান্য আলোক প্রদান করিতেছিল। ঠাকুর-মা ও নাতিনী এক দিকে বসিলেন; অপর দিকে পীঁড়ির উপর বীরেন্দ্র আসন গ্রহণ করিলেন। পাণ্ডুরোগগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তাঁহার দেহ বিবর্ণ হইয়াছে, কেমন একটা বিষাদের কালিমা দৃষ্টির উজ্জ্বলতা নষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং তিনি যেন দুরন্ত ব্যাধির আক্রমণে কাতর ও অবসন্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া উভয় নারীই শিহরিয়া উঠিলেন। ঠাকুর-মা বলিলেন,—"এ কি বীরেন্দ্র! তোমার কি কোন ব্যারাম হইয়াছে ভাই?"

যে কারণে বীরেন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত হইতেছে এবং যে বিষম আঘাতে তাঁহার অন্তর চূর্ণীকৃত হইতেছে, তাহা সরোজিনী সুন্দররূপে অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। এ জন্য তৎসম্বন্ধে তিনি কোনই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না। বীরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন,—"না ঠাকুর-মা, আমি ভাল আছি। আমার অধিকক্ষণ থাকিবার উপায় নাই, আমি লুকাইয়া আসিয়াছি।"

সরোজিনী বলিলেন,—"আসিয়া ভাল কর নাই। আমি নিঃসঙ্কোচে তোমাকে সকল কথা বলিব। সুতরাং যাহা তুমি বলিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমি অনায়াসেই তাহার উত্তর দিব। তুমি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলেও আমি তোমার মনের ভাব অনুমান করিয়া মুক্তকণ্ঠে আমার প্রাণের কথা তোমাকে জানাইব। প্রার্থনা করি, তুমি তাহাতে দোষ গ্রহণ করিবে না। বীরেন, তুমি পুরুষ, পিতৃ-মাতৃ-সেবা তোমার পরম ধর্ম্ম; তাঁহারা তোমার সম্বন্ধে যে বিষয়ের যে ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই অকুণ্ঠিতচিত্তে পালন করিতে তুমি বাধ্য। শুনিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছি যে, তুমি না কি এখনও বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছ। দেবতার এইরূপ মতিভ্রম কেন হইতেছে, বলিতে পারি না। তুমি পুরুষ, ভালবাসিয়া হউক, প্রয়োজনে হউক, শত বিবাহ করিতে তোমার অধিকার আছে। তবে তুমি কেন পিতামাতার আদেশানুরূপ বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছ?"

বীরেন্দ্রনাথকে কোন কথাই বলিতে হইল না। যে সকল কথা বলিবার অভিপ্রায়ে আজি গুরু-জনের অজ্ঞাতসারে তিনি এখানে আসিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কথাই সরোজিনী বুঝিয়াছেন। তিনি সবিস্ময়ে অনুভব করিলেন, সরোজিনীর কণ্ঠস্বর অকম্পিত, স্থির এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক। এরূপ স্থলে আপনার প্রাণের ভাব ব্যক্ত করিতে বীরেন্দ্রনাথের আর সাহস হইল না। আর্ত্তস্বরে বীরেন্দ্র বলিলেন,—"তুমি কেন বিবাহে সম্মত হইলে না সরোজ?"

সরোজিনী বলিলেন,—"ছি! ছি! তোমার মত জ্ঞানীর মুখে, তোমার মত প্রেমিকের মুখে, এ কি কথা বাহির হইয়াছে? আমি বিবাহ করিব? নারীর একই বিবাহের অধিকার। মনুষ্য-সমাজ জানে না, বাহিরের লোক জানে না, কিন্তু তুমি জান, আমি জানি, আর ভগবান্ জানেন,—আমার বিবাহ অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। আর বিবাহের কথা আমার মুখে আনিতেও নাই।"

বীরেন্দ্র বস্ত্রে বদনাবৃত করিলেন এবং কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"তবে কি হইবে সরোজ?"

"কিসের কি হইবে ভাই! আমার কি হইবে

বলিতেছ কি? অসংখ্য কর্ত্তব্যের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া আমাকে আহ্বান করিতেছে, আমার বৃদ্ধা ঠাকুর-মা, আমার বৃদ্ধ পিতা, আমি তাঁহাদের সম্বল; তাঁহাদিগের সেবা আমার প্রিয়ব্রত; আর বলি না কেন—প্রাণে যাহা জাগিতেছে, মুখে তাহা বলি না কেন—আর ঈশ্বর করুন, যেন এ জীবনে তুমি চিরসুখী হও, যেন কুশাঙ্কুর চরণে বিঁধিয়াও তোমাকে ক্লেশ না দেয়। কিন্তু যদি—কিন্তু যদি কখন তোমার দুর্দ্দিন পড়ে, তখন এই অভাগিনীর পরম কর্ত্তব্যপালনের আবশ্যকতা হইবে, যদি কোন অজ্ঞাত কারণে তোমার হৃদয়ের যন্ত্রণার অনল জ্বলিয়া উঠে, যদি কখন সংসারের কঠোর আঘাতে তুমি কাতর হইয়া পড়, তখন এই দাসী যথাসাধ্য তোমাকে বিনোদিত করিয়া জীবন সার্থক করিবে। এ কি! তুমি কাঁদিতেছ যে বীরেন? তুমি পুরুষ, পুরুষোচিত ধৈর্য্যসহকারে উপস্থিত ব্যাপার শেষ কর; তোমার দ্বারা সংসারে অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, যেন তুমি সর্ব্বসুখে সুখী হও।”

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—“তবে কি সরোজিনি! এইরূপেই আমাদিগের জীবন শেষ হইবে?”

সরোজিনী উত্তর দিলেন,—“এ জীবন এই-রূপেই যাইবে; কিন্তু জীবনান্ত হওয়ার পর, বীরেন্দ্র, নিশ্চয়ই এই অভাগিনী তোমার চরণ-সেবার অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইবে। তুমি বলিয়াছ, আমাকে লইয়া অমরাবতী প্রতিষ্ঠিত করিবে, আমি বুঝিয়াছি, অমরাবতীতেই আমা-দিগের মিলন হইবে। তুমি এখানে আর বিলম্ব করিও না। আজি তোমার বাটী ছাড়িয়া আসা ভাল হয় নাই। কথা তোমারও অনেক আছে, আমারও অনেক আছে। কিন্তু আমার প্রাণ তোমার সকল কথাই জানে, তোমার প্রাণও সকলই বুঝে। সুতরাং সাক্ষাৎ না হইলে কোনই ক্ষতি নাই। দৈহিক মিলনের অন্যথা হইল বলিয়া কষ্ট অনুভব করিও না। দেখিতেছ, আমি অপ্রসন্ন নহি, কাতর নহি, তবে তুমি কেন এত ব্যথিত হইতেছ? আমি ক্ষুদ্রহৃদয়া সামান্য নারী; আমার কথা স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্য-পালনে তুমি উদাসীন হইও না; তুমি বীরেন্দ্র, বীরেন্দ্রের ন্যায় সাহসের সহিত ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উন্নতির অভিমুখে প্রধাবিত হও। আর কি বলিব?”

সেই সময় বাহির হইতে এক জন লোক চীৎকার করিয়া বলিল,—“বীরেন বাবু এখানে আছেন?”

বীরেন চমকিয়া উঠিলেন;—মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, লণ্ঠনসহ দুই ব্যক্তি তাঁহাকে বাটী হইতে ডাকিতে আসিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ বীরেন্দ্রনাথকে প্রস্থান করিতে হইল। তিনি অদৃশ্য হইলে সরোজিনী অনেকক্ষণ পাষাণ-গঠিত নির্জ্জীব মূর্ত্তির ন্যায় সেই স্থানে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—“মা গো!”

——

দশম পরিচ্ছেদ

বীরেন্দ্রনাথ বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার অভিপ্রায়ে রাজা হরিশ্চন্দ্র এবং রাজকন্যার নিকটে জানাইয়াছেন যে, অন্য এক কুমারীর সহিত তাঁহার ধর্ম্মতঃ অন্তরের বিবাহ হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে বিবাহ করিতে রাজকন্যার অসম্মত হওয়া উচিত। এ সকল সংবাদই বেণীমাধব বাবুর কর্ণগোচর হইয়াছে। পিতার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সন্তানের এইরূপ স্বাধীনভাব বেণীমাধব নিতান্ত অবৈধ বলিয়া মনে করিয়াছেন। এ জন্য তিনি পুত্রকে বিধিমতে শাসন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, মনে মনে বুঝিয়াছেন যে, চন্দ্রকান্তের কন্যা চরিত্রহীনা হইয়াছে এবং বিবাহের পূর্ব্বেই বীরেন্দ্রনাথ তাহার সহিত নিন্দনীয় আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এ জন্য সরোজিনীর মুখদর্শন করা বা তাহার কোনরূপ হিতচেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত বলিয়া বেণীমাধবের ধারণা হইয়াছে। তাঁহার এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, পুত্রকে বিশেষ সাবধানে চক্ষুর উপর না রাখিলে, সে হয় তো সরোজিনীর সহিত পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎ করিবে এবং হয় তো বা তাহাকে লইয়া দূরদেশে পলায়ন করিবে। গতকল্য কিয়ৎকালমাত্র বীরেন্দ্রকে না দেখিয়া বেণীমাধব বড়ই আশঙ্কিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দুই জন লোককে চন্দ্রকান্তের বাটীতে প্রেরণ করিলেন। ঘটনা তাঁহারই ভ্রান্তবিশ্বাসের সহায়তা করিল। সরোজিনী চরিত্রহীনা, বীরেন্দ্রনাথ পাপপঙ্কিল, তাহারা উভয়ে ঘৃণিত সম্বন্ধ সংঘটন করিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিবে, এই সকল জঘন্য বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক হইলেও বৃদ্ধ বেণীমাধব তত্তাবৎ নিতান্ত সত্য বলিয়া ধারণা করিয়াছেন।

অর্থের লোভে, স্বার্থের বশবর্ত্তিতায় মনুষ্য কখন কখন কু-কাজ করিতে পারে, কখন স্বকীয় ইষ্টের জন্য মনুষ্য বিগর্হিত অনুষ্ঠান করিলেও করিতে পারে, কিন্তু কেবল প্রণয়ের অনুরোধে—এক জনের সহিত পূর্ব্বব্যবস্থানুযায়ী কথা ঠিক রাখিবার অনুরোধে—মনুষ্য কখনই বীরেন্দ্রনাথের ন্যায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইতে পারে না। এরূপ সৃষ্টিছাড়া প্রণয়—স্ত্রীলোকের প্রতি এবংবিধ আসক্তি এবং একটা কথা ঠিক রাখিবার জন্য পিতা-মাতার অবাধ্যতা অথবা তাঁহাদিগের কৃত ব্যবস্থার বিরোধিতা নিতান্তই দোষের কথা। ইহা কেবল মূর্খতারই পরিচায়ক। এখনকার ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া মূর্খ হইতে বসিয়াছে এবং রসাতলে যাইতেছে।

এইরূপ কার্য্য-কারণ বিচার করিয়া, প্রণয়, সত্যবন্ধন, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতির শত নিন্দা করিয়া, বেণীমাধব নিরীহ পুত্রকে সম্মুখে আসিতে আদেশ করিলেন। বিনীতভাবে সুধীর বীরেন্দ্র বিপদ্ গণিয়া পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন বেণীমাধব বীরেন্দ্রনাথকে অযথা তিরস্কার করিলেন, চন্দ্রকান্তের কন্যাকে চরিত্রহীন' বলিয়া উল্লেখ করিলেন। বীরেন্দ্রনাথ সেই দুষ্টাকে লইয়া স্থানান্তরে যাইবার পরামর্শ করিতেছেন, এইরূপ অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিলেন। আর বলিলেন, —"যে পুত্র পিতার ব্যবস্থা অমান্য করিতে ইচ্ছা করে, সে কুলাঙ্গার।"

কাঁপিতে কাঁপিতে বীরেন্দ্র ক্রুদ্ধ পিতার চরণ ধারণ করিলেন, এবং বলিলেন,—"আমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কখনই আপনার বিরোধী নহি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, আপনি মরিতে বলিলে, আমি অবাধে মরিতে প্রস্তুত আছি। আমার হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া ধনবানের কন্যা বিবাহ করা অনুচিত বলিয়া বুঝিয়াছিলাম; এই জন্যই কন্যা-পক্ষকে আমার মনের ভাব জানাইয়াছি। বিবাহ করিব না, এমন কথা কখন বলি নাই—বলিতে আমার অধিকার নাই। কারণ, আপনার ইচ্ছা আমার পক্ষে দেবতার আদেশ অপেক্ষাও বলবান্। আপনার কার্য্যের ন্যায়-অন্যায় বুঝিবার কোন প্রয়োজন আমার নাই। আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই পালন করিতে আমি বাধ্য। চন্দ্রকান্ত খুড়ার কন্যার সহিত আমি দেখা করিতে গিয়াছিলাম, যদি সে সম্বন্ধে আপনার নিষেধ থাকিত বা যদি তাহা অন্যায় কার্য্য বলিয়া আমার বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে কখনই সেখানে যাইতাম না। আপনার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।"

রোরুদ্যমান পুত্রকে বেণীমাধব ক্ষমা করিলেন। হাত ধরিয়া সমাদরে উঠাইলেন, তাহার পর বলিলেন,—"বাবা! আমার ব্যবস্থা মন্দ মনে করিও না। আমি তোমারই মঙ্গলের জন্য শয়নে স্বপনে ব্যস্ত থাকি। এক্ষণে যাও, কল্য গাত্রহরিদ্রা, এরূপ সময়ে বাটীর বাহির হইতে নাই। গর্ভ-ধারিণীর নিকট গিয়া আহারাদি কর। তাহার পর অধিক রাত্রি না করিয়া শয়ন করিও, নারায়ণের কৃপায় শরীরটা ভাল থাকিলেই পরম লাভ।"

পুত্র পিতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং আপনাকে সর্ব্বতোভাবে কর্তৃত্ব ও দায়িত্ববিহীন মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন।

সকল কথা বাহুল্যরূপে বলিবার প্রয়োজন নাই। অতি সমারোহে রাজকন্যার সহিত বীরেন্দ্রনাথের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। কোন সময়ে কোন কার্য্যে বীরেন্দ্রনাথ অণুমাত্র অনিচ্ছা বা অপ্রবৃত্তি প্রকাশ করিলেন না। যখন যেরূপ কার্য্য করিবার নিমিত্ত তিনি আদিষ্ট হইলেন, তৎক্ষণাৎ অবিচলিতভাবে তাহা সম্পন্ন করিলেন। শুভদৃষ্টির সময় তাঁহার চক্ষু স্বতঃ জলে আপ্লুত হইল; সুতরাং তিনি রাজকন্যার বদন দর্শন করিতে পাইলেন না।

বিবাহের পর অতি শোভাময় দীপাবলিপ্রদীপ্ত উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম সুন্দর কক্ষে বর কন্যা প্রবেশ করিলেন; বহু ধনশালিনী, অলঙ্কারধারিণী, বিবিধ-বয়স্কা নারী তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া, নানাবিধ রঙ্গ রস করিতে লাগিলেন। সবিস্ময়ে বীরেন্দ্রনাথ তখন অনুভব করিলেন, তাঁহার নবোঢ়া পত্নী পরিমাণাতীত মাংসের সমষ্টিমাত্র। বীরেন্দ্রনাথ শুনিয়াছিলেন, তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ; কিন্তু তাঁহার মনে হইল, এই নারীর পরিণত অবয়বপ্রাপ্তির বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন, রাজকন্যা নিতান্ত লজ্জাহীনা। নিকটস্থ নারীগণ তাঁহাকে বার বার মাথায় কাপড় দিতে ও মুখে অবগুণ্ঠন দিতে উপদেশ দিতেছে; কিন্তু সুশীলা-সুন্দরী সে উপদেশে কর্ণপাতও করিতেছেন না। তিনি সমবয়স্কাগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতেছেন, উচ্চরোলে হাস্য করিতেছেন এবং কখন বা কাহার ঘাড়ে পড়িয়া, কখন বা কাহার

কান মলিয়া অথবা কাহাকেও গালি দিয়া অশিষ্টাচার করিতেছেন। বীরেন্দ্রনাথ আরও বুঝিলেন যে, যাঁহাকে সুন্দরী বলিয়া লোক উল্লেখ করিয়াছে, তাঁহার রং কটা বটে, কিন্তু তিনি কুৎসিতার একশেষ।

তখনই বীরেন্দ্রনাথের মনে হইল যে, এরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে তাঁহার কোন অধিকার নাই; অবিচলিতচিত্তে পিতার মনোরঞ্জন করাই তাঁহার ধর্ম্ম। পিতা সুশীলাকে রূপবতীর পরাকাষ্ঠা বলিয়া জানিয়াছেন, তখন বীরেন্দ্রনাথও সেইরূপ মনে করিতে বাধ্য।

পরদিন বর-কন্যা মহা ধূমধামে তারাপুর হইতে শ্যামপুরে আসিলেন। বিবাহের সময় দুই তিন দিন, তাহার পরে কখন কখন কোন কোন বিশেষ কর্ম্ম উপলক্ষে দুই এক দিন ব্যতীত সুশীলা শ্বশুরালয়ে আসিবেন না স্থির ছিল। তাঁহাকে বিদায় প্রদানকালে রাজা, রাণী এবং অনুগত দাস-দাসী সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইল। সুশীলার সঙ্গে অনেক দাসী আসিল, অনেক আসবাব আসিল, অনেক বস্ত্রালঙ্কার আসিল।

বেণীমাধবের মনস্কাম পূর্ণ হইল। তিনি রাজ-বৈবাহিক, তাঁহার পুত্র রাজ-জামাতা। প্রভূত ধনরত্ন, বসন-ভূষণ ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী তিনি লাভ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে তাঁহার পুত্র গণনীয় ধনবান্‌রূপে পরিগণিত হইবেন।

নববধূকে দেখিবার নিমিত্ত দেশশুদ্ধ লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল, কিন্তু কেহই প্রীত হইল না। সম্মুখে সকলেই 'তা বেশ, তা বেশ' বলিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু অতি অল্পসময়মধ্যেই সর্ব্বত্র ভয়ানক নিন্দা উঠিল। সম্পর্ক ধরিয়া অনেকে বলিল, 'এ বোধ হয় বীরেনের শাশুড়ী,' কেহ বা বলিল, 'মানুষ কি কটা রঙ্গের মহিষ, বুঝা যায় না,' কেহ বা বলিল, 'এই মেয়ের বয়স তের বৎসর হইলে বুঝিতে হইবে, তেরর অর্থ তিপান্ন,' কেহ বা বলিল, 'মেয়েমানুষ এরূপ কদাকার কখনই দেখা যায় না,' অনেকেই বলিল, 'ধনের লোভে এই পাত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া বেণীমাধব ছেলের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন।' নিন্দায় দেশ ছাইয়া পড়িল।

রাজকন্যার ব্যবহারও অতি তীব্র সমালোচনার বিষয় হইল। তিনি স্বাধীনা, লজ্জাহীনা, অপ্রিয়-ভাষিণী এবং নিষ্ঠুরস্বভাবা। এইরূপ কথা গ্রামের লোকের মুখে মুখে চারিদিকে প্রচার হইল। দ্বিতীয় দিনে রাজকন্যা এক পরিচারিকাকে জল আনিতে আদেশ করিয়াছেন, কর্ম্মের বাড়ীতে জল সংগ্রহ করিয়া আনিতে দাসীর একটু বিলম্ব হইয়াছিল। সে জল আনিলে রাজকন্যা সেই জলের গ্লাস তাহার মুখের উপর ছুড়িয়া দিয়াছিলেন, সে জন্য দাসীর এতই গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাহাকে সেই স্থানে ঘুরিয়া পড়িতে হইয়াছিল; আর মারিয়াও রাজকন্যার সন্তোষ হয় নাই; অতি উচ্চৈঃস্বরে কুৎসিত ভাষায় এত গালাগালি দিয়াছিলেন যে, তাঁহার কণ্ঠস্বর অন্দরমহল অতিক্রম করিয়া বাহিরেও গিয়াছিল। সহসা কোন বিপদ্ হইল মনে করিয়া 'কি হইল, কি হইল' শব্দে অতিশয় উৎকণ্ঠিতভাবে বেণীমাধবকে ছুটিয়া বাটীর মধ্যে আসিতে হইয়াছিল।

বিবিধ নিন্দা নানাভাবে বেণীমাধবের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। গৃহিণী কাঁদিয়া তাঁহাকে বিরলে বলিলেন,—"এই রাক্ষসীর নিশ্বাসে আমার ছেলে এক দিনও বাঁচিবে না। তুমি কাহারও নিষেধ না শুনিয়া ধনের লোভে আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ঘটাইলে।"

বেণীমাধব মনে মনে সকলই বুঝিলেন; পুত্রের একান্ত অনিচ্ছা, গৃহিণীর আপত্তি, সকলই তাঁহার মনে হইল। কিন্তু এখন আর সে অতীতের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অবিবেচনার কথা স্বীকার করিতেও তাঁহার এখন ইচ্ছা হইল না; তিনি গৃহিণীকে বলিলেন,—"রাজার মেয়ে—একমাত্র মেয়ে, কাজেই একটু প্রখরা হইতে পারে, এক দিন দেখিয়াই ভাল-মন্দ বুঝা যায় না। কিছু—রাগী—তাহাতে আমাদের ক্ষতিই বা কি? কিছু মোটা—তা রাজকন্যা মোটা না হইলে মানায় কি! তুমি উতলা হইও না।"

গৃহিণী বলিলেন,—"মায়ের প্রাণে যে কত ভাবনা, তাহা তুমি কি বুঝিবে? এই রাক্ষসীর হিতাহিত-জ্ঞান নাই। ইহার নিকট ছেলেকে একলা থাকিতে দিতে আমার কখনই ভরসা হয় না। কোন কারণে সামান্য বিরক্ত হইলেও আমার সর্ব্বস্বধন বীরেন্দ্রকে হয় তো টিপিয়াও মারিয়া ফেলিতে পারে।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"ছি ছি! সে ভয় কেন করিতেছ? স্বামীর গায়ে কেহ কখন হাত তুলিতে পারে কি? তুমি এখন অন্য কাজে যাও। আমি নিশ্চয়ই সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিব।"

বেণীমাধব প্রস্থান করিলেন। তিনি পুত্র-গত-প্রাণ। পুত্রের ইষ্ট-সাধন-আশায় তিনি চিরদিনের

সত্য-বন্ধন ছিঁড়িয়াছেন, বন্ধুত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, সকলের নিকট নিন্দাভাজন হইয়াছেন এবং এক ধর্ম্মশীলা কুলবালার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন। কিন্তু এই সকল পাপাচরণেও তাঁহার চিত্ত একবারও ব্যথিত হয় নাই। নববধূ কুরূপা ও উগ্রস্বভাবা শুনিয়াও তিনি বিচলিত হন নাই; কিন্তু এক্ষণে পত্নীর মুখে সন্তানের জীবনাশঙ্কার কথা শুনিয়া তাঁহার প্রাণে বিষম আঘাত লাগিল। তখন তিনি আপনার কার্য্যকে আপনি মনে মনে নিন্দা করিতে লাগিলেন। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি, তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

—

একাদশ পরিচ্ছেদ

বীরেন্দ্রনাথের অনেক সমবয়স্ক সখা নব-বধূর রূপের বিবিধ বিচিত্র বর্ণনা এবং অত্যদ্ভুত প্রকৃতির সুন্দর সমালোচনা নবীন জামাতাকে বার বার শুনাইতেছেন। কিন্তু বীরেন্দ্র এই সুহৃদগণের কৃত বর্ণনা শুনিয়া এবং অনেক ব্যাপার স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে, পিতৃদেবের ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। সেই ব্যবস্থার দোষ দর্শন করিতে বীরেন্দ্রের কোন অধিকার নাই। বীরেন্দ্রনাথের শরীর ও মন পূর্ব্ব হইতেই কাতর ও অবসন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার অবস্থা আরও মন্দ হইয়া উঠিল। তাঁহার দেহের পাণ্ডুতা, শীর্ণতা ও অবসাদ-গ্রস্ত ভাব বাড়িতে থাকিল। জননী বিবাহের পরদিনই পুত্রের এইরূপ ভাব লক্ষ্য করিলেন; পিতাও বুঝিলেন যে, তাঁহার শরীর ক্রমেই অতিশয় মন্দ হইতেছে। বিবাহের গোলটা কাটিয়া গেলেই একবার ডাক্তারবৈদ্য দ্বারা পুত্রের অবস্থা পরীক্ষা করাইতে হইবে।

আজি ফুলশয্যা। বিবাহের পর পতি-পত্নীর প্রথম পরিচয়ের আজ শুভ সুযোগ। কিন্তু আজ পাত্রের মুখে আনন্দের হিল্লোল নাই, উৎসাহের আবেগ নাই এবং আসক্তির উচ্ছ্বাস নাই। তিনি কর্ত্তব্যের দাস, পিতা-মাতা যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই করিতে হইবে; ভাল মন্দ বুঝিতে বা বিচার করিতে তাঁহার কোন প্রবৃত্তি নাই।

পাত্রী অতিশয় অসন্তুষ্টা। তাঁহাকে বিনোদিত করিবার নিমিত্ত শ্বশুর-বাটীতে যত কিছু আয়োজন হইয়াছে, সকলই অতি সামান্য ও তুচ্ছবোধে তিনি উপেক্ষা করিতেছেন। শ্বশুর এবং শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের সহিতও তিনি রুক্ষ ভাষায় কথা কহিতেছেন এবং দরিদ্র লোকেরা রাজকন্যার আদর জানে না বলিয়া প্রকাশ্যভাবেই সকলকে বিদ্রূপ করিতেছেন।

শাশুড়ী বড়ই চিন্তিতা; শ্বশুর মুখে না হইলেও মনে মনে অতিশয় ভাবনাযুক্ত। সকলেরই ভাবনা যে, নববধূ হয় তো নিতান্ত অসদ্ব্যবহারে বীরেন্দ্রনাথকে অতিশয় মর্ম্মাহত করিবেন, ধর্ম্মে ধর্ম্মে আজিকার রাত্রিটা কাটিলে হয়।

রাত্রি আসিল। বীরেন্দ্রনাথ শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিতে আদিষ্ট হইলেন; স্ত্রীলোকেরা বর-বধূকে লইয়া এ সময়ে যে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা সমাপ্ত হইল। সকলে চলিয়া আসিল। সেই কক্ষে নববিবাহিতা দম্পতি ভিন্ন আর কেহই থাকিল না।

প্রথমে সুশীলা কথা কহিলেন; বলিলেন,—"তুমি না কি আমার সহিত বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলে?"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"আমি জানিতাম না—আমি বুঝিতে পারি নাই যে, এ সম্বন্ধে কোনরূপ ইচ্ছা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে আমার অধিকার নাই। অনিচ্ছা প্রকাশ করায় আমার অন্যায় হইয়াছে।"

সুশীলা বলিলেন,—"শুনিয়াছি, এই গ্রামের এক গরীবের মেয়েকে তুমি বড় ভালবাস, সেই জন্যই আমাকে বিবাহ করিতে তোমার ইচ্ছা হয় নাই।"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"সে কথা আর তুলিবার কোন আবশ্যক নাই। আমি পূর্ব্বে কাহাকে ভাল-বাসিতাম বা না বাসিতাম, এক্ষণে সে কথার আলোচনায় আর কোন ফল নাই। আমি তোমাকে বিবাহ করিয়াছি; তোমার উপর তুষ্ট থাকাই আমার এক্ষণে আবশ্যক।"

সুশীলা বলিলেন,—"তুমি তুষ্ট থাক বা না-থাক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। যে গরীবের মেয়ের প্রেমে তুমি আমাকে অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিয়াছিলে, আমি তাহাকে একবার দেখিব। তোমার এই সাহস আর অহঙ্কার দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। ইহার উচিত শাস্তি আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি; যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। তোমার সম্মুখেই সে ছটফট্ করিতে করিতে মরিবে। আর তাহার সর্ব্বনাশ দেখিয়া তোমার প্রাণ ফাটিতে

থাকিবে। তাহা হইলেই আমি তুষ্ট থাকিব। তোমার ভালবাসা বা অনুগ্রহ আমি চাহি না।"

বীরেন্দ্র চমকিত হইলেন। এই নারীর নিকট সরলভাবে হৃদয়ের অবস্থা তিনি লোক দ্বারা জানাইয়াছেন মাত্র, কোন অনিষ্ট বা বিরক্তিকর ব্যবহার করেন নাই, তথাপি তাঁহার এই নববধূ আজি এই শুভ-সম্মিলনের প্রথম দিনে—প্রথম সম্ভাষণকালে—কি ভয়ানক প্রকৃতির পরিচয় দিতেছে! স্বামীর প্রতি কি উপেক্ষা, কি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছে! বীরেন্দ্রের মনে অতিশয় ক্রোধ হইল; ভাবিলেন, ইহার সমুচিত উত্তর দিয়া আপনার প্রাধান্য স্থাপন করা আবশ্যক। কিন্তু তখন মনে হইল, যদি এই দুষ্টা নারী গোল করে, চীৎকার করে বা একটা বিষম কাণ্ড বাধাইয়া তুলে, তাহা হইলে পিতা হয় তো অসন্তুষ্ট হইবেন। পিতার ইচ্ছায়, পিতার সন্তোষের জন্য এই বিবাহের নিগড় তিনি চরণে পরিয়াছেন। হিতাহিত-বিবেচনায় তাঁহার কোন ফল নাই। ধীরভাবে সমস্তই সহ্য করিতে তিনি বাধ্য; বীরেন্দ্রনাথ নীরবে সুশীলার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

সুশীলা বলিলেন,—"কি দেখিতেছ? আমার মুখ দেখিয়া তোমার সেই প্রণয়িনীর মুখ মনে পড়িতেছে কি? শুনিয়াছি, সে চরিত্রহীনা; ছোট লোকের মেয়েরা অনেক স্থলেই এইরূপ হয়। আমি সেই চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকের স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছি; ধিক্ আমাকে!"

বীরেন্দ্রনাথ একটু বিরক্তভাবে বলিলেন,—"তোমার কথা বড়ই অন্যায় হইতেছে। যাহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার কথা কেন তুলিতেছ? কোন ভদ্রলোকের কন্যার সম্বন্ধে এইরূপ অন্যায় মতামত প্রকাশ করিতে তোমার কোন অধিকার নাই। এ সম্বন্ধে তুমি সাবধান হইয়া কথা কহিলেই আমি সুখী হইব।"

সুশীলা হা হা শব্দে উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন,—"বটে! তোমার হুকুমমত চলিতে পারিলেই তুমি সুখী হইবে, কেমন? কি সৌভাগ্য আমার! দেখিতেছি, তোমার বুদ্ধি বড় কম; তোমার সুখ সন্তোষের জন্য আমি তোমার বাঁদী হইয়া থাকিব না কি? তোমাকে আমি বিবাহ করিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার নিকট আত্মবিক্রয় করি নাই। তোমার রাগ বা বিরাগে আমার কোনই লাভ-লোকসান নাই।"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"বেশ! আমার সহিত সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে তোমার ইচ্ছা না থাকিলে আমার কোন হাত নাই। তুমি ইচ্ছামত কার্য্য করিবে, আমি তাহাতে বাধা দিয়া তোমাকে আর বিরক্ত করিব না। আমি কেবল বলিতেছিলাম, এক জন ভদ্রকুল-বালার অনর্থক কুৎসা করা তোমার উচিত হয় না।"

সুশীলা ব্যস্ততা সহ বলিলেন,—"খুবই উচিত হয়। একদিনেই দেখিতেছি, তুমি দুনিয়ার মালিক হইয়া বসিতে চাহ। তোমার এই দুর্ব্যবহারের জন্য তোমার সেই ব্যভিচারিণী প্রণয়িনীর কথা নিরন্তর কহিয়া তোমাকে কষ্ট দেওয়াই আমার উচিত। তাহার কথায় তোমার প্রাণে এত লাগে, তাহার নিন্দা শুনিতে এত বুক ফাটে, তোমার অন্তর এত কাঁদে, ইহা জানিতে পারিয়া ভালই হইয়াছে। আমি তোমাকে উচিত শিক্ষা দিবার পথ পাইয়াছি। আর তোমার সমক্ষে সেই কুলটার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া তোমাকে আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদাইবার পথ পাইয়াছি!"

বীরেন্দ্র অবাক্। নারীর এ কি ভয়ানক প্রকৃতি! নববধূর কি পৈশাচী প্রবৃত্তি! এই দুর্ব্বৃত্তা বাস্তবিকই অনর্থপাত করিতে পারে, এ হয় তো সরোজিনীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটাইতে পারে এবং তাহার হস্তে হয় তো বীরেন্দ্রনাথের জীবনান্তও হইতে পারে। বীরেন্দ্রনাথ মনে মনে বলিলেন, "পিতঃ! তোমার ইচ্ছা-পালনের জন্য আমি তোমার এই সাধের পুত্রবধূর হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ইহার সহিত সংসার-ধর্ম্ম করিতে আমি নিতান্তই অক্ষম হইব। যাহা আমার সাধ্য করিব, যাহা সাধ্যাতীত, তাহা পারিব না। তুমি আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, দয়া করিয়া অধম সন্তানের হৃদয়-ভাব বুঝিয়া তাহাকে ক্ষমা কর!"

সুশীলা আবার জিজ্ঞাসিলেন—"কথা কহিতেছ না যে? চুপ করিয়া রহিলে যে?"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"কি কথা কহিব? যাহা বলিতেছি, তাহাতেই তুমি বিরক্ত হইতেছ, এ অবস্থায় কথা না কহাই মঙ্গল।"

সুশীলা অতিশয় বিরক্তির সহিত বলিলেন, "কি অহঙ্কারের কথা! কেন? আমি কি তোমার সহিত কথা কহিবার যোগ্যা নহি? আমি রাজার মেয়ে, এরূপ ছোট ঘরে কখনই রাজবাড়ীর মেয়েরা পড়ে নাই। তুমি আপনার অবস্থা ভুলিয়া যাইতেছ। আমার সহিত বিবাহ হওয়ায় তোমার যে যেখানে আছে, সকলেই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেছে; তোমার

পিতা সামান্য লোক। অনেক বিনয় করিয়া, পিতার অনেক হাতে পায়ে ধরিয়া এই বিবাহ ঘটাইয়াছে। আর আজি কি না তুমি স্বচ্ছন্দে বলিতেছ, আমি তোমার সহিত কথা কহিবার অযোগ্যা!"

বীরেন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; পিতৃ-নিন্দা, পিতার অপমানের কথা তাঁহার হৃদয়ে শেলের ন্যায় আঘাত করিল।—যে পিতার সন্তোষের জন্য তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বোধ-বিরহিত হইয়া সতত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রস্তুত, পত্নীর মুখে সেই পিতার নিন্দা! ঘৃণায়, অভিমানে বীরেন্দ্রের বুক ফাটিতে লাগিল; তৎক্ষণাৎ পদাঘাত সেই স্থূলকায়া অহঙ্কৃতা অপ্রিয়ভাষিণীর মুখ ছিঁড়িয়া দিতে তাঁহার একান্ত বাসনা হইল, কিন্তু পাছে এরূপ কার্য্যে পিতা অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে বীরেন্দ্রনাথ অপরিসীম ধৈর্য্য-সহকারে নিরস্ত থাকিলেন। কেবল বলিলেন,—"যে আমার পিতার নিন্দা করে, আমার পিতাকে সামান্য লোক বলিয়া মনে করে, তাহার সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখা আমার উচিত নহে। আমি এ বিষয়ের কর্ত্তা হইলে এখনই উচিত ব্যবস্থা করিতাম। আমার পিতৃদেবতা ইহার কর্ত্তা, তাঁহার নিকট সমস্ত কথা আমি নিবেদন করিব; তাহার পরে যেরূপ হয় হইবে।"

সুশীলা হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"তবে দেখিতেছি, আমার কালই ফাঁসী হইবে। আমার পিতাকে দেশত্যাগী হইতে হইবে। দেখিতেছি, তুমি অতি অসভ্য। আমি মনে করিয়াছিলাম, কুকুর পোষার মত তোমাকে ক্রমে পোষ মানাইয়া পুষিতে পারিব। বুঝিলাম, সে সৌভাগ্য তোমার অদৃষ্টে নাই। আমি তোমার সহিত আর কথা কহিতে চাহি না। তুমি এখনই তোমার বাবাকে বলিয়া আমার ফাঁসীর ব্যবস্থা করিতে যাও!"

ক্রোধে, ঘৃণায়, আত্মগ্লানিতে বীরেন্দ্রের হৃদয় উন্মত্তের ন্যায় অস্থির হইল, টলিতে টলিতে তিনি সেই নববধূর কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং তথায় একটা রেলের উপর মাথা রাখিয়া কাতরভাবে রোদন করিতে থাকিলেন।

এইরূপ দিনে নব-দম্পতির প্রথম কিরূপ আলাপ হয়, ইহা শুনিবার নিমিত্ত কক্ষের চারিদিকে পুরনারীরা অপেক্ষা করিতে থাকেন। আজি এই নবীন-যুগলের কথাবার্ত্তা শুনিবার নিমিত্ত সকল বাতায়নমুখে, সকল দ্বার-পার্শ্বে বহু নারী অপেক্ষা করিতেছিলেন; সুশীলা অস্ফুটস্বরে কথা কহেন নাই, দম্পতির প্রত্যেক কথা সকলেই সুন্দররূপে শুনিতে পাইয়াছিলেন। বীরেন্দ্রের জননীও কতক লোকমুখে, কতক বা স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন। তিনি কপালে করাঘাত করিয়া রোরুদ্যমান পুত্রের হস্তধারণ করিলেন এবং কক্ষান্তরে লইয়া তাঁহাকে শয়ন করাইলেন।

সেই রাত্রিতে বীরেন্দ্র নিদ্রিত হওয়ার পর তাঁহার জননী কর্ত্তাকে সকল কথা জানাইলেন। পরদিন প্রাতে নানা লোকের মুখে নানা ভাবে এই সকল কথা বেণীমাধবের কর্ণে প্রবেশ করিল। অনেকে বলিল, "টাকার লোভে বেণী বোস সোনার চাঁদ ছেলের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। অনেকে বলিল, "চিরদিনের বন্ধুত্ব, দশ বৎসরের সম্বন্ধ, সব ভাঙ্গিয়া যখন এই কাজ করিয়াছে, তখনই আমরা জানি যে, ইহার ফলে সর্ব্বনাশ হইবে।" কেহ কেহ বলিল, "এ বউকে ছাই পাতিয়া কাটিতে হয়।" আর কেহ কেহ বলিল, "ঝাঁটা মারিতে মারিতে ইহাকে দূর করিয়া দেওয়া উচিত।"

প্রাতে রাজার বহু লোক এই নবীনযুগলকে লইয়া যাইতে আসিল। বেণীমাধব তাহাদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিকে বলিলেন,—"রাজকন্যাকে তোমরা লইয়া যাইতে পার। আমার পুত্রকে আমি সেখানে যাইতে দিব না। আমি রাজকন্যাকে পুত্রবধূরূপে আর কখন গ্রহণ করিব না।"

লোকেরা অনেক বাদানুবাদ করিল; কিন্তু বেণীমাধব কোনমতেই মতপরিবর্ত্তন করিলেন না। অগত্যা তাহারা শেষে রাজকন্যাকে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। প্রস্থানকালে শ্বশুর, শাশুড়ী বা স্বামী, কাহার সহিত সুশীলার সাক্ষাৎ হইল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অতি বিষম মনস্তাপ হইয়াছে। চন্দ্রকান্তের হৃদয়ে বড়ই অসহনীয় ক্লেশের উদ্ভব হইয়াছে। সত্য সত্যই বীরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়া গেল, সত্য সত্যই বেণীমাধব এত দিনের আত্মীয়তা ধ্বংস করিলেন, সত্য সত্যই তিনি এত দিনের পাকা সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলেন, সুতরাং মনে অতিশয় ক্লেশ হইবারই কথা।

বীরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইল, কিন্তু তদুপলক্ষে

চন্দ্রকান্তের নিমন্ত্রণ হইল না। তিনি কোনই অপরাধ করেন নাই, কোন পাপে সমাজচ্যুত হন নাই। বেণীমাধবের এরূপ ব্যবহারের পরও তাঁহার সহিত কোন বিসংবাদ ঘটে নাই; তথাপি এই বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার আহ্বান হইল না। কাজটা বড়ই অপমানজনক বলিয়া মনে হইল।

লোকের নিকট বেণীমাধব ব্যক্ত করিয়াছেন, এ বিবাহে উপস্থিত হইলে চন্দ্রকান্তের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি হইবে। কারণ, যে ঘনিষ্ঠতা তাঁহারই সহিত ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় চন্দ্রকান্তের হৃদয় নিশ্চয়ই কাতর হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় তিনি সন্তুষ্টচিত্তে উৎসবে মিলিত হইতে পারিবেন না, বরং দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শুভকর্ম্মে অমঙ্গলের সূচনা করিবেন। বেণীমাধবের এইরূপ উক্তি নিতান্ত হৃদয়হীন হইয়াছে। সর্ব্বোপরি বেণীমাধব আরও ভয়ানক হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। সরোজিনী বিবাহ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করায় এবং বীরেন্দ্র বিবাহের পূর্ব্বে আবার আসিয়া সরোজিনীর সহিত সাক্ষাৎ করায়, বেণীমাধব অনেক দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এবং সরোজিনীর সচ্চরিত্রতার উপর কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন। নিরীহ, নির্ব্বিরোধী, সরলস্বভাব চন্দ্রকান্তের হৃদয়ে বড়ই গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে।

চন্দ্রকান্তের আকার-প্রকারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার বদন সতত বিমর্ষ এবং তিনি যেন অতিশয় চিন্তাক্লিষ্ট হইয়াছেন, স্কুলে যাতায়াত সমানই চলিতেছে, দেশের লোকের সম্পদ্ ও বিপদে তিনি সমানই ব্যবহার করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে বা তাঁহার সহিত কথা কহিলে তাঁহাকে যেন রূপান্তরিত মনুষ্য বলিয়া মনে হইয়া থাকে। সরোজিনী বিবাহ করিতে সম্মত হইলে চন্দ্রকান্তের এরূপ উদ্বেগ থাকিত না, হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে একটু লজ্জার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাও দূর হইত।

লোকে তাঁহাকে নানা কথা বলিতেছে, অনেকের কথা শুনিয়া তিনি বুঝিয়াছেন, যেরূপে হউক, এখন কন্যার বিবাহ না দেওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে বিবাহ হইবে বলিয়া অবধারিত ছিল, তাহা যখন ঘটিল না, তখন কন্যাকে আর একদিনও অবিবাহিতা রাখা উচিত নহে। কন্যা বিবাহে আপত্তি করিতেছে, তাহা শুনিয়া নিরস্ত থাকা পিতার অনুচিত। এখনই বিবাহ না দিলে, কিছু দিন পরে হয় তো বিবাহ দেওয়া অসম্ভব হইবে, হয় তো নানা নিন্দার কথা উঠিবে এবং হয় তো কন্যার কোন দোষ আছে মনে করিয়া কোন ব্যক্তি বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইবে না। স্ত্রীলোকেরা এমনও বলে যে, সরোজিনীর জননী থাকিলে কখনই এরূপ ঘটিত না। কন্যার অনিচ্ছা শুনিয়া মা কখনই স্থির থাকিতে পারিতেন না। যেমন করিয়া হউক, নিশ্চয়ই বিবাহের যোগাযোগ করিতেন।

অনেকে এরূপ বলিতেছে যে, নৃসিংহবাবুর ন্যায় সম্ভ্রান্ত পাত্রকে ছাড়িয়া দেওয়া বড়ই অন্যায় হইয়াছে। অধিকবয়স্কা পাত্রী বিবাহ করিতে অনেকেরই আপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু নৃসিংহবাবুর বয়স বেশী হইয়াছে, এ জন্য অধিকবয়স্কা পাত্রীই তাঁহার আবশ্যক। সকলের সকল কথা শুনিয়া চন্দ্রকান্ত বুঝিয়াছেন যে, সরোজিনীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বিচার করার প্রয়োজন নাই। যেরূপে হউক, অবিলম্বে কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে তিনি বাধ্য। নতুবা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই অনেক অনর্থের উদ্ভব হইবে।

চন্দ্রকান্ত স্থির করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং নৃসিংহবাবুর নিকট যাইবেন, অথবা কোন বিশ্বাসী আত্মীয় লোককে পাঠাইবেন। সরোজিনীকে কোন কথা জানাইবার প্রয়োজন নাই, তাহার কোন কথা শুনিবার আবশ্যক নাই। যদি কৌশল করিয়া বা বলপ্রয়োগ করিয়াও বিবাহ দিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী চন্দ্রকান্ত স্কুলে বসিয়া ছাত্রদিগকে পড়া বলিয়া দিতেছেন। বালকগণ ইদানীং তাঁহাকে একটু অন্যমনস্ক বলিয়া বুঝিয়াছিল, এইরূপ অপবাদ চন্দ্রকান্তেরও কর্ণগোচর হইয়াছিল; এই নিন্দা দূর করিবার নিমিত্ত চন্দ্রকান্ত কর্ত্তব্য-সাধনে হৃদয়কে নিবিষ্ট করিয়া এবং আন্তরিক দুশ্চিন্তা দূর করিয়া আগ্রহ সহকারে পাঠ বলিয়া দিতেছিলেন, এইরূপ সময়ে এক ভদ্রবেশধারী অপরিচিত পুরুষ বিদ্যালয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। চন্দ্রকান্তকে অগত্যা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া সেই ভদ্রলোকের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ভদ্রলোক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যালয়ের অঙ্গনস্থ আম্র বৃক্ষমূলে বসিলেন।

এই ভদ্রলোক নৃসিংহবাবুর কর্ম্মচারী। তাঁহারই আজ্ঞায় এখানে সমাগত। নৃসিংহবাবু সরোজিনীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত অতিশয় আগ্রহান্বিত। যদি পাত্রীর পিতা বিবাহ দিতে সম্মত থাকেন, তাহা হইলে নৃসিংহবাবু সকল প্রকার অবিহিত বা বিহিত উপায় অবলম্বন করিয়া সরোজিনীকে বিবাহ

করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত আছেন। সদ্ব্যবহার দ্বারা, ধন-সম্পত্তিপ্রদান দ্বারা, প্রণয় প্রদর্শন দ্বারা—যেরূপে হউক, তিনি সরোজিনীকে লাভ করিবার নিমিত্ত একান্ত আগ্রহান্বিত।

আগন্তুকের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া চন্দ্রকান্ত আনন্দিত হইলেন। তখন তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ হইল। দেশে বিবাহ না দিয়া পাত্রীকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া বিধেয় বলিয়া চন্দ্রকান্ত স্থির করিলেন। কারণ, এখানে নৃসিংহ-বাবুর মত লোকের আসিয়া দুই চারি দিন থাকিবার স্থান হইবে না এবং নানা প্রকার কষ্ট ও অসুবিধা হইবে। সরোজিনী বিবাহ করিব না বলিয়া গোল তুলিলে স্বগ্রামে যেরূপ অপমানজনক ব্যাপার হইতে পারে, বিদেশে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। একটা বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এ গ্রামে বসিয়া বিবাহ দিতে বা বিবাহের কথা কহিতে চন্দ্রকান্তের আর ইচ্ছা নাই। আগন্তুক ভদ্রলোকেরও এইরূপ অভিপ্রায়! নৃসিংহ-বাবুকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত এ গ্রামে আসিতে না হইলেই ভাল হয়।

পরামর্শ বেশ পাকাপাকি রকমের হইল। স্থির হইল, চন্দ্রকান্ত কোন কৌশলে মা ও মেয়েকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে নবদ্বীপ যাইবেন। পথে কৃষ্ণনগরে নৃসিংহ-বাবুর বিশাল অট্টালিকায় তাঁহারা এক দিন বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত উঠিবেন। সেই দিনই হউক বা তাহার পরদিনই হউক, বিবাহ হইয়া যাইবে। সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা স্থির করিয়া ভদ্রলোক প্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রকান্ত বুঝিয়া দেখিলেন, ইহার অপেক্ষা সুন্দর পরামর্শ আর কিছুই নাই। কোন দিকে কোন বিপদের সম্ভাবনা তিনি দেখিলেন না, কৃষ্ণনগর সহর জায়গা—সেখানে কাহারও দুষ্টবুদ্ধিপ্রযুক্ত নূতন বিপদ্ ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। বড় আনন্দে চন্দ্রকান্ত সে দিন বিদ্যালয় হইতে বাটীতে ফিরিলেন। মাসীমার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তিনি বড়ই ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু সরোজিনী একবারও কাছছাড়া হয় না। সন্ধ্যার পর সুযোগ হইল। সরোজিনী পাকশালায় পাক করিতে ব্যস্ত থাকিল; সেই সময় চন্দ্রকান্ত বৃদ্ধার সহিত অস্ফুট-স্বরে পরামর্শ স্থির করিলেন। ছলে, বলে বা কৌশলে মেয়ের যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ দেওয়া আবশ্যক, এ বিষয়ে বৃদ্ধার দ্বিমত ছিল না। সুতরাং চন্দ্রকান্তকে বেশী কথা বুঝাইতে হইল না। নৃসিংহ বাবু পরম সৎপাত্র; যেরূপে হউক, তাঁহারই হস্তে সরোজিনীকে সমর্পণ করিতেই হইবে। এ ব্যাপারে কথার একটু আধটু এদিক্ ওদিক্ করিলে কোন পাপ হইবে না বলিয়াই মাসী-মার বিশ্বাস। সরোজিনীকে কোন কথা না জানাইয়া, নবদ্বীপে গঙ্গাস্নানের ওজরে নৌকাযোগে সকলে যাত্রা করিবেন। বৃদ্ধার হৃদয়ভার একটু লঘু হইল।

গ্রাম ছাড়িয়া ভিন্ন স্থানে যাইতে হইতেছে। বিশেষতঃ বিবাহের কথা, এ সময় হাতে কিছু-টাকা থাকা আবশ্যক। মৃত্তিকামধ্যস্থ টাকা সময়মত তুলিয়া রাখিবার নিমিত্ত চন্দ্রকান্তকে বৃদ্ধা আদেশ করিলেন। এবার টাকা-গ্রহণ পক্ষে চন্দ্রকান্ত আর কোন আপত্তি করিলেন না।

পরদিন হইতে বৃদ্ধা গঙ্গাস্নানের কথা তুলিলেন এবং সে জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সরোজিনীর হৃদয় এই সংবাদে একটু ব্যাকুল হইল, কিন্তু তিনি ঠাকুরমার বাসনার বিরুদ্ধাচরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। বীরেন্দ্রনাথ বিবাহ করিয়াছেন, উৎসবে গ্রাম তোলপাড় হইয়াছে, নববধূর কুরূপের নিন্দা, তাঁহার দোষের অপযশ প্রভৃতি নানা প্রকার সংবাদ সরোজিনীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু তাহাতে তাঁহার হৃদয় একটুও বিচলিত হয় নাই, তাঁহার শান্তির বাহ্যতঃ কোন অপচয় হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শুনিতে পাইয়াছেন, বীরেন্দ্রনাথ নববধূর দুর্ব্ব্যবহারে অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে রোদন করিতে হইয়াছে। তার পর যে যে কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা শুনিবার নিমিত্ত সরোজিনী কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। বীরেন্দ্রের হৃদয়ে ক্লেশ জন্মিয়াছে, তাঁহার নয়নে অশ্রু আসিয়াছে, এই ভয়ানক সংবাদ সরোজিনীকে অতিশয় ব্যথিত করিয়াছে। যে ভাগ্যবতী পূর্ব্বজন্মের অশেষ সুকৃতিফলে বীরেন্দ্রনাথের চরণ-সেবিকারূপে স্থান পাইয়া আপনার কর্ত্তব্য-পালন করিতে পারিল না, সে মানবী হইলেও রাক্ষসী। সরোজিনী সেই দিন মনে মনে গর্ব্বিতা রাজকন্যাকে শত ধিক্কার প্রদান করিয়াছেন; এই দারুণ দুঃখের পর বীরেন্দ্রনাথ কেমন আছেন, জানিবার নিমিত্ত তাঁহার হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। সেই প্রেমপূর্ণ প্রশান্ত ললাটে অপমানের কালিমা লাগিয়াছে কি না, সেই দেববিনিন্দিত কমনীয় কান্তি ম্লান হইয়াছে কি না, সে আনন্দ-জ্যোতিঃপ্রদীপ্ত নয়নযুগল বিষাদের ছায়া-সমাচ্ছন্ন হইয়াছে কি না, জানিবার নিমিত্ত সরোজিনীর প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। সরোজিনী

তাঁহার সহিত কথা কহিতে চাহেন না, তাঁহাকে নিকটে বসাইতে চাহেন না, কেবল দূর হইতে তাঁহার ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতে চাহেন। এই আশায় আপাততঃ শ্যামপুর ত্যাগ করিতে—এক দিনের জন্যও স্থানান্তরে যাইতে সরোজিনীর ইচ্ছা ছিল না।

আর এক কথা; সরোজিনী বলিয়াছিলেন, তাঁহার মনেও সঙ্কল্প ছিল, যদি কখন বীরেন্দ্রকে সংসারের পেষণে কাতর হইতে হয়, যদি কখন তাঁহাকে দুর্দ্দিনে পড়িতে হয়, তাহা হইলে সরোজিনী তাঁহার নিমিত্ত হৃদয় ঢালিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিবেন। বীরেন্দ্র শত সুন্দরীর মধ্যবর্ত্তী শশধরের ন্যায় বিরাজমান হইলেও সরোজিনীর কোন ক্ষতি নাই। সেই শত সেবিকার তালিকা মধ্যে সরোজিনীর নাম না থাকিলেও তাঁহার কোন আক্ষেপ নাই। বীরেন্দ্র সুখে থাকিলে, তাঁহার প্রাণের সন্তোষ অক্ষুণ্ণ থাকিলেই সরোজিনীর পূর্ণপরিতৃপ্তি। যদি বীরেন্দ্রনাথের সে সুখ না ঘটে—শান্তি নষ্ট হয়, তাহা হইলে সরোজিনী আপনার প্রাণ—আবশ্যক হইলে সেই দেব-চরণে বলি দিতেও প্রস্তুত। এইরূপ দুঃসময়ের সংবাদ সরোজিনী পাইয়াছেন; কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ যখন এখানে নাই, তখন তাঁহার ভাবনায় এখানে বসিয়া থাকা অনাবশ্যক। এরূপ অবস্থায় বৃদ্ধা ঠাকুর-মা যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাতে বাধা দেওয়া অনুচিত।

যাইতেই হইবে। এক বিষয়ে—জীবনে একমাত্র বিষয়ে—পিতার ও ঠাকুরমার বাসনার বিরোধিতা করা হইতেছে। কেবল বিবাহ বিষয়ে তাঁহাদিগের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্মে সরোজিনী প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই, তদ্ব্যতীত কখন কোন বিষয়ে তিনি তাঁহাদিগের মতবিরুদ্ধ কার্য্য করেন নাই। এই গঙ্গাস্নান ব্যাপারে পিতার অতিশয় আগ্রহ, ঠাকুর-মার একান্ত ইচ্ছা, ইহার উপর কোন আপত্তি চলিতে পারে না। যাইতেই হইবে।

কিন্তু হৃদয় প্রসন্ন হইতেছে না, ভয়ের কি কারণ আছে? পিতার সঙ্গে, ঠাকুরমার সঙ্গে যেখানেই কেন হউক না, যাইতে ভয় নাই; তথাপি ভাল লাগিতেছে না। বোধ হয়, জীবনে কখন বাসগ্রাম ত্যাগ করি নাই বলিয়াই মন স্বচ্ছন্দ হইতেছে না।

সুন্দরী মনে মনে মনকে জিজ্ঞাসিলেন, যে গ্রামে বীরেন্দ্রনাথ বাস করেন, সে স্থান ত্যাগ করিতে তোমার আপত্তি আছে কি? মন বলিল, 'আপত্তি যথেষ্ট থাকিলেও দুই এক দিনের জন্য স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে কোন বাধা নাই।' সরোজিনী পুনরায় মনকে জিজ্ঞাসিলেন, 'এখানে পড়িয়া থাকিলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবার, হয় তো তাঁহার সহিত কথা কহিবার সুযোগ হইবে ভাবিয়া; তুমি বুঝি স্থানান্তরে যাইবার কথায় প্রসন্ন হইতেছ না?' মন আবার বলিল,—'এ অনুমান ঠিক নহে। আমি মনে মনে দেখিতেছি। চক্ষুতে দেখিবার, কানে কথা শুনিবার কোন আবশ্যক নাই। সে তো ভোগের কথা, আমি তাহা অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছি।'

গমনবিষয়ে সরোজিনী উদ্যোগী হইলেন। আবশ্যকমত সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সে বৎসর নবদ্বীপ জেলার সদর ষ্টেশন কৃষ্ণনগরে বড়ই সমারোহ ব্যাপার। রাজধানীর ও সমস্ত জেলার উন্নতির নিমিত্ত বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর এক বিশেষ সমিতি প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে জেলার যাবতীয় প্রধান ব্যক্তি আমন্ত্রিত হইয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়াছেন। শোভাময় কলেজ, অট্টালিকার প্রশস্ত অঙ্গনে বিশাল মণ্ডপ বিরচিত হইয়াছে এবং তাহা বিবিধ শোভন পদার্থ দ্বারা সজ্জীভূত হইয়াছে। সহরের সর্ব্বত্র একটা উৎসাহ ও আনন্দ-তরঙ্গ ছুটিতেছে এবং সকলেই সাধ্যানুসারে কায়িক পরিশ্রম বা অর্থব্যয় করিয়া এই ব্যাপার সুসম্পন্ন করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন।

সহরের প্রধান প্রধান অধিবাসিগণ বিদেশাগত নিমন্ত্রিত-ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনার নিমিত্ত বহুপ্রকার আয়োজন করিয়াছেন। উকীল ও জমীদারগণ, মহাজন ও গৃহস্থগণ সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে আগন্তুকগণের সুখ-সংবিধানের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হইয়াছেন। আমাদিগের পরিচিত ও এই কাহিনীর সহিত সংলিপ্ত কয়েক ব্যক্তি এই-ব্যাপারে যোগদান করিবার নিমিত্ত সহরে উপস্থিত হইয়াছেন। তারাপুরের রাজা হরিশ্চন্দ্র সপরিবারে আগমন করিয়াছেন। কৃষ্ণনগরে এক প্রকাণ্ড বাটী তাঁহার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখা হইয়াছে। সেই ভবনে অনেক বন্ধু, রক্ষী, সেবক প্রভৃতিসহ রাজা আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছেন; আমাদিগের সুপরিচিত শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ বসু কৃষ্ণনগরে

আসিয়াছেন। এই উপলক্ষে বেণীমাধব বাবুও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বৈষয়িক প্রয়োজনে এবং মানসিক অসুস্থতা হেতু তিনি স্বয়ং আসিতে না পারিয়া উপযুক্ত পুত্রকে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। বেণীমাধব বাবুর পরিচিত এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীলের বাসায় বীরেন্দ্রনাথের স্থান হইয়াছে। আর আসিয়াছেন, রামনগরের ভূস্বামী শ্রীযুক্ত নৃসিংহরাম ঘোষ মহাশয়। কৃষ্ণনগরের পশ্চিম প্রান্তভাগে জলাঙ্গী নদীর উপর তাঁহার এক মনোহর অট্টালিকা ছিল। প্রয়োজনাধিক অনুচর সঙ্গে লইয়া ঘোষ মহাশয় সেই ভবনে বাস করিতেছেন।

সমিতির উৎসব-ব্যাপার তিন দিনে সমাপ্ত হইল। বিদেশাগত ব্যক্তিগণের অনেকেই প্রস্থান করিলেন। আমরা যে সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা এখনও সহর ত্যাগ করেন নাই।

সন্ধ্যার পরে, পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার একতম কক্ষে নৃসিংহ বাবু একাকী বসিয়া আছেন, ভবন জনপূর্ণ, কক্ষে কক্ষে আলোক-মালা প্রজ্বলিত, তথাপি নৃসিংহরাম একাকী। তিনি বাস্তবিকই পরম রূপবান্, তাঁহার বয়স পঞ্চত্রিংশ। প্রায় চারি বৎসর অতীত হইল, তাঁহার পত্নী স্বর্গলাভ করিয়াছেন; তদবধি বহু ব্যক্তি তাঁহাকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত নৃসিংহবাবু বিবাহ করেন নাই, তাঁহার কোন সন্তানাদিও ছিল না।

কেন এই প্রভূত-বিত্তশালী যুবা পুনরায় বিবাহ করেন নাই, তাহা এক দুর্জ্জেয় রহস্য; অনেকে মনে করে, পত্নী ধর্ম্মসাধনের অন্তরায়, অতএব যদি বিধাতার বাসনায় পত্নীর জীবনান্ত ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরায় সেই নিগড়ে বদ্ধ হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মোন্নতির ব্যাঘাত ঘটাইবার প্রয়োজন নাই। কেহ মনে করে, যে প্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধন ভগবান্ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন, তাহা পুনরায় ধারণ করিলে বিধাতার বিরোধিতা করা হয়। কেহ মনে করে যাহা যায়, তাহা আর আইসে না; সুতরাং যে পরম পদার্থ হস্ত-ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহা পুনঃপ্রাপ্তির যখন সম্ভাবনা নাই, তখন তদ্বিষয়ে তুচ্ছ পদার্থান্তরের গ্রহণ করা অনাবশ্যক। কেহ মনে করে, প্রেম-পাদপ হৃদয়-ক্ষেত্রে একবারই জন্মগ্রহণ করে, তাহা নির্ম্মূল হইলে সে স্থানে আর প্রেমাঙ্কুরের উদ্ভব হইতে পারে না। কেহ মনে করে, এ ভব-রঙ্গভূমি কেবল ভোগেরই স্থান। এক স্থানে আত্মবিক্রয় করিয়া ভোগসুখে বঞ্চিত থাকা মূঢ়ের কর্ম্ম। অতএব যদি মুক্ত হইয়া অবাধ ভোগের রাজ্যলাভ করিয়া থাক, তবে পুনরায় তাহা কাহারও অধীন করিও না। ইত্যাকার বহুবিধ যুক্তির কোন্ কারণে নৃসিংহরাম আর কোন নারীকে আপনার সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন নাই, তাহা আমরা জানি না।

আমরা যাহা জানি, তাহা বলিতেছি—নৃসিংহরাম যোগী নহেন, তিনি ত্যাগী নহেন, অধিকন্তু বিলাসী পুরুষ; তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল নহে, বেশ্যানুরাগ ও সুরাসক্তি এই উভয় কলঙ্কই তাঁহার নামের সহিত বিজড়িত, অথচ তিনি ভোগ-সুখকেই জীবনের পরমাবলম্বনীয় জ্ঞানে তাহার অনুসরণ করেন না এবং তজ্জন্য উন্মত্ত হইয়া আপনার কোন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন না, তবে নৃসিংহরাম বিবাহ করেন নাই কেন, তাহা স্থির করা কঠিন।

এ সম্বন্ধে স্বয়ং নৃসিংহরাম যে কারণ প্রদর্শন করেন, তাহা আমরা এ স্থলে প্রদর্শন করিতেছি। তিনি বলেন, তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র আছে, সেই দুই বালক পিতৃহীন, তাহাদের দ্বারাই পিতৃ-পুরুষের জল-গণ্ডুষের উপায় হইতে পারিবে; সুতরাং দারপরিগ্রহ করিয়া তাহাদের অংশীদার পরিবর্দ্ধন করার চেষ্টা অনাবশ্যক। এই কথাই যথেষ্ট কি না, আমরা বলিতে পারি না।

নৃসিংহরাম লেখাপড়া জানেন, তিনি অধ্যয়নে, বিষয়কর্ম্মের আলোচনায়, পরোপকারসাধনে, সুরা-পানে ও কুসংসর্গে দিনপাত করিয়া আসিতেছেন। এই সকল কোন কার্য্যেই তাঁহার প্রবল অনুরাগ দৃষ্ট হয় না, কোন কার্য্যই ধারাবাহিকরূপে অনুসরণ করিতে দেখা যায় না এবং ইহার কিছুতেই তাঁহাকে অত্যাসক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

এই নৃসিংহরামের সহিত সরোজিনীর বিবাহ দিবার নিমিত্ত বেণীমাধব বাবু উদ্যোগী হইয়াছিলেন। নৃসিংহরামের সহিত পূর্ব্ব হইতে বেণীমাধবের বিশেষ পরিচয় ছিল, অতি কৌশলে সুকৌশলী বেণী বাবু তাঁহাকে একবার বজরা হইতে শ্যামপুরে উঠাইয়াছিলেন এবং কোনরূপ অভিপ্রায় না জানাইয়া সরোজিনীকে দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। যথারীতি দেখা না হইলেও নৃসিংহরাম সরোজিনীকে উত্তমরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন; তাহার পর বেণীমাধবের মুখে সরোজিনীর অনেক অসাধারণ গুণগ্রামের কথা শুনিয়াছিলেন। তদবধি নৃসিংহরামের ধৈর্য্যভঙ্গ হইয়াছে, সরোজিনীকে

দর্শনের পর হইতে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। পাত্রীপক্ষ হইতে আর কোন সংবাদ আসিল না দেখিয়া তিনি স্বয়ং সে জন্য চন্দ্রকান্তের নিকট লোক পাঠাইয়াছেন।

বিবাহে পাত্রীর মত নাই, নৃসিংহ শুনিয়াছিলেন। তথাপি তিনি বিরক্ত হইয়া চিত্ত হইতে সেই সুন্দরীর কথা মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। যখন পাত্রীর পিতা বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন, তখন পাত্রীর মতামত বিবেচনা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। একবার পাত্রীকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই নৃসিংহ যেরূপে হউক, তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার স্থির-বিশ্বাস।

নৃসিংহরামের সকল আয়োজন স্থির হইয়াছে। আজ তাঁহার সেই সাধের সরোজিনী তাঁহারই এই ভবনের একাংশে। চন্দ্রকান্ত মাসী-মা' ও কন্যাকে লইয়া নৌকাযোগে সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এই স্থানে আসিয়াছেন। ভবনের যে অংশে সরোজিনী ও তাঁহার ঠাকুরমা অবস্থান করিতেছেন, তাহার সহিত অন্যান্য অংশের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। তাহার দ্বারাদি সমস্ত রুদ্ধ, নৃসিংহরাম বিশেষ সাবধান; স্বয়ং একবারও সে দিকে যাইবার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার লোক-জনও সে দিকে যাহাতে না যায় তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়াছেন।

নৃসিংহরাম একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন—ব্যবস্থা ঠিকই হইয়াছে; অদ্যই বিবাহ করিতে পারি, না হয় কল্যও হইতে পারে। পিতা ইচ্ছাপূর্ব্বক, আগ্রহসহকারে আমাকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, আমিও পরমানন্দে তাঁহাকে গ্রহণ করিব। কন্যার এ বিষয়ে আপত্তি আছে কি না, তাহা জানিবার কোনই প্রয়োজন নাই; যদি কোন আপত্তি থাকে, তাহা বিবাহের পর নিশ্চয়ই দূর হইয়া যাইবে! কারণ, তখন ফিরিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তখন সরোজিনী নিশ্চয়ই বাধ্য হইয়া আত্মাবস্থায় সন্তুষ্ট হইবেন। আর আমি? আমি প্রাণপণে সেই সুন্দরীকে প্রসন্না করিব। অবশ্যই তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন।'

নৃসিংহরাম আরও ভাবিতেছে, "এইরূপ সুন্দরী জীবনে কখনও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। অনেক সময় অনেক নারীকে সুন্দরী বলিয়া বোধ করিয়াছি, কিন্তু এ সুন্দরীর তুলনায় তাহারা অতি কুৎসিতা। যদি আজীবন এই শোভাময়ীর দাসত্ব করিতে পাই, তাহা হইলে আমি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব।"

নৃসিংহরাম আবার ভাবিতেছেন—"এইরূপ ভাগ্যোদয় হইবে বলিয়াই বোধ হয় এতদিন বিবাহে আমার মতি হয় নাই। এইরূপ ভুবনমোহিনীর সহিত সম্মিলন আমার ভাগ্যে আছে বলিয়াই বোধ হয় কেহই বিবাহের নিমিত্ত আমাকে সম্মত করিতে পারে নাই। সুন্দরী সরোজিনীর অমত; কেন অমত? হউক অমত, কিছুই আমি মানিব না।"

যখন নিভৃতে বসিয়া নৃসিংহরাম এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, সেই সময় চন্দ্রকান্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সমাদরে বসিতে বলিয়া নৃসিংহরাম জিজ্ঞাসিলেন,—"সকলের জল খাওয়া হইয়াছে কি? দাসী দুই জন উপস্থিত আছে তো? শয়নাদির সুব্যবস্থা হইয়াছে?"

আসন গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"সকল ব্যবস্থাই অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা সকলেই সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ হইয়াছি।"

তখন নৃসিংহরাম আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"যে ব্যাপার কন্যার নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন, তাহা আমি ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কথাটা বলা হইয়াছে কি?"

চন্দ্রকান্ত উত্তর দিলেন,—"হাঁ। আমার মা-ঠাকুরাণী সকল কথাই বলিয়াছেন।"

নৃসিংহরাম পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—"কি বুঝিলেন?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন'—"সেই কথা। বিবাহে ভয়ানক আপত্তি—এত প্রবল আপত্তি যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।"

নৃসিংহরাম একটু চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"এ আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াও আপনি বিবাহ দিতে সম্মত আছেন তো?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"নিশ্চয়। আপত্তির কথা আমি বাটী হইতেই জানি। তথাপি যেমন করিয়া হউক, নিশ্চয়ই বিবাহ দিব বলিয়া আসিয়াছি। কোন আপত্তি আমি গ্রাহ্য করিব না।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"উত্তম। কল্য বিবাহ দিতে কোন বাধা নাই?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"কিছু না। যত শীঘ্র কার্য্য শেষ হয়, ততই মঙ্গল; আপনি ধনে, মানে, কুলে অতি প্রার্থনীয় পাত্র, বিশেষতঃ আপনাকে কন্যা দেওয়া আমার গ্রামস্থ আত্মীয়-স্বজনেরও মত। সুতরাং এ বিষয়ে আর কোন জিজ্ঞাস্য নাই। আমি নির্দ্ধন; কন্যা লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত

হইয়াছি; আপনি সন্তুষ্টমনে গ্রহণ করিলেই চরিতার্থ হইব।"

নৃসিংহরাম অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"কেন বিবাহ বিষয়ে আপনার কন্যার এরূপ আপত্তি, তাহা জানিতে বোধ হয়, আমার কোন অধিকার নাই।"

তখন চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

একে একে চন্দ্রকান্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত অকপটে ব্যক্ত করিলেন। সরোজিনীর সহিত বীরেন্দ্রনাথের আন্তরিক সদ্ভাবের প্রসঙ্গ তিনি প্রকাশ করিলেন। সরোজিনী আপনাকে বিবাহিতা বলিয়া জ্ঞান করেন এবং বীরেন্দ্রনাথের সহিত মিলনের আর কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও তাঁহাকে স্বামী বলিয়া মনে করেন, এ সকল কথাও চন্দ্রকান্ত নিঃসঙ্কোচে জানাইলেন।

সমস্ত কথা শুনিয়া নৃসিংহ বলিলেন,—"বুঝিতেছি, আপনার কন্যার প্রকৃতি অতি মহৎ। আমি এ সম্বন্ধে আপনার নিকট একটা অনুগ্রহের প্রার্থনা করিতেছি। আগামী কল্য সায়ংকালে বিবাহ হইবে। এই বিবাহের পূর্ব্বে আমি একবার সরোজিনীর সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করি। আপনার মা-ঠাকুরাণী সে স্থানে উপস্থিত থাকিবেন, দাসীরা সেখানে থাকিবে, আপনিও সেখানে থাকিতে পারেন, আর ইচ্ছা করিলে অন্য লোককেও সেখানে রাখিতে পারেন। আমি কোন মন্দ কথা তাঁহাকে বলিব না, কোন মন্দ ব্যবহারও করিব না, তাঁহার অতি নিকটেও যাইব না, দূর হইতে আমার হৃদয়ের প্রকৃত ভাব তাঁহাকে জানাইব, আমি তাঁহার জন্য কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছি, তাহা বিশেষরূপে বুঝাইব; আমার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে অর্পণ করিব এবং যেরূপে পারি, তাঁহাকে প্রসন্ন করিব। বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহাকে সন্তুষ্ট ও সম্মত করা আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"উত্তম প্রস্তাব; যাঁহার হস্তে কিয়ৎকাল পরেই কন্যাকে চিরদিনের মত সম্প্রদান করিব, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ বা কথাবার্ত্তা কহিতে দিবার কোনই আপত্তি নাই। সেখানে আমার মা-ঠাকুরাণী ব্যতীত আর কাহারও উপস্থিত থাকিতে হইবে না। আপনাকে অবিশ্বাসী লোক বলিয়া বুঝিলে কখনই এই কন্যা লইয়া আপনার ভবনে আসিতে পারিতাম না; কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি কন্যা সন্তুষ্ট হইয়া সম্মতি না দেয়, তাহা হইলে কি হইবে?"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"তাহা হইলেও বোধ হয়, তাহাকে বিবাহ না করিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে। আপনার সম্মতি শিরোধার্য্য করিয়াই বোধ হয়, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিতে বাধ্য হইব।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"তোমার কল্যাণ হউক।"

আরও কিয়ৎকাল বিবিধ কথাবার্ত্তার পর বিশ্রামের নিমিত্ত উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা এক প্রহরের সময় সরোজিনী সেই ভবনের বারান্দায় বসিয়া ঠাকুর-মার সহিত কথা কহিতেছিলেন। এখানে আসিবার পূর্ব্বে সরোজিনী একবারও বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার পিতা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন; ইহা তাঁহার একবারও মনে হয় নাই যে, তাঁহার বিবাহ লক্ষ্য করিয়া পিতা এইরূপ আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহার প্রাণ বারংবার তাঁহাকে আতঙ্কের কথা জানাইয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি পিতা বা ঠাকুর-মার ব্যবহারে তাহার কোনই সমর্থন পান নাই। নৌকা আসিয়া সন্ধ্যার পরে যখন এই ভবনের অনতিদূরে ঘাটে লাগিয়াছে এবং অন্ধকার রাত্রিতে আর অধিক দূর যাওয়া অনাবশ্যক বোধে পিতা যখন এই স্থানে নৌকা রাখিতে আদেশ করিয়াছেন, তখনই সরোজিনীর হৃদয়ে একটা গুরুতর আশঙ্কার উদ্ভব হইয়াছে। তাহার পর এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক বহু দাসদাসী আলোকাদি সহ নৌকা-সমীপে আসিয়া চন্দ্রকান্তকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে নামিবার নিমিত্ত আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিয়াছেন, তখন সরোজিনীর আশঙ্কার মাত্রা অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে।

পিতার অনুরোধে এবং কোনরূপ আপত্তি করা অসভ্যতা ও অনর্থক বোধে দাসীগণের সহিত সরোজিনী ঠাকুর মার হাত ধরিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। সেখানে প্রবেশ করিয়াই সরোজিনী পরিচারিকার মুখে নৃসিংহরাম-বাবুর নাম শুনিতে পাইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে আশঙ্কার পরিমাণ সীমাশূন্যপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ব্যবস্থা সকলই

সুন্দর। কদাপি কোন পুরুষ একবারও সরোজিনীর অধিকৃত ভবনাংশে প্রবেশ করিতেছে না। এমন কি, কাহারও দূরাগত কণ্ঠস্বরও তিনি শুনিতে পাইতেছেন না, সুতরাং তিনি বুঝিয়াছেন, ভবনের যে অংশে পুরুষেরা অবস্থান করেন, এ অংশ তাহা হইতে দূরবর্ত্তী। আরও সরোজিনী দেখিলেন, তাহার দ্বারাদি সমস্তই, যে দিকে তিনি বাস করিতেছেন, সে দিক্ হইতেই সাবধানতা সহকারে নিরুদ্ধ।

বিপদের কোন আশঙ্কা নাই, কিন্তু অন্য কোন বিপদ্ না থাকিলেও, যে বিপদের অপেক্ষা ভয়ানক আর কিছুই নহে, সেই বিপদের প্রসঙ্গ সম্মুখে; নৃসিংহ বাবুর নাম শুনিয়াই সরোজিনী তাহা বুঝিয়াছেন, কিন্তু বিবাহ ঘটিতে পাইবে না, সেই বিষয়ে সরোজিনী কৃতনিশ্চয়।

সেই অপরিচিতপূর্ব্ব স্থানে অল্পকাল অবস্থানের পর সরোজিনীর পিতৃদেব একে একে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন এবং বিবাহে সম্মত হইবার নিমিত্ত কন্যাকে কাতরভাবে অনুরোধ করিলেন। পাত্রের রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির যথেষ্ট বর্ণনা করিলেন এবং এই শুভকর্ম্ম সম্পাদন করিবার অভিপ্রায়েই যে তিনি কন্যাকে লইয়া আসিয়াছেন, তাহাও জানাইলেন। কন্যা সরলভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় পিতার নিকট আপনার অনিচ্ছার কথা ব্যক্ত করিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন, যাহা হইবার নহে, তাহা হইবে না, এ সম্বন্ধে অধিকতর উৎপীড়ন হইলে প্রাণান্ত ঘটিবে।

চন্দ্রকান্ত আর কোন কথা না বলিয়া কন্যার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। কন্যা পিতার সরল-স্বভাব আমূল স্মরণ করিলেন এবং বুঝিলেন, এই সরলতা হেতুই তিনি এইরূপ কঠোর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লোকে তাঁহাকে যেরূপ পরামর্শ দিয়াছে, দশজন তাঁহার মনকে যেরূপ ফিরাইয়া দিয়াছে, তিনি সকল বিষয়েই সেইরূপে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এ ব্যাপারেও তিনি সেইরূপই করিয়াছেন। অনেক স্থলে কন্যা বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও পিতামাতা কৌশলে বলপূর্ব্বক বিবাহ দিয়াছেন এবং পরিণামে তাহার ফল সুখময় হইয়াছে, এরূপ অনেক বৃত্তান্ত সরোজিনীর জানা ছিল, সুতরাং সরলস্বভাব স্নেহময় পিতৃদেব এ সম্বন্ধে যে ভয়ানক অবৈধ বা গর্হিতাচরণ করিয়াছেন, সরোজিনী এরূপ মনে করিলেন না। তিনি যে কোনমতেই বিবাহে সম্মত হইতে পারেন না, এই কথা তাঁহার পিতৃদেব বুঝিতে পারিতেছেন না, ইহাই তাঁহার দুঃখের বিষয়।

ঠাকুর-মাকে সরোজিনী এই বিষয়েই বুঝাইতেছেন। বলিতেছেন,—"আমি জীবনে কখন মিথ্যা বলি নাই ঠাকুর-মা! আমি তোমাকে বার বার জানাইতেছি যে, আমি আর ধর্ম্মতঃ বিবাহ করিতে পারি না। তথাপি তোমরা আমার সে কথা বিশ্বাস না করিয়া আপনারা কষ্ট পাইতেছ, আমাকেও কষ্ট দিতেছ।"

ঠাকুর-মা বলিলেন,—"ধর্ম্মতঃ তোমার বিবাহ হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু লোকতঃ কিছুই হয় নাই। তোমার বিবাহের কথা কেবল তোমারই প্রাণে জানে, মনুষ্য-সমাজ তাহা জানে না; কেহই তাহা বিশ্বাস করে না। এরূপ অবস্থায় বিবাহ না করিয়া এই ভাবে থাকিলে বড়ই দোষের কথা হইবে, শেষে অপবাদের সীমা থাকিবে না।"

সরোজিনী বলিলেন,—"এ কথা আমাকে কেন কহিতেছ? আমি কবে কোন গর্হিত আচরণ করিয়াছি যে, তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করিতে পার না বা আমার উপর নির্ভর করিতে সাহস কর না? আমি আবার বলিতেছি ঠাকুর-মা, তোমাদিগের সেবা করিতে করিতে আমি পরমানন্দে দিন কাটাইব, আমার কোন কার্য্যে তোমাদিগকে কখন একটু ক্লেশও পাইতে হইবে না।"

ঠাকুর-মা বলিলেন,—"আজিকার উপায় কি? চন্দ্রকান্ত প্রাতে বলিয়া গিয়াছেন, বিবাহের সকল আয়োজন প্রস্তুত; আজি সন্ধ্যার সময় তোমার বিবাহ হইবে। এ কথা তুমি স্বকর্ণে শুনিয়াছ, কিরূপে তাহার অন্যথা করিতে পারিবে?"

সরোজিনী বলিলেন—"বাবার মুখে আমি এরূপও শুনিয়াছি যে, নৃসিংহবাবু একবার আমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করেন। আমি তাঁহার সহিত কথা কহিব। দায়ে পড়িলে মানুষের লজ্জা ভয় থাকে না। শুনিয়াছি, তিনি ভদ্রলোক; আমার সমস্ত কথা শুনিলে নিশ্চয়ই তিনি দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার এই বিশ্বাস প্রধান।"

ঠাকুর-মা বলিলেন—"যদি তোমার কথা শুনিয়া তিনি বিবাহ করিতে অমত না করেন, তাহা হইলে কি হইবে?"

সরোজিনী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"তাহা হইলে—সে কথা বলিয়া তোমাদিগকে দুঃখিত করিবার আমার ইচ্ছা নাই।"

ঠাকুর-মা জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনার জীবনসম্বন্ধে কোন অনিষ্ট করিতে তোমার কল্পনা আছে কি ?"

সরোজিনী বলিলেন,—"তাহা ভিন্ন আমার আর সে অবস্থায় কি উপায় আছে ঠাকুর-মা ?"

ঠাকুর-মা নীরব হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে এক জন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল,—"আমাদিগের বাবু আপনাদিগের সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করেন। তিনি বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন, আপনাদিগের অনুমতি পাইলে তিনি আসিতে পারেন।"

সরোজিনী উত্তর দিলেন,—"তাঁহাকে আসিতে বল।"

তাহার পর সরোজিনী আপনার দেহ সুন্দররূপে আচ্ছাদিত করিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। অল্প অবগুণ্ঠনে বদনের কিয়দংশমাত্র আবৃত করিলেন। ধীরে ধীরে রূপ-মুগ্ধ নৃসিংহরাম সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

অতি দূরে দণ্ডায়মান হইয়া নৃসিংহ-বাবু বলিলেন,—"সরোজিনী দেবি! আপনি আমাকে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, কিন্তু সৌভাগ্যবলে আমি আপনাকে দেখিয়াছি, আর কি উপায়ে আপনাকে লাভ করিতে পারিব, তাহাই চিন্তা করিতেছি।"

সরোজিনীর দেহ একটু নড়িয়া উঠিল, কিন্তু মুখ হইতে একটি কথাও ফুটিল না।

নৃসিংহ-বাবু আবার বলিলেন,—"আমার সহিত আপনার বিবাহ দিতে গুরুজনেরা অতিশয় আগ্রহান্বিত; কিন্তু শুনিতেছি, আপনি আমাকে বিবাহ করিতে অসম্মত।"

নৃসিংহরাম উত্তরের নিমিত্ত একটু অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু সরোজিনীর মুখ হইতে তখনও কোন কথা বাহিরিল না।

আবার নৃসিংহ-বাবু বলিতে লাগিলেন, "সুন্দরি! বাস্তবিকই আমি আপনার অযোগ্য। এরূপ অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে আপনার অমত হওয়া অসঙ্গত নহে। কিন্তু দেবি! আমি আপনার রূপে উন্মাদ হইয়াছি। আপনার মুখে আমার অদৃষ্টের কথা না শুনিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। এই জন্যই দেবি, আপনার অনুমতি লইয়া আমার বক্তব্য নিবেদন করিতে আসিয়াছি।"

সুন্দরী তখনও নীরব। নৃসিংহ-বাবু বলিতে থাকিলেন,—"দেখুন দেবি! আমার যে সম্পত্তি আছে, তাহা এ প্রদেশে অনেক প্রসিদ্ধ ধনবানের অপেক্ষা অধিক। আমি সম্পত্তিরাশি আপনার চরণে ঢালিয়া দিয়া আপনার কৃপার ভিখারী হইয়া থাকিতে সংকল্প করিয়াছি।"

নৃসিংহ-বাবু নীরবে একটু অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, সুন্দরীর কোন বাক্য শুনিতে না পাইয়া আবার তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আপনার রূপের তুলনায় আমি কুৎসিতের একশেষ। কিন্তু লোকে আমাকে রূপবান্ বলিয়া প্রশংসা করে। আমি আজীবন আপনার ক্রীতদাস হইয়া থাকিবার সৌভাগ্য প্রার্থনা করিতেছি। সর্ব্বসাধারণেই আমাকে বিদ্বান্ বলিয়া সমাদর করে, আমি এই বিদ্যা, কৃতিত্ব, যশ, ধন, মান সমস্তই আপনার চরণে সমর্পণ করিয়া আপনার আজ্ঞাধীন হইয়া জীবনপাত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। দেবি! আমার নিবেদন শেষ হইয়াছে। কৃপা করিয়া আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করুন।"

সরোজিনী মৃদু ও সুস্পষ্টস্বরে বলিলেন,—"আমি আপনার আশ্রয়ে পড়িয়াছি, এ অবস্থায় আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা না করিলে আমার আর উপায় নাই।"

নৃসিংহরাম দুই পদ পিছাইয়া গেলেন এবং বলিয়া উঠিলেন,—"ছি! ছি! আপনি তাহা মনেও করিবেন না। সত্য বটে, আমি চরিত্রহীন, সত্য বটে, আমি ধনবান্, সত্য বটে, আমি বহু-লোক-বেষ্টিত, সত্য বটে, আপনি এক্ষণে আমার করতলগত, কিন্তু দেবি! ইহা আপনি স্থির জানিবেন, আপনার পিতার, ঠাকুর-মাতার প্রবল বাসনা না থাকিলে আমি কখনই আপনাকে এখানে আনিতাম না। আমি আপনার রূপে উন্মত্ত হইয়াছি, আজি সন্ধ্যাকালে আপনার পিতা যথাবিধি আপনাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমি অবাধে জোর করিয়া আপনাকে বিবাহ করিতে পারি; পিতৃ-দত্তা কন্যাকে গ্রহণ করিলে, বোধ হয়, ধর্ম্মহানি হয় না, রাজবিচারেও দণ্ডনীয় হইতে হয় না। কিন্তু সেরূপ কোন অভিপ্রায় থাকিলে আমি আপনার নিকট আসিতাম না। আমি আপনার মুখে মনের ভাব শুনিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইতাম না।"

সরোজিনী বলিলেন,—"আপনার অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। বাস্তবিকই আপনি অতি মহৎ। কিন্তু মহাশয়, আমার এই দেহের উপর—প্রাণের উপর—আমার কোন অধিকার নাই। আমি দেবতাকে সাক্ষী করিয়া সমস্তই এক দেব-চরণে নিবেদন করিয়াছি। একবার নিবেদিতা নারী

পুনঃ নিবেদনের কল্পনা করিলেও ব্যভিচারিণী হয়। আপনি বিদ্বান্, জ্ঞানবান্ এবং ন্যায়বান্; আপনার নিকট অকপটে আমি সকল কথা বলিতেছি। সেই দেবতার সহিত আমার কখন দৈহিক বিবাহ হয় নাই; কিন্তু অন্তরের বিবাহ নিরন্তর ঘটিয়াছে। আমি তাঁহাকে ইহকালের ও পরকালের সম্বল মনে করিয়া প্রাণের মধ্যে পূজা করিয়া থাকি, আর কায়মনোবাক্যে অবিরত তাঁহারই পরিচর্য্যা করি। এ অবস্থায় দয়াময় মহাপুরুষ! আপনি বুঝিয়া দেখুন, আমার আর বিবাহের কথা শুনিতেও অধিকার আছে কি না।"

নৃসিংহরাম একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"শুনিয়াছি, আপনার সেই প্রেমাস্পদ ভাগ্যবান্ পুরুষ আপনাকে ত্যাগ করিয়া অন্য নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে আপনি কেন অন্য মত করিবেন না?"

সরোজিনী বলিলেন—"আমরা হিন্দুরমণী; আমরা মাতৃগর্ভ হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছি, তাহার কোন স্থলেই এরূপ উপদেশ নাই যে, স্বামী পরিত্যাগ করিলে বা তিনি স্ত্রীকে বিস্মৃত হইলে কিংবা তাঁহার সহিত সম্বন্ধের শেষ হইলে, স্ত্রী ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে, এইরূপ কদর্য্য শিক্ষা হিন্দুরমণী কখন কোথাও পায় নাই। আপনি কতই জানেন; আমি প্রগল্‌ভার ন্যায় আপনাকে কি বা বলিব?"

নৃসিংহ অধোমুখে বলিলেন,—"আপনি কি তবে আপনাকে বাস্তবিকই বিবাহিতা বলিয়া মনে করেন?"

সরোজিনী বলিলেন,—"কেমন করিয়া এ কথার উত্তর দিব? বিবাহের বাস্তবিক ও অবাস্তবিক কিসে হয়, তাহা তো আমি জানি না। লোক জানাইয়া, মন্ত্র পড়িয়া আমার বিবাহ হয় নাই, এই জন্যই কি তাহা অবাস্তবিক বলিয়া আপনি মনে করিতেছেন? আমাদের দেশে চিরদিনই তো লোকের অজ্ঞাতসারে পতি-গ্রহণ চলিয়া আসিতেছে। সেই বিবাহই তো প্রশংসনীয় হইয়াছে। সেইরূপ বিবাহিতা নারীরা পুণ্যশীলা ও পূজনীয়া হইয়া রহিয়াছেন।"

নৃসিংহ মনে মনে এ কথার সার্থকতা অনুভব করিলেন। বলিলেন,—"আমি আপনার আশা ত্যাগ করিতে অক্ষম। আপনি একজনকে ভাল বাসিয়াছেন সত্য, আমি বিশ্বাস করি, অপরিসীম প্রেম দ্বারা একান্ত আনুগত্য দ্বারা আমি আপনার সে ভালবাসা কাড়িয়া লইতে পারিব।"

সরোজিনী বলিলেন,—"অসম্ভব! আপনি আমাকে হত্যা করিতে পারেন, আমার উপর অকথ্য অত্যাচার করিতে পারেন, কিন্তু আমার মনের গতি ফিরাইতে আপনার কখনই সাধ্য হইবে না। আপনি রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন; জানি না, বাস্তবিকই আমার রূপ আছে কি না। কিন্তু আপনি বিদ্বান্। আপনি কি জানেন না—এ সংসারে সকলই রূপময়? রূপের অবধারণ কেবল একটা শিক্ষা, সংসর্গ ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। যাহা নিতান্ত কুদর্শন বলিয়া আমরা বুঝি, বাস্তবিক তাহা অতি প্রিয়দর্শন। আমরা যাহা কুৎসিত বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছি, কুৎসিতরূপেই তাহা অনুভব করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। আপনি ইচ্ছা করিলেই আমার রূপের কথা ভুলিয়া যাইতে পারিবেন। আর কাহাকেও রূপবতী বলিয়া বুঝিলেই আমার মর্য্যাদা ভুলিয়া যাইবেন। আমি দুঃখিনী, বাচালের মত অনেক কথা বলিয়া আপনাকে বিরক্ত করিয়াছি। আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া না জানিলে আপনার সমক্ষে এত কথা বলিতে পারিতাম না। আমাকে রাখা মারা আপনারই হাত। আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"বুঝিলাম, আপনি যাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, সে ভাগ্যবানের অগ্রগণ্য। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি কোনরূপে ভ্রমেও আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিব না। কিন্তু দেবি, আপনাকে প্রসন্ন করিয়া, আপনার হৃদয়ে অনুরাগ উৎপাদন করিয়া, আপনার সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা আমি না করিয়া থাকিতে পারিব না। আপনাকে লাভ করিবার চেষ্টা আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।"

আর কোন কথা না বলিয়া নৃসিংহরাম সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈকালে বীরেন্দ্রনাথ কয়েক জন সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণনগরের রাজ-ভবন দেখিতে আসিয়াছেন। এই প্রাচীন রাজবংশের বাসস্থল দর্শন করিয়া অনেক অতীতের স্মৃতি মনে জাগরূক হইল। যখন সমস্ত বঙ্গদেশের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতির অনুসরণক্রমে

সংসাধিত হইত, যখন তিথি নক্ষত্রাদির বিচার এবং দৈনন্দিন শুভাশুভ কালের আলোচনা তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত ও নামাঙ্কিত পঞ্জিকার বিধানক্রমে সম্পন্ন হইত, সে সকল কথাই মনে পড়িল; আর মনে পড়িল, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী, রসিকচূড়ামণি গোপাল, প্রত্যুৎপন্নমতি সুবংশী প্রভৃতি অনেক মহাত্মার নাম। আরও মনে পড়িল, নবদ্বীপের প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর অলৌকিক চরিতমালা; আরও মনে পড়িল, সিরাজ-উদ্দৌলার কথা, লর্ড ক্লাইভের কথা, পলাশীর যুদ্ধে ভারত-ভাগ্যনেমির আবর্ত্তনের কথা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, স্থানীয় চিত্র-শিল্পের দক্ষতা, প্রতিমা-নির্ম্মাণ-পটুতার এবং ভূষণ-নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যের কথা, আরও অনেক অতীত কথা এবং বর্ত্তমান অবস্থার কথা স্মরণে আসিল। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা মনে জাগরূক হইল; দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সঙ্গিগণসহ বীরেন্দ্রনাথ নীরবে আলোড়িত হৃদয় লইয়া ফিরিতেছিলেন।

যখন বীরেন্দ্রনাথ রাজপথ দিয়া উত্তরাভিমুখে আসিতেছেন, সেই সময়ে অতি সুন্দর অশ্বদ্বয়-যোজিত এক 'ফিটন' তাঁহাদিগের অভিমুখে বিপরীত দিক্ হইতে আসিতেছিল। সঙ্গিগণসহ বীরেন্দ্রনাথ পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। 'ফিটন' নিকটে আসিল, তাহাতে রাজা হরিশ্চন্দ্র একাকী আসীন। রাজা বীরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার আদেশে গাড়ীর গতি বন্ধ হইল; রাজা বীরেন্দ্রনাথকে আহ্বান করিলেন।

এ স্থলে কি কর্ত্তব্য, বীরেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এ সম্বন্ধে পিতার কোন আদেশ তিনি প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি সসম্ভ্রমে তিনি শকটের নিকটস্থ হইলেন এবং রাজার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া রাজা তাঁহাকে গাড়ীতে উঠাইলেন। বীরেন্দ্রনাথ বন্ধুগণের নিকট ইঙ্গিতে বিদায় গ্রহণ করিয়া রাজার পার্শ্বে বসিতে বাধ্য হইলেন। গাড়ী আবার চলিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন,—"তুমি এখানে আসিয়াছ জানি, সে দিন সভাস্থলে আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি অনেক দূরে বসিয়াছিলে, এ জন্য তোমার সহিত কথা কহিবার সুযোগ হয় নাই। সভাভঙ্গ হইলে আমি তোমাকে অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি অগ্রেই গিয়াছিলে; কাজেই তোমাকে আর দেখিতে পাই নাই। এখানে তুমি কোথায় থাক, জানি না। মনে করিয়াছিলাম, তুমি হয় তো বাটী ফিরিয়া গিয়াছ।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমিও সে দিন আপনাকে দেখিয়াছিলাম। আরও পাঁচ সাত দিন এখানে থাকিতে ইচ্ছা আছে, এ সম্বন্ধে বাবার কোন নিষেধ নাই। আপনি এখানে আছেন জানি।"

রাজা বলিলেন,—"তবে বাবা। তুমি আমাদের বাটীতে যাও নাই কেন? আমাদের সহিত দেখা কর নাই কেন? আমরা সকলেই এখানে আছি। এরূপ অবস্থায় তুমি অন্যত্র রহিয়াছ কেন?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমার পিতার কোন আদেশ আমি পাই নাই। যতদূর জানি, তাহাতে বোধ হয়, আপনাদের বাটীতে আমার না যাওয়াই তাঁহার অভিপ্রায়; সুতরাং আপনারা এখানে আছেন জানিয়াও আমি কোন দিন যাই নাই।"

বীরেন্দ্রের এই সরল ও নির্ভীক উক্তি একটু বিরক্তিকর হইলেও রাজা হরিশ্চন্দ্র বিরক্ত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—"বিবাহের পরই তোমার পিতা একটু বিরক্ত হইয়াছেন জানি। যে যে কারণে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা আমার অবিদিত নাই। আমার মেয়ে জন্মাবধি আমার এক ভগ্নীর আদরে বড়ই মন্দ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা বুঝিয়াছি যে, ভাল ব্যবহার না করিয়া সে তোমাদিগের সকলকে দুঃখিত করিয়াছে, আমি তাহাকে সে জন্য অনেক শাসন করিয়াছি। তোমার পিতা বিবাহের পর তোমাকে আর আমাদের বাটীতে যাইতে দেন নাই, মনের ভাবও তিনি স্পষ্টরূপে জানাইয়াছেন। আমার ইচ্ছা ছিল, আমি স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব, আর সকল কথা বুঝাইয়া দিব। আপাততঃ তুমি আমার সঙ্গে আমার বাটীতে চল।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"বাবা কি বলিবেন? তিনি রাগ করিলে আমি কি উত্তর দিব? মান-অপমান, হিত-অহিত-বোধ আমি ত্যাগ করিয়াছি, কেবল পিতার আদেশ আমার প্রধান অবলম্বন।"

রাজা বলিলেন,—"তোমার পিতৃভক্তি অতি প্রশংসনীয়। এই ভক্তির দ্বারা পিতার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া অনায়াসে তুমি সর্ব্বসুখের অধিকারী হইবে, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি, তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার বাটীতে যাইতেছ না। এ বিষয়ে তোমার পিতা বিরক্ত

হইলে আমিই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিব। আমিও তোমার পিতৃ-তুল্য ব্যক্তি, আমার কথা না রাখিলে আমাকেও অপমান করা হয়; সে কাজও তোমার ভাল নহে। তুমি স্বচ্ছন্দমনে আইস বাবা! যদি কোনও দোষ হয়, তাহার জন্য তুমি দায়ী নহ।"

বীরেন্দ্রনাথ এ কথার উপরে আর কোনও কথা কহিতে সাহস করিলেন না। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া গাড়ী হরিশ্চন্দ্রের আলয়ে উপস্থিত হইল। বীরেন্দ্রনাথের বুক কাঁপিতে লাগিল, আবার হয় তো সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। রাজা তাঁহার হাত ধরিয়া বাটীর মধ্যে আসিতে বলিলেন। বীরেন্দ্র সবিস্ময়ে নিবেদন করিলেন,—"এখানেই বসিয়া থাকি না কেন?"

রাজা শান্ত ও ধীর ব্যক্তি; তিনি সহজেই বীরেন্দ্রনাথের হৃদয়ভাব অনুভব করিলেন; বলিলেন,—"তুমি আইস, তোমার সহিত কেহই দুর্ব্যবহার করিবে না। যদি কেহ তোমার অপ্রীতিকর কোনও কার্য্য করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে শাসন করিব।"

বীরেন্দ্র আর কথা কহিতে পারিলেন না। চরণ একটু কম্পিত হইতে থাকিল; রাজার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথমেই সুশীলার কণ্ঠস্বর বীরেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিতেছেন,—"আমি এখন গরম দুধ খাইব না, কে তোকে দুধ আনিতে বলিল?"

পত্নীর স্বর শুনিয়া বীরেন্দ্রনাথের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। বহুদিন পরে কণ্ঠস্বর শুনিয়া পতির দেহ মন কম্পিত হয় বটে, কিন্তু সুশীলার সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া বীরেন্দ্রের হৃদয় ও শরীর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, এই কণ্ঠ হইতে পিতৃনিন্দারূপ গরল বর্ষিত হইয়াছে; নির্দ্দোষ সরোজিনীর অনেক কুৎসা কীর্ত্তিত হইয়াছে; বীরেন্দ্রনাথের মস্তকে অনেক অপমানের অস্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার যদি রাজ-কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে হয় তো আরও কতই অনর্থের উদ্ভব হইবে।

রাজা ডাকিলেন,—"দিদি কোথায়? রাণি, এ দিকে আইস। বীরেন্দ্রনাথ বাবাজী আসিয়াছেন।"

পার্শ্বের এক কক্ষ হইতে রাণী বলিয়া উঠিলেন,—"কি ভাগ্য!"

আর এক প্রৌঢ়বয়স্কা বিধবা সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"বীরেনের বাপের দেমাক এত দিনে টুটিয়াছে বুঝি?"

রাজা বলিলেন,—"আমি দৈবাৎ সাক্ষাৎ পাইয়া সাগ্রহে বাবাজীকে এখানে আনিয়াছি। বিহাই মহাশয় ইহা জানেন না।"

বিধবা বলিলেন,—"তবে না আসিলেই হইত, যদি আবার তিনি আমাদের হাতে মাথা কাটেন?"

রাজা বলিলেন,—"ছি! দিদি, বিহাইকে যত পার তামাসা করিও, সে জন্য জামাইয়ের উপর কড়া কথা কেন?"

রাজা প্রস্থান করিলেন। রাজার সঙ্গশূন্য হওয়ায় বীরেন্দ্রনাথের ভয়ের মাত্রা একটু বাড়িয়া উঠিল। রাজভগ্নী ও রাণী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজভগ্নী বলিলেন,—"রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছ। রাজকন্যার মেজাজ সাধারণ লোকের মত হয় না। লোকের মন যোগাইয়া কথা কহিতে রাজকন্যা কখনই পারে না। ইহা না বুঝিয়া বিবাহের পর হইতে তোমরা সম্পর্ক ছাড়িয়াছ। তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই, ক্ষতি তোমাদের হইয়াছে।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"ক্ষতি বা লাভের কোন সংবাদ আমি জানি না। সম্পর্ক ত্যাগ করা বা রাখার কর্ত্তা আমার পিতা, তাঁহার আদেশ আমার পক্ষে বেদবাক্য। এ সম্বন্ধে যদি কোন কথা বলিবার থাকে, আপনারা তাহা তাঁহাকে জানাইবেন।"

পাছে আরও ভয়ানক অপ্রিয় কথা তাঁহার ননন্দা বলিয়া ফেলেন, এই ভয়ে রাণী বলিলেন,—"এ ঠিক কথা ঠাকুরঝি! এখন ও সকল কথা কেন তুলিতেছ? ছেলেমানুষ জামাই কি উত্তর দিবেন? তুমি আপাততঃ তোমার জামায়ের জলখাবারের আয়োজন করিয়া দেও না।"

রাজভগ্নী বলিলেন,—"তুমি শাশুড়ী, জলখাবারের উদ্যোগ করা তোমারই কাজ। আমি আপাততঃ বিহাইকে যে কথা জানাইতে হইবে, তাহার জন্য দরখাস্ত লিখিতে যাই।"

একটু রাগের সহিত রাজভগ্নী প্রস্থান করিলেন। এই পিসীমাতাঠাকুরাণী সুশীলাসুন্দরীর মাথা খাইয়াছেন। রাজবাটীতে ইঁহার প্রতাপ অপরিসীম; রাজা ও রাণী ইঁহাকে ভয় করিয়া চলেন এবং ইঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে সাহস করেন না; ইনি সুশীলাকে মানুষ করিয়াছেন, সঙ্গত অসঙ্গত বিচার না করিয়াই ইনি

তাহা পূরণ করিয়া আসিতেছেন। সুশীলা পিতামাতার অপেক্ষাও ইঁহারই অনুগতা এবং সুখ-দুঃখের নিমিত্ত ইঁহারই মুখাপেক্ষিণী। রাজভগ্নী প্রভূত অর্থশালিনী। তিনি বাল-বিধবা। স্বর্গীয় রাজার বাসনাক্রমে এই রাজদুহিতার রাজসংসারে সর্ব্ববিষয়ে অবিসংবাদিত আধিপত্য।

রাজভগ্নী বিরক্তভাবে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া সুশীলার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং আপন মনে বলিলেন,—"আসিয়াছে—ছোটলোকের ছেলে—এতদিন পরে আসিয়াছে। এ রাজৈশ্বর্য্য ভোগের লোভ ছাড়িয়া কত দিন থাকিবে? রাণী মাগী বুড়ী হইতে চলিল, তবু এখনও রাজ-কায়দা শিখিল না, বুনিয়াদের দোষ।"

সুশীলা তখন পার্শ্বস্থ কক্ষে একখানি ইঁদুরের খাঁচা হাতে করিয়া খেলা করিতেছিলেন; সাদা সাদা ছোট ছোট বিলাতী ইঁদুরেরা খাঁচার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তারের চরকি ঘুরাইতেছে, আর এক একবার স্থির হইয়া সুশীলার পানে চাহিতেছে। সহসা কক্ষদ্বার হইতে পিসী-মার আওয়াজ তাঁহার কানে প্রবেশ করিল। তৎক্ষণাৎ জোরে সেই খাঁচা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। খাঁচা চূর্ণ হইয়া গেল, তাহার কাচের দরজা খন্ খন্ শব্দে শত খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল এবং ইঁদুরগুলার দুই একটা মরিয়া গেল, দুই একটা মৃতকল্প অবস্থায় পড়িয়া রহিল; সেদিকে দৃক্‌পাতও না করিয়া সুশীলা পিসী-মার দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহার পক্ষে ধাবিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি তিনি জোরে পা ফেলিয়া ঘর দরজা, জিনিসপত্র কাঁপাইতে কাঁপাইতে পিসীমার নিকটে আসিলেন। আসিয়াই সুশীলা পিসীমার কণ্ঠ উভয় বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন; বলিলেন—"আসিয়াছে—পিসীমা আবার আমাকে অপমান করিতে আসিয়াছে।"

পিসীমার তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত। ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রেমালিঙ্গনে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয় হয় হইয়াছে। তিনি আদরে সুশীলার এক হাত গলা হইতে উঠাইয়া লইলেন, তাহার পর সেই স্থলেই বসিয়া পড়িলেন; সুশীলাও তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পিসী-মা বলিলেন,—"আসিয়াছে, তার ভয় কি? তোমাকে অপমান করিতে মা, উহার বাবারও সাধ্য নাই। তোমার মা রাজ-কায়দা জানে না। তাহারই পরামর্শে আমার ভাইটিও অধঃপাতে গিয়াছেন। যে তোমাকে প্রথম দিনেই নিন্দা করিয়াছে, মন্দ লোক বলিয়াছে, ভয় দেখাইয়া সাবধানে চলিতে বলিয়াছে, কি করিতে হইবে না হইবে, তাহার হুকুম করিয়াছে, তোমার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে চাহিয়াছে, তাহাকে বিশেষরূপে শাসন করা আবশ্যক।"

সুশীলা বলিলেন,—"পিসী-মা! কৈ তুমি শাসন করিলে? বাবা কেবল ধমক দেন, মা কেবলই উপদেশ দেন; কিন্তু আমার প্রাণে যে কষ্ট, তাহা কেহই দেখেন না, দেখ কেবল তুমি। কাঁদিবার স্থান কেবল তোমার কাছে।"

সুশীলার নয়নে জল আসুক বা না আসুক, তিনি রোদনের ন্যায় কণ্ঠস্বর বিকৃত করিলেন। পিসী-মা অন্ধকার দেখিলেন, বাস্তবিকই তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বড়ই ভালবাসেন, বাল্যকালে বৈধব্য হওয়ার পর হইতে স্বর্গীয় রাজা বিধবা কন্যাকে প্রসন্ন রাখিবার নিমিত্ত সম্ভবাতীত সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিধবার বাসনার উপর কথা কহিতে কাহার অধিকার ছিল না। অতি সামান্য দাসী হইতে অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্ত তাবতেই তাঁহার আজ্ঞাধীন ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র যখন বালক, তখন হইতে বুঝিয়াছিলেন, সর্ব্বতোভাবে বিধবা জ্যেষ্ঠার সন্তোষসাধন তাঁহার ধর্ম্ম। কালে হরিশ্চন্দ্র বিবাহিত হইলে তাঁহার পত্নীও এইরূপ বুঝিয়াছিলেন। প্রভুত্বশালিনী বিধবার বিশেষ কোন কর্ম্ম ছিল না। বিধবার ন্যায় ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানেও তাঁহার বিশেষ প্রবৃত্তি হয় নাই; সুতরাং লোকের উপর নির্য্যাতন, পরের কুৎসা-কীর্ত্তন, কাহারও বা সর্ব্বনাশসাধন, কারণে অকারণে আপনার আধিপত্যস্থাপন প্রভৃতি ব্যাপার লইয়াই তিনি কালপাত করিয়া আসিতেছেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে ভয় করেন, রাণী তাঁহাকে যমদূতের ন্যায় জ্ঞান করেন, আর বাটীর প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার নামে কম্পিত হয়।

হরিশ্চন্দ্রের পত্নী সুশীলাকে প্রসব করিলে বিধবা রাজভগ্নী জীবনের একটা অবলম্বন পাইলেন। কন্যার উপর মাতা-পিতার কোনই অধিকার থাকিল না। রাজভগ্নী তাহাকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। কন্যা পিসীমারই অনুগতা হইল এবং সকল বিষয়ে তাঁহারই অনুবর্ত্তিনী হইল। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি 'দড়' হইয়া উঠিল। পিতা শাসন করিলে কন্যার সমক্ষেই তিরস্কৃত হন, মাতা কোন উপদেশ দিতে আসিলে অপমানের সীমা থাকে না। অধিকন্তু পিতৃবংশের অলীক ইতরতার

কীর্ত্তন শুনিয়া নয়নের জল মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া যান। আর সুশীলা পিতা-মাতার এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া হা হা শব্দে হাসিতে থাকে। সর্ব্বনাশের বীজ এইরূপে উপ্ত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজ-ভগ্নী এই ভ্রাতুষ্পুত্রীকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। সুশীলার ইচ্ছায় তিনি অসাধ্য-সাধনও করিতে প্রস্তুত। কেহ সুশীলার বাক্যের প্রতিবাদ করিলে পিসী-মা তাহাকে নখে টিপিয়া মারিবার জন্য লাফাইয়া উঠেন। রাজ-ভগ্নী স্বয়ং বাল-বিধবা; স্ত্রী-জীবনের পক্ষে স্বামী কিরূপ অমূল্য পদার্থ, তাহা তিনি কখন স্বয়ং বুঝেন নাই, তদভাবে কি কষ্ট, তাহাও তিনি কখন অনুভব করেন নাই; সুতরাং সুশীলার সহিত স্বামীর মিলন না হইলে যে কি বিষম অনর্থ ঘটিবে, তাহা তিনি জানেন না। বরং তিনি মনে করেন, যদি সুশীলার স্বামী সম্পূর্ণরূপে পত্নীর অনুগত হইয়া থাকিতে পারে, তবে থাকুক, তাহা যদি সে না পারে, তবে তাহার সহিত কোন সম্পর্ক না থাকাই মঙ্গল।

পিসীমা বলিলেন,—"বিশেষ শাসন করিবার আবশ্যক দেখিতেছি না। হরিশ আজ ইহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। আজ এখানে থাকুক। যদি তোর সহিত ভাল ব্যবহার করে, যদি তোর মন যোগাইয়া চলিতে পারে, তবেই আসা-যাওয়া করিতে পাইবে, এখানে থাকিলেও থাকিতে পারিবে। তাহা যদি না করে, তাহা হইলে একেবারে তাড়াইয়া দিব।"

সুশীলা স্বর বিকৃত করিয়া বলিলেন,—"আর সে কথার কিছু করিবে না পিসী-মা? ও যে একটা ব্যাভিচারিণীকে ভালবাসে। সেই জন্য আমার মুখ দেখিতে চাহে না। এ অপরাধের তুমি কিছু সাজা দিবে না?"

পিসী-মা বলিলেন,—"তার বিশেষ ব্যবস্থা করিব। তুই যাহা বলিয়াছিস্, তাহাই ঠিক। যাহার প্রেমে মজিয়া তোর মত রাজকন্যাকে চাহে না বলিয়াছে, সেই ভ্রষ্টার সর্ব্বনাশ করিতে হইবে। আর সে জন্য ঐ হতভাগা যাহাতে কাঁদিতে কাঁদিতে তোর পায়ে ধরে, তাহার উপায় করিতে হইবে। আর যে জন্য আমার প্রাণ রাগে ছটফট করিতেছে, তাহার কোন ব্যবস্থা এখনও করা হয় নাই। ঐ হতভাগাদিগের গ্রামের লোকেরা এই সোনার পরীরে কুৎসিত বলিয়াছে, বাছা আমার একটু মোটা বলিয়া মহিষ বলিয়াছে, তাহারা হা-ঘরে; কখন খাইতে পায় না। রাজার মেয়ে মোটাই হয়—বাড়ন্তই হয়। তাহাদের সকলের মুখে আগুন জ্বালিয়া দিব। গ্রামের সমস্ত লোককে কাঁদাইব, তবে আমার প্রাণের জ্বালা যাইবে। ইহার জন্য যদি এই জামাইকে বেড়া আগুনে পোড়াইতে হয়, আমি তাহাও করিব। কি বলিব, আমি পুরুষ নহি, তাহা হইলে সেই দিনই ছোটলোক বেণী বোসের বাড়ী গিয়া রসাতল ঘটাইতাম।"

ভ্রাতুষ্পুত্রীর মুখে হাসি দেখা দিল। পিসীমা বলিলেন,—"আর ঘরে থাকিয়া কাজ নাই; বাহিরে আয়।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পিসী ও ভাইঝি বাহিরে আসিলেন।

——

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জলযোগ সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই রাজা হরিশচন্দ্র অন্তঃপুরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। তিনি আসিবার পূর্ব্বেই রাণী অকপটে কন্যার বিবিধ দোষের কথা জামাতার নিকট স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, বেণীমাধব বাবু পুত্রকে আসিতে না দিয়া যে তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একটুও অসঙ্গত হয় নাই। এক্ষণে রাজাও তথায় আসিয়া পত্নীর সমস্ত বাক্যের প্রতিধ্বনি করিলেন এবং জামাতা কোনক্রমে আজি রাত্রিতে বাসায় যাইতে পাইবেন না বলিয়া অনুরোধ করিলেন।

রাণী বলিলেন,—"তুমি আমার অপেক্ষা বীরেনকে বেশী ভালবাস, তোমার এই অনুরোধে তাহা সপ্রমাণ হইবে না। তোমার অনেক আগে আমি সে বিষয়ে বাবার মত করাইয়াছি। আমার পুত্র নাই, একমাত্র কন্যা; সেই কন্যা দিয়া আমি রূপে গুণে এই সোনার চাঁদ পুত্র পাইয়াছি। এমন ছেলের সহিত লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে যদি ভাল ব্যবহার না করে, তাহা হইলে আমার মরণই মঙ্গল।"

রাণী একটু নয়নের জল মুছিলেন, রাজা বলিলেন,—"যাহাতে মেয়ে ভাল ব্যবহার করে, যেমন করিয়া পার তাহার উপায় কর। আমি সকল কথাই শুনিয়াছি। বিহাই মহাশয়ের কোন দোষ নাই, বীরেন বড় ঠাণ্ডা ছেলে, তাই সুশীলার অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছেন। আমি যদি

আর শুনি যে, সুশীলা বিনীত ব্যবহার করে নাই, তাহা হইলে আর কখন তাহার মুখও দর্শন করিব না। সত্যই বলিতেছি রাণী, আমি কন্যা ছাড়িতে পারিব, কিন্তু এমন হীরার টুক্‌রা জামাইকে ছাড়িতে পারিব না।"

রাণী বলিলেন,—"আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া বীরেনের সহিত কথা কহিতেছি, এমন প্রাণ-জুড়ান ধন আর কখন দেখি নাই, কিন্তু কি করিব? সুশীলাকে তো বশ করিতে পারিব না? কোন কথা বলিতে গেলে ঠাকুরঝি তো তাহার সম্মুখে সত্য সত্যই আমাকে ঝাঁটাপেটা করিবেন।"

রাজা বলিলেন,—"তবে তাহারা পিসী-ভাইঝি এক হইয়া থাকুক, বীরেনকে লইয়া আমরা স্বতন্ত্র সংসার করি। আমি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছি। যদি কোন প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে বীরেনকে আমার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী করিব এবং অন্য কুমারীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়া সংসারী হইব।"

রাণী কোন কথা কহিলেন না। কিন্তু তিনি মনে মনে বুঝিলেন, আপনার সংসারে সকল বিষয়ে এখনকার মত পর হইয়া থাকা অসম্ভব হইয়াছে। সকল বিষয়ের মালিক হইলেও কোন বিষয়ে কথাটি কহিবারও উপায় না থাকা বড়ই কষ্টকর হইয়াছে। আপনার পেটের সন্তানকেও হিত শিক্ষাটি পর্য্যন্ত দিবার অধিকার না থাকা বড়ই অসহনীয় হইয়াছে, ইহার প্রতীকার না করিলে চিরদিনই এ ভারভূত জীবন বহিয়া থাকা যায় না। আর কন্যা যদি স্বামীরই মান্য না করিল, যদি স্বামীকে বিড়াল কুক্কুরের অপেক্ষাও অধম বলিয়া বুঝিল, তবে সে কুসন্তান সম্মুখে না থাকাই মঙ্গল।

রাজা হাত ধরিয়া বীরেন্দ্রকে বাহিরে আনিলেন। বহির্ব্বাটিতে উভয়ে এক সুসজ্জিত কক্ষে একাসনে উপবেশন করিলেন। রাজা বুঝিলেন, বীরেন্দ্রনাথ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান্। আর বীরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, এই রাজা ও রাণী বাস্তবিক দেবপ্রকৃতি-সম্পন্ন মনুষ্য। ইঁহাদের কথা মধুমাখা, ব্যবহার একান্ত অহঙ্কারশূন্য এবং রীতি-নীতি অতি চমৎকার। এরূপ পিতা-মাতার সন্তান কেন এমন মন্দ হইল, ইহা বিস্ময়ের বিষয়; রাজা ও রাণীর চরণ-সেবা করিতেও বীরেন্দ্রের কোন আপত্তি নাই।

বীরেন্দ্র দেখিলেন, সেই কক্ষে অনেক পুস্তক এবং টেবিলের উপর অনেক সাময়িক পত্র রহিয়াছে। কথাবার্ত্তা সাঙ্গ হইলে, বীরেন্দ্র আগ্রহের সহিত এক খানি পুস্তকপাঠে নিবিষ্ট হইলেন; জামাতাকে অধ্যয়নে নিরত দেখিয়া শ্বশুর সে স্থান হইতে উঠিয়া আসিলেন। যে পুস্তক বীরেন্দ্র পাঠ করিতেছিলেন, তাহার কিয়দংশ পড়িয়াই তিনি বুঝিলেন, তাহা এক হতাশ প্রেমিকের কাহিনী; যে চিন্তা একবারও তাঁহার হৃদয়কে ত্যাগ করে না, মুখে ব্যক্ত করিতে না পারিলেও যে ভাবনা তাঁহার অবিশ্রান্ত প্রিয়সঙ্গী, পুস্তক পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেই ভাবনা বড়ই পরিস্ফুট হইল—কোথায় সরোজিনী! বাল্যের সেই সখ্য, কৈশোরের সেই মধুরাত্মীয়তা এবং যৌবনের সেই আবেগময় ঘনিষ্ঠতার সহচরী সরোজিনী এখন কোথায়? তাঁহাকে পত্র লিখিতে অধিকার নাই, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অধিকার নাই, বুঝি বা তাঁহার কথা মনে ভাবিবারও অধিকার নাই। কি পাপে বিধাতা অভাগাকে সেই আনন্দময়ীর সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিলেন?

বীরেন্দ্র আবার ভাবিতেছেন,—"যে গ্রামে সরোজিনী থাকেন, আমি এখন সেই গ্রামও ছাড়িয়াছি। অভাগিনী আপনাদিগের সেই দুঃখময় দারিদ্র্যময় পূর্ণকুটীরে বসিয়া কেবল আমার কথাই ভাবিতেছেন। পবিত্র সত্যবন্ধন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সত্যের সম্মান পূর্ণ করিতে করিতে সেই দেবী সততার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন! আর আমি —সত্যের অবমাননাকারী—প্রণয়ের মূলে গরল ঢালিয়া আজি এই মনোহর সজ্জিত কক্ষে বসিয়া পাখার বাতাস খাইতে খাইতে শ্বশুরের অনুরোধ পালন করিতেছি। আবার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে ভাবিয়া ভয়ে কাঁপিতেছি। দেবতার সহিত মনুষ্যের, আর মনুষ্যের সহিত পশুর যে প্রভেদ, সরোজিনীর সহিত আমার প্রভেদ বোধ হয় তদপেক্ষাও ভয়ানক। পিতঃ! তুমি দেবতা হইয়াও সে দেবীর মহিমা বুঝিতে পারিলে না, ইহা আমারই দুরদৃষ্ট, তুমি তুচ্ছ ধন-সম্পত্তির লোভে সর্ব্বসৌভাগ্য-স্বরূপা দেবীকে উপেক্ষা করিয়াছ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তুমি বুঝিয়াছ যে, তোমার ভ্রমের ইয়ত্তা নাই। ন্যায়ময় নারায়ণ তোমার হৃদয়ে বড়ই কঠোর অনুতাপের উদ্ভব করাইয়াছেন। আমার যাহা হয় হউক, কিন্তু হে পিতৃদেব! তুমি যে স্বকৃত কার্য্যের নিমিত্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, এ ক্লেশ অসহ্য। দয়াময় ভগবন্! আমার পিতাকে সুস্থ কর, তাঁহাকে শান্তি দাও।"

বীরেন্দ্রনাথের মনে হইল, আর কি কখন

সরোজিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না? যাঁহাকে মনের নয়নে নিরন্তর দেখিতেছি, এ নর-নয়ন আর কি কখন তাঁহাকে দেখিবে না? গ্রামে থাকিলে নিত্যই সরোজিনীর সংবাদ পাওয়া যাইত, এত দূরদেশে সে আশা নাই।

বীরেন্দ্রনাথ আবার অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র চিন্তিতভাবে জামাতৃ-সান্নিধ্য হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রাণীকে সঙ্গে লইয়া সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সুশীলা তখন আপনার বিশাল শরীর শয্যার উপর ঢালিয়াছিলেন। পিসী-মা কাছে নাই। এক জন দাসী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে পাখার হাওয়া করিতেছে। রাজা ও রাণীকে দেখিয়া সুশীলা বলিয়া উঠিলেন,—"বুঝিতেছি, তোমরা দুই জনে এক হইয়া আমাকে বকিতে আসিয়াছ। পিসী-মা এখন এখানে নাই, তোমরা যাহা বলিবে, তাহার উত্তর আমি দিতে পারিব না। পিসী-মা আসিলে তাহার উত্তর পাইবে।"

রাজা বলিলেন,—"কোন উত্তর আমি চাহি না। শুন সুশীলা! আজ বীরেন্দ্র আসিয়াছেন, আজ যদি তুমি তাঁহার সহিত ভাল করিয়া কথা না কহ, তাঁহাকে অপমান কর, যদি তাঁহার পিতার সম্বন্ধে কোন মন্দ কথা বল, তাহা হইলে আমি তোমার মুখ দেখিব না।"

সুশীলা বলিলেন,—"সে যদি আমার সহিত ভাল করিয়া কথা না কহে? আমি রাজার মেয়ে মনে রাখিয়া সে যদি আমাকে মান্য না করে, তাহা হইলে আমি কখনই তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিব না।"

রাজা ঘোর বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"পাপিষ্ঠা! দেখিতেছি, তোর দুর্ম্মতির সীমা নাই। বীরেন্দ্র স্বর্গের দেবতা, তাহার মুখে মন্দ কথা ভ্রমেও আসিতে পারে না। তুই রাজার মেয়ে হইলেও তাঁহার পায়ের নখের যোগ্য নহিস্; তুই দাসী, তিনি প্রভু! তাঁহার সহিত দাসীর মত ব্যবহার না করিলে আমি সকল লোকের সমক্ষে তোর মুখে লাথি মারিব।"

হরিশ্চন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে প্রস্থান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুশীলা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনের রোল তুলিলেন। সে বিকট শব্দ ভয়ানক প্রতিধ্বনি উৎপাদন করিতে করিতে রাজভবন কাঁপাইয়া তুলিল। তৎক্ষণাৎ অতি ব্যাকুলভাবে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে পিসী-মা সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতেই বলিতে লাগিলেন,—"কি হইয়াছে? এই দুধের মেয়েকে রাণী অভাগী বুঝি বকিয়াছে? যে কাঁদাইয়াছে, তাহাকে আমি এখনই সাজা না দিয়া ছাড়িব না।"

তখন সুশীলা রোদনমিশ্রিত অত্যুৎকট শব্দে বলিলেন,—"বাবা বকিয়াছে, 'মুখ দেখিব না' বলিয়াছে। সেই ছোটলোকের দাসী হইতে হুকুম দিয়াছে। লাথি মারিবে বলিয়াছে।"

রাণী অবাক্! তিনি নীরবে অধোমুখে দূরে দাঁড়াইয়া কন্যার এই অদ্ভুত লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। পিতার সহিত সমান উত্তর, 'পিতার সমক্ষে স্বামীকে তুচ্ছতাচ্ছল্যের কথা, পিতার প্রতি অগ্রাহ্যভাব, অনায়াসে আপনার স্বাধীনতা প্রকাশ, তাহার পর পিতার শাসনবাক্য শুনিয়া এই আর্ত্তনাদ, তাহার পর আবার প্রকৃত কথা ব্যক্ত না করিয়া, পিতার প্রতি এই দোষারোপ! রাণী আপনাকে আপনি মনে মনে শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন, কুক্ষণে তাঁহার গর্ভে এই কুসন্তানের জন্ম হইয়াছে। তাঁহার মনে হইতেছে, এমন কন্যার মৃত্যু হইলেও আক্ষেপ নাই। আর ভাবিতেছেন, রাজা সত্যই বলিয়াছেন, যদি হতভাগিনী বাধ্য হইয়া না চলে, তবে ইহার সহিত, সম্পর্ক ত্যাগ করাই উচিত।

কুপিতা পিসীমা গর্জ্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"কি! হরিশ এত কথা বলিয়া গিয়াছে? তোর সোনার অঙ্গে সে লাথি মারিব বলিয়া গিয়াছে?"

সুশীলা বিকটভাবে বলিলেন,—"হ্যাঁ পিসি!"

তখন সস্নেহে কন্যার মুখ মুছাইতে মুছাইতে পিসীমা বলিলেন,—"বুঝিতেছি, তাহার মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে। এই রাণী পোড়ারমুখী তাহার মাথা খাইতে বসিয়াছে। এ ছোট ঘরের মেয়ে, রাজাই মেজাজ কিছুই জানে না, অথচ ইহার কথায় হতভাগা হরিশ মরে আর বাঁচে। এই রাণীকে তাড়াইতে না পারিলে হরিশের মঙ্গল হইবে না।"

রাণী বলিলেন,—"ঠাকুর-ঝি! মঙ্গল তো হইবেই না। যখন মেয়ে স্বামীকে মানিতে চাহে না, গুরুজনকে গ্রাহ্য করে না, কিছুতেই ভয় পায় না, তখন মঙ্গল দূরে থাকুক, সকল সর্ব্বনাশই তো ঘটিবে; আমাকে তাড়াইলে যদি তোমাদের ভাল হয়, তাহা হইলে আমি চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু ঠাকুর-ঝি! আমি ঠিক দেখিতেছি, তোমাদের সর্ব্বনাশ শিয়রে।"

তখন ঠাকুর-ঝি বিষম ক্রোধের সহিত বলিলেন

—"কি! আমাদের সর্ব্বনাশ শিয়রে! আর তুই তাহা দাঁড়াইয়া দেখিবি? আগে তোর কি সর্ব্বনাশ করি, তাহা তুই দেখ; তাহার পর আমাদের সর্ব্বনাশের ভাবনা ভাবিস্।"

রাণী বলিলেন,—"আমার সর্ব্বনাশ আর তুমি কি করিবে? যখন এই পাপ মেয়ে পেটে ধরিয়াছি, তখনই আমার সর্ব্বনাশ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর ঠাকুর-ঝি, যখন তুমি এই কাল্‌মুখীকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছ, তখনই আমার সর্ব্বনাশ ভাল করিয়াই আরম্ভ হইয়াছে। আর এখন তোমারই অনুগ্রহে সর্ব্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হইয়াছে। আর কি সর্ব্বনাশ তুমি করিবে দিদি? সত্য বটে, আমি ছোট ঘরের মেয়ে, কিন্তু বড় ঘরের মেয়ে হইলে যে, পিতাকে মানিতে নাই, স্বামীকে মানিতে নাই, সত্যকথা কহিতে নাই, দয়া করিতে নাই, ধর্ম্ম মানিতে নাই, ভাল কথা মুখে আনিতে নাই, এমন তো কখন শুনি নাই। ঠাকুর-ঝি! মেয়ে তোমাকেই দেওয়া হইয়াছে, তোমারই মেয়ে। ইহাকে সুশিক্ষা না দিলে, ভাল পথ দেখাইয়া না দিলে ইঁহারই সর্ব্বনাশ হইবে।"

রাজ-ভগ্নী বলিলেন,—"সুশিক্ষার কি তুই জানিস্? তোর মত সামান্যা স্ত্রীলোক রাজা স্বামী পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছে, কাজেই স্বামীর দাসী হইয়া, তাহার হুকুম তামিল করিয়া, তাহার মন যোগাইয়া থাকিতে বাধ্য; কিন্তু রাজার মেয়ে কেমন করিয়া ছোটলোকের ছেলের বাঁদী হইবে? কেমন করিয়া তাহার কথা শুনিবে? কেমন করিয়া তাহার ভয়ে কাঁপিবে? তুই আপনার সহিত রাজার মেয়ের তুলনা করিস্?"

রাণী বলিলেন,—"ছি! ঠাকুর-ঝি! আমি আর এখানে থাকিতে চাহি না। যে কন্যা গুরুজনের মুখে এইরূপ কথা শুনিতেছে, সে যে অধঃপাতে যাইবে, তাহার ভুল নাই। তুমি আমাকে যত ইচ্ছা গালি দেও, তাহাতে আমার দুঃখ নাই; কিন্তু ঠাকুর-ঝি! তোমার কুশিক্ষায় রাজবংশের অনিষ্টের সীমা থাকিবে না।"

রাণী বেগে বাহিরে আসিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর নৃসিংহরাম বাবুর সেই সৌধমধ্যে, সেই কক্ষে তিনি একাকী বসিয়া ভাবিতেছেন,—লোভ সংবরণ করাই মহত্ত্ব। সরোজিনী দুর্দ্দমনীয় লোভের বস্তু সত্য। আমি তাঁহাকে আপনার করিয়া লইবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছি কেন? তাঁহার রূপই আমাকে মত্ত করিয়াছে। পূর্ব্বে কখন তাঁহাকে দেখি নাই, তাহার সহিত কোন আলাপ ছিল না, তাঁহার দোষ-গুণের কথা কখন জানি না; তথাপি তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, কেবল তাঁহার রূপ দেখিয়াই উন্মত্ত হইয়াছি। ইহাই পাশব আকর্ষণ। এ আকর্ষণ হৃদয়কে নিতান্ত অধীন করে সত্য, কিন্তু ইহার কোন মূল্য নাই। সরোজিনী সত্যই বলিয়াছেন, তাহার রূপে কোন নূতনত্ব নাই, রূপের প্রতি আসক্তি কেবল অভ্যাসেই জন্মে। বড়ই বুদ্ধিমতী, বড়ই সরলা, বড়ই প্রেমিকা।

আবার মনে হইল—প্রেমের স্মৃতি হৃদয়ে লইয়া, দৈহিক মিলনের আশা ত্যাগ করিয়া, প্রেমাস্পদকে প্রাণে বসাইয়া সরোজিনী বড়ই সুখে আছেন। এরূপ পবিত্রতা, এরূপ ভোগাসক্তি-বিহীন প্রেমের দৃষ্টান্ত বিরল। এ পবিত্রতা ভঙ্গ করিলে লাভ কি হইবে? নষ্ট করা বড়ই সহজ। আয়ত্তে পাইয়াছি, পিতা পবিত্রবন্ধনে বদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ সম্মত। লোকতঃ কোনই পাপ নাই, তবে কেন প্রাণ যাহা চায়, তাহা করিব না?

না! একবার ভাঙ্গিলে আর গড়িতে পারিব না। যাহা ভাঙ্গিব, তাহার তুলনা বোধ হয়, দেবলোকেও নাই। এই অলৌকিক প্রেমের ভাব অক্ষুণ্ন রাখিয়া দিলে মহত্ত্ব হইবে, ইহা দলিত করিলে পশুত্বেরই পরিচয় দেওয়া হইবে। কাজ নাই—লোভ সংবরণ করাই ধর্ম্ম!

যাহা পূজার জিনিস, তাহাকে ভোগের সামগ্রী মনে করাও পাপ। ভোগের কত পদার্থ আছে, কতই ভোগ করিয়াছি, কত কথাই শুনিয়াছি, কতই দেখিয়াছি; কিন্তু এমন তো কখন দেখি নাই! যাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, যাহার মূল্য নষ্ট হইয়াছে, যাহা মর্য্যাদা হারাইয়াছে, তাহাই ইচ্ছামত খেলার সামগ্রী হইতে পারে। আদর কর, তুলিয়া রাখ, সখ মিটিল, ফেলিয়া দেও; ক্ষতি-বৃদ্ধির কিছুই নাই। পবিত্র অমূল্য পদার্থকে সে চক্ষুতে দেখিলে পাপ হয়। পাইব কি? তাঁহার দেহ অনায়াসেই

পাইতে পারি; কিন্তু হৃদয় কখনই পাইব না। তবে কেন?

তাহাই ঠিক। আমি সর্ব্বনাশের হেতু হইব না। পারি যদি, প্রাণপণে সকল দিক্ রক্ষা করিবার সহায় হইব। ধর্ম্ম হারাইয়াছি, কিন্তু ধার্ম্মিকের সাহায্য করিতে ক্ষান্ত হইব না। সরোজিনী! তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি, তোমার পদধূলি যেখানে পড়িয়াছে, সেখানে পবিত্র তীর্থ হইয়াছে। দেবি! তোমার সহায় হইব, তোমার রক্ষাকর্ত্তা-পরিচয়ে গৌরব ভোগ করিব।

নৃসিংহরাম এইরূপে প্রাণের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন। সরোজিনীর সহিত সাক্ষাতের পর হইতে এক মুহূর্ত্তও তিনি চিন্তা পরিত্যাগ করেন নাই। চিত্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিতেছে, প্রকৃষ্ট পথ দেখিতেছে।

চন্দ্রকান্ত এইরূপ সময়ে নিঃশব্দে নৃসিংহরামের নিকটস্থ হইলেন। নৃসিংহরাম বলিলেন,—"আপনি আসিয়াছেন, বড়ই ভাল হইয়াছে, আমি এখনই আপনার কথা ভাবিতেছি, আপনাকে বলিবার অনেক কথা আছে; আপনি বসিয়া ধীরভাবে আমার কথা শুনুন।"

চন্দ্রকান্ত একটু উদ্বিগ্নভাবে সে স্থানে বসিয়া পড়িলেন। মনে মনে ভাবিলেন, আবার কথা কি? বিবাহের জন্য নৃসিংহ আগ্রহান্বিত আছেন, চন্দ্রকান্তও সম্পাদন করিবার অভিপ্রায়ে কন্যা লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছেন। তবে আবার কথা কি?

নৃসিংহ বলিলেন,—"আপনি বোধ হয় আমাকে এখন বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিতেই আসিয়াছেন?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"হাঁ। কথাই বা কি আছে? আজিকার দিন তো কাটিয়া গেল, কালি যাহাতে শুভকর্ম্ম শেষ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

নৃসিংহ বলিলেন,—বিবাহ বোধ হয় ঘটিবে না। এ কি আপনি বিচলিত হইতেছেন কেন? আমার সকল কথা আপনি শুনুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, বিবাহ না হওয়াই উচিত।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"আমি বুঝিতেছি, প্রাতে আমার কন্যার সহিত কথা কহিয়া আপনি বিরক্ত হইয়াছেন। সে হয় তো বারংবার 'বিবাহ করিব না' বলিয়া আপনাকে অপমানিত করিয়াছে। আপনার এত আগ্রহ ছিল, এখন আপনি যে সহসা বিবাহ অনুচিত বলিয়া মনে করিতেছেন, ইহার অন্য কোন কারণ থাকা অসম্ভব। আপনি বিবাহ না করিলে কন্যার আর বিবাহ হইবে না। তাহাকে লইয়া দেশে ফিরিতে হইবে। আমার জাতি যাইবে। তাহার কথা শুনিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি ত তাহার অনিচ্ছাতেও বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, তবে কেন এখন অন্যরূপ বুঝিতেছেন?"

নৃসিংহ বলিলেন,—"আপনার ভুল হইতেছে। সরোজিনীর সহিত কথা কহিয়া বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আমি পরম প্রীত হইয়াছি। আমি বুঝিয়াছি, আর কাহারও সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইতে পারে না। বেণীমাধব বাবুর পুত্র বীরেন্দ্রনাথই তাঁহার ধর্ম্ম-সঙ্গত পতি। সে পতির সহিত তাঁহার মিলনের বোধ হয় আর কোন সম্ভাবনা নাই। না থাকিলেও সরোজিনী সুখী আছেন। তাঁহার এ সুখের অবস্থা ভঙ্গ করিলেও পাপ হয়। আপনি আমার কথা শুনুন। কন্যার বিবাহের চেষ্টা আপনার আর করিতে হইবে না। আপনার সরোজিনীর ধর্ম্মনাশ করিতে বোধ হয় কাহারও সাধ্য নাই। কলঙ্কের ছায়াও কখন তাঁহার গায়ে লাগিবে না। জাতি যাওয়ার বৃথা আশঙ্কা আপনি একবারও মনে করিবেন না।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"আপনার কথা আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। এই ভাবের একটু একটু কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছি, তখনও বুঝি নাই। আপনি এ দেশের একজন প্রধান ব্যক্তি। আপনাকে জামাতারূপে লাভ করিয়া আমি পরম গৌরবের আশা করিয়াছিলাম। সে আশায় ছাই পড়িল। আপনি আবার ভাবিয়া দেখুন।"

নৃসিংহ বলিলেন,—"অনেক ভাবিলেও ন্যায় অন্যায় হয় না। কন্যার সম্পর্কেই জামাতার আদর। বোধ হয়, পুত্রের অপেক্ষা আর আদরের বস্তু কিছুই নাই। চন্দ্রকান্ত বাবু! আপনি অপুত্রক; আমি আপনার চরণে হাত দিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, আজি হইতে আপনি আমাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করুন। আমি পিতৃহীন; আপনার ন্যায় পিতার আশ্রয়ে আমি সুখী হইব।"

সত্য সত্যই নৃসিংহরাম বিস্ময়াবিষ্ট চন্দ্রকান্তের চরণধারণ করিলেন। বলিলেন,—"সরোজিনীর সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব; কিন্তু সেই দেবীর পরিচয় পাইয়া তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে পরিগণিত না হইয়া থাকাও অসম্ভব, আজি হইতে আমি আপনার পুত্র, সরোজিনীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা, সরোজিনীর বিপদে সম্পদে সহচর, তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা,

মানাপমানের সঙ্গী, তাঁহার সুখ-দুঃখের অংশী। আপনি দরিদ্র; কিন্তু আপনার চরণাশীর্ব্বাদে আপনার পুত্র সম্পত্তিশালী। আজি হইতে এই সম্পত্তি সরোজিনী ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পরিবেন, তাঁহার বাসনা পূরণ করিবার জন্য সম্পত্তিসহ নিত্য শুভানুধ্যায়ী অগ্রজ নৃসিংহরাম সতত প্রস্তুত থাকিবে।"

চন্দ্রকান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। কথা বলিতে গেলেন, কিন্তু মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। অনেকক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইলেন, বলিলেন,—"এ কি সৌভাগ্য বাবা। ভাগ্যহীন চন্দ্রকান্তের এ কি শুভাদৃষ্ট! আমার ন্যায় সুখী পৃথিবীতে কে আছে? সরোজিনীর জন্য তোমাকে জামাতারূপে পাইতে আসিয়াছিলাম, তাহারই কল্যাণে তোমাকে পুত্ররূপে পাইলাম! তুমি সুখে থাক। আর কি বলিব?"

নৃসিংহ বলিলেন,—"বলিবার কিছুই আবশ্যক নাই। ভগ্নীর বিবাহ দেওয়া উচিত কি না, তাহার বিচার করিতে জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্পূর্ণ অধিকারী। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; যে বিষয়ে যাহা করা উচিত, আমিই তাহার ব্যবস্থা করিব।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইলাম। কোন বিষয়েই আর আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না।"

নৃসিংহ বলিলেন,—"আপনি সকল কথা জানেন কি না, বলিতে পারি না। বীরেন্দ্রনাথ সম্প্রতি কৃষ্ণনগরেই আছেন। আপনি ইহা শুনিয়াছেন কি বাবা?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"আমি শ্যামপুরে শুনিয়াছিলাম, কি একটা সভা উপলক্ষে বীরেন্দ্রনাথকে কৃষ্ণনগরে আসিতে হইবে। তিনি আসিয়াছেন কি না, আসিলে আজিও এখানে আছেন কি না, তাহার কোন সংবাদই আমি জানি না।"

নৃসিংহ বলিলেন,—"তিনি আজিও এখানে আছেন, আমি তাঁহাকে দুই এক দিনের মধ্যে নিমন্ত্রণ করিব স্থির করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আপনার কি আজ্ঞা?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"তুমি যাহা করিবে, তাহার উপর আমার কথা নাই। তবে আমরা এখানে আছি, এ কথাটা তিনি না জানিতে পারিলে ভাল হয়। আমাদিগের কাহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ না ঘটাই প্রার্থনীয়।"

নৃসিংহ বলিলেন,—"তবে আপনি এখন বাবা! আমার ভগ্নীর কাছে গিয়া বলুন যে, যাহাকে তিনি ভয়ের কারণ বলিয়া মনে করিয়াছেন, সে সত্য সত্যই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আর সত্যই সে তাঁহার সকল বিপদের রক্ষাকর্ত্তা।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"তুমিও কেন আইস না বাবা।"

নৃসিংহ বলিলেন,—"এখন থাকুক।"

চন্দ্রকান্ত প্রস্থান করিলেন। সরোজিনী তখন অকুল পাথার চিন্তা করিতেছিলেন, আর তাঁহার ঠাকুর-মা নিকটেই মাটীর উপর শুইয়াছিলেন। সরোজিনী ভাবিতেছেন, বাবা বুঝিয়াছেন, ঠাকুরমা বুঝিয়াছেন, জোর করিয়াও আমার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। আমার হিতের জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া এইরূপ উদ্যোগ করিয়াছেন। যেরূপ আয়োজন হইয়াছে, তাহাতে বিবাহ দেওয়ার ব্যাঘাত আর কিছুই নাই। নৃসিংহবাবুকে আমি মনের কথা জানাইয়াছি। কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি, তিনি অতি উদার-প্রকৃতির মনুষ্য। আমার মনের ভাব বুঝিয়া তিনি কি আমাকে ক্ষমা করিবেন না? যদি তাঁহার মন না ফিরে, তাহা হইলে আমায় আত্মহত্যা করিতে হইবে। বৃদ্ধা ঠাকুরমার বুকে শেল হানিয়া, স্নেহময় পিতার অন্তরে আগুন জ্বালিয়া আমাকে মরিতে হইবে! কিন্তু কি উপায়? আমি কখনই জীবন থাকিতে পরের নিকট আত্মবিক্রয় করিব না, কুলটার ন্যায় একজনকে ছাড়িয়া আর একজনকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারিব না।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সরোজিনীর মনে হইল, জীবন থাকিতে বুঝি আর একবার বীরেন্দ্রনাথকে দেখিবার সাধ মিটিল না! সেই বীরেন্দ্র—আমার একদিন সামান্য অসুখ হইলেও যাঁহার ব্যাকুলতার সীমা থাকিত না—সেই বীরেন্দ্র! আমাকে সামান্যমাত্র বিমর্ষ দেখিলে যিনি সংসার অন্ধকার দেখিতেন—সেই বীরেন্দ্র! আমি পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গেলেও পাছে আমি ডুবিয়া যাই, এই ভয়ে যিনি অস্থির হইতেন—সেই বীরেন্দ্র! আমি একদিন রাগে কথা কহি নাই বলিয়া যিনি কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন—সেই বীরেন্দ্র! আমার হৃদয়ের আরাধ্য সেই বীরেন্দ্র কোথায়, আর আমি কোথায়? যেখানেই কেন থাকুন না, শত সমুদ্র, শত পর্ব্বত কেন ব্যবধান হউক না, তথাপি তাঁহাকে আমার প্রাণ হইতে কেহই দূর করিতে পারিবে না। কিন্তু প্রাণে নিয়ত তিনি বিরাজমান থাকিলেও তাঁহাকে দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি না কেন?

এখনও কেন তাঁহার সেই কথা শুনিবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হয়? তিনি রাজনন্দিনীর স্বামী হইয়াছেন—সুখে থাকুন। রাজ-কুমারী যেন সেই দেবসেবায় সক্ষম হন, আমি তাঁহাকে আপনার করিতে চাহি না—কেবল এখনও চাহি—দূর হইতে তাঁহার মোহন রূপ দেখিতে; এখনও চাহি, অন্তরাল হইতে তাঁহার সেই মধুমাখা কথা শুনিতে। সেই সাধ কি মিটিবে না? মৃত্যুর পূর্ব্বে বীরেন্দ্রনাথ! আর একবারও কি তোমাকে দেখিতে পাইব না?

সরোজিনী যখন এইরূপ চিন্তায় নিমগ্না, সেই সময় রুদ্ধদ্বারের অপর দিক্ হইতে চন্দ্রকান্ত ডাকিলেন,—"মা সরোজিনি!"

সরোজিনীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বুঝি বা পিতা এখন বিবাহের কথা বলিতে আসিয়াছেন। তিনি কম্পিত হৃদয়ে ত্রস্তভাবে দ্বার খুলিয়া দিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রখরা রাজ-ভগ্নী বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। কন্যা পিতা-মাতার মতে চলে না, সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রকাশ করে, এ জন্য রাজা ও রাণী সুশীলার সহিত সম্পর্ক রাখিবেন না বলিয়াছেন, তাহার মৃত্যুকামনা করিয়াছেন, এ সকলই রাজভগ্নী অসহ দুর্ব্যবহার বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং রাজা ও রাণীকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে, তিনি সুশীলাকে লইয়া যাহা তাঁহার অভিপ্রায় তাহাই করিবেন স্থির করিয়াছেন। একমাত্র কন্যার মৃত্যুকামনা যে পিতা-মাতা করে, সে পিতা-মাতা শত্রু। তাহাদের কোন ইচ্ছা পূরণ করিবার আর আবশ্যক নাই। বরং এখন হইতে, যাহা তাহারা বলিবে, চেষ্টা করিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেই হইবে।

পিসী-মা শতবার "বালাই যাইট" বলিয়া সুশীলার মুখ মুছাইয়াছেন, সুশীলার দুঃখে দুঃখিত হইয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন। ছেলেমানুষ মেয়ে কোনই অপরাধ করে নাই। একটা ছোটলোকের ছেলে ধরিয়া বিবাহ দেওয়া হইয়াছে! বাছা প্রথম দিনেই তাহার পা ধোয়াইয়া চরণামৃত খায় নাই, এই তো অপরাধ! আর সেই দেশশুদ্ধ লোক যে মেয়ের নিন্দার ঢাক বাজাইল, সোনার পুতুলকে কুরূপা বলিয়া তোলপাড় করিল, মহিষ পর্য্যন্ত বলিল, তাহাতে কোন দোষ হইল না। আর সেই বাঁদর জামাই একটা ইতর মেয়েমানুষকে চিরদিন ভালবাসে; সেই কুলটার প্রেমের কথা বলিয়া সে হতভাগা বিবাহের পূর্ব্বেই রাজকন্যাকে অগ্রাহ্য করিল, তাহাতে কোন দোষ হইল না; সেই হনুমান্ প্রথম দিনেই সুশীলার সহিত ধমকাইয়া কথা কহিল, তাহাকে দাসী বলিল, কথা কহিবার অযোগ্য বলিল, দায়গ্রস্ত হইয়া বিবাহ করিয়াছি বলিল, তাহাতে কোন দোষ হইল না। যত দোষ এই দুধের মেয়ের!

রাজ-ভগ্নী ঘটনাসমূহ এই ভাবে গ্রহণ করিয়া, রাজা, রাণী ও বীরেন্দ্রের উপর হাড়ে চটিয়াছেন। সুশীলা বড় বুদ্ধিমতী, সে যাহা স্থির করিয়াছে, তাহাই যে করিতে হইবে, তাহার আর ভুল নাই। সেই ছোটলোকের মেয়েটাকে একেবারে রসাতলে পাঠাইতে হইবে। তাহার দুঃখে বীরেন্দ্রকে সুশীলার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে হইবে, আর রাজা-রাণীর কোন কথা শুনা হইবে না। এইরূপ স্থির করিয়া পিসী-মা ভাইঝির সহিত অনেক পরামর্শ করিলেন এবং অদ্য রাত্রিকালে বীরেন্দ্রের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার উপদেশ প্রদান করিলেন।

যথাকালে রাজা ও বীরেন্দ্র এক স্থানে বসিয়া আহারাদি করিলেন। রাণী জননীর ন্যায় যত্নে বীরেন্দ্রনাথকে আহার করাইলেন। রাজাও অনেক আন্তরিক স্নেহের পরিচয় দিলেন। আহারসমাপ্তির পর বীরেন্দ্রনাথ পুনরায় বাহিরে আসিলেন। রাজা ও রাণী অতঃপর কি হইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

রাণী বলিলেন,—"যখন জামাইকে বাটী আনিয়াছি, তখন মেয়ের সহিত দেখা করিতে দেওয়া উচিত। তাহা না হইলে জামাইয়ের অপমান করা হয়।"

রাজা বলিলেন,—"তাহা আমি বুঝিতেছি; কিন্তু বড়ই ভয় হইতেছে। সুশীলা যদি কোন ভয়ানক অত্যাচার করে, তাহা হইলে কি হইবে?"

রাণী বলিলেন,—"আমি ঠাকুর-ঝির অসাক্ষাতে সুশীলাকে অনেক কথা বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সে কথায় যে কোন বিশেষ ফল হইবে, এরূপ বোধ করি না।"

রাজা বলিলেন,—"আমিও তোমার সাক্ষাতে অনেক শাসন-বাক্য বলিয়াছি। কিন্তু দিদি হয় তো তাহার অর্থ অন্যরূপে গ্রহণ করিয়া আরও কুশিক্ষা দিতেছেন। যাহাই হউক, দুই জন ঝি পাঠাইয়া জামাইকে বাটীর মধ্যে আন। সুশীলার ঘরেই

শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দেও। সত্যই বলিতেছি রাণি, যদি সুশীলা আজি সদ্ব্যবহার না করে, তাহা হইলে আমি আর তাহার মুখ দেখিব না, তাহাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিব না, দিদির সহিত আর সুশীলার সহিত কোন সম্পর্কও রাখিব না।"

রাজা শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। রাণী বৈঠকখানা হইতে জামাইকে সমাদরে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য দুই জন দাসী পাঠাইলেন। বীরেন্দ্রনাথ কম্পিত হৃদয়ে দুর্গা-নাম স্মরণ করিতে করিতে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যদি তাঁহার বাহিরে শয়ন করিলে অসভ্যতা প্রকাশ না হইত, যদি সে জন্য রাজ-সংসারে একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিত, যদি আপত্তি করিলে তাঁহাকে অশিষ্ট ও অবাধ্য বোধে রাজা ও রাণীর বিরক্ত হইবার আশঙ্কা না থাকিত, তাহা হইলে বীরেন্দ্রনাথ কখনই বাটীর মধ্যে আসিয়া সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইতেন না। নিজ বাটীতে হইলে, তিনি জননীর চরণে ধরিয়া এ সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় নিবেদন করিতেন; কিন্তু এখানে সেরূপ কোন আচরণ করিতে তাঁহার সাহস হইল না।

সুশীলার শয়ন-কক্ষদ্বারে রাণী দাঁড়াইয়া ছিলেন; বীরেন্দ্রকে দর্শনমাত্র বলিয়া উঠিলেন,—"আইস বাবা, রাত্রি অনেক হইয়াছে, শুইতে যাও। সুশীলা বড়ই আদুরে মেয়ে; যদি না বুঝিয়া তোমাকে কোন মন্দ কথা বলে, দাসী জ্ঞানে তুমি তাহা ক্ষমা করিও বাবা।"

বীরেন্দ্র অবনতমস্তকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, রাণী সে স্থান হইতে সরিয়া আসিলেন। দাসীরা দরজা টানিয়া দিল। বীরেন্দ্র দেখিলেন, সেই প্রশস্ত কক্ষে, প্রশস্ত শয্যার উপর বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া বিশালকায়া সুশীলা সুন্দরী শায়িতা! সেই সুশীলা! যে প্রথম দিনেই শ্বশুরালয়ে বসিয়া বীরেন্দ্রনাথকে অনেক অপমানের কথা শুনাইয়াছে—সম্মুখে সেই সুশীলা! যাহার প্রকৃতি, যাহার বাক্য ও ব্যবহার সকলেরই অতি ভয়ানক বলিয়া মনে হইয়াছে—সম্মুখে সেই সুশীলা! যাহার সহিত পিতা সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন, যাহার জন্য অতি গৌরবজনক কটুম্বিতার বন্ধন বাবাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইয়াছে—সম্মুখে সেই সুশীলা!

বীরেন্দ্রনাথের আবার মনে হইল, পিতাকে না জানাইয়া, পিতার আদেশ না লইয়া, রাজবাটীতে আসায় আমার পাপ হইয়াছে। কিন্তু আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এখানে আসি নাই, ইচ্ছাপূর্ব্বক রাজার সহিত দেখাও করি নাই, রাজা হাত ধরিয়া ডাকিয়াছেন, অনেক অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন, সমস্ত দায়িত্ব স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই আমাকে আসিতে হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় না আসিলে রাজার অপমান করা হইত এবং হয় তো সে জন্য ভবিষ্যতে পিতাও আমার উপর বিরক্ত হইতেন।

তাহার পর বীরেন্দ্রনাথ মনে মনে বলিলেন, "পিতঃ! জানি না, আমার এ কার্য্য তুমি কি ভাবে গ্রহণ করিবে? আমি তোমার অনুগত সেবক, ভাল মন্দ বুঝিয়াই এই বিপদে পড়িয়াছি, তুমি আমার ভগবান্, হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া অধম সন্তানকে ক্ষমা করিও।"

বীরেন্দ্র সেই স্থানে স্পন্দহীনভাবেই দাঁড়াইয়া এই চিন্তা করিলেন। তাহার পর তাঁহার মনে হইল, সুশীলা বুঝি নিদ্রিতা, নারায়ণ করুন, যেন তাহাই হয়। তাহার পর সাবধানে কোনরূপ শব্দ না করিয়া বীরেন্দ্রনাথ সেই শয্যা স্পর্শ করিলেন। শয্যা কম্পিত হইল না, কোনরূপ শব্দও হইল না, তথাপি সুশীলা চমকিয়া বলিলেন,—"কে? কে?"

বীরেন্দ্রনাথ সভয়ে একটু পিছাইয়া আসিলেন, বলিলেন,—"আমি। তুমি ভাল আছ তো?"

সুশীলা বলিলেন,—"তুমি! তোমরা আমার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলে; তবে আবার কোন্ মুখে, কোন্ লজ্জায় এখানে আসিলে?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমি এখানে ইচ্ছা করিয়া আসি নাই, পিতার অনুমতি লইয়াও আসা হয় নাই, রাজা মহাশয় আমাকে আদর করিয়া আনিয়াছেন।"

সুশীলা বলিলেন,—"পোড়া কপাল আর কি? আদর করিতে হইবে কেন? রাজবাটীতে আসিয়াছ, রাজার সহিত গাড়ীতে চড়িয়াছ, রাজার সহিত একত্র বসিয়া রাজভোগ খাইয়াছ, ইহাই তো তোমার মত লোকের পরম সৌভাগ্য; এ লোভে কেহ না ডাকিলেও আজি না হয় দশ দিন পরে আসিতে।"

বাক্য-সমূহ তীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় বীরেন্দ্রের প্রাণে বিদ্ধ হইল; তিনি অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,— "তাহা আমি জানি না, আপনি আসিতাম কি না, বলিতে পারি না। বাস্তবিকই রাজা রাণী দেবতার মত মানুষ; তাঁহাদিগের সহিত কথা কহা, তাঁহাদিগের কাছে থাকা সৌভাগ্যের কথা বটে; কিন্তু সেই সৌভাগ্য ভোগ করিব বলিয়া আমি এখানে

আসি নাই। তাঁহারা বিশেষ অনুরোধ না করিলে আমি বৈকালেই চলিয়া যাইতাম। আমার অদৃষ্টে দুর্ব্বাক্য-ভোগ আছে, কাজেই তাঁহাদিগের আদেশ ঠেলিতে পারি নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাও। আমি তোমাকে কোন রূপ বিরক্ত করিব না। আমি দরিদ্র ব্যক্তি, কষ্ট সহ্য করা আমার অভ্যাস আছে, আমি অনায়াসে এই মাটীতে শুইয়াই রাত্রি কাটাইতে পারিব।"

সুশীলা বলিলেন,—"দেখিতেছি, তোমার মানের গাছ বড়ই গজাইয়া উঠিতেছে। বুঝিতেছি, আমার সহিত কথা কহিলে তোমার শরীর জ্বলিয়া উঠে, আমার শয্যায় শয়ন করিতে তোমার অপমান হয়, তাহাতে কাজ নাই। তুমি ইতর কুলটার সহিত ইয়ারকি দিয়া বেড়াও, রাজকন্যার কাছে আসিবার যোগ্য নহ। তোমার সে প্রাণেশ্বরী এখনও ঘরে আছে, না ঘর ছাড়িয়াছে?"

প্রত্যেক কথা ঘোরতর অপমান-জনক ও বিরক্তিকর। বীরেন্দ্র বুঝিলেন, এ রাক্ষসীর কোন কথার উত্তর দিলে নিশ্চয়ই ভয়ানক কাণ্ড ঘটিবে। রাজার বাটীতে হয় তো সকল অপরাধ আমারই ঘাড়ে পড়িবে। অতএব হৃদয়কে স্থির করিয়া নীরবে যথাসাধ্য সহ্য করাই সৎপরামর্শ।

বীরেন্দ্রনাথকে নীরব দেখিয়া সুশীলা আবার বলিলেন,—"তোমার মুখের কথা বন্ধ হইল দেখিতেছি; প্রাণেশ্বরীর মুখ মনে পড়ায় বাক্‌রোধ হইল কি? সে তোমার মুখে পদাঘাত করিয়া আর কাহারও সহিত বুঝি সরিয়া পড়িয়াছে, এই দুঃখ মনে পড়ায় চুপ করিয়া আছ কি? তাহার মত লোক এই সহরের বাজারে তুমি অনেক পাইবে।"

বীরেন্দ্রনাথ এবার বলিলেন,—"আমি তোমাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আর তাহার কথা বলিবার তোমার কোন আবশ্যক নাই। অকারণ সতী কুলবালাকে লক্ষ্য করিয়া গালি দিতে তোমার কোন অধিকার নাই।"

সুশীলা বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন,—"প্রাণে বড় লাগিয়াছে দেখিতেছি, আবার যে আমার উপর হুকুম চালাইতে আরম্ভ করিলে? সেবার তোমার হুকুম শুনি নাই বলিয়া মনে হইয়াছিল যে, তোমার বাবা ফাঁসী দিবেন, তাহা তো হয় নাই। তুমি যদি ভাল চাহ, তাহা হইলে আমি যখন যাহা বলিব, তাহাই তোমাকে ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে হইবে, আমার ইচ্ছামত কার্য্য তোমাকে করিতে হইবে। আমার কথার উপর কখন কথা কহিতে পাইবে না। তাহা হইলে আমি তোমাকে কাছে আসিতে বসিতে দিব। আর যদি তুমি আমার উপর হুকুম চালাও, আমার উচিত অনুচিত বুঝাইয়া দিতে আইস, আমার অধিকার অনধিকার দেখাইয়া দিতে সাহস কর, তাহা হইলে তোমার বাবা আমার যাহা করিতে পারেন নাই, আমি তোমার তাহার অপেক্ষাও দুর্গতি করিব!"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"তুমি আমার কি করিবে? তুমি রাজকন্যাই হও আর রাজ্যেশ্বরীই হও, তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী; সুতরাং তুমি আমার ইচ্ছামত চলিতে বাধ্য। যদি তুমি তাহা না চল, তাহা হইলে আমার কোন ক্ষতি হইবে না; কিন্তু নিশ্চয় জানিবে, তোমার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।"

অতি কষ্টে সুশীলা উঠিয়া বসিলেন, ঘোরতর ক্রোধের সহিত চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"কি? আমার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না? আমি—আমি—তোমার ইচ্ছামত চলিতে বাধ্য? আমি তোমার হুকুমের দাসী? তুমি এরূপ ভাবে আমার সহিত কথা কহিলে আমি এখনই তোমাকে এখান হইতে তাড়াইয়া দিব।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"স্ত্রীর দুর্ব্বাক্য কখনই মনুষ্য সহ্য করিতে পারে না। আমি পাষাণে বুক বাঁধিয়া তোমার অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছি; আর সহ্য করিতে আমার সাধ্য নাই। তোমায় তাড়াইয়া দিতে হইবে না, আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি।"

বীরেন্দ্রনাথ দুই চারি পদ সরিয়া আসিলেন। ভাবিলেন, এই গভীর রাত্রিকালে অপরিচিত দাসদাসী-পরিবেষ্টিত রাজপুরীতে হয় তো আমার প্রতি কেহই সহানুভূতি প্রকাশ করিবে না। হয় তো একটা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইবে। কিন্তু আর এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারা যায় না।

সুশীলা বলিলেন,—"দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছ? আমার অনেক অত্যাচার তুমি দয়া করিয়া সহ্য করিয়াছ, দয়া করিয়া তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছ, দয়া করিয়া তুমি হাতে আমার মাথা কাট নাই। চলিয়া যাও, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও! নতুবা এখনই আমি অপমান করিতে করিতে বাহির করিয়া দিব।"

বীরেন্দ্রনাথ অজ্ঞানপ্রায় হইয়া দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, তৎক্ষণাৎ জোরে সেই দ্বার খুলিয়া গেল। দুই জন দাসীর সহিত পাগলিনীর ন্যায় রাণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে রাজাও দণ্ডায়মান।

বীরেন্দ্র রাণীকে সম্মুখে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন এবং বলিলেন,—"মা, আর কত অপমান মনুষ্য সহ্য করিতে পারে? আমি দরিদ্র হইলেও ভিখারী নহি। এখানে আমার বাপ নাই, মা নাই। আমি কাহার নিকট স্ত্রীর কৃত এই অপমানের জন্য কাঁদিব?"

অতি সঙ্কুচিতভাবে রাণী বীরেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন এবং অঞ্চলবস্ত্রে তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে দাসী প্রভৃতিকে ঠেলিয়া রাজা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বজ্র-গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"এই দুশ্চারিণী কন্যা আমার পরিত্যজ্যা। দেখ বীরেন্দ্র! তোমার সম্মুখে জুতা মারিতে মারিতে আমি উহাকে এখনই তাড়াইয়া দিব। আসুন দিদি, তাঁহারও সর্ব্বনাশ হইবে।"

সত্য সত্যই রাজা চরণের পাদুকা খুলিয়া সুশীলার মুখে প্রহার করিলেন। তখন বীরেন্দ্র ও রাণী দুই দিক্ হইতে রাজাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং টানিয়া বাহিরে আনিলেন।

তখন কম্পিত-কলেবরে রাজা তীব্রস্বরে বলিলেন,—"আর দিদির সহিত কোনমতেই পাপিষ্ঠা কন্যার দেখা-সাক্ষাৎ হইবে না। দুই জন দাসী এই হতভাগিনীর ঘরে শুইয়া থাকিবে। ঘরের প্রত্যেক দরজা বাহির হইতে বন্ধ করা হইবে। কালি প্রাতে আমি স্বয়ং আসিয়া দ্বার খুলিব; তাহার পর বিহিত ব্যবস্থা হইবে।"

আদেশমত সকল কার্য্যই ঠিক হইল। সুশীলা কাঁদিতেছেন বটে, কিন্তু ব্যাপারের গুরুত্ব দেখিয়া চীৎকার করিতে তাঁহার আর সাহস হইল না। আর তাঁহার পিসী-মা সমস্ত কাণ্ড জানিতে পারিলেন। তিনি দূর হইতে বলিয়া উঠিলেন,—"আচ্ছা হরিশ! কালই কাহার বিচার কে করে, দেখিতে পাইবে। তোমার অহঙ্কারের মাত্রা অতিশয় বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—"চুপ করিয়া থাক, তুমি যদি আমার ইচ্ছামত চলিতে সম্মত না হও, তাহা হইলে কালি প্রাতে তোমাকে দূর করিয়া তবে আমার অন্য কাজ।"

এরূপ কাণ্ড রাজভগ্নী কখনই দেখেন নাই। এত ক্রোধ, এমন তেজের কথা তিনি কখন শুনেন নাই। ভিতরে সুশীলা, বাহিরে রাজভগ্নী উভয়েই স্তম্ভিত হইলেন।

দাসীরা অনেকক্ষণ রাজাকে ব্যজন করিল। রাণী তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে সরবৎ পান করাইলেন। বীরেন্দ্রকে সমাদরে সঙ্গে লইয়া রাজা এক শয্যায় শয়ন করিলেন। সেই রাত্রিতে কাহারও নিদ্রা হইল না।

——

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সরোজিনী নিশ্চিন্ত। কেবল নিশ্চিন্ত নহেন, তাঁহার প্রসন্নতাও যথেষ্ট। সদ্বিবেচক, পরম গুণবান্ নৃসিংহরাম তাঁহার সহিত বিবাহের কল্পনা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং অতি মধুর সহোদরত্ব সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছেন। পিতার নিকট এই অচিন্তিতপূর্ব্ব শুভসংবাদ পাওয়ার পর সরোজিনীর সহিত নৃসিংহরাম সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং নিজমুখে প্রাণের আত্মীয়তা পরিব্যক্ত করিয়া সরোজিনীকে কনিষ্ঠা ভগ্নী নামে সম্বোধন করিয়াছেন। কার্য্যে ও বাক্যে নৃসিংহরাম আপনার মনের দৃঢ়তার শত শত প্রমাণ দিয়াছেন এবং সরোজিনীর হিত-চেষ্টার যথেষ্ট আন্তরিক পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন।

অপরাহ্নকালে সরোজিনী ঠাকুর-মার নিকট এই অপ্রত্যাশিত আনন্দের কথা বলিতেছিলেন। কথা এই প্রথম বলা নহে, অনেকবার বলা হইলেও আবার প্রকারান্তরে এই কথারই আলোচনা চলিতেছিল। সরোজিনী বলিতেছেন,—"বিপদে এমন অভয়, ক্লেশে এমন সুখ, আর কখন কোথায় কাহারও ঘটিয়াছে কি? ধনবান্, বিদ্বান্, সরল, শান্ত, সুধীর নৃসিংহরাম আমার দাদা। সত্যই তিনি আমার অগ্রজ সহোদর; এত ভাবনা, এত হিত-চিন্তা, এত আত্মীয়তা পরে কখন করিতে পারে কি? আমরা আজীবন দরিদ্র; দরিদ্রতায় আমাদিগের কোন ক্লেশ নাই। কিন্তু দাদা আমাকে সতত ক্লিষ্টা মনে করিয়া প্রসন্নতার জন্য কি না করিতেছেন? কত ভাবনাই না ভাবিতেছেন? আজি দাদা আসিলে বলিব যে, আর কত দিন আমরা কৃষ্ণনগরে থাকিব? বাবার তো বেশী দিন ছুটী নাই।"

তখনই বাহির হইতে নৃসিংহরাম ডাকিলেন,— "সরোজ! ঘুমাইয়াছ কি দিদি?"

সরোজিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—"না দাদা, আমি আপনার কথাই বলিতেছিলাম। আপনি আসুন, দরজা খোলা আছে।"

নৃসিংহরাম ভিতরে আসিলেন, সরোজিনী আর

তাঁহার নিকট পূর্ব্ববৎ সঙ্কুচিতভাবে কথা কহেন না। অবগুণ্ঠন-হীনা নতবদনা সরোজিনী বলিলেন,—"আমি আপনাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"তোমার কথা এখন থাকুক। আগে আমার কথা শেষ হোক্। ঠাকুর-মা গঙ্গাস্নান করিবেন বলিয়া বাটী হইতে আসিয়াছেন। কবে স্নানে যাইতে ইচ্ছা করেন, জানিলে আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

ঠাকুর-মা বলিলেন,—"যখন বলিবে। এক দিন গঙ্গাস্নান কেন, আমাকে যদি নিত্যই গঙ্গাস্নান করাও ভাই, তাহা হইলেই ভাল হয়। আমার এখন গঙ্গাস্নানেরই দিন।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"তারও অনেক দেরী আছে ঠাকুরমা। জীবনে অনেক দুঃখই দেখিয়াছ, ঠাকুরমা! কিছু সুখ দেখ, তাহার পর তোমাকে একেবারেই গঙ্গায় রাখিয়া দিব।"

ঠাকুর-মা বলিলেন,—"আহা, এমন দিন কবে হইবে? কি সুখ দেখিব দাদা? তুমি রূপে গুণে প্রাণজুড়ান নাতি; কিন্তু সন্ন্যাসী; আর এ দিকে এই রূপবতী নাতনী, কিন্তু বর জুটিল না! তোমাদের ভাই-বহিনে বিবাহ হইবে শুনিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, কলিতে বুঝি এটাও চলিত, কিন্তু তাহাও হইল না। তবে আর কি সুখ দেখিব ভাই! কোন্ আশায় বাঁচিয়া থাকিব?"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"হতাশ হইও না ঠাকুর-মা, এখনও দিন আছে; এখনও তোমার অনেক সুখ হইবে। এই সহরে আসিয়াছ, বলা তো যায় না, কিসে কি হয়?"

ঠাকুরমা বলিলেন,—"সহরে আসিয়াছি, এখানে তোমার এই রূপের ডালি ভগ্নীর বিলি হইলেই আমি বাঁচি। তুমি পুরুষ, তোমার জন্য ভাবি না। এক দিনে একশটা মালা তোমার গলায় পড়িলেও পড়িতে পারে।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"আর এক দিন ঠাকুর-মা তোমাকে দে-পাড়ায় পাঠাইয়া দিতে চাহি। সেখানে আমিই ঠাকুর হইয়া বসিয়াছি। তুমি যদি সেখানকার ঠাকুর দেখিয়া কেবল আমাকেই না ভাব, তাহা হইলে বড়ই সুখী হইবে।"

কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে মিউনিসিপাল পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিমে দে-পাড়া নামে এক স্থান আছে, সে স্থানে এক পাষাণময় নৃসিংহদেবের ভগ্নাবশেষ মূর্ত্তি আছে। দেবালয়ের নিকট কোন দিকেই কোন লোকের বসতি বা বাজার-হাট কিছু নাই। কতকগুলি অত্যুন্নত বৃক্ষপূর্ণ উচ্চভূমিতে দেবতার স্থান, নিম্নে কুবলয়-কুমুদকহ্লারাদি জলজকুসুমে পরিশোভিত এক সরোবর। নানাপ্রকার জলচর বিহঙ্গম সতত তাহাতে বিচরণশীল। স্থানটি অতি রমণীয় এবং শান্তিপূর্ণ। এই দেবতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে। সন্নিহিত গ্রাম-সমূহের জনগণ পুত্রকন্যার অন্নপ্রাশনোপলক্ষে এই স্থানে সমবেত হন এবং পায়সান্ন পাক করিয়া দেবতাকে নিবেদন করেন। সেই প্রসাদ সকলেই ভোজন করিয়া থাকেন।

এই স্থানের কথা ঠাকুরমা ও সরোজিনীর জানা ছিল। সরোজিনী বলিয়া উঠিলেন,—"আমিও যাইব দাদা। আমাকে দেখিতে দিবেন না?"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"আচ্ছা, তুমিও যাইবে। কবে কিরূপ ব্যবস্থায় তোমাদিগের যাওয়া হইবে, তাহা আমি পরে বলিব। আমার কথা ফুরাইল। এখন তোমার কি কথা আছে, বল সরোজ!"

সরোজিনী বলিলেন,—"আমরা কি এইখানেই থাকিব দাদা?"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"আমি যদি ভাল বুঝি, তাহা হইলে তোমাদের এইখানেই থাকিতে হইবে। বাবা বলিয়াছেন, যে বিষয়ে আমি যে ব্যবস্থা করিব, তাহার উপর তিনি কথা কহিবেন না। তবে তোমাদের থাকার সম্বন্ধে আমি যাহা স্থির করিব, তাহা আমি তোমাকে বলিব কেন?"

সরোজিনী বলিলেন,—"তাহা আপনার বলিয়া কাজ নাই। কিন্তু বেশী বিলম্ব হইলে বাবার চাক্‌রী থাকিবে কি?"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"বাবা বলিয়াছেন, তিনি আর দশ টাকা মাহিনার চাক্‌রী করিবেন না। যাঁহার ছেলে মাসে তিন চারিশো টাকা লোকের মাহিনা দেয়, তাহার বাবার দশ টাকা মাহিনার কর্ম্ম অনাবশ্যক। আমি এখন রাজা হরিশ্চন্দ্রের বাটী যাইব। ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। সরোজ আজি আমার খাবার তুমি তৈয়ার করিয়া রাখিবে।"

আর কোন কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া নৃসিংহরাম চলিয়া আসিলেন। বাহিরে তাঁহার নিমিত্ত গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, এক জন খানসামা চাদর এবং ছড়ি লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভৃত্যের হস্ত হইতে তাহা লইয়া নৃসিংহরাম গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী বেগে ধাবিত হইল এবং রাজা হরিশ্চন্দ্রের দরজায় গিয়া হাঁপ ছাড়িল।

রাজা হরিশ্চন্দ্র বাটীতে নাই। তিনি আজ প্রাতে গ্রামান্তরে গিয়াছেন। কেন রাজা হরিশ্চন্দ্র সহসা গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাহা বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। সুশীলার সহিত বীরেন্দ্রনাথের বিসংবাদের পর রাজা বীরেন্দ্রকে স্বকীয় শয্যায় শয়ন করাইলেন, ইহা পাঠকগণের অবিদিত নাই।

প্রাতে রাজা হরিশ্চন্দ্র হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালনের পর আপনার দিদিকে ডাকিলেন, তিনি আসিলেন না। তখন হরিশ্চন্দ্র স্বয়ং রাজভগ্নীর অধিকৃত কক্ষসম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, বলিলেন,—"দিদি! আমি বড় কঠিন কথা বলিতে আসিয়াছি, আমার সঙ্কল্প স্থির হইয়াছে। আমি চিরদিন অকাতরে তোমার সকল প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছি, কিন্তু তোমার শিক্ষায়, তোমার আদরে, আমার মেয়ে যে আপনার স্বামীর সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিবে, ইহা আমি কোনও মতে সহ্য করিতে পারি না। পিতৃদেবের আদেশে আমি তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছি, চিরদিনই মাথায় করিয়া রাখিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু বলিয়াছি, সুশীলার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে না। আমি কৃষ্ণনগর হইতে শীঘ্র তারাপুর যাইব, সেখানে যে মহলে সুশীলা থাকিবে, তুমি কখন সে মহলে যাইতে পাইবে না।"

রাজভগ্নী তখন রাগে কাঁপিতেছেন, বলিলেন, "তোর স্পর্দ্ধা অনেক বাড়িয়াছে। রাণী অভাগী তোর মাথা খাইয়াছে। তাহারই পরামর্শে এত দিন পরে তুই আমার উপর হুকুম চালাইতে সাহস করিয়াছিস্। আমি সকলকেই দেখিব, সকলকেই নাকে কাঁদাইয়া ছাড়িব। তুই কোথাকার কে? তোর কথা শুনিয়া আমি চলিব? সমস্ত দিন সুশীলার সহিত একত্র থাকিব। ছোট লোকের পরামর্শ শুনিয়া, ছোট লোকের খিজমত করিয়া, সে এক দিনও চলিবে না। আমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে। যাহার ঘাড়ে দুইটা মাথা থাকে, সে যেন আমাকে আসিয়া বারণ করে।"

রাজা বলিলেন,—"বেশ, তোমার সহিত আর কথায় কাজ নাই, আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি।"

সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া রাজা সুশীলার কক্ষদ্বার-সমীপে আসিলেন। দেখিলেন, দ্বার তখনও তালাবদ্ধ। তাঁহার আদেশে দাসী দ্বারের তালা খুলিল। ভিতরে যে দুই জন পরিচারিকা ছিল, তাহারা বাহিরে আসিল। অচিরাগত রাণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া রাজা বলিলেন, "শুন রাণী, এই ঘরে আমি আবার তালা বন্ধ করিব, তালার চাবী আমার কাছে থাকিবে, তুমিও হতভাগিনী মেয়ের সহিত দেখা করিতে পাইবে না। আবার আমি আসিয়া যখন আবশ্যক বুঝিব, তখন দরজা খুলিব। হয় মেয়ে সম্পূর্ণরূপে আমার আজ্ঞাধীন হইবে, নয় মরিয়া যাইবে, ইহাই আমার সংকল্প।"

রাণী কোনও কথা কহিতে সাহস করিলেন না। রাজার এইরূপ কঠোর ব্যবহার অসঙ্গত বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। তিনিও কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তাঁহার আদেশে এক জন পরিচারিকা কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা স্বহস্তে কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তালা বন্ধ করিয়া ও চাবী লইয়া রাজা প্রস্থান করিলেন।

বাহিরে আসিয়া রাজা দেখিলেন, বীরেন্দ্রনাথ প্রস্থান করিবার অভিপ্রায়ে প্রস্তুত হইয়াছে। রাজাকে প্রণাম করিয়া বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমি এক্ষণে যাইতে ইচ্ছা করি।"

রাজা বলিলেন,—"তাহা হইবে না। যেরূপ অন্যায় ব্যবহার তুমি ভোগ করিয়াছ, তাহার সম্পূর্ণ প্রতীকার করিতে আমি বাধ্য। তুমি আমার সহিত ঘরের মধ্যে আইস।"

রাজা ও বীরেন্দ্রনাথ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতি নিকটে জামাতাকে বসাইয়া এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ করিয়া রাজা বলিলেন,—"তুমি অতি শান্ত ছেলে, আমি তোমার ব্যবহারে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। বুঝিয়াছি, সুশীলার মত উগ্রপ্রকৃতির পত্নী লইয়া কখনই কেহ সংসার করিতে পারে না। তোমাকে আমি দুঃখের সাগরে ভাসাইয়াছি। এ জন্য অন্য প্রকারে তোমার সুখ-সন্তোষের চেষ্টা করা আমার আবশ্যক। আমার যাবৎ সম্পত্তি ভবিষ্যতে তুমিই পাইবে, তোমার পিতার সহিত আমার এরূপ কথা ছিল; কিন্তু যেরূপ গতিক দাঁড়াইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা স্থির করা অসম্ভব। আমি মনে করিয়াছি, এই সকল সম্পত্তি শীঘ্র দানপত্র দ্বারা তোমাকে লিখিয়া দিব। কেবল সর্ত্ত থাকিবে যে, আমি ও আমার স্ত্রী যাবজ্জীবন তোমার সম্পত্তি ব্যবহার করিতে পাইব।"

বীরেন্দ্রনাথ সঙ্কোচ-সহকারে বলিলেন,—"সে কি কথা! আপনার সম্পত্তি আপনি আমাকে দিবেন কেন? যদি দিতে হয়, তাহা হইলে আপনার কন্যাকে আপনি দিতে পারেন।"

রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"না—না, তাহাকে কদাপি দিতে পারি না। রাজৈশ্বর্য্যের অহঙ্কারে সে ফাটিতেছে, তোমাকে দরিদ্র বলিয়া সে ঘৃণা করে। সম্পত্তি তোমার হইলে সে বুঝিবে, তাহার আর কিছুই নাই, একমুষ্টি অন্নের জন্যও তোমার অনুগ্রহ আবশ্যক। তাহার অহঙ্কার চূর্ণ হইবে। তোমার পিতা সন্তুষ্ট হইবেন। তোমার নিকট আমি যে কর্ত্তব্যে বাধ্য আছি, তাহার পালন হইবে; অতএব এ সম্বন্ধে আর কোনও কথা নাই।"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"বড়ই ভয়ানক কথা! এরূপ ব্যাপারে কি করা উচিত, তাহা বুঝিতেছি না।"

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—"আর কিছু বুঝিবারও তোমার আবশ্যক নাই। আমি দানপত্র লিখিয়া দিতেছি, সুতরাং সম্পত্তি ফিরাইয়া পাইতে আমার অধিকার থাকিবে না। তুমি শিক্ষিত ব্যক্তি, যৌবনে কেবল প্রবেশ করিতেছ মাত্র, তোমার ভোগ-সুখ ও আনন্দের পথ মুক্ত থাকা উচিত। আমি অস্পষ্ট কথা জানি না। শুনিয়াছি বাবা! অনেক দিন হইতে এক ভদ্রলোকের মেয়ের সহিত তোমার বিবাহসম্বন্ধ স্থির ছিল। এরূপ স্ত্রী লইয়া যাবজ্জীবন কষ্ট ভোগ করা অপেক্ষা যাহাতে জীবন আনন্দময় ও প্রসন্ন হয়, তাহার ব্যবস্থা করা বিধেয়। অবস্থাবিশেষে বহু বিবাহ দোষাবহ নহে।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আপনার ন্যায় হৃদয়ের উদারতা মনুষ্যলোকে আর কাহারও আছে কি না, তাহা আমি জানি না। বিষয়-সম্পত্তির কথা আপনি যাহা বলিতেছিলেন, আমি তাহার কিছুই বুঝি না।"

রাজা বলিলেন,—"তোমার তাহা বুঝিয়া কাজ নাই; তুমি ছেলেমানুষ, তোমার সহিত সে কাজ মিটিবে না; এজন্য তোমার পিতাকে আবশ্যক। তুমি এখনই বিয়াই মহাশয়কে এখানে আসিবার জন্য পত্র লিখ; আর আমিও পত্র লিখি। দুই জনের পত্র পাইলে তিনি নিশ্চয়ই চলিয়া আসিবেন। তিনি এখানে আসিলে সকল কাজ শেষ হইবে।"

রাজার অনুরোধে বীরেন্দ্রনাথ তখন পিতার নিকট এক পত্র লিখিলেন এবং রাজাও আর এক বিনীত পত্র দ্বারা বৈবাহিক মহাশয়কে আসিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। পত্রে ইঙ্গিতে যে সকল কথা থাকিল, তাহাতে বেণীমাধব যে ব্যস্ত হইয়া আসিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। পত্র লইয়া লোক চলিয়া গেল।

স্নানাহারের কালে রাজা হরিশ্চন্দ্র পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সুশীলার ঘরের দরজা খুলিয়া দিলেন। সবিস্ময়ে রাজা দেখিলেন, সুশীলা পিতার সহিত কোনরূপ বিসংবাদ করিলেন না এবং স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিবার প্রার্থনাও জানাইলেন না। পুনরায় পূর্ব্ববৎ দ্বার রুদ্ধ করা আবশ্যক বলিয়া রাজা অনুভব করিলেন না।

যে দাসী সুশীলার ঘরে ছিল, সে রাজ-ভগ্নীর বড়ই অনুগতা। তাহারই পরামর্শে সুশীলা পিতার সহিত কোন কথান্তর করা অবিধেয় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। সুশীলার এরূপ পরিবর্ত্তন একটা গুরুতর কাণ্ডের সূচনা বলিয়া রাজা বুঝিলেন; তিনি একটু উদ্বিগ্ন হইলেন; কিন্তু বাহ্যতঃ কিছু প্রকাশ করিলেন না। গৃহ-মধ্যস্থিতা দাসী মুক্তিলাভের পর রাজ ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। রাজ-ভগ্নী এই দাসীর সহিত অনেক পরামর্শ করিলেন। দাসী চলিয়া গেল। সমস্ত দিন রাজ-ভগ্নীর আদেশে সে যাতায়াত করিতে থাকিল। কি কার্য্যে সে ঘুরিতেছে, তাহার সন্ধান করা কেহই আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন না।

সুশীলার সহিত রাজ-ভগ্নী একবারও সাক্ষাৎ করিলেন না। তাঁহার এইরূপ ভাব বড়ই বিস্ময়-জনক বলিয়া রাজার মনে হইল। সেই প্রখরা যে কোনরূপ ঘোরতর বিবাদ বাধাইলেন না এবং সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জোর করিয়া সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, ইহা নিতান্তই দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে হইল। সেই দাসী কেবল চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকিলেও, একবার সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। সে কোথায় যাতায়াত করিতেছে, কিরূপ সংবাদ আনিতেছে, রাজ-ভগ্নী কেন স্থির আছেন, কিরূপ মন্ত্রণা চলিতেছে, এ সকল বিষয় জানিবার জন্য রাজা ও রাণীর আন্তরিক আগ্রহ হইলেও, তাঁহারা উভয়েই কৌতূহল সংযম করিয়া থাকিলেন।

দিন কাটিয়া গেল। রাত্রিকালে আহারাদির পর বীরেন্দ্রনাথ গত রাত্রির ন্যায় রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট শয়ন করিয়া থাকিলেন। সুশীলার পরিবর্ত্তন না হইলে এবং তিনি সুমতির পরিচয় না দিলে, তাঁহার সহিত বীরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হইতে দেওয়া অবিধেয় বলিয়া রাজা-রাণী স্থির করিয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত।

অতি প্রত্যুষে রাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি দেখিলেন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সুশীলার ঘর শূন্য,

দরজা খোলা, বাটীর কুত্রাপি রাজকন্যা নাই। আর দেখিলেন, রাজ-ভগ্নীও বাটীতে নাই। তখন রাণী ব্যাকুলভাবে নিদ্রিত রাজাকে আহ্বান করিলেন; সমস্ত সংবাদ শুনিয়া রাজা বুঝিলেন, পিসী ও ভাইঝি স্বাধীনভাবে থাকিবার অভিপ্রায়ে একযোগে প্রস্থান করিয়াছেন। এইরূপ একটা কাণ্ড ঘটিবে বলিয়া কালি রাজার আশঙ্কা হইয়াছিল।

দাস-দাসী, দ্বারবান্দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া চারিদিকে সন্ধান করা হইল, কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না। দেখা গেল, দুই জন পরিচারিকা, এক জন দ্বারবান্ এবং এক জন পাচিকা বাটীতে নাই। সহজেই অনুমান হইল যে, এই কয় ব্যক্তিও রাজকন্যার সঙ্গ লইয়াছে। রাজ-ভগ্নীর প্রভুতা যথেষ্ট এবং রাজসংসারের অনেক লোকই তাঁহার অনুগত এবং আজ্ঞাবহ। সুতরাং আবশ্যকমত বিশ্বাসী লোক হস্তগত করিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করিতে রাজ-ভগ্নীর কোনই অসুবিধা হয় নাই।

এই ঘটনায় রাজা কোন বিশেষ নিন্দা বা অমঙ্গলের সূচনা দেখিলেন না। সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে রাজ-ভগ্নী অতিশয় কঠোর। তাঁহার উগ্রপ্রকৃতি ও স্বাধীন স্বভাব সকলের হৃদয়ে ভীতিজনক হইলেও, সেই বালবিধবার চরিত্র-সম্বন্ধে কখনও কোন অপযশের সন্দেহও কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। এরূপ চরিত্র-বল-সম্পন্না অভিভাবিকার সহিত রীতিমত দাস-দাসী সঙ্গে লইয়া কন্যা চলিয়া যাওয়ায় অপমানের আশঙ্কা কিছুই নাই। কন্যার যে সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, তাঁহার হৃদয়ের যেরূপ দুর্ব্বিনীত ভাব ও প্রখরতা জন্মিয়াছে, যেরূপ অহঙ্কার ও অপ্রিয় ব্যবহারে তিনি অভ্যস্ত হইয়াছেন, যেরূপ অশিষ্টতা ও স্বাধীনতা তিনি শিখিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ইহা ব্যতীত আর কোন অমঙ্গলের সূত্রপাত তিনি দেখিলেন না।

অর্থাভাবে কখনই কাহারও কোন কষ্ট হইবে না। রাজ-ভগ্নী যথেষ্ট বিত্তশালিনী এবং তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তিও সামান্য নহে। জীবন-স্বরূপ সুশীলার স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত অকাতরে তিনি যে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সমস্ত ব্যাপার আলোচনা করিয়া চিন্তার কোন কারণ রাজার মনে হইল না। তথাপি তাঁহাদের সন্ধান করা আবশ্যক। কারণ, উভয়েরই বুদ্ধি বড়ই বিকৃত এবং সতত বিপথগামী।

কন্যার অদর্শনের পর হইতে রাণী নীরবে রোদন করিতেছেন। তিনি আর্ত্তনাদ বা অতিশয় চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেছেন না বটে; কিন্তু তাঁহার নয়নজলের বিরাম নাই। রাজার সহিত কথা কহিয়া রাণীও বুঝিলেন যে, আশঙ্কার কোন কারণ না থাকিলেও, এখনই তাঁহাদিগের সন্ধান করা আবশ্যক।

নানা লোককে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা সন্ধানের একটা সূত্র পাইলেন। তাহার পর রাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া, বীরেন্দ্রনাথকে সাবধানে বাটীতে থাকিবার উপদেশ দিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র কয়েকজন মাত্র লোক সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

কাজেই নৃসিংহ-বাবু রাজাকে দেখিতে পাইলেন না; তথাপি তিনি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বীরেন্দ্রনাথ দ্রুতপদে তাঁহার সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ বীরেন্দ্রনাথের সহিত নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিয়া নৃসিংহবাবু সন্ধ্যার পর চলিয়া আসিলেন। তিনি সুচতুর। প্রকৃত ব্যাপারের কতকটা আভাস যে তিনি বুঝিলেন না, এমন নহে, কিন্তু যাহা বুঝিবার অভিপ্রায়ে তিনি আসিয়াছিলেন, তাহার কিছু বুঝিলেন কি? যাহাই বুঝুন, অতি সন্তুষ্টচিত্তে নৃসিংহ-বাবু পুনরায় বাটীতে ফিরিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

যে পুণ্যক্ষেত্রে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মপরিগ্রহ করিয়া পাপ-তাপক্লিষ্ট, মায়ামোহাচ্ছন্ন জীবগণকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, যে পবিত্র তীর্থে শচী-গর্ভ-সিন্ধু হইতে কমনীয়-কান্তিসম্পন্ন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মপরিগ্রহ করিয়া সুমধুর প্রেমে বসুন্ধরা প্লাবিত করিয়াছেন এবং যে পুণ্যধাম হইতে তাপনাশন হৃদয়মত্তকর হরিধ্বনি সমুত্থিত হইয়া জগতের সর্ব্বত্র আনন্দ বিস্তার করিয়াছে, সেই মহাজন-পদরেণুসম্পৃক্ত রম্য বিভাগের পূর্ব্বপ্রান্তে এক সামান্য গৃহের মধ্যে দুইটি নারী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। উভয়েই আমাদের সুপরিচিতা—সুশীলা ও তাঁহার পিসী-মা। নবদ্বীপের পূর্ব্বপার্শ্বে পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর তীরে এক বাটী তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। বাটীতে অনেক ঘর, সকল ঘরই তৃণাচ্ছাদিত। বাটী দুই মহল। বাহির মহলে দ্বারবান্ বসিয়া আছে, আরও

দুই জন পুরুষ-ভৃত্য বিবিধ সামগ্রী নানাস্থানে গুছাইয়া রাখিতেছে। ভিতর-মহলে এক ঘরে পাচিকা ঠাকুরাণী পাক করিতেছেন। এক দাসী তাঁহার ফরমাইসমত সামগ্রী যোগাইতেছে, এক ঘরে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, এক জন দাসী তৎসমস্তের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতেছে, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘরে সুশীলা ও তাঁহার পিসী-মা বসিয়া আছেন। একজন পরিচারিকা সুশীলাকে বাতাস করিতেছে। একখানি তক্তপোষের উপর শয্যা রচিত হইয়াছে, সেই শয্যায় সুশীলা আসীনা। সুশীলা বলিতেছেন,—"এরূপ ঘরে কিন্তু থাকা চলিবে না। ইহার একটা উপায় আজিই করিতে হইবে পিসী-মা।"

পিসী-মা বলিলেন,—"নিশ্চয়ই হইবে। দুই এক দিন বোধ হয়, এখানে না থাকিলে চলিবে না।"

সুশীলা আবার বলিলেন,—"বাবা যদি সন্ধান পাইয়া আসিয়া পড়ে, আর আমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতে চাহে, তাহা হইলে কি হইবে ?"

পিসী-মা বলিলেন,—"সাধ্য কি ? আমার টাকা আছে, তাহার কোন সাহায্যের প্রয়োজন নাই। সে যখন তোমাকে জুতা মারিয়াছে, আর সেই পোড়ারমুখী যখন তোমার মৃত্যু কামনা করিয়াছে, আমরা তাহার হুকুমমত না চলিলে, আমাদিগকে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে বলিয়াছে, তখন তাহাদের কথা কোনমতেই শুনিব না। তাহাদের সঙ্গে একত্র থাকা কিছুতেই ঘটিবে না; আমি সে নিষ্ঠুরদিগের কাছে তোমাকে কোনমতেই ছাড়িয়া দিব না।"

সুশীলা জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি আর যে সকল বিষয়ে যে যে মতলব করিয়াছ, সে সকল কাজ কখন্ হইবে ?"

পিসী-মা বলিলেন,—"দুলালী যে খবর আনিয়াছে, তাহাতে যাহা কিছু করিতে ইচ্ছা হইবে, তাহাই সহজে করা চলিবে। ঈশ্বর পাপীর শাস্তির পথ সহজেই করিয়া দেন। হতভাগা বীরেন্দ্রের সেই হতভাগিনী প্রণয়িনী সরোজিনী ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে; সে এখন কৃষ্ণনগরে রহিয়াছে, যখন ইচ্ছা, তখনই তাহাকে টিপিয়া মারিতে পারিব। তাহা হইলেই ছোট লোকের ছেলের দর্প চূর্ণ হইবে। সে তখন তোর গোলামী করা ভিন্ন আর কোনই উপায় দেখিবে না। সরোজিনীকে প্রাণে মারিতে তুই ইচ্ছা করিস্ কি ?"

সুশীলা বলিলেন,—"না পিসী-মা, তাহার রূপের প্রশংসা অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছি, তাহার সেই রূপ একেবারে নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। আর যেন কেহই তাহার পানে না চাহে। তাহাকে দেখিলেই লোকের যেন ভয় হয়—ঘৃণা হয়। এইরূপ করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। আর যাহাতে সে সর্ব্বদা ঐ হতভাগার চক্ষুতে পড়ে, তাহার উপায় করিতে হইবে। তাহা হইলে হতভাগা ভয়ে আমার কাছে চোর হইয়া থাকিবে; নিজের অদৃষ্টেও এইরূপ ঘটিতে পারে ভাবিয়া সে আমায় মানিয়া চলিবে, কোন বিষয়ে আমাকে বিরক্ত করিতে সাহসী হইবে না।"

পিসী-মা বলিলেন,"তাহাই হইবে। দুলালী সংবাদ আনিলেই কি করিতে হইবে, বুঝা যাইবে।"

আর কোন কথা হইবার পূর্ব্বে এক জন দাসী ছুটিয়া সেই স্থানে আসিল এবং বলিল,—"রাজা মহাশয় আসিয়াছেন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কি হইবে ?"

সুশীলা পিসী-মার নিকট সরিয়া বসিলেন। বলিলেন,—"দোহাই পিসী-মা! আমি আর তাহাদের কাছে যাইব না।"

পিসী-মা বলিলেন,—"আসিয়াছে,আসুক, তাহার কোন কথাই আমি শুনিব না। সে যদি বেশী বাড়াবাড়ি করে, তাহা হইলে তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিব। সে আমাকে তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে, আমাকে অধীন হইয়া থাকিতে বলিয়াছে, আমাকে মেয়ের কাছে যাইতে বারণ করিয়াছে, আমাকে সামান্য চাকরাণীর অপেক্ষাও তুচ্ছ লোক মনে করিয়াছে। নারায়ণ আছেন, অবশ্যই তিনি তাহাকে অত্যাচারের শাস্তি দিবেন।"

আর কোন কথা হইবার পূর্ব্বে রাজা হরিশ্চন্দ্র অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"এই বাটীতে আমার দিদি আছেন কি ?"

রাজ-ভগ্নী লাফাইয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন। বলিলেন, —"আছি, তুই এখানে কেন আসিয়াছিস্ ?"

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—"আমি ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ তোমাদিগের রক্ষক। যদি তোমরা বুদ্ধির ভুলে কোনও অন্যায় করিয়া ফেল, তাহা হইলে সাবধান করিয়া পথ দেখাইয়া, তোমাদিগকে রক্ষা করিতে আমি বাধ্য। তোমরা যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তাহার পর আর তোমাদের মুখ দেখাও আমার উচিত নহে; কিন্তু তুমি আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী; আর সেই হতভাগিনী আমার কন্যা। এই জন্যই আমাকে আসিতে হইয়াছে।"

রাজ-ভগ্নী বলিলেন,—"তুই কোন দিনই আমার রক্ষাকর্ত্তা নহিস্। আমি কোন দিনই তোর মুখাপেক্ষী নহি, আমি অন্যায় কার্য্য এক দিনও করি নাই। তুই আমাকে মেয়ে লইয়া স্বতন্ত্র থাকিতে বলিয়াছিস্, আমি স্বতন্ত্র হইয়াছি। আমার বাবা আমার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমার সে সম্পত্তি প্রায় তোরই সমান; তবে তুই ঘাড় ঘুরাইয়া কর্ত্তা হইতে আসিস্ কোন্ সাহসে?"

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—"বুঝিয়াছি, তোমার এককালে মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে, সেই সঙ্গে হয় তো আমার পাপিষ্ঠা কন্যাও নরকে যাইতে বসিয়াছে। সে জন্য আমার আর দুঃখ নাই। আমি তাহাকে এখনই জুতা মারিতে মারিতে লইয়া যাইতে পারি, কিন্তু তাহাতে আর কাজ নাই। সে যেরূপ দুষ্টবুদ্ধির, নিষ্ঠুরতার, হৃদয়-হীনতার এবং অহঙ্কারের পরিচয় দিয়া আসিতেছে, তাহাতে তাহাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিলে আমার ক্লেশের সীমা থাকিবে না। তোমরা স্বতন্ত্র হইয়াছ, আমার তাহাতে আপত্তি নাই। আমি সে কন্যাকে আর চাহি না, জীবনে যেন তাহার মুখ দেখিতে না হয়। এখন দুইটি কথা আমার জানা আবশ্যক। প্রথম কথা, তোমরা স্বতন্ত্র হইয়াও আমার পরিচয়ে, আমার আপনার লোকরূপে, আমার তত্ত্বাবধানের অধীনে থাকিতে চাহ কি না? দ্বিতীয় কথা, তোমার যে বিষয়-সম্পত্তি আছে, তাহার পরিচালনা আমিই করিতেছি, এক্ষণে তাহা তুমি স্বতন্ত্র-ভাবে স্বয়ং চালাইবে কি না? তোমার নগদ টাকা সম্বন্ধে আমার কোনই কথা নাই। তোমার অলঙ্কারাদি সম্বন্ধে আমার কোন জিজ্ঞাস্য নাই।"

রাজ-ভগ্নী বলিলেন,—"তুমি লইয়া যাইতে চাহিলেও সুশীলাকে আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তোমার নিকট ছাড়িয়া দিব না। যে নরাধম তাহার চাঁদমুখে জুতা মারিয়াছে, তাহাকে রসাতলে পাঠানই আমার উচিত ছিল, আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি। তাহার মুখ তুমি দেখিবে না বলিতেছ, ধিক্ তোমাকে! সেও এ জীবনে তোমার মুখ আর দেখিবে না। তুমি দুইটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ, প্রথম কথার উত্তর আমি আগেই দিয়াছি, আমরা তোমার মুখাপেক্ষী নহি, তোমার পরিচয়ে আমি ঘৃণা বোধ করি, আমার বাবার পরিচয় ত আমার পরিচয়। তোমার সহিত সম্বন্ধের উল্লেখ করিতে আমার মাথা কাটা যায়। তাহার পর সম্পত্তির কথা, সম্পত্তি সুশীলার, আমার মরণের পর কেন, আমার জীবনকালেও সে সম্পত্তি তাহারই। আজি হইতে পনেরো দিনের মধ্যে তুমি কাগজপত্র ঠিক করিয়া আমার সম্পত্তি আমাকে স্বতন্ত্র করিয়া দিবে। আমি নিজ কর্ম্মচারী দ্বারা স্বাধীনভাবে সেই সম্পত্তি রক্ষা করিব। আমি তোমার সহিত কোন বিষয়ের সম্পর্ক রাখিতে চাহি না।"

রাজা বলিলেন,—"উত্তম কথা। আমার কর্ত্তব্যের শেষ হইয়াছে। স্মরণ রাখিবে, স্থাবর সম্পত্তি দান-বিক্রয় করিতে তোমার কোন অধিকার নাই। যদি তুমি সেরূপ কোন ব্যবস্থা কর, তাহা অসিদ্ধ হইবে। আমি দত্তক গ্রহণ করিতে পারি। আমার এখনও পুত্র হইতে পারে, সেই পুত্র তোমার সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী; যদি তুমি ইহা কাহাকেও দান কর বা কোন কারণে বিক্রয় কর, আইনমতে তাহা অসিদ্ধ। সে হতভাগিনীর জন্য তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কিন্তু তাহাকে সম্পত্তি দিতে পারিবে না। পনের দিন কেন, তিন চারি দিনের মধ্যেই রীতিমত কাগজ-পত্রসহ তোমার সম্পত্তি তোমাকে বুঝাইয়া দিব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সম্পত্তি আমার উত্তরাধিকারীর নিমিত্ত বজায় রাখিতে আদালতের নোটিশ জারী করিয়া দিব। এই স্থানেই তোমাদের সহিত আমার সম্পর্কের শেষ হইল। আমার কোন আপদে বিপদে তোমরা আর সংবাদ পাইবে না।"

আর কোন উত্তর শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র বেগে চলিয়া গেলেন। রাজভগ্নী সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন, মন একটু অপ্রসন্ন হইল। তেজস্বিতার মূলে একটু আঘাত লাগিল। ভাবিতে লাগিলেন, বাটী হইতে চলিয়া আসিয়াছি। কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া গোপনে আসিয়াছি। পিতৃদেবের আমল হইতে এ পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে কখন কোথাও যাই নাই, আজ আসিয়াছি। সম্পর্কের শেষ হইল। হরিশ্চন্দ্রের মাথা হেঁট হইয়াছে। রাজসংসারের নিয়মের অন্যথা হইয়াছে।

আবার মনে হইল, বেশ করিয়াছি। অত্যাচার অসহ্য হইলে সকলকেই ছটফট্ করিতে হয়। সুশীলার গায়ে হাত তুলিয়াছে, আমার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়াছে, মেয়েকে চাবী দিয়া কয়েদ করিয়াছে। অসম্ভব—সেখানে আর এক

দিনও থাকা অসম্ভব। বেশ করিয়াছি, কাহারও তাঁবেদারী করিতে আমার ক্ষমতা নাই।

সুশীলা ঘরের মধ্য হইতে বলিলেন,—"আমি ভয়ে মরিতেছি, আমার কাছে আইস মা!"

মনের সকল ঘাত-প্রতিঘাত মিটিয়া গেল, ব্যস্ততাসহ পিসী-মা ভাইঝীর নিকট আসিলেন।

একটু পরেই একটা দাসী সেই গৃহে প্রবেশ করিল। তিন দিন হইতে এই দাসীকে নৃসিংহরাম-বাবুর বাটীতে দেখা যাইতেছে। সেখানে এই দাসী অনেকক্ষণ করিয়া থাকে। কখন সরোজিনীর চুল বাঁধিয়া দেয়, কখন বা তাঁহাকে বাতাস করে, কখন বা তাঁহার সহিত গল্প করে, নিয়মিতরূপে তথায় কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলেও এই দাসী নৃসিংহ-বাবুর একজন পরিচারিকারূপে পরিচিতা হইয়াছে। ইহারই নাম দুলালী।

—

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বেণীমাধব-বাবু আসিয়াছেন। কিন্তু একাকী আইসেন নাই, সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী আসিয়াছেন। কেন পত্নী পতির সঙ্গ ছাড়িলেন না, তাহার নিগূঢ় সংবাদ আমরা জানি না, কিন্তু ইহা আমরা বুঝিয়াছি যে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের পত্র পাইয়া বেণীমাধবের চিত্ত অতিশয় আনন্দোৎফুল্ল হইয়াছিল। তাহাতে সমস্ত সম্পত্তি বীরেন্দ্রনাথকে দান করিবার আভাস ছিল, সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র পত্রে বীরেন্দ্রনাথও এ কথার সমর্থন করিয়াছিলেন, সুতরাং অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই।

হউক না কেন বউটা একটু মন্দ, হউক না কেন রাজার মেয়ে একটু মোটা, হউক না কেন একটু অপ্রিয়ভাষিণী, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। একটা রাজার দৌলত যে সঙ্গে আসিতেছে! এ লোভের কাছে আর কোন আপত্তিই খাটে না।

কবে কি হয়, তাহার ঠিকানা নাই,যেরূপ মনান্তর ঘটিয়াছে, তাহাতে সম্পত্তির একটি পয়সাও পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই মনান্তর মিটাইয়া রাজা যদি অগ্রেই সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র দ্বারা জামাইকে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে গোলের কথা আর কিছুই থাকে না। পরে কি হইবে, ঘটনা কিরূপ দাঁড়াইবে, মনের গতি কিরূপ ফিরিবে, তাহা কে বলিতে পারে? যদি এই সময়ে রাজার মনের ভাব এইরূপ থাকিতে থাকিতে কাজটা শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে আর কোন চিন্তা থাকে না। এইরূপ অনেক বিবেচনা করিয়া বেণীমাধব আনন্দিত হইয়াছেন এবং কালব্যাজ না করিয়া কৃষ্ণনগরাভিমুখে আসিয়াছেন।

কিন্তু তিনি এরূপ বুঝিলেও তাঁহার পত্নী এ সকল কথা ভাল বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন, হউক যথেষ্ট সম্পত্তি, তাহাতে ছেলের কষ্ট দূর হইবে কি? সেই বউ লইয়া চিরদিন ছেলেকে কাঁদিয়া কাল কাটাইতে হইবে। অতএব এরূপ সম্পত্তি-লোভে সেই বউকে ছেলের ঘাড়ে চাপিয়া থাকিতে দেওয়া হইবে না। বাছা আমার মনের প্রকৃত কথা কর্ত্তাকে বলিতে পারিবে না; সে ধমকের ভয়ে, রাগের ভয়ে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া চিরদিন জ্বলিতে থাকিবে, অতএব গৃহিণী স্বয়ং অবস্থা না বুঝিয়া কোন কাজই করিতে দিবেন না।

আর এক কথার জন্য গৃহিণীর মনে বড়ই দাগ লাগিয়াছে। সরোজিনী লক্ষ্মী মেয়ে, সেই হাতে মানুষ করা রূপের লতিকার সহিত পাকা সম্বন্ধ হইয়াছিল। আমাদেরই কথায় চন্দ্রকান্ত ঠাকুর-পো আর কোন চেষ্টা না করিয়া মেয়েকে পনর বৎসর পর্য্যন্ত আইবুড় রাখিয়াছিলেন। ছেলে-মেয়েরও মনে মনে প্রাণের মিল ঘটিয়াছিল; বিনা দোষে কর্ত্তা টাকার লোভে সেই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় বিষম পাপ হইয়াছে, সেই ঘোর পাপে ছেলে আমার সুখী হইতে পাইল না। বিবাহ করিয়া সে দুঃখের সাগরে ভাসিতে লাগিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, যখন মনান্তর হইয়া রাজকন্যার সহিত সম্পর্কের শেষ হইল, তখন হয় তো দশ দিন পরেও কর্ত্তার মন ফিরাইয়া সাধের সরোজিনীকে পুত্রবধূরূপে ঘরে আনিতে পারিব। তাহা হইলেই সকল জ্বালা, সকল পাপ ঘুচিয়া যাইবে। আবার সম্পত্তির লোভ কেন? একবার লোভে ভরাডুবী হইয়াছে, আবার সে কথায় কান দিবার দরকার কি? হয় তো সর্ব্বনাশ আরও পাকিয়া উঠিবে। এইরূপ বুঝিয়া গৃহিণী স্থির করিয়াছেন যে, সকল কথা স্বয়ং বিচার না করিয়া তিনি কিছুই হইতে দিবেন না। সুতরাং বেণীমাধব একাকী আসিতে পারিলেন না।

গৃহিণী, এক জন পরিচারিকা, এক জন ভৃত্য ও বেণীমাধব সহ নৌকা আসিয়া গোয়াড়ির কুৎঘাটে লাগিল। ঘাটের উপর নৃসিংহরাম পদচারণা

করিতেছেন! বেণীমাধব নৌকা হইতেই নৃসিংহ-বাবুকে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি যে এখানে?"

নৃসিংহরাম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন,—"আপনা-দিগকে লইয়া যাইবার জন্য। আপনারা আসিবেন, আমি জানি, এইরূপ সময়ে নৌকা আসিয়া পৌঁছিবে, তাহার সংবাদ আমি রাখি, বিহাই-বাটীতে গিয়া আপনাদের থাকা হইবে না, তাহাও আমি বুঝি; এই গরীব অনুগত জনের একটি ক্ষুদ্র বাড়ী আছে, সেখানে আপনার পদধূলি পড়িবে, সেই আশায় অধীন নদী-তীরে খাড়া আছে।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"উত্তম, উত্তম, আপনি সর্ব্বপ্রকারেই মহাশয় লোক; বিহাই-বাটীতে যাইতে পারি না, অথচ কোথায় থাকিতে হইবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি একটু চিন্তিত ছিলাম। আপনি মন বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন; আমি চিরদিনই আপনাদের আশ্রিত, আপনার বাটীতে থাকিতে পাওয়া আমার সৌভাগ্য।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"আমার গাড়ী প্রস্তুত আছে, আমি একটু সরিয়া দাঁড়াই, আপনি মা ঠাকুরাণীকে নামাইয়া আনুন; সঙ্গে যদি বেশী জিনিস-পত্র থাকে, তাহা হইলে আমি আর এক জন লোক পাঠাইয়া দিই।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"কিছু করিতে হইবে না। আপনাকে সরিয়াও যাইতে হইবে না।"

সকলে নৌকা হইতে নামিলেন এবং গাড়ীতে উঠিয়া নৃসিংহরামের ভবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মনোহর কক্ষে তাঁহাদের স্থান হইল। স্নান, জলযোগ ও আহারাদি সম্পন্ন হইল। তখন নৃসিংহরাম আবার আসিয়া বেণীমাধবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বেণীমাধব জিজ্ঞাসিলেন—"একটা কথা—আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে বলি।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"যে বিষয়ে যে কথা আপনার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই আপনি বলুন।"

বেণীমাধব জিজ্ঞাসিলেন,—"গ্রামে শুনিয়াছি, চন্দ্রকান্ত মিত্রের কন্যাকে আপনি বিবাহ করিবেন স্থির হইয়াছে, সে জন্য তিনি কন্যাকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়াছেন। কিন্তু এখানে চন্দ্রকান্ত ভায়া বা তাঁহার কন্যা কাহাকেও দেখিতেছি না। বিবাহ কি এখনও হয় নাই?"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"সে কি কথা বলিতে-ছেন? চন্দ্রকান্ত মিত্রের কন্যা সরোজিনী আপনারই পুত্রবধূ। সে বাগ্দত্তা কন্যার আবার বিবাহ হয় কি? বিবাহ তাঁহার এখনও হয় নাই, যত দিন আপনার পুত্রের সহিত বিবাহ না হইবে, তত দিন তাঁহার বিবাহ হইতেই পারে না। ধর্ম্ম আছেন, চন্দ্রসূর্য্য আছেন, ব্রাহ্মণ আছেন, এখনও ঘোর কলি হইলেও এ সকলই রহিয়াছে। সমাজে অনেক পাপ ঢুকিয়াছে, কিন্তু এক মেয়ের দুই বিবাহ, সতীর দুই স্বামী এখনও হয় নাই। আপনি আমার পিতৃবন্ধু, আপনার বিষয়-সম্পত্তি আমারই জমীদারীর মধ্যে; শুনিয়াছি, আমার পিতৃদেব আপনাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন, সেই ভরসায় আপনার লোক জ্ঞান করিয়া আমি আপনাকে বলিতেছি যে, আপনি মহাপাপ করিয়াছেন। পাপ করিয়াছেন বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে সাজা পাইয়াছেন। আপনার পুত্রবধূ অপমান করিয়াছেন, ছেলেকে কাঁদিতে হইয়াছে, সর্ব্বনাশ অনেক রকমেই ঘটিয়াছে।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"তা—তা—কতকটা ঠিক বৈ কি। বড় মনস্তাপ পাইতে হইয়াছে। কিন্তু—"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"কিন্তু কিছুই নাই বেণীবাবু, তুচ্ছ সম্পত্তির লোভে আপনি এই পাপকার্য্য করিয়াছেন। সম্পত্তি আপনার সঙ্গে যাইবে না, আপনার ছেলেরও সঙ্গে যাইবে না। কিন্তু পাপ সঙ্গের সাথী।"

বেণীবাবু বলিলেন,—"একটু অন্যায় হইয়াছে বটে; কিন্তু কি করি, অদৃষ্ট!"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"অদৃষ্টের দোষ কেন দিতেছেন? আপনি ইচ্ছা করিয়া যে পাপ ঘটাইয়াছেন, তাহার মধ্যে অদৃষ্টের দোহাই কেন দিতেছেন? যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে। আপনার মনেও আপনি বুঝিয়াছেন যে, কাজটা মোটেই ভাল হয় নাই। কিন্তু মনের উত্তেজনা কমাইবার জন্য আপনি অন্যায়ের উপর অন্যায় করিয়া পুণ্যশীলা সরোজিনীর অনেক কুৎসা, অনেক নিন্দা রটাইয়াছেন; তাঁহার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কের দাগ লাগাইতেও ছাড়েন নাই।"

বেণীমাধব আবার বলিলেন,—"রাগের ভরে—ছেলের একটু বাড়াবাড়ি দেখিয়া, মেয়েটার একগুঁয়েমি দেখিয়া, আমি দুই এক কথা বলিয়াছি বটে।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"অন্যায় করিয়াছেন। এ ব্যাপারে আপনি আগাগোড়া পাপ করিয়া

আসিতেছেন। আপনি পাপ করিতেছেন বলিয়াই দুনিয়ার সকল লোক যে পাপ করিবে, এরূপ মনে করা ভুল। আপনি যাহা সরোজিনীর একগুঁয়েমি বলিয়া মনে করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা একগুঁয়েমি নহে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রবল শাসন।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"দেখিতেছি, আপনি অনেক কথা জানেন। বাস্তবিকই আমি এ ব্যাপারে বিস্তর অন্যায় করিয়াছি, আর সেই জন্যই বিশেষ অসুখী হইয়াছি।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"পাপের সংশোধন আছে, আপনি সংশোধন করুন, এখনও পাপ কাটিয়া যাইবে, আবার সুখী হইবেন। সত্যই আমি অনেক কথা জানি, এত কথা জানি যে, আপনি এখনও তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু কোন ভয় নাই, আপনার যাহাতে কোন বিপদ্ না ঘটে, তাহার ব্যবস্থা আমি করিব। সেই জন্যই পদধূলি দিয়া আমাকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত আমি আপনাকে এখানে আনিয়াছি। কিন্তু এখন আর কথায় কাজ নাই। দূরে গাড়ীর শব্দ হইতেছে। ঐ গাড়ীতে আপনার পুত্র বীরেন্দ্রনাথ আছেন। আপনি এখন পুত্রের সহিত কথা কহুন, বোধ হয়, আরও এক বা দুই ঘণ্টা পরে রাজা হরিশ্চন্দ্র এখানে আসিবেন।"

নৃসিংহরাম উঠিয়া আসিলেন। বেণীমাধব মনে মনে বুঝিলেন, নৃসিংহরামের পিতাই তাঁহার অভ্যুদয়ের মূল। ধনে, মানে, বিদ্যায় নৃসিংহ-বাবু এ প্রদেশের এক জন প্রধান ব্যক্তি। কি অসাধারণ বুদ্ধি! এই ব্যক্তির আশ্রয়ে যখন ঈশ্বর আমাকে আনিয়াছেন, তখন ইঁহার পরামর্শেই কার্য্য করিতে হইবে।

তৎক্ষণাৎ বীরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া নৃসিংহরাম সেই কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিলেন; বীরেন্দ্র ব্যস্ততা সহ অগ্রসর হইয়া পিতৃচরণে প্রণাম করিলেন। নৃসিংহরাম বলিলেন,—"খুড়ীমাকেও এখানে ডাকুন। আপনারা কথা কহুন।"

তিনি প্রস্থান করিলেন।

জনক, জননী ও পুত্র, তিন জনে কথা কহিতে লাগিলেন, অনন্তরজাত সমস্ত ঘটনা বীরেন্দ্রনাথ অকপটে নিবেদন করিতে লাগিলেন।

নৃসিংহরাম বাহিরে আসিয়া এক ভৃত্যের কানে কানে কি বলিয়া দিলেন, ভৃত্য প্রস্থান করিল। তিনি একাকী কক্ষান্তরে এক ইজি-চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। আপন মনে বলিলেন,—"ঘটনার মেঘ আকাশে বেশ ঘন হইয়া আসিতেছে, নিশ্চয়ই অতি ভয়ানক দুর্য্যোগ ঘটিবে। সে দুর্য্যোগ কাটিয়া গেলে আমার ভগ্নী সরোজিনীর অদৃষ্টাকাশ সুপ্রসন্ন হইবে না কি? রবিকরোদ্ভাসিত সরোজিনী আবার হাসিবে না কি? দেখি কি হয়। ভগবান্! আমার সহায় হও, যেন কোন অভিনব বিপদ না ঘটে।"

সরোজিনী, তাঁহার পিতা ও ঠাকুর-মা এই বাটীরই একাংশে অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু দূরদর্শী বিচক্ষণ নৃসিংহরামের সুব্যবস্থায় আর কাহারও তাহা জানিবার উপায় নাই। বীরেন্দ্রনাথ গত কল্য অনেকক্ষণ এখানে ছিলেন, কিন্তু কিছুই জানিতে পারেন নাই। বেণীমাধব ও তাঁহার পত্নীও কিছুই জানিলেন না।

দুই ঘণ্টা অতীত হইল; নৃসিংহরাম উঠিয়া আসিয়া পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দূরেও কোন গাড়ী দেখিলেন না। একটু কান পাতিয়া শুনিলেন, শব্দ হইতেছে। ঐ গাড়ীতেই রাজা হরিশ্চন্দ্র আছেন। তাঁহার অনুমান ঠিক হইল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী তাঁহার বিশাল ভবনের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। নৃসিংহরাম বহুদূর অগ্রসর হইয়া করযোড়ে রাজাকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা গাড়ী হইতে নামিয়াই বলিলেন,—"আপনার ব্যবস্থা কি সুন্দর; বিহাই মহাশয়কে এখানে আনিয়া বড়ই ভাল করিয়াছেন। আপনার অবিদিত নাই, আমার বাটীতে এখন বড়ই নিরানন্দ।"

রাজাকে সমাদরে ঘরের মধ্যে বসাইয়া নৃসিংহরাম বলিলেন,—"আপনার বিহাই মহাশয় একলা আইসেন নাই, সঙ্গে আপনার বিহাইন ঠাকরুণও আছেন।"

রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন,—"বটে! ভালই হইয়াছে। আমি যাহা বলিব, তাহা তাঁহারা দুই জনে শুনিলেই ভাল হয়।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"যদি দুই জনে শোনা আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আপনাকে কষ্ট করিয়া একটু উঠিতে হইবে। কারণ, যে অংশে তাঁহারা রহিয়াছেন, সেইখানেই পাশাপাশি ঘরে বসিলে দুই জনেই আপনার কথা শুনিতে পাইবেন। আমি তাঁহাদিগকে সংবাদ দিয়া আসিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া একটু অপেক্ষা করুন।"

নৃসিংহরাম সংবাদ বহন করিয়া বেণীমাধব বাবুর অধিকৃত কক্ষ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। অতি

ব্যস্ততাসহ বেণীমাধব ও বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গে আসিলেন, রাজার সহিত বেণীমাধবের নমস্কার, আলিঙ্গন ও শিষ্টাচারাদি সমাপ্ত হইল।

সকলেই উঠিয়া আসিয়া বেণীমাধব বাবুর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নৃসিংহরাম বলিলেন,—"বোধ হয়, এ স্থলে আমার অথবা বীরেন্দ্রনাথের উপস্থিত থাকা অনাবশ্যক।"

রাজা বলিলেন,—"আপনি ইচ্ছা করিলে, এখন উপস্থিত না থাকিতে পারেন, কিন্তু সমস্ত কথাই আপনাকে জানাইতে হইবে। পূর্ব্বে আপনার সহিত আমার কেবল জানা-শুনা ছিল মাত্র; আজ তিন দিন হইতে আপনাকে বন্ধুরূপে চিনিয়াছি, আর আপনার বিষয়-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। এখন না হয়, একটু পরে আপনাকে সকল কথাই জানাইতে হইবে।"

নৃসিংহরাম হাসিতে হাসিতে হাত যোড় করিয়া বলিলেন,—"অনুগ্রহ আপনার।"

বীরেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিয়া নৃসিংহরাম বাহিরে আসিলেন এবং বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে নানাপ্রকার কথা কহিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর কথাবার্ত্তা সাঙ্গ করিয়া বেণীমাধব ও রাজা হরিশ্চন্দ্র বাহিরে আসিলেন। আহার না করিয়া রাজাকে বাটী ফিরিতে দিতে নৃসিংহরাম অস্বীকৃত হইলেন। কাজেই আহারের স্থান করিবার আদেশ হইল।

একবার বেণীমাধব, একবার রাজা অস্ফুট-স্বরে নৃসিংরামের কানে অনেক কথা বলিলেন, তিনিও উভয়কেই বিহিত উত্তরদানে সন্তুষ্ট করিলেন। ভোজন ব্যাপার সম্পন্ন হইল। কালপ্রাতে আবার রাজাকে এখানে আসিতে হইবে। তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। বীরেন্দ্রনাথের যাওয়া হইল না। নৃসিংহরামের ব্যবস্থায় তিনি এখানে থাকিলেন।

গমনকালে রাজা বলিলেন,—"আমি যেরূপ মানসিক ক্লেশে কালপাত করিতেছি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, আমার অবস্থা আপনি বোধ হয় ঠিক বুঝিয়াছেন। এ সময়ে সকল কাজ ঠিক করিতে পারিব কি না, জানি না। আপনি দয়া করিয়া একটু চক্ষু রাখিবেন।"

নৃসিংহরাম সবিনয়ে বলিলেন—"আমাকে অনুগত বলিয়া মনে করিবেন।"

রাজাকে বহন করিয়া গাড়ী চলিয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাতে বেণীমাধব-বাবু নৃসিংহরামকে বলিলেন,—"কতকগুলা গুরুতর কথা আমার মনে উঠিয়াছে; বীরেন্দ্রনাথের মুখে আমি সমস্ত কথা শুনিয়াছি। রাজা হরিশ্চন্দ্র যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও বুঝিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, আপনি না বলিলে তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"কোন্ বিষয় আপনি স্থির করিতে পারিতেছেন না, বলুন।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"প্রথম কথা, রাজা সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দানপত্র লিখিয়া বীরেন্দ্রনাথকে দিতে চাহিতেছেন; এরূপ অসম্ভব ব্যাপার ঘটিতে পারে বলিয়া আপনার মনে হয় কি?"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"কেন ঘটিবে না? আপনি রাজার বৈবাহিক, তাঁহার হৃদয়ের ভাব আপনারই ভাল বুঝা উচিত। আমার বোধ হইতেছে, আপনি রাজাকে চিনেন না; রাজা হরিশ্চন্দ্র এক জন অপ্রাকৃত মনুষ্য, অতি সত্যবাদী, তেজস্বী, কর্ত্তব্য-পরায়ণ আর পরম ধার্ম্মিক। এরূপ মহাপুরুষের বাক্যে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"কিন্তু বধূমাতা আমার ছেলেকে চাহেন না, রাজাও কন্যার সহিত সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছা করেন না, এরূপ স্থলে জামাতাকে সমস্ত সম্পত্তি দান করা সম্ভব বলিয়া আমার মনে হয় না।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"আমি কিন্তু ইহাতে কোন অসম্ভব বা অসঙ্গত কাজই দেখিতেছি না; রাজা বুঝিয়াছেন, দুইটি বিষয়ের জন্য তিনি আপনার নিকট অথবা আপনার পুত্রের নিকট দায়ী। এক তাঁহার কন্যা, দুই তাঁহার সম্পত্তি। কন্যার সহিত জামাতার মনের মিল ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, কন্যার ব্যবহারে যখন জামাতাকে নিয়তই জ্বালাতন হইতে হইবে, তখন কন্যার সহিত তাঁহার ন্যায় তেজস্বী ব্যক্তির এবং বীরেন্দ্রনাথের ন্যায় শান্ত বালকের কোনই সম্পর্ক রাখা সম্ভব নহে। কন্যার সহিত যদি জামাতার সম্পর্ক না থাকিল, তাহা হইলে এই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া না রাখিলে ভবিষ্যতে বিষয়সম্পত্তি বীরেন্দ্রনাথের হস্তগত না হইতেও পারে। সহসা রাজার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে, রাজকন্যা বীরেন্দ্রনাথকে সম্পত্তি স্পর্শ করিতেও না দিতে পারেন, আরও অনেক

অসুবিধার আশঙ্কা আছে। এরূপ স্থলে কর্ত্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তি অগ্রেই পরিণাম চিন্তা করিয়া যদি আপনার প্রতিশ্রুতি পালন করেন, তাহাতে দোষ কিছুই নাই।”

বেণীমাধব বলিলেন,—“তাহা হইলে সত্য সত্যই রাজা বিষয় লিখিয়া দিবেন বলিয়া আপনি বিশ্বাস করিতেছেন ?”

নৃসিংহরাম হাসিয়া বলিলেন,—“তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আর অল্পক্ষণ পরেই আপনিও তাহার পরিচয় পাইবেন। ধনসম্পত্তি আপনি যেরূপ অমূল্য পদার্থ জ্ঞান করেন, রাজা নিশ্চয়ই তাহা করেন না। আপনার দ্বিতীয় কথা কি ?”

বেণীমাধব বলিলেন,—“রাজকন্যা আপনার পিসীমার সহিত চলিয়া গিয়াছেন, এ কথা লইয়া দেশে একটা কলঙ্ক রটিবে না কি ?”

নৃসিংহরাম বলিলেন,—“কলঙ্ক রটা আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু সে কলঙ্কের কোনই মূল্য নাই। আপনি সরোজিনীর নামে অনেক কলঙ্ক রটাইয়াছেন, তাহা যেমন অসার, রাজ-কন্যার সম্বন্ধে যদি কোন কলঙ্ক রটে, তাহাও সেইরূপ অসার বলিয়া বুঝিতে হইবে। তিনি বাপ-মার অপেক্ষা পিসীরই বেশী অনুগত ; সেই ধনশালিনী পিসী যদি ভাইয়ের সহিত ঝগড়া করিয়া ভাইঝিকে লইয়া স্বতন্ত্রভাবে থাকেন, তাহাতে কোন দোষের কথা উঠিতে পারে না।”

বেণীমাধব বলিলেন,—“আপনার মীমাংসা বড়ই সুন্দর। কালি হইতে আপনার যত কথা শুনিতেছি, সকলই অদ্ভুত বলিয়া বুঝিতেছি। আপনি যে বিষয়ে যাহা বলিবেন, তাহাই আমি করিব। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি, চন্দ্রকান্ত ভায়া কন্যা লইয়া কৃষ্ণনগর আসিয়াছেন, আমার বোধ হয়, আপনি তাঁহাদের সংবাদ জানেন।”

নৃসিংহবাবু বলিলেন,—“জানিলেও আমি তাহা বলিব না। ধন না থাকিলে আপনার বিচারে মনুষ্য অপদার্থবিশেষ। রূপের, গুণের, ধর্ম্মের আদর আপনি জানেন না। সুতরাং সে দরিদ্র-দিগের সন্ধানে আপনার এখন কোনই প্রয়োজন নাই। আপনি ধনের সন্ধানে জীবন কাটাইয়াছেন, ধনের আশায় ছেলেকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়াছেন, ধনের লোভে এখানে আসিয়াছেন, যাহাতে ধনলাভ হয়, তাহাই এক্ষণে আপনার দ্রষ্টব্য, অন্য কথায় আর আবশ্যক নাই।”

বড়ই সুস্পষ্ট কথা। কল্য হইতে নৃসিংহরাম যাহা যাহা বলিতেছেন, সকলই বেণীমাধবের প্রাণে গিয়া বাজিতেছে। তিনি বুঝিয়াছেন, ধনের লোভে পুত্রকে চিরদুঃখী করা হইয়াছে। রাজার এই প্রভূত সম্পত্তি পাইয়া বীরেন্দ্র ধনী হইবে বটে, কিন্তু তাহার জীবন দুঃখময় হইবে। মনের মত স্ত্রী না থাকায় বীরেন্দ্র সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন কাটাইবে, তাহার সংসার অন্ধকার হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এত ধনলোভ কখনই ছাড়িব না। যাহা হইতেছে হউক, অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে।

নৃসিংহরাম প্রস্থান করিলেন। কক্ষান্তরে বীরেন্দ্রনাথ বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, নৃসিংহরামকে তথায় দেখিয়া বীরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নৃসিংহ বলিলেন,—“বইস ভাই, তোমার পিতার সহিত কালি হইতে অনেক কথা কহিয়াছি। তোমার সহিত কোন বিষয়ে কথা কহিতে ইচ্ছা করি। তুমি স্পষ্ট করিয়া সকল কথার উত্তর দিলে সুখী হইব।”

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—“আপনার কোন কথার প্রকৃত উত্তর না দেওয়া অসম্ভব। কারণ, আমার বোধ হয়, মানুষের প্রাণের মধ্যেও যে লুকান কথা থাকে, আপনি তাহাও জানিতে পারেন।”

নৃসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—“তুমি এবার বি, এ, পাস করিয়াছ, সে দিন গেজেটে তোমার নাম দেখিয়াছি। তোমার মুখে আশ্চর্য্য তত্ত্ব শুনিলাম। মনুষ্যের প্রাণের মধ্যস্থ লুক্কায়িত ভাব অপরে দেখিতে পায়, ইহা এক অদ্ভুত রহস্য। যদি সকল প্রচ্ছন্ন ভাব জানিতে আমার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তোমায় কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক হইত না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সরোজিনীর এরূপ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য বলিয়া তুমি মনে কর ?”

বীরেন্দ্রনাথ কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিলেন, তাঁহার নয়ন নিষ্প্রভ হইল এবং বদন যেন রক্তশূন্য হইল। বলিলেন,—“সে কথায় আর কাজ কি ? আমি স্বহস্তে তাঁহার সুখের মূল কাটিয়া দিয়াছি ; তাঁহাকে যন্ত্রণার তুষানলে দগ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি ; তাঁহাকে অহর্নিশ মৃত্যুর কামনা করিতে বলিয়াছি ; এরূপ নরাধম পাষণ্ড তাহার আর কি ব্যবস্থা করিবে ? আমার বোধ হয়, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তীব্রক্লেশে তাঁহাকে ছটফট করিতে হইবে।”

নৃসিংহ বলিলেন,—“এতই যদি বুঝিয়াছ, তাহা

হইলে তুমি তাঁহাকে গ্রহণ না করিয়া অন্য নারীর পাণিগ্রহণ করিলে কেন?”

বীরেন্দ্র বলিলেন,—“এক কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি দুইটি জীবনকে বলি দিয়াছি। পিতার আদেশ-পালন করিতে গিয়া আমি স্বয়ং মরিয়াছি, আর সেই অভাগিনীকেও নিপাত করিয়াছি।”

নৃসিংহ বলিলেন,—“এ কথা তুমি এখন বলিতেছ; রাজকন্যা বড়ই অহঙ্কৃতা, বড়ই অপ্রিয়-বাদিনী, বড়ই নিষ্ঠুরস্বভাবা। তোমার সহিত তিনি একটুও ভাল ব্যবহার করেন নাই, এই জন্যই তোমার মনে হইতেছে যে, পিতার আদেশে তুমি আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছ; যদি সুশীলা তোমার সহিত প্রেমিকার ন্যায় মধুর আলাপ করিতেন, যদি তিনি দয়া-মায়া প্রভৃতি গুণগ্রামে তোমাকে মজাইতে পারিতেন, তাহা হইলে তোমার কখনই এত কষ্ট হইত না। আর সরোজিনীর দুরবস্থা ভাবিয়া তোমার এত আত্মগ্লানি জন্মিত না।”

বীরেন্দ্র দুঃখিত স্বরে বলিলেন,—“আপনি মনুষ্যহৃদয়ের মর্ম্মজ্ঞ হইয়াও এরূপ কথা কেন বলিতেছেন? সুশীলার অপ্রিয় ব্যবহার আমার বড়ই উপকারে লাগিয়াছে। এই অপ্রিয়-ব্যবহারের অপমানে আমি সময়ে সময়ে সংসারের সকল আকর্ষণই ভুলিয়া যাইতেছি। আমি পিতার অপমান, নিজের ক্লেশ প্রভৃতির জ্বালার আত্মহারা হইয়া সময়ে সময়ে সরোজিনীকে ভুলিতে পারিতেছি। সুশীলা এ সম্বন্ধে বাস্তবিকই আমার উপকার করিয়াছেন। তাঁহার উগ্রতায় আমার হৃদয় কোমলতা ভুলিতেছে, তাঁহার নির্দ্দয়তায় আমার প্রাণ পাষাণ হইয়া আসিতেছে, তাঁহার অপ্রেমিকতায় আমার হৃদয়ের সকল আকর্ষণ ছিঁড়িতেছে, হিতৈষিণী সুশীলার দুর্ব্ব্যবহার আমার পক্ষে অতিশয় উন্নতির উপায় হইয়াছে। যদি সুশীলা ইহার বিপরীত ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে আমার যন্ত্রণার সীমা থাকিত না, তাহা হইলে আমি হয় তো এত দিনে পাগল হইয়া যাইতাম, অথবা ধীরে ধীরে মৃত্যুর সুশীতল আশ্রয়ে বিশ্রাম লাভ করিতাম।”

“কেন?”

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—“কেন? আপনার মত বিজ্ঞ ব্যক্তিকে কেমন করিয়া বলিব কেন? তাহা হইলে যে প্রেমময়ী সরোজিনীর মূর্ত্তি এখন আমার নয়নান্তরালে রহিয়াছে, তাহা নিরন্তর আমার প্রত্যক্ষগোচর থাকিয়া অবক্তব্য যাতনার কারণ হইত, তাহা হইলে যে সরোজিনীকে আমি ভুলিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছি, ক্ষণেকের নিমিত্তও বিস্মৃত হওয়া দূরে থাকুক, নিরন্তর তিনি আমার নয়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিতেন; যদি সুশীলা প্রাণের স্নেহ-ভালবাসা আমাকে ঢালিয়া দিতেন, আমি বুঝিতাম, এ স্নেহ, এ ভালবাসা সরোজিনীর তুলনায় কি ছার; সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয় দুঃখে অবসন্ন হইত। যদি সুশীলা প্রেমের মধুরালাপে আমাকে মাতাইতে আসিতেন, সঙ্গে সঙ্গে সরোজিনীর চিরদিনের প্রেমের কথা স্মরণে আসিয়া আমাকে দগ্ধ করিত। যদি সুশীলা হৃদয়ের কোমলতা মাখাইয়া আমাকে সুশীতল করিবার প্রয়াস পাইতেন, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেমময়ী সরোজিনীর প্রাণস্পর্শী কোমলভাব মনে পড়ায় আমার প্রাণে ছুরিকা বিদ্ধ হইত। আপনাকে এত কথা আমি বলিতে পারিতাম না। কিন্তু আমি জানি, আপনি সদাশয় মহাত্মা, আপনার নিকট প্রাণের কথা গোপন করা অসম্ভব। আমাকে ক্ষমা করিবেন।”

নৃসিংহরাম বলিলেন,—“তোমার সকল কথায় বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি বিশ্বাস করিয়া আমার নিকট প্রাণের কথা ব্যক্ত করায় আমি সুখী হইয়াছি। বুঝিয়াছি, তুমি যথার্থ প্রেমিক, আর বুঝিয়াছি, সরোজিনীর সহিত তোমার সম্মিলন না হওয়ায় বাস্তবিকই বিধাতার বাসনার বিরোধিতা করা হইয়াছে। আরও একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। সুশীলা যদি অতঃপর অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহার সহিত সংসারধর্ম্ম করিতে প্রস্তুত আছ কি?”

বীরেন্দ্র বলিলেন,—“তিনি যদি আরও মন্দ ব্যবহার করেন, তাহাতেও তাঁহার সহিত সংসার করিতে আমার আপত্তি নাই। তাঁহার ভাল ব্যবহার বা মন্দ ব্যবহার কিছুই আমার প্রাণস্পর্শ করিবে না। তাঁহার ব্যবহারে আমি বিচলিত হইয়াছি বলিয়া নিজের নিকট লজ্জিত হইতেছি; যাহার প্রতি কোন আকর্ষণ নাই, তাহার কোন ব্যবহারে বিচলিত হওয়া লজ্জার কথা। পিতা ইচ্ছা করিলে অতঃপর অনায়াসে অকাতরে সুশীলার পদাঘাত খাইতে খাইতেও আমি সংসার করিব।”

নৃসিংহ বলিলেন,—“তুমি হৃদয়কে সুন্দররূপে গঠিত করিয়াছ। বুদ্ধির দোষে তোমার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে এরূপ মনের অবস্থা হওয়াই উচিত। আর একটা কথা তোমাকে বলিব।

তাহা হইলেই আমার কথার শেষ হয়। যদি এখনই সংবাদ পাও যে, সরোজিনীর মৃত্যু হইয়াছে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে?"

বীরেন্দ্রনাথ চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন,—"এরূপ কোন সংবাদ আপনি পাইয়াছেন কি?"

নৃসিংহ বলিলেন,—"না—না—আমি কিছুই জানি না; কিন্তু এ সংসারে মৃত্যু সকলেরই শিরয়ে বসিয়া আছে, কখন্ কাহার মৃত্যু-সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার স্থিরতা নাই, সুতরাং যে কোন দিন তোমার মৃত্যু-সংবাদ সরোজিনীর নিকট পৌঁছিতে পারে, আর সরোজিনীর মৃত্যুসংবাদও তোমার নিকট আসিতে পারে। যদি কোন দিন সরোজিনীর মৃত্যুসংবাদ তোমার নিকট আইসে, তাহা হইলে তোমার কি ভাব হইবে, ইহাই আমি জানিতে চাহিতেছি।"

বীরেন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"তাহা হইলে আমি সুখী হইব। বুঝিব, যাহাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি, তাহার শেষ হইয়াছে।"

নৃসিংহরাম বীরেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"ভাই, তোমারই সার্থক ভালবাসা। তোমার এই কথা শুনিয়া লোকে হয় তো তোমাকে নিষ্ঠুর মনে করিবে, কিন্তু আমি দেখিতেছি, ইহা পরম প্রেমিকের আন্তরিক ভালবাসার প্রতিধ্বনি। এই ভালবাসা হৃদয়ে অতি যত্নে পোষণ করিও। এ সংসারে যে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, সেই দেবত্ব পাইয়াছে। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি ভগবানের কৃপাপাত্র হইবে; কিন্তু আর কথার সময় নাই, বেলা অনেক হইয়াছে, তোমাকে এখনই প্রস্তুত হইতে হইবে। তোমাকে লইয়া রেজেষ্টারী আফিসে যাইবার জন্য হয় তো এখনই রাজার গাড়ী আসিবে। এখন আমার সহিত আইস, আমরা স্নান করিতে যাই।"

উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সত্যই রেজেষ্টারী হইয়া গেল। রাজা সকল সম্পত্তি বিনা সর্ত্তে বীরেন্দ্রনাথকে দান করিলেন। একটা সর্ত্ত থাকিবে কথা ছিল, যাবজ্জীবন রাজা ও রাণী সমস্ত সম্পত্তি আপনার রূপে ব্যবহার করিবেন। বীরেন্দ্রের নিকট সে সম্বন্ধে একরার লিখিয়া লওয়া হইল না। বেণীমাধব অবাক্। এরূপ ব্যাপার কেহ করিতে পারে, তাহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু অসম্ভব কাণ্ডও ঘটিল। তিনি মনে করিলেন, হয় রাজা উন্মাদ, না হয় বাস্তবিকই অসাধারণ মনুষ্য।

একরার লেখা হউক বা না হউক, বীরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, সম্পত্তির দখল লইতে বা তাহা নিজের জানিয়া ব্যবহার করিতে তাঁহার কোন ইচ্ছা নাই। এখন যে ভাবে চলিতেছে, সেই ভাবেই চলুক। রাজা সম্পত্তি-শূন্য হইলেও তাঁহার নগদ টাকা যথেষ্ট আছে, তাহাতে অনায়াসে স্বচ্ছন্দভাবে তাঁহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। তবে যত দিন বীরেন্দ্রনাথের সুবিধা না হয়, তত দিন সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আপত্তি করিতেন না।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বিস্ময়াবহ ব্যাপার ঘটিয়া গেল। বীরেন্দ্রনাথ বিবিধ ভাবের আলোড়নে অতিশয় উৎপীড়িত। অতি প্রত্যূষে নৃসিংহরাম বাবুর ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বীরেন্দ্রনাথ পাদচারণা করিতে করিতে বহু দূরে চলিয়া গেলেন; অতি মধুর প্রাতঃ-সমীরণ তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট মস্তককে শীতল করিতে লাগিল। সকলের কথাই তাঁহার মনে হইতে থাকিল; রাজার উদারতা এবং সুশীলার হৃদয়হীনতা তাঁহার হৃদয়ে কল্পনাতীত কাণ্ড বলিয়া মনে হইল। পিতার পুত্রবাৎসল্য-জনিত স্বার্থান্বেষণ এবং নৃসিংহ-বাবুর নিঃস্বার্থপরতা আলোচনা করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বৈষম্য-তুলনার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। আর তাঁহার মনে হইল, রাজার সম্পত্তির বিনিময়ে পিতা পুত্র বিক্রয় করিলেন, পুত্র চিরদিনের নিমিত্ত স্বাধীনতা হারাইল। সম্পত্তিদাতার মনের বাসনা বুঝিয়া কার্য্য করিতে সে চিরদিনের নিমিত্ত দায়ী হইল। সত্য বটে, রাজা দেবোপম মনুষ্য, সত্য বটে, তাঁহার চিরদাসত্ব করিতে পাওয়াও সৌভাগ্য, সত্য বটে, তাঁহার মনোরঞ্জন করা কোনরূপ ক্লেশ-সাধ্য নহে, তথাপি স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইতে হইলে সকলকেই অবসন্ন হইতে হয়। কেবল ন্যায়ের অনুরোধে, কর্ত্তব্যের উত্তেজনায়, রাজা সম্পত্তি দান করিয়াছেন। সম্পত্তিরূপ বন্ধনের দ্বারা সুশীলার সহিত দৃঢ়সম্বন্ধ স্থাপন করা রাজার বাঞ্ছনীয় নহে, ইহা বীরেন্দ্রনাথের পক্ষে পরম মঙ্গল। সরোজিনী যে ভাবে জীবনপাত করিতেছেন, বীরেন্দ্রনাথও সেই ভাবে জীবনপাত

করার জন্য আকাঙ্ক্ষী। সম্পত্তিতেও তাঁহার প্রয়োজন নাই, সুশীলাতেও তাঁহার প্রয়োজন নাই। পিতার আদেশে রাজার ইচ্ছায় সম্পত্তি গ্রহণ করা হইয়াছে। সুশীলা স্বয়ং তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, সম্পত্তির সহিত সুশীলা মিলিয়া না আইসে, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। পিতা সম্পত্তি লইয়া সুখী হইয়া থাকেন, হউন, বীরেন্দ্র সামান্য অর্থোপার্জ্জন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বীরেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ যাইবার পথে উপস্থিত হইলেন। তিনি অন্যমনস্ক, কোন দিকেই তাঁহার লক্ষ্য নাই। দূর হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিতেছে; ভাড়াটীয়া গাড়ী; কিন্তু অশ্বদ্বয় বিশেষ বলবান্। গাড়ীর ভিতরে দুই জন আরোহী। উপরে বলিষ্ঠকায় তিন ব্যক্তি উপবিষ্ট; গাড়ী দ্রুতবেগে আসিতেছে।

বীরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে গাড়ী আসিলে তন্মধ্যস্থ এক আরোহী জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু মহাশয়! আপনি বলিতে পারেন কি, কোন্ পথ দিয়া যাইলে নৃসিংহরামবাবুর বাটীতে পৌঁছুতে পারিব?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমি সেই বাটীতেই থাকি, সে বাটী চিনিতে ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই পার্ক ষ্ট্রীট দিয়া যাইলে সে বাটীতে যাওয়া যাইবে।"

আরোহী বলিল,—"মহাশয় যখন সেখানে থাকেন, এখনই হউক বা একটু পরেই হউক, আপনিও ফিরিবেন?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"হাঁ, আমি এখনই ফিরিব।"

আরোহী পুনরায় বলিলেন,—"দয়া করিয়া আপনি যদি এই গাড়ীতে উঠেন, তাহা হইলে আমাদিগের বিশেষ উপকার হয়। আমরা বিদেশী লোক, বাড়ী চিনিয়া লইতে কষ্টবোধ করিব। আপনি অনুগ্রহ করিবেন কি?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আপত্তি নাই, চলুন, আপনাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি।"

সসম্ভ্রমে আরোহিদ্বয় গাড়ীর মধ্যে বীরেন্দ্রনাথকে বসাইলেন। যে গাড়ী মন্দবেগে আসিতেছিল, তাহা তীরের ন্যায় ধাবিত হইল। চক্রের ঘর্ঘর শব্দে বিকট কোলাহল করিতে করিতে, ধূলিপটলে দিগ্বলয় সমাচ্ছন্ন করিতে করিতে, নক্ষত্রবেগে গাড়ী ছুটিতে লাগিল। পার্ক ষ্ট্রীট পার হইয়া গেল। বীরেন্দ্রনাথ হাঁ হাঁ শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন; "ডাহিনে ডাহিনে" বলিয়া, প্রাণপণে মুখ বাড়াইয়া কোচম্যানকে আদেশ দিতে লাগিলেন। কেহই কোন কথা শুনিল না। বেগবান্ অশ্বদ্বয় সমান ধাবিত হইতে লাগিল।

তখন আরোহিদ্বয়ের এক জন বলিল,—"ভয় কি বাবু! ব্যস্ত হইতেছেন কেন? না হয় একটু হাওয়া খাইয়াই আসিবেন।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমার হাওয়া খাইবার আবশ্যক নাই, আমাকে এখনই ফিরিতে হইবে, আমাকে নামাইয়া দেও, আমি চলিয়া যাই।"

আরোহিদ্বয়ের এক জন বীরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে আসিয়া গদীর উপর বসিল এবং বলিল,—"একসঙ্গেই যাওয়া হইবে বাবু! জলে পড়েন নাই—পথ হারান নাই। ভাবিতেছেন কেন?"

বীরেন্দ্রনাথের চিত্তে বড়ই সন্দেহ জন্মিল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার সম্মুখে ভয়ানক বিপদ্। দেখিতে দেখিতে গাড়ী বামদিকে এক কাঁচা রাস্তার বেঁকিল এবং পূর্ব্ববৎ বেগেই সমান দৌড়িতে লাগিল। পথ প্রায় জনহীন; এতক্ষণের মধ্যে দুই চারি জনের বেশী মানুষ তাঁহার চক্ষুতে পড়ে নাই। অল্পদূর যাওয়ার পর কাঁচা রাস্তার উভয় পার্শ্বেই ভয়ানক বন আরম্ভ হইল। বীরেন্দ্রনাথের মনে আশঙ্কা বাড়িয়া উঠিল; গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িবেন স্থির করিলেন।

যে ব্যক্তি পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছিল, সে বীরেন্দ্রনাথের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল এবং বাহু দ্বারা তাঁহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া বলিল, "গোল করিতে যাইতেছ কেন? আমরা যাহা বলি, তাহাই তোমাকে শুনিতে হইবে।"

তখন বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"তোমরা কে? তোমাদের কথা আমি কেন শুনিব? আমাকে এখনই নামাইয়া দিবে কি না, বল?"

বীরেন্দ্রনাথের সম্মুখস্থ ব্যক্তি বলিল,—"না। আমাদের কথা শুনিতে তুমি বাধ্য। না শুন, তোমার আরও বিপদ্ ঘটিবে। চুপ করিয়া চল।"

বীরেন্দ্র বুঝিলেন, ইহারা অসভ্য ইতর লোক, সংখ্যায় পাঁচ জন, সকলেই বলবান্, ইহাদের সহিত বিরোধ ঘটাইলে বাস্তবিকই তাঁহাকে আরও বিপদে পড়িতে হইবে। তখন তিনি ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া স্থির রহিলেন।

পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। পার্শ্বে সম্মুখে কেবলই বন; নিম্নে কণ্টকী লতা এবং বৈঁচি, কুঁচ প্রভৃতি গাছ, পরে নানাপ্রকার বড় বড় বৃক্ষ;

গাড়ীর গতি বন্ধ হইল। তখন উপরিস্থিত তিন ব্যক্তি গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল, তাহাদের হাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাকা লাঠি। যে ব্যক্তি বীরেন্দ্রনাথের কটিবেষ্টন করিয়াছিল, সে বলিল,—"নামো।"

অপর আরোহী সবলে বীরেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিল। বীরেন্দ্র বুঝিলেন, তাহার দেহ অসুরের ন্যায় শক্তিশালী, যে ব্যক্তি কটিবেষ্টন করিয়াছিল, তাহার দেহেও যে অমিত বল, তাহাও বীরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন। এই দুর্বৃত্তগণের বাসনার বিরোধিতা কেবল বাতুলতা। এত দূর আসিতে কুত্রাপি লোকালয় বীরেন্দ্রের নয়নে পড়ে নাই। যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে নিকটে লোকের বাস আছে বলিয়া বোধ হয় না; সুতরাং কাতরভাবে চীৎকার করিলেও কোন দিক্ হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা নাই। অতএব দুষ্টেরা যাহা বলিতেছে, তাহাই করিতে হইবে।

বীরেন্দ্রনাথ গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। দূরে এক ভগ্ন সৌধ তাঁহার নয়নে পড়িল। কোন সময়ে তাহা সমৃদ্ধিশালী লোকের বাসস্থান ছিল, এক্ষণে তাহা জীর্ণ, পতনোন্মুখ, অশ্বত্থমূলবিদ্ধ এবং পরিত্যক্ত। এক জন অগ্রে চলিতে লাগিল, দুই জন দুই পার্শ্ব হইতে বীরেন্দ্রের দুই বাহু ধারণ করিয়া চলিল, আর দুই ব্যক্তি অনুসরণ করিতে থাকিল। ভাড়াটিয়া গাড়ীর কোচম্যান কোন কথা না কহিয়া তৎক্ষণাৎ কষ্টে গাড়ী ঘুরাইয়া লইল এবং বিপরীতদিকে চালাইল। অদৃশ্য হইল।

নির্ব্বিবাদে দুষ্টগণের সহিত বীরেন্দ্রনাথ চলিতে লাগিলেন, জীর্ণ ভবনের নিকটস্থ হইলেন। বীরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, এই বাটী বহুস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং এক সময়ে ইহা পরম শোভাময় ছিল। গৃহ, অঙ্গন, দেওয়াল, সর্ব্বত্রই বৃক্ষ, লতা বা গুল্মের উদ্ভব হইয়াছে। ভবনের কুত্রাপি জনসমাগমের কোন লক্ষণ নাই। এই ভবনমধ্যে উপস্থিত হইয়া সম্মুখস্থ ব্যক্তি একটা ঘরের দ্বার খুলিয়া ফেলিল। প্রায় সকল ঘরেরই দরজা জানালা ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু এই ঘরের জীর্ণ দরজা এখনও খাড়া আছে; গরাদে ঠিক আছে। সে ব্যক্তি আদেশ করিল, "এই ঘরে আন।" যাহারা হাত ধরিয়া ছিল, তাহারা সেই ঘরে বীরেন্দ্রনাথকে টানিয়া লইয়া চলিল। তখন বীরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসিলেন,—"আমি তোমাদিগের আদেশ পালন করিতেছি, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা উত্তর দিবে কি?"

এক জন বলিল,—"বল।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"কোন্ উদ্দেশ্যে তোমরা আমাকে এ স্থলে আবদ্ধ করিতেছ?"

সেই ব্যক্তি উত্তর দিল,—"তাহা আমরা জানি না। কোন বিশেষ কথা আমরা বলিব না। তোমাকে আপাততঃ এই স্থানে থাকিতে হইবে। পরে তোমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা তুমি জানিতে পারিবে। এই মালসায় কিছু খাবার আছে; ক্ষুধা বোধ হইলে তুমি খাইবে। এই কলসীতে জল আছে, ঐ কোণে দুইটা বাতী, একটা দেশলাই আছে, রাত্রি হইলে তুমি আলো জ্বালিতে পারিবে। দুইখানি চেটাই আছে, তাহাতে বসিয়া বিশ্রাম করিবে। আমরা কেহ এখানে থাকিব না। ঘরের মধ্যে কোন ভয় নাই। বাহিরে বাঘের ভয় বিলক্ষণ। এই বাটীতেও বাঘ থাকে শুনিয়াছি। যদি তুমি চেঁচাইয়া গলা চিরিয়া ফেল, তাহা হইলেও লোকের সাহায্য পাইবে না; কবে কতক্ষণে তোমার মুক্তি হইবে, বলিতে পারি না।"

বীরেন্দ্রনাথ হতাশভাবে কপালে করাঘাত করিলেন। লোকেরা একে একে বাহিরে আসিল, দরজার তালা বন্ধ হইল; সে শব্দ বীরেন্দ্রনাথের কর্ণে বজ্রধ্বনির ন্যায় বোধ হইল। সকলই শান্ত হইল। বাস্তবিকই লোকগুলা চলিয়া গেল। যে পথ দিয়া গাড়ী আসিয়াছিল, সে পথে না গিয়া তাহারা বনের ভিতর দিয়া পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিল। কোথায় সন্তানের কল্যাণ-কামনায় সদসৎ-বিবেচনা-রহিত পিতৃদেব! কোথায় করুণাময়ী জননি! কোথায় পরম দয়ালু শ্বশুর মহাশয়! কোথায় কৃপাময়ী শ্বশ্রূদেবি! এই জনহীন শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যবেষ্টিত ভীতিজনক স্থানে নিরপরাধ বীরেন্দ্রকে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল।

—

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

এ ভয়ানক কাণ্ড কে ঘটাইল? বীরেন্দ্রনাথ সেই নিভৃত কারাগারে বসিয়া বারংবার এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহজেই তাঁহার মনে হইল, রাজকন্যা সুশীলার ব্যবস্থায় এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। বীরেন্দ্রনাথকে বাধ্য করিবার—অধীন করিবার—পালিত কুকুর-বিড়ালের ন্যায় পোষ মানাইবার জন্য

রাজকন্যা এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। রাজপুরীতে রাজার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া তিনি ইচ্ছামত কোন গর্হিত আচরণের সুযোগ পান নাই, এক্ষণে তিনি স্বাধীনা, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বীরেন্দ্রনাথের এই অবরোধ, সুতরাং পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সুশীলাই এই অত্যাচারের কারণ।

বীরেন্দ্রনাথের মনে হইল, সুশীলার সঙ্কল্প দুইটি;—এক বীরেন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণরূপে আজ্ঞাধীন করা, আর সরোজিনীর সর্ব্বনাশ করা। একটির উপায় তিনি করিয়াছেন, দ্বিতীয়টির ব্যবস্থা না করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন কি? শুনিয়াছি, সরোজিনী কৃষ্ণনগরে আছেন; ধনশালিনী, স্বাধীন-স্বভাবা, হৃদয়হীনা সুশীলা অনায়াসেই সরোজিনীর দুর্গতি ঘটাইতে পারেন। এ রাক্ষসীর অসাধ্য কিছুই নাই। নিষ্ঠুরতাই ইহার বিলাস। জানি না, সরোজিনীর অদৃষ্টে কি ঘটিবে? ভগবন্! আমার যাহা হয় হউক, দয়া করিয়া সরোজিনীকে তুমি রক্ষা কর।

এরূপ অবস্থায় অলস নিশ্চেষ্টভাবে কালপাত করা অবিধেয় বলিয়া বীরেন্দ্রনাথের মনে হইল; তিনি কারাগারের চারিদিক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, কোন দ্বার-জানালাই ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপায় নাই। লোকেরা বলিয়াছে, এ অবস্থা থাকিবে না। কখন্ থাকিবে না? সম্ভবতঃ যখন বীরেন্দ্রনাথ আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সুশীলার অনুগ্রহজীবী সেবক বলিয়া স্বীকার করিবেন, -অথবা ব্যবহারের দ্বারা সেই ভাবের প্রমাণ দিবেন, তখনই তাঁহার মুক্তি হইবে। বীরেন্দ্রনাথ প্রাণান্ত হইতেছে বুঝিয়াও সুশীলার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিবেন না, সুতরাং নিষ্কৃতির উপায় নাই।

বীরেন্দ্রনাথ বুঝিয়া দেখিলেন, সহজে কোন দরজাজানালা ভাঙ্গিবার উপায় থাকিলে কখনই তাঁহাকে এ স্থানে আবদ্ধ করিত না। কিন্তু তাঁহার মনে একটা আশার সঞ্চার হইল। দেয়ালের গায়ে পাশাপাশি এক যোড়া কোলঙ্গা ছিল, সেই কোলঙ্গাতেই বীরেন্দ্রনাথের জন্য কিঞ্চিৎ আহার্য্য ও পানীয় ছিল। বীরেন্দ্রনাথ মনে করিলেন, কোলঙ্গার পশ্চাদ্ভাগে কেবল একখানি করিয়া ইট গাঁথা আছে, বোধ হয়, যত্ন করিলে সেইটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারা যায়।

বেলা কতক্ষণ হইল, তাহা বীরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন না। ক্ষুৎপিপাসার কাল অতীত হইলেও তিনি তাহা অনুভব করিলেন না; যে আহার্য্য ও পানীয় তথায় রহিয়াছে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও উদরস্থ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

কেহ প্রহরিরূপে কোন দিকে আছে কি? যদি থাকে, তাহা হইলে কোলঙ্গা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলেই বিপদ্ ঘটিবে। বোধ হয়, কোন দিকে কেহ নাই, থাকিলে নিশ্চয়ই একটা আওয়াজও পাওয়া যাইত। দেখিব কি? চেষ্টা এখনই করিব কি? বীরেন্দ্রনাথ মুষ্টিবদ্ধ করে জোরে যথাস্থানে আঘাত করিলেন। হাতে লাগিল কি না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু দেওয়ালের কোন অংশ খসিয়া পড়িবে বলিয়া তাঁহার বোধ হইল না। এক স্থানেই তিনি পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন সেই স্থান একটু নড়িয়াছে, উল্লাসে তাঁহার হৃদয় অধিকতর উত্তেজিত হইল। তিনি একটু সরিয়া আসিলেন, ইচ্ছা হইল, যদি কোথাও একখানি ভাঙ্গা ইট পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। দেখিলেন, হাতের চামড়া উঠিয়া গিয়াছে এবং রক্ত পড়িতেছে। ইট বা অন্য কোন কঠিন পদার্থ পাওয়া গেল না, কিন্তু কিসের একটা শব্দ বীরেন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। কেহ আসিতেছে কি? আঘাতের শব্দ শুনিয়া কোন লোক দেখিতে আসিতেছে কি? বীরেন্দ্র স্থির হইয়া মেঝের উপর বসিলেন। কৈ না? কেহই ত আসিল না? শব্দ ত হইতেছে না, হাতে আর আঘাত করা চলে না। করিতেই হইবে। মাংস না হয় ছিঁড়িয়া যাইবে, হাত না হয় ভাঙ্গিয়া যাইবে, উপায় করিতেই হইবে।

বীরেন্দ্রনাথ আবার উঠিলেন। নিশ্চয়ই কেহ আসিতেছে, স্পষ্ট শব্দ শুনা যাইতেছে, আবার বীরেন্দ্রনাথ স্থির হইলেন। বাস্তবিকই কেহ আসিতেছে বটে। এক জন নহে, অনেক লোকের পদশব্দ ও কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। ভয়ে বীরেন্দ্র আকুল হইলেন।

সহসা একটা হাস্যধ্বনি বীরেন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। এ সুশীলার হাসি। বীরেন্দ্রনাথ ভগবান্কে স্মরণ করিয়া অধোমুখে বসিয়াছিলেন। অনেক লোক চলিয়া গেল, তাহাদের পদশব্দ পুরুষের ন্যায় কাঠিন্যব্যঞ্জক, তাহারা দূরে চলিয়া গেল, আর সে পদশব্দ শুনা যায় না। আবার অনেক পা ফেলা

আওয়াজ—স্ত্রীলোকের চরণোত্থিত শব্দ বীরেন্দ্রনাথের ঘরের দ্বারে আসিয়া থামিল। সত্যই সুশীলা বলিলেন,—"দরজা ফাঁক করিয়া দেখ না, কি করিতেছে ?"

দরজা ফাঁক করিয়া এক নারী যাহা দেখিল, তাহা সুশীলাকে জানাইল। দরজা খুলিতে আদেশ হইল। বীরেন্দ্র দেখিলেন, সম্মুখে সুশীলা।

সুশীলা বলিলেন,—"বুঝিয়াছ, আমার যাহা ইচ্ছা, আমি তাহাই করিতে পারি? সে দিন বাবার দ্বারা আমাকে জুতা খাওয়াইয়াছ, আমি এখন মনে করিলে তোমাকে রসাতলে পাঠাইতে পারি। তোমার মত নির্ব্বোধ অধম জীবকে মারিয়া ফেলিতে আমার ইচ্ছা নাই। যদি তোমার এখনও সুমতি হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"কুমতির কাজ আমি কি করিয়াছি, জানি না। কোন অপরাধ করিলে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হয়। আমি জ্ঞানে অজ্ঞানে তোমার নিকট কোন দোষ করি নাই, সুতরাং ক্ষমা প্রার্থনা করিবার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না।"

সুশীলা বলিলেন,—"দেখিতেছি, তোমার অহঙ্কার এখনও চূর্ণ হয় নাই। থাক তুমি, কত দিন এই ভাবে থাকিতে পার, দেখিব। যদি যম আসিয়া তোমাকে উদ্ধার করে, তবেই তোমার রক্ষা, নতুবা আমার হাত হইতে তোমার নিস্তার নাই।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"উত্তম। আমি তোমার মত লোকের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি না। আমি অকাতরে এই স্থানে মরিতে প্রস্তুত আছি।"

সুশীলা বলিলেন,—"বেশ, তুমি অকাতরে এখানেই থাক, আমি শীঘ্রই তোমায় আরও অকাতর করিবার উপায় করিব ; তোমাকে এখানে একা থাকিতে হইবে না, তোমার সাধের সরোজিনী হয় মরিয়া, না হয় মরণাপন্না হইয়া বিকট সাজে তোমার নিকট আসিতেছেন। তোমাকে আমি বড় ভালবাসি, এ বনমাঝে যাহাতে তুমি পরম সুখে থাক, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া থাকিতে পারি কি ?"

সুশীলা বিকট শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার সঙ্গিনীরা সেই হাসির সহিত যোগ দিল, ভীত বীরেন্দ্রনাথের হৃদয় সেই শব্দ শুনিয়া আরও কাঁপিয়া উঠিল।

সুশীলা আবার বলিলেন,—"তুমি এক্ষণে প্রেতিনী প্রাণেশ্বরীকে কিরূপে সম্ভাষণ করিবে, তাহাই ভাবিয়া আনন্দভোগ করিতে থাক। শীঘ্রই তোমার প্রাণেশ্বরীর দেহ লইয়া আমরা আসিতেছি, চিন্তা করিও না।"

আবার দ্বার রুদ্ধ হইল। পদশব্দসমূহ ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া গেল। তখন বীরেন্দ্রনাথ চিন্তা করিতে লাগিলেন, সরোজিনীর উপর এই রাক্ষসী অত্যাচার করিবে। জানি না, কি ভয়ানক আয়োজন করিয়াছে। আমি যদি কোন উপায়ে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহা হইলে দৌড়িতে দৌড়িতে এখনই নৃসিংহরাম-বাবুর কাছে যাইয়া সকল কথা বলি। তিনি মনে করিলে, সুশীলার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে পারেন।

বীরেন্দ্রনাথ জানিতেন না যে, তখন নৃসিংহবাবু অন্য চিন্তায় অতিশয় ব্যাকুল। প্রাতে বীরেন্দ্রনাথ বাটী হইতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, অপরাহ্ণ হইয়া গেল, তথাপি তিনি ফিরিলেন না। চিন্তায় নৃসিংহরাম, বেণীমাধব, তাঁহার গৃহিণী, রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রাণী সকলেই আকুল হইয়াছেন। নানা স্থানে বীরেন্দ্রনাথের সন্ধান করা হইয়াছে, কিন্তু কোন স্থান হইতেই কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

রাজা হরিশ্চন্দ্র আশঙ্কা করিয়াছেন যে, বীরেন্দ্রের এই অদর্শন-ব্যাপারের সহিত সুশীলার কোন সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে। সুশীলা এবং তাঁহার পিসী-মা বীরেন্দ্রনাথকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে, আপনাদিগের ইচ্ছাধীন করিবার অভিপ্রায়ে এবং সকল আত্মীয়কে ভয় দেখাইবার অভিপ্রায়ে বীরেন্দ্রনাথকে কোনরূপে হস্তগত করিতে না পারেন, এমন নহে।

রাজা দ্রুতগামী অশ্বে এক সোয়ার নবদ্বীপে পাঠাইয়াছেন। দুই ঘণ্টার মধ্যে সে স্থান হইতে সংবাদ লইয়া সোয়ার ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা। বেণীমাধবের গৃহিণী কাঁদিয়া হাট বাধাইয়াছেন এবং স্বামীর সহিত ঝগড়া করিতে করিতে বলিতেছেন, —"তোমার অর্থলোভেই এই সর্ব্বনাশ ঘটিল। তুমি গোড়া হইতে পাপ করিতেছ, তাই আমার অঞ্চলের ধন আজ না জানি কি বিপদেই পড়িল। যদি তখনই সরোজিনীর সহিত ছেলের বিবাহ দিতে, তাহা হইলে কোন গোলই হইত না। এখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে বাছাকে ফিরিয়া পাইলে রাজার সম্পত্তি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিব, কাহারও কথা না শুনিয়া ছেলে লইয়া দেশে পলাইব। তাহার পর চন্দ্রকান্ত

ঠাকুরপোর হাতে ধরিয়া সোনার লক্ষ্মী মা সরোজকে বিবাহ দিয়া ঘরে আনিব।"

বেণীমাধব অতিশয় পুত্র-বৎসল, তাঁহার প্রাণে ব্যাকুলতার সীমা নাই। বলিলেন,—"সত্যই আমি বড়ই অন্যায় করিয়াছি। আমার পাপেই সন্তান কষ্ট পাইতেছে। রাজার সম্পত্তিতে কাজ নাই, রাক্ষসী রাজ-কন্যায় আর দরকার নাই। তুমি ছেলেকে আশীর্ব্বাদ কর, তোমার আশীর্ব্বাদে বীরেন্দ্রের মঙ্গল হইবে। তুমি যাহা বলিবে, তাহার অন্যথা আমি করিব না।"

যত ভয়ে অন্যান্য সকলে বিকল হইয়াছেন, রাণী তত ভয় করিতেছেন না। তিনি সকলকেই বলিতেছেন,—"কেহই কোন চিন্তা করিও না। ঠাকুরঝি আর পাপিষ্ঠা মেয়ে নিশ্চয় একটা কাণ্ড বাধাইয়াছে, এ ব্যাপারে বীরেন্দ্রের কোনই অনিষ্ট হইবে না। আমার বরং মনে হইতেছে যে, তাহাদেরই সর্ব্বনাশ হইবে, তাহারাই হয় তো আপনার ফাঁদে আপনি পড়িবে!"

বেলা চারিটা বাজিয়া গেল, কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, নবদ্বীপ হইতে সোয়ারও ফিরিল না। নৃসিংহরাম এতক্ষণে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন, অন্যের অজ্ঞাত আর এক ব্যাপার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে বড়ই উদ্বেজিত করিতেছিল। অদ্য প্রাতে সরোজিনী ও ঠাকুর-মা নৃসিংহ দেব-পাড়ায় গিয়াছেন। তাঁহারা এই বাটীর একাংশেই বাস করিতেছেন, কিন্তু বেণীমাধব, বীরেন্দ্র বা তাঁহার জননী সে সংবাদ জানেন না। অতি সুব্যবস্থায় সুকৌশলী নৃসিংহরাম তাঁহাদিগকে সকলের অজ্ঞাতসারে দেবদর্শনে প্রেরণ করিয়াছেন। সঙ্গে চন্দ্রকান্ত আছেন, দুই জন দাসী আছে, এক জন বেহারা আছে। একখানি ঘোড়ার গাড়ী তাঁহাদিগকে বহন করিয়া গিয়াছে।

নৃসিংহরামের দুই চিন্তা। হইতে পারে, প্রাতর্ভ্রমণকালে বীরেন্দ্রনাথ পথিমধ্যে কোন স্থানে চন্দ্রকান্তকে দেখিতে পাইয়াছেন, তাহার পর ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, যুবক তাঁহাদিগের সঙ্গে মিশিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্থির করিলেন, বীরেন্দ্রের পক্ষে এরূপ ব্যবহার অসম্ভব। তাঁহার পিতা এখানে উপস্থিত, সেই পিতার অনুমতি ব্যতীত তিনি যে বারেক সরোজিনীকে দূর হইতে দেখিতেও সাহসী হইবেন, এরূপ বোধ হয় না। তথাপি সন্ধান একবার করা উচিত। তাহার পর আর একটা কথা, অনুমান হয়, সুশীলাই কোনরূপে বীরেন্দ্রকে বিভ্রাটে ফেলিয়াছে। পথে একাকী বীরেন্দ্রনাথকে পাইয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিবার সুযোগ হইয়াছে। সরোজিনীও আজি সেই মাঠের মধ্যে অসহায়। সুশীলা তাঁহার উপরও তুষ্ট নহে। যে পথে বীরেন্দ্র বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়াই দে-পাড়ায় যাইতে হয়। যদি বীরেন্দ্রকে হাতে পাইয়া থাকে, তাহা হইলে সরোজিনীকেও কোনরূপ কষ্ট দিতে পারে। ভয়ানক চিন্তার কথা।

তখন নৃসিংহরাম ঘোড়া সাজাইতে বলিলেন, বেণীমাধব ও তাঁহার গৃহিণীকে সম্পূর্ণ আশ্বাস দিলেন। তাঁহারাও বুঝিলেন, যখন স্বয়ং নৃসিংহরাম সন্ধানে বাহির হইতেছেন, তখন নিশ্চয়ই কোন সংবাদ পাওয়া যাইবে। নৃসিংহরাম রাজা ও রাণীকেও এই সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। বেলা পাঁচটার সময় বেগগামী অশ্বারোহণে নৃসিংহরাম একাকী প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূরমাত্র অগ্রসর হওয়ার পর নৃসিংহরাম সবিস্ময়ে সম্মুখে দেখিলেন, ধূলি-ধূসরিত চন্দ্রকান্ত। অশ্ববেগ সংযত করিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন,—"বাবা! আপনি একা কেন? সরোজ কোথায়? সঙ্গের লোকজন কোথায়?"

তখন চন্দ্রকান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"আমি কখন বিদেশে আসি নাই বাবা! বিদেশে আমার বড় ভয়। আমি পথ হারাইয়াছি।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"পথ হারাইয়াছেন কি? আমি উৎকণ্ঠায় অস্থির হইয়াছি, শীঘ্র বলুন, কি হইয়াছে?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"খানিক যাওয়ার পর মার জন্য ফলমূল লইবার কথা সরোজিনী বলিল; যে সকল সামগ্রী লওয়া হইয়াছে, তাহা ছোঁয়া-লেপা হইতেছে বলিয়া মা খাইবেন না, কাজেই আমি ফলমূল আনিতে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম!"

নৃসিংহরাম জিজ্ঞাসিলেন,—"সে কাজে অন্য কাহাকেও না পাঠাইয়া আপনি নামিলেন কেন বাবা?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"মার জন্য খাবার জিনিস আনিবার ভার অন্যের উপর দিতে আমার মন প্রসন্ন হইল না।"

"তাই তো! এ ব্যবস্থা করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। সেখানে নিত্যই ভোগ হয়, স্বচ্ছন্দে ঠাকুর-মা প্রসাদ খাইতে পারিতেন। সঙ্গের কোন জিনিস তাঁহার খাইতে হইত না। তাহার পর কি হইল, বলুন।"

"তাহার পর আমি কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। সহরের সকল রাস্তাই লাল লাল সমান, কোন্ দিকে যাইতে হইবে, তাহা আমি ঠিক করিতে পারি নাই। কত লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, যে দিকে যাইতে বলিয়াছে, সে দিকে গিয়াছি, কিন্তু কেবল অনাহারে রৌদ্রে বৃথা ঘুরিয়া মরিয়াছি; সেখানেও যাইতে পারি নাই, বাটীতেও ফিরিতে পারি নাই।"

নৃসিংহরাম বুঝিয়া দেখিলেন, এই সরল পল্লীগ্রামবাসী নিরীহ ব্যক্তির কষ্টের সীমা নাই। বলিলেন,—"আপনি পশ্চিম দিকের এই পথ দিয়া বাটী যান, স্নান আহার করিয়া শরীরকে সুস্থ করুন। আমি তাঁহাদিগকে আনিতে যাইতেছি।"

নৃসিংহরাম বেগে অশ্ব চালাইলেন।

—

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বড় আনন্দেই সরোজিনীর দিন কাটিতেছে। সেই নৃসিংহদেব-পল্লীর দৃশ্য-সমূহ তাঁহার চিত্তকে সাতিশয় বিনোদিত করিয়াছে; আজন্ম পল্লীবাসিনী, গৃহপালিতা, লজ্জাশীলা যুবতী এখানে নিঃসঙ্কোচে এবং পূর্ণানন্দে বিচরণ করিতেছেন। রক্তবর্ণ রাজপথের উভয় পার্শ্বে অত্যুচ্চ বিবিধ পাদপশ্রেণীর মধ্য দিয়া যখন গাড়ী আসিয়াছে, তখনই সরোজিনীর উৎসাহের সীমা ছিল না। দে-পাড়ার দেব-দর্শনে এবং উচ্চভূমির উপর হইতে চতুর্দ্দিকে শ্যামল-বৃক্ষরাজি-পরিশোভিত দৃশ্যাবলী দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইয়াছে। তত্রত্য সরোবর, সরসীবক্ষে ভাসমান উৎপল, বিচরণশীল বিহঙ্গম-সমূহ সকলই তাঁহাকে পরমানন্দ প্রদান করিয়াছে। সরোজিনীর সহস্রবার মনে হইয়াছে, এই মনোহর দৃশ্যের মধ্যে যদি বীরেন্দ্রনাথ কোন স্থানে দণ্ডায়মান থাকিতেন, তাহা হইলে ইহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত।

এ স্থানে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই, এ জন্য নৃসিংহবাবু অধিক লোক সঙ্গে দেন নাই। গাড়ী বহুদূরে অপেক্ষা করিতেছে, দুই জন কোচম্যান ব্যতীত গাড়ীর নিকটে কেহ নাই। গাছতলায় গাড়ী রাখিয়া, অশ্বদ্বয়কে আহার দিয়া, সহিস-কোচম্যান আপনাদিগের আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে এবং যতক্ষণ পুনরায় গাড়ী যুতিবার আদেশ না হয়, ততক্ষন পর্য্যন্ত সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতে হইবে বুঝিয়া মাটীতে ঘর আঁকিয়া বাঘবন্দী খেলিতেছে। যে বেহারা সঙ্গে আছে, তাহার কোন বিশেষ কার্য্য না থাকায় দূরে এক বৃক্ষ তলে গামছা বিছাইয়া নিদ্রা দিতেছে।

সে দিন দেবদর্শনার্থী যাত্রীর সংখ্যা বেশী হয় নাই। কয়েকজনমাত্র স্ত্রীলোক নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে ঠাকুরের ভোগ দিতে আসিয়াছিল। কার্য্য সমাধা করিয়া তাহারা সত্বরেই চলিয়া গেল। সুতরাং সরোজিনী অবাধে ভ্রমণ করিবার সুযোগ পাইলেন। চন্দ্রকান্ত ফিরিলেন না, এই চিন্তা ঠাকুর-মা ও নাতিনীকে বড়ই ব্যস্ত করিয়া তুলিল। দাসীরা বুঝাইল, ভয়ের কোন কারণ নাই, বর্ত্তা বেলা অধিক হওয়ায় বাটীতে ফিরিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর-মা প্রসাদ খাইতে পাইয়াছিলেন, সুতরাং চন্দ্রকান্তকে পাঠাইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

নৃসিংহরাম বলিয়া দিয়াছিলেন, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানে থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু চন্দ্রকান্তের জন্য চিন্তায় সরোজিনী ও তাঁহার ঠাকুরমা বেলা চারিটার সময়ই ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। দেবালয়ের পার্শ্বে এক ভৈরবী একখানা ক্ষুদ্র ঘর তুলিয়াছেন। সরোজিনী বেহারা দ্বারা গাড়ী প্রস্তুত করিবার আদেশ পাঠাইয়া দিলেন, ঠাকুরমা একাকিনী দেবালয়ের বারান্দায় বসিয়া রহিলেন, আর সরোজিনী দাসীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া সেই ভৈরবীর ক্ষুদ্র কুটীরমধ্যে বসিয়া অনেক কথা কহিতে লাগিলেন।

যে বেহারা গাড়ীর উদ্দেশে যাইতেছিল, সে সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল, দূরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে একখানা পাল্কী রহিয়াছে। আসিবার সময় সে পাল্কী দেখে নাই। দেবালয়ে তখন কোন যাত্রীও নাই, তবে এ পাল্কী কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে? অল্পবুদ্ধি বেহারা কোনই মীমাংসা না করিতে পারিয়া পাকা রাস্তার সন্নিহিত গাড়ীর কাছে চলিয়া গেল।

সহসা একটা আর্ত্তনাদ উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে 'বাবা গো, মা গো' শব্দে চীৎকারধ্বনি দেবালয়ের সন্নিহিত সকল লোকের হৃদয় কাঁপাইয়া তুলিল। বৃদ্ধা ঠাকুরমা "কি কি" শব্দে ছুটিয়া আসিলেন, সরোজিনী, ভৈরবী ও দাসীদ্বয় কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে আসিলেন। তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন, এক জন স্ত্রীলোক চীৎকার করিয়া বলিতেছে, কে কোথায় আছ, আইস, মারিয়া ফেলিয়াছে, খুন করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষম যন্ত্রণাধ্বনি সকলের কর্ণে প্রবেশ করিল।

নিজের বিপদ্ ঘটিতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে

কোনই চিন্তা না করিয়া সরোজিনী যে স্থান হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে বেগে ধাবিত হইলেন, দাসীদ্বয় তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল,—বলিল—"দাঁড়াও, আগে দেখি, কি হইয়াছে।"

সে কথায় সরোজিনী কর্ণপাত করিলেন না। অল্পদূরে গমন করিয়া দুইটা সম্মুখস্থ বৃক্ষ ছাড়াইয়া যাওয়ার পর সরোজিনী দেখিতে পাইলেন, ভয়ানক কাণ্ড। তথায় এক স্থূলকায়া নারী মাটীতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, আর দুই জন পরিচারিকা চীৎকার করিতেছে। আর কোথাও কেহ নাই। পরিচারিকা ভৈরবী সহ সরোজিনীর অতি নিকটে আসিলেন। অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! রক্তস্রোতে আহতার মুখ প্লাবিত হইয়াছে। সাবধানে সরোজিনী দেখিলেন, হতভাগিনীর নাসিকা এককালে ছিন্ন হইয়াছে, কর্ণদ্বয়ও নাই। আরও সরোজিনীর বোধ হইল, তাহার গলার দক্ষিণ পার্শ্বে একটা ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। কিসে কি হইল, তাহা জানিবার জন্য কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া সরোজিনী অতি শীঘ্র তাহাদিগকে জল আনিতে বলিলেন, আর যতগুলা কাপড় মোট বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, সমস্তই আনিতে আদেশ দিলেন। এই অবকাশে চীৎকারকারিণীর এক পরিচারিকাকে ইঙ্গিতে তিনি ব্যাপার জিজ্ঞাসিলেন; পরিচারিকা বলিল,—"ডাকাইতে মারিয়াছে। আমাদের সম্মুখেই এই কীর্ত্তি করিয়াছে। পাঁচ জন লোক আসিয়াছিল, চক্ষুর নিমিষেই নাক-কান কাটিয়া লইয়াছে, গলাতেও ছুরি মারিয়াছে।"

আর কয়জন পরিচারিকা বলিল,—"ডাকাত নহে, কখনই নহে। হাওয়ার মত ছুটিয়া আসিয়া তাহারা এই সর্ব্বনাশ করিল; কিন্তু কোন অলঙ্কার লইল না, একবার ফিরিয়াও দেখিল না।"

দ্বিতীয় পরিচারিকার কথাই সরোজিনী সঙ্গত বলিয়া বুঝিলেন; নিশ্চয়ই একটা ভ্রমেই হউক, আর চক্রান্তেই হউক, এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। জল কাপড় আসিয়া পৌঁছিল। সরোজিনী তৎক্ষণাৎ সেই ক্লিষ্টা নারীর শিয়রে গিয়া বসিলেন, একটা যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি ব্যতীত নারীর মুখ হইতে কোন শব্দ বাহির হইতেছে না। অতি সাবধানে সরোজিনী নারীর মুখ হইতে রক্ত ধুইয়া ফেলিলেন। কি ভয়ানক দৃশ্য! নাসিকা সমূলে কর্ত্তিত হইয়াছে। বিকট দুই গহ্বর অতি ভয়ানকভাবে পরিদৃষ্ট হইতেছে। সকল ক্ষতস্থানে সরোজিনী জলসেচন করিতে লাগিলেন এবং সিক্ত বস্ত্র দিয়া কণ্ঠের পার্শ্বদেশে চাপিয়া ধরিলেন; কর্ণমূলেও ভিজা কাপড় দেওয়া হইল। কিন্তু রক্তস্রোত কিছুতেই বন্ধ হয় না। ভৈরবী অন্বেষণ করিয়া একটি লতা আনিলেন এবং তাহার পাতা সকল ক্ষতস্থানে বাটিয়া দিতে আদেশ দিলেন।

তখন সরোজিনী সেই রুধিরসিক্তা নারীর মস্তক আপনার উরুদেশে তুলিয়া লইলেন, তাঁহার বস্ত্র ও উরু বহিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। পাতা বাটিয়া আনা অসম্ভব হইল। তখন সরোজিনীর আদেশে পরিচারিকা একখানি থালা ও বাটি আনিল, সেই থালায় পাতা রাখিয়া বাটির অধোভাগ দিয়া পেষণ করিতে সরোজিনী উপদেশ দিলেন। ইহাতে বাটার কাজ একরূপ হইল বটে। সেই বাটা পাতা লইয়া পীড়িতার দুই কর্ণমূল এবং কণ্ঠপার্শ্ব ঢাকিয়া দেওয়া হইল। নাসার উপর সেই প্রলেপ দেওয়ার সুবিধা হইল না। কারণ, শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইবে বলিয়া সরোজিনীর আশঙ্কা হইতে লাগিল। ছিন্ন স্থানের পার্শ্বে সন্তর্পণে ঔষধ দেওয়া হইল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া সকল ক্ষত ঢাকিয়া দিতে সরোজিনীর সাহস হইল না। সেখানে কোনরূপ বস্ত্রাদি বাঁধিবার সুবিধা হইল না। দুই জন পরিচারিকাকে উভয় পার্শ্ব হইতে সরোজিনী বস্ত্রাঞ্চল ব্যজন করিতে আজ্ঞা করিলেন। সরোজিনী ধীরে ধীরে পীড়িতার মুখে জল দিতে লাগিলেন। অল্পে অল্পে জল নারীর উদরস্থ হইতে থাকিল।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এত রক্তস্রাব প্রায় বন্ধ হইল। নাসিকার স্থান হইতে স্বল্প রক্ত বহিতে থাকিল বটে, কিন্তু অন্য সকল ক্ষতমুখ হইতে রুধির-প্রবাহ নিরুদ্ধ হইল। তখন সরোজিনী পীড়িতাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ মনে করিয়া তাঁহার সঙ্গিনীগণকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন।

এক জন বলিল,—"কিসে কি হইল, আমরা জানি না। ইঁহার পাল্কী আছে, বহুদূরে অনেক রক্ষী আছে, এখানে একটা তামাসা দেখিবার সুযোগ হইবে বলিয়া ইনি বেড়াইতে আসিয়াছেন, এখনই ফিরিয়া যাইবার কথা ছিল। তামাসা কিছুই হইল না; হইল সর্ব্বনাশ।"

সরোজিনী জিজ্ঞাসিলেন, "কে ইনি? বুঝিতেছি, ইনি কোন ধনীর কন্যা।"

সেই পরিচারিকা উত্তর দিল,—"কি বলিয়া কি বলিব। ইনি রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যা সুশীলা সুন্দরী।"

সরোজিনী চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার

আপাদমস্তক এতই বিচলিত হইল যে, যন্ত্রণা-পীড়িতা নারীর মস্তক তাঁহার উরুদেশ হইতে ভূপতিত হইবার সম্ভাবনা হইল। সরোজিনী সাবধানে হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিলেন এবং সুশীলার মস্তক সন্তর্পণে ধারণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'ভগবান! রক্ষা কর। যিনি আমার জীবনের জীবন, যাঁহার ছায়াও আমার পবিত্র দেবতারূপে পূজার বস্তু, যাঁহার মস্তকের একটা কেশও আমার অমূল্য সম্পত্তি, যাঁহার চরণের ধূলি রাজ্যেশ্বরের সাম্রাজ্য অপেক্ষাও প্রার্থনীয়, এই ক্ষতকায়া নারী তাঁহারই সম্পত্তি। সুতরাং এই দেবসম্পত্তির অপচয় বা নাশ সহ্য করা দেবদাসীর পক্ষে সম্ভব নহে।' সরোজিনীর নয়নে জল আসিল, গণ্ড বহিয়া সেই অশ্রুবারি ঝরিতে থাকিল।

তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া ভৈরবী জিজ্ঞাসিলেন, "পরিচয়ে বুঝিলেন কি, ইনি আপনার লোক?"

সরোজিনী বলিলেন,--"ইনি যে আমার কিরূপ আপনার লোক, তাহা বুঝাইয়া বলিবার আমার সাধ্য নাই। যদি আমার জীবন দিলে ইনি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সুস্থ হন, তাহা হইলে আমি এখনই তাহাতে প্রস্তুত। এক্ষণে আর বিলম্ব করা চলিতেছে না, ইঁহার পাল্কী আছে শুনিয়াছি। এক জন যাও, পাল্কী লইয়া আইস। ইঁহাকে এখনই কৃষ্ণনগর লইয়া যাইতে হইবে। আমাদের গাড়ী আছে, আমরা সকলেই সঙ্গে সঙ্গে যাইব।"

এক জন পরিচারিকা দ্রুতবেগে ধাবিতা হইল। ঘর্ম্মাক্তকলেবর কম্পান্বিত এক যুবা বেগে এই দিকে আসিতেছিলেন; দূর হইতে বৃক্ষতলে উপবিষ্টা নারীগণকে দর্শন করিয়া যুবক বড়ই ভরসান্বিত হইলেন; সেই যুবা বীরেন্দ্রনাথ। বীরেন্দ্রনাথ সেই কোলাহল ভেদ করিয়া বনে বনে পলাইয়া আসিতেছেন, পথ দিয়া কোথায় যাইতে হইবে, তাঁহার জানা ছিল না, শরীরের নানা স্থান কাঁটায় ছড়িয়া গিয়াছে। পরিধানবস্ত্র ছিন্ন হইয়াছে। এতক্ষণের মধ্যে কোন মনুষ্যমূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। এখন এই স্থানে নারীগণকে দেখিয়া তাঁহার ভীতিভাব একটু দূর হইল।

কিন্তু এ কি, সম্মুখে ও কাহার মূর্ত্তি? এ যে সরোজিনী ভিন্ন আর কেহই নহেন। এ কি অসম্ভাবিত কাণ্ড? এরূপ অপ্রত্যাশিত স্থানে সরোজিনী কেন আসিলেন? সন্দেহ নাই, সে বৃদ্ধা নারী ঠাকুর-মা, কিন্তু এ আবার কে? সরোজিনীর ক্রোড়ে কে? বদনের ভূরিভাগ বস্ত্রাচ্ছাদিত, তথাপি দেহ দেখিয়া বোধ হইতেছে, ঐ নারী সুশীলা ভিন্ন আর কেহ নহে। কি ভয়ানক! সুশীলার কঠিন পীড়া হইয়াছে? সরোজিনীর সহিত তাঁহার মিলন হইল কিরূপে?

বীরেন্দ্রনাথ অগ্রসর হইলেন। পশ্চাৎ হইতে মৃদুস্বরে ডাকিলেন,—"সরোজিনি!"

পীড়িতা তখন নিদ্রিতা; পাছে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, ভয়ে সরোজিনী স্থির থাকিলেন। বলিলেন,—"বীরেন্দ্র! এ কণ্ঠস্বর তোমার ভিন্ন আর কাহারও নহে। আইস,—সম্মুখে আইস।"

বীরেন্দ্র সম্মুখে আসিলেন।—সরোজিনী বলিলেন,—"দেখিতেছি, তুমি বড়ই কষ্ট পাইয়াছ। কিসে কি হইয়াছে, জানিবার এখন সময় নাই। এই নিদ্রিতা তোমার পত্নী; সুতরাং আমার বড়ই আদরের সামগ্রী; ইঁহার দুর্দ্দশার সীমা নাই। কিরূপে এ কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা জানি না। পরে জানিলেই চলিবে। এখন ইঁহাকে কৃষ্ণনগর লইয়া যাইবার ব্যবস্থা কর, পাল্কী ইঁহার সঙ্গে আছে।"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"কিরূপে এ ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহার কতকটা আমি বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু সে কথা এখন থাকুক; আমাদের আর কিছুই করিতে হইবে না। নৃসিংহ দাদা ঘোড়ায় চড়িয়া বেগে আসিতেছেন, সুতরাং এখনই সকল সুব্যবস্থা হইবে।"

চক্ষুর নিমিষে নৃসিংহরামের বেগবান্ অশ্ব আসিয়া পড়িল। অতি ত্বরায় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নৃসিংহরাম নিকটে আসিলেন; সহজেই সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন। পাল্কী আসিল, অতি সাবধানে সকলে মিলিয়া মৃতকল্পা সুশীলাকে পাল্কীর মধ্যে স্থাপন করিলেন। দুই জন দাসী পাল্কীর সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল। গাড়ী তৈয়ার হইয়াছে, সংবাদ লইয়া বেহারা ফিরিল, দাসীর সহিত মিলিয়া সে দ্রব্যসামগ্রী গুছাইয়া লইল।

নৃসিংহরাম সকলকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে চলিলেন, ক্লান্ত বীরেন্দ্রনাথকে অশ্বারোহণ করিতে তিনি আদেশ করিলেন, সরোজিনী, ঠাকুরমা ও দুই জন দাসী গাড়ীতে উঠিল। অগ্রে পাল্কী চলিল; নৃসিংহরাম পাল্কীর সহিত হাঁটিয়া চলিলেন, গাড়ী সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। সকলের পশ্চাতে বীরেন্দ্রনাথের অশ্ব চলিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

নৃসিংহরাম বাবুর সেই বিশাল ভবনে সর্ব্বত্র ব্যস্তভাবে লোক ছুটাছুটি করিতেছে। সে সকলের মুখেই দারুণ উদ্বেগের চিহ্ন। রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তাঁহার পত্নী বহু দাসদাসী ও কর্ম্মচারী লইয়া আসিয়াছেন। সুশীলা অন্তঃপুরের এক প্রশস্ত কক্ষে শয্যার উপর শায়িতা। সরোজিনী উরুদেশে পীড়িতার মস্তক গ্রহণ করিয়া শুশ্রূষায় নিরতা। পীড়িতার এক পার্শ্বে রাণী এবং অন্য পার্শ্বে বীরেন্দ্রনাথের জননী উপবিষ্টা। ঘরে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে, দুই জন দাসী আজ্ঞা-প্রত্যাশায় দূরে বসিয়া আছে। অধিক লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি নাই। সুশীলা অজ্ঞানাচ্ছন্না।

ডাক্তার সাহেব এবং অন্যান্য অনেক ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া গিয়াছেন, সকলেই বুঝিয়া গিয়াছেন, শোণিতক্ষয় হেতু পীড়িতা অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার জীবনান্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে কণ্ঠনালীর পার্শ্বে যে আঘাত হইয়াছে, তাহা পরিণামে ভয়ানক হইলেও হইতে পারে। সম্প্রতি তাহাতে বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু যদি তাহাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রদাহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কণ্ঠাবরোধ ঘটিতে পারে এবং তাহার পরিণাম ভয়াবহ হইবে। যে যে ঔষধাদির বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ আবশ্যক, তাহা আনীত হইয়াছে, সরোজিনী অতি সুব্যবস্থার সহিত স্বহস্তে তৎসমস্তের প্রয়োগ করিতেছেন। অতি উদ্বেগে কাল কাটিতে লাগিল।

নৃসিংহরাম একবারও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন না, কিন্তু ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া তিনি বারংবার সংবাদ গ্রহণ করিতেছেন। দুই জন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাহিরে বসিয়া আছেন। কখন কি নূতন লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত এবং সময়ে সময়ে পীড়িতার হাত দেখিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইয়াছে। বীরেন্দ্রনাথ ডাক্তারদ্বয়ের কাছে বসিয়া আছেন; তিনি সময়ে সময়ে পীড়িতার কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন এবং সেখানকার সংবাদ আনিয়া ডাক্তারদিগকে বলিতেছেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডাক্তার মহাশয়েরা রোগিণীকে দেখিতেছেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র বাহিরে অন্যত্র বসিয়া আছেন। তিনি একবারও পীড়িতা কন্যাকে দেখিতে যান নাই। তাঁহার মুখে অতিশয় উদ্বেগের লক্ষণ প্রকটিত থাকিলেও অতি ধীরভাবে তিনি পার্শ্বস্থ বৈবাহিক বেণীমাধববাবুর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। নৃসিংহবাবু কখন বা ডাক্তারদিগের নিকট, কখন বা রাজার সমীপে আসিয়া সংবাদ দিতেছেন।

সহসা নৃসিংহরাম কিয়ৎকালের নিমিত্ত সকলের নিকট বিদায় লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। কেবল একজন চাকর ও লণ্ঠন সঙ্গে লইয়া তিনি গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনের পর রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ফিরিতেছেন। হঠাৎ এই রাত্রিকালে কোথায় যাইতে হইয়াছিল?"

নৃসিংহরাম উত্তর দিলেন,—"আপনাকে বলাই আবশ্যক, আমি একবার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষগণের গোচর করা আবশ্যক। তাঁহারা কোন সূত্রে ইহা জানিতে পারিয়া কোনরূপ গোলযোগ না করেন, তাহারও ব্যবস্থা আবশ্যক। এই বিষাদজনক দুর্ঘটনার উপরে আবার পুলিসের হাঙ্গামা উপস্থিত হইলে বড়ই অপ্রীতিকর হইবে; এই জন্য সাবধানতার প্রয়োজন বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল।"

রাজা বলিলেন—"আপনি বড়ই দূরদর্শী। কিরূপ ব্যবস্থা হইল?"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার নাম শুনিয়া আপাততঃ এই বিষাদজনক ব্যাপারের মধ্যে হস্তার্পণ করিতে ক্ষান্ত থাকিলেন। যথাযথ বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইবার নিমিত্ত এবং এ বিষয়ের আনুসঙ্গিক অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমাকেই তিনি ভার দিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন,—"আপনার প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। কাহার বা নাই? আপনি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা নিবারণ করিয়া বড়ই উপকার করিয়াছেন। নিশ্চয়ই কার্য্য-কারণ বিবেচনা করিয়া আপনি এ ব্যাপারের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিরূপে এ কাণ্ড ঘটিল, আপনি তাহা অবশ্যই বুঝিয়াছেন। আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিতেছি না।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"আমি একরূপ বুঝিয়াছি বটে। ভ্রমে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। রাজকন্যা স্বামীকে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সরোজিনীকে নাক-কান কাটিয়া অতি কুরূপাভাবে

বীরেন্দ্রনাথের সমক্ষে আনিয়া ফেলিবেন। আয়োজন সমস্তই ঠিক হইয়াছিল। এই কার্য্যের জন্য রাজকন্যা যে সকল লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা কখনও রাজকন্যা বা সরোজিনী উভয়কেই দেখে নাই। যে সময়ে সরোজিনীর উপর এই অত্যাচার ঘটিবার কথা, ঠিক সেই সময়ে রাজকন্যা স্বচক্ষে সরোজিনীর দুর্দ্দশা দেখিবার নিমিত্ত দুই জন দাসী সঙ্গে গাছের আড়ালে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে সরোজিনী তখন ভৈরবীর ঘরের মধ্যে বসিয়াছিলেন। ঘাতকেরা শুনিয়াছিল, যাঁহার দেহে অস্ত্রাঘাত করিতে হইবে, তিনি সুন্দরী, যুবতী এবং তাঁহার নিকটে দুই জন দাসী থাকিবে। তাঁহারা রাজকন্যাকেই সরোজিনী বলিয়া বুঝিয়াছে এবং তাঁহারই উপর এই অমানুষী অত্যাচার করিয়াছে।"

রাজা বলিলেন,—"ন্যায়ময় ভগবান সুবিচার করিয়াছেন। নিরপরাধ সরোজিনী রক্ষা পাইয়াছেন। ইহাতে আমি আনন্দিত। আমার পাপিষ্ঠা কন্যার উচিত শাস্তিই হইয়াছে। শুনিয়াছি, সেই অবস্থায় সরোজিনী এই পাপিষ্ঠার অনেক শুশ্রূষা করিয়াছেন, এখনও প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"কেবল শুশ্রূষা নহে, তিনি নিরন্তর রোদন করিতেছেন। যেরূপ যত্নে তিনি রোগীর পরিচর্য্যা করিতেছেন, তাহা আর কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে। রাজকন্যার জননী আর শাশুড়ী শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহারা উভয়েই সরোজিনীর ব্যবহার দেখিয়া অবাক্। যাহাতে পীড়িতার জীবনরক্ষা হয়, এ জন্য সরোজিনীর আন্তরিক আগ্রহ দেখিলে সকলকেই বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।"

রাজা বলিলেন,—"বুঝিতেছি, এই কন্যা বাস্তবিকই দেববালা! বিহাই মহাশয়! এমন গুণবতী কন্যাকে ত্যাগ করিয়া আপনি কেন আমার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন?"

বেণীমাধব বলিলেন,—"আমার অদৃষ্টের নির্ব্বন্ধ।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"যাহা ঘটিয়াছে বলিয়াছি, তাহার সকল কথারই প্রমাণ আছে। কয়েকটা লোক সেই সময়ে বেগে বনের ভিতর দিয়া পলাইয়াছে, ইহা আমার সহিস-কোচম্যানেরা দেখিয়াছে। বনের মধ্যে যে পাল্কী ছিল, তাহাতেই যে সুশীলা আসিয়াছিলেন, এ কথা বেহারারা বলিতেছে। আর সুশীলার কয়েকজন শরীররক্ষক দ্বারবান্ পাকা রাস্তার পাশে বসিয়া ছিল, ইহাও প্রমাণ পাইতেছি। ইচ্ছা করিলে আমি আঘাতকারী দুর্বৃত্ত লোক কয়জনকে ধরিয়া দিতে পারি। দুলালী নামে একটা ঝি তাহাদিগকে চেনে। সে আমার এখানেও পাঁচ ছয় দিন হইতে যাতায়াত করিতেছে, তাহারই ষড়যন্ত্রে এই সকল কাণ্ড ঘটিয়াছে। কালি সন্ধ্যা হইতে দুলালী পলাইয়াছে; কিন্তু তাহাকে ধরা কঠিন নহে। তাহাকে ধরিতে পারিলেই অপরাধীদিগকেও ধরিতে পারা যাইবে, এখন তাহা ভাবিবার সময় নহে।"

রাজা বলিলেন,—"কথা ঠিকই বুঝা যাইতেছে। অপরাধ সমস্তই আমার হতভাগিনী কন্যার। এ জন্য আর কাহাকেও ধরাধরি অনাবশ্যক। আপনি আমার জন্য অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতেছেন।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন কষ্টে মাথা দিতেছি না। ঘটনা আমাকে যেরূপভাবে টানিয়া আনিতেছে, আমি তাহার বেশী যাইতেছি না। আমি আবার সংবাদ লইয়া আসি।"

রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। নৃসিংহরাম পীড়িতার কক্ষদ্বারে আসিয়া একটা বিকট কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। বুঝিতে পারিলেন, নাসিকাহীন সুশীলা বিকৃতস্বরে কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন—"মা, আসিয়াছ, আমি কোথায় আছি? তাহাকে মারিতে পারিলাম না, নিজে মরিতে বসিলাম, কিন্তু তাহার নিস্তার নাই; বাঁচিয়া উঠিলে আবার তাহাকে মারিয়া ফেলিব।"

সরোজিনী বলিলেন,—"আপনি ঘাড় নাড়িবেন না, হাত-পা ছুড়িবেন না। তাহা হইলে আবার রক্তপাত হইতে পারে।"

সরোজিনী শিয়রে বসিয়াছিলেন। সুশীলা ঘাড় ঘুরাইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কি ভয়ানক দৃষ্টি! সেই নাসিকাহীন বিকট বদনের উদ্ধদৃষ্টি দেখিয়া সকলেই শিহরিলেন। সুশীলা বলিলেন,—"তুমি কে? তোমাকে তো কখনই দেখি নাই?"

সরোজিনী বলিলেন,—"আমাকে আপনি চিনিতে পারিবেন না। আমি দুঃখিনী। আমার পরিচয়ে আপনার কোন আবশ্যক নাই। আপনি স্থির হইয়া থাকুন, এরূপ চঞ্চল হইলে বিপদ্ ঘটিবে।"

সুশীলা হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উগ্রভাবে বলিলেন —"তোমাকে চিনিতে না পারিলে আমি স্থির হইতে পারিব না। এখানে যে শ্যামপুরের লোক

দেখিতেছি, পার্শ্বে ছোটলোকের মা। তবে তুমিও শ্যামপুরের লোক। তোমাকে যেন দে-পাড়াতেও দেখিয়াছি। তবে তুমিই বোধ হয় সরোজিনী ”

সরোজিনী বলিলেন,—“সে কথায় এখন কাজ নাই, আপনি স্থির হোন।”

সুশীলা অত্যুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—“কাজ আছে। আমি তোকে নখে টিপিয়া মারিব।”

তখন সেই রাক্ষসী হঠাৎ উঠিয়া বসিল এবং উভয় হস্তে সরোজিনীর গলা টিপিয়া ধরিল। সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাহীনা হইয়া সুশীলা শয্যার উপর পড়িয়া গেল। তখন সরোজিনী দাসী দ্বারা বরফ আনাইলেন এবং তাহা পীড়িতার ললাটে ও মস্তকে দিতে থাকিলেন। রাণীকে বাতাস করিতে বলিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন,—“কে আছ, শীঘ্র ডাক্তারদের ডাক ”

বীরেন্দ্রনাথের সহিত তৎক্ষণাৎ ডাক্তারেরা আসিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, ক্ষতমুখ হইতে প্রবলবেগে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং পীড়িতার সংজ্ঞা এককালেই বিলুপ্ত হইয়াছে। বুঝিলেন, এ রক্তস্রোত নিরুদ্ধ করিবার এখন উপায় নাই। তাঁহারা সেই স্থানে বসিয়া যত্ন করিতে থাকিলেন।

নৃসিংহরামের গাড়ী প্রস্তুত ছিল। ডাক্তার-সাহেবের সহিত কথা ছিল, রাত্রিতে সংবাদ পাইলেই তিনি আসিবেন। গাড়ী তাঁহাকে আনিতে গেল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ডাক্তার সাহেব আসিলেন। তখন পীড়িতার হস্তপদাদি শিথিল ও অবশ হইয়াছে এবং অঙ্গ শীতল হইয়াছে। ডাক্তার সাহেব অনেকক্ষণ পরীক্ষার পর বাহিরে আসিয়া নৃসিংহরামকে বলিলেন,—“পীড়িতার আর জীবনের আশা নাই। বোধ হয়, আর এক ঘণ্টার মধ্যে সকলই শেষ হইবে।”

এই বিষাদের সংবাদ নৃসিংহরাম বাহিরে রাজা, বেণীমাধব প্রভৃতি সকলকেই জানাইলেন। বীরেন্দ্রনাথের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত ডাক্তারেরা চলিয়া আসিলেন এবং আর সে বাটীতে অবস্থান অনাবশ্যক বোধে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র অকাতরভাবে সমস্ত সংবাদ গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু তখনও তিনি একবারও ভিতরে আসিয়া কন্যাকে দেখিতে চাহিলেন না।

এই সময়ে একখানা গাড়ী বেগে আসিয়া নৃসিংহ-রামের দ্বারে উপস্থিত হইল। সেই গাড়ীতে রাজভগ্নী ছিলেন। নৃসিংহরাম দুই জন দাসী পাঠাইয়া অভ্যর্থনা সহকারে তাঁহাকে পীড়িতার গৃহে আনিলেন। তিনি আসনগ্রহণ করিলেন না, কাহারও সহিত কোন কথা কহিলেন না ; নীরবে মরণাপন্ন ভাইঝির শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই শোচনীয় কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। তাঁহারই আদরে, তাঁহারই প্রশ্রয়ে, তাঁহারই প্রদত্ত স্বাধীনতায় এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল, ইহা তিনি বুঝিলেন কি ?

রোদন-নিরতা রাণী তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সরোজিনী সুশীলার শোণিতসিক্ত মস্তক বক্ষে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সকলই ফুরাইল। রাত্রি দেড়টার সময় সরোজিনীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সুশীলা সংসারের লীলাখেলা সমাপ্ত করিলেন। বহুলোক আসিয়া সরোজিনীর আলিঙ্গন পাশ হইতে সুশীলার শবদেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল। রাণী উচ্চরোলে রোদন করিতে লাগিলেন, সরোজিনী “মা মা” শব্দে তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে থাকিলেন। রাজভগ্নীকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

উপসংহার

তিন দিন হইয়া গিয়াছে। সেই দিনই হরিশ্চন্দ্র রাণীকে লইয়া বাটী ফিরিয়াছেন। রাণী সরোজিনীকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন নাই। সেই সরলাকে বুকে ধরিয়া তিনি বড়ই তৃপ্তি পাইয়াছেন। তাঁহার আগ্রহে নৃসিংহরামের আদেশে সরোজিনী রাজরাণীর সহিত রাজবাটীতে আসিয়াছেন। যত্নের সীমা নাই। সরোজিনী নিয়ত 'মা মা" বলিয়া রাণীর মুখ মুছাইতেছেন, তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছেন, তাঁহাকে সেবাশুশ্রূষা করিয়া বিনোদিত করিতেছেন। রাজার সহিত কথা কহিতেছেন, তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিতেছেন, মমতায় তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিতেছেন। রাজা বুঝিয়াছেন, ভগবানের কৃপায় এত দিন পরে তিনি দুঃশীলার পরিবর্ত্তে সুশীলা পাইয়াছেন। রাণী বুঝিতেছেন, এমন লক্ষ্মী যদি আপনার হয়, তাহা হইলে সকল দুঃখই ভুলিতে পারা যায়।

পাঁচ দিন পরে রাজার নামে রাজভগ্নীর এক পত্র আসিল। পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, সম্পত্তিতে তাঁহার আর প্রয়োজন নাই। তিনি অতঃপর কাশীবাস করিবেন। তাঁহার সম্পত্তি হরিশ্চন্দ্রের হইল; তাঁহাকে কেবল মাসিক পঞ্চাশ টাকা দিতে হইবে।

প্রায় এক মাস অতীত হইয়া গেল, একদিন বেণীমাধব রাজার নিকট প্রস্তাব করিলেন;—"সরোজিনী এখন আপনারই কন্যা, বীরেন্দ্রনাথও আপনার। এখন উভয়ের বিবাহ দিলে হয় না?"

সে স্থানে চন্দ্রকান্ত ও নৃসিংহরাম উপস্থিত ছিলেন। রাজা বলিলেন,—"কথাটা আপনাদিগের মুখ হইতে শুনিবার নিমিত্ত আমি এত দিন অপেক্ষা করিতেছিলাম। এখনই বিবাহের উদ্যোগ হউক।"

তিন দিন পরে বিনা আড়ম্বরে সরোজিনী ও বীরেন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ হইল। সকলেই দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নৃসিংহরাম সাশ্রু-নয়নে বলিলেন,—"বিধাতার অদ্ভুত চক্রে যাহা ঘটা উচিত, তাহাই ঘটিল।" কিন্তু সকলেই বুঝিলেন, গুণময় নৃসিংহরাম এইরূপ শুভ পরিবর্ত্তনের নিয়ন্তা। তিনি যথাসময়ে অত্যাশ্চর্য্য ধৈর্য্য, সহৃদয়তা ও মহত্ত্বের পরিচয় না দিলে আজিকার এই পরমানন্দপ্রদ ব্যাপার একান্ত বিষাদজনক ভাবে পরিণত হইত।

নব-দম্পতি নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিলেন। তখন উভয়েই কাঁদিতে কাঁদিতে পরস্পরের স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিলেন। স্বপ্নের ন্যায় এক ভয়ানক কাণ্ড তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, সে স্বপ্নের ঘোর এখন ভাঙ্গিয়া গেল। বীরেন্দ্রনাথ প্রেমের প্রথম চুম্বন সরোজিনীর অধরপার্শ্বে অঙ্কিত করিয়া বলিলেন,—"সরোজ! আজি ভূতলে অমরাবতী প্রতিষ্ঠিত হইল।"

সম্পূর্ণ